শ্রীশ্রীলঘুভাগবতামৃতম্

শ্রীলরূপগোস্বামিপাদ বিরচিতম্।

শাস্ত্রসমুদ্র সম্ভূতং
শ্রীরূপপ্রকটীকৃতম।
শ্রীমদ্ভাগবতৈঃ স্বাদ্যং
লঘুভাগবতামৃতম্ ॥

শ্রীগিরিধারিলাল গোস্বামিনা প্রকাশিতম্।

শ্রীহরিভক্ত দাস

ভিক্ষা—১০০.০০

শ্রীশ্রীলঘুভাগবতামৃতম্

শ্রীল রূপগোস্বামি পাদেন বিরচিতম্ ।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত সারঙ্গরঙ্গদা টীকা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনচন্দ্র–
তর্কালঙ্কারকৃত রসিকরঙ্গদা টীকা চাভাষানুবাদসমেতম্ ।

শাস্ত্রসমুদ্র সম্ভূতং
শ্রীরূপপ্রকটীকৃতম্ ।
শ্রীমদ্ভাগবতৈঃ স্বাদ্যং
লঘুভাগবতামৃতম্ ॥

শ্রীহরিভক্তদাসেন সম্পাদিতম ।
শ্রীগিরিধারি লাল গোস্বামিনা প্রকাশিতম্ ।

❖ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জয়ন্তী ❖

শ্রীগৌরাঙ্গাব্দ–৫০৩ ভৈক্ষম্–১০০-০০

“ভূমিকা”

বিদুষা হরিভক্তেন হরিভক্তস্য মোদায় ।
হরি-ভক্তস্য মাহাত্ম্যমাভাসেন প্রকাশ্যতে॥

অনাদিকাল হতে একটা বাসনা জীবের, সুখীহব, চল্‌লো অনুসন্ধান, জড় শরীর থেকে আরম্ভ, পরে সন্ধান পেল বহু পরিশ্রমে, “ভূমৈব সুখম্” । কিন্তু হায়! পাব কেমন করে, চাই সাধন, চাই উপদেশ, প্রয়োজন অনুশাসনের, এগিয়ে এলেন করুণাময়ী জননী, বললেন “আচার্য্যদেবো ভব” । আচার্য্য উপাসনায় জিজ্ঞাসা জাগল হৃদয়ে । “মাং ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়তু । আরম্ভ হ’লো উপদেশ, “নেতি নেতি” সবার পরে উপদেশ দিলেন “ভূমৈব সুখম্” । তাঁকে পেলেই সুখ, দুঃখ তাঁর বিস্মরণ, চল্‌লো স্মরণ, প্রকাশ হলো আনন্দময় সাধকের হৃদয়ে, সুখী হলো, দর্শন পেল, স্পর্শ পেল, পেল সেবা, সে আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা হয়েছে প্রস্তুত শ্রীগ্রন্থে শ্রীগোবিন্দকে জান্‌তে হলে, জানতে হলে তাঁর শ্রীনাম মহিমা, ধাম, পরিকর, মাধুর্য্য প্রয়োজন এ শ্রীগ্রন্থের অধ্যয়নের, হে করুণাময় বৈষ্ণবগণ ! দেখুন একবার পরমাচার্য্য শ্রীমদ্‌রূপগোস্বামিপাদের অমৃত লেখনী, অমৃত হোন আস্বাদন করে, এ অমৃত মধুর আস্বাদ্য করেছেন শ্রীহরির ভক্ত শ্রীহরিভক্ত, সুগন্ধিত করেছেন তাঁর বঙ্গভাষা কর্পূরে, উদ্‌ঘাটিত করেছেন শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুপাদের সিদ্ধান্তরত্নপোটিকা, আসুন না ? সকলে মিলে আনন্দ হৃদয়ে আনন্দের সাথে আনন্দময়ের জয় গান করি ।

জয় শ্রীরাধে !
নিবেদনমিতি–

শ্রীমদ্ গৌড়ীয় বেদান্ত বিদুষ-
আনন্দদাস বেদান্ততীর্থস্য
॥ শ্রীরাধাকুণ্ড ॥

সম্পাদকীয় নিবেদন।

শ্রীমৎপ্রভুপদাম্ভোজৈঃ শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্ ।
যদ্‌ব্যতানি তদেবেদং সংক্ষেপেণ নিষেব্যতে ।।

কলিযুগ পাবনাবতার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বীয় অন্তরঙ্গ পরিকর মহামহোপাধ্যায়াবলী নিরাজিত চরণ নিখিল শাস্ত্রনিষ্ণাত শ্রীলরূপগোস্বামিচরণ সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতাদি বিবিধ শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া এই শ্রীলঘুভাগবতামৃতরূপ অলৌকিক অমৃত ভাণ্ডার আবির্ভাবিত করিয়া বিশ্ববাসিজন গণের তথা শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রভূত কল্যাণ সাধিত করিয়াছেন। অতঃ ইহা শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে যে সকল সিদ্ধান্ত উপন্যাসচ্ছলে বিস্তারিত করে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীপাদরূপগোস্বামী এই শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে সংক্ষেপে পরিবেশন করিয়াছেন। শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণাবসরে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার স্বয়ংই তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। আমার প্রভুপাদ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে যে সকল সপরিকর ভগবত্তত্ত্বের বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই বিস্তৃততত্ত্ব গ্রহণে অসমর্থ বৈষ্ণব গণের সুখবোধের নিমিত্ত আমি এইগ্রন্থে সেই সকল বিষয় সংক্ষেপে আস্বাদন করিতেছি। ইহাতে স্থাপ্য সিদ্ধান্ত সমূহ শব্দপ্রমাণমূলে প্রতিষ্ঠাপিত করা হইয়াছে, সুতরাং এই গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের ও সমগ্র পুরাণের পরিভাষা বলা যায়। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠার্থীর ইহা অবশ্যই পাঠ্য। বিশেষতঃ আমি যাঁহাকে উপাসনা করিব, যাঁহাকে ভজনা করিব, তিনি কে ? তিনি কিরূপ ? আর যাঁহার মত হইয়া আমাকে উপাসনা করিতে হইবে তিনিই বা কে ? এবং কিরূপ ? এইরূপে উপাস্য ও উপাসকের স্বরূপ তত্ত্ব বিষয়ের বিশিষ্ট উপদেশ ব্যতীত এ পর্য্যন্ত জগতের কোনরূপ উপাসনা বিধিই প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। সুতরাং উপাস্য ও উপাসকের তত্ত্বালোচনা, উপাস্য উপাসকের স্বরূপ পরিজ্ঞান ভগবৎ সাধকের একটি সর্ব্ব প্রধান সাধনাঙ্গ। কারণ উপাস্য ও উপাসকের তত্ত্বালোচনা ব্যতিরেকে এবং উপাস্য ও উপাসকের স্বরূপছবি হৃদয়ে ধারণ করিবার চেষ্টা না করিয়া কোন উপাসনাবিধি কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। ইহাতে প্রধানভাবে এই তত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে। বঙ্গের কোন প্রসিদ্ধ দার্শনিক কবি বলিয়াছেন—"সুখের যাহা সার, সাধনার যাহা চরমলক্ষ্য এবং তৃষ্ণার যাহাতে পরমাতৃপ্তি, মনুষ্যের প্রাণ চিরদিনই সেই অমৃতের জন্য লালায়িত"। শ্রীলঘুভাগবতামৃতের অমৃতই সেই অমৃত, এই অমৃত আস্বাদনে উন্মুখ হইলে দেবভোগ্য অমৃতেও তুচ্ছ বোধ হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত, বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, মহাভারত ও তন্ত্রাদি নিখিল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য এক অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ। মৎস্যকূর্ম্মাদি অসংখ্য বৈদিক অবতারবৃন্দ তাঁহারাই স্বাংশ এবং জীব পরমাত্মার তটস্থা শক্তি এবং শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ স্বরূপ। এই গ্রন্থে সুপ্রণালীতে সেই সমস্ত অবতারবৃন্দের শ্রেণীবিভাগ দেখাইয়াছেন, গ্রন্থের পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণামৃতে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ স্বরূপ নিরূপণ, স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ প্রভৃতি বিবিধ ভগবৎ স্বরূপ প্রপঞ্চাতীত গোলোকাদি ধাম সমূহ দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোপাস্যত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে স্বয়ংরূপ অর্থাৎ যেরূপ অন্য স্বরূপকে অপেক্ষা করে না তাহাই স্বয়ংরূপ। তদেকাত্মরূপ অর্থাৎ যাহা স্বয়ংরূপকে অপেক্ষা করিয়া বিরাজমান এবং আকৃতি ইত্যাদিতে কিছু ভিন্নরূপ বলিয়া বোধ হয়। স্বয়ংরূপ ও তদেকাত্মরূপ উভয়েই বিলাস ও স্বাংশভেদে দ্বিবিধ। স্বাংশরূপ সমূহ ন্যূনশক্তিযুক্ত, আর জ্ঞান ও শক্ত্যাদি কলাদ্বারা আবিষ্ট হইয়া যে সমস্ত মহত্তমজীবে শ্রীভগবান্ প্রতীয়মান আছেন তাঁহারা আবেশ। প্রকাশ সমূহ বহু হইলেও তাঁহারা ভেদপদবাচ্য নহে। পূর্ব্বোক্ত রূপসমূহ বিশ্বকল্যানার্থ অন্য দ্বার অবলম্বন করিয়া বিশ্বে অবতরণ করিলে তাঁহাদিগকে অবতার বলা হয়। এই অবতার তিন প্রকার, পুরুষাবতার, গুণাবতার, ও লীলাবতার। পুরুষাবতার আবার কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষরূপে ত্রিবিধ। অপর গুণাবতার—বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র এই ত্রিবিধ। ইঁহাদিগের মধ্যে শ্রীবিষ্ণু পুরুষাবতারগণের মধ্যে ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষ। তিনি শুদ্ধ সত্ত্বগুণকে বিস্তার করেন বলিয়া তাঁহার একটি নাম সত্ত্বতনু। তাঁহার অবতার সকলও সত্ত্বতনু। শ্রীবিষ্ণু নির্গুণ। শ্রীবিষ্ণুর স্বাংশ কলা অপেক্ষা বিধি হরাদির সর্ব্বত্র ন্যূনতা। লীলাবতার বহুবিধ, শ্রীমদ্ভাগবতে চতুঃসনাদিক্রমে পঞ্চবিংশতি দৃষ্ট হয়। মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতার একত্রে একচল্লিশটি। শক্ত্যাবেশ অবতার—প্রাভব ও বৈভব, পরাবস্থ ও ন্যূনাবস্থ ভেদে চতুর্বিধ। চতুঃসন, নারদ পৃথু ও কল্কি ইঁহারা সকলেই আবেশাবতার। কলিযুগে প্রত্যক্ষ-রূপ ধারণ পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণু আবির্ভূত হন না বলিয়া তাঁহার নাম ত্রিযুগ। প্রাভব আবার দ্বিবিধ অল্পকাল ব্যক্ত ও অনতিবিস্তৃত কীর্ত্তি বৈভবান্বিত। যেমন মোহিনী ও হংস বিস্তৃত কীর্ত্তি, এবং ধন্বন্তরি, ঋষভ, ব্যাস, দত্ত, কপিল প্রভৃতি অনতিবিস্তৃত কীর্ত্তি যুগাবতার চতুর্বিধ। দ্বিতীয় প্রকার প্রাভব কিন্তু দীর্ঘকালব্যক্ত শাস্ত্রকর্ত্তা ও মুনিজনবৎ চেষ্টা ও কার্য্যবিশিষ্ট। প্রাভবাবস্থার অবতার একাদশ এবং বৈভবাবস্থার একবিংশতি অবতার। পরাবস্থ অবতার ত্রিবিধ যথা—শ্রীনৃসিংহ, শ্রীদাশরথি ও শ্রীকৃষ্ণ ইহারা ষড়গুণে পূর্ণ। তাঁহারা দীপ হইতে অন্যদীপের উৎপত্তির ন্যায় পুর্ণ শক্তিবিশিষ্ট, ইঁহাদের স্থান সর্ব্বোপরি মহাবৈকুণ্ঠে। পূর্ণতমত্ব শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে, মধুপুরে, দ্বারকায় ও গোলোকে নিত্য বসতি। শ্রীকৃষ্ণের হতারি-গতিদায়কত্ব ও অসাধারণ মাধুর্য্যচতুষ্টয় নিমিত্ত শ্রীরাঘবেন্দ্রাদি স্বরূপ হইতেও মাহাত্ম্যাধিক্য ঘোষিত হইয়াছে। শ্রীভগবদবতার মাত্রেই পূর্ণতা, শ্রীভগবচ্ছক্তি বিচার। শ্রীকৃষ্ণের অংশিত্ব, শ্রীভগবানের বিরুদ্ধ অচিন্ত্য শক্তির আশ্রয়ত্ব বিষয়ে বিচার। অপর কেশাবতার খণ্ডন ; ব্যূহবিচার শ্রীবাসুদেবাবতারত্ব নিরাকরণ, এবং স্বয়ং ভগবত্ত্ব বিষয়ক বিচার। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি গুণাধিক্য বশতঃ

ব্রহ্মস্বরূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব। ব্রহ্ম অমূর্ত্ত নির্ব্বিশেষ, অতএব তিনি সূর্য্যস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রভামাত্র। মহর্ষিগণ ভৃগুদ্বারা গুণাবতারদিগের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুকে মহত্তম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সদাশিব বলিয়া যে তত্ত্ব, তিনি মহাবৈকুণ্ঠ নায়ক হইতে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ সম্বন্ধে শ্রীরামানুজীয় মতের নিরাকরণ। সকল ভগবৎ স্বরূপ হইতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ নিরূপিত হওয়ায় পরব্যোমনাথ অপেক্ষা অধিকতা লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের অতুল্যতা, মনুষ্যলীলার শ্রেষ্ঠতা, শ্রীভগবদ্বিগ্রহের দেহ-দেহি ভেদ নিরসন। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীকৃষ্ণ স্পৃহা, শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংরূপত্ব ও তদ্বিষয়ক বিচার, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি লীলা অনাদি হইয়াও সময়ে সময়ে তাঁহার ইচ্ছাক্রমে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রাদুর্ভূ'তা হয়েন, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি নয়নে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনীয়লীলা অদ্যাপিও লক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ নিজ শক্তিক্রমে অধোক্ষজ হইয়াও ভক্তগণকে দর্শন দিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের অন্তঃবহিঃ পূর্ব্ব অপর প্রভৃতি দেশাদি রহিত। পুরাণে স্থানে স্থানে কৃষ্ণলীলার কেবল বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ লক্ষিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট ভেদে দুই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি অনুসারে লীলাশক্তি তত্তৎপরিকরদিগের প্রপঞ্চগোচরে আনিয়া প্রকট করেন কিন্তু যে যে লীলা প্রপঞ্চাতীত হইয়া অপ্রকট বলিয়া শব্দিত হয়, সেই সেই লীলাই প্রপঞ্চগোচর হইয়া প্রকটতা লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভু'জতা অপেক্ষা দ্বিভুজত্ব প্রধান। প্রকট লীলায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ভেদক চারিটি ব্যূহের প্রকাশ বিদ্যমান কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বাসুদেব ব্যূহ অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বারাবতীতে গমন করিয়া, তথায় প্রদ্যুম্নাখ্য ব্যূহ ও অনিরুদ্ধাখ্যব্যূহ বিস্তার করেন। ব্রজে প্রকটলীলায় তাঁহার যে তিনমাস বিরহ তাহাতেও ব্রজে তাঁহার বিস্ফূর্ত্তিরূপ একটি প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু তিনমাস পরেই ব্রজবাসিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ মিলন হইয়া থাকে, সুতরাং প্রকটলীলায় যে বিরহ তাহা অত্যল্প বলিয়াই জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকারে ধামত্রয়ে নিত্যলীলা দেদীপ্যমানা। ধামকে সাধারণতঃ মথুরা ও দ্বারাবতী ভেদে দ্বিবিধ বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে মথুরাধাম আবার গোকুল ও পুরভেদে দ্বিবিধ। বস্তুতঃ গোকুলই গোলোক, অপ্রকট অবস্থায় যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাই গোলোকে বৈভব লাভ করিয়াছে। ধামত্রয়ের লীলা নিত্য হইলেও গোকুল লীলার মাধুরী সর্ব্বাধিকা। এই গোকুল লীলার মাধুর্য্যামৃত সর্ব্ব প্রকার বিচারের অতীত হইলেও কেবলশুদ্ধা প্রেমভক্তির দ্বারা জানিতে পারা যায়। প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার এই সমস্ত তত্ত্বামৃত শ্রীকৃষ্ণামৃতে বিশদরূপে দেখাইয়া পরিশেষে সংক্ষেপে ভক্তামৃতের সূচনা করিয়াছেন। ভক্তামৃতের প্রথমে ভক্তপূজার প্রয়োজনীয়তা, ভক্তগণের শ্রেণীবিভাগ সেই ভক্তগণের মধ্যে শ্রীপ্রহ্লাদই শ্রেষ্ঠ, প্রহ্লাদ অপেক্ষা শ্রীপাণ্ডবগণ, পাণ্ডবগণ অপেক্ষা শ্রীযাদবগণ শ্রেষ্ঠ। আবার যাদবগণের মধ্যে শ্রীউদ্ধব শ্রেষ্ঠ, উদ্ধব অপেক্ষা শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রেষ্ঠা, ব্রজদেবীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে গ্রন্থের উপসংহার।

পরামৃতদ্বয়ে পরিপূর্ণ এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের উৎকর্ষাববোধার্থ এবং অর্থগ্রহসৌলভ্যার্থ শ্রীগোবিন্দ

ভাষ্যাদি বিবিধ গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় কৃত সারঙ্গরঙ্গদা নাম্নী অত্যুপাদেয় টীকাটি শ্রীরূপপাদকৃত মূল গ্রন্থের অভিপ্রায় বুঝিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী বোধে শ্রীবলদেবকৃত সূক্ষ্ম টীকার যৎকিঞ্চিৎ আভাস সন্নিবেশিত হইয়াছে, সুতরাং টীকাকার মূল শ্লোকে আপনার প্রয়োজন মত যে অঙ্ক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার সেই অঙ্কানুসারে অনুবাদ না হইলে নানাবিধ অসুবিধা দেখা যায়, তজ্জন্য মূল শ্লোকের অর্থ আর পৃথক্‌রূপে দেখান সম্ভব হইল না। অপর মৎকৃত এই সম্পাদনে নিজের কিছুই নাই, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের বান্তাশন মাত্র। অপর শ্রীকুণ্ড নিবাসি পরম স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত আনন্দ দাসজী আমাকে যে অকৃত্রিম সাহায্য করিয়াছে, তাহার অবদান সত্যই দ্বিতীয় রহিত, তাহার সেই প্রকার সাহায্য না পাইলে আমার পক্ষে সম্পাদনা কার্য্য দুরুহই হইত। শ্রীকুণ্ডেশ্বরী তাহার লেখনীকে জয়যুক্ত করুন ইহাই আমার করযোড়ে প্রার্থনা।

পরিশেষে—নিবেদন পাঠকগণ আপনাদের শ্রীচরণে জীবাধমের প্রার্থনা আপনারা এই গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ পাঠ ও অনুশীলন করুন এবং আস্বাদন করিয়া সটীক গ্রন্থের গুরুগম্ভীর প্রসন্নোজ্জ্বল তাৎপর্য্যাবধারণ করুন। ক্ষুদ্রবুদ্ধি বিষয় বিলাসী মাদৃশজীবের লেখনী ফলকে এ গ্রন্থের যথাযথ বিবৃতির প্রতিফলন অসম্ভব এইহেতু অনিবার্য্য ভুল ত্রুটির চাই ক্ষমা ভিক্ষা।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতের প্রণেতা শ্রীল রূপগোস্বামিচরণ কলিযুগ পাবন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট সংস্থাপকরূপে বিশ্ববৈষ্ণব রাজ সভায় পরম পূজিত, ব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের লুপ্ততীর্থের উদ্ধারক, শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা প্রকাশক, শ্রীভক্তি গ্রন্থের প্রচার ও সন্মার্গের প্রবর্ত্তক। দ্বাদশ শকাব্দীতে জগদ্‌গুরু সর্ব্বজ্ঞ নামক এক যজুর্বেদীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কর্ণাটের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র অনিরুদ্ধ কর্ণাটের রাজা হন, তাঁহার দুই মহিষীর গর্ভে দুই পুত্র, জ্যৈষ্ঠ্য রূপেশ্বর ও কনিষ্ঠ হরিহর। অনিরুদ্ধ মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীয়রাজ্য পুত্রদ্বয়কে সমভাবে বণ্টন করিয়া দিয়া যান। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে রূপেশ্বর ছিলেন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সাধুভাব যুক্ত এবং হরিহর শাস্ত্রে নিপুন হইলেও কুটিল প্রকৃতি ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিহর তাহার সমগ্র রাজ্য গ্রাস করিবার দুরভিপ্রায় দেখিলে রূপেশ্বর যাহাতে গৃহবিবাদ না হয় তজ্জন্য রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শিখরভূমিতে বাস্তব্য স্থাপন করেন। তথাকার রাজা তাঁহার পরম সুহৃদ্ ছিলেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে নৈহাটীতে আলয় নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পঞ্চপুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ মুকুন্দের পুত্র মহাসদাচার পরায়ন কুমারদেব যশোহর জেলার অন্তর্গত ফতেয়াবাদ নামক স্থানে আলয় স্থাপন করেন। এই কুমার দেবের অপত্য-রূপেই শ্রীসনাত ও শ্রীরূপ ও শ্রীজীবের পিতা শ্রীঅনুপম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন উভয়েই সংস্কৃত ভাষায় এবং তদানীন্তন রাজভাষা আরবী ও ফার্সিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য প্রতিভা ও কার্য্যকুশলতা লক্ষ্য করিয়া তদানীন্তন স্বাধীন বঙ্গের নবাব গুণগ্রাহী হোসেন

সাহ শ্রীসনাতন গোস্বামীকে প্রধান মন্ত্রীর এবং শ্রীরূপগোস্বামীকে রাজস্ব সচিবের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ এই নামদ্বয় শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে দিয়াছিলেন। তাঁহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া নবাব সাহেব শ্রীসনাতন গোস্বামীকে সাকর মল্লিক ও শ্রীরূপকে দবিরখাস উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রাজকার্য্য অনুষ্ঠান কালে এই উপাধিদ্বয়ে তাঁহারা সুপরিচিত ছিলেন। বঙ্গের তৎকালীন রাজধানী মালদহ জেলাস্থ গৌড়ের উপকণ্ঠে রামকেলিতে তাঁহারা অবস্থান পূর্ব্বক অবসর সময়ে বিবিধ শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের অনুজ শ্রীমধুসূদন বিদ্যাবাচস্পতিকে তাঁহারা গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহার নিকটে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিতেন। আরও অনেক পণ্ডিত তাঁহাদের শাস্ত্রালোচনায় যোগদান করিতেন। এই রামকেলিতে অবস্থান কালে শ্রীরূপ–পাদ শ্রীহংসদূত নামক খণ্ড কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। প্রজাহিতৈষী সুদক্ষ মন্ত্রিরূপে শ্রীরূপসনাতনের খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইলেও তাঁহারা লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত না করিয়া পরমার্থানুশীলনেই বিশেষ ভাবে অনুরক্ত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নীলাচলে গমন করিলে তাঁহার চরণপদ্ম দর্শনের নিমিত্ত ভ্রাতৃযুগল অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া দৈন্যপত্র সহ পুনঃ পুনঃ নীলাচলে লোক পাঠাইতে লাগিলেন। ভক্তের আকুল আহ্বানে শ্রীমন্মহাপ্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। গঙ্গা ও জননী দর্শনান্তে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন এই কথা প্রকাশ করিয়া প্রভু বঙ্গদেশে শুভ বিজয় করেন এবং কয়েকদিন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর ভবনে ভক্তবৃন্দ সহ সঙ্কীর্ত্তন বন্যা প্রবাহিত করিয়া রামকেলিতে শুভবিজয় করতঃ এক ব্রাহ্মণ গৃহে অবস্থান করেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন মধ্যরাত্রিতে রাজবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুই গুচ্ছ তৃণ দন্তে ধারণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণত হইলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর জয়গান প্রসঙ্গে নিজেদের বহু দৈন্যোক্তি প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভ্রাতৃদ্বয়কে উঠাইয়া আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন "তোমরা দৈন্য পরিত্যাগ কর, তোমাদের দৈন্যে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে," তোমাদের দৈন্যপূর্ণ পত্রপাঠে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া আমি এখানে আসিয়াছি। তোমরা দুই ভাই আমার নিত্যকিঙ্কর। শীঘ্র রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট চলিয়া আইস। আমার অনেক কার্য্যভার তোমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রামকেলি হইতে যাইবার পরই শ্রীরূপ রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজালয়ে গমন করিলেন এবং স্বীয় অর্থ অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব গণকে দান করতঃ অবশিষ্ট অর্থের অর্দ্ধভাগ কুটুম্বগণকে এবং শ্রীসনাতনের নিমিত্ত দশ সহস্র মুদ্রা এক মুদির ঘরে রাখিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সে যাত্রায় আর বৃন্দাবনে না যাইয়া কানাইএর নাটশালা হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। কবে নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে যাত্রা করিবেন জানিবার জন্য শ্রীরূপ লোক পাঠাইয়া অবগত হইলেন, যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন তখন শ্রীরূপ অনুজ অনুপম সহ শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। দুই ভাই যখন প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু

শ্রীবৃন্দাবন দর্শনান্তে কেবল প্রয়াগে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপের নিকটে দশদিনব্যাপী ভক্তি সিদ্ধান্ত ও রসতত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীরূপ অনুপম সহ প্রয়াগ হইতে শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে গমন করেন। মথুরায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুকম্পিত সুবুদ্ধিরায় ও শ্রীলমাধবেন্দ্র পুরীপাদের অনুগৃহীত সানোড়িয়া বিপ্রের সহিত শ্রীরূপের পরিচয় হয়। তিনি তাঁহাদের সহিত ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমান্তে বঙ্গদেশ হইয়া নীলাচলে গমন করেন, বঙ্গদেশ হইতে শ্রীনীলাচলে যাইবার পথে গঙ্গার তীরে শ্রীঅনুপম স্বধামে গমন করেন। শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা একত্র বর্ণন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন পরে সত্যভামা পুরে শ্রীসত্য-ভামাদেবীর স্বপ্নাদেশ এবং নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া একটি নাটকের পরিবর্ত্তে ব্রজলীলাত্মক শ্রীবিদগ্ধ মাধব এবং দ্বারকালীলাত্মক শ্রীললিত মাধব নামক নাটকদ্বয় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পরিকর শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটক রচয়িতা শ্রীরামানন্দরায় প্রমুখ পার্ষদবৃন্দ শ্রীরূপ রচিত নাটকদ্বয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। একবার শ্রীমন্মহাপ্রভু রথযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে সাহিত্য দর্পনের "যঃ কৌমারহরঃ স এবহি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা" এই শ্লোকটি বারম্বার উচ্চারণ করেন। যিনি ভুলক্রমেও কোন স্ত্রী-লোকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না এবং অনুগত গৃহত্যাগী বিরাগী জনগনের এবিষয়ে বিন্দু-মাত্র অসাবধানতা দেখিলে তৎক্ষণাৎ তীব্র শাসন করিয়াছেন, সুতরাং তিনি কি নিমিত্ত শ্রীজগন্নাথ দেবের অগ্রে সাহিত্য দর্পনের শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন, ইহাতে অনেকের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। শ্রীরূপ পাদ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরের উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত করিয়া "প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিত"। এই শ্লোকটি রচনা করেন; শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া অতীব উল্লসিত হইয়াছিলেন। ইহাই লক্ষ্য করিয়া শ্রীল কর্ণপুর গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বলিয়াছেন "প্রিয় স্বরূপে দয়িত স্বরূপে, প্রেম স্বরূপে সহজাভিরূপে। নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে, ততান রূপে, স্ববিলাস রূপে"॥ অপর শ্রীরূপ রচিত শ্রীকৃষ্ণ নাম মহিমাত্মক –"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীল-দ্ধয়ে"। ইত্যাদি শ্লোকটি পাঠ করিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভু সাতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরূ-পের হস্তাক্ষর মুক্তা পাঁতির ন্যায় অতীব সুন্দর ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার হস্তাক্ষরকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন ভারদ্বাজ গোত্রীয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াও দৈন্যবশতঃ কখনও শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই। এমন কি পাছে অলক্ষিতে শ্রীজগন্নাথ দেবের অর্চ্চকগণের স্পর্শ হইয়া যায় এই আশঙ্কায় শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন রাজপথেও যাইতেন না। দূর হইতে শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইতেন এবং শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিকটে বাস করিতেন। সেই স্থানটি সম্প্রতি সিদ্ধবকুল বলিয়া খ্যাত। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলের নিকট শতমুখে শ্রীরূপের দৈন্য, সৌজন্য, পাণ্ডিত্য, বৈরাগ্য, রচনানৈপুন্য, নিরন্তর—ভজন পরায়ণতা প্রভৃতি গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।

একদা শ্রীরূপ পাদের বৃদ্ধবয়সে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতি কালে সপ্তক্রোশ দূরবর্ত্তি গোবর্দ্ধনস্থিত শ্রীগোপাল দর্শনের অভিলাষ জাগিলে প্রিয় সেবক দূর পথ অতিক্রম করিতে অসমর্থ, বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে গোবর্দ্ধনে আরোহন করিবেন না জানিয়া শ্রীগোপাল পূজকের হৃদয়ে ম্লেচ্ছা-ক্রমনের ভয় জাগ্রত করিয়া মথুরায় বিঠ্ঠল নাথের আলয়ে শুভ বিজয় পূর্ব্বক শ্রীরূপকে একমাস কাল দর্শন দিয়াছিলেন। একমাস পরে শ্রীগোপাল জীউ গোবর্দ্ধনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীরূপ বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীরূপপাদ শ্রীলঘুভাগবতামৃত ব্যতীত শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, হংসদূত, উদ্ধব সন্দেশ, স্তবমালা, শ্রীকৃষ্ণ জন্মতিথিবিধি, শ্রীকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকা, দানকেলি কৌমুদী, আখ্যাত চন্দ্রিকা, মথুরা মাহাত্ম্য, পদ্যাবলী, নাটক চন্দ্রিকা, বিরুদাবলী লক্ষণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসের রত্নসিংহাসনে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী তৎকৃত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণের "অবতীর্ণো ভক্তরূপেণ" এই তৃতীয় শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—শ্রীরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য পরিকর, তিনি তাঁহারই সহিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীরূপ শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনীর অন্তরঙ্গা দাসী শ্রীরূপমঞ্জরী নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন।

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি ॥

পরিশেষে নিবেদন—নিউদিল্লী গোল মার্কেটস্থিত কালি বাড়ীর মহিলা সমিতির সম্পাদিকা, ভক্ত প্রবর শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র লাল মিত্র মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী জয়ন্তি রেখা মিত্র এই শ্রীগ্রন্থ প্রকাশে ৫৫১, টাকা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের শ্রীচরণে ইঁহাদের বিমলা ভক্তি লাভ হউক শ্রীভগবচ্চরণে ইহাই আমার প্রার্থনা।

অপর শ্রীব্রজবাস নিষ্ঠ বৈষ্ণবপদরজ প্রার্থী, নিউদিল্লী নিবাসি শ্রীযুক্ত রেবতী রঞ্জন দেবনাথ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী স্বর্ণলতা দাসীর আত্মার কল্যাণ কামনায় শ্রীগ্রন্থ প্রকাশে ৫০১, টাকা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণে ইঁহাদের অচলা ভক্তি লাভ হউক ইহাই আমার প্রার্থনা।

শ্রীগ্রন্থের প্রকরণ শ্লোকসূচী।

অথ শ্রীশ্রীকৃষ্ণামৃত ।

শ্রীগ্রন্থের প্রকরণ শ্লোকসূচী ।

অথ শ্রীশ্রীকৃষ্ণামৃত ।

শ্রীগ্রন্থের প্রকরণ শ্লোকসূচী।

অথ শ্রীশ্রীকৃষ্ণামৃত।

শ্রীগ্রন্থের প্রকরণ শ্লোকসূচী।

অথ শ্রীশ্রীকৃষ্ণামৃত।

শ্রীগ্রন্থের প্রকরণ শ্লোকসূচী।

অথ শ্রীশ্রীভক্তামৃত ।

অকারাদিক্রমে শ্লোকসূচী ।

শ্লোকের পার্শ্বস্থ অঙ্ক পৃষ্ঠাসংখ্যা ।

অ অ অ অ

অকারাদিক্রমে শ্লোকসূচী।

শ্লোকেরপার্শ্বস্থ অঙ্ক পৃষ্টাসংখ্যা।

অকারাদিক্রমে শ্লোকসূচী।

শ্লোকের পার্শ্বস্থ অঙ্ক পৃষ্ঠাসংখ্যা।

অকারাদিক্রমে শ্লোকসূচী।

শ্লোকেরপার্শ্বস্থ অঙ্ক পৃষ্ঠাসংখ্যা।

অকারাদিক্রমে শ্লোকসূচী।

শ্লোকেরপার্শ্বস্থ অঙ্ক পৃষ্ঠাসংখ্যা।

দ দ দ দ

ধ ধ ধ ধ

অকারাদিক্রমে শ্লোকসূচী।

শ্লোকেরপার্শ্বস্থ অঙ্ক পৃষ্ঠাসংখ্যা।

অকারাদিক্রমে শ্লোকসূচী।

শ্লোকের পার্শ্বস্থ অঙ্ক পৃষ্ঠাসংখ্যা।

অকারাদিক্রমে শ্লোকসূচী।

শ্লোকেরপার্শ্বস্থ অঙ্ক পৃষ্ঠাসংখ্যা।

অকারাদিক্রমে শ্লোকসূচী ।

শ্লোকেরপার্শ্বস্থ অঙ্ক পৃষ্ঠাসংখ্যা ।

শ্রীশ্রীলঘুভাগবতামৃতম্

—ঃ*ঃ—

পূর্ব্ব-খণ্ডম্

শ্রীকৃষ্ণামৃতম্

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়।

"নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়া" - কুণ্ঠমেধসে।
"যো ধত্তে সর্ব্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ ॥"১॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ভক্ত্যাভাসেনাপি তোষং দধানে ধর্ম্মাধ্যক্ষে বিশ্বনিস্তারিনাম্নি। নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যরূপে তত্ত্বে তস্মিন্নিত্যমাস্তাং রতির্নঃ।।১।। দেবাচার্য্যং যং বিদুঃ সৎকবিত্বে পারাশর্য্যং তত্ত্ববাদে মহান্তঃ। শৃঙ্গারার্থব্যঞ্জনে ব্যাসসূনুং স শ্রীরূপঃ পাতু নো ভৃত্যবর্গান্।।২।। অথ সোহয়ং নিখিলশাস্ত্রার্থসারজ্ঞঃ শ্রীরূপাভিধানঃ শাস্ত্রকৃৎ সংক্ষিপ্তভাগবতামৃতং শাস্ত্রং নির্ম্মিমাণস্তদ্বোধ্যভগবৎপ্রণতিরূপং প্রত্যূহতৃণরাশিবহ্নিমভীষ্টপূর্ত্তিপীযূষবলাহকং মঙ্গলং তাবন্নিবধ্নাতি, নমস্তস্মৈ ইতি। ভগবতে—"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা।।" (বিং পুং ৬।৫।৭৪) ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্তপূর্ণৈশ্বর্য্যষট্কবিশিষ্টায়। নিত্যযোগে মতুপ্। কৃষ্ণায়—যশোদাস্তনন্ধয়ায়। অকুণ্ঠামেধা যস্মাৎ, তস্মৈ "ত্বত্তো জ্ঞানং হি জীবানাম্" (ভাং ১১।২২।২৮) ইতি স্মরণাৎ তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়েত্যর্থঃ। ভগবত্তা তস্য স্বয়ংসিদ্ধেতি বোধয়িতুং বিশিনষ্টি, য ইতি। ধত্তে—প্রকটয়তি, সর্ব্বেষাং, ভূতানাং—জীবানাম্, অভবায়—মোক্ষায়। উশতীঃ—কমনীয়াঃ, কলাঃ—ভাগান্ স্বাংশকলাবিভূতিলক্ষণান্, "কলা স্যান্মূলবিবৃদ্ধৌ শিল্পাদাবংশমাত্রকে। ষোড়শাংশে চ চন্দ্রস্য কলনা-কালমানয়োঃ।।" ইতি মেদিনী। যদ্যপি নির্ভাগো ভগবাংস্তথাপি বিশেষাৎ সভাগঃ প্রতীয়তে ইত্যুত্তরত্র ব্যক্তীভাবি। চতুঃসনসংবাদং বেদস্তবং বদরীশাৎ উপশ্রুতবতো নারদস্য তন্নিষ্কর্ষাবেদকমিদং পদ্যং কৃষ্ণস্য মূলবস্তুত্বং স্ফুটয়তি। আলস্যাদপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পুংসাং যদ্গ্রন্থবিস্তরে। ততোঽত্র ক্রিয়তে সূক্ষ্মা-টীকা ভাগবতামৃতে।।১।।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নিত্যানন্দমনা গদাধররসোল্লাসী স্বরূপপ্রিয়োঽদ্বৈতাদ্বৈতগতিঃ সনাতনতনুর্গোপালরূপাশ্রয়ঃ। শ্রীবাসপ্রিয়তাকরো নরহরিপ্রাণো মুরারিপ্রভু রাধাভাবলসদ্দ্যুতির্বিজয়তাং শ্রীমাঞ্ছচীনন্দনঃ ।।১।। শ্রীকৃষ্ণ-তৎপ্রিয়াগ্রণ্য-রাবিকোৎকর্ষবর্ণনম্ । জীয়াদ্ভাগবতমতং শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্ ।।২।। রাগানুগাখ্যয়া ভক্ত্যা তয়াবিষ্কৃতয়া জগৎ। শর্ম্মাব্ধৌ মজ্জিতং যেন রূপায় করবৈ নমঃ ।।৩।। শ্রীরাধাচরণো নাম্না কবীন্দ্রো বিদুষাং বরঃ। চক্রবর্ত্তিতয়া খ্যাতো ভুবি জীয়াদ্ গুরুর্মম ।।৪।। গুরূনধ্যাপকান্ বন্দে শ্রীমদ্ভাবতার্থদান্ । ব্যাকরোমি প্রসাদাদ্যদিদং ভাগবতামৃতম্ ।।৫।। সর্ব্বশক্তিবরা রাধা কৃষ্ণো ভগবতাং বরঃ। উপাসনানয়োঃ কার্য্যেতি-নিশ্চিত্য মনীষয়া ।।৬।। শ্রীমদ্রূপাখ্যগোস্বামী ভট্টগোস্বামিমুখ্যকৈঃ। আম্রেড়িতো রচিতবানিদং ভাগবতা-মৃতম্ ।।৭।। তত্রাদৌ পূর্ব্বখণ্ডেঽস্মিন্ কৃষ্ণোৎকর্ষনিরূপণে। কৃষ্ণত্বে ধর্ম্মপুত্রায় নারদো যন্নমোঽকরোৎ। অনুচ্য তদ্বিশিষ্টাদি শিষ্টাচারপ্রদর্শকঃ। তস্মৈ তত্ত্বেঽভেদভাবাদ্ গ্রন্থকৃৎ কুরুতে নমঃ ।।৮।। নম ইতি যেনেদৃশী শ্রীসনন্দনমুখোদিতা শ্রুতিস্তুতিরুক্তা তস্মৈ গুরুত্বেন প্রসিদ্ধায় শ্রীনারায়ণায় নমোঽস্তু। প্রধানত্বং জীবত্বঞ্চ বারয়ন্নাহ অকুণ্ঠমেধা যস্যেতি, তৌ হি তন্মেধাধ্যাসেন মেধাবিনাবিত্যর্থঃ। তর্হি গুণাবতারো বিষ্ণুরিত্যাহ— উশতীঃ-কমনীয়াঃ, কলা অংশান্ অংশাংশাংশ্চ "নারায়ণকলাঃ শান্তা" ইত্যত্র "অত্র স্বাংশা হরেরেব কলা-শব্দেন কীর্ত্তিতা ইতি শ্রীগ্রন্থকৃচ্চরণৈর্ব্যাখ্যাতত্বাৎ অংশাংশস্য কলাত্বেন প্রসিদ্ধত্বাচ্চ। নন্বু তর্হি পুরুষ এবায়মিত্যাহ, ভগবতে ঐশ্বর্য্যাদিষট্কপরিপূর্ণায়। নন্বু "নৃসিংহরামকৃষ্ণেষু ষাড়্গুণ্যং পরিপূরিতমিতি পাদ্মীয়বচনেন শ্রীনৃসিংহাদিত্রিতয়শক্ত্যা ভগবত্তাঽস্মিন্ কিং মর্য্যাদয়োক্তেত্যত আহ—কৃষ্ণায় ভদবতারায়, পুরুষাবতারত্বেঽপি শ্রীকৃষ্ণস্য সাক্ষাদংশবদবতারত্বাদ্ভগবত্তৈব, ন পরমাত্মতেত্যর্থঃ। অতএবোক্তং শ্রীধরস্বামি-চরণৈঃ "নম ইতি শ্রীকৃষ্ণাবতারতয়া নারায়ণং নমস্যতীতি। উক্তং হি "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি।" যদ্বা ভগবতে—ঐশ্বর্য্যাদিষড়ংশবতে। যত্র যত্র ধর্ম্মিণি যাদৃগ্ভগবত্তোচিতা তত্র তত্র তাদৃগেব প্রত্যেতব্যা। যদুক্তং শ্রীশাঙ্করভাষ্যে—ধর্ম্মিণমপেক্ষ্যৈব ধর্ম্মঃ কল্পনীয় ইতি। নন্বু তস্মিন্ পরমাত্মনি কথং ভগস্যাংশতা বরং কলাত্বমিত্যত আহ—কৃষ্ণায় পুরুষং নিমিত্তীকৃত্য শ্রীকৃষ্ণাংশস্যৈবাবতারা-য়েত্যর্থঃ। অতএব পুরাণজাতেষু তয়োরেকাত্মত্বেনোক্তিঃ পুষ্টৈব। পক্ষে তস্মৈ স্বয়ংরূপত্বেন প্রসিদ্ধায়, কৃষ্ণায় তন্নাম্নে নরাকৃতিপরব্রহ্মণে। যদুক্তং "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে" ইতি। অত্রাভিধীয়তে নতু লক্ষ্যতে নতু চ ব্যজ্যত ইত্যর্থঃ। অন্যত্র তু পর-ব্রহ্মাদিশব্দো দ্বিতীয়াত্মজাদিষু পুত্রবন্মর্য্যাদয়া প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ। কীদৃশায়, ভগবতে ভগবৎপদশক্যায়েত্যর্থঃ। নন্বু "শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বেত্যনেনৈব শ্রীভাগবতশ্লোকসংকীর্ত্তনেনৈব মঙ্গলং ভবতি কিমনয়া পরিপাট্যেতি ? সত্যং; তথাপ্যধিকস্যাধিকফলমিত্যবিগীতশিষ্টাচারপরম্পরাপ্রাপ্তং নমস্কারপদ্যমাদৌ দর্শিতবান্ ।।১।।

অথ শ্রীকৃষ্ণামৃত

শ্রীভগবৎপ্রণতিরূপ মঙ্গলাচরণ

পরামৃতদ্বয়েন হি পূর্ণে সিদ্ধান্তবারিধৌ। রচিতে রূপপাদেন লঘুভাগবতামৃতে ।।
আভাসো বলদেবস্য সূক্ষ্মাটীকানুসারতঃ। কেনচিদ্ হরিভক্তেন লিখ্যতে ব্রজবাসিনা ।।

যাঁহারা শ্রীভাগবৎ ধর্ম্মের অধ্যক্ষ, স্বনাম দ্বারা যাঁহারা বিশ্বকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন এবং ভক্তির আভাস দেখিলেও যাঁহারা সন্তুষ্ট হয়েন, সেই শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈত ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপে অথবা নিত্যানন্দ অদ্বৈত চৈতন্যরূপ তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণে আমাদিগের নিত্যাই রতি প্রবর্দ্ধিতা হউক।

সংকবিত্বে যাঁহাকে দেবাচার্য্য বৃহস্পতি, তত্ত্ববাদে শ্রীবেদব্যাস এবং শৃঙ্গাররস পরিবেশনে সকলে যাঁহাকে শ্রীশুকমুনি রূপে অবগত আছেন, সেই শ্রীরূপগোস্বামিচরণ ভৃত্যবর্গ আমাদিগকে পালন করুন।

নিখিল শাস্ত্রনিষ্ণাত শ্রীরূপগোস্বামিচরণ শ্রীলঘুভাগবতামৃত নামক গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীগ্রন্থ যাহাতে সকলের সুখবোধ্য হয় তজ্জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে জানাইতেছেন যাহা বিঘ্নরূপ তৃণরাশির সম্বন্ধে অগ্নিস্বরূপ এবং অভীষ্টপূর্ত্তি বিষয়ে সুধাময় মেঘসদৃশ সেই শ্রীভগবৎ প্রণতিরূপ বিজয় ব্যঞ্জক মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—নমস্তস্মৈ ইতি প্রথমে শ্রীভগবান্ শব্দের অর্থে জানাইতেছেন যাঁহাতে ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান্ তিনিই শ্রীভগবান্। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ এই তমাল শ্যামলবর্ণ শ্রীযশোদার স্তনপানকারি পরব্রহ্মই ভগবান্। যাঁহার কৃপায় জীবের অপ্রতিহত প্রতিভাযুক্ত জ্ঞান লাভ হয় এবং যিনি জ্ঞান প্রদাতা, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। তাঁহার এই স্বতঃ সিদ্ধ ভগবত্তাকে অপর একটি বিশেষণে সবিশেষ পরিস্ফুট করিতেছেন—যিনি নিখিল জীবের মুক্তির নিমিত্ত কমনীয় অর্থাৎ মনোহর স্বাংশবিভূতি স্বরূপ মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার সকল অপ্রপঞ্চ বৈকুণ্ঠধাম হইতে প্রপঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাবিত করেন। শ্রীভগবান্ যদিও বিভাগশূন্য অর্থাৎ অখণ্ড অদ্বয়তত্ত্ব এইরূপ হইলেও তথাপি বিশেষ বলে বিভাগবিশিষ্ট এই প্রকার ব্যবহার মাত্র।

শ্রীবদরীনারায়ণের শ্রীমুখাব্জ বিগলিত চতুঃসন সংবাদ শ্রবণরত দেবর্ষি নারদ বেদস্তবের সারভূত নমস্তস্মৈ এই শ্লোক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মূলবস্তুত্ব পরিপূর্ণ রূপে প্রকটিত করিয়াছেন। যদি অতি বিস্তৃত বা বিশাল গ্রন্থ দেখিয়া সাধারন জনের অধ্যায়নে আলস্যবশতঃ প্রবৃত্তি না হয় অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণ যাহাতে অতি সহজে এই সিদ্ধান্তসাগরে অবগাহন করিয়া মূলগ্রন্থের অভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ হয়েন এই হেতু মহামতি শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় ইহার সূক্ষ্মা টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন ।।১।।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥"২॥ (ভা° ১১।৫।৩২)

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথ কৃষ্ণাবির্ভাবস্য স্বসাক্ষাৎকৃতপাদাম্বুজস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য বিজয়ব্যঞ্জনং মঙ্গলম্। নিমিনৃপেণ পৃষ্টঃ করভাজনযোগী সত্যাদিযুগাবতারানুক্ত্বা "কলাবপি তথা শৃণু" (ভা° ১১।৫।৩১) ইতি তমবধাপয়ন্নাহ, কৃষ্ণেতি। সুমেধসঃ পুরুষাঃ কলাবপি হরিং যজন্তি। কৈঃ? ইত্যাহ, সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ যজ্ঞৈঃ—অর্চ্চাবিধিভিরিতি। তং কীদৃশম্? ইত্যাহ, কৃষ্ণো বর্ণো রূপং যস্যান্তরিতি শেষঃ; "বর্ণো দ্বিজাদিশুক্লাদি-যশোগুণকথাসু চ।" ইতি মেদিনী। ত্বিষা ত্বকৃষ্ণং—"শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।" (ভা° ১০।৮।১৩) ইতি গর্গোক্তিপারিশেষ্যাৎ বিদ্যুদ্গৌরকান্তিকমিত্যর্থঃ। অঙ্গেতি—নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ, উপাঙ্গেতি—শ্রীবাসপণ্ডিতাদয়ঃ, অস্ত্রাণি—অবিদ্যাবনচ্ছেত্তৃত্বাৎ তৎসমানি ভগবন্নামানি, পার্ষদাঃ—শ্রীগদাধরগোবিন্দাদয়ঃ, তৈঃ সহিতম্, ইতি মহাবলিত্বমস্য ব্যজ্যতে। গর্গবাক্যে পীত ইতি প্রাচীনতদবতারাপেক্ষয়া। অয়মবতারঃ শ্বেতবারাহকল্পগতাষ্টাবিংশতিতমবৈবস্বতমন্বন্তরীয়কলৌ বোধ্যঃ, তত্রত্যে শ্রীচৈতন্য এব পদ্যোক্তধর্ম্মাণাং দর্শনাৎ; অন্যেষু কলিষু তু ক্বচিচ্ছ্যামত্বেন, ক্বাপি শুকপত্রাভত্বেন বাবতারস্যোক্তেঃ; স চ স চ তদাবিষ্টো জীববিশেষ ইতি "প্রত্যক্ষরূপধৃগ্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।" (বিষ্ণুধর্ম্মে ১০৪) ইত্যাদি-বাক্যং তদ্বিষয়ম্। তদ্যাজিনঃ সুমেধসস্তু "ছন্নঃ কলৌ যদভবঃ" (ভা° ৭।৯।৩৮) "শুক্লো রক্তস্তথা পীতঃ" "কলাবপি তথা শৃণু" ইত্যাদিবাক্যভাববিদো বোধ্যাঃ। ছন্নত্বং—প্রেয়সীত্বিষাবৃতত্বম্। বৃহন্নারদীয়ে চৈব-মুক্তম্—"অহমেব কলৌ বিপ্র! নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ। ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বথা।।" ইতি। শ্রুতিশ্চৈতমভিপ্রৈতি—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।" ইত্যাদিনা মুণ্ডকে (৩।১।৩); "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।" ইতি শ্বেতাশ্বতরাণামুপনিষদি চ (৩।১২)। যত্তু দ্বাপরেঽপি ক্বচিৎ স্কান্দে হরিবংশে চ পীতত্বমুক্তং, তদপি কাদাচিৎকমস্তু, হরের্নানাবতারত্বাৎ ।।২।।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অথ শ্রীমান্ গ্রন্থকারঃ স্বভজনবিভজনাবতারং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং শ্রীকৃষ্ণনামাখ্যযুগাবতারঞ্চ সংক্ষেপেণ স্তুবন্ শ্রীকরভাজনবচনময়ং শ্রীভাগবতীয়ৈকাদশস্কন্ধপদ্যং প্রমাণয়ন্নাহ কৃষ্ণবর্ণমিতি। ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তং, সুমেধসো বিচারপারং দৃষ্টবন্তো, যজন্তি উপাসতে। অত্র যজন্তীতি বর্ত্তমানপ্রয়োগস্যান-বচ্ছিন্নতয়া তদনুসারিণো বয়মপি তমুপাস্মহ ইতি দ্যোত্যতে, তেন চাত্রোৎকৃষ্টকর্ম্মকোপাসনয়াত্মনিষ্ঠাপকৃষ্ট-জ্ঞানেন তং প্রতি প্রণতাঃ স্ম ইত্যনুব্যজ্যতে, "স্বাপকর্ষকানুকূলব্যাপারবিশেষো নমস্কার ইতি ন্যায়াৎ। অত্র ধ্বনের্ধ্বন্যন্তরোদ্গারাদিদমুত্তমোত্তমং কাব্যম্। যদুক্তমলঙ্কারকৌস্তুভে, 'ধ্বনের্ধ্বন্যন্তরোদ্গারে তদেব হ্যুত্তমোত্তমমিতি (১।১০)। কীদৃশং কৃষ্ণবর্ণং? কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ যস্মিন্ তং, যত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাখ্যে কৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ। শ্রীতৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যে "সমাহুতা ভীষ্মককন্যয়া

যে শ্রিয়ঃ সবর্ণেন বুভুষয়ৈষামি” ত্যত্র শ্রীভাবার্থদীপিকায়াং শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানং বর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য স শ্রিয়ঃসবর্ণো রুক্মীত্যপি দৃশ্যতে। যদ্বা ভীমো ভীমসেন ইতিবৎ পরপদাভাবেঽপি তাদৃক্প্রতীতিঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামানমিত্যর্থঃ। যদ্বা কৃষ্ণং বর্ণয়তি বিবশতয়া গায়তি উপদেশকত্বেন গাপয়তি যস্তম্। যদ্বা কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণনামাখ্যযুগাবতারো যস্মিন্নস্তীতি তং; শ্রীযশোদানন্দনে শ্যামাবতারবদস্মিন্ কৃষ্ণনামাবতারস্য প্রবেশাৎ, অথবা অকৃষ্ণং গৌরং যজন্তি, কীদৃশং? ত্বিষা স্বশোভাবিশেষেণৈব কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণোপদেষ্টার-মিত্যর্থঃ। যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং হৃদয়েষু শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ। যদ্বা “সর্ব্বলোকদৃষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং তাদৃশশ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্মিন্ সর্ব্বথা শ্রীকৃষ্ণস্যৈব প্রকাশাত্তস্যৈব সাক্ষাদাবির্ভাবঃ স ইত্যর্থঃ। অত্র তৎস্থশ্যামগৌরাদীনাং প্রাকৃতগুণাতিরিক্ত-ত্বাত্তথা ব্যপদেশ ইতি মন্তব্যম্। তস্য তু নবমপদার্থাতিরিক্তত্বম্। অতএব “অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শি-তাঙ্গাদিবৈভবম্। কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতা ইতি ভাগবতসন্দর্ভারম্ভে তাদৃশতয়োক্তিঃ। ব্যাখ্যান্তরে “ক্বচিচ্চতুর্ভুজত্বেঽপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতাম্। অতঃ প্রকাশ এব স্যাত্তস্যাসৌ দ্বিভুজস্য চেতি-বদভিমানাভেদে গৌরত্বেঽপি প্রকাশত্বমবিরুদ্ধম্। গৌরস্য ভক্তাভিমানত্বেঽপি প্রকাশবিশেষত্বং প্রত্যেতব্যম্; শ্রীনারদদৃষ্টযোগমায়াবৈভবেঽভিমানভেদেন ক্রিয়াভেদেঽপি প্রকাশভেদস্য শ্রীস্বামিচরণৈরপ্যঙ্গীকারাৎ। প্রকটাপ্রকটলীলয়োস্তু প্রকটাপ্রকটপ্রকাশবিশেষত্বং তত্তল্লীলাগ্রন্থদৃষ্ট্যা মন্তব্যম্। অনাদিধর্ম্মিভেদস্তয়োঃ কৈশ্চিন্মন্যতে তদ্বয়ং ন নিশ্চিন্মঃ। পুনঃ কীদৃশং? সাঙ্গোপাঙ্গেতি; অঙ্গমংশঃ সতু অত্র শ্রীবিশ্বরূপনিত্যা-নন্দাদিঃ। উপাঙ্গম্—অংশাংশঃ; সতু অত্র শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যাদিঃ, মহাবিষ্ণ্বাত্মকস্য সঙ্কর্ষণাংশত্বাৎ তচ্চ তচ্চ। পার্ষদাঃ—পরমান্তরঙ্গশক্তিরূপাঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতপ্রভৃতয়ঃ পরমান্তরঙ্গভক্তরূপাঃ শ্রীশ্রীবাসমুরারি প্রভৃতয়ঃ। অস্ত্রাণীব—পার্ষদাঃ অস্ত্রপার্ষদাঃ শস্ত্রী শ্যামেতিবৎ সমাসঃ তে চ, তৈ সহ বর্ত্তমানম্। তেষাং দর্শনস্পর্শন-সম্ভাষণাদিভিরসুরস্বভাবানাং কলিকলিলজনানামন্তর্মালিন্যাদিশত্রুপরাভবকরণাদস্ত্রসাধর্ম্ম্যমুচিতমুক্তম্। কৈঃ? করণৈঃ যজ্ঞৈঃ—পূজাসম্ভারৈঃ। “ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবা (ভা° ৫।১৯।২৩) ইত্যুক্তেঃ। কীদৃশৈঃ, সংকীর্ত্তনং ঘনমুরজাদিবাদিত্রপুরঃসরবহুজনকর্ত্তৃকশ্রীকৃষ্ণনামলীলাদ্যুচ্চারণরূপং তৎপ্রধানৈঃ। “নামরূপ-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনমিতি রসামৃতসিন্ধূক্তেঃ। সংশব্দস্য সম্যগর্থত্বাচ্চ। এতৎপ্রমাপিকা শ্রুতিঃ— “কৃত-ত্রেতা-দ্বাপরেষু ধ্যানযজনসেবাভির্যদশ্নুতে তৎ কলৌ কৃষ্ণকীর্ত্ত্যেতি। “কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাদিত্যাদিস্মৃতিঃ।” ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশব”মিতি স্মৃতিশ্চ। কুত্র কলৌ? পূর্ব্বেণান্বয়াৎ বৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়ে কলৌ। সর্ব্বকলৌ তু কৃষ্ণনামাবতারং যজন্তি, তস্য তাবৎ প্রতিকল্যধিকারাৎ। এতৎপক্ষে সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদমিতি বিশেষণং স্পষ্টং দীপিকাবর্ত্তনাৎ প্রত্যেত-ব্যম্। তস্মা“ন্নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণ্বিত্যস্য ব্যাখ্যেবংবিধা কার্য্যা। বিধীয়তেঽনেনেতি বিধানং ন্যায়ঃ, তন্ত্রবিধানেন তন্ত্রন্যায়েন, নানাকলৌ প্রতিকলিযুগে, কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণনামাবতারং যজন্তি, বৈবস্বতীয়াষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় কলৌ তু অকৃষ্ণং গৌরাঙ্গং যজন্তীতি। অতএব শ্রীস্বামিচরণৈরপি অকৃষ্ণং

ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলম্। অথবা কৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারমিতি ব্যাখ্যাতম্। তেষাময়মভিপ্রায়ঃ ইন্দ্রনীলমণিরিব উজ্জ্বলং দেদীপ্যমানং নতু তদ্বর্ণমন্যথা তত্ত্বেনোক্তিঃ স্যাৎ। কুত্রচিদিন্দ্রনীলমণেঃ শুকপক্ষাকারাভেতি ব্যাখ্যা শ্রূয়তে সাপি সমীচীনা। সর্ব্বকলিপক্ষে তন্ত্রমাশ্রিত্যাহ—অথবেতি তস্য প্রকারবিধয়া প্রসৃতত্বেন ন পূর্ব্বব্যাখ্যান্তরং মন্তব্যম্; তস্মাৎ কৃষ্ণাবতারং কৃষ্ণনামাবতারমিত্যর্থঃ সঞ্চারণীয়ঃ। তত্র শ্রীগৌরাঙ্গ এব নানাবতারস্য প্রবেশস্তন্ত্রন্যায়সিদ্ধঃ। স চ ন্যায়স্তাবৎ যথা তন্ত্রস্থদীর্ঘসূত্রসমুদায়মধ্যে একেন প্রস্তারসূত্র-প্রক্ষেপেণ সকলসূত্রমুদ্দিশ্য কৃতেন সর্ব্বসূত্রসম্বন্ধো নতু যাবন্তি দীর্ঘসূত্রাণি তন্মধ্যে প্রত্যেকং প্রস্তারসূত্র-প্রক্ষেপঃ কুবিন্দেন ক্রিয়তে, যথা অসংস্কর্ত্তাপি বালহা ভবতি যথাসময়ং তদকরণে ক্ষামবত্যা যজেত সংস্কারং করোতি ইতি শ্রুতেমুর্খ কালে তদকরণে তজ্জন্যপ্রত্যবায়নাশায় গৌণকালেঽপি জাতেষ্ট্যাদিসংস্কাররূপা ক্ষামবতীষ্টিঃ কার্য্যা, তয়ৈকয়াপি সর্ব্বদোষসম্বন্ধাৎ সর্ব্বেষামেব নাশঃ। নাশকস্য নাশ্যসম্বন্ধে সতি নাশেঽন্যানপেক্ষণাৎ, এবং দর্শে প্রযাজাদিষণ্ণামঙ্গত্বং শ্রূয়তে দর্শযাগশ্চাহুতিত্রয়রূপঃ। তথা চ তন্ত্রন্যায়েন সকৃৎ-কৃতেন প্রযাজাদিনা দর্শনিষ্পত্তির্নতু প্রযাজাদীনাং ত্রিধা আবৃত্তিরিতি, কিন্তু প্রয়োগৈক্যে তন্ত্রতা প্রয়োগ-বিধিশ্চ ত্রিভিরঙ্গৈরিদং কর্ত্তব্যমিত্যেবংরূপস্তেন সমানাঙ্গকত্বেনৈব তন্ত্রতা, সাচ দেবতৈক্যে দ্রব্যৈক্যে নিত্য-কর্ম্মাদৌ চাঙ্গীক্রিয়তে নতু কাম্যাদৌ, যজমানদ্বয়কর্ত্তৃকদ্বিসহস্রতুলসীদানকরণশালগ্রামপূজাসঙ্কল্পে একসহস্র-তুলসীদানকরণকশালগ্রামপূজনেনানির্ব্বাহাৎ। তথাচাত্রাঙ্গাঙ্গিনোরভেদেনৈক্যাত্তন্ত্রতা মন্তব্যা। অত্রাকৃষ্ণ-পদেন গৌরত্বলাভঃ। "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" (ভা° ১৮।২৩) ইতি শ্রীগর্গবাকীয়পারিশেষ্যপ্রমাণলভ্যো মন্তব্যঃ। তত্তু ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তিগম্যং, ব্যাখ্যানং তাবদিদানীমষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়-দ্বাপরশেষে, অস্য অঙ্গুল্যা নির্দ্দিষ্টস্য অন্তর্ভূ-তশ্যামস্য তব বালকস্য, অনুযুগং যুগং যুগং প্রতি, তনূর্গৃহ্নতস্ত্রয়ো বর্ণা আসন্। তদ্বর্ণত্রয়ং দর্শয়ন্নাহ শুক্লোঽর্থাৎ সত্যে,রক্তোঽর্থাৎ ত্রেতায়াং,তথার্থাৎ কলৌকৃষ্ণতৈবাঙ্গে যস্য স পীত ইত্যর্থঃ। তস্মাদন্তর্ভূতশ্যামত্বকৃষ্ণত্ববদসাবপি পীতঃ অন্তর্ভূতকৃষ্ণনামকোঽপি প্রত্যেতব্যঃ; অবতারিত্বেন ক্রিয়াসাম্যাৎ। কৃষ্ণতাঙ্গত ইতি প্রথমায়াস্তসিঃ আদ্যাদেরাকৃতিগণত্বেন সংগ্রাহ্যত্বাৎ। অথবা কৃষ্ণতা কৃষ্ণত্বযুক্তা অঙ্গতা অঙ্গং যস্য সঃ। অত্র কৃষ্ণতে-ত্যত্র তা প্রত্যয়ো যুক্তার্থোঽস্তবার্শআদ্যচ্প্রত্যয়স্য তদর্থাবগমকত্বাৎ। অঙ্গতেত্যত্র স্বরূপে এব তা প্রত্যয়শ্চ। যদ্বা কৃষ্ণতেতি স্বরূপে তা প্রত্যয়ঃ। অথবা কৃষ্ণতয়ৈব স্বয়ংভগবত্তয়ৈবাঙ্গমুৎকর্ষো যস্য এবম্ভূতস্যাস্য ত্রয়ো বর্ণা আসন্। অত্র ষষ্ঠ্যাস্তসিঃ। আসন্নিতি শ্যামাবতারপক্ষে তন্ত্রতয়া আশংসায়াং ভূতসামান্যবিহিতশ্চেতি বক্তব্য ইতি লঙ্ প্রত্যয়ো ভবিষ্যত্তাভিগমকঃ। শুক্লরক্তপক্ষে অতীত এবেতি বিশেষঃ। অথবা ত্রয়াণাং পূর্ব্বপূর্ব্বাবতারাপেক্ষয়াতীতোক্তিঃ। অথবা কৃষ্ণতৈব অঙ্গে অন্তিকে যস্য। অথবা কৃষ্ণতয়ৈব অঙ্গতা অপ্রধানতা যস্য, যদুক্তং মেদিনীকারেণ "অঙ্গং গাত্রে প্রতীকোপায়য়োঃ পুংভূম্নি নীবৃতি। ক্লীবৈকত্বেত্বপ্রধানে ত্রিষঙ্গবতি চান্তিক" ইতি। অথবা ইদানীং বৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশচতুর্যু-গীয়দ্বাপরশেষে, কৃষ্ণতৈব শ্যামতৈব অঙ্গে যস্য, অন্তর্ভূতশ্যামত্বস্যাস্য তব বালকস্য ত্রয়ো বর্ণা আসন্। অত্র শুক্লরক্তৌ সত্যত্রেতাযুগাবতারৌ। কলৌ তথা পীতঃ অন্তর্ভূতকৃষ্ণনামকঃ পীত ইত্যর্থঃ। ইদানীং

শব্দসন্নিকর্ষাত্তথাশব্দস্য তথার্থত্বাৎ। অন্যস্মিন্নন্যস্মিন্ দ্বাপরে কলৌ চ কেবলং শ্যামকৃষ্ণৌ নামবর্ণাত্মকৌ জ্ঞেয়ৌ। যদ্বা ইদানীং যথা অপীতঃ শ্যামবর্ণোঽস্য তথা তদনন্তরমর্থাৎ কলৌ কৃষ্ণতাঙ্গকঃ পীতঃ; উপমা প্রতিভোৎপত্তিহেতুশ্লেষস্যৈব তদর্থকত্বেন কাব্যপ্রকাশাদৌ সিদ্ধত্বাৎ। অথচাত্রাপি তন্ত্রন্যায়াৎ স সবর্ণ ইদানীং কৃষ্ণতাং কৃষ্ণত্বং গতঃ প্রাপ্তঃ কৃষ্ণএব তে অন্তর্ভূতাস্তস্থুরিতি প্রত্যেতব্যম্। অনুস্বারস্যাপি বর্গান্তত্বস্যানুশাসনসিদ্ধত্বাৎ। ক্বচিৎ পুস্তকে চ সানুস্বারঃ পাঠোঽস্তি তত্র যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ। যত্তু পরমবিদ্ব-ন্নীরাজিতচরণৈরস্মদেকান্তশরণৈঃ শ্রীকবিকর্ণপূরৈঃ শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্প্বাং "বর্ণ্যারিকৃতে কৃতে শুক্লঃ সবর্ণস্ত্রেতায়া স্ত্রেতায়ামপি। দ্বাপরেঽদ্বাপরেণ শ্যাম এব মূর্ত্ত ইব কলৌ কলৌ পীত (আনন্দবৃচ° ৫।৬২) ইত্যুক্তং তদন্তর্ভূতকৃষ্ণনামকপীতবিষয়মেব। সর্ব্বকলিযুগে পুনঃ পঞ্চদশস্তবকে 'কলৌ কৃষ্ণ' ইতি তৈদ-র্শিতমতএব "কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলাবিতি শ্রীমদ্‌গ্রন্থকৃচ্চরণা অপি বক্ষ্যন্তি। কেচিত্তু তথাপীত ইত্যত্রাকারং বিশ্লেষ্য অপীত ইত্যর্থঃ—স চ ক্রমন্যায়েন দ্বাপরে শ্যামঃ ইদানীং কলৌ কৃষ্ণত্বং গতঃ ইত্যাহুস্তন্ন সমীচীনং শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বাপরাবসানাবতা-রত্বেন নিশ্চিতত্বাৎ। যদুক্তং মাৎস্যে; "অস্মাদ্রথান্তরাৎ কল্পাৎত্রয়োবিংশতিমো যদা। বারাহো ভবিতা কল্পস্তস্মিন্মন্বন্তরে শুভে। বৈবস্বতাখ্যে সম্প্রাপ্তে সপ্তমে সপ্তলোকধৃক্। দ্বাপরাখ্যং যুগং তস্মিন্নষ্টাবিংশতিমং যদা। তস্যান্তে চ মহানীলো বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ। ভারাবতরণার্থন্তু ত্রিধা বিষ্ণুর্ভবিষ্যতি। দ্বৈপায়নো মুনিস্তদ্বদ্রৌহিণেয়োঽথ কেশবঃ" ইতি। শ্রীমদেকাদশস্কন্ধে চ—"দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ। তং তদা পুরুষং মর্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্। যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ। নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ" ইতি। অত্র শ্যামস্য পীতবস্ত্রপরিধানস্য শোভাধিকত্বেন যোগ্যতয়া "শ্যামং হিরণ্যপরিধিমিত্যাদিভির্ব্বচনৈঃ শ্রীভাগবতেঽপি তদেকনিষ্ঠত্বেন মুহুর্বর্ণিততয়া চার্থান্তরকল্পনমপ্যন্যায্যম্। তেন সত্যত্রেতাদ্বাপরযুগে চ সিত-রক্তপীতবর্ণাভঃ। কৃষ্ণঃ কিল কলিকালে স এব নারায়ণো জয়তীতি শ্রীবেদরামায়ণীয়ম্। "কৃতে শ্বেতং হরিং বিন্দ্যাৎত্রেতায়াং রক্তমেব চ। দ্বাপরেঽগৌরবর্ণন্তু নীলবর্ণং কলৌ যুগে ইতি চ শ্রীস্কন্দপুরাণীয় গীতা-সারীয়ম্। "দ্বাপরে চ তথা গৌরো নীলবর্ণঃ কলৌ যুগ" ইতি শ্রীমত্তুত্তরগীতাসারীয়ঞ্চ বচনং শ্বেতবারাহ-কল্পীয়বৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়াবতারাতিরিক্তপরং প্রত্যেতব্যম্। অথবৈষাং বচনানামেবং ব্যাখ্যা করণীয়া পীতবর্ণাভ ইতি পীতেন বস্তুনা বর্ণা বর্ণ্যাস্তোতব্যা আভা যস্য স শ্যাম ইত্যর্থঃ। যদ্বা পীতবর্ণা আভা যস্য নতু পীতবর্ণ ইত্যর্থঃ। অথবা পীতস্য গৌরবর্ণস্য বিলেপনদ্রব্যস্য আভা যস্য সদৈব শ্রীরাধায়া-মাসক্তস্তদঙ্গ-সজাতীয়বর্ণকুঙ্কুমাদ্যাক্তবিগ্রহো ভবতীতি ভাবঃ। "বর্ণো দ্বিজাদিশুক্লাদিযশোগুণকথাসু চ। স্তুতৌ না ন স্ত্রিয়াং ভেদরূপাক্ষরবিলেপন" ইতি মেদিনী। নাস্তঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণনাম। দ্বাপরেঽগৌরবর্ণ-স্ত্বিতি অগৌরবর্ণমর্থাচ্ছ্যামমিত্যর্থঃ। নীলবর্ণং কৃষ্ণনামা "কৃষ্ণে নীলাসিতশ্যামেত্যমরঃ। তথাগৌর-ইতি তথা অগৌরঃ শ্যাম ইত্যর্থঃ। ন চ "প্রত্যক্ষরূপধৃগ্‌দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ। কৃতাদিষ্বিব তেনৈব ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে" ইতি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয়বচনেন কলাববতারোঽপি ন শ্রূয়তে, কিমুতাবতারী,

বুদ্ধকল্ক্যাদিবদস্মিন্নাবেশতেতি বাচ্যম্; কলৌ প্রচ্ছন্নত্বেনৈব ত্রিযুগত্বাৎ অতিরহস্যত্বেন বিশদতয়ানুক্তেশ্চ। যদুক্তং শ্রীসপ্তমে শ্রীপ্রহ্লাদেন "ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বমিতি। ছন্নত্বমত্র শ্রীরাধাভাবকান্তিভ্যাং স্বভাবকান্ত্যোরাবৃতত্বেন তৎকৃপাবহিষ্কৃতৈস্তদানীন্তনজনৈঃ প্রায়ো দুর্ল্লক্ষ্যত্বাৎ। যদুক্তং শ্রীস্তবমালায়াং শ্রীমদ্গ্রন্থকৃচ্চরণৈঃ "অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ। রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্ স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়ত্বিতি"। শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীগোস্বামিচরণৈরপি শ্রীগৌরচন্দ্রামৃতে; "বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং গৌরং কৃষ্ণমপি স্বয়ম্। যো রাধাভাবসংলুব্ধঃ স্বভাবং নিতরাং জহাবিতি"। অতএব শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পঞ্চমাধ্যায়ে শ্রীমার্কণ্ডেয়ং প্রতি শ্রীভগবদুক্তিঃ। "অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ। ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বথেতি"। ন চ অন্যোন্যাবতারাবতারিবদস্যাবতারিত্বে শ্রুতিপ্রমাণমেকমপি বচনং ন শ্রূয়তে ইতি বাচ্যম্; অবিগীতশিষ্টাচরিতত্বং বেদত্বমিতি শ্রীচিন্তামণিকারাণামপি নিরুক্তেঃ। অতএব শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে শ্রীকবিকর্ণপুরচরণৈরপ্যুক্তম্ "শাখাঃ সহস্রং নিগমদ্রুমস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধো ন সমগ্র এষঃ"। পুরাণবাক্যৈরবিগীতশিষ্টাচারৈশ্চ তস্যাবয়বোঽনুমেয়ঃ" (চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাঃ ৬।৪২) ইতি। তস্মাৎ পরমশিষ্টশিরোমণিভিঃ শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যাদিভিস্তস্য পরমেশ্বরত্বং বহুধা নিরণায়ি আকৃতিজ্ঞাত্যাদিভিঃ। অস্য গ্রন্থস্য শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণকৃত-টীকায়াং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য স্বয়ং-ভগবত্ত্বনিরূপণপূর্ব্বিকা পীতবর্ণপ্রমাণিকা শ্রুতিরপি দৃশ্যতে; যথা—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং শান্তিমুপৈতী"ত্যাদিমুণ্ডকে। "মহান্ প্রভুর্বৈ 'পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তক" ইতি শ্বেতাশ্বতরাণামুপনিষদি চ ॥২॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুরবিজয়ব্যঞ্জক মঙ্গলাচরণ।

অনন্তর প্রপূজ্যচরণ শ্রীরূপগোস্বামী স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষ কলিযুগে স্বীয়চরণকমল দর্শন করাইবার অভিলাষে প্রকটিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিজয়ব্যঞ্জক মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—শ্রীমদ্ভাগবতে নিমি মহারাজ প্রশ্ন করিলে নবযোগীন্দ্র অন্যতম শ্রীকরভাজন যোগীন্দ্র সত্যাদি যুগাবতার সমূহ বর্ণনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার মনঃসংযোগকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত "কলাবপি তথা শৃণু" এইরূপ উক্তিতে সাবহিত করিয়া বলিলেন—হে রাজন্! সুবুদ্ধিমান্ জনগণ কলিযুগেও শ্রীহরিকে পূজা করিবেন। তবে এই শ্রীহরির পূজোপচার কিন্তু সঙ্কীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞ। এই সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে কোন্ হরিকে পূজা করিতে হইবে তাহার পরিচয় প্রদানে বলিতেছেন—যিনি বাহ্যকান্তিতে বিদ্যুৎ গৌরবর্ণ, আর অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ, কারন সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, দ্বাপরে রক্তবর্ণ, কলিযুগে পীতবর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপ ধারণ করিয়া লীলা করিবেন, সম্প্রতি এই সমস্তরূপ শ্রীকৃষ্ণে একত্রিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতীয় গর্গের উক্তি হইতে পারিশেষ্যন্যায়ে কলিযুগের ভগবানকে বিদ্যুৎগৌরবর্ণরূপেই অবগত হওয়া যায় এবং শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ যাঁহার অঙ্গ, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ যাঁহার উপাঙ্গ, শ্রীহরিনাম হইয়াছেন যাঁহার

অবিদ্যাবন নাশক অস্ত্র এবং শ্রীগদাধর ও শ্রীগোবিন্দাদি যাঁহার পার্ষদ, তাঁহাদের সহিত তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব যিনি শ্বেতবরাহ কল্পগত বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে কলি-যুগে অবতীর্ণ হইবেন তিনি মহাবলবান্। কলিযুগের সুবুদ্ধিমান জনগণ সেই সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহা-প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞের দ্বারা পূজা করিবেন। সেইযুগের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বিষয়েই শ্রীমদ্ভাগ-বতোক্ত পদ্যের ধর্ম্ম সমূহ অবগত হওয়া যায়, তদ্ভিন্ন অন্য কলিতে কোথায় শ্যামবর্ণ কোথায় বা শুকপত্রাভ এইরূপ কথিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সেই যুগের অবতার যাহা শ্যামবর্ণাদিরূপে শাস্ত্রে অবগত হওয়া যায়, তাহা পুণ্যাতিশায়ি ভগবদাবিষ্ট জীব বিশেষ। যেহেতু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগেই তদেকাত্মরূপে প্রকাশ্যভাবে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আবির্ভূত হয়েন, কিন্তু কলিকালে প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ হয়েন না, সেই নিমিত্ত তিনি ত্রিযুগ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কলিযুগের অন্তে বাসুদেব ব্রহ্মবাদি কল্কিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জগৎ পালন করেন। যথা হে ভগবন্ সেই পরমেশ্বর তুমি সত্যাদি যুগত্রয়ে যেরূপ প্রকাশ্যভাবে অবতীর্ণ হও, কলিযুগে সেইরূপ না হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হও বলিয়া ত্রিযুগ নামে কথিত। এইরূপ শাস্ত্রীয় বচনদ্বয়ে শ্রীহরিকে ত্রিযুগ বলায় প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে আপাততঃ প্রতীয়মান যে আশঙ্কা তাহার মীমাংসায় বলা যায় "প্রত্যক্ষ রূপধৃক্ ইতি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মো-ত্তরীয় বচনে এবং "ছন্ন কলৌ" ইতি শ্রীমদ্ভাগবতীয় প্রহ্লাদ বচনে যে কলিযুগে শ্রীহরির প্রকাশ্যভাবে অবতার নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা এবং যে কলিতে শ্রীভগবদাবিষ্ট মহত্তম জীব প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়া বেদোক্ত সনাতন ধর্ম্ম স্থাপন করেন সেই কলিযুগ বিষয়ক জানিতে হইবে। কিন্তু যে দ্বাপরে ও যে কলিতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েন সেই কলি বিষয়ক নহে। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীও এই প্রকারই বলিয়াছেন—"কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্। অতএব ত্রিযুগ করি কহি তার নাম ।।" অর্থাৎ কলিকালে শ্রীহরির লীলাবতার নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই তাঁহাকে ত্রিযুগ বলা হইয়াছে, কিন্তু কলিযুগে শ্রীহরির যুগাবতার শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীমহাভারতাদি শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বচনদ্বয় কলিতে শ্রীহরির যুগাবতার ভিন্ন লীলাবতারের নিষেধ বিষয়ক জানিতে হইবে। মর্ম্মার্থ এই যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেই শ্বেতবরাহ কল্পগত বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের দ্বাপর ও কলির সন্ধিকালে প্রপঞ্চে আবির্ভূত হন তাহারই অব্যবহিত কলিতেই শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় প্রেয়সী-ত্বিষাবৃত শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েন। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব বিশেষ। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা শ্রীকৃষ্ণলীলারই পরিশিষ্ট লীলা। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দ্বাপর ও কলি এতদুভয়যুগ ব্যাপিনী লীলাই পরিশেষে প্রপন্নজনতার আনন্দ সন্দোহ বর্দ্ধনার্থ শ্রীগৌরাঙ্গলীলাকারে প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত হইয়া-ছেন। শ্রীরাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পরিপূর্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ বলিয়াও শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলার একত্ব নিবন্ধন পূর্ব্বোক্ত শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ও শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্রীহরির ত্রিযুগত্ব ও ছন্নত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাতে কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত হয় নাই। অথবা ছন্ন বলিতে স্বীয় প্রেয়সী শ্রীরাধিকার বিদ্যুৎ গৌরবর্ণ অঙ্গকান্তি দ্বারা যাঁহার শ্যামবর্ণ আবৃত হইয়াছে, এই হেতু তাঁহাকে ছন্ন বলা

মুখারবিন্দ-নিস্যন্দ-মরন্দ-ভর-তুন্দিলা। মমানন্দং মুকুন্দস্য সন্দুগ্ধাং বেণুকাকলী ॥৩॥
শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরেকৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ। মজ্জয়ন্তো জগৎপ্রেম্ণি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ ॥৪॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

স্বস্য নন্দাত্মজৈকান্তিতাং দ্যোতয়ংস্তদ্বেণুনাদবিজয়ব্যঞ্জনং মঙ্গলমাহ; মুখেতি; সন্দুগ্ধাং—প্রপূরয়তু। বেণোঃ, কাকলী—সুখদঃ সূক্ষ্মো নাদঃ, "কাকলী তু কলে সূক্ষ্মে" ইত্যমরঃ ।।৩।।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অথ শ্রীমান্ গ্রন্থকারঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাসমোর্দ্ধত্বং নিরূপয়ন্ তদ্বিরহমসহমানঃ কিঞ্চিদ্ধৈর্য্যং চিত্তে নিধায় দৈন্যেনাপ্রকটপ্রকাশস্য তস্যাসাধারণচতুষ্টয়ান্তঃপাতিনীমেকামেব শ্রীবেণুকাকলীং প্রার্থয়তে, মুখেতি; মুকুন্দস্য শ্রীগোবিন্দস্য বেণোঃ কাকলী সূক্ষ্মো ধ্বনিঃ মম রূপস্যানন্দং সংতুন্ধাং পূরয়ত্বিত্যন্বয়ঃ। কীদৃশী মুকুন্দস্য মুখারবিন্দান্নিস্যন্দং নির্গতং যন্মকরন্দং মধু তস্যাতিশয়েন তুন্দিলা পুষ্টা। অত্র মুকুন্দস্য কাকনয়ন-ন্যায়েন দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। অত্র সমাসোক্ত্যা বেণুকাকল্যা ভ্রমরীত্বং বাচ্যম্ ।।৩।।

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অত্র কলৌ প্রকটিতাতিপ্রভাবত্বাৎ, স্বপ্রভুণা সংপ্রচারিতত্বাৎ, পরমপুমর্থদত্বাৎ, তদ্রূপত্বাচ্চ কৃষ্ণ-নাম্নাং বিজয়ং মঙ্গলমাহ, শ্রীতি। হরে-কৃষ্ণেতি—ইতিশব্দ আদ্যর্থঃ, "ইতি হেতুপ্রকরণপ্রকাশাদিসমাপ্তিষু" ইত্যমরোক্তেঃ; তেন দ্বাত্রিংশদক্ষরো নামমন্ত্রো বোধ্যতে। তদাহ্বয়াঃ—কৃষ্ণনামানি, "হরের্নাম হরের্নাম

হইয়াছে। স্কন্দপুরাণেও এইপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে যথা—হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ! আমি নিত্য প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ, ভগবৎভক্তরূপে জগৎকে সর্ব্বদা রক্ষা করি। অপর সর্ব্বপ্রমাণ চূড়ামণি শ্রুতিরও এই প্রকার অভিপ্রায় দেখা যায় যথা—মুণ্ডকে স্বর্ণবর্ণ দেহধারী জন্মস্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র কর্ত্তা, সর্ব্ব পুরুষার্থ প্রদাতা নরবেশে ব্রাহ্মণ বংশে আবির্ভূত মহাপুরুষের মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া মাত্রই আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় দূরীভূত হয়, এবং সংসার হইতে মুক্ত হইয়া সাধক পরমা শান্তি লাভ করে। অপর শ্বেতাশ্বরোপনিষদে বলিয়াছেন—সত্ত্বের প্রবর্ত্তক অর্থাৎ শ্রীভগবদভিব্যক্তিকারক বিশুদ্ধ প্রেমের প্রকাশক, সর্ব্বাবতার শ্রেষ্ঠ ইনিই মহাপ্রভু। ভুক্তি মুক্ত্যাদি মালিন্যরহিত এই নির্ম্মল প্রেম প্রাপ্য ঈশ্বর অর্থাৎ প্রেমপ্রদাতা ও জীবের নিত্য স্বরূপ প্রকাশক জানিবে। কিন্তু স্কন্দপুরাণে ও হরিবংশে দ্বাপরযুগেও যে কখনও পীতবর্ণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কখনও বা কদাচিৎ সর্ব্বদা নহে, কারণ শ্রীহরির নানাবতার ।।২।।

শ্রীবেণুধ্বনির বিজয়ব্যঞ্জক মঙ্গলাচরণ।

প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার নিজের শ্রীনন্দনন্দনে একনিষ্ঠত্ব প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার অসাধারণ মাধুর্য্য চতুষ্টয়ের অন্যতম বেণুনাদের বিজয়ব্যঞ্জক মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—যাহা শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল হইতে বিনির্গত মকরন্দ রাশি দ্বারা পরিপুষ্ট, শ্রীকৃষ্ণের সেই বেণুর মধুর সুখদ সূক্ষ্ম ধ্বনি আমার আনন্দ বর্দ্ধন করুন ।।৩।।

হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" (বৃহন্নারদীয়ে), "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।" (ভাং ১১।৫।৩২), "মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্। সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর ! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥" (প্রভাসখণ্ডে) ইত্যাদিভ্যঃ॥৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

"নামব্রহ্ম জলং ব্রহ্ম কেবলন্তু কলৌ যুগে" ইতি স্মৃতানুসারেণ যুগপালকানি নামানি প্রার্থয়ন্ প্রণমতি শ্রীচৈতন্যেতি; যদ্যপি হরেকৃষ্ণেত্যাদ্যার্দ্ধকং নারদীয়ম্, হরেরামেত্যাদ্যার্দ্ধকং ব্রহ্মাণ্ডীয়ম্ তথাপি শ্রীচৈতন্যমুখাদাবির্ভাবত্বেন তথোক্তম্। হরে কৃষ্ণেতি কৈকল্পিকপ্লুতত্বাৎ সন্ধ্যভাবাভাবঃ। বিজয়ন্তাং সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তন্তাম্; "পরাভিভূতাবুৎকর্ষে জয়িরন্তেত্বকর্ম্মক ইতি মনোরমোক্তেঃ। তানি নমস্করোমী-ত্যর্থে জয়ত্যর্থেন ব্যজ্যতে, "স্বাপকর্ষানুকূলব্যাপারবিশেষো নমস্কার ইতি ন্যায়াৎ। অতএব কাব্যপ্রকাশ-কারাঃ "জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে, তাং প্রতি প্রণতোঽস্মীতি লভ্যতে" ইত্যাহুঃ। তদাহ্বয়াঃ শ্রীচৈতন্যাহ্বয়াঃ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণনামের বিজয়ব্যঞ্জক মঙ্গলাচরণ।

এই কলিযুগে প্রকটিত প্রভূত প্রভাবশালী অথচ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রচারিত পরম পুরুষার্থ প্রদাতৃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ বলিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণনামের বিজয়ব্যঞ্জক মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখকমল হইতে উচ্চারিত হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।। এই দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র জগদ্বাসি জনগণকে প্রেমপ্রবাহে নিমজ্জন করিতে করিতে সর্ব্বোপরি বিরাজ করুন। শ্রীনারদ পুরাণে নাম মহিমায় কথিত হইয়াছে—সকল যুগেই শ্রীহরি চরন কমল প্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ, সত্যযুগে মানবগণ ধ্যানের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে লাভ করিত; কিন্তু কলিযুগে সেই ধ্যান নাইই কেবল শ্রীনামই ভজন। ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদির দ্বারা বিষ্ণুকে লাভ করিত, কলিতে সেই যজ্ঞাদি নাইই, কেবল শ্রীহরির নামই ভজন। দ্বাপর যুগে পরিচর্য্যা দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্তি করিতেন, কলিতে সেই পরিচর্য্যা নাইই, কেবল শ্রীহরির নামই ভজন। অন্যথা ধ্যানগতি, যাগাদিগতি ও পরিচর্য্যাদি গতি নাই, কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন হইতেই শ্রীবিষ্ণু প্রাপ্তি এবং পরম পুরুষার্থ প্রেমলাভ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতেও এইরূপ কথিত হইয়াছে যথা—সুবুদ্ধিমান জনগণ সঙ্কীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞের দ্বারা কলিযুগের শ্রীভগবান্‌কে পূজা করিয়া থাকেন। অপর প্রভাসখণ্ডেও শ্রীভগবন্নামের পরম মঙ্গলত্ব, পরম পাবনত্ব, তারস্বরে ঘোষিত হইয়াছেন যথা—শ্রীকৃষ্ণনাম নিখিল মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ, মধুর হইতেও অতি সুমধুর, সমগ্র বেদলতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল এবং চৈতন্যস্বরূপ, হে ভৃগুবর ! এই শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রদ্ধাভরে অথবা অবহেলা করিয়াও অধিকবার নহে মাত্র একবার কীর্ত্তন করিলেই জাত্যাদির কোন অপেক্ষা নাই, মনুষ্যমাত্রকেই নিঃসন্দেহে উদ্ধার করিয়া থাকেন।।৪।।

শ্রীমৎপ্রভুপদাম্ভোজৈঃ শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্। যদ্ব্যতানি তদেবেদং সংক্ষেপেণ নিষেব্যতে ॥৫॥
ইদং শ্রীকৃষ্ণ-তদ্ভক্ত-সম্বন্ধাদমৃতং দ্বিধা। আদৌ কৃষ্ণামৃতং তত্র সুহৃদ্ভ্যঃ পরিবেষ্যতে ॥৬॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নন্বু ভাগবতামৃতস্য গ্রন্থস্য শ্রীসনাতনচরণৈঃ প্রকাশিতত্বাৎ অলমনেন প্রয়াসেন ইতি চেৎ ? তত্রাহ, শ্রীমদিতি; বিস্তৃতস্য তস্য গ্রহণেঽসমর্থানাং বৈষ্ণবানাং কার্য্যাবহমিদং সংক্ষিপ্তত্বাদিতি ন নিরর্থকো মৎপ্রয়াস ইতি ভাবঃ। নিষেব্যতে—আস্বাদ্যতে ॥৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নিজৌদ্ধত্যপরিহারায়াহ শ্রীমদিতি; শ্রীযুক্তো মম প্রভুঃ শ্রীমৎপ্রভুঃ শ্রীসনাতনস্তস্য পদাম্ভোজৈশ্চরণচন্দ্রৈঃ। গৌরবাদিয়মুক্তিঃ। যদ্বা ব্যবসায়চন্দ্রৈঃ। "পদং ব্যবসিতিত্রাণস্থানলক্ষ্মাঙ্ঘ্রিবস্তুষ্বি"ত্যমরাৎ। ইদং তদেব ন ত্বন্যৎ। তর্হি কথং পুনঃ ক্রিয়তে ইত্যাহ, সংক্ষেপেণ নিষেব্যতে অনূদ্যতে, নতু ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। পীয়ত ইতি প্রকারান্তরার্থঃ ॥৫॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নন্বু ভগবতো ভাগবতানাং বা যৎ স্বরূপগুণনিরূপণং, তৎ খলু ভাগবতামৃতং ভবেৎ, তয়োর্মধ্যে কিং প্রথমং নিষেব্যম্? তত্রাহ ইদমিতি। "তৎ কথ্যতাং মহাভাগ ! যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ম্। অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতাম্॥" (ভা° ১।১৬।৬)। ইতি শ্রীশৌনকপ্রেরণাৎ শ্রীকৃষ্ণামৃতম্ আদৌ পরিবেষ্যতে, তদুত্তরং ভক্তামৃতম্, ইতি নাপূর্ব্বোমৎক্রমঃ ॥৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ভাগবতামৃতস্য ব্যুৎপত্ত্যর্থং দর্শয়তি ইদমিতি; আদৌ প্রথমতঃ। তত্র তয়োর্মধ্যে। সুহৃদ্ভ্যঃ শ্রীরঘুনাথদাসাদিভ্যঃ। ভক্তামৃতন্তু পশ্চাৎ পরিবেক্ষ্যত ইত্যর্থঃ ॥৬॥

শ্রীশ্রীলঘুভাগবতামৃত প্রকাশের আবশ্যকতা।

প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার নিজের ঔদ্ধত্য পরিহারের নিমিত্ত জানাইতেছেন—যদি বল আমার প্রভুপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত নামক অতি বিশাল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং আমার পক্ষে পুনরায় গ্রন্থ প্রণয়ণের প্রচেষ্টা নিরর্থক এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—আমার প্রভুপাদ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে যে সকল সপরিকর ভগবত্তত্ত্ব বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই বিস্তৃততত্ত্ব গ্রহণে অসমর্থ বৈষ্ণবগণের সুখবোধের নিমিত্ত আমি এই গ্রন্থে সেই সকল বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আস্বাদন করিতেছি, সুতরাং আমার এই প্রচেষ্টা নিরর্থক হইবে না ॥৫॥

শ্রীকৃষ্ণামৃত ও ভক্তামৃত ভেদে ভাগবতামৃত দ্বিবিধ।

সম্প্রতি ভাগবতামৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি লব্ধ অর্থ প্রদর্শন করাইতে গিয়া বলিতেছেন—ভগবতঃ

নির্ব্বন্ধং যুক্তিবিস্তারে ময়াত্র পরিমুঞ্চতা। প্রধানত্বাৎ প্রমাণেষু শব্দ এব প্রমাণ্যতে ॥৭॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ননু প্রমাণানি বিনা প্রমেয়াণি ন সিধ্যন্তি, অতঃ প্রমেয়নির্ণেত্রা ভবতা প্রমাণানি গ্রাহ্যাণি, তানি চ কানি কিয়ন্তি চ ইতি চেৎ ? তত্রাহ, নির্ব্বন্ধমিতি। শব্দ এবেতি—শ্রুতি-তদনুসারি-স্মৃতিরূপ এবেত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি—প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দার্থাপত্ত্যনুপলব্ধিসম্ভবৈতিহ্যাখ্যষ্টৌ প্রমাণানি তীর্থকারৈরুক্তানি। তেষু অর্থসন্নিকৃষ্টং চক্ষুরাদিকমিন্দ্রিয়ম্—প্রত্যক্ষম্, যথা 'চক্ষুষা ঘটমহং পশ্যামি' ইত্যাদৌ। অথ অনুমিতিকরণম্ অনুমানম্; পরামর্শজন্যজ্ঞানম্—অনুমিতিঃ; ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানম্—পরামর্শঃ; ব্যাপ্তিশ্চ—সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্, হেতুসমানাধিকরনাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যসামানাধিকরণ্যম্ বা; তদিদমনুমানম্ 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদৌ বহ্ন্যাদিজ্ঞানে প্রমাণম্। উপমিতিকরণম্—উপমানম্, 'গোসদৃশো গবয়ঃ' ইত্যাদৌ; সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সম্বন্ধজ্ঞানম্—উপমিতিঃ, তৎকরণং সাদৃশ্যজ্ঞানম্। আপ্ত-বাক্যম্—শব্দঃ, যথা 'নদীতীরে পঞ্চ তালাঃ সন্তি' ইত্যাদিঃ; যস্মাৎ বাক্যাৎ 'নদীতীরং তালপঞ্চকযুক্তম্' ইতি শাব্দী প্রমিতিঃ স্যাৎ, তৎ তু অত্র প্রমাণম্। অসিধ্যদর্থদৃষ্ট্যা সাধকান্যার্থকল্পনম্—অর্থাপত্তিঃ, যথা দিবা অভুঞ্জানস্য পীনত্বং রাত্রিভোজিতাং কল্পয়িত্বা সাধ্যতে। অভাবগ্রাহিণী বুদ্ধিঃ—অনুপলব্ধিঃ—যথা ভূতলে ঘটানুপলব্ধ্যা ঘটাভাবো গৃহ্যতে। 'শতে দশকং সম্ভবতি' ইতি বুদ্ধৌ সম্ভাবনা—সম্ভবঃ। অজ্ঞাত-বক্তৃকং পারম্পর্য্যপ্রসিদ্ধম্—ঐতিহ্যম্; যথা 'ইহ বটে যক্ষো নিবসতীতি ইহ লোকাঃ কথয়ন্তি' ইতি। এষু প্রত্যক্ষমেকং লোকায়তিকস্য চার্ব্বাকস্য দেহাত্মবাদিনঃ; তচ্চ অনুমানঞ্চ বৈশেষিকস্য; তে চ শব্দশ্চেতি ত্রীণি সাংখ্য-পাতঞ্জলয়োঃ; তানি চ উপমানঞ্চেতি নৈয়ায়িকস্য; তানি চ অর্থাপত্ত্যনুপলব্ধী চেতি ষট্, মীমাংসকস্য; তানি চ সম্ভবৈতিহ্যে চেতি অষ্টৌ পৌরাণিকস্য ইতি। তেষু উপমানং পৃথক্ ন মন্তব্যম্; প্রত্যক্ষাদিষ্বন্তর্ভাবত্বাৎ। চক্ষুঃসন্নিকৃষ্টস্য গবয়স্য গোসদৃশত্বজ্ঞানং প্রত্যক্ষম্; 'গবয়শব্দো গোসদৃশস্যাভি-

---

শ্রীকৃষ্ণস্য ইদম্ অমৃতম্ এইরূপ অর্থে ভাগবতামৃত শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে বোঝায়, আর ভাগবতানাম্ ইদম্ অমৃতম্ এইরূপ অর্থে ভাগবতামৃত শব্দে ভক্তামৃত বোঝায়। অতএব যে গ্রন্থামৃত শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্তের স্বরূপ ও গুণাদি নিরূপণ করে তাঁহাকেই ভাগবতামৃত বলা হয়। সুতরাং এই ভাগবতামৃত শ্রীকৃষ্ণ এবং ভক্ত সম্বন্ধে দুই প্রকার। কিন্তু এতদুভয়বিধ অমৃতের মধ্যে প্রথমে কোন্‌টি সেবনীয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অবগত হওয়া যায় শৌনক ঋষি সুত গোস্বামিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মহাভাগসুত ! ইহা যদি শ্রীকৃষ্ণ কথাশ্রয় হয়, অথবা যদি ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ চরণ কমলের মকরন্দ আস্বাদন কারি সাধুগণের কথা থাকে তবেই বর্ণন করুন। প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতের এই ক্রমকে অবলম্বন করতঃ বলিতেছেন আমি শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গকে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণামৃত পরিবেশন করিতেছি, তদনন্তর ভক্তামৃত পরিবেশন করিব। অতএব আমার এই ক্রমবিন্যাস অপূর্ব্ব অর্থাৎ আশ্চর্য্যজনক হইবে না ।।৬।।

ধায়ী' ইতি জ্ঞানম্ অনুমানম্ ; 'যথা গৌস্তথা গবয়ঃ' ইতি বাক্যন্তু শব্দং নাতিক্রামতীতি। অর্থাপত্তিশ্চ ন পৃথক্, কেবলব্যতিরেকিণ্যনুমানেঽন্তর্ভাবাৎ ; 'এষ রাত্রৌ ভুঙ্‌ক্তে, দিবা অভুঞ্জানত্বে সতি পীনত্বাৎ, যস্তু রাত্রৌ ন ভুঙ্‌ক্তে, ন স দিবা অভুঞ্জানত্বে সতি পীনঃ, যথাসৌ পীনঃ, ন চায়ং তথা' ইত্যর্থাপত্তিরনুমানমেব। সম্ভবোঽপি ন পৃথক্, 'দশকং শতান্তর্গতং, তদবিনাভূতত্বাৎ' ইত্যনুমানাৎ। ঐতিহ্যঞ্চ প্রত্যক্ষেঽন্তঃ স্যাৎ, আদিমেন দৃষ্টত্বাৎ। অনুপলব্ধিশ্চ ন পৃথক্, ঘটাদ্যভাবস্য বিশেষণতাসন্নিকর্ষেণ চাক্ষুষত্বাৎ। ইত্থঞ্চ প্রত্যক্ষানুমানশব্দাঃ প্রমাণানি, সম্মতানি চ মধ্বমুনিনাস্মৎপ্রাচা। তানি চ লৌকিকস্যার্থস্য গ্রহে প্রমাণানি, ন ত্বলৌকিকস্য, তেষু ভ্রমাদিপ্রমাতৃদোষসংক্রমাৎ। মায়ামুণ্ডাবলোকে প্রত্যক্ষং, তৎকালবৃষ্টিনির্ব্বাপিতবহ্নৌ চিরং ধূমোদ্গারিণি গিরৌ 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যনুমানঞ্চ ব্যভিচরৎ প্রতীতম্ ; আপ্তবাক্যঞ্চ তাদৃগেব, তত্ত্বেন ব্যাখ্যাতানাং কপিলাদিবাক্যানাং মিথঃ খণ্ডনাৎ। তস্মাদলৌকিকতত্ত্বপ্রমাতুর্মনাপৌরুষং ৰাক্যং প্রমাণম্ ; তচ্চ বেদ ঋগাদিঃ, তদ্ভাগশ্চ পুরাণেতিহাসাত্মা, "এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্" ইতি বৃহদারণ্যকাৎ (৪।৪।১০)। তথাপি তদ্ভাগে শূদ্রাধিকারঃ, তন্নির্দেশাৎ ; যথা "বর্ষাসু রথকারোঽগ্নীনাদধীত" ইতি রথকারস্য সঙ্করস্যাপ্যগ্ন্যাধানাঙ্গে মন্ত্রমাত্রে বিধিসামর্থ্যাৎ সঃ ।।৭।।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ময়া সর্ব্বাতীতসর্ব্বাশ্রয়সর্ব্বাচিন্ত্যাশ্চর্য্যস্বভাবং বস্তু বিবিদিষতা প্রমাণেষু প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দার্থাপত্ত্যভাবসম্ভবৈতিহ্যার্ষচেষ্টাখ্যকদশসু মধ্যে ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাকরণাপাটব-দোষরহিত-বচনাত্মকঃ শব্দ এব। প্রমাণ্যতে প্রমাণত্বেন স্বীক্রিয়তে। কথমিত্যাহ-প্রধানত্বাৎ সর্ব্বেষামুপজীব্যত্বাৎ তং বিনা প্রায়শস্তেষামনুদয়াৎ। যদুক্তং পুরুষোত্তমতন্ত্রে "শাস্ত্রার্থযুক্তোঽনুভবঃ প্রমাণং তূত্তমং মতম্। অনুমাদ্যা ন স্বতন্ত্রাঃ প্রমাণপদবীং যযুরিতি। তথাচ শ্রুতিঃ ; "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ (কঠ ২।৯)। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা ইত্যাদ্যাশ্চ। (ঋগ্‌ ১০।ম।৮৩ সূ।৯) ; বরাহপুরাণে চ; "সর্ব্বত্র শক্যতে কর্ত্তুমাগমং হি বিনানুমা। তস্মান্ন সা শক্তিমতী বিনাগমমুদীক্ষিতুমি"তি। অদ্বৈতবাদিভিশ্চোক্তম্—"যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ। অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যত" ইতি (বাক্যপদীয়ে ১।৩।৪) অদ্বৈতশারীরকেঽপি ; "নচ শক্যন্তে অতীতানাগতবর্ত্তমানাস্তার্কিকা একস্মিন্ দেশে কালে চ সমাহর্ত্তুং যেন তন্মতিরেকরূপৈকার্থবিষয়া সম্যঙ্মতিরিতি স্যাৎ। বেদস্য তু নিত্যত্বে বিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে চ সতি ব্যবস্থিতার্থবিষয়ত্বোপপত্তেঃ, তজ্জনিতস্য জ্ঞানস্য সম্যক্ত্বমতীতানাগতবর্ত্তমানৈঃ সর্ব্বৈরপি তার্কিকৈরপহ্নোতুমশক্যমিতি। (ব্রহ্মসূ ২।১।১১) ইতি। তদুক্তং-শ্রীশঙ্করশারীরকেঽপি ; আগমবলেন ব্রহ্মবাদী কারণাদিস্বরূপং নিরূপয়তি। নাবশ্যং তস্য যথাদৃষ্টং সর্ব্বমভ্যুপগন্তব্যমিতি। আগমে ক্বচিত্তর্কেণ বোধনা দৃশ্যতে সাচ শব্দানুকূলৈব মন্তব্যা, যথা "আত্মা বারে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চেতি। তদুক্তং কূর্ম্মপুরাণে; পূর্ব্বাপরাবিরোধেন কোঽত্রার্থোঽভিমতো ভবেৎ। ইত্যাদ্যমূহনং তর্কঃ শুষ্কতর্কং বিবর্জয়েদিতি। শুষ্কতর্কাশ্রয়িণান্তু বৃথাশ্রমগতিরেব ভারতাদাবুক্তা। তস্মাচ্ছব্দ এব মূলং প্রমাণম্।

অন্যেষাং প্রায়ঃ পুরুষভ্রমাদিদোষময়তয়ান্যথাপ্রতীতিদর্শনেন প্রমাণং বা তদাভাসো বেতি পুরুষৈর্নির্ণেতুমশক্যত্বাৎ, তস্য তু তদভাবাৎ যথাশক্তি ক্বচিদেব তস্য তৈ রাজভৃত্যবৎসাচিব্যকরণাৎ। তেষাং তু কাৎস্ন্যেন সর্ব্বেষামপ্যগ্রাহ্যত্বাৎ। যদুক্তং বেদান্তসমুচ্চয়কারৈঃ; "প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ। অনুমানঞ্চ তে চাপি সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ মেনিরে। ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন। অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহ প্রভাকরঃ। অভাবষট্কান্যেতানি ভট্টা বেদান্তিনস্তথা। সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুরিতি।" তথাহি প্রত্যক্ষং তাবৎ মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়জন্যতয়া নানাবিধং ভবদপি সবিকল্পনির্ব্বিকল্পভেদেন দ্বিবিধং ভবতি। এবম্ভূতেন প্রত্যক্ষেণাত্মশক্ত্যনুরূপমেব শব্দস্য সাচিব্যকৃতিঃ; যথা অগ্নির্হিমস্য ভেষজমিত্যাদৌ। তেন প্রতিপাদিতে প্রত্যক্ষাবিরোধত্বং; যথা সৌবর্ণংভসিতং স্নিগ্ধমিত্যাদৌ। তস্যৈব তু সাধকতমত্বম্; যথা গ্রহচেষ্টাদাবিতি। সর্ব্বপ্রত্যক্ষসিদ্ধং যত্তৎ সত্যমিত্যেতন্মতং; সর্ব্বস্যৈকত্র মিলনাসম্ভবাৎ পথহিতম্। অথ বহূনাং প্রত্যক্ষসিদ্ধমিত্যেদপি ক্বচিদ্দেশে পৌরুষেয়শাস্ত্রেবা কস্যাপিতবস্তুনোঽন্যথা জ্ঞানদর্শনাৎ পরাহতম্। অথ প্রতিজ্ঞাহেতুদাহরণোপনয়ননিগমনাভিধপঞ্চাঙ্গমনুমানং যত্তদপি ব্যভিচরতি। শব্দস্য নৈরপেক্ষ্যং দশমস্ত্বমসীত্যাদৌ প্রসিদ্ধমেব। আত্মশক্ত্যনুরূপমেবংভূতেনানুমানেনাস্য সাচিব্যকরণম্। যথা হীরকগুণবিশেষমদৃষ্টবদ্ভিঃ পার্থিবত্বেন সর্ব্বমেব অশ্মাদিদ্রব্যং লৌহচ্ছেদ্যমিতানুমাতুং শক্যতে, নতু শ্রুততাদৃশগুণকং হীরকং তচ্ছেদ্যমিতাদৌ। শব্দস্য তু তদুপমর্দ্দকত্বং বহ্নিতপ্তমঙ্গং বহ্নিতাপেন শাম্যতি, শুণ্ঠিদ্রব্যং জঠরাগ্নিপাকাদৌ মাধুর্য্যাদিভাগ্ভবতীত্যাদৌ। তদেবং মুখ্যয়োরেব তয়োঃ প্রত্যক্ষানুমানয়োরাভাসীকৃতৌ পরাণি স্বয়মেবানপেক্ষ্যাণি তেষাং তয়োশ্চানুগতত্বাৎ। অথ তথাত্বজ্ঞানায় তানি চ দৃশ্যন্তে। "গো সদৃশো গবয় ইতি জ্ঞানমুপমানম্। পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্ক্তে ইতত্র পীনত্বমহ্ন্যভোজিনো নক্তং ভোজিত্বং গময়তি তদন্যথা ন ভবতীত্যর্থবাক্যকল্পনং যস্য ফলং তদর্থাপত্তিঃ। সন্নিকর্ষং বিনা নেন্দ্রিয়াণি গৃহ্নন্তি, তস্মাৎ ঘটাভাবে প্রমাণং তদনুপলব্ধিরূপোঽভাবএব। সহস্রে শতং সংভবতীতি বুদ্ধৌ সংভাবনং সম্ভবঃ। "অজ্ঞাত বক্তৃকত্বাগতপারম্পর্য্যা প্রসিদ্ধমৈতিহ্যম্। "দেবানামৃষীণাঞ্চ বচনমার্ষম্। আঙ্গুল্যুত্তোলনতো ঘটদশকাদিজ্ঞানং চেষ্টা। কিঞ্চ পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষান্নপ্রত্যক্ষাদিকং জ্ঞানং পরমার্থপ্রমাপকং। দৃশ্যতে চামীষামিষ্টানিষ্টদর্শনপ্রাপণাদিনা প্রবৃত্তির্নিবৃত্তিশ্চ। ন চ তেষাং কদাচিৎ কাচিৎ পরমার্থসিদ্ধিঃ। অথৈবং শব্দস্যৈব প্রমাণত্বে পর্য্যবসিতেঽনাদিসিদ্ধসর্ব্বপুরুষপরম্পরাসু সর্ব্বলৌকিকালৌকিকজ্ঞাননিদানত্বাৎ স্বয়মেব সিদ্ধঃ স এব নিখিলৈতিহ্যাদিমূলরূপো মহাবাক্যসমুদায়-শাস্ত্রোঽত্র গৃহ্যতে, সচ শাস্ত্রমেব তচ্চ বেদ এব। যদুক্তং; "পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর। শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্যসাধনয়োরপীতি। সংপ্রতি বেদানাং প্রাচুর্য্যাভাবাদিতিহাসপুরাণাত্মকঃ শব্দ এব গৃহ্যতে। যদুক্তং মহাভারতে নারদীয়ে চ—"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েদিতি। পূরণাৎ পুরাণমিতি চ। অবেদেন বেদস্য বৃংহণাভাবাদিতিহাসপুরাণয়োঃ পরমবেদত্বমেব। নতুপরিপূর্ণস্য কনকবলয়স্য শীষকেণ পূরণং যুজ্যতে। পরঞ্চ মনস ইন্দ্রিয়ান্তঃপাতিত্ববৎ পুরাণেতিহাসয়োঃ পঞ্চমবেদত্বমেব। যদুক্তং তৃতীয়ে; "ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ। সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শন" ইতি। অন্যত্র চ "পুরাণং পঞ্চমো বেদ

ইতি"। "ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে"। "বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমানী"তি চ। সামস্থ কৌথুমীয়শাখায়াং ছান্দগ্যোপনিষদিচ—"ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদমিত্যাদি। অন্যৎ শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে মৃগ্যম্ ।।৭।।

শব্দ প্রমাণেরই শ্রেষ্ঠতা।

প্রকৃত জ্ঞানের সাধন প্রমাণ, সুতরাং প্রমাণ ব্যতীত উপাস্য বস্তুর স্থির সিদ্ধান্ত হয় না। এই কারণ প্রমেয়নির্ণেতৃ দার্শনিকগণ প্রমাণের সহিত প্রমেয় বস্তুকে প্রমানীকৃত করিয়াছেন। সুতরাং প্রমাণ বিনা প্রমেয় কিরূপে সিদ্ধ হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার বলিতেছেন—আমি এই গ্রন্থে যুক্তিতর্ক বিষয়ে আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া দশবিধ প্রমাণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান অপৌরুষেয় বাক্য শ্রুতি এবং স্মৃতি ও তদনুগত আপ্তবচনাত্মক শব্দকেই কেবল প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়াছি। এখানে সিদ্ধান্ত এই যে বিবিধ দার্শনিকগণ প্রমেয় নির্ণয় করিতে গিয়া যে দশবিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন তাহা এই প্রকার যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব, ঐতিহ্য, চেষ্টা ও আর্ষ। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ—অর্থাৎ বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞান। যেমন চক্ষু দ্বারা ঘট দেখিতেছি। অনুমান যথা—প্রত্যক্ষের পরবর্তি জ্ঞানকে অনুমান বলা হয়। প্রথমতঃ প্রথমলিঙ্গ পরামর্শ, পরে দ্বিতীয় লিঙ্গ পরামর্শ। অর্থাৎ পারম্পর্য্যাদিরূপ অব্যভিচরিত সম্বন্ধের জ্ঞান হয়, ঐ জ্ঞানই অনুমান অর্থাৎ ব্যাপ্তি জ্ঞানই অনুমান। ব্যাপ্তিজ্ঞান বা অনুমান অনুমিতিরূপ প্রমার সাধন বলিয়া উহাকে অনুমান প্রমাণ বলা হয়। পরামর্শ অনুমানের ব্যাপার। তজ্জন্য হইয়া তজ্জন্যের জনককে ব্যাপার বলে। পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞানকে পরামর্শ বলে। পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান শব্দের অর্থ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বৈশিষ্টজ্ঞান। অর্থাৎ সাধ্যের সহিত ধূমাদিব্যাপ্যহেতুর ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে। পরে কালান্তরে পর্ব্বতাদি পক্ষে ধূমাদিরূপ হেতু দৃষ্ট হইলে পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ ব্যাপ্তির স্মরণ হয়। তদনন্তর বহ্ন্যাদিরূপ সাধ্যের সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমাদিরূপ হেতুর পর্ব্বতরূপ পক্ষে বিদ্যমানতার জ্ঞান জন্মে। ঐ জ্ঞানই পরামর্শ। পরিশেষে পরামর্শের সাহায্যে পর্ব্বতাদিকে যে সাধ্যবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, ঐ শেষোক্ত জ্ঞানই অনুমিতি। সাদৃশ্যরূপ যথার্থ জ্ঞানের করণের নাম উপমা। যেমন এই পদার্থটি গবয়। যেহেতু গরুর সহিত সাদৃশ্য আছে। আপ্তবাক্যই শব্দ। যেমন নদীতীরে পাঁচটি তালবৃক্ষ আছে, এ স্থলে যে বাক্য হইতে নদীতীরে পাঁচটি তালবৃক্ষ এই জ্ঞান জন্মে, এই নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞানই এখানে প্রমাণ। উপপাদ্য জ্ঞান দ্বারা উপপাদকের কল্পনাকে অর্থাপত্তি বলে। যেমন দেবদত্ত নামক কোন ব্যক্তি দিবাকালে ভোজন করে না অথচ তাহার শরীর স্থূল। ঐ স্থূলত্বের কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই বোধ হয় যে দেবদত্ত যখন দিবাতে ভোজন করে না, তখন নিশ্চয় সে রাত্রিতে ভোজন করে, নচেৎ স্থূল হইতে পারেনা। এ স্থলে রাত্রি ভোজন বিষয়ক উপপাদক ও স্থূলত্বজ্ঞান উপপাদ্য। স্থূলত্ব জ্ঞানরূপ উপপাদ্য জ্ঞান দ্বারা রাত্রি ভোজন বিষয়ক জ্ঞানরূপে উপপাদকের কল্পনাকে অর্থাপত্তি বলে। অভাবগ্রাহিনী বুদ্ধিকে অনুপলব্ধি বলা হয়। যেমন ভূতলে ঘট

যতস্তৈঃ 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' ইতি ন্যায় প্রদর্শনাৎ। শব্দস্যৈব প্রমাণত্বং স্বীকৃতং পরমর্ষিভিঃ ॥৮॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নন্ন পুংসাং বাঞ্ছিতং ন সিধ্যতি, অবাঞ্ছিতঞ্চাপততীতি তদ্বাধকস্তৎসাধকশ্চ বাঞ্ছিতৃপুংভিন্নঃ কশ্চিৎ ক্ষিত্যঙ্কুরাদীনামস্মদসাধ্যানাং কার্য্যানাং কর্ত্তা মহাশক্তিরস্তি, স এবেশ্বর উপাসিতঃ ক্লেশানাং হন্তেতি

প্রত্যক্ষ হইতেছে না, সুতরাং এ স্থলে ঘটের অভাব আছে। এই অভাব গ্রাহিণী বুদ্ধিকে অনুপলব্ধি বলা হয়। একশতের মধ্যে দশ আছে এই প্রকার জ্ঞানেতে যে সম্ভাবনা তাহার নাম সম্ভব। যে ঘটনাটি পুরুষ পরম্পরায় প্রসিদ্ধ আছে, অথচ তাহার আদি বক্তা জানা নাই এইরূপ প্রমাণকে ঐতিহ্য বলা হয়। যেমন এই বটবৃক্ষে যক্ষ বাস করে। এইরূপ পুরুষ পরম্পরায় প্রসিদ্ধ আছে। হস্তপদাদি দ্বারা যে সঙ্কেত জ্ঞান হয় তাহাকে চেষ্টা বলে। অপর ঋষি বাক্যকে আর্ষ প্রমাণ বলা হয়। এই দশবিধ প্রমাণের মধ্যে দেহাত্মবাদী লোকায়তিক চার্ব্বাকগণ কেবলমাত্র প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে। অপর বৈশেষিক-গণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণকে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু সাংখ্য পাতঞ্জল ইঁহারা প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম এই ত্রিবিধ প্রমাণকে স্বীকার করিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চতুর্বিধ প্রমাণকে স্বীকার করেন। আর মীমাংসকগণ পূর্ব্বোক্ত চারিটি, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই ষড়বিধ প্রমাণকে স্বীকার করিয়াছেন। পৌরাণিকগণ পূর্ব্বোক্ত ষড়বিধ, সম্ভব ও ঐতিহ্য এই অষ্টবিধ প্রমাণকে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তান্ত্রিকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব, ঐতিহ্য, চেষ্টা ও আর্ষ এই দশবিধ প্রমাণকে স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই দশবিধ প্রমাণ প্রত্যক্ষ অনুমান ও আপ্তবচন এই প্রমাণ ত্রয়ের অন্তঃপাতী বলিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই ত্রিবিধ প্রমাণকেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা উপমানকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অন্তর্গত রূপে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং আর্ষ ও শব্দ ইহারও পৃথকত্ব স্বীকার করেন না। সুতরাং ভ্রম প্রমাদাদি দোষ দুষ্ট পুরুষের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণও সদোষবিধায় তাহাদের বুদ্ধি অলৌকিক অচিন্ত্য বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে না। ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালবিদ্যায় মায়ামুণ্ডাদি দর্শনে প্রত্যক্ষের ও তৎকালে বৃষ্টি দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে অথচ মূলদেশ হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ধূম উত্থিত হইতেছে, এতাদৃশ পর্ব্বতাদিতে অগ্নি অনুমানের ব্যভিচার দৃষ্ট হওয়ায় প্রত্যক্ষ ও অনুমানের নির্দ্দোষ হইতে পারে না। যখন লৌকিকবিষয়েই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দোষদুষ্ট, তখন অলৌকিক বিষয়ে যে প্রত্যক্ষাদি সদোষ তাহা কৈমুতিক ন্যায়ে স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। অতএব সর্ব্বাতীত সর্ব্বাশ্রয় সকলের বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াদির অগোচর আশ্চর্য্য স্বভাব পরমার্থবস্তু বিবিদিষু জনের পক্ষে অনাদিকাল হইতে শ্রীগুরু পরম্পরায় আগত সর্ব্বলৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের নিদান অপ্রাকৃত অপৌরুষেয় বাক্য রূপ বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রই নির্দ্দোষ স্বতঃ প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সমূহের মধ্যে যে প্রমাণাবলী বেদপুরাণের অনুগত তাহাও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। পরন্তু বেদাদি বহির্ভূত প্রমাণাদিকে স্বীকার করেন নাই ॥৭॥

বৈশেষিকাদিভির্মুনিভিরনুমিতত্বাৎ অনুমানং হিত্বা শব্দমেব স্বীকুর্ব্বন্ নোপাদেয়বাগ্ ভবিষ্যতি, ইতি চেৎ ? তত্রাহ, যতস্তৈরিতি দ্বাভ্যাম্। ব্যাসানুযায়িনো হি বয়ং তন্মতমেবানুসরামঃ, ন তু তদ্বিরুদ্ধাবহেলনাদ্বিভীম ইতি ভাবঃ। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ইতি ব্রহ্মসূত্রম্ (১।১।৩)। তস্যায়মর্থঃ—পরতো নেত্যাকর্ষণীয়ম্। পরেশোঽনুমানেন বিদিত্বোপাস্যঃ, উপনিষদা ? বা ইতি সন্দেহে বৈশেষিকাদ্যৈঃ "মন্তব্যঃ" (বৃং আং ৪।৪।৫) ইতি শ্রুত্যা চাঙ্গীকৃতত্বাদনুমানেনৈবেতি প্রাপ্তে সতি, নানুমানেন বিদিত্বা স উপাস্যঃ। কুতঃ ? শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি। শাস্ত্রম্—উপনিষৎ তদ্ভাগশ্চ ভগবদগীতং শুকভাষিতঞ্চ; যোনিঃ—জ্ঞানকারণং, যস্য, তত্ত্বাৎ। "ঔপনিষদঃ পুরুষঃ" "নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্" ইত্যাদিষু তদ্বোধ্যত্বাবগমাদিত্যর্থঃ। "যোনিঃ কারণে ভগতাম্রয়োঃ" ইতি হৈমঃ। তৈঃ খলু শুষ্কেণ তর্কেণ নিত্যজ্ঞানেচ্ছাকৃতিকো জড়ো বিভুরীশ্বরঃ কদাচিৎ ভূতাবেশন্যায়েন গৃহীতভৌতিকদেহঃ কৃতকার্য্যস্তং ত্যজেদিত্যনুমিতম্। উপনিষদস্তু বিজ্ঞানানন্দঘনঃ স্বানুবন্ধিজ্ঞানাদিগুণঃ কূটস্থো বিচিত্রানন্তশক্তির্মধ্যমোহপিবিভুর্নিত্যাদিব্যধামা নিত্যলীলাপরিকর ইত্যাহুঃ, তদনুযায়ী ব্যাসঃ পরমর্ষিঃ কথং তদনুমানং স্বীকুর্য্যাদিতি। তথা চ পরতত্ত্বনিরূপণে ব্যাসস্যোপনিষদেব প্রমাণমিতি সিদ্ধম্ ॥৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অত্র প্রাচীনযুক্তিং দর্শয়ন্নাহ অতস্তৈরিতি ; তৈঃ পরমর্ষিভিঃ। শব্দস্যৈব প্রমাণত্বং স্বীকৃতং নত্বন্যেষামিত্যেবকারার্থঃ। শাস্ত্রাণাং যোনিরুৎপত্তিস্থানং শব্দঃ ; বাঙ্ময়ত্বাৎ শাস্ত্রাণাম্ ॥৮॥

শব্দ প্রমাণেরই শ্রেষ্ঠতা অনুমানাদি নহে।

যদি বল পূর্ব্বোক্ত শব্দ প্রমাণ স্বীকার করিলে মানবের যাহা অভিলষিত তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না পক্ষান্তরে যাহা অবাঞ্ছিত সেই বস্তু আসিয়া উপস্থিত হইবে। সুতরাং অবাঞ্ছিত নিষেধ পূর্ব্বক বাঞ্ছিতার্থ পরিপূর্ণতার নিমিত্ত তাহার সাধক বাঞ্ছাকারী এই উভয়বিধ পুরুষভিন্ন কোন এক মহাশক্তি সম্পন্ন কর্ত্তা আছেন, তিনিই মাদৃশজীব নিচয়ের অসাধ্য ক্ষিত্যঙ্কুরাদি মহামহা কার্য্য সম্পাদন করেন, তিনিই সর্ব্বেশ্বর, তাঁহাকে উপাসনা করিলে জীবের সমস্ত ক্লেশ বিদূরিত হয়। এই প্রকার কনাদ গৌতমাদি প্রভৃতি বৈশেষিক মুনিগণ তাঁহারা অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর সাধন করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রতিপাদিত অনুমানাদি প্রমাণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শব্দপ্রমাণকে স্বীকার করিলে কোন পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে না ? এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বলিতেছেন—আমরা ভগবান্ শ্রীব্যাসদেবের অনুগত, সুতরাং তাঁহার মতের অনুসরন করিব, এ কারন বেদব্যাসের মতের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তকে অবহেলা করিতে ভয় করিব না। যেহেতু পরমর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদে বলিয়াছেন "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"। এই ব্রহ্মসূত্রে পরের সূত্র হইতে নকারের সংযোগ করিতে হইবে। সুতরাং পরমেশ্বরকে অনুমানের দ্বারা অবগত হইয়া উপাসনা করিবে ? অথবা উপনিষদাদি শাস্ত্র প্রমান অবগত হইয়া তদ্দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিবে ? এই প্রকার সন্দেহের সমাধানে বলিতেছেন অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরকে অবগত হইয়া উপাসনা করিবে না। কারণ তিনি "শাস্ত্রযোনি" শাস্ত্র বলিতে উপনিষদ্ এবং

কিঞ্চ 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' ইতি ন্যায়বিধানতঃ। অমীভিরেব সুব্যক্তং তর্কস্যানাদরঃ কৃতঃ ॥ ৯॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নন্বু "মন্তব্যঃ" ইতি শ্রুত্যাপি স্বীকৃতত্বাৎ ব্যাসোঽপ্যনুমানং স্বীকুর্য্যাদেবেতি চেৎ ? তত্রাহ, কিঞ্চেতি। সাংখ্যেন শুষ্কতর্কমাশ্রিত্য পরেশবিষয়কে বেদান্তসমন্বয়ে বিরোদ্ধব্যে সতীদং সূত্রমাহ, তর্কেতি (ব্র০ সূ০ ২।১।১১)। নেত্যনুবর্ত্ততে। পুরুষবুদ্ধিবৈবিধ্যেন শুষ্কতর্কস্য, অপ্রতিষ্ঠানাৎ—স্থৈর্য্যাভাবাৎ, ন তেন পরমার্থবস্তুনির্ণয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ। এবমাহ শ্রুতিঃ—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ ! ॥" (কঠ০ ২।৯) ইতি। ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপস্তর্কঃ ; যদ্যয়ং নির্বহ্নিঃ স্যাৎ তদা নির্ধূমঃ স্যাৎ ইত্যেবংরূপঃ ; স চ ব্যাপ্তিশঙ্কাং নিরস্যন্ অনুমানাঙ্গং ভবেদিতি তর্কশব্দেনানুমানং গ্রাহ্যম্ চেদেবং তর্হি "মন্তব্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ কা গতিরিতি চেৎ ? "বেদানুসারিতর্কপরা সেতি গৃহাণ, শুষ্কতর্কং পরিত্যজ্য আশ্রয়স্ব শ্রুতিস্মৃতী" ইতি ভারতবাক্যাৎ। তথাচ বেদ এব ব্যাসস্য প্রমাণং, তর্কশ্চ তদনুসারী ন নিবার্য্যতে, শুষ্কতর্কস্তু প্রহেয় এবেতি তদনুযায়িনো মে তদেব ॥ ৯ ॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অমীভিঃ পরমর্ষিভিঃ। তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠানাৎ অনিয়তত্বাৎ নিরুক্তেঃ কল্পনাময়ত্বাচ্চ। অতস্তস্য সদা ন স্থিতিঃ বুদ্ধ্যা তু যথেচ্ছং সংকল্প্যতে ; অতঃ কল্পনাময়স্য তস্যানাদর উচিতঃ। যদুক্তং—'প্রত্যহং

উপনিষদ্ভাগ শ্রীমদ্গীতা এবং শ্রীশুক কথিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসকল পরতত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র যোনি অর্থাৎ জ্ঞানের কারণ। অর্থাৎ উপনিষদাদি শাস্ত্র অবগত হইয়া তদ্দ্বারা শ্রীহরির উপাসনা করিবে। শ্রুতি বলিয়াছেন উপনিষৎ প্রতিপাদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিবে। সুতরাং বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণিকতা অস্বীকারকারি ব্যক্তিগণ পরব্রহ্মকে জানিতে পারে না। এই সমস্ত প্রমাণ বলে সুস্পষ্টই অবগত হওয়া যায় শ্রীভগবান্ শাস্ত্র প্রমাণৈকগম্য। অপর কণাদ গৌতম প্রভৃতি মহর্ষিগণ শুষ্কতর্কের দ্বারা নিত্য জ্ঞান, ইচ্ছা ও কর্তৃত্বযুক্ত জড় বিভু ঈশ্বর স্বীকার করেন এবং সেই ঈশ্বর কোন সময় ভূতাবেশের ন্যায় পাঞ্চভৌতিক দেহ গ্রহণ করিয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক সেই দেহ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা এই প্রকার অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্র বলিয়াছেন তিনি বিজ্ঞানানন্দঘন স্বরূপানুবন্ধি জ্ঞানাদি গুণক কূটস্থ বিচিত্রানন্ত শক্তিমান্ ও অদ্ভুতলীলাবিলাসী হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন এবং মধ্যমাকার হইয়াও বিভু ও নিত্য। তিনি দিব্য বৈকুণ্ঠাদিধামে লীলাপরিকরবৃন্দের সহিত সর্ব্বদা দেদীপ্যমান। অতএব সেই উপনিষদাদি শাস্ত্রের অনুসরণকারি মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিনি কিপ্রকারে অনুমান প্রমাণ স্বীকার করিতে পারেন। অতএব পরতত্ত্ব নির্ণয় বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এবং তৎপ্রমাণিত উপনিষদাদি শাস্ত্রই প্রমাণ। অনুমানাদি নহে। মহর্ষি এইপ্রকার ন্যায় প্রদর্শন পূর্ব্বক শব্দেরই প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন ।।৮।।

অথোপাস্যেষু মুখ্যত্বং বক্তুমুৎকর্ষভূমতঃ। কৃষ্ণস্য তৎস্বরূপাণি নিরূপ্যন্তে ক্রমাদিহ ॥১০॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

এবং প্রমাণং নিরূপ্য প্রমেয়াণি নিরূপয়িতুং প্রবর্ত্ততে, অথেতি। উপাস্যেষু—ভগবদাবির্ভাবেষু তদাবিষ্টেষু চ মধ্যে, উৎকর্ষভূমতঃ—শক্তি-গুণ-বিভূতি-লীলা-হেতুকাৎ পারম্যবাহুল্যাৎ, কৃষ্ণস্য—যশোদা-স্তনন্ধয়স্য, মুখ্যত্বং—পারম্যং, বক্তুং তস্য স্বরূপাণি ক্রমাদিহ নিরূপ্যন্তে ॥ ১০ ॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

বধ্যতে তর্কঃ প্রত্যহং খণ্ড্যতে পুনঃ। অখণ্ডো বাস্তবশ্চার্থো ন তেন বহু বর্ণ্যতে ॥ ৯ ॥

গ্রন্থতাৎপর্য্যং দর্শয়ন্নাহ অথোপাস্যেতি। উৎকর্ষভূমতঃ—উৎকর্ষাতিশয়াৎ। কৃষ্ণস্য মুখ্যত্বং বক্তুং

বেদবেদানুগত তর্ক গ্রহণীয়, শুষ্ক তর্ক বর্জ্জনীয়।

যদি বল "মন্তব্য" অর্থাৎ মনন করিবে বৃহদারণ্যক এই শ্রুতি মন্ত্র স্বীকার করিয়া শ্রীবেদব্যাসও অনুমান প্রমাণকে স্বীকার করিয়াছেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সাংখ্য সিদ্ধান্তানুগত ব্যক্তিগণ যুক্তি বিহীন কেবল শুষ্কতর্ক আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবান্ বিষয়ে বেদান্তশাস্ত্রের সমন্বয় সম্বন্ধে বিরোধ উত্থাপিত করিলে পরমর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুনরায় ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। এখানেও পূর্ব্ব সূত্র হইতে নকার সংযোগ করিতে হইবে। মানবের বুদ্ধি বিভিন্নতা বশতঃ তর্কও সেইপ্রকার অনিবার্য্য; সুতরাং শুষ্কতর্কের বা অনুমানের অপ্রতিষ্ঠানাৎ অর্থাৎ অনিয়তত্ব প্রযুক্ত বলিয়া কোন ক্রমেই স্থিরতা সম্পাদন হয় না। সুতরাং সেই শুষ্কতর্কাদি দ্বারা পরমার্থ বস্তু নির্ণয় করা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। বিশেষতঃ তর্ক যে উপাদেয় নহে ইহা শ্রুতিও স্বীকার করিয়াছেন—যথা ধর্ম্মরাজ যম নচিকেতাকে বলিলেন হে প্রিয়তম নচিকেত! তোমার এই ব্রহ্মোপাসনা উপযোগিনী বুদ্ধিকে শুষ্কতর্কের দ্বারা বিনষ্ট করিও না। শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে তোমার এই বুদ্ধি পরমার্থ বস্তুজ্ঞানের কারণ হইবে। তর্ক শব্দের অর্থে বলিতেছেন ব্যাপ্য আরোপের দ্বারা ব্যাপকের আরোপ করাই তর্ক। যেমন যদি এই স্থানে অগ্নি না থাকে, তাহা হইলে ধূমও থাকিবে না এই প্রকারই জানিতে হইবে। এই তর্ক ব্যাপ্তিঃ আশঙ্কা নিরাশ করিয়া অনুমান প্রমাণের অঙ্গ হয়, অতএব এখানে তর্ক শব্দে অনুমান গ্রহণ করিতে হইবে। যদি অনুমানের এই প্রকার স্বরূপ হয় তাহা হইলে "মন্তব্য" এই শ্রুতি বাক্যের কি গতি হইবে? তদুত্তরে যদি শ্রুতি শাস্ত্রানুযায়ী তর্করূপা হয় তাহা হইলে গ্রহণের কোন আপত্তি নাই, কারণ মহাভারতে কথিত হইয়াছে শুষ্কতর্ক পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রকে আশ্রয় কর, এবং বেদশাস্ত্র শ্রীবেদব্যাসেরই প্রমাণ। কিন্তু তর্কসমূহ যদি বেদ ও বেদব্যাসেরঅনুযায়ী হয় তাহা হইলে আমরা ত্যাগ করিব না, কিন্তু কেবল মাত্র শুষ্কতর্ক আমরা দূর হইতে পরিত্যাগ করিব। যেহেতু আমরা বেদও বেদব্যাসের অনুগত ॥ ৯ ॥

স্বয়ংরূপস্তদেকাত্মরূপ আবেশনামকঃ। ইত্যসৌ ত্রিবিধং ভাতি প্রপঞ্চাতীতধামসু ॥১১॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ননু "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি শ্রুতেঃ বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌ জ্ঞানমদ্বয়ম্।" (ভা° ১।২।১১) ইতি স্মৃতেশ্চ স্বরূপাণীতি বহুত্বং কথং ? তত্রাহ স্বয়মিতি। অসৌ—কৃষ্ণঃ। একত্বাত্যাগেনৈবাচিন্ত্যশক্ত্যা নানারূপপ্রাকট্যাৎ তদুক্তির্নাসঙ্গতা। এবঞ্চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ—"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।" (গো° তা°, পূ° ২০) ইতি, স্মৃতিশ্চ "একানেকস্বরূপায়" (বি° পু° ১।২।৩) "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্" (ভা° ১০।৪০।৭) ইত্যাদ্যা। বৈদূর্য্যমণিবৎ দিব্যাভিনেতৃনটবচ্চৈতদ্‌বোধ্যম্। পূর্ব্বপক্ষবাক্যয়ো স্তয়োস্তদেকং তত্ত্বং বিশিষ্টমেব মন্তব্যম্ উত্তরত্র বৈশিষ্ট্যস্য ব্যক্তেঃ, তেনাচিন্ত্যশক্তিতো বহুত্বসিদ্ধিঃ। প্রপঞ্চাতীতেষু ধামসু—শ্রীগোকুলাদিষু পরমব্যোমাখ্যেষু বৈকুণ্ঠভেদেষু চ, পরাখ্যশক্তি বিজৃম্ভিতেষ্বিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তৎস্বরূপাণি কৃষ্ণস্বরূপাণি। যদ্বা তানি চ তানি স্বরূপাণি চেতি। ক্রমাৎ ক্রমং বিধায় নতু ব্যুৎক্রমতঃ। ইহ ভাগবতামৃতে ॥ ১০ ॥

প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যোপাধিতারতম্যেন ভেদত্রয়মাহ স্বয়মিতি ; অসৌ কৃষ্ণঃ। প্রপঞ্চাতীতধামসু শ্রীবৃন্দাবনপরব্যোমাদিস্থানেষু চতুষ্পাদ্‌ত্রিপাদ্বিভূতিমৎসু। ভাতি তত্তদাকারতঃ সদা বর্ত্তমানঃ শোভত ইত্যর্থঃ ॥১১॥

স্বয়ংরূপ, বিলাস, স্বাংশ, আবেশ, প্রকাশলক্ষণ বিবিধ ভগবত্তত্ত্ব নিরূপণ

অনন্তর প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার প্রমাণাদিকে নিরূপণ পূর্ব্বক প্রমেয় অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বস্তুকে নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন এই শ্রীলঘুভাগবতামৃতে উপাস্য বর্গের মধ্যে শ্রীযশোদার স্তনপানকারি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, গুণ, বিভূতি ও লীলার উৎকর্ষাতিশয় বশতঃ তাঁহার পারম্য বা মুখ্যতা বলিবার নিমিত্ত প্রথমে তাঁহার স্বরূপ পরম্পরা ক্রমশঃ নিরূপণ করিতেছি ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এক হইলেও তাঁহার বাহুল্য স্বরূপ কিরূপে সম্ভব ?

যদি বল ছান্দগ্য শ্রুতিতে বলিয়াছেন তিনি পূর্ব্বে এক এবং অদ্বিতীয় অর্থাৎ দ্বিতীয় রহিত ছিলেন। অপর শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে তত্ত্ববিদগণ বলিয়াছেন অদ্বয় জ্ঞানই তত্ত্ব সেই অদ্বয়তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই তিনরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। এই স্মৃতিপ্রমানে পরম তত্ত্ব বস্তুকে একরূপে অবগত হওয়ায় তাঁহার বাহুল্য স্বরূপ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বলিতেছেন এই শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার একত্ব স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই স্বীয় অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে নানারূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন, তজ্জন্য শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যে কোনপ্রকার অসঙ্গতি হয়

তত্র স্বয়ংরূপঃ।

অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে ॥১২॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

স্বয়ংরূপস্য লক্ষণমাহ, অনন্যেতি। যস্য রূপং স্বরূপম্, অনন্যাপেক্ষি ভবতি, স স্বয়ংরূপ ইত্যর্থঃ। 'স্বয়ংদাসাস্তপস্বিনঃ' ইত্যত্র যথা তপস্বিদাস্যম্ অন্যাপেক্ষি ন প্রতীয়তে, কিন্তু স্বমাত্রাপেক্ষ্যেব, স্বৈনৈব সিদ্ধমিত্যর্থঃ, তথা চ যস্য স্বরূপং স্বতঃসিদ্ধং, ন তু অন্যতো ব্যক্তং, স স্বয়ংরূপ ইত্যর্থঃ। এতস্য লক্ষণস্য মুলন্তু "গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্"। (ভা ০ ১০।৪৪।১৪) ইত্যাদিকে শ্রীদশমবাক্যে "অনন্যসিদ্ধম্" ইত্যেতদ্‌বোধ্যম্। ইহ অন্যত্বং ভেদকার্য্যং বিশেষাদেব, নতু ভেদাৎ, বস্তুনি ভেদবিরহাদিতি বোধ্যম্ ॥১২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তত্র ত্রিবিধেষু স্বরূপেষু। যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রূপং স্বরূপং শ্রীগোপেশনন্দনত্বেন সদাতনং অন্যং শ্রীভগবন্তং শ্রীমন্মহানারায়ণমপি নাপেক্ষিতুং শীলং যস্য তৎ, বিলাসত্বেনাগ্রে তস্য নিরূপিতত্বাৎ। অস্য ভগবত্তয়া তস্য ভগবত্ত্বমিতি ভাবঃ। যদ্বা অন্যং অপ্রকটপ্রকাশং স্বপ্রকাশং স্বয়ং ভগবন্তমপি ন অপেক্ষিতুং শীলং যস্য তৎ প্রকটপ্রকাশস্য রূপমানন্দচিন্মূর্ত্তিঃ স স্বয়ং রূপ ইতর্থঃ। যদ্বা অত্র স্বার্থ এব রূপপ্রত্যয়াৎ স এবেত্যর্থঃ। নত্বন্যশরীরাবচ্ছেদেন তদ্রূপ ইত্যর্থঃ। যদ্বা স্বয়ং শব্দেন রূপ্যতে নিরূপ্যতে, নতু মহানারায়ণাদিবৎ তদেকাত্মাদিনা, তেষাং মূর্ত্ত্যন্তরেণ তথা—তথাত্বমিতি ফলিতার্থঃ। নচ "নিরস্তসাম্যাতিশয়োঽপি যৎ স্বয়ং পিশাচচর্য্যামচরদ্গতিঃ সতাং (ভা ৬।১৫।২৭) ইত্যত্রাতিব্যাপ্তিরিতি বাচ্যম্; তত্র

নাই। অথর্ব্ববেদীয় শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতিতেও এইপ্রকার বর্ণিত হইয়াছেন যথা শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও ব্রহ্মারুদ্রাদির বশীকারক, সর্ব্বব্যাপক, তিনিই সকলের পূজ্য। তিনি এক বা দ্বিতীয় রহিত হইয়াও লীলাবতারাদি বহুরূপে প্রতিভাত হয়েন। এবং শ্রীবিষ্ণু পুরাণের বর্ণণায় অবগত হওয়া যায়-তুমি এক হইয়াও অনেকরূপে বিরাজিত হও। হে বিষ্ণো! তোমাকে নমস্কার। আবার শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছেন-তিনি বহুমূর্ত্তি হইয়াও একমূর্ত্তিতে বিরাজিত আছেন। এই প্রকার বহুবহু প্রমাণ বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার একহইয়াও অনেকরূপে প্রকটতা, ইহা বৈদূর্য্য মণির ন্যায় অথবা দিব্য অভিনায়কের, ন্যায় জানিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত একমেবাদ্বিতীয়ম্ এই প্রথমপক্ষ এবং বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বম্ এই দ্বিতীয়পক্ষ, পূর্ব্বপক্ষের এই বাক্যদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটি একই অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতত্ত্ব অদ্বিতীয়স্বরূপে দেদীপ্যমান। এবং দ্বিতীয়টি সেই একইতত্ত্ব বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইলে ত্রিধারূপে অভিব্যক্ত হয়েন। ইহা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবেই বহুত্বাদি সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব পরতত্ত্বরূপে প্রসিদ্ধ ঐ শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ নামক ত্রিবিধ স্বরূপে প্রপঞ্চাতীত সন্ধিনীশক্তির বৈভব গোলোক ও বৈকুণ্ঠধামে নিত্যই বিলাস পরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন ॥১১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

স্বয়ংপদস্যাচরদিত্যনেনান্বয়াৎ সদাশিবাখ্যশিবস্যাপি কৃষ্ণাংশত্বেন নিরূপিতব্যত্বাৎ উদ্দেশ্যশিবস্যাপি গুণাবতারত্বাৎ, গুণাবতারাণান্তু পুরুষাংশত্বাৎ, পুরুষস্য সঙ্কর্ষণবিলাসত্বাৎ, সঙ্কর্ষণস্য স্বাংশত্বাচ্চ। কেচিত্তু অনন্যাপেক্ষী চাসৌ যদ্রূপশ্চেতি অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপঃ, স্বরূপপ্রকাশবদিত্যাহুস্তচ্চিন্ত্যম্। বিধেয়স্যামুখ্যতয়া নির্দ্দেশেনালঙ্কারিকৈর্হেয়ত্বাৎ। যদুক্তং "অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েদিতি। তস্মাৎ প্রকটপ্রকাশোঽপি কৃষ্ণঃ স্বয়ং-ভগবানিতি দর্শয়িতুং স্বয়ংরূপ ইতি পরিভাষা কৃতা। "তত্র ষঃ স্যাৎ স্বয়ংরূপঃ সোঽগ্রে ব্যক্তী ভবিষ্যতী" তি বক্ষ্যমাণাৎ। অতএব শ্রীসূতেনাপি 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি পরিভাষা সূত্রমপি তমুদ্দিশ্য কৃতম্। তত্তাৎপর্য্যং শ্রীস্বামিপ্রভৃতিভিস্তথৈব ব্যাখ্যাতম্। বিশেষবুভুৎসা চেৎ শ্রীভাগবতসন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভো দৃশ্যঃ ॥১২॥

তন্মধ্যে স্বয়ংরূপ।

সম্প্রতি স্বয়ংরূপের লক্ষণ বলিতেছেন—যেরূপ অন্যরূপকে অপেক্ষা করে না অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ গোপেন্দ্রনন্দনস্বরূপে যে নিত্যমূর্ত্তি তাঁহাকেই স্বয়ংরূপ বলা হয়। যেমন তপস্বিগণ স্বয়ংদাস এইরূপ যেমন তপস্বিগণের দাস্য অন্যাপেক্ষি নহে এইরূপ বোধ হয় অর্থাৎ উহা নিজের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। এই স্থানে স্বয়ংরূপও সেইরূপ জানিতে হইবে। অথবা অঙ্কশাস্ত্রোক্ত দুইতিন প্রভৃতি সংখ্যা যেমন এক দুই প্রভৃতি সংখ্যাকে অপেক্ষা করিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু এক সংখ্যা কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া ব্যক্ত হয় না, এস্থলে শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ একত্বের ন্যায় মূলত্ব নিবন্ধন তাঁহার ভগবত্তাকে অপেক্ষা করিয়াই বিলাস, স্বাংশ, নারায়ণ ও মৎস্যাদি প্রভৃতি ভগবত্তা প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা অন্যকাহাকেও অপেক্ষা না করিয়াই প্রকাশ পায় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধ স্বয়ংরূপ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই অনন্যসিদ্ধত্ব রূপ অন্যকাহারও কর্ত্তৃক সাহায্য গ্রহণ-না করিয়াই স্বতঃসিদ্ধ মাধুর্য্য বিমণ্ডিত বিগ্রহ ইহাই জানিতে হইবে। এই স্বয়ংরূপ লক্ষণের মূল শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে মথুরা পুর রমণীগণের বাক্যে সবিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছে যথা কংসরঙ্গমঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্বরূপ মাধুর্য্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহার আস্বাদনে প্রলুব্ধ হইয়া মথুরা রমণী পরস্পরকে বলিতেছেন—হে সখি! গোপীগণ কি তপস্যা করিয়াছিলেন, যাহার প্রভাবে তাঁহারা লাবণ্যের সারস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ নয়নদ্বারা পান করিতেছেন। যাহার সমান বা অধিকরূপ আর কোথাও নাই, যাহা ভূষণাদি দ্বারা সিদ্ধ নহে, পরন্তু অনন্যসিদ্ধ বা স্বাভাবিক, অথচ যাহা প্রতিক্ষণে নূতন নূতনরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, যাহা যশঃ শোভা এবং ঐশ্বর্য্যের একমাত্র চরম আশ্রয় এবং লক্ষ্মী আদির পক্ষেও দুর্ল'ভ। এইস্থলে অন্যত্ব বলিতে ভেদকার্য্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা বিশেষবলে বস্তুতঃ অনন্যাপেক্ষি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণে কোন প্রকার ভেদ নাই, যেহেতু তিনি স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ রহিত ॥১২॥

'ঈশ্বর পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণকারণম্॥"১৩॥ যথা ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যা-ভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

তমুদাহরতি, ঈশ্বর ইতি। কৃষ্ণ ইতি বিশেষ্যং, তমাদায় শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তত্বাৎ ; স চ যশোদাস্তনন্ধয়ো রূঢ্যর্থোঽত্র গ্রাহ্যঃ, ন তু সত্তাভিন্নানন্দো যোগার্থোঽপি, 'রূঢ়ির্যোগমপহরতি' ইতি ন্যায়াৎ ; এবমুক্তং ভট্টৈঃ—"লব্ধাত্মিকা সতী রূঢ়ির্ভবেদ্‌যোগা-পহারিণী। কল্পনীয়া তু লভতে নাত্মানং যোগবাধত॥ ইতি নামকৌমুদীকৃদ্ভিশ্চ—"কৃষ্ণশব্দস্য তমালশ্যামলত্বিষি যশোদাস্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি রূঢ়িঃ" ইতি ; যোগার্থস্যান্যতো লাভাচ্চ। পরম ঈশ্বর ইতি বিশেষণাভ্যাম্ অনন্যাপেক্ষিত্বরূপং তস্য স্বয়ন্ত্বমুক্তম্, অন্যথা ঈশ্বর ইত্যেব ব্রূয়াৎ। ইত্থঞ্চ বিলাসস্বাংশবর্গেভ্যো বৈলক্ষণ্যম্। স চ কিংধাতুঃ ? ইত্যাহ, সচ্চিদিতি। চিদ্রূপো য আনন্দঃ, তদ্ভূতো বিগ্রহ ইতি কর্ম্মধারয়ঃ, মূর্ত্তস্বপ্রকাশানন্দ ইত্যর্থঃ। সন্নিতি সৌন্দর্য্যমুক্তম্, অতিরম্যাঙ্গসন্নিবেশ ইত্যর্থঃ। এবঞ্চ মুক্তজীবেভ্যো বৈলক্ষণ্যং, তেষাং বিগ্রহাত্মভেদসত্ত্বাৎ। সচ্ছব্দেন সর্ব্বত্রানুবৃত্তত্বং নোক্তং, তত্ত্বস্য সর্ব্বকারণত্বোক্ত্যা প্রাপ্তেঃ। লীলামাহ, গোবিন্দ ইতি—"সুরভীরভিপালয়ন্তম্" (ব্র° সং° ৫।২৯) ইত্যুত্তরপাঠাৎ গোপালনলীল ইত্যর্থঃ। ন চানয়া ন্যূনত্বং, "গোভ্যো যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে গোভ্যো দেবাঃ সমুত্থিতাঃ। গোভির্বেদাঃ সমুদ্গীর্ণাঃ সষড়ঙ্গপদক্রমাঃ ॥" ইতি গোসূক্তাৎ। নাদীয়তে স্ববিধেয়তয়া ন গৃহ্যতে অয়মিত্যনাদির্যদূনাম্ ; আদীয়তে স্ববিধেয়তয়েতি আদির্ব্রজৌকসাম্ ; উপসর্গে ঘোঃ কিঃ। স্বয়মনাদিহে্তুশূন্যঃ, অন্যেষাং ত্বাদিঃ, ইত্যর্থস্তু নোক্তঃ, তস্য উত্তরতো লাভাৎ। লীলান্তরমাহ, সর্ব্বেতি। "স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" (শ্বে° ৬।৯) ইতি মন্ত্রবর্ণঃ। এষা লীলা স্বাংশপুরুষদ্বারেতি বোধ্যম। তথাচ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ ইত্যুদাহৃতঃ ॥১৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অত্র পূর্ব্বাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণস্যৈব সর্ব্বোৎকর্ষত্বং নিরূপ্য কোঽসৌ কৃষ্ণ ইতি দর্শয়ন্নাহ ঈশ্বর ইত্যাদিভিঃ সপ্তভি র্বিশেষণৈর্যু্ক্ত এব কৃষ্ণ ইত্যবগন্তব্যম্। তস্মাদত্র কৃষ্ণ ইতি বিশেষ্যপদং শ্রীনন্দনন্দনত্বাবগমকম্ ; "কৃষ্ণাবতারোৎসবেত্যাদৌ শ্রীভাগবতে, "শ্রীকৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায়ে" ত্যাদৌ সামোপনিষদি চ, তত্র তত্তৎ তাৎপর্য্যপরম্। আহুশ্চ ভগবন্নামকৌমুদীকারাঃ কৃষ্ণশব্দস্য তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি রূঢ়িরিতি, ততশ্চাসৌ শব্দো নান্যত্র সংক্রমণীয়ঃ। যদুক্তং শ্রীভট্টেন ; লব্ধাত্মিকা সতী রূঢ়ির্ভবেদ্যোগাপহারিণী। কল্পনীয়া তু লভতে নাত্মানং যোগবাধত" ॥ ইতি। শ্রীভগবতা চৈতন্যচন্দ্রেণাপি "আনন্দনন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে" ইত্যনেন যোগবৃত্তিত্বেঽপি তস্য তাদৃশত্বং দর্শিতম্ ; নশব্দস্যানন্দবাচকত্বাৎ। তথাহি "কৃষিভূ্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃ্তি বাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে" ইতি। শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রেঽপি তত্তুল্যং পদ্যং দৃশ্যতে ; "কৃষিশব্দশ্চ সত্তার্থো নশ্চানন্দস্বরূপকঃ। সুখরূপো ভবেদাত্মা ভাবানন্দময়স্ততঃ" ইতি। পরং ব্রহ্ম... "গূঢ়ং পরং ব্রহ্মমনুষ্যলিঙ্গমি"তি শ্রীভাগবতে

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতী"তি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। যোহসৌ পরব্রহ্ম গোপাল" ইতি শ্রীগোপালতাপন্যাঞ্চ স্ফুটমভিহিতম্। অত্র পরব্রহ্মানূষ্ঠ নরাকৃতের্বিধেয়ত্বেন নির্দ্দেশং বিধায় অবিগ্রহ এবাসাবিত্যবগম্যত ইতি কেষাঞ্চিৎ কুচোদ্যং পরিহর্ত্তুমাহ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইতি। সচ্চিদানন্দলক্ষণো বিগ্রহঃ শরীরং যস্য "ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে ইতি শ্রীদশমাৎ। 'সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্ট-কারিণে" ইতি শ্রীতাপনীতঃ, "নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ" ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয়-শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তর শতনামস্তোত্রাচ্চ। নন্‌ু "সদাশিবঃ পরমাত্মা সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ "ইতি লিঙ্গপুরাণীয়বচনাৎ তথাত্বং সদাশিব-স্যাপি দৃশ্যত ইত্যাহ ঈশ্বর ইতি ; সর্ব্ববশয়িতা ভগবানেব "সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থ ইত্যনেন তস্য ভগবত্ত্বানঙ্গীকারাৎ। নন্‌ু তর্হি মহৎস্রষ্টা পুরুষ ইত্যাহ সর্ব্বেতি—সর্ব্বেষাং পরমাত্মনাং কারণং য প্রথমঃ পুরুষঃ সঙ্কর্ষণাখ্যস্তস্যাপি কারণাৎ। নন্‌ু তর্হি বাসুদেব এবেত্যাহ—অনাদি ন বিদ্যতে আদির্যস্য সোহনাদিঃ। নন্‌ু তর্হি মহানারায়ণ এবেত্যাহ আদিরিতি ; শ্রীমহানারায়ণস্তু তস্য বিলাস এবেত্যর্থঃ। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যত্র স্পষ্টী ভবিষ্যতি। অথ শ্রীব্রহ্মা পরমেশ্বরতাং নিরূপয়ন্ স্বাভীষ্টরূপলীলাপরিকরবৈশিষ্ট্যেন তমেব বিশিনষ্টি গোবিন্দমিতি, তথৈবাগ্রেহপি "চিন্তামণ্যাদিপদ্যশেষে "গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি স্তোষ্যতে। অত্র গোবিন্দপদস্যাপি নন্দনন্দনত্বেন তাৎকালিক প্রতীতাবপি দেবকীনন্দনত্বেন প্রতীতির্মন্তব্যা প্রকাশত্বেনাভেদাৎ, "প্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবামিতি শ্রীশুক-প্রার্থনায়ামপি গবাং সর্ব্বেষামিন্দ্রত্বেন তাৎপর্য্যাচ্চ। অথ পরমমাধুর্য্যমেব তস্য দর্শয়ন্নাহপরম ইতি ; পরা উৎকৃষ্টা মাঃ লক্ষ্মীরূপাঃ শক্তয়ো যস্য সঃ। অন্যৎ দিক্‌প্রদর্শনীনাম্ন্যাং ব্রহ্মসংহিতাটীকায়াং দ্রষ্টব্যম্ ॥১৩॥

স্বয়ংরূপের পোষক প্রমাণ

শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্ ব্রহ্মসংহিতা প্রমাণে তাহা অভিব্যক্ত করিতেছেন যথা যিনি ঈশ্বর, যিনি পরম, যিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, যাঁহার আদি নাই অথচ যিনি সকলের আদি ও সকলের সকল কারণের কারণ, তিনিই গোবিন্দ তিনিই কৃষ্ণ। এই শ্লোকের কৃষ্ণ এই শব্দটি বিশেষ্যপদ এবং অন্যপদ সমূহ বিশেষণ জানিতে হইবে। কারণ এই শ্রীকৃষ্ণ নামকে গ্রহণ করিয়াই অথবা তাঁহাকে স্বয়ংভগবান্ প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত নিখিল শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। এই শ্রীকৃষ্ণ মাযশোদার স্তন্য পানকারি গোপাল। এস্থলে সত্তাভিন্ন আনন্দ এইরূপ যৌগিক অর্থ হইবে না। কেন-না রূঢ়ি র্যোগমপহরতি এই ন্যায়ে রূঢ়ি অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীনামকৌমুদীকারও এবিষয়ে একমত। অপর পরম ও ঈশ্বর এই দুই বিশেষণে শ্রীকৃষ্ণের অনন্যাপেক্ষিত্ব রূপ এবং স্বয়ংত্বরূপ স্বতই সুব্যক্ত। ইহাতে আরও অবগত হওয়া যায় যে শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতারের ন্যায় অন্যসাপেক্ষতা নাই। যদি তাহাই হইত তবে পরম ঈশ্বর না বলিয়া কেবল ঈশ্বর বলিতেন। সুতরাং এই দুই বিশেষণে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ ও স্বাংশাবতার হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল। যদি আশঙ্কা হয় শ্রীকৃষ্ণ কি পাঞ্চভৌতিক ধাতুস্বরূপ ? তদুত্তরে—চিৎস্বরূপ যে আনন্দ তাহাই

অথ তদেকাত্মরূপঃ।

যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে।
আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ ॥
স বিলাসঃ স্বাংশ ইতি ধত্তে ভেদদ্বয়ং পুনঃ ॥১৪॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

তদেকাত্মরূপস্য লক্ষণং, যদ্রূপমিতি। তদভেদেন—স্বয়ংরূপৈক্যেন। আকৃত্যাদিভিঃ—অঙ্গ-সন্নিবেশেন চরিতৈশ্চ, অন্যাদৃক্—ততোঽন্য ইব দৃশ্যতে, ন তু অন্যঃ; "আকৃতিঃ কথিতা রূপে সামান্য-বপুষোরপি।" ইতি বিশ্বঃ ॥ স ইতি—তদেকাত্মরূপঃ ॥১৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

যস্য রূপং, তস্য স্বয়ংরূপস্যাভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে অনাদিত্বেনৈব তাদৃশধামসু শোভতে, স তদেকাত্মরূপ উচ্যত ইত্যন্বয়ঃ। ননু রাসবিহারমহিষীবিবাহাদৌ যথা অভিন্নবিগ্রহতা তথাত্রাপি চেদাহ

তাঁহার শ্রীবিগ্রহ। অর্থাৎ মূর্ত্ত স্বপ্রকাশ আনন্দ স্বরূপ। অপর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ এই বিশেষণে তাঁহার রমণীয় অতি সৌকুমার্য্য অঙ্গ সন্নিবেশ ইহাই প্রকাশ হইয়াছে এবং এই বিশেষণে মুক্তজীবগণ হইতেও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল। কারণ মুক্তজীবের মোক্ষদশায়ও দেহদেহি ভেদ বিদ্যমান থাকে। এখানে জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে সৎশব্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বত্র ব্যাপকতা গুণকে বলিবার অভিপ্রায় নয়, কারণ তাহা সর্ব্বকারণ কারণ তাঁহার এই বিশেষণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে তাঁহার লীলার পরিচয় প্রদানে বলিতেছেন-যিনি নিজ সখাগণ সমভিব্যহারে সর্ব্বোমনোহারি গোপবেশে গোপালন লীলা করিয়া থাকেন। স্বয়ংভগবানের এই গোপালন লীলায় তাঁহার স্বয়ংরূপের কোন ন্যূনতা ঘটে নাই। যেহেতু গাভীগণ হইতে যজ্ঞসমূহ প্রবর্ত্তিত হয়, গাভী হইতে দেবতাগণের উৎপত্তি, গাভী হইতে শিক্ষা কল্পাদি ষড়ঙ্গের সহিত বেদ সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। বেদোক্ত গোসূক্তে গোজাতীর এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। অপর অনাদি শব্দে জানাইতেছেন যিনি কাহাকেও নিজের শাসকরূপে গ্রহণ করেন না তিনি অনাদি। যেমন দ্বারকা লীলায় যাদবগণ যাঁহাকে পরদেবতারূপে অবগত আছেন। আর আদি শব্দে বলিতেছেন যিনি অন্যকে নিজের শাসকরূপে গ্রহণ করেন তিনি আদি। যেমন ব্রজলীলায় ব্রজবাসীগণ যাঁহাকে আজ্ঞাকারী স্বজন বলিয়া জানেন। এস্থলে অনাদি ও আদি এই দুই বিশেষণে স্বয়ং হেতু শূন্য অনাদি, এবং ব্রহ্মরুদ্রাদির আদি এই প্রকার অর্থ যে অভিপ্রেত নয়, তাহা সর্ব্বকারণ কারণ এই পরবর্ত্তি বিশেষণে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে অপর একটি লীলা সূচিত হইতেছে যিনি স্বীয় অংশবিশেষ পরমাত্মা দ্বারা সর্ব্বকারণ প্রকৃতি, কাল, কর্ম্ম প্রভৃতিরও অধিপতি, তিনিই সকলের কারণ এবং সর্ব্বকারণাধিপতিরও অধীশ্বর, তাঁহার আর কেহ জনক নাই ও শাসকও নাই, সেই গোপলীলাবিলাসী তমাল শ্যামল বর্ণ যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর।১৩॥

তত্র বিলাসঃ।

স্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ। প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে ॥
পরমব্যোমনাথস্তু গোবিন্দস্য যথা স্মৃতঃ। পরমব্যোমনাথস্য বাসুদেবশ্চ যাদৃশঃ ॥১৫॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

বিলাসস্য লক্ষণমাহ, স্বরূপমিতি। অন্যাকারং—বিলক্ষণাঙ্গসন্নিবেশম্। তস্য—মূলরূপস্যাব্যবহিতস্য; বিলাসতঃ—লীলাবিশেষাৎ। আত্মসমং—স্বমূলতুল্যম্। প্রায়েণেতি—কৈশ্চিদ্গুণৈরূণমিত্যর্থঃ। তে চ—"লীলা প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণু-রূপয়োঃ। ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্ ॥" (ভ° র° সি°, দ° ১৮) ইত্যুক্তা যথা নারায়ণে ন্যূনাঃ। এবমন্যত্র। উদাহরতি, পরমেতি। প্রমাণমিহ "গোলোকনাম্নি" (ব্র° সং° ৫।৪৯) ইতি জ্ঞেয়ম্। যদ্যপি নারায়ণ-বাসুদেবয়োরুভয়োরপি চাতুর্ভুজ্যাৎ শ্যামত্বাচ্চাকৃত্যোরৈক্যমিব প্রতীতম্, তথাপি সেব্য-সেবক-ভাবতঃ শ্রীরাম-ভরতয়োরিব প্রাগল্ভ্য-সঙ্কোচ হেতুকং তদ্বৈলক্ষণ্যমস্তীতি লক্ষণ-সঙ্গতিঃ ।।১৫।।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

আকৃত্যাদিভিরিতি; আকৃতিবৈভবাদ্যৈরভিন্নত্বেঽপি দেহভিন্নত্বম্। আদিনা চতুর্ভুজত্বাদিপরিগ্রহঃ ॥ তমেব ভিনত্তি স ইতি; স তদেকাত্মরূপঃ ।।১৪।।

তত্র তয়োর্মধ্যে। তস্য স্বয়ং-রূপস্য বিলাসাৎ। প্রায়েণেতি; শ্রীমহানারায়ণস্য গোলোক-গতস্য শ্রীকৃষ্ণীয়তাদৃশবৈভবাদিদর্শনান্ন্যূনত্বাভিমানিত্বস্য শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে বর্ণিতত্বাৎ। উদাহরতি পরমেতি স্মৃতঃ বিলাস ইতি মন্তব্যঃ। ননু স্বয়ংরূপস্য বিলাস ইতি কেবলো ভেদো ন মন্তব্যো বিলাসস্যাপি বিলাসোঽস্তীত্যাহ পরমব্যোমনাথস্যেতি। বাসুদেবঃ পরমব্যোমনাথস্য প্রথমাবরক ইত্যর্থঃ। ননু! চিত্তাধিষ্ঠাতা, তস্য প্রথমব্যূহবিলাসত্বেন শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে নির্ণীতত্বাৎ। ন চ ব্রজাবরকস্তস্য স্বয়ং রূপস্য বিলাসত্বেন যুক্তিসহত্বাৎ ।। ১৫ ।।

তদেকাত্মরূপ।

স্বয়ংরূপের লক্ষণ উদাহরণ সহ প্রমাণ করতঃ এক্ষণে তদেকাত্মরূপের লক্ষণ বলিতেছেন-যেরূপ স্বয়ংরূপের সহিত অভেদ স্বরূপে বিরাজিত হইয়াও আকার ও বৈভবাদি দ্বারা অন্যাদৃশ অর্থাৎ অন্য প্রকার না হইয়া অঙ্গসন্নিবেশ ও চরিত্রাদি দ্বারা অন্যের ন্যায় প্রকাশ পান, কিন্তু বাস্তবিক অন্য নয়, তাঁহাকেই তদেকাত্মরূপ বলা হয়। সেই তদেকাত্মরূপ আবার বিলাস ও স্বাংশে ভেদে পুনরায় দুই প্রকার ।।১৪।।

বিলাসরূপ

এক্ষণে বিলাসরূপের লক্ষণ বলিতেছেন যেরূপ লীলাবিশেষ সম্পাদনের নিমিত্ত বিলক্ষণ অঙ্গ সন্নিবেশ দ্বারা ভিন্নাকারে প্রকাশিত হইয়াও প্রায়ই মূলরূপের তুল্য অর্থাৎ কোন কোন গুণে নিজমূল রূপ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন। যেমন শ্রীগোবিন্দের বিলাসমূর্তি পরব্যোমাধি-পতি মূল নারায়ণ, কিন্তু

স্বাংশঃ

তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। সঙ্কর্ষণাদির্মৎস্যাদির্যথা তত্তৎস্বধামসু ॥১৬॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

স্বাংশস্য লক্ষণমাহ, তাদৃশ ইতি—বিলাসসদৃশ ইতি, বিলাসসদৃশঃ স্বয়ংরূপাদভিন্ন ইত্যর্থঃ। যো বিলাসশক্তিতোঽপি ন্যূনাং শক্তিং, ব্যনক্তি—প্রকাশয়তি, স স্বাংশ ইত্যর্থঃ। নন্বেতদংশাংশিভাবাভিধানং স্বপ্রাচো মধ্বমুনের্বিরুদ্ধং, তেন "স্বাপ্যয়াৎ" (ব্র° সূ° ১।১।৯) ইতি সূত্রে সর্ব্বেষাং ভগবদ্রূপানাং পূর্ণত্ব-ভাষণাদিতি চেৎ? ন। তেনৈব "প্রকাশাদিবৎ নৈবং পরঃ" (ব্র° সূ° ২।৩।৪৪) "স্মরন্তি চ" (ব্র° সূ° ২।৩।৪৭) ইত্যাদ্যধিকরণে তদ্ভাবস্য ভাষিতত্বাৎ। "স্বাপ্যয়াৎ" (ব্রহ্ম সূ ১।১।৯) ইত্যস্যভাষ্যে তু স্বরূপসৎপূর্ণত্ব-মিত্যবিরোধঃ। ইহাপ্যভিধাস্যতে "শক্তের্ব্যক্তিঃ" ইত্যাদিনা ॥১৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তত্তৎস্বধামসু পরব্যোমমহাতলাদিষু ॥১৬॥

তাঁহাতে লীলা, প্রেমময় প্রিয়জন সহ বিরাজমানতা, বেণুমাধুর্য্য ও রূপ মাধুর্য্য এই চারটি অসাধারণ গুণ নাই, ইহার নাম বিলাস। যেমন ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত হইয়াছে গোলোকনামক নিজ ধাম এবং গোলোকের তলদেশে যথাক্রমে স্থিত হরিধাম, মহেশধাম ও দেবীধাম। এই ধামসমূহের প্রভাব সমূহ যাঁহা কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। এই প্রকার জানিতে হইবে। অথবা যেমন পরব্যোমাধিপতি মূলনারায়ণের বিলাস মূর্ত্তি শ্রীবাসুদেব। যদিও শ্রীনারায়ণ ও শ্রীবাসুদেব চতুর্ভুজ ও শ্যামবর্ণ, এবং উভয়ে একরূপে প্রতিভাত হইলেও যেমন সেব্য সেবক ভাববশতঃ শ্রীরামচন্দ্রের ও ভরতের মধ্যে নির্ভীকতা ও সঙ্কোচতা ভাবের বিলক্ষণতা বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্রূপ পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণ ও শ্রীবাসুদেবের মধ্যে মূলদেবতা ও আবরন দেবতা ভেদে উভয়ের মধ্যে তারতম্য বিদ্যমান রহিয়াছে এইস্থানে বিলাসের প্রধান লক্ষ্যস্থল পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণ, শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন তত্ত্ব হওয়ায় তাঁহার নাম উল্লিখিত হয় নাই, টীকাকার ও গ্রন্থকারেরও এইরূপ অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয় ॥১৫॥

স্বাংশরূপ

অধুনা স্বাংশরূপের লক্ষণ বলিতেছেন যিনি বিলাস সদৃশ অর্থাৎ স্বয়ংরূপের বিলাস যেমন স্বয়ংরূপ হইতে অভিন্ন, স্বাংশও তদ্রূপ। তত্ত্বতঃ স্বয়ংরূপের অভিন্ন হইয়াও স্বয়ংরূপে যাদৃশ সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও বৈদগ্ধ্য অভিব্যক্ত হয় তাদৃশ সৌন্দর্য্যাদি ও বিলাস স্বাংশরূপে অভিব্যক্ত হয় না। সুতরাং স্বয়ংরূপের অভিন্ন হইয়াও যিনি বিলাস অপেক্ষাও অল্প পরিমিত শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে স্বাংশ বলা হয়। যেমন বৈকুণ্ঠাদি স্ব স্ব ধামে সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার এবং মৎস্যকূর্ম্মাদি লীলাবতারগণ। যদিবল স্বয়ং ভগবানের বিলাস, স্বাংশ প্রভৃতি সমস্ত ভগবদ্বিগ্রহ ভেদ রহিত, কারণ পূর্ব্বাচার্য্য মধ্বমুনি শ্রীভগবদ্বি-গ্রহে কোন প্রকার ভেদ স্বীকার করেন নাই, যেহেতু সেই ভেদ বিরুদ্ধ। আচার্য্যপাদ তিনি "স্বাপ্যয়াৎ"

অথ আবেশঃ

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥
বৈকুণ্ঠেঽপি যথা শেষো নারদঃ সনকাদয়ঃ। অক্রূরদৃষ্টান্তে চামী দশমে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥১৭॥

ইতি ভেদত্রয়ম্ ॥১৭॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

আবেশলক্ষণমাহ, জ্ঞানেতি। কলয়া—ভাগেন॥ বৈকুণ্ঠেঽপীতি। শেষঃ—শয্যারূপাৎ অন্যো বোধ্যঃ॥ ত্রয়মিতি—স্বয়ংরূপ-তদেকাত্মরূপাবেশরূপং ভেদত্রয়ং নিরূপিতমিত্যর্থঃ ॥১৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

শেষোঽনন্তঃ, সচ দ্বিবিধঃ মহীধারিত্বেন বিষ্ণুশয্যারূপত্বেন চ, তয়োঃ শক্ত্যাবেশঃ নারদে চ ভক্তি-শক্ত্যাবেশঃ। সনকাদিষু চতুর্ষু জ্ঞানবেশঃ। আদিনা ভৃগুরামপৃথ্বাদয়ো মন্তব্যাঃ ॥১৭॥

এই বেদান্তসূত্রে নিখিল ভগবৎস্বরূপের পূর্ণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন? এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বলিতেছেন আচার্য্য মধ্বমুনি "প্রকাশাদিবৎ নৈব পরম্।" "এবং স্মরন্তি চ।" এই অধিকরণে কিন্তু অংশাংশিভাবের বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং "স্বাপ্যায়াৎ" এইসূত্রের ভাষ্যে তিনি যে অংশাংশি ভেদশূন্য স্বীকার করিয়াছেন তাহা সমস্ত শ্রীভগবদ্বিগ্রহের পূর্ণতা এই অংশে অভেদ স্বীকার করিয়াছেন। অর্থাৎ সমস্ত শ্রীভগবদ্বি-গ্রহই পুর্ণ, সুতরাং ইহাতে আমাদের কোন বিরোধ নাই। অপর যদিও শ্রীভগবদ্বিগ্রহ সকলই পূর্ণ; তথাপি কেবল গুণ প্রাকট্যের তারতম্য হেতুই অংশাংশিভাব হইয়া থাকে ।।১৬।।

আবেশ স্বরূপ।

আবেশের লক্ষণ বলিতেছেন —ভগবান্ শ্রীজনার্দ্দিন জ্ঞান শক্ত্যাদির বিভাগ দ্বারা যে সকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হয়েন, সেই ভগবদাবিষ্ট মহত্তম জীবগণই আবেশ নামে কথিত হয়। যেমন বৈকুণ্ঠে শ্রীনারদ, শেষাখ্য অনন্তদেব ও সনকাদি ঋষিগণ। অনন্তদেব কিন্তু বিষ্ণুশয্যারূপী ও মহীধারী ভেদে দ্বিবিধ। এই দুই স্বরূপেই শ্রীভগবৎশক্তি আবেশ বিদ্যমান্ থাকিলেও এস্থলে বিষ্ণুশয্যারূপী অনন্তদেব তিনিই শেষশব্দের বাচ্য। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে মহাত্মা অক্রুর যমুনাজলে নিমগ্ন হইয়া যখন শ্রীভগবদুপাসনা করিতে ছিলেন তখন ভগবৎ কৃপায় তিনি বৈকুণ্ঠধাম দর্শন করেন এবং সেই বৈকুণ্ঠে তিনি বিষ্ণুশয্যারূপী অনন্তদেব নারদ এবং সনকাদি ঋষিগণকেও দর্শন করিয়াছিলেন। এই আবেশাব-তার আবার শ্রীভগবদাবেশ ও ভগবচ্ছক্ত্যাবেশ ভেদে দ্বিবিধ। ভগবদাবিষ্ট জীবের আপনাকে ভগবান্ বলিয়া অভিমান হয়। যেমন ভগবদাবিষ্ট আবেশ ঋষভদেব প্রভৃতি। ভগবদ্ শক্ত্যাবিষ্ট আবেশ যেমন শ্রীনারদ ও বেদব্যাস প্রভৃতি। তন্মধ্যে শ্রীনারদে ভক্তি শক্তির আবেশ এবং চতুঃসনে জ্ঞানশক্তির আবেশ এবং পৃথুতে বলশক্তির আবেশ ।।১৭।।

এই প্রকরণে স্বয়ংরূপ তদেকাত্মরূপ ও আবেশ এই ত্রিবিধ ভেদ নিরূপিত হইল ॥

প্রকাশস্তু ন ভেদেষু গণ্যতে স হি নো পৃথক্।

তথাহি— অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥
দ্বারবত্যাং যথা কৃষ্ণঃ প্রত্যক্ষং প্রতিমন্দিরম্।
'চিত্রং বতৈতৎ ইত্যাদিপ্রমাণেন স সেৎস্যতি ॥১৮ ॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নন্বু চন্দ্রাবলী-রাধিকাদীনাং রুক্মিণী-সত্যভামাদীনাঞ্চ সদ্মসু বহুতয়া স্থিতঃ কৃষ্ণঃ স্মর্য্যতে, তেষু বহুষু কোঽংশী কস্ত্বংশ ইতি চেৎ? তত্রাহ, প্রকাশস্ত্বিতি। ভেদেষু—বিলাস-স্বাংশরূপেষু প্রাগুক্তেষু, ন গণ্যতে—নান্তর্ভবেদিত্যর্থঃ। হি—হেতৌ। নো পৃথগিতি—বিশেষবিভাতেনাপ্যন্যত্বেন বিশিষ্টো ন ভবেৎ। প্রকাশলক্ষণমাহ, অনেকত্রেতি; নন্দমন্দিরাৎ বসুদেবমন্দিরাচ্চ নির্গতঃ কৃষ্ণস্তাসাং তাসাঞ্চ মন্দিরেষু যুগপৎ প্রবিষ্টো বিভাতীত্যেকস্যৈব বিগ্রহস্য যুগপদেব বহুতয়া বিরাজমানতা, স প্রকাশাখ্যো ভেদঃ পূর্ব্বোক্ত ভেদভ্যোঽন্য এব। কুতঃ? ইত্যাহ, সর্ব্বথেতি—আকৃত্যা গুণৈর্লীলাভিশ্চৈকরূপ্যাদিত্যর্থঃ ॥ উদাহৃতিমাহ, দ্বারবত্যাং যথেতি। ইতঃপূর্ব্বং ব্রজেঽপি "কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ। রেমে ভগবাং-স্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥" (ভাঃ ১০।৩৩।১৯) ইত্যেতজ্জ্ঞেয়ম্। কৃত্বা—প্রকাশ্য। অপি—অবধারণে। পারাখ্যশক্তিরূপাভিস্তাভিঃ সহ রমণমাত্মারামত্বমেবেত্যন্যত্র বিস্তৃতম্। চিত্রমিতি—"একেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥" (ভাঃ ১০।৬৯।১) ইতি বাক্যশেষঃ। অত্রত্যানি পদানি বার্ত্তিকার্থগ্রহে সমর্থানি দ্রষ্টব্যানি ॥১৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অথোক্তভেদত্রয়স্যানেকস্থানাবলম্বিতবিগ্রহস্য তৎস্বরূপত্বং বক্তুং জাতিপ্রমাণাভ্যামেবাহ প্রকাশস্ত্বিতি, ভেদেষু পূর্ব্বোক্তেষু ত্রিষু, প্রকাশো ন গণ্যতে, অথবা ন ভেদেষু অভেদেষু প্রকাশো গণ্যতে, হি যতঃ স প্রকাশঃ, নো পৃথক্, যো যস্য প্রকাশঃ স তৎস্বরূপ ইত্যর্থঃ। ন ভেদেষ্বিতি নখাদ্যাদিপদগ্রাহ্যত্বাৎ নঞ সমানার্থনকারগ্রহণাদ্বা অদাদেশাভাবঃ ॥

তমেব বিশেষ্য লক্ষয়তি অনেকত্রেতি; এক ভিন্নত্বমনেকত্বম্, তস্মাদ্দ্বয়োর্ব্বহুষু চেত্যর্থঃ। অতএব "ক্বচিচ্চতুর্ভুজত্বেঽপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতামি" ত্যত্র নাব্যাপ্তিঃ। একস্য রূপস্য একস্যা মূর্ত্তেঃ একদা এক-ক্ষণত এব যা প্রকটতা প্রাকট্যং স প্রকাশ উচ্যত ইত্যন্বয়ঃ। নন্বু যুগপদনেকস্থানাদ্যধিষ্ঠানার্থং তস্য বিভো রূপান্তরসৃষ্টির্ন চিত্রেত্যাহ সর্ব্বথাতৎস্বরূপৈবেতি; তস্য স্বয়ংরূপাদেঃ স্বরূপা ন তু জাতিপ্রমাণাভ্যাং বিভিন্নে-ত্যর্থঃ। এবমেব সর্ব্বেষামপি প্রকাশানাং পূর্ণত্বমাহ শ্রুতিঃ। "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যত" (বৃহদাউ ৫।১।১) ইতি। তত্র চ তেষাং প্রকাশানাং তয়ৈবাচিন্ত্যশক্ত্যা পৃথক্ পৃথগেব ক্রিয়াদীনি লক্ষ্যন্তে। তানি চ অর্থানি "ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ"

(ভা ১০।৪৭।২৯) ইত্যত্র সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বপ্রকাশেন ন বিয়োগঃ, কিন্ত্বেকেন প্রকটপ্রকাশেনেত্যর্থঃ।দ্বিভিন্ন-প্রভাবাভিমানকার্য্যাণি পরস্পর-বিরোধিধর্ম্মপ্রযত্নতয়োক্তান্যপ্যেকস্মিন্নচিন্ত্যশক্তিমতি নাসম্ভবপরাণি,"অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়ে"দিত্যাদেঃ "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিত্যাদেশ্চ। এবং তচ্ছক্তিময়ত্বাৎ তৎপরিকরেষ্বপি প্রকাশভেদো মন্তব্যঃ; যথা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাদানীত-শতাধিক-ষোড়শ-সহস্র-সংখ্যক-কন্যাবিবাহে শ্রীদেবকীবসুদেবাদিষু। উক্তং হি ভাবার্থদীপিকায়াং শ্রীস্বামিচরণৈঃ; "অনেন দেবক্যাদি-বন্ধুজনসমাগমোঽপি প্রতিগৃহং যৌগপদ্যেন সূচিত" ইতি। তত্র "দীব্যন্তমক্ষৈস্তত্রাপি প্রিয়য়া চোদ্ধবেন চ। পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা প্রত্যুত্থানাদিভি (ভা।১০।৬৯।২০) রিত্যত্র। মন্ত্রয়ন্তঞ্চ কস্মিংশ্চিন্মন্ত্রিভিশ্চোদ্ধবা দিভি (ভা।১০।৬৯।২৭) রিত্যত্র চ শ্রীনারদদৃষ্টযোগমায়াবৈভবে ভাবভেদাদভিমানভেদোঽপি শ্রীকৃষ্ণস্য তৎপরিকরাণামপি অহমেতদবস্থোঽস্মীত্যাকারকো দৃশ্যতে। তদেবং তত্র প্রকাশভেদে সতি তদ্ভেদেনা-ভিমানক্রিয়া ভেদে চ স্থিতে শ্রীবৃন্দাবনাদিপ্রকাশবিশেষস্থিতেন শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্রকটপ্রকাশেন তৎপরিকরাণাম-প্রকটপ্রকাশাত্মকানাং সংযোগঃ শ্রীমথুরাদিস্থেন প্রকটপ্রকাশাত্মকেন শ্রীকৃষ্ণেন শ্রীবৃন্দাবনাদিস্থপ্রকট প্রকাশাত্মকানাং তেষাং বিয়োগ ইতি ব্যবস্থাবসীয়তে। ইত্থং প্রকাশদ্বয়স্বীকারেণ সপরিকরশ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীবৃন্দাবন-মথুরা-দ্বারকাদিষু নিত্যাবস্থায়িত্বাত্তদভিব্যঞ্জকপুরাণবচনান্যেব সুসঙ্গতানি। অন্যৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে দ্রষ্টব্যম্। প্রতিমন্দিরং-শতাধিক-ষোড়শ-সহস্র পরিকরাণাং মন্দিরং মন্দিরং প্রতি। "চিত্রং বতে" তি ব্যাখ্যাস্যতে বিভুত্বপ্রসঙ্গে ॥১৮॥

অথ প্রকাশ এবং প্রকাশের লক্ষণ।

প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার স্বয়ংরূপ তদেকাত্মরূপ ও আবেশ এই ত্রিবিধ ভেদ নিরূপণ করতঃ এক্ষণে প্রকাশের লক্ষণ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন—যদিবল শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধিকার কুঞ্জে এবং শ্রীরুক্মিণী ও সত্যভামার প্রাসাদাদি বহু গৃহে বহুরূপে বিরাজমান্ হইয়া থাকেন। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের মধ্যে কে অংশী, আর কে অংশ ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—পূর্ব্বোক্ত ভেদত্রয়ের মধ্যে অর্থাৎ বিলাস স্বাংশ ও আবেশের মধ্যে প্রকাশ কোনরূপেই ভেদের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, কারণ উহা স্বস্বরূপ হইতে কোন অংশে পৃথক নহেন। বিশেষতঃ অন্যরূপে প্রতিভাত হইলেও কোন বিশিষ্ট স্বরূপ নহেন। এক্ষণে প্রকাশের লক্ষণটি সুস্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—একই বিগ্রহের যুগপৎ অনেকস্থানে সকল প্রকারে আকৃতি গুণ ও লীলার ঐক্য থাকিয়া তৎস্বরূপে প্রাদুর্ভাবকে প্রকাশ বলা হয়। যেমন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দ মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীচন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধিকারকুঞ্জে এবং শ্রীবসুদেবের মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীরুক্মিণীদেবী ও শ্রীসত্যভামার অন্তঃপুরে যুগপৎ একইকালে বহুরূপে যে বিদ্যমানতা তাহাকে প্রকাশ বলা হয়। এই প্রকাশ কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিলাস ও স্বাংশাদি হইতে ভিন্ন। এই প্রকাশ গৌণ ও মুখ্যভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে যে প্রকাশে আকৃত্যাদির অভেদ হেতু মূলরূপের সহিত ঐক্য প্রতীতি উৎপন্ন হয়, তাঁহাকেই মুখ্য প্রকাশ বলা হয়। আর যে প্রকাশে আকৃতি প্রভৃতির ভেদহেতু স্বয়ংরূপ হইতে পার্থক্য

ক্বচিচ্চতুর্ভুজত্বেঽপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতাম্। অতঃ প্রকাশ এব স্যাৎ তস্যাসৌ দ্বিভুজস্য চ ॥১৯॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নন্নু ত্যাগভীতিমূর্চ্ছিতাং রুক্মিণীং প্রতি চতুর্ভুজত্বস্য প্রাকট্যেনাকৃতিভেদাৎ বিলাসাদিত্বে তদন্তঃ স্যাদিতি চেৎ ? তত্রাহ ; ক্বচিদিতি। কৃষ্ণরূপতামিতি—"রূপং স্বভাবে সৌন্দর্য্যে" ইতি মেদিনীকোষাৎ যশোদাস্তনন্ধয়ত্বস্বভাবং, ন ত্যজেৎ, ইতি তৎস্বভাবস্য তত্র সত্ত্বাৎ ন দোষঃ। তত্রাপি দ্বিভুজমেব তস্য রূপং "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি।" (বিং পুং ৪।১১।২) ইত্যাদিস্মৃতেঃ। তথাপি কদাচিৎ হাসাদিধর্ম্মবৎ চতুর্ভুজত্বস্য প্রকাশেঽপি তৎস্বভাবস্য তত্র স্থিতত্বাৎ ন কাচিৎ বিক্ষতিঃ। এবঞ্চ সূতীগৃহেঽপি তদ্রূপদর্শনং ব্যাখ্যেয়ম্ ; অত উক্তং "বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ" (ভাং ১০।৩।৭৭) ইতি, প্রকৃত্যা স্বভাবেন ব্যক্তঃ প্রাকৃত ইত্যর্থঃ, শৈষিকোঽণ,। দ্বিভুজত্বে প্রমাণন্ত, "সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥" (গোং তাং, পূং ১০) ইতি শ্রুতিঃ। ন চ দ্বিভুজাৎ চতুর্ভুজং রূপং বরীয়ঃ, "স্থূলমষ্টভুজং প্রোক্তং সূক্ষ্মঞ্চৈব চতুর্ভুজম্। পরন্ত দ্বিভুজং প্রোক্তং তস্মাদেতৎ ত্রয়ং যজেৎ॥ "ইতি আনন্দাখ্যসংহিতোক্তিব্যাকোপাৎ। বস্তুভেদাভাবাৎ" 'ত্রয়ং যজেৎ' ইত্যুক্তম্। দ্বিভুজমেবেদমুপাস্য স্রষ্টৃত্বং ব্রহ্মণা লব্ধমিত্যথর্ব্বণ্যুক্তেশ্চ গোং তাং, শান্তোদিতত্বকল্পনং নিরস্তম্॥১৯॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অভিমানৈক্যাচ্চিহ্নভেদেঽপি প্রকাশত্বং সমর্থয়তি ক্বচিদিতি॥ ১৯॥

প্রতীতি উৎপন্ন হয় তাঁহাকেই গৌণ প্রকাশ বলা হয়। তন্মধ্যে শ্রীরাসলীলা ও মহিষীবিবাহে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকাশ অর্থাৎ বহুরূপে অভিব্যক্তি তাহাই মুখ্য প্রকাশ। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় রাসলীলাবসরে "কৃত্বা তাবন্তমিতি।" স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও যতসংখ্যক ব্রজরামা ততসংখ্যক বিগ্রহরূপে নিজেকে প্রকাশিত করিয়া তাঁহাদের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। অপর দ্বারকা লীলায় মহিষীগণের পাণিগ্রহণ কালে শ্রীকৃষ্ণ শতাধিক ষোড়শ সহস্র মহিষীর প্রতি মন্দিরে পৃথক পৃথক্ সকলের প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছিলেন। এজন্য দেবর্ষি নারদ বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন "চিত্রং বতৈতদেকেন" ইত্যাদি অর্থাৎ এ বড়ই আশ্চর্য্য যে শ্রীকৃষ্ণ একাকী একই বিগ্রহে এককালে ষোড়শ সহস্র গৃহে পৃথকভাবে ষোড়শ সহস্র মহিষীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এখানে আকারাদি সমতা থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের একরূপের একই সময়ে অনেকস্থানে আবির্ভাব হওয়ায় তাঁহার মুখ্যপ্রকাশ সুব্যক্ত হইয়াছে॥১৮॥

শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ অপেক্ষা দ্বিভুজরূপের শ্রেষ্ঠতা।

আকৃতিতে ভিন্ন হইলেও অভিমানের ঐক্য থাকায় তাহাও প্রকাশ বলিয়া অভিহিত। এই বাক্যের সমর্থনে বলিতেছেন—যদিবল শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস বাক্যে শ্রীরুক্মিণীদেবী জানিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন, তজ্জন্য দেবী অত্যন্তভীতা হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলে, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণী দেবীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য চতুর্ভুজ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আকৃতিতে ভিন্ন হওয়ায়

প্রপঞ্চাতীতধামত্বমেষাং শাস্ত্রে পৃথগ্বিধে। পাদ্মীয়োত্তরখণ্ডাদৌ ব্যক্তমেব বিরাজতে ॥২০॥

ইতি স্বয়ংরূপ-বিলাস-স্বাংশাবেশ-প্রকাশলক্ষণভগবত্তত্ত্বনিরূপণম্ ॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

প্রভোঃ সর্ব্বাণিরূপাণি নিত্যানীতি কৈমুত্যং ব্যঞ্জয়ন্নাহ, প্রপঞ্চেতি। "যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠ তত্তল্লীলার্থমাদৃতাঃ॥" ইতি স্কান্দাৎ, "বৈকুণ্ঠভুবনে নিত্যে নিবসন্তি মহোজ্জ্বলাঃ। অবতারাঃ সদা তত্র মৎস্য-কূর্ম্মাদয়োঽখিলাঃ॥" ইতি পাদ্মাচ্চ তেষাং নিত্যত্বং সুব্যক্তম্ ॥ ২০ ॥

তাঁহাকে বিলাস মূর্ত্তি বলা হউক? তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ কখন লীলাবিশেষের নিমিত্ত চতুর্ভুজ প্রকট করিলেও আমি শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ অভিমানের একত্বনিবন্ধন শ্রীযশোদার স্তনপানকারি এই স্বভাব কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তথায় তাঁহার শ্রীনন্দনন্দন স্বাভাবই বিদ্যমান ছিল। সুতরাং চতুর্ভুজস্বরূপও দ্বিভুজেরই প্রকাশ বিশেষ। অতএব দ্বিভুজের স্বভাব তাহাতে বিদ্যমান্ থাকায় কোন দোষ হয় নাই। এই দ্বিভুজই তাঁহার নিত্যস্বরূপ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও এই প্রকার কথিত হইয়াছে যথা যে যদুবংশে নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীবিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও পরিহাসাদিছলে কখনও চতুর্ভুজরূপ প্রকট করেন, তথাপি সর্ব্বদা শ্রীনন্দনন্দন স্বরূপে অবস্থান করেন বলিয়া স্বয়ংরূপ দ্বিভুজের কোন ক্ষতি হয় নাই। সুতিকাগৃহেও এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীশুকমুনিও বলিয়াছেন-শ্রীকৃষ্ণ তাহার চতুর্ভুজরূপ উপসংহার করিয়া তাঁহাদের সমক্ষে প্রাকৃত শিশুর ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতিও শ্রীনন্দনন্দনের দ্বিভুজত্ব প্রমাণ দিয়েছেন যথা—যাঁহার নয়নযুগল বিকশিত কমল সদৃশ। যিনি নবীন জলধরের তুল্য শ্যামবর্ণ, যিনি বিদ্যুতোপম পীত বসন পরিধান করিয়াছেন এবং যিনি দ্বিভুজ ও বেণুবাদন রসে সাতিশয় আবিষ্ট থাকায় যিনি মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। যিনি কণ্ঠে নানাবিধ পত্রপুষ্পদ্বারা রচিত বনমালা ধারণ করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং ঈশ্বর। অতএব শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ স্বরূপ চতুর্ভুজ স্বরূপ হইতে শ্রেষ্ঠ। আর যদিবল স্থূলস্বরূপ অষ্টভুজ, সূক্ষ্মস্বরূপ চতুর্ভুজ এবং পরমরূপ দ্বিভুজ বলিয়া কথিত হইয়াছে, সুতরাং এই স্বরূপ ত্রয়ের উপাসনা করিবে। এই সংহিতা বাক্যের বিরোধের পরিহারার্থ বলিতেছেন-অষ্টভুজ চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজস্বরূপের মধ্যে কোন প্রকার ভেদ না থাকায় স্বরূপত্রয়ের আরাধনা করিবে, ইহা সামান্যরূপে কথিত হইয়াছে কিন্তু পরংরূপ যে দ্বিভুজ সেই দ্বিভুজেরই উপাসনা করিতে হইবে, ইহা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আথর্ব্বণিক শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। অপর শ্রীভগবৎস্বরূপ নিত্যোদিত এবং শান্তোদিত ভেদে দুই প্রকার, তন্মধ্যে মূলস্বরূপ নিত্যোদিত এবং মূলস্বরূপ হইতে যে স্বরূপ প্রকটিত হয়েন তাহাই শান্তোদিত বলিয়া অভিহিত। শ্রীরামানুজীয় তত্ত্বত্রয়ে কথিত আছে শ্রীহরি নিত্যোদিত ও শান্তোদিত রূপে আবির্ভূত হন কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে এই শান্তোদিত সম্ভব নহে; অতএব এই শান্তোদিত কল্পনার নিরাকৃত হইল ॥১৯॥

অথাবতারাঃ কথ্যন্তে কৃষ্ণো যেষু চ পুষ্কলঃ ॥

তল্লক্ষণম্ —

পূর্ব্বোক্তা বিশ্বকার্য্যার্থম্ অপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্। দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ ॥২১॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

'কৃষ্ণঃ স্বয়ম্' ইত্যুক্ত্যা সর্ব্বাবতারাবতারিত্বং তস্যাভিমতম্, অতস্তদবতারান্ নির্দ্দেষ্টুমুপক্রমতে, অথেতি। নন্ কৃষ্ণোঽপ্যবতারেষু কীর্ত্ত্যতে ? তত্রাহ, কৃষ্ণো যেষ্বিতি ; প্রসঙ্গাৎ তেষু তস্য কীর্ত্তনং, প্রপঞ্চপ্রাকট্যমাত্রসামান্যাৎ ; স তু, পুষ্কল—স্বয়ংরূপ ইত্যর্থঃ ; "পুষ্কলস্তু পূরণে শ্রেষ্ঠে" ইতি হৈমঃ। অবতার-লক্ষণমাহ, পূর্ব্বোক্তা ইতি—পূর্ব্বত্র কৃতলক্ষণাঃ স্বয়ংরূপাদয়ঃ, চেৎ—যদি, স্বয়ম্—অদ্বারকতয়া, দ্বারান্তরেণ বা জগতি আবিঃস্যুঃ, তদা অবতারাঃ স্মৃতাঃ। অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽবতরণং খল্ববতারঃ। যথা মৎস্যঃ যথা চ বিধের্হংসোঽদ্বারকতয়াবির্ভূতঃ স্বর্যাতে ভারতাদিষু। সদ্বারকস্তু যথা শেষশায়িনঃ কারণার্ণবশয়াৎ গর্ভোদকশয়ঃ, যথা বসুদেবাৎ কৃষ্ণঃ, যথা চ দশরথাৎ রামঃ। প্রয়োজনমাহ, বিশ্বেতি ; বিশ্বরূপং বিশ্বস্মিন্ বা যৎ কার্য্যং—প্রকৃতিক্ষোভ-মহদাদ্যুৎপাদনং, দুষ্টবিমর্দ্দেন দেবাদীনাং সুখবর্দ্ধনং, সমুৎকণ্ঠিতানাং সাধকানাং স্বসাক্ষাৎকারেণ প্রেমানন্দবিতরণং, বিশুদ্ধভক্তিপ্রচারণঞ্চ তদর্থমিত্যর্থঃ। অপূর্ব্বা ইব—নূতনা ইব, ইত্যাশ্চর্য্যত্বং তেষাম্ ॥২১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

এষাং স্বয়ংরূপতদেকাত্মরূপাবেশানাম্। প্রপঞ্চাতীতধামত্বং প্রপঞ্চমতীতানি অতিক্রান্তানি ধামানি দেহানি যেষাং তত্ত্বং নিত্যদেহত্বমিতি নির্গলিতার্থঃ। যদুক্তং শ্রীমহাবারাহে। "সর্ব্বে নিত্যা শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥ পরমানন্দসন্দোহজ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জিতা" ইতি॥ শ্রুতৌ চ; "সর্ব্বে হ্যেতে পূর্ণা অবতারা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমান্দা ইতি স্বয়ংরূপবিলাসস্বাংশাবেশপ্রকাশলক্ষণং ভগবত্তত্ত্বং নিরূপিতম্ ॥২০॥

অথেতি আনন্তর্য্যার্থস্তেষাং তত্ত্বাৎ। যেষু অবতারেষু। পুষ্কলঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। মনুষ্যেষুক্ষত্রিয়ঃশূরতম ইতিবত্তস্যাপ্যবতারত্বমিত্যর্থঃ। পূর্ব্বোক্তাঃ স্বয়ংরূপতদেকাত্মরূপাবেশাঃ, প্রকাশস্য তদনতিরিক্তত্বাৎ। তে চেদ্ যদি অপূর্ব্বা ইব স্বয়মাবিঃস্যুর্দ্বারান্তরেণ বা যদাবিঃ স্যুস্তদা অবতারাঃ স্মৃতাস্তে অবতারত্বেনোচ্যন্ত ইত্যর্থঃ। কাকনয়নন্যায়েন চেদিত্যস্য দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। অপূর্ব্বা ইতি ; কূর্ম্মমৎস্যাদয়ো যদি পুরুষং নিমিত্তীকৃত্যাবতীর্ণাস্তথাপ্যাকস্মিকপ্রাদুর্ভাবত্বেনাসহায়ত্বাৎ তথোক্তম্। ইবেতি ; নিত্যধামসু তেষাং বিরাজমানত্বেন নবায়মানা ইবেত্যভিপ্রায়েণ ॥২১॥

শ্রীভগবানের ধাম ও মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারের নিত্যতা।

শ্রীভগবানের নিখিল স্বরূপ যে নিত্য ইহা কৈমুতিকন্যায়ে প্রকাশ করিতেছেন—পূর্ব্বোক্ত স্বয়ংরূপ তদেকাত্মরূপ, ও আবেশ প্রভৃতি ভগবৎ স্বরূপ সকলের নিত্য বিগ্রহত্ব অথবা পূর্ব্বোক্ত শ্রীভগবৎস্বরূপ সমূহের নিত্যধাম চিদ্বিভূতি শ্রীগোলোক বৈকুণ্ঠাদিরূপে নিত্যই বিরাজ করিতেছেন। স্কন্দপুরাণে কথিত

আছে এই পৃথিবীতে শ্রীভগবানের লীলার নিমিত্ত যে সকল প্রিয়ধাম বিরাজ করিতেছেন, শ্রীগোলোক বৈকুণ্ঠাদিতেও সেই সমস্ত ধামসমূহ লীলার নিমিত্ত সমাদৃত হইয়াছেন। পদ্মপুরাণে দেখা যায় নিত্য চিদ্‌বিভূতি শ্রীবৈকুণ্ঠধামে পরমোজ্জ্বল শুদ্ধসত্ত্ব মূর্তি শ্রীমৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারবৃন্দ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। অতএব এবিষয়ে পদ্মোত্তরখণ্ড প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁহাদের নিত্যত্ব সুস্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে ॥২০॥

ইতি স্বয়ংরূপ বিলাস, স্বাংশ, আবেশ ও প্রকাশ লক্ষণ ভগবৎ স্বরূপ নিরূপিত হইল ॥

অবতারের লক্ষণ

অনন্তর শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অবতার গণের মধ্যে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্, এই বাক্য দ্বারা তিনি যে সমস্ত অবতারগণের অবতারী ইহাই অবগত হওয়া যায়। অতএব তাঁহার অবতারগণের লক্ষণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগের মধ্যে পূর্ণ বা স্বয়ংরূপ, সেই অবতার পরম্পরার কথা কথিত হইতেছে। যদি বল শ্রীকৃষ্ণকেও তো অবতারমধ্যে কীর্ত্তন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে অবতার না বলিয়া অবতারী বলিব কেন? তদুত্তরে—অন্যান্য অবতার যেরূপ প্রপঞ্চ মধ্যে প্রকট হন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও শ্বেত-বরাহকল্পের বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশচতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে বিশ্বসংসারে প্রকট হইয়া থাকেন। সুতরাং অন্যান্যাবতারের সহিত প্রাকট্যাংশে কোনরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না বলিয়াই সর্ব্বাবতারি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অবতার মধ্যে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। এক্ষণে অবতারের লক্ষণ বলিতেছেন পূর্ব্বোক্ত স্বয়ংরূপাদি ভগবৎস্বরূপ সকল বিশ্বকার্য্যের নিমিত্ত স্বয়ং অদ্বারক অথবা দ্বারান্তর দ্বারা নিতানূতনের ন্যায় অপ্রপঞ্চ বৈকুণ্ঠাদি হইতে প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইলে তাঁহাকে অবতার বলা হয়। শ্রীভগবৎ স্বরূপের বিশ্বসংসারে দুই প্রকারে অবতরণ দেখা যায়। অদ্বারক ও সদ্বারকরূপে। অদ্বারক যথা—শ্রীমৎস্যদেব এবং চতুঃসনের প্রশ্নে বিমূঢ় ব্রহ্মা তাঁহার সন্দেহ বিনাশের নিমিত্ত শ্রীহংস ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অতএব শ্রীমৎস্যদেব ও শ্রীহংসভগবান্ ইহারা অদ্বারক অবতার। ইহা শ্রীমহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অবগত হওয়া যায়। অপর দ্বারকাবতার যথা অনন্তশয্যায় শায়িত প্রথম পুরুষ কারণার্ণবশায়ী হইতে দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী এবং শ্রীবসুদেব হইতে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীদশরথ হইতে শ্রীরামচন্দ্র ইত্যাদি। বিশ্বকার্য্য বলিতে স্ববীক্ষণ দ্বারা প্রকৃতিকে ক্ষুভিত করিয়া মহত্তত্ত্বাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের সৃষ্টি এবং তাহাদের মিলনে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি প্রভৃতি। অথবা বিশ্বকার্য্য দুষ্টের দমন, সাধুগণের পরিত্রাণ, অথবা দুষ্টবিমর্দ্দনে দেবগণের সুখবর্দ্ধন ও সমুৎকণ্ঠিত ভক্তগণের স্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা প্রেমানন্দ বিতরণ এবং শুদ্ধাভক্তিরূপ ধর্ম্ম সংস্থাপন। অবতার শব্দটি অবতরণ সাম্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ স্বরূপবৈভবে নিত্যবিরাজমান্ শ্রীভগবানের প্রাকৃতবৈভবে অবতরণই অবতার। ধর্ম্মসংস্থাপনই শ্রীভগবানের প্রাকৃতবৈভবে অবতরণের মুখ্য কারণ। সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতগণের দমন উহার আনুসঙ্গিক বিধায় গৌণকারণ। এখানে সাধুশব্দে দৈব প্রকৃতি ও দুষ্কৃতশব্দে আসুর প্রকৃতি বোঝায়। শ্রীভগবদুন্মুখ সচ্চরিত্র ব্যক্তিই সাধু এবং ভগবদ্বহির্মুখ অসচ্চরিত্র ব্যক্তিই প্রকৃত পক্ষে দুষ্কৃতশব্দের বাচ্য। ধর্ম্মশব্দের অর্থ স্বভাব অথবা স্বরূপাবস্থান। যাহা যাহার স্বভাব তাহাই তাহার

তচ্চ দ্বারং তদেকাত্মরূপস্তদ্ভক্ত এব চ। শেষশায্যাদিকো যদ্বদ্‌বসুদেবাদিকোঽপি চ ॥২২॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

দ্বারমাহ, তচ্চেতি—ব্যাখ্যাতপ্রায়ম্ ॥২২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

দ্বারং বিবৃণোতি তচ্চেতি ॥২২॥

ধর্ম্ম। যেমন আত্মার ধর্ম্ম সচ্চিদানন্দত্ব ও প্রকৃতির ধর্ম্মজড়ত্ব। উক্ত স্বভাব ঔপাধিক বা অস্বরূপভূত ও অনৌপাধিক বা স্বরূপভূত ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে ঔপাধিক স্বভাব আবার আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিকভেদে ত্রিবিধ। আধিদৈবিক ধর্ম্মও অজানদেবত্ব ও কর্ম্মদেবত্ব ভেদে দ্বিবিধ এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম জ্ঞানিত্ব ও প্রেমিকত্ব ভেদে দ্বিবিধ। অতএব ধর্ম্ম সাকল্যে ষড়বিধ। ভূতসকল নিজনিজ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলে উহাদিগকে পুনর্ব্বার নিজধর্ম্মে সংস্থাপন করিবার নিমিত্তই শ্রীভগবানের পুরুষাবতার। ভূতসকলের প্রকৃতি হইতে ধীরে ধীরে উৎপন্ন হওয়া ও উপাধিরূপে পরিণত হইয়া জীবসমূহের ভোগমোক্ষের সাধন হওয়াই নিজধর্ম্ম উহাই আধিভৌতিক ধর্ম্ম। তন্মধ্যে উক্ত পুরুষাবতার আবার কারণ ও সূক্ষ্ম এবং স্থূল প্রপঞ্চে ত্রিবিধাকারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ কারণ প্রপঞ্চে প্রথম পুরুষরূপে, সূক্ষ্মপ্রপঞ্চে দ্বিতীয় পুরুষরূপে ও স্থূলপ্রপঞ্চে তৃতীয় পুরুষরূপে অবতীর্ণ হয়েন। পূর্ব্বোক্ত আধিভৌতিক ধর্ম্ম সংস্থাপন দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ ব তিরেকে কোনরূপেই বদ্ধজীবের ভোগ ও মোক্ষের সম্ভাবনা থাকে না বলিয়াই শ্রীভগবান্ প্রথমেই পুরুষাবতাররূপে প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অপর আজানদেবতা বা কর্ম্মদেবতাগণ অভিমান বশতঃ নিজ নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার নিজধর্ম্মে সংস্থাপনের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিবিধ গুণাবতাররূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই ধর্ম্ম স্থাপনের নামই আধিদৈবিক ধর্ম্মসংস্থাপন। দেবতাদিগের ধর্ম্ম ভগবদ্দত্ত স্ব স্ব অধিকারে থাকিয়া ঔপাধিক সৃষ্টির সাহায্যকরণ। জীবাত্মার ধর্ম্ম-গুণাষ্টক বিশিষ্ট শুদ্ধজীবত্ব। প্রকৃতি গুণোৎপন্ন ভুতসকল কালবশে জীর্ণ হইয়া জীবের ভোগ সাধনেও যথাযোগ্য উপাধি নির্ম্মাণে অসমর্থ হইলে এবং দেবতাগণ কর্ম্মদোষে অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অধিকার ভ্রষ্ট হইলে ও জীব সকল দুর্দৈব বশতঃ বিপথগামী হইয়া স্বাভাবিক শুদ্ধত্বলাভে বঞ্চিত হইলে করুণাময় শ্রীভগবান্ ভূত, দেবতা ও জীবগণকে স্বধর্ম্মে পুনরায় স্থাপনের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠাদিধাম হইতে প্রাকৃতবৈভবে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে লীলাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীভগবানের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণে তাৎকালিক প্রয়োজনানুরূপ শক্তি সকলের সঞ্চার সিদ্ধ হইয়া থাকে। মাতৃকোটিবৎসল শ্রীভগবানের জীবকল্যানের নিমিত্ত এইরূপ প্রপঞ্চাবতরণ ব্যতিরেকে অন্যরূপে শক্তি সঞ্চার জীবে অসম্ভব বলিয়া শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে অবতরণ। ক্রমসোপান ন্যায়ে আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম স্থাপনার্থ শ্রীভগবান্ প্রথমতঃ মরীচ্যাদি কলাবতার দ্বারা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম স্থাপন করেন। তদনন্তর জীবের উৎকর্ষতানুসারে সনকাদি কৌমারাবতার দ্বারা নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম সংস্থাপন

পুরুষাখ্যা গুণাত্মানো লীলাত্মানশ্চ তে ত্রিধা ॥
প্রায়ঃ স্বাংশাস্তথাবেশা অবতারা ভবন্ত্যমী ।
অত্র যঃ স্যাৎ স্বয়ংরূপঃ সোঽগ্রে ব্যক্তীভবিষ্যতি ॥২৩॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অবতারান্ বিভজতি, পুরুষাখ্যা ইতি ॥ প্রায় ইতি । স্বাংশাঃ—শেষশায্যাদয়ঃ । আবেশাঃ—চতুঃসনাদয়ঃ পৃথ্বাদয়শ্চ । প্রায়োগ্রহণাৎ কদাচিৎ স্বয়ংরূপশ্চ । অত্র ইতি—এম্ববতারেষু মধ্যে । অগ্রে—পরব্যোমাধীশপক্ষাদনন্তরম্ ॥২৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তে অবতারাঃ । প্রায় ইতি ; বৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়দ্বাপরাববসানে স্বয়ংরূপস্য সকৃৎ প্রাদুর্ভাবাৎ । নন্থ, কঃ স্বয়ংরূপ ইত্যাহ তত্রেতি । তত্র তেষু পুরুষগুণলীলাবতারেষু ॥২৩॥

করাইয়া থাকেন । পরে জীবের বহুসৌভাগ্য উদয়ে শ্রীনারদাদিরূপ ভক্তাবতাররূপে ভক্তিলক্ষণ পরধর্ম্ম সংস্থাপন করেন । উক্তনিয়মেও যখন আধ্যাত্মিকাদি ধর্ম্মের চরমাবস্থা প্রেমিকত্বলক্ষণ ধর্ম্ম সংস্থাপন সুসম্পন্ন সুসিদ্ধ হয় না, তখনই শ্রীভগবান্ স্বয়ংরূপে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রেমিকত্ব লক্ষণ ধর্ম্ম সংস্থাপন সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন । ইহাই ধর্ম্ম সংস্থাপনের পরাবস্থা বা পরাকাষ্ঠা ॥২১॥

অবতরণের দ্বার কি ?

সম্প্রতি অবতরণের দ্বার কি ? ইহার বিবরণে বলিতেছেন—পূর্ব্বোক্ত সেই অবতার কখনও অলৌকিক অদ্বারকরূপে অথবা লৌকিক সদ্বারকরূপে অর্থাৎ পিতামাতাকে অপেক্ষা করিয়া থাকেন । তদেকাত্মরূপ ও ভক্তভেদে সেই দ্বার দুই প্রকার । তন্মধ্যে শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি তদেকাত্মরূপ এবং শ্রীবসুদেব প্রভৃতি ভক্তরূপ এই দুই প্রকার ॥২২॥

অবতার ত্রিবিধ ।

অবতারবৃন্দের বিভাগ দেখাইতেছেন—অবতার তিন প্রকার, পুরুষাবতার, গুণাবতার এবং লীলাবতার । তন্মধ্যে প্রায় অর্থাৎ অধিকাংশ অবতারই স্বাংশ অর্থাৎ শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি ও আবেশ অর্থাৎ চতুঃসন ও পৃথু প্রভৃতি । প্রায় শব্দ গ্রহণে কখনও স্বয়ংরূপও অবতারের মধ্যে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন । এই অবতার বৃন্দের মধ্যে যিনি স্বয়ংরূপ তাঁহার কথা অগ্রে পরব্যোমাধিপতির বর্ণনার পরে বর্ণণা করিব ॥ ২৩ ॥

তত্র পুরুষলক্ষণম্ যথা বিষ্ণুপুরাণে (৬।৮।৫৯) —

"তস্যৈব যোঽনু গুণভুগ্ বহুধৈক এব। শুদ্ধোঽপ্যশুদ্ধ ইব মূর্ত্তিবিভাগভেদৈঃ ॥
জ্ঞানান্বিতঃ সকলসত্ত্ববিভূতিকর্ত্তা তস্মৈ নতোঽস্মি পুরুষায় সদাব্যয়ায় ॥"

"তস্যৈব অনু পূর্ব্বোক্তাৎ পরমেশ্বরাৎ সমনন্তরম্" ইতি স্বামী।

অত্র কারিকা-**পরমেশাংশরূপো যঃ প্রধানগুণভাগিব। তদীক্ষাদিকৃতির্নানাবতারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ॥**

অস্যাবতারত্বঞ্চ শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে (২।৬।৪০) **"আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য"** ॥২৪॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

পুরুষাবতারলক্ষণং বৈষ্ণবোক্ত্যাহ, তস্যৈবেতি—"নান্তোঽস্তি যস্য ন চ যস্য সমুদ্ভবোঽস্তি বৃদ্ধির্ন যস্য পরিণামবিবর্জ্জিতস্য। নাপক্ষয়ঞ্চ সমুপৈত্যবিকল্পবস্তু যস্তং নতোঽস্মি পুরুষোত্তমমাদ্যমীড্যম্॥" (বিং পুং ৬।৮।৫৮) ইতি পূর্ব্বোক্তস্য পরেশস্য, অনু—অনন্তরং, যঃ—অংশঃ, প্রধানগুণভাক্—প্রকৃতি-প্রাকৃত বীক্ষণ-নিয়মন-প্রবর্ত্তনাদ্যনুভবী, এক এব—একতামজহন্নেব, মূর্ত্তিবিভাগভেদৈঃ বহুধা—স্ববিগ্রহাংশভেদৈঃ নানারূপঃ সন্, সকলসত্ত্ববিভূতেঃ—নিখিলপ্রাণিবিস্তারস্য কর্ত্তা ভবতি, স পুরুষ ইত্যর্থঃ, চেদেবং তর্হি প্রকৃতি-প্রাকৃত-লেপঃ প্রাপ্তঃ? তত্রাহ, শুদ্ধোঽপ্যশুদ্ধ ইবেতি। সঙ্কল্পেনৈব তত্তৎকরণাৎ, তৎপ্রবেশেঽপ্যচিন্ত্যশক্ত্যা তদস্পর্শাচ্চ শুদ্ধত্বমিত্যর্থঃ॥ পদ্যার্থং নিষ্কৃষ্টমাহ, অত্রেতি। কারিকা—বৃত্তিঃ, "কারিকা যাতনাবৃত্ত্যোঃ" ইত্যমরঃ। ইত্থং ত্রয়াণাং পুরুষাণাং লক্ষণমিদং সিদ্ধম্॥ আদ্য ইতি পরস্য অবতারিণঃ কৃষ্ণস্য ॥২৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তস্যেতি, "নান্তোঽস্তি যস্য ন চ যস্য সমুদ্ভবোঽস্তি বৃদ্ধির্ন যস্য পরিণামবিবর্জিতস্য। নাপক্ষয়ঞ্চ সমুপৈত্যবিকল্পবস্তু যস্তং নতোঽস্মি পুরুষোত্তমমাদ্যমিড্য" মিত্যনেন বর্ণিতস্য পরমেশ্বরস্য, অনু অনন্তরং এক এব যো বহুধা শ্রীব্রহ্মাদিরূপেণ গুণভাগিব প্রকৃতিগুণভাগিব শুদ্ধোঽপি যঃ অশুদ্ধ ইব সৃষ্ট্যাদ্যাসক্ত ইব জ্ঞানান্বিতোঽপি যঃ মূর্ত্তিবিভাগভেদৈঃ মূর্ত্তিবিভাগানাং দক্ষাদিমন্বাদিরূপাণাং ভেদৈঃ সর্ব্বসত্ত্বানাং বিভূতি কর্ত্তা বিস্তারকৃৎ তস্মৈ পুরুষায় তং পুরুষং মনসিকৃত্য বহুধা ব্রহ্মাদিরূপেণ নতোঽস্মি। তস্মা ইতি "যদভিপ্রেত্যধাত্বর্থ ইতি চতুর্থী। নতোঽস্মীত্যন্বয়ঃ॥ কারিকা-বৃত্তিঃ। "কারিকাযাতনাবৃত্ত্যোরিত্যমরাৎ তদীক্ষেতি তস্মিন্ প্রধানে ঈক্ষাদিকৃতির্যস্য। আদিপদাৎ স্বাঙ্গাভাসেন তৎ স্পর্শাদিপরিগ্রহঃ "দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবানিত্যত্র দৈবাৎ স্বাঙ্গাভাসেন স্পর্শাদিতি ব্যাখ্যানাৎ অত্র দীপিকা "পরস্য ভূম্নঃ, পুরুষঃ প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকো যস্য সহস্রশীর্ষাদ্যুক্তোলীলাবিগ্রহঃ স আদ্যোঽবতার ইত্যেষা ॥২৪॥

অথ পুরুষাবতার।

অবতারবৃন্দের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুপুরাণের প্রমাণে সর্ব্বপ্রথম পুরুষাবতারের লক্ষণ বলিতেছেন—যাঁহার জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ নাই। যিনি ব্রহ্মস্বরূপ ও সকলের আদিপুরুষ, সেই স্তবনীয় পুরুষোত্তমকে আমি প্রণাম করি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত এই ষড়্‌ভাব বিকার বর্জ্জিত পুরুষো

অস্য চ ভেদাঃ, সাত্বততন্ত্রে—

'বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ, দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥"২৫॥ ইতি।

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

বিষ্ণোরিতি—স্বয়ংরূপস্যেত্যর্থঃ। একং মহতঃস্রষ্টৃ—প্রকৃতেরন্তর্য্যামি সঙ্কর্ষণরূপং, দ্বিতীয়ং—চতুর্ম্মুখস্যান্তর্য্যামি প্রদ্যুম্নরূপং, তৃতীয়ং—সর্ব্বজীবান্তর্যামি অনিরুদ্ধরূপম্॥২৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অস্য পুরুষস্য। সাত্বততন্ত্রে-সাত্বতস্য নারদস্য তন্ত্রে; তত্র প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ নারদীয়তন্ত্র ইতি পরমাত্ম-সন্দর্ভে ধৃতত্বাচ্চ। বিষ্ণোস্ত্বিতি; বিষ্ণোরাদিসঙ্কর্ষণস্য। প্রথমস্তাবৎ "স ঐক্ষত বহুস্যামিতিশ্রুত্যুক্ত্যা মহাসমষ্টিজীবপ্রকৃত্যোবেকতাপন্নয়োর্দ্র্‌ষ্টেত্যেক এব কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণত্বেন মহাবিষ্ণুত্বেন চোচ্যতে। দ্বিতীয়স্তাবৎ "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিত্যাদ্যুক্তঃ সমষ্টিজীবান্তর্য্যামী, তেষাং ব্রহ্মাণ্ডানাং বহুভেদাৎ বহুবিধঃ, স গর্ভোদকশায়ী প্রদ্যুম্নাখ্যঃ সর্ব্বাবতারমূলঃ। তত্রৈব সূক্ষ্মান্তর্যাম্যনিরুদ্ধ ইতি কেচিৎ। তৃতীয়স্তাবৎপদ্মাধিষ্ঠানকর্ত্তা "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতীত্যাদিশ্রুত্যুক্তো ব্যষ্টিজীবান্তর্য্যামী ক্ষীরোদশায়ী চ সোঽনিরুদ্ধ এব ব্রহ্মতাতো মন্তব্যঃ। যদুক্তং মোক্ষধর্ম্মে শ্বেতদ্বীপপতিনা; "অস্মন্মূর্ত্তিশ্চতুর্থী যা সাঽসৃজচ্ছেষমব্যয়ম্। স হি সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তঃ প্রদ্যুম্নং সোঽপ্যজীজনৎ॥ প্রদ্যুম্নাদনিরুদ্ধোঽহং সর্গো মম পুনঃ পুনঃ। অনিরুদ্ধাৎ তথা ব্রহ্মা তন্নাভিকমলোদ্ভবঃ॥ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চেতি॥ তত্রৈবান্যত্র চ "পরমাত্মেতি যং প্রাহুঃ সাংখ্যযোগবিদো জনাঃ। মহাপুরুষসংজ্ঞাং স লভতে স্বেন কর্ম্মণা। তস্মাৎ প্রসূতমব্যক্তং প্রধানং তদ্বিদুর্ব্বুধাঃ। অব্যক্তাদ্ব্যক্তমুৎপন্নং লোকসৃষ্ট্যর্থমীশ্বরাৎ। অনিরুদ্ধো হি লোকেষু মহানাত্মেতি কথ্যতে। যোঽসৌ ব্যক্তত্বমাপন্নো নির্ম্মমে চ পিতামহমিতি। ব্যক্তত্বং প্রদ্যুম্নাৎ প্রাকট্যং প্রাপ্ত সন্ পিতামহং নির্ম্মমে। যত্তু প্রদ্যুম্নাৎ ব্রহ্মণোঽপ্যাবির্ভাব ইতি শ্রূয়তে তদভেদবিবক্ষয়েতি। অনেন মহাবৈকুণ্ঠস্থাঃ সঙ্কর্ষণাদয় এতেষামংশিনঃ। তৎস্থবাসুদেবঃ পুরুষত্রয়াদতিরিক্তো ভগবানেব প্রত্যেতব্যঃ। এতে তু পরমাত্মানঃ। যে তু চিত্তাদ্যধিষ্ঠাতারো বাসুদেবাদয়স্তে এতদংশা এব পর্য্যালোচনীয়াঃ॥২৫॥

ত্তমের চতুর্ব্যূহস্থ সঙ্কর্ষণাদি অংশ প্রধান গুণভাক্ অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রাকৃততত্ত্বের বীক্ষণ, নিয়মন প্রবর্ত্তন কর্ত্তা, যিনি মূলরূপে এক হইয়াও স্বীয় বিগ্রহকে অংশত বিভাগ পূর্ব্বক প্রথমপুরুষ, দ্বিতীয়, পুরুষ ও তৃতীয় পুরুষ রূপে নিখিল প্রাণীর বিস্তার কর্ত্তা। যদি তিনি প্রকৃতি ও প্রাকৃততত্ত্বের বীক্ষণাদির কর্ত্তা হয়েন তাহা হইলে তিনি প্রকৃতি বা প্রাকৃত সংসর্গ যুক্ত হউক? তদুত্তরে যিনি অজ্ঞব্যক্তি কর্ত্তৃক মায়াসংসৃষ্টের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও মায়াসংসর্গ রহিত শুদ্ধ। যিনি সঙ্কল্পমাত্রেই প্রকৃতি ও তৎকার্য্য

মহদাদির বীক্ষণ, নিয়মন ও প্রবর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন এবং যিনি অশুদ্ধমায়াসংস্পৃষ্টের ন্যায় প্রতিভাত হইলেও অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে প্রকৃতিসংসর্গ রহিত। যিনি জ্ঞানান্বিত অর্থাৎ সম্বিদাখ্যা চিৎশক্তিদ্বারা সর্ব্বদা আলিঙ্গিত। সেই অচ্যুত পুরুষকে আমি নমস্কার করি। এক্ষণে "তস্যৈব অনু"। এই পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত পরমেশ্বরের অনন্তর ইহাই শ্রীধরস্বামি পাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইস্থানে প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার স্বীয় কারিকাদ্বারা শ্লোকের সারার্থ প্রকাশ করিতেছেন—পরমেশ্বরের যে অংশ প্রধান গুণ সম্বন্ধের ন্যায় প্রকৃতি ও প্রাকৃত বস্তুর বীক্ষণ, নিয়মন, ও প্রবর্ত্তনাদি কর্ত্তা, যিনি মৎস্যকূর্ম্মাদি লীলাবতার ও ব্রহ্মাদি গুণাবতারের নিধান, শাস্ত্রে তাঁহাকেই পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে পুরুষত্রয়ের লক্ষণও সিদ্ধ হইল। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে পুরুষের অবতারত্ব নির্দ্দেশ করিতেছেন—যথা পুরুষাবতারই অবতারী শ্রীকৃষ্ণের আদ্য অবতার ॥২৪॥

পুরুষাবতার ত্রিবিধ।

সাত্বততন্ত্রে এই পুরুষাবতারের ভেদ কথিত হইয়াছে—যথা শ্রীবিষ্ণুর অর্থাৎ স্বয়ংরূপ মূল সঙ্কর্ষণের পুরুষ নামক ত্রিবিধ স্বরূপ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তন্মধ্যে যিনি প্রকৃতির অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত হইয়া ঈক্ষণদ্বারা মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা তাঁহাকে প্রথমপুরুষ বলা হয়, ইনিই সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী ও মহাবিষ্ণু নামে অভিহিত। ইনিই প্রকৃতির অর্থাৎ মহাসমষ্টির অন্তর্য্যামী। আর যিনি অণ্ডসংস্থিত অর্থাৎ জীব সমষ্টির বা হিরণ্যগর্ভের অন্তর্য্যামি পুরুষ তাঁহাকে দ্বিতীয় পুরুষ বলে। ইনিই গর্ভোদশায়ী প্রদ্যুম্ন নামে অভিহিত। ইঁহারই নাভিকমল হইতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার জন্ম হয়। আর যিনি সর্ব্বভূতস্থ অর্থাৎ ব্যষ্টি-জীবের অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রত্যেক দেহের অন্তর্য্যামী সেই পুরুষকে তৃতীয় পুরুষ বলে। ইনিই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ও অনিরুদ্ধ নামে কথিত। এই ত্রিবিধ পুরুষকে জানিতে পারিলে জীব অনায়াসে মোক্ষলাভ করে। উক্ত পুরুষত্রয়ের অবতরণের তাৎপর্য্য এই যে অনাদি ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেহার্জ্জিত কর্ম্মবাসনা বশতঃ উত্তরোত্তর দেহ নিমিত্তক শুভাশুভ কর্ম্ম সকল আচরণ ও তন্নিমিত্তক সুখ দুঃখাত্মক কর্ম্মফল সকল ভোগ করিতে করিতে ইহ সংসারে উর্দ্ধলোক হইতে অধোলোকে এবং অধোলোক হইতে উর্দ্ধলোকে গমনাগমন করিতে থাকেন। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ দেহের পর দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া জীবসকল এই অষ্টাবরণবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেই পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতে থাকেন। মায়াবৈভব বা সংসার চিরস্থায়ী নহে। প্রাকৃতিক নিয়মে যুগপৎ সকলজীবের প্রারব্ধকর্ম্ম ক্ষয় হইলে প্রাকৃতিক লয় বা মহা প্রলয় ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক লব্ধসামর্থ্যা প্রকৃতি পুনঃ পুনঃ জীবের ভোগসম্পাদন করিতে করিতে যখন জীর্ণা হইয়া পড়েন এবং তিনি আর জীবসমূহের ভোগ সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়েন না তখনই প্রাকৃতিক তত্ত্বসমূহের বিলয়ে প্রকৃতির বিলয় ঘটে। অর্থাৎ তখন বিষমা প্রকৃতি সমা হইয়া অমুক্ত জীবরাশির সহিত পরব্রহ্মে লীনা হন। প্রাকৃতিক প্রলয়ে স্বরূপশক্তি ও তদ্ বিলাসভূত স্বরূপ বৈভব সমন্বিত পরব্রহ্মই বিদ্যমান্ থাকেন। তখন তাঁহাতে জীব ও প্রকৃতি প্রলয় প্রাপ্ত হইলে প্রাকৃত

বৈভবে নামরূপাত্মক কোন পদার্থই বিদ্যমান থাকে না। ঐকালে নামরূপ দ্বারা প্রবিভক্ত কোন কোন ভৌতিক প্রাপ্ত না থাকিলেও ইহার শক্তিরূপ অপরপ্রান্ত অব্যাকৃত অবস্থায় সশক্তিক পরব্রহ্মে একীভূত থাকে। অমুক্তজীবের মহাপ্রলয়ে প্রলীন অদৃষ্টের বা সুপ্তকর্ম্মের উদ্বোধনার্থ পরব্রহ্মের সিসৃক্ষাবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এই সংসার নামরূপরহিত অসদাকারেই অবস্থান করে, অর্থাৎ তৎকালে পরব্রহ্মের দৃষ্টির বিলোপ হয় না। কারণ পরব্রহ্ম তদবস্থায় স্বীয় সচ্চিদানন্দময়ী স্বরূপশক্তির সহিত সচ্চিদানন্দবৈভবে বিচিত্রনিত্যলীলা সম্পাদন করিতে থাকেন। তৎকালে তাঁহার সৃষ্টিলীলার বা সংসারলীলার বিচ্ছেদ ঘটিলেও নিত্যলীলার বিচ্ছেদ ঘটে না। সংসারলীলা বা সৃষ্টিলীলা নৈমিত্তিকলীলা। উহা বদ্ধজীব ও মায়াশক্তির সাহায্যে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মহাপ্রলয়ে উহার বিরাম ঘটে। নিত্যলীলা দেশকালাদি পরিচ্ছেদ রহিত অনন্তবৈভবে বিরাজমানা। সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দময়ী শক্তিবর্গের সহিত সচ্চিদানন্দময়ী লীলার কোনকালেই বিরাম হয় না বলিয়াই উহা নিত্যলীলা। ঐ নিত্যলীলা যুগপৎ অনন্তবৈভবে বিরাজিত। শ্রীভগবানের স্বরূপ মধ্যমাকার অর্থাৎ নরাকার হইয়াও সর্ব্বগ, অনন্ত ও বিভু। তদীয় স্বরূপ বিলাসাদিও তদ্রূপ। শ্রীভগবানের স্বরূপাদি সমস্তই চিদানন্দময়। কালকর্ম্মগুণাতীত শ্রীভগবানেই উক্ত নিত্যলীলার সম্ভব হইয়া থাকে, কারণ লীলাশব্দে সাধারণতঃ স্বৈরাচরণকে বোধ করা যায়। স্বৈরাচরণ অস্বতন্ত্র অর্থাৎ কালকর্ম্মগুণাধীন দেহি জীবের পক্ষে সম্ভব পর নহে। চিদ্ধামে কাল ও মায়াকৃত কোন বিকার নাই, কেবলমাত্র চিদানন্দের বিলাসেই ঐ ধাম সর্ব্বদা বিলসিত। সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভুত প্রেম আশ্রয়াবলম্বন ও বিষয়াবলম্বনরূপে ঐধামে নিতই বিরাজিত। রিরংসাবৃত্তি প্রেমেরই বিলাস। লীলারসপোষণী রিরংসাবৃত্তি আপ্তকাম পূর্ণমনোরথ শ্রীভগবানে যেমন নিত্যই বিদ্যমান তৎপরিকর বর্গেও তদ্রূপ। মাতৃকোটিবৎসল শ্রীভগবানের ন্যায় তদীয় চিদ্ধামগত মুক্তসকলেরও সময়ে সময়ে মহাপ্রলয়ে প্রলীন জীবসমূহের মোক্ষার্থ স্বাভাবিক করুণাবৃত্তির উদয় হয়। এইকরুণা শ্রীভগবানের সিসৃক্ষাবৃত্তির সহিত একীভূত হইলেই তিনি ভক্তকৃপানুগামী স্বীয়ভক্ত কৃপাপরবশে স্বাংশভূত ভূতমূল সঙ্কর্ষণ দ্বারা বহির্মুখতাবলম্বনে সিসৃক্ষু হইয়া প্রথমপুরুষরূপ আবির্ভাবিত করিয়া থাকেন। পরমেশ্বরের চিদ্ধামে স্বয়ংরূপাদি স্বরূপে নিত্যলীলায় সর্ব্বদা তুরীয়ভাবে বা স্বরূপাবস্থানে তিনি সপরিকরে নিত্যই বিদ্যমান। শ্রীভগবান্ যখন পুরুষরূপ গ্রহণ করেন তখনই তাঁহার করুণাভাব বা সৌষুপ্তিকভাব অভিব্যক্ত হয়। পরমেশ্বরের সৌষুপ্তিকভাব পদ্মপত্রস্থজলবিন্দুর ন্যায় প্রাকৃত শরীর বর্জ্জিত শরীরিভাব অর্থাৎ তিনি প্রকৃতিরূপশরীরে অন্তর্য্যামিরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও চিচ্ছক্তি প্রভাবে অনাসক্ত। উক্ত সৌষুপ্তিকভাব বা কারণশরীরিভাবে ও তাঁহার স্বাভাবিক তুরীয়াবস্থার বিচ্ছেদ হয় না। পরমেশ্বর তুরীয়-রূপ নিত্যাবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়াও স্বীয় শক্তিবর্গের আনন্দবিধানার্থই পৌরুষভাব গ্রহণ করেন। তাঁহার ঐ পৌরুষভাব প্রাকৃতিক নহে পরন্তু সাঙ্কল্পিক। তিনি মহাপ্রলয়ে নিঃশেষজীবের উদ্ধারার্থ প্রাকৃতিক বহুভবনরূপ সঙ্কল্পসিদ্ধির নিমিত্ত প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন। কালশক্তি দ্বারা প্রকৃতিতে সৃষ্টিসামর্থ্য আধান করাই তাঁহার ঈক্ষণ। প্রথমপুরুষের ঈক্ষণে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ে সমাপ্রকৃতি তৎকালে বিষমা বা

তত্র প্রথমম্, যথা একাদশে (১১।৪।৬)

"ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ" ॥২৬।

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ভূতৈরিতি। আদিদেবঃ—নারায়ণঃ স্বয়ংপ্রভুঃ, যদা, আত্মনা—সঙ্কর্ষণেন, সৃষ্টৈঃ—উৎপাদিতৈঃ, পঞ্চভির্ভূতৈঃ, বিরাজং—জগদণ্ডরূপং, পুরং নির্ম্মায়, তস্মিন্ প্রদ্যুম্নবপুষা প্রবিষ্টঃ, তদা, পুরুষাভিধানমবাপ—তস্য তত্তদ্রূপং পুরুষাবতারত্বেনাখ্যায়তে ইত্যর্থঃ ॥২৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ভূতৈর্যদেতি; স্বামী "তত্রাদৌ পুরুষাবতারমাহ ভূতৈরিতি; যদা স্বসৃষ্টৈর্ভূতৈর্বিরাজং ব্রহ্মাণ্ডং পুরং বিরচয্য নির্ম্মায় তস্মিন্ লীলয়া প্রবিষ্টঃ ন তু ভোক্তৃত্বেন, প্রভূতপুণ্যস্য জীবস্য তত্র ভোক্তৃত্বাৎ ॥২৬॥

ক্ষুভিতা হয়েন। অর্থাৎ অব্যক্তা প্রকৃতি জীবমায়ারূপ নিমিত্ত ও গুণমায়ারূপ উপাদান এই দুই অংশে বিভক্তা হয়েন। তখন গুণমায়ারূপ উপাদানাংশ পুরুষের ঈক্ষণে ক্ষুভিত হইয়া মহদাদি ক্ষিত্যন্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বাকারে পরিণত হয়েন। তখন প্রথম পুরুষ পূর্ব্বোক্ত নিমিত্তরূপ জীবমায়াতে শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক তদ্দ্বারা উপাদানরূপ গুণমায়াতে জীবরূপ বীর্য্য আধান করেন। এইরূপে নিমিত্ত জীবমায়া দ্বারা আবৃত জীব গুণমায়াগর্ভে মহদাদি ক্ষিত্যন্ততত্ত্বরূপ উপাধি সংযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইহাই প্রথম পুরুষের সৃষ্টি। এই সৃষ্টির ফলভোক্তা জীবের সহিত ভোগ্যপ্রকৃতির সম্বন্ধস্থাপন পূর্ব্বক কারণোপাধি নির্ম্মাণ হয়। এইরূপে কারণোপাধি সৃষ্টি হইলেও তখন পর্য্যন্ত পুরুষের অভীষ্ট সৃষ্টিব্যাপার সুসম্পন্ন হয় নাই, তখন ঐ সঙ্কর্ষণাখ্য প্রথমপুরুষ সহস্রশীর্ষা কারণপুরুষাকারে কারণার্ণবে বিরাজমান, বাস্তবিক পক্ষে সৃষ্টিব্যাপারে তত্ত্বসমূহের পরস্পর সম্মেলন দ্বারা চতুর্দ্দশলোক ও তৎশরীর সকলের নির্ম্মাণের নিমিত্ত সুষুপ্তপুরুষের জাগরণ প্রয়োজন। বাসনাবদ্ধজীব সৃষ্টসংসারে কর্ম্ম করিতে করিতে শুদ্ধ হইয়া মৎসান্মুখ্য লাভ করুক, এইরূপ ইচ্ছা হইতেই শ্রীসঙ্কর্ষণাখ্য প্রথমপুরুষের সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছিল। যখন তিনি দেখিলেন প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণে মহদাদি ক্ষিত্যন্ত তত্ত্বসকল উৎপন্ন হইয়াও ইহারা অসংহত অবস্থায় থাকিয়া ভোগ্য ও ভোগায়তনাদির অভাবে জীবের ভোগমোক্ষের সহায়ক হইতে পারিল না, তখন তিনি মহদাদি ক্ষিত্যন্ত অসংহত তত্ত্বসকলকে ত্রিবৃৎকৃত বা পঞ্চীকৃত অর্থাৎ পরস্পর সম্মিলিত করিবার নিমিত্ত অংশতঃ বহুরূপ হইয়া উহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকেন। এই প্রবিষ্ট অংশই দ্বিতীয় পুরুষ। ইহার ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে প্রবেশের পূর্ব্বে উহারা অন্তর্নিহিত ক্রিয়াশক্তি প্রভাবে পরস্পরের অসংহত অবস্থায় একমাত্র স্বাভাবিক গতিতে অনন্ত আকাশে নীহারবৎ সঞ্চরণ করিতে থাকে। স্বাভাবিক গতির পরিবর্ত্তন বিরুদ্ধশক্তির প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকে অবয়বসন্নিবেশও সম্ভব হয় না। অতএব এইসকল কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত প্রথমপুরুষের দ্বিতীয়পুরুষরূপে প্রাদুর্ভাবে অবতরণের আবশ্যক হয়। দ্বিতীয়

ব্রহ্মসংহিতায়াঞ্চ (৫।১০—১৩) **"তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুর্জগৎপতিঃ। সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ"**
"নারায়ণঃ স ভগবান্ আপস্তস্মাৎ সনাতনাৎ। আবিরাসন্ কারণার্ণোনিধিঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ।
যোগনিদ্রাং গতস্তস্মিন্ সহস্রাংশঃ স্বয়ং মহান্॥ তদ্রোমবিলজালেষু বীজং সঙ্কর্ষণস্য চ।
হৈমান্যণ্ডানি জাতানি মহাভূতাবৃতানি তু॥" লিঙ্গমত্র স্বয়ংরূপস্যাঙ্গভেদ উদীরিতঃ ॥২৭॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

তস্মিন্ লিঙ্গে—স্বয়ংরূপস্য অঙ্গভূতে গমকে নারায়ণে, তৎসন্নিধাবিত্যর্থঃ, মহাবিষ্ণুঃ—সঙ্কর্ষণঃ, আবিরভূৎ—প্রকৃতিবীক্ষকতয়া প্রকটোঽভূৎ। ননু "আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥" (বি° পু° ১।৪।৬) ইতি নারায়ণশব্দস্য প্রবৃত্তৌ নিমিত্তং স্মরন্তি, তস্যাস্মিন্ প্রবৃত্তৌ কিং তদস্তি ইতি চেৎ? তত্রাহ, তস্মাৎ সনাতনাৎ আপঃ আবিরাসন্নিতি। তাশ্চাপঃ সঙ্কর্ষণাজ্জাতত্বাৎ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ কারণার্ণোনিধিঃ কথ্যতে। তস্মিন্—অর্ণোনিধৌ, স স্বয়ং শেষ-পর্য্যঙ্কে যোগনিদ্রাং গতঃ, ইতি তস্যাস্মিন্ প্রবৃত্তৌ তদেব কারণাম্ভঃশয়ত্বং নিমিত্তমিত্যর্থঃ। সহস্রম্—অসংখ্যাঃ, অংশাঃ, যস্মাৎ প্রদ্যুম্নরূপাদিত্যর্থঃ॥ তস্য কৃত্যমাহ, তস্মিন্ শেষপর্য্যঙ্কে স্থিতঃ স প্রকৃতিং ঐক্ষত, তেনেক্ষণেন সঙ্কর্ষণস্য রোমবিলজালেষু নিলীনং জগদ্বীজং, তৎ—জীবাখ্যচিৎপরমাণুবৃন্দং; প্রকৃতিযোনৌ ন্যধাদিতি শেষঃ। ততো হৈমান্যণ্ডানি জাতানি। স্ফুটমন্যৎ॥ লিঙ্গমত্রেতি—ব্যাখ্যাতমেব॥২৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তস্মিন্নিতি; তস্মিন্ ভূতসূক্ষ্মপর্য্যন্ততাংপ্রাপ্তে মহেশ্বররূপে লিঙ্গে লিঙ্গমিব লিঙ্গং যঃ খলু অংশ-বিশেষঃ শ্রীগোবিন্দস্যেতি শেষঃ। এতদর্থ "স্তল্লিঙ্গং ভগবাঞ্ছম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতন ইত্যত্র স্পষ্টীকৃতঃ।

পুরুষ প্রপঞ্চে অবতরণপূর্ব্বক স্বীয় প্রবলাকর্ষণ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মহদাদি তত্ত্বসকলকে বক্রগতি প্রাপিত করিয়া থাকেন। এইরূপে মহদাদি তত্ত্বসকল বক্রগতিবিশিষ্ট ত্রিবৃতকৃত বা পঞ্চীকৃত চক্রাবর্ত্তে আবর্ত্তিত ও আকুঞ্চিত হইয়া কৈন্দ্রিকাকর্ষণ অভিভব পূর্ব্বক কেন্দ্রবিচ্ছিন্ন অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডাকার ধারণ করে। দ্বিতীয়পুরুষ এই ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা ও তিনি বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন পুরুষ মূর্ত্তিতে গর্ভোদশায়ী প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি নামে কথিত হইয়া থাকেন। অপর যিনি পালন কর্ত্তা বিষ্ণু তাঁহাকে তৃতীয় পুরুষ বলা হয়। ইনি ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামী। ইনিই ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ এবং ইহাকে সর্ব্বভূতস্থ পরমাত্মা বলা হয়॥২৫॥

প্রথম পুরুষ ও তাঁহার লক্ষণ।

তন্মধ্যে প্রথমপুরুষের লক্ষণ যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে—স্বয়ং প্রভু আদিদেব নারায়ণ যেকালে স্বীয়রূপবিশেষ সঙ্কর্ষণ কর্ত্তৃক প্রকৃতি বীক্ষণ হইতে মহত্তত্ত্বাদিক্রমে উৎপাদিত পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত দ্বারা জগদণ্ডরূপ পুর নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয়াংশ প্রদ্যুম্নস্বরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলে তখন তিনি পুরুষ নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥২৬॥

ব্রহ্মাসংহিতাতেও প্রথম পুরুষের লক্ষণ কথিত হইয়াছে যথা সেই স্বয়ংরূপ শ্রীগোবিন্দের অঙ্গভূত

স্বয়ং তদংশী মহাবিষ্ণুরাবিরভূৎ প্রকটরূপেণাবির্ভবতি। কথং প্রকটোঽভূদিতি হেতুগর্ভবিশেষণেনাহ জগৎপতিঃ; জগতাং তাৎস্থ্যাৎ সর্ব্বেষাং জীবানাং পতিঃ। তস্য তদেব রূপং বিবৃণোতি সহস্রশীর্ষেতি; অত্র সহস্রশব্দোঽসংখ্যাপরঃ। অয়মেব মহাবিষ্ণুঃ কারণার্ণবশায়ীত্যাহ সার্দ্ধেন নারায়ণ ইতি। মহাবিষ্ণুঃ কীদৃশঃ, ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদ্যংশবান্ পরমাত্মত্বাৎ; যতঃ স নারায়ণঃ নারাণামপামাশ্রয়স্তত্বাৎ আপো জলানি কারণার্ণোনিধিঃ কারণসমুদ্রঃ আবিরাসীৎ আবির্ভূতঃ বিধেয়লিঙ্গস্যাত্র গ্রহণাৎ। আবিরাসন্নিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। তত্র পঞ্চবৃক্ষা নৌর্ভবন্তীতিবদনুবাদস্যৈব লিঙ্গগ্রহণম্ স কারণার্ণোনিধিঃ কীদৃক্ সঙ্কর্ষণ এবাত্মা প্রেরকো যস্য। যদ্বা সঙ্কর্ষণস্বরূপ স্তস্যোপাদানপ্রকৃতিকত্বাৎ স এবোপাদানপ্রকৃতিকো মন্তব্যঃ। অথবা স নারায়ণঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ গোলোকাবরণতয়া যশ্চ চতুর্ব্যূহমধ্যে সঙ্কর্ষণো ব্রহ্মসংহিতায়াং সম্মতস্তস্যৈবাংশোঽয়মিত্যর্থঃ। অথ প্রথমপুরুষস্য লীলামাহ যোগনিদ্রামিতি; যোগনিদ্রাং স্বস্বরূপানন্দসমাধিং গতঃ প্রাপ্তঃ। তস্মিন্ কারণার্ণোনিধৌ। স পুনঃ কীদৃক্ সহস্রমেব অংশা অবতারা যস্য সঃ। তস্মাদেব ব্রহ্মাণ্ডানামুৎপত্তিং দর্শয়ন্নাহ তদ্রোমেতি; তত্তস্য অব্যয়ত্বাৎ তস্য সঙ্কর্ষণাত্মকস্য যদ্বীজং যা যোনিঃ সা পরাশক্তিরিত্যত্র তস্য বীর্য্যাধানস্থানরূপায়া মায়ায়া অপ্যপ্রকটরূপায়া যোনিস্থানীয়াংশপ্রধানাখ্যশক্তাবপি অর্পিতং, তদেব তস্য রোমবিলজালেষ্বন্তর্ভূতং সৎ হৈমান্যণ্ডানি জাতানি, কথন্তুতানি মহাভূতৈরপঞ্চীকৃতাং শৈরাবৃতানি। যদুক্তং শ্রীদশমে "ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বমিতি॥ (ভা ১০।১৪।১১) স্বয়ংরূপস্য শ্রীগোবিন্দস্য। "যস্যাযুতাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ংস্থিতেতি" শ্রীবিষ্ণুপুরাণানুসারেণ তস্য স্বয়ং ভগবতঃ পুরুষোৎপাদকত্বাৎ ॥২৭॥

অর্থাৎ অংশবিশেষ শ্রীনারায়ণের সন্নিধামে প্রকৃতি বীক্ষণ কর্ত্তা মহাবিষ্ণু সঙ্কর্ষণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইনিই সহস্রশীর্ষা পুরুষ এবং ষড়ৈশ্বর্যশালী শ্রীনারায়ণ। আর যদি বল আপ্‌কে তো নার বলা হয়, যেহেতু অপ্‌ অর্থাৎ জল, এবং নর অর্থাৎ পুরুত্তোম, তাঁহা হইতে উৎপন্ন, সেই নার তাহার পূর্ব্ব আশ্রয়, এই হেতু তিনি নারায়ণ নামে অভিহিত। সুতরাং নারায়ণ শব্দের যে প্রবৃত্তি নিমিত্ত অর্থাৎ যে সকল লক্ষণে নারায়ণ বলা হয়, সেই লক্ষাণাবলী তাহাতে আছে কি না? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে সেই সনাতন শ্রীনারায়ণ হইতে শুদ্ধজলরাশি উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ জলরাশিই কারণার্ণব ও সঙ্কর্ষণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সঙ্কর্ষণাত্মক নামে অভিহিত। যাঁহার প্রদ্যুম্ননামক অংশমূর্ত্তি হইতে অসংখ অংশাবতার সকল আবির্ভূত হয়েন, শাস্ত্রে তাঁহাকে অর্থাৎ সঙ্কর্ষণকে সহস্রাংশ বলা হয়। মহাপ্রলয়ের সেই কারণার্ণবে সঙ্কর্ষণ নামক মহাবিষ্ণু স্বয়ং অনন্তশয্যায় যোগনিদ্রা অর্থাৎ স্বস্বরূপানন্দ সমাধি প্রাপ্ত হন। তৎকালে সঙ্কর্ষণের রোমকূপে নিখিল জগতের বীজস্বরূপ অনুচৈতন্যবৃন্দ বিলীন ছিল। পরে তিনি প্রলয়াবসানে সৃষ্টিকালে প্রকৃতিগর্ভে সেই অমুক্তচিৎপরমানুসকল আধান করেন। তদনন্তর প্রকৃতি হইতে মহত্তত্বাদিক্রমে পরিণত অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতদ্বারা আবৃত স্বর্ণ বর্ণ ব্রহ্মাণ্ডসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল। এই পর্যান্ত শ্লোকে প্রথমপুরুষের লক্ষণ বর্ণিত হইল। ব্রহ্মসংহিতার এইস্থানে যে লিঙ্গ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ স্বয়ংরূপ শ্রীগোবিন্দের অংশভেদ বা অংশবিশেষ বলিয়া জানিতে হইবে ॥২৭॥

দ্বিতীয়ম্, যথা তত্রৈব তদনন্তরং (ব্র° সং ৫।১৪)

প্রত্যেকমেবমেকাংশাদেকাংশাদ্বিশতি স্বয়ম্ ॥২৮॥ ইতি—
গর্ভোদকশয়ঃ পদ্মনাভোঽসাবনিরুদ্ধকঃ।
ইতি নারায়ণোপাখ্যানমনূক্তং মোক্ষধর্ম্মকে।
সোঽয়ং হিরণ্যগর্ভস্য প্রত্যুয়ন্তে নিয়ামকঃ ॥২৯॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

প্রত্যেকমিতি। প্রত্যণ্ডমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। স্বয়ংপ্রভুরেব, এবং—প্রকৃতি বীক্ষণ-বীজাপর্ণ-কর্ম্মবৎ, প্রত্যেকং—নিখিলেষ্বণ্ডেষু, একাংশাদেকাংশাৎ—প্রদ্যুম্নরূপমেকমেকমংশমাবির্ভাব্য, বিশতি, ল্যব্-লোপে কর্ম্মণি পঞ্চমী, তদ্রূপৈরংশৈঃ সর্ব্বেষু তেষু প্রবিশতীত্যর্থঃ ॥২৮॥

স্যাদেতৎ। "অস্মন্মূর্ত্তিশ্চতুর্থী যা সাসৃজচ্ছেষমব্যয়ম্! স হি সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তঃ প্রদ্যুম্নং সোঽপ্যজীজনৎ। প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধোঽহং সর্গো মম পুনঃ পুনঃ॥ অনিরুদ্ধাত্তথা ব্রহ্মা তন্নাভিকমলোদ্ভবঃ।" (ম° ভা, শা° প°, ৩৩৯।৭০—৭২) ইতি, "অনিরুদ্ধো হি লোকানাং মহানাত্মেতি কথ্যতে॥ যোঽসৌ ব্যক্তত্বমাপন্নো নির্ম্মমে চ পিতামহম্।" (ম° ভা°, শা° প° ৩৪০।২৭ - ২৮) ইতি চ নারায়ণীয়ে পঠ্যতে। "যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ। নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ॥ যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ। তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্॥" (ভা° ১।৩।২—৩) ইতি তু শ্রীভাগবতে। যস্য, অবয়বসংস্থানৈঃ সাক্ষাৎপাদাদিসন্নিবেশৈঃ, তৎসাদৃশ্যেনেত্যর্থঃ, লোকবিস্তরঃ "পাতালমেতস্য হি পাদমূলম্" (ভা° ২।১ ২৬) ইত্যাদিনা, কল্পিতঃ—স্থুলধিয়াং চিত্তস্থৈর্য্যায় খ্যাপিতঃ। তস্য পৌরুষং রূপন্তু, বিশুদ্ধম্—অপ্রাকৃতং, সত্ত্বং, যতঃ, ঊর্জ্জিতং-স্বপ্রকাশচিদ্রূপম্ ইতি পদ্যস্যার্থঃ। তথাচ অনিরুদ্ধাৎ প্রদ্যুম্নাৎ বা ব্রহ্মণো জন্মেতি সংশয়ো ন নিবর্ত্ততে ইতি চেৎ? তত্রাহ, গর্ভোদকেতিঃ যো গর্ভোদকশয়ঃ

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তত্র তেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপেণ স এব প্রবিবেশেতি দর্শয়ন্নাহ প্রত্যণ্ডমিতি; একাংশাদেকাংশাৎ একেনৈকেনাংশেনেত্যর্থঃ। অত্র ক্বচিৎ প্রথমং যথৈকাদশে; "ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্। স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ"॥ দ্বিতীয়ং যথা ব্রহ্মসংহিতায়ামিতি পাঠব্যত্যয়ো দৃশ্যতে স চ সমীচীনঃ। প্রথমপুরুষস্য বৈরাজ পুরনির্ম্মাণকার্য্যমুল্লেখ্যোদাহৃতত্বাৎ ॥২৮॥

তৃতীয়পুরুষ ও তাঁহার লক্ষণ।

সেই ব্রহ্মসংহিতায় তাহার পরেই দ্বিতীয় পুরুষের লক্ষণ বলিয়াছেন যথা—এইপ্রকার স্বয়ংপ্রভু সঙ্কর্ষণই প্রকৃতি বীক্ষণের দ্বারা বীজাপর্ণ কার্য্যের ন্যায় প্রদ্যুম্নরূপ এক এক অংশকে আবির্ভাবিত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন ॥২৮॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

প্রদ্যুম্নঃ, স এবানিরুদ্ধঃ, ইত্যভেদমাদায় নারায়ণীয়ে অনিরুদ্ধাৎ তস্য জন্মোক্তং, বস্তুতস্তু প্রদ্যুম্নাদেব তন্মন্তব্যং, "যস্যাম্ভসি" ইত্যাদিকাদেব। বক্ষ্যতে চৈবং, গর্ভোদকশয়াদস্য" ইত্যাদিনা। এতদেবাহ, স ইতি। স ত্বয়ং প্রভুঃ স্বস্য, প্রদ্যুম্নত্বে—গর্ভোদকশয়ত্বে সতি হিরণ্যগর্ভস্য. নিয়ামকঃ—জনকোঽন্তর্য্যামী চেত্যর্থঃ ॥২৯॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

"অস্মন্মূর্ত্তিশ্চতুর্থী যা সাসৃজচ্ছেষমব্যয়মিত্যাদিমোক্ষধর্ম্মীয়ামুক্তিং সঙ্গময়তি সার্দ্ধেন, গর্ভোদকেতি ; নারায়ণোপাখ্যাম্ অত্র নারায়ণোপাখ্যায়ামিত্যর্থঃ ॥ সোঽয়মনিরুদ্ধঃ নিয়মকঃ নিয়মকর্ত্তা। তত্র শ্রীসূতস্যাভেদোক্তির্মন্তব্যা ॥২৯॥

প্রথমপুরুষ কারণার্ণবশায়ী অষ্টাবরণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ড সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া তিনি আবার দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়িরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে বহুস্বরূপে প্রবেশ করিয়া তাহাতে শয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নাভিকমল হইতে লোকপিতামহ ব্রহ্মার জন্ম হয়। ইহা না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে ভগবান্ শ্রীনারায়ণ দেবর্ষিকে বলিলেন আমার তুরীয় স্বরূপ বাসুদেব হইতে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি হইয়াছে, তিনিই সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত। তাঁহা হইতে প্রদ্যুম্নের জন্ম হয়, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ এবং অনিরুদ্ধের নাভিকমল হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মা হইতে এই চরাচর বিশ্বসমুৎপন্ন হয়। কল্পে কল্পে বারম্বার এইরূপে সৃষ্টি হইয়া থাকে। যিনি প্রকটিত হইয়া ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি নিখিল জীবের পরমাত্মা তিনিই অনিরুদ্ধ, শ্রীনারায়ণোপাখ্যানে এইরূপ দেখা যায়। অপর দ্বিতীয় পুরুষ যোগনিদ্রা বিস্তার করতঃ গর্ভোদকে শয়ন করিলে তাঁহার নাভিকমল হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন, তাঁহার ঐমূর্ত্তি সাক্ষাৎ চরণাদি সন্নিবেশদ্বারা ভূর্লোকাদি লোকসকল কল্পিত। কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি রজস্তমোগুণাদিতে অস্পৃষ্ট স্বপ্রকাশকচিন্ময়ী। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে যে এই বিরাট পুরুষের পাদমূলই পাতাল লোক, ইহা কেবল স্থূলবুদ্ধি জনগণের চিত্ত স্থৈর্য্যের নিমিত্ত কথিত হইয়াছে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রমাণে প্রদ্যুম্ন হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মার জন্মের কথা অবগত হওয়া যায়। কিন্তু অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মার জন্ম ? কিংবা প্রদ্যুম্ন হইতে ব্রহ্মার জন্ম ? এই সংশয় ছিন্ন না হওয়ায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন— যিনি গর্ভোদশায়ি প্রদ্যুম্ন, তিনিই অনিরুদ্ধ। মর্ম্মার্থ এই যে সেই স্বয়ং প্রভু সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নরূপেই হিরণ্যগর্ভের জনক ও অন্তর্যামী। অতএব প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের মধ্যে সামান্য বিশেষ বলিয়া অভেদ স্বীকার করিয়া দুইকেই একতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করায় নারায়ণোপাখ্যানে অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মার জন্ম এইরূপ কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রদ্যুম্ন হইতেই প্রজাপতি ব্রহ্মার জন্ম ইহাই জানিতে হইবে ॥২৯॥

তৃতীয়ম্

অথ যত্ত্ব তৃতীয়ং স্যাদ্রূপং তচ্চাপ্যদৃশ্যত।
কেচিৎ স্বদেহান্তর' ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধপদ্যতঃ ॥৩০। ইতি পুরুষাবতারনিরূপণম্।

অথ গুণাবতারাঃ—

গুণাবতারাস্তত্রাথ কথ্যন্তে পুরুষাদিহ। বিষ্ণুর্ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ স্থিতি-সর্গাদি-কর্ম্মণে ॥
"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে !
স্থিত্যাদয়ে হরি-বিরিঞ্চি-হরেতি-সংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥"৩১॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথ তৃতীয়ং পুরুষং নির্ণয়তি, অথ যত্ত্বিতি। তত্র প্রমাণং—"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্। চতুর্ভুজং কঞ্জ-রথাঙ্গ-শঙ্খ গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥" (ভাং ২।২।৮) ইতি দ্বিতীয়ে। তথা চ ক্ষীরাব্ধিপতিরনিরুদ্ধস্তৃতীয়ঃ পুরুষঃ প্রাদেশমাত্রতাদৃগ্‌বিগ্রহতয়া সর্ব্বজীবহৃদ্‌গতো ধ্যেয় ইতি। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্বিস্তৃতয়োর্যাবদন্তরং স প্রাদেশঃ কথ্যতে ॥৩০॥

অথ গুণাবতারানাহ, গুণেতি। পুরুষাৎ—স্বয়ংপ্রভোঃ স্বাংশাৎ গর্ভোদকশয়াৎ প্রত্যুম্নাদিত্যর্থঃ ॥ সত্ত্বমিতি ; পরঃ পুরুষঃ—গর্ভোদকশয়ঃ, এক এব, অস্য—জগতঃ, স্থিত্যাদয়ে—পালন-সর্গ-সংহারার্থং, প্রকৃতেগুর্ণৈঃ—সত্ত্বাদিভিঃ, যুক্তঃ—তেষাং পৃথক্ পৃথক্ অধিষ্ঠাতা সন্, বিভিন্না হরি-বিরিঞ্চি-হরা ইতি সংজ্ঞা ধত্তে ; তথাপি ত্রিষু মধ্যে, সত্ত্বতনোঃ—হরেরেব হেতোঃ, নৃণাং, শ্রেয়াংসি—ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষলক্ষণানি, স্যুঃ, ন তু বিরিঞ্চি-হরাভ্যাং রজস্তমস্তনুভ্যামিত্যর্থঃ ॥৩১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অথেতি যৎ তৃতীয়ং রূপং সর্ব্বভূতস্থাখ্যং তৎ কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্। চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গ-শঙ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তীতি দ্বিতীয়স্কন্ধপদ্যে। অদৃশ্যত জ্ঞায়তামিত্যর্থঃ। ইতি ত্রয়ঃ পুরুষাবতারা উদাহৃতাঃ ॥৩০॥

তৃতীয় পুরুষ ও তাঁহার লক্ষণ।

অনন্তর তৃতীয়পুরুষের লক্ষণ নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধের দ্বিতীয়াধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকদ্বারা উক্ত তৃতীয়পুরুষের লক্ষণ নির্ণয় করিতেছেন—যিনি সর্ব্বভূতস্থ তৃতীয়পুরুষ, তাঁহাকে কোন কোন মহাত্মাগণ স্বীয়দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়াকাশে নিবাসকারী প্রাদেশ পরিমিত অর্থাৎ বিস্তৃত তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত চতুর্ভুজ, পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও গদাধারি পুরুষকে ধারণায় চিন্তা করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতীয় পদ্যে তিনি সর্ব্বভুত অন্তর্য্যামি অদৃশ্য পুরুষ অবধারিত হইল। সুতরাং যিনি পালন কর্ত্তা বিষ্ণু তাঁহাকেই তৃতীয়পুরুষ বলা হয়, ইনি ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামী এবং ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ। ইনি চতুর্ভুজবিষ্ণু মূর্ত্তি, ইঁহাকে সর্ব্বভূতস্থ পরমাত্মাও বলা হয় ॥৩০॥

এইরূপে পুরুষাবতার নিরূপিত হইল।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

গুণেতি, অথ পুরুষাবতারনিরূপণানন্তরম্॥

"নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তিহ্যনসূয়ব" ইত্যনেন বিষ্ণোর্ভজনমেব নিশ্চিত্যাভেদবাদমপি পরিহরন্ শ্রীশৌনকাদীন্ প্রতি শ্রীসূতস্তদেব বিশদ্য দর্শয়তি সত্ত্বমিতি। বিবৃতঞ্চৈতৎ শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে; "ইহ যদ্যপি এক এব পুমান্ অস্য বিশ্বস্য স্থিত্যাদয়ে স্থিতিসৃষ্টিলয়ার্থং তৈঃ সত্ত্বাদিভির্যুক্তঃ পৃথক্ পৃথক্ তত্তদধিষ্ঠাতা তথাপি পরস্তদসংশ্লিষ্টঃ সন্ হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞা ভিন্না ধত্তে তত্তদ্রূপেণাবির্ভবতীত্যর্থঃ। তথাপি তত্র তেষাং মধ্যে শ্রেয়াংসি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষভক্ত্যাখ্যানি শুভফলানি সত্ত্বতনোরধিষ্ঠিতসত্ত্বমূর্ত্তেঃ শ্রীবিষ্ণোরেব স্যুঃ। অয়ংভাবঃ; উপাধিদৃষ্ট্যা তৌ দ্বৌ সেবমানে রজস্তমসোর্ঘোরমূঢ়ত্বাত্তবন্তোঽপি ধর্ম্মার্থ-কামা নাতিসুখদা ভবন্তি, তথোপাধিত্যাগেন সেবমানে ভবন্নপি মোক্ষ ন সাক্ষান্ন ঝটিতি, কিন্তু কথমপি পরমাত্মাংশ এবায়মিত্যনুসন্ধানাভ্যাসেনৈব পরমাত্মন এব ভবতি, তত্র তত্র সাক্ষাৎপরমাত্মাকারেণা-প্রকাশাৎ, তস্মাত্তাভ্যাং শ্রেয়াংসি ন ভবন্তীতি। অথোপাধিদৃষ্ট্যাপি শ্রীবিষ্ণুং সেবমানে সত্ত্বস্য শান্তত্বাদ্ধ-র্ম্মার্থকামা অপি সুখদাঃ। তত্র নিষ্কামত্বেন তু তং সেবমানে "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্" "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমিতি চোক্তের্মোক্ষশ্চ সাক্ষাৎ। অত উক্তং স্কান্দে; "বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ। কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ॥ ইতি। উপাধিপরিত্যাগেন তু পঞ্চমপুরুষার্থো ভক্তিরেব ভবতি তস্য পরমাত্মাকারেণৈব প্রকাশাৎ। তস্মাৎ শ্রীবিষ্ণোরেব শ্রেয়াংসি স্যুরিতীতি শ্রীমজ্জীবগোস্বামিচরণৈঃ। অনুমতঞ্চৈতৎ শ্রীস্বামিচরণৈঃ; "হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পর। স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেদিত্যত্র "তথাহি অত্রেদং তত্ত্বম্; "বস্তুনো গুণসম্বন্ধে রূপদ্বয়মিহেষ্যতে। তদ্ধর্ম্মাযোগযোগাভ্যাং বিম্ববৎ প্রতিবিম্ববৎ॥ গুণাঃ সত্ত্বাদয় শান্তঘোরমূঢ়াঃ স্বভাবতঃ। বিষ্ণুব্রহ্মাশিবানাঞ্চ গুণযন্তৃস্বরূপিণাম্। নাতিভেদো ভবেদ্ভেদো গুণধর্ম্মৈরিহাংশতঃ। সত্ত্বস্য শান্ত্যা নো জাতু বিষ্ণোর্বিক্ষেপমূঢ়তে॥ রজস্তমো-গুণাভ্যাস্তু ভবেতাং ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ। গুণোপমর্দ্দতো ভূয়স্তদংশানাঞ্চ ভিন্নতা॥ অতঃ সমগ্রসত্ত্বস্য বিষ্ণো-র্মোক্ষকরী গতিঃ। অংশতো ভূতিহেতুশ্চ তথানন্দময়ী স্বতঃ॥ অংশতস্তারতম্যেন ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিনাম্। বিভূতয়ো ভবন্ত্যেব শনৈর্মোক্ষোঽপ্যনংশত ইতি। অত্র যত্তৈঃ সত্ত্বতনোর্বাসুদেবাদিত্যুক্তং তদ্বসতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং বা বসত্যত্র বাসুঃ স চাসৌ দেবশ্চেতি ব্যুৎপত্তিপরম্। যদুক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় প্রথমাংশে; "সর্ব্ব-ত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্র হি বৈ যতঃ। ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যত ইতি। ন চ ত্রয়াণামেক-ভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্।" তথা "ন তে মধ্যচ্যুতেঽজে চ ভিদামম্বপি চক্ষতে।" ইত্যাদাবভেদ এব শ্রূয়তে, পুরাণান্তরে শ্রীহরিবংশাদৌ চ শ্রীবিষ্ণুতস্তয়োর্ভেদেন নরকঃ শ্রূয়তে অতএব শ্রীবিষ্ণোঃ তার-তম্যাভিব্যঞ্জকস্য 'ব্যাখ্যানস্যাত্যন্তমনুচিতমিতি' বাচ্যম্; পরমপুরুষস্যাবতারত্বেনৈকাত্মকত্বেঽপি তত্র তত্র সাক্ষাত্বাসাক্ষাত্বভেদেনে প্রকাশেন "পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ। তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্-ব্রহ্মদর্শনমিত্যাদৌ তারতম্যস্য দুর্নিবারত্বাৎ "একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্কর" ইত্যাদি শ্রুত্যা স্মৃতে

বাধিতত্বাৎ "ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ। একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্যদর্শিন ইতি স্মৃত্যা "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবমিতি চ স্মৃত্যা বলবত্যা তস্যাঃ স্মৃতের্বাধিতত্বাচ্চ, শ্রীভগবদবতারানুক্রমিকাসু সোমদুর্ব্বাসসে। বিরিঞ্চি রুদ্রাংশৌ পরিহৃত্য শ্রীবিষ্ণ্বংশস্য শ্রীদত্তস্যাবতারান্তর্গণিতত্বাচ্চ। যশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিচ্ছাস্ত্রে শ্রীশিবস্যৈব পরমোৎকর্ষঃ শ্রূয়তে, সোঽপি পূর্ব্বযুক্ত্যা বাধিতঃ, তামসাদিপ্রধানেভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ সাত্ত্বিকপ্রধানস্য সম্যগ্‌জ্ঞানপ্রদত্বেন প্রধানত্বাৎ যদুক্তং স্কান্দে শ্রীস্কন্দং প্রতি শ্রীশিবেন ; "শিবশাস্ত্রেষু তদ্গ্রাহ্যং ভগবচ্ছাস্ত্রযোগি যৎ। পরমো বিষ্ণু-রেবৈকস্তজ্‌জ্ঞানং মোক্ষসাধনম্। শাস্ত্রাণাং নির্ণয়স্ত্বেষ তদন্যন্মোহনায় হীতি। শ্রীপাদ্মশৈবয়োঃ পুনস্তে-নৈবোমাং প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাক্যমনুকৃত্য যথা ; "ত্বামারাধ্য তথা শম্ভো গ্রহিষ্যামি বরং সদা। দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু। স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বং হি জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা" ইতি। শ্রীবারাহে চ "এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্মোহয়িষ্যতি। ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়। অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুর্ব্বিতি। তস্মাৎ সাত্ত্বিকশাস্ত্রস্য শ্রীবিষ্ণুমহিমপরত্বাৎ তৎপ্রতিপাদ্যমেব শ্রেয় ইতি স্থিতম্। যদুক্তং মাৎস্যে। "সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ। রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ। তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ। সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে" ইতি নচ "ন তে গিরিত্রাখিললোকপালবিরিঞ্চিবৈকুণ্ঠসুরেন্দ্রগম্যম্। জ্যোতিঃ পরং যত্র রজস্তমশ্চ সত্ত্বং ন যদ্ব্রহ্ম নিরস্ত-ভেদমিত্যাদি শ্রীমদষ্টমস্কন্ধীয়বচনস্যাপাতব্যাখ্যানতো ভেতব্যম্ ; পুরুষধামত্বাৎ তস্য তত্ত্বেন স্তুতত্বাৎ বৈকুণ্ঠে যে সুরেন্দ্রাস্তৈর্গম্যমিতি ব্যাখ্যানাদ্বা শ্রীসদাশিবপরমেতদিতিচেন্নক্ষতিঃ ; ক্বচিৎত্রৈগুণ্যান্তঃপাতিত্বাভাবাৎ তস্য শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং মহাভগবদংশত্বেন প্রস্তুতত্বাৎ অত্রাপি "সর্ব্বকারণভূতাসাবিত্যনেন প্রস্তূয়মানত্বাচ্চ। অন্যৎ বুভুৎসা চেৎ শ্রীভাগবতসন্দর্ভঃ সমালোচনীয়ঃ ॥৩১॥

অথ গুণাবতার।

পুরুষত্রয়ের নিরূপণের পর এক্ষণে গুণাবতার বর্ণিত হইতেছেন—অনন্তর স্বয়ং প্রভুর স্বাংশ গর্ভোদশায়ী প্রদ্যুম্ন হইতে চরাচর বিশ্বের পালন সৃজন ও সংহারের নিমিত্ত আবির্ভূত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র এই ত্রিবিধ গুণাবতারের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ত্রয়োবিংশতি শ্লোকে বলা হইয়াছে—যদ্যপি একই গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ এই বিশ্বের স্থিতি, পালন ও সংহারের নিমিত্ত সত্ত্বঃ রজঃ ও তমঃ এই প্রকৃতির গুণত্রয়ে যুক্ত হইয়া অর্থাৎ পৃথক্ পৃথকরূপে তাহাদিগের অধিষ্ঠাতা হইয়া হরি, বিরিঞ্চি ও হর এই প্রকার বিভিন্ন নাম ধারণ করেন, তথাপি এই মূর্ত্তি ত্রয়ের মধ্যে জীবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এবং ভক্তিরূপ শুভফল সত্ত্বঃমূর্ত্তি শ্রীহরি হইতে লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু রজ ও তমোগুণে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মা ও রুদ্র হইতে উহা সুসম্পন্ন হয় না কিন্তু স্থূল চরাচর সৃষ্টির নিমিত্ত গুণাবতারের আবশ্যক হইয়া থাকে। এই গুণত্রয়ের মধ্যে সৃষ্টির নিমিত্ত রজগুণের অবতার, সংহারের নিমিত্ত তমোগুণের অবতার এবং পালনের নিমিত্ত সত্ত্বগুণের অবতার। এই সত্ত্বগুণাবতার পালনকর্ত্তা বিষ্ণুই পূর্ব্বোক্ত অনিরুদ্ধাখ্য তৃতীয় পুরুষ

যোগো নিয়ামকতয়া গুণৈঃ সম্বন্ধ উচ্যতে। অতঃ স তৈর্ন যুজ্যেত তত্র স্বাংশঃ পরস্তু যঃ ॥৩২॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ননু পরস্য পুংসঃ কথং গুণসম্বন্ধঃ, "মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা" (ভাঃ ২।৭।৪৭) ইত্যাদি বাক্যবিরোধাদিতি চেৎ ? তত্রাহ, যোগ ইতি। গুণা নিয়ম্যাঃ, ত্রিধাবির্ভূতঃ পুরুষস্তু নিয়ামক ইতি সম্বন্ধঃ, স ইহ যোগ উচ্যতে, ন তু তৈর্বন্ধ ইত্যর্থঃ। তত্র--ত্রিষু মধ্যে যঃ, পরস্তু—স্বয়ংপ্রভোঃ, স্বাংশঃ, স তু বিষ্ণুর্নৈব যুজ্যতে "আদাবভূচ্ছতধৃতী রজসাস্য সর্গে বিষ্ণুঃ স্থিতৌ ক্রতুপতির্দ্বিজধর্ম্মসেতুঃ। রুদ্রোঃ প্যয়ায় তমসা পুরুষঃ স আদ্য ইত্যুদ্ভব-স্থিতি-লয়াঃ সততং প্রজাসু ॥" (ভাঃ ১১।৪।৫) ইতি দ্রবিড়যোগীশবাক্যে তত্র গুণসম্বন্ধানুল্লেখাৎ। স্বাংশত্বং—মূলস্বরূপাবস্থয়া স্থিতত্বম্। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ— স্বেচ্ছাগৃহীতেন রজসা তমসা চ যুক্তঃ পরেশো বিরিঞ্চো হরশ্চ ভবতি, পাষণ্ডধর্ম্মেণেব বুদ্ধঃ, কদাচারেণেব ঋষভশ্চ। বস্তুতস্তু তত্তল্লেপো নাস্তি, পরেশত্বাৎ। তথাপি তত্তদ্বেশস্যোপাসনয়া ধর্ম্মাদয়ঃ সম্যক্ ন সিধ্যন্তি, মোক্ষস্তু নৈব জায়তে, "মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।" ইতি হরিবংশে শিবোক্তেঃ। বিষ্ণুস্তু সত্ত্বেনাপি ন যুক্তঃ কিন্তু সঙ্কল্পেনৈব তন্নিয়মনমাত্রকৃৎ, অতঃ 'শ্রেয়াংসি তস্মাৎ' ইত্যুক্তম্। অতএব বামনপুরাণে— "ব্রহ্মা-বিষ্ণ্বীশরূপাণি ত্রীণি বিষ্ণোর্ম্মহাত্মনঃ। ব্রহ্মাণি ব্রহ্মরূপঃ স শিবরূপঃ শিবে স্থিতঃ। পৃথগেব স্থিতো দেবো বিষ্ণুরূপী জনার্দ্দনঃ ॥" ইতি। যদ্যপি গুণাধিষ্ঠাতা পর এক এব, তথাপ্যধিষ্ঠেয়গুণসম্বন্ধকৃতেন আবরণানাবরণরূপেণ তারতম্যেনাধিষ্ঠাতরি তস্মিংস্তদস্তীতি 'সত্ত্বম্' ইত্যাদিপদ্যানন্তরমুক্তং—"পার্থিবাদ্ দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ। তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্ ॥" (ভাঃ ১।২।২৪) ইতি। ইহ অপ্রবৃত্তি-কিঞ্চিৎপ্রবৃত্তিস্বভাবাঃ কার্ষ্ঠধূমাগ্নয়ো যথা যজ্ঞানাশাকিঞ্চিত্তদাশা পূর্ণতদাশাকরাঃ, তথা মূঢ়-চলপ্রকাশস্বভাবানি তমোরজঃসত্ত্বানি ব্রহ্মানাশাকিঞ্চিত্তদাশা-সম্যক্তদাশাকরাণীতি তমোরজোবেশয়োরসাক্ষাত্ত্বং সত্ত্ববেশস্য তু সাক্ষাত্ত্বমিতি শ্রেয়স্করত্বং যুক্তমুক্তম্ ॥৩২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অত্র পদ্মপত্রমিবাম্ভসেতি পুরুষস্যগুণসম্পর্কং বারয়তি যোগেতি ; তৈগুণৈর্ন যুক্তো ভবেৎ; যুজ্ ধাতোর্দৈবাদিকত্বাৎ ॥৩২॥

একই। অপর রজোগুণের অবতার ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্ত্তা এবং তমোগুণাবতার রুদ্র সংহার কর্ত্তা। সত্ত্বঃ রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির এই গুণত্রয় গুণাবতারের নিয়মাধীন। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবরূপে আবির্ভূত দ্বিতীয় পুরুষ নিয়ামক। ব্রহ্মাদি গুণাবতার ত্রয় গুণ সকলকে যে ভাবে পরিচালনা করেন গুণসকল সেই ভাবেই পরিচালিত হইয়া থাকে। অপর শ্লোকে "তৈর্যুক্তঃ" এই বাক্যে যে যোগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন উহা গুণের সহিত গুণাবতারের নিয়মানিয়ামকতারূপ সম্বন্ধ। অতএব গুণাবতারগণ কখনও ঈদৃশ সম্বন্ধভিন্ন অপর কোনরূপ গুণযোগ প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ গুণবদ্ধ হন না। তন্মধ্যে ব্রহ্মা ও শিব সান্নিধ্যমাত্রে রজোগুণ ও তমোগুণের পরিচালক হয়েন এবং শ্রীবিষ্ণু সঙ্কল্পমাত্রে সত্ত্বগুণের উপকারক হয়েন। অতএব শ্রীবিষ্ণু কোন প্রকারেই গুণের সহিত যুক্ত হয়েন না বলিয়াই তিনি নিগুণ নামে অভিহিত হয়েন ॥৩১॥

যদিবল পরমপুরুষের গুণের সহিত যোগসম্বন্ধ কিরূপে সংঘটিত হইয়া থাকে ? কেননা মায়াও যাঁহার অভিমুখে অবস্থান করিতে লজ্জিতা হইয়া দূরে অবস্থান করে; এই বাক্যের বিরোধ হইয়া থাকে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্বঃ রজঃ ও তমঃ এই গুণসমূহ নিয়ন্য অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীন। আর বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই পুরুষত্রয় গুণের নিয়ামক অর্থাৎ পরিগালন কর্ত্তা, তাঁহারা যে ভাবে পরিগালনা করেন সেই ভাবেই পরিগালিত হয়, এইরূপ গুণের সহিত নিয়ম্য নিয়মতা সম্বন্ধকে যোগ বলা হয়। কিন্তু গুণের সহিত তাঁগারা কখনও বদ্ধ হয়েন না। অপর যিনি পুরুষত্রয়ের মধ্যে স্বয়ংপ্রভুর স্বাংশ তিনি কখনও গুণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়েন না। এই জগতের সৃষ্টিকার্য্যের নিমিত্ত যাঁহার রজোগুনের দ্বারা প্রথমতঃ ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন এবং পালনের নিমিত্ত যাঁহার সত্বগুণ হইতে যজ্ঞফলদাতা ও দ্বিজ ধর্ম্মপালক শ্রীবিষ্ণু আবির্ভূত হয়েন ও নাশের নিমিত্ত তমোগুণ হইতে রুদ্র উৎপন্ন হয়েন। এইরূপ ক্রমে যাহা হইতে প্রজাগণের নিরন্তর সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয় হইয়া থাকে, তিনি আদ্য প্রথম পুরুষ। নবযোগীন্দ্রের অন্যতম শ্রীদ্রবিড় যোগীন্দ্রের বাক্যে অবগত হওয়া যায় যে পুরুষের সহিত গুণের কোন সম্বন্ধ নাই। মূলস্বরূপের অবস্থান্তরের স্থিতিকে স্বাংশ বলা হয়। মর্ম্মার্থ এই যে শ্রীভগবান্ নিজেচ্ছায় রজোগুণকে অঙ্গীকার করিয়া ব্রহ্মা এবং তমোগুণকে অঙ্গীকার করিয়া রুদ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। যেমন শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছায় পাষণ্ডধর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়া শ্রীবুদ্ধদেব এবং কুৎসিতাচার অঙ্গীকার করিয়া শ্রীঋষভদেব সংজ্ঞায় অভিহিত, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারা পরমেশ্বর, সুতরাং পাষণ্ডধর্ম্ম ও কদাচার তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। শ্রীঋষভদেব ও শ্রীবুদ্ধদেব যদিও পরমেশ্বর তথাপি তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত সেই সেই বেশের উপাসনায় ধর্ম্মাদি সম্যক্ সিদ্ধ হইবে না এবং মোক্ষলাভও হইবে না। কারণ শ্রীহরিবংশে মহাদেব বলিয়াছেন—শ্রীবিষ্ণুই সকলের মুক্তিফল প্রদাতা, ইহাতে কোন সংশয় নাই। অপর শ্রীবিষ্ণু কিন্তু সত্বগুণাদিতে যুক্ত হন না, তিনি সঙ্কল্প মাত্রেই সত্বগুণের নিয়ামক মাত্র, এইহেতু কথিত হইয়াছে যে সত্ত্ব গুণের নিয়ামক শ্রীবিষ্ণু হইতেই মানবের যাবতীয় কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। শ্রীবামান পুরাণেও কথিত হইয়াছে—পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিবিধ রূপ বিদ্যমান, তন্মধে ব্রহ্মাতে ব্রহ্মরূপ, শিবে শিবরূপ, এইরূপে অবস্থান দেখা যায়, কিন্তু লীলাবিলাসী বিষ্ণুরূপী জনার্দ্দন পৃথকরূপে অবস্থান করেন। যদিও গুণের অধিষ্ঠাতৃরূপে পরমেশ্বরই একমাত্র বিদ্যমান্ তথাপি অধিষ্ঠেয় যে গুণাদি তাহার সম্বন্ধের দ্বারা আবৃত ও অনাবৃতরূপে তারতম্য বিদ্যমান্ আছে। এইহেতু "সত্বং রজস্তন এই শ্লোকের পর বলিয়াছেন- পার্থিব অর্থাৎ প্রবৃত্তি প্রকাশরহিত কাষ্ঠাপেক্ষা ধূম শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহার প্রবৃত্তি স্বভাব অর্থাৎ চলনশক্তি আছে। ঐধূম অপেক্ষা বেদোক্ত যজ্ঞাদি সাধক অগ্নিশ্রেষ্ঠ। এই দৃষ্টান্তে তমোগুণ অপেক্ষা রজগুণ শ্রেষ্ঠ। রজোগুণ অপেক্ষা সত্বগুন শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু সত্বগুন সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শক। অতএব তত্তদ্ গুণ উপাধি হরি, বিরিঞ্চি ও হর প্রভৃতির অপেক্ষাকৃত বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন হইল। সুতরাং তমঃ ও রজঃ বেশের আরাধনায় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না, কিন্তু সত্ববেশের আরাধনায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হওয়ায় সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় জীবের পরম মঙ্গল লাভ হয় ॥৩২॥

তত্র ব্রহ্মা। —

হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্মোঽত্র স্থূলো বৈরাজসংজ্ঞকঃ। 'ভোগায় সৃষ্টয়ে চাভূৎ পদ্মভূরিতি স দ্বিধা॥ বৈরাজ এব প্রায়ঃ স্যাৎ সর্গাদ্যর্থং চতুর্ম্মুখঃ। কদাচিদ্ ভগবান্ বিষ্ণুর্ব্রহ্মা সন্ সৃজতি স্বয়ম্ ৩৩

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নিরূপিতা ব্রহ্মাদয়স্ত্রয় ঈশকোটয় এব। অথ বাক্যবিশেষলাভেন বিশেষপ্রত্যয়াৎ তদ্বোধনায় পৃথক্ পৃথক্ তত্তন্নিরূপণং, তত্র ব্রহ্মেতি। ঈশ্বরস্য ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বং নিরূপিতত্বাজ্জীবলক্ষণস্য তস্য নিরূপণমিদম্॥ হিরণ্যেতি। সূক্ষ্মঃ—মহত্তত্ত্বশরীরঃ, পরেশেনৈব দৃশ্যো দেবাদীনামদৃশ্য ইত্যর্থঃ। স্থূলঃ—সমষ্টিশরীরঃ, স এব সর্গায় চতুর্ম্মুখোঽষ্টনেত্রোঽষ্টবাহুর্দেবাদীনাং দৃশ্যস্তেভ্যো বরদাতা চ। ভোগায় আদ্যঃ, সৃষ্টয়ে তু অন্ত্যঃ। আদিনা বেদপ্রচারায়েতি বোধ্যতে, "বেদপ্রচারণার্থায় ব্রহ্মা জাতশ্চতুর্ম্মুখঃ। ইতি কৌর্ম্মোক্তেঃ॥৩৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

"ব্রাহ্মসম্বৎসরশতাদেকাহঃ শৈবমুচ্যতে। শৈবসম্বৎসরশতান্নিমেষং বৈষ্ণবং বিদুরিতি শ্রীবারাহীয়বচনানুসারেণ ক্রমশঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়ন্ হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাক্রমমুল্লঙ্ঘ্যাহ—তত্র তেষু। পদ্মভূর্ব্রহ্মা ইতি তত্র তেন প্রকারেণ দ্বিধাভূৎ॥ সর্গাদ্যর্থমিত্যাদিনা বেদপ্রচারণার্থমিত্যর্থো দ্যোত্যতে। যদুক্তং কৌর্ম্মে—বেদপ্রচারণার্থায় ব্রহ্মা জাতশ্চতুর্ম্মুখ ইতি। ব্রহ্মসংহিতায়ামপি—"তত্র ব্রহ্মাভবদ্ভূয়শ্চতুর্বেদী চতুর্ম্মুখঃ (ব্রহ্মসং ৫।২২) ইতি॥৩৩॥

শ্রীব্রহ্মা।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি পূর্ব্ব কথিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই মূর্ত্তিত্রয় ঈশ্বরকোটি, এক্ষণে প্রমাণবিশেষ দ্বারা বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে নিরূপণ করিতেছেন—ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটিভেদে ব্রহ্মা দুই প্রকার। ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মাকে পূর্ব্বে দেখাইয়া অধুনা জীবকোটি ব্রহ্মার নিরূপণে বলিতেছেন—যখন মহাবিষ্ণু স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হয়েন তখনই তাঁহাকে ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা বলা হয়। এবং যখন কোন মহাকল্পে মহাপুণ্যকারি জীববিশেষ মহাবিষ্ণু প্রদত্ত সামর্থ্য লাভ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হয়েন তখনই তাঁহাকে জীবকোটি ব্রহ্মা বলা হয়। ইতঃ পূর্ব্বে "সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাবতার প্রকরণে যে ব্রহ্মা রুদ্রাদির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তন্মধ্যে ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মার স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে, সম্প্রতি জীবকোটি ব্রহ্মার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন—সমষ্টি বিরাট স্বরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ ও বৈরাজভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে যিনি কেবল ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করেন, সেই সমষ্টি জীবাত্মক সূক্ষ্মরূপকে হিরণ্যগর্ভ বলে। এই সূক্ষ্মরূপ মহত্তত্ত্ব শরীর পরমেশ্বর মাত্রদৃশ্য ও দেবাদির অগোচর। আর যিনি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত সেই লোকাত্মক স্থূলস্বরূপের নাম বৈরাজ। এই স্থূলরূপ সমষ্টি শরীর অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডাত্মক, দেবাদির দৃশ্য, ইনি সৃষ্টি ও বেদাদি প্রচারের নিমিত্ত প্রায়ই চতুর্ম্মুখ,

তথা চ পাদ্মে—

"ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ। ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে॥" ইতি

বিষ্ণুর্যত্র মহাকল্পে স্রষ্টৃত্বঞ্চ প্রপদ্যতে।
তত্র ভুঙ্‌ক্তে তং প্রবিশ্য বৈরাজঃ সৌখ্যসম্পদম্ ॥
অতো জীবত্বমৈশ্যঞ্চ ব্রহ্মণঃ কালভেদতঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ব্রহ্মণো দ্বৈরূপ্যে প্রমাণং ভবেদিতি। মহাবিষ্ণুঃ—গর্ভোদশয়ঃ॥ ননু যত্র মহাকল্পে মহাবিষ্ণুঃ ব্রহ্মা স্যাৎ, তত্র জীবলক্ষণঃ স ক্বচিৎ তিষ্ঠেৎ, ন চাসৌ মুক্তিং প্রাপ্নোতীতি বাচ্যম্; তন্মুক্তেস্তচ্ছতবৎসরানন্তরত্বাৎ। এবমাহ সূত্রকারঃ, "যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্" (ব্রং সূং ৩।৩।৩৩) ইতি। তত্রাহ, বিষ্ণুর্যত্রেতি। তং—স্রষ্টারং বিষ্ণুং, প্রবিশ্য, বৈরাজঃ—চতুর্ম্মুখঃ, স চান্তর্গতহিরণ্যগর্ভো বোধ্যঃ। সর্গক্রিয়ায়া বিষ্ণুনাবরুদ্ধত্বাৎ স তস্মিন্ সাযুজ্যমাসাদ্য দেবৈরর্পিতাং ভোগসম্পদং ভুঙ্‌ক্তে। অধিকারমপনীয়াপি ভোগানপনয়ান্মহোদারত্বং বিষ্ণোর্ব্যঞ্জিতম্। উক্তং দ্বৈবিধ্যং নিগময়তি, অত ইতি॥৩৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি॥ তত্র মহাকল্পে। তং স্রষ্টারম্॥৩৪॥

অষ্টনেত্র ও অষ্টবাহু হইয়া অভিব্যক্ত হয়েন ইহা শ্রীকুর্ম্মপুরাণ সংবাদে অবগত হওয়া যায়। কখন বা ভগবান্ গর্ভোদশায়ি মহাবিষ্ণু স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এখানে জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ এই ত্রিবিধ উপাধি। তন্মধ্যে স্থূলোপাধির নাম বিরাট, সূক্ষ্মোপাধির নাম হিরণ্যগর্ভ আর কারণোপাধির নাম কারণ॥৩৩॥

ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য উপভোগকারি সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভও সৃষ্টি এবং বেদপ্রচারার্থ উৎপন্ন স্থূল বৈরাজ অথবা ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি ভেদে ব্রহ্মা দুই প্রকার, ইহা পদ্মপুরাণ বাক্যে প্রমাণিত করিতে গিয়া বলিতেছেন—যদি বল যে মহাকল্পে গর্ভোদশায়ি মহাবিষ্ণু ব্রহ্মা হয়েন, সেই মহাকল্পে স্থূলবৈরাজ জীবলক্ষণ ব্রহ্মা তিনি কোথায় অবস্থান করেন, কারণ তিনি তো তখন মুক্তিলাভ করিতে পারেন না? এই প্রকার প্রশ্ন যুক্তি সঙ্গত নয় কারণ শতবৎসর পরমায়ু ভোগের পর ব্রহ্মার অবশ্যই মুক্তি হইবে। সূত্রকার ভগবান্ শ্রীবেদব্যাসেরও এই প্রকার অভিমত যথা—আধিকারি দেবতা ব্রহ্মা ইন্দ্রাদির যতদিন পর্য্যন্ত পরমায়ু ও ভোগকাল নির্দ্দিষ্ট থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত স্বস্ব অধিকারে নিযুক্ত থাকিয়া স্বকার্য্য পালন করিয়া থাকেন। পুনরায় পরমায়ুর অবসানে বৈরাজব্রহ্মা শ্রীভগবল্লোক প্রাপ্ত হয়েন। এইহেতু বলিতেছেন কোন কোন মহাকল্পে জীবও উপাসনা প্রভাবে ব্রহ্মা হইয়া থাকেন। কোন কল্পে যদি তাদৃশ পুণ্যকারি জীবের অভাব হয়, তাহা হইলে সেই মহাকল্পে মহাবিষ্ণু অংশতঃ ব্রহ্মা হইয়া থাকেন। তবে যে মহাকল্পে দ্বিতীয় পুরুষ মহাবিষ্ণু অংশতঃ ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন, সেইকল্পে মহাবিষ্ণু সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করায়

ঈশত্বাপেক্ষয়া তস্য শাস্ত্রে প্রোক্তাবতারতা ॥

সমষ্টিত্বেন ভগবৎসন্নিকৃষ্টতয়োচ্যতে।

অস্যাবতারতা কৈশ্চিদাবেশত্বেন কৈশ্চন ॥৩৫॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ব্রহ্মণোঽবতারশব্দবাচ্যতায়াং নির্ণেতৄণাং মতভেদানাহ, ঈশত্বেতি – গর্ভোদশয়াবির্ভাবতামপেক্ষ্য ইত্যর্থঃ। তথাচ ঈশত্বপক্ষে তত্রাবতারশব্দো মুখ্য ইতি ভাবঃ ॥ কৈশ্চিৎ—আচার্য্যৈঃ, ব্রহ্মণঃ সমষ্টিত্বেন যা ভগবৎসন্নিকৃষ্টতা তয়া, তস্যাবতারতা উচ্যতে। অয়মর্থঃ—অশূ ব্যাপ্তৌ সংঘাতে চ ধাতুঃ ; তস্মাৎ সং-পূর্ব্বাৎ ক্তিনি সমষ্টিরিতি পদসিদ্ধিঃ। সৃষ্টিকার্য্যাক্ষমত্বধিয়া ভগবতা অয়ং সমশ্যতে - ব্যাপ্যতে ক্ষীর-নীর-ন্যায়েন সংপৃচ্যতে বা ইতি সমষ্টিঃ ; তথাত্বেন সন্নিকৃষ্টতয়া স তদবতারঃ। কৈশ্চিৎ তু তদাবেশত্বেন তদবতারতোচ্যতে ; ভগবান্ ভাস্বৎপ্রভান্যায়েন তমাবিশ্য সৃষ্টিকার্য্যং করোতি, ন তুক্তন্যায়েন সংপৃচ্যেতি। জীবত্ব-পক্ষে তত্রাবতারশব্দো গৌণ ইত্যর্থঃ ॥৩৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তর্হি কথমবতারতেত্যাহ ঈশত্বেতি। জীবপক্ষেঽপ্যবতারত্বং স্থাপয়ন্নাহ সমষ্টিত্বেনেতি ; সমষ্টিত্বেন যা ভগবৎসন্নিকৃষ্টতা তয়া ॥৩৫॥

বৈরাজ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা শ্রীবিষ্ণুতে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মলোকের সুখসম্পদ ভোগ করেন। মর্ম্মার্থ এই যে ঈশ্বর কোটি হিরাণ্যগর্ভ ব্রহ্মা জীবকোটি বৈরাজ ব্রহ্মার অধিকার গ্রহণ করিলেও তাহার ভোগাদি কোন প্রকার লাঘবতা হয় না, ইহাতে শ্রীভগবানের পরমোদারত্ব প্রতিপাদিত বা প্রকাশিত হইল। অতএব কালভেদে ব্রহ্মার জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব উভয়ই সিদ্ধ হইল ॥৩৪॥

ব্রহ্মা যে শ্রীভগবদ্ অবতার তদ্বিষয়ে শাস্ত্র নির্ণয়কারি গণের মতভেদ দেখাইতেছেন শাস্ত্রে ঈশ্বরের আবির্ভাবকে অপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মাকে অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ যে কালে গর্ভোদশায়ী স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, তৎকালে সেই ঈশ্বরত্ব অপেক্ষা করিয়া অবতারবৃন্দ মুখ্য। আবার কোন কোন আচার্য্যপাদ সমষ্টিরূপ শ্রীভগবানের সন্নিকৃষ্টতা হেতু অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মাকে সক্ষম জানিয়া শ্রীভগবান্ স্বশক্তিদ্বারা ক্ষীরনীরবৎ তাহাতে মিলিত হইয়া অভিন্নবৎ প্রতীতি হন বলিয়া ব্রহ্মাকে অবতার বলা হয়। পুনঃ কোন কোন আচার্য্যপাদ ব্রহ্মাকে আবেশ বলিয়া আবেশাবতার বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ সূর্য্যপ্রভাবৎ তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ক্ষীরনীরবৎ তাহাতে মিশ্রিত হইয়া অভিন্নবৎ প্রতীয়মান এইরূপ নহেন। ব্রহ্মার জীবত্বকে অপেক্ষা করিয়া অবতার শব্দ গৌণ জানিতে হইবে ॥৩৫॥

(তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫।৪৯)

**"ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এব জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" ৩৬॥**

গর্ভোদশায়িনোঽস্যাভূৎ জন্ম নাভিসরোরুহাৎ। কদাচিৎ শ্রূয়তে নীরাত্তেজোবাতাদিকাদপি ৩৭

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

আবেশপক্ষমুদাহরতি, ভাস্বানিতি—সূর্য্যঃ, যথা নিজেষু অশ্মশকলেষু—সূর্য্যকান্তমণিখণ্ডেষু, স্বীয়ং কিয়ৎ তেজঃ প্রকটয়তি, অপিনা তৈর্দাহং প্রকাশঞ্চ কিঞ্চিৎ করোতি। তদ্বৎ যঃ—গোবিন্দঃ, অত্র—জগতি, কদাচিৎ পুরুপুণ্যে জীবে স্বীয়ং তেজো নিধায়েত্যবশিষ্টম্। জগদণ্ডে যৎ বিধানং—ব্যষ্টি-নির্ম্মাণং, তৎকর্ত্তেত্যর্থঃ। উরুবাক্যান্তরঞ্চ রুদ্রনিরূপণে দ্রষ্টব্যম্ ॥৩৬॥

ব্রহ্মণো জন্মনি বিশেষান্তরমাহ, গর্ভোদেতি। নীরাদিতি। নীরাৎ—গর্ভোদকাৎ, তেজসো বাতাচ্চ তত্রত্যাৎ, ইতি যথেশসঙ্কল্পমিদং বোধ্যম্ ॥৩৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ভাস্বানিত্যত্রশ্রীমজ্জীবগোস্বামিনির্ম্মিতাদিক্‌প্রদর্শিনীটীকা—"ভাস্বান্ সূর্য্যো যথা নিজেষু নিত্য-স্বীয়ত্বেন বিখ্যাতেষু অশ্মশকলেষু সূর্য্যকান্তাখ্যেষু স্বীয়ং কিঞ্চিত্তেজঃ প্রকটয়তি, অপিশব্দাত্তেন তদু-পাধিকাংশেন দাহাদিকার্য্যং স্বয়মেব করেতি তত্রাহ জীববিশেষ কিঞ্চিত্তেজঃ প্রকটয়তি; তেন তদুপাধি-কাংশেন স্বয়মেব ব্রহ্মা সন্ জগদণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে বিধানকর্ত্তা ব্যষ্টিসৃষ্টিকর্ত্তা ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা মহাব্রহ্মৈবায়ং বর্ণ তে তদুপলক্ষিতো মহাশিবশ্চ জ্ঞেয়ঃ। ততশ্চ জগদণ্ডানাং বিধানকর্ত্তৃত্বঞ্চ যুক্তমেব। যদ্যপি দুর্গাখ্যা মায়া কারণার্ণবশায়িন এব কর্ম্মকরী যদ্যপি চ ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদ্যা গর্ভোদশায়িন এবাবতারাস্তথাপি তস্য সর্ব্বাশ্রিয়-তয়া তেঽপি সর্ব্বাশ্রয়িগণিতাঃ। এবমুত্তরত্রাপি ইত্যেষা" ॥৩৬॥

নাভিসরোরুহাৎ বিষ্ণ্বধিষ্ঠিতাৎ। তদুক্তং "তল্লোকপদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ প্রাবীবিশৎ সর্ব্বগুণা-বভাসমিতি"। নীরাৎ গর্ভোদশায্যাশ্রয়াদিত্যর্থঃ। অপিনা গর্ভোদশায়িনো দক্ষিণাঙ্গাদিতর্থঃ। যদুক্তং শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং—"বামাঙ্গাদসৃজদ্বিষ্ণুং দক্ষিণাঙ্গাৎ প্রজাপতিম্ জ্যোতির্লিঙ্গময়ং শম্ভুং কূর্চ্চদেশাদবাসৃজদিতি"। এতেষাং স্থানানি জলাবরণ এব প্রত্যেতব্যানি ॥৩৭॥

শ্রীব্রহ্মসংহিতার প্রমাণে আবেশ পক্ষের উদাহরণ দেখাইতেছেন যথা—সূর্য্য যেমন স্বীয় প্রস্তরখণ্ডে অর্থাৎ সূর্য্যকান্ত নামক মনিতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে নিজ তেজ প্রকাশ করেন এবং দাহাদিকার্য্যও করিয়া থাকেন, সেইরূপ যিনি প্রভূত পুণ্যতম জীববিশেষে সৃষ্টিকর্তৃত্বরূপ সামর্থ্য প্রকাশ পূর্ব্বক স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়া জগতে ব্যষ্টি অর্থাৎ কৌমার, আর্য্য প্রজাপত্য ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি করিয়া থাকেন, আমি সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি। এবিষয়ে বিশেষ জানিতে হইলে শ্রীরুদ্রের প্রকরণ দ্রষ্টব্য।৩৬॥

শ্রীব্রহ্মার জন্মবিষয়ে বিশেষ প্রভেদ দেখাইতেছেন—গর্ভোদশায়ি দ্বিতীয় পুরুষের নাভিকমল হইতে এই জীবকোটিব্রহ্মার জন্ম হইয়াছিল। কোন কল্পে জল হইতে অর্থাৎ গর্ভোদক হইতে, কোন কল্পে

শ্রীরুদ্রঃ—

রুদ্র একাদশব্যূহস্তথাষ্টতনুরপ্যসৌ। প্রায়ঃ পঞ্চাননস্ত্র্যক্ষো দশবাহুরুদীর্য্যতে ॥৩৮॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

বাক্যবিশেষলাভাৎ রুদ্রস্যাপি দ্বৈবিধ্যং প্রতিপাদয়িতুমাহ, শ্রীতি। 'সত্ত্বং রজঃ ইত্যাদিবাক্যে য ঈশ্বরকোটিরুক্তঃ তং তাবদাহ, রুদ্র একাদশব্যূহ ইতি। অত্র ভারতবাক্যম্—"অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বিরূপাক্ষোঽথ রৈবতঃ। হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ। সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিনাকী চাপরাজিতঃ॥" ইত্যেতৎ। তথাষ্টতনুরিতি—পৃথিবী সলিলং তেজো বায়ুবাকাশমেব চ। সূর্য্যচন্দ্রমসৌ সোমযাজী চেত্যষ্টমূর্ত্তয়ঃ॥" ইতি যাদবঃ। প্রায় ইতি—জলাবরণস্থরুদ্রস্যৈকমুখত্ববীক্ষণাৎ ॥৩৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

একাদশব্যূহা মন্ব্যাদয়ো মূর্ত্তয়ো যস্য। যদুক্তং তৃতীয়ে। "মন্যুর্মনুর্মহিনসো মহান্ শিব ঋতধ্বজঃ। উগ্ররেতা ভবঃ কালো বামদেবো ধৃতব্রত" ইতি অষ্টৌ রুদ্রাদয়স্তনবো যস্য। যদুক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশীয়াষ্টমাধ্যায়ে—"প্রাদুরাসীৎ প্রভোরঙ্কে কুমারো নীললোহিতঃ। রুদন্ বৈ সুস্বরং সোঽথ দ্রবংশ্চ দ্বিজসত্তম॥ কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং প্রত্যুবাচ বৈ। নাম দেহীতি তং সোঽথ প্রত্যুবাচ জগৎপতিম্॥ রুদ্রস্ত্বং দেব নাম্নাসি মারোদীর্ধৈর্য্যমাবহ। এবমুক্তঃ পুনঃ সোঽথ সপ্তকৃত্বো রুরোদ বৈ। ততোঽন্যানি দদৌ তস্মৈ সপ্ত নামানি স প্রভুঃ। স্থানানি চৈষামষ্টানাং পত্নীঃ পুত্রাংশ্চ বৈ প্রভুঃ॥ ভবং শর্ব্বমথেশানং তথা পশুপতিং দ্বিজ। ভীমমুগ্রং মহাদেবমুবাচ স পিতামহঃ॥ চক্রে নামান্যথৈতানি স্থানান্যেষাং চকার সঃ। সূর্য্যো জলং মহী বহ্নির্বায়ুরাকাশমেব চ। দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম ইত্যেতাস্তনবঃ ক্রমাদিতি (বিষ্ণু পু ১।৮।২-৭)। ভবিষ্যে চ; "মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ শিবস্যৈতাঃ পূর্ব্বাদি ক্রমযোগতঃ। আগ্নেয্যন্তাঃ প্রপূজ্যাস্তা বেদ্যাং লিঙ্গে শিবং যজেদিতি॥ প্রায় ইতি জলাবরণস্থশিবস্যৈকমুখদর্শনাৎ। যদুক্তং আদিত্যপুরাণে—"সৌম্যং মৌলীন্দুভৃৎত্র্যক্ষমেকবক্ত্রং চতুর্ভুজম্। শূলপঙ্কজহস্তঞ্চ বরদাভয়পাণিকং। আয়তাক্ষং দুরারাধ্যং সর্ব্বাভরণভূষিতমিতি ॥৩৮॥

গর্ভোদকস্থ তেজঃ অথবা বায়ু হইতে, আবার কোন কল্পে গর্ভোদশায়ি শ্রীবিষ্ণুর দক্ষিণাঙ্গ হইতে ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছিল। ইহাতে অবগত হওয়া যায় যে ব্রহ্মার জন্ম শ্রীভগবানের অধীন, তাঁহার যে কল্পে যেমন ইচ্ছা, সেই কল্পে ব্রহ্মার সেই প্রকারে জন্ম হইয়া থাকে ॥৩৭॥

শ্রীরুদ্র।

অনন্তর বাক্যবিশেষ প্রাপ্তি হওয়ায় শ্রীরুদ্রও দুই প্রকার। ইহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত জানাইতেছেন যে এক পরম পুরুষ প্রকৃতির সত্ত্বঃ রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ে যুক্ত হইয়া বিশ্বের সৃষ্ট্যাদির নিমিত্ত হরি, বিরিঞ্চি ও হর এই তিন নাম ধারণ করেন। পূর্ব্বোক্ত এই বাক্যে যিনি ঈশ্বরকোটি রুদ্র এক্ষণে তাঁহার কথাই বলিতেছেন এবিষয়ে মহাভারতে পাওয়া যায় সেই শ্রীরুদ্র একাদশ ব্যূহাত্মক যথা

ক্বচিজ্জীব বিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেরিব। তৎ তু শেষবদেবাস্তাং তদংশত্বেন কীর্ত্তনাৎ ॥৩৯॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথ জীবকোটিত্বং তস্যাহ ক্বচিদিতি। "যং কাময়ে তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্" ইত্যাদিকমৃক্‌শ্রুতৌ; "অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়" ইত্যারভ্য, "নারায়ণাদ্‌ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাদ্‌রুদ্রো জায়তে নারায়ণাৎ প্রজাপতির্জায়তে নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে নারায়ণোদষ্টৌ বসবো [জায়ন্তে] নারায়ণাদেকাদশরুদ্রা [জায়ন্তে] নারায়ণাদ্‌দ্বাদশাদিত্যাঃ" (না° উ° ১) ইত্যাদিকং নারায়ণোপনিষদি। "একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন ঈশানঃ" ইত্যুপক্রম্য, "তস্য ধ্যানান্তস্থস্য ললাটাৎ ত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষোঽজায়ত বিভ্রচ্ছ্রিয়ং সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং তপো বৈরাগ্যম্" (ম° উ° ১—২) ইত্যাদিকং মহোপনিষদি; "প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ। তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়াবিমোহিতৌ ॥" ইতি মোক্ষধর্ম্মে চ; এভির্বাক্যৈর্জন্মোক্তেঃ হরস্য জীবত্বম্। অতঃ প্রলয়শ্চ—"ব্রহ্মা শম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ। এবমাদ্যাস্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা ॥ জগৎকার্য্যাবসানে তু বিযুজ্যন্তে চ তেজসা। বিতেজসশ্চ তে সর্ব্বে পঞ্চত্বমুপযান্তি বৈ ॥" ইতি বিষ্ণুধর্ম্মে, "একো হ" ইত্যাদিশ্রুতৌ চ। অন্যথা এতানি কুপ্যেয়ুঃ। দৃষ্টান্তোঽত্র বিধেরিবেতি। শেষবদিতি—শার্ঙ্গিণঃ শয্যারূপস্তদাধারশক্তিঃ শেষ ঈশ্বরকোটিঃ, ভূধারী তু তদাবিষ্টো জীবঃ, ইতি পরত্র ব্যক্তং ভাবি। তদংশত্বেনেতি—তৎস্বাংশত্বেন তদ্বিভিন্নাংশত্বেন চ পুরাণেষ্বভিধানাদিত্যর্থঃ ॥৩৯॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

বিবৃণোতি ক্বচিদিতি; ক্বচিৎ স্কন্দাদৌ। যদুক্তং শ্রীচতুর্থস্কন্ধীয়সপ্তমাধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণুং প্রতি শ্রীদক্ষেণ—"শুদ্ধং স্বধাম্ন্যুপরতাখিলবুদ্ধ্যবস্থং চিন্মাত্রমেকমভয়ং প্রতিষিধ্য মায়াম্। তিষ্ঠংস্তয়ৈব পুরুষত্বমুপেত্য তস্যামাস্তে ভবানপরিশুদ্ধ ইবাত্মতন্ত্র ইতি। বিবৃতঞ্চৈতৎ স্বয়ং স্বামিচরণৈঃ—ননু সাক্ষাৎ পরমেশ্বর এব রুদ্রস্তস্য ব্রহ্মপুত্রত্বেন জীবত্বমনুকরণমাত্রং হন্ত কিমিতি ত্বয়া ভেদদৃষ্ট্যা সোঽবজ্ঞাত ইতি ভগবান্মামাক্ষেপ্স্যতীত্যাশঙ্ক্যাঽপ্রচ্যুতস্বরূপস্য জীবধর্ম্মনাট্যং তবৈব সংগচ্ছতে নান্যস্যেত্যাহ শুদ্ধমিতি। স্বধাম্নি স্বস্বরূপে তিষ্ঠন্ ভবাঞ্ছুদ্ধং চিন্মাত্রং চৈতন্যঘনং, শুদ্ধত্বে হেতুঃ উপরতা নিত্যনিবৃত্তা অখিলা বুদ্ধ্যবস্থা যস্মাৎ অতএবৈকং ভেদশূন্যং অতএবাভয়ং "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতীতি" শ্রুতেঃ; জীবস্যাপি বস্তুত এবম্ভূতত্বাৎ

অজৈকপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত পিনাকী ও অপরাজিত এই একাদশব্যূহ, এই প্রকার তাঁহার অষ্টমূর্ত্তি যথা পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও যজমান এই অষ্টমূর্ত্তি। তন্মধ্যে প্রায় রুদ্রেরই পঞ্চবদন এবং দশবাহু। তাঁহার প্রত্যেক বদনে তিনটি নয়ন বিদ্যমান। কিন্তু জলাবরণ রুদ্রকে প্রায়ই একবদনরূপে অবগত হওয়া যায় ॥৩৮॥

ঈশ্বরকোটি রুদ্র বর্ণণার পর এক্ষণে জীবকোটি রুদ্র দেখাইতে গিয়া জানাইতেছেন শ্রীঋক্ শ্রুতিতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে উগ্র অর্থাৎ রুদ্র করি এবং যাহাকে

তদ্‌বৈলক্ষণ্যার্থমুক্তং। মায়াং প্রতিষিধ্য অভিভূয় স্বতন্ত্র এব সন্ তয়া মায়য়া পুরুষত্বং মনুষ্যভাবমুপেতা তস্যাং মায়ায়াং তিষ্ঠন্নপরিশুদ্ধ ইব রাগাদিমানিবাস্তে শ্রীরামকৃষ্ণাদ্যবতারেষু তথা প্রতীয়তে ভবানিতার্থঃ। অন্যেত্ববিদ্যোপাধয়ো মায়াভিভূতাঃ সংসরন্তি অতস্ত্বমেবেশ্বরো ন রুদ্রাদয় ইতি ভাবঃ। অতএব ইমাং ভেদদৃষ্টিং ভগবান্ বারয়িষ্যতি "অহং ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ জগতঃ কারণং পরমিত্যাদিনেতি। ন চ দক্ষস্য মাৎসর্য্যাত্তথা তথোক্তিস্তং প্রতি তৎপ্রকরণে দৃশ্যতেঽতো ন সাংপ্রসাদিকেতিবাচ্যম্; শিবপ্রসাদানন্তরং শ্রীভগবদাগমন এব তথোক্তেস্তথা স্বপিতরমপি ব্রহ্মাণং প্রতি জীবত্বেন কথিতত্বাচ্চ। তর্হি কথমস্যাবতারতেত্যাহ—তদংশত্বেতি, শেষে যথা শ্রীপরমেশ্বরস্যাবেশস্তথাস্মিন্নিতি ॥৩৯॥

ইচ্ছা করি তাহাকে ব্রহ্মা করি এই প্রকার ঋষি ও বুদ্ধিমান প্রভৃতি উৎপন্ন করি। অনন্তর পরম পুরুষ শ্রীনারায়ণ প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত কামনা করিলেন। এই প্রকার আরম্ভ করিয়া তদনন্তর নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জাত হইলেন, নারায়ণ হইতে রুদ্র জাত হইলেন, নারায়ণ হইতে প্রজাপতি জাত হইলেন, নারায়ণ হইতে ইন্দ্র জাত হইলেন, নারায়ণ হইতে অষ্টবসু জাত হইলেন, নারায়ণ হইতে একাদশরুদ্র, নারায়ণ হইতে দ্বাদশ আদিত্য জাত হইলেন। শ্রীমহানারায়ণোপনিষদে এইরূপ কথিত হইয়াছে এবং মহোপনিষদে কথিত—হইয়াছে—পূর্ব্বে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না এবং রুদ্রও ছিলেন না। এই প্রকার উপক্রম করিয়া সেই ধ্যানাবস্থিত নারায়ণের ললাট হইতে ত্রিনয়নবিশিষ্ট শূলপাণি পুরুষ জাত হইলেন এবং সৌন্দর্য্যবতী স্ত্রী, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা এবং বৈরাগ্য প্রভৃতি উৎপন্ন হইল। অপর মোক্ষধর্ম্মে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন - প্রজাপতিব্রহ্মা ও রুদ্রকে আমি সৃজন করিয়াছি। কিন্তু তাহারা আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া আমাকে জানিতে সক্ষম হয় না। এই বাক্যে রুদ্রের জন্মত্ব অবগত হওয়া যায় এবং তাঁহার জীবত্ব ও অবধারিত হইল। পুনরায় বিষ্ণুধর্ম্মগ্রন্থে ব্রহ্মা ও রুদ্রের পঞ্চত্বের সংবাদ অবগত হওয়া যায়। যেমন বিষ্ণুতেজে সমৃদ্ধ ব্রহ্মা, রুদ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র এবং অন্যান্যদেবতাগণ তাঁহারা জগৎকার্য্যাবসানে নিষ্প্রভ হইয়া সকলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং পূর্ব্বে এক নারায়ণ মাত্র ছিলেন। ইহা যুক্তি যুক্তই কথিত হইয়াছে, তাহা না হইলে সমস্ত শাস্ত্রবাক্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা আরও সুস্পষ্ট করিতেছেন—যেমন কোন কোন শাস্ত্রে ব্রহ্মাকে জীবকোটি বলিয়াছেন, তদ্রূপ কোন শাস্ত্রে রুদ্রকে জীববিশেষও বলিয়াছেন। শাস্ত্রে রুদ্রকে ভগবদংশরূপে কীর্ত্তণ করায় শেষ অনন্তদেব যেমন ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি ভেদে দুই প্রকার, তদ্রূপ রুদ্রও ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি ভেদে দুই প্রকার। কোন কোন কল্পে স্বয়ং বিষ্ণুই রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া সংহার কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। আবার কোন কল্পে তাদৃশপুণ্যকারি জীবও সংহার কর্ত্তা হয়েন। এই দ্বিবিধ সংহার কর্ত্তাকে কিন্তু গুণাবতারই বলা হয়। মর্ম্মার্থ এই যে স্বাংশ ও বিভিন্নাংশভেদে অংশ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে শ্রী ভগবানের শয্যারূপ আধার শক্তি শেষদেব স্বাংশ ঈশ্বর কোটি ও ভূধারী শেষদেব তিনি আবার শক্তি আবিষ্ট বিভিন্নাংশ জীব বিশেষ, পুরাণাদিতে এইরূপ কথিত হইয়াছে। ইহা অগ্রেও বলা হইবে ॥৩৯॥

হরঃ পুরুষধামত্বান্নির্গুণঃ প্রায় এব সঃ। বিকারবানিহ তমোযোগাৎ সর্ব্বৈঃ প্রতীয়তে ॥

যথা শ্রীদশমে (১০।৮৮।৩)—

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ ॥" ৪০ ॥ ইতি—

যথা ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৫)—

"ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥" ৪১ ॥

বিধের্ললাটাজ্জন্মাস্য কদাচিৎ কমলাপতেঃ। কালাগ্নিরুদ্রঃ কল্পান্তে ভবেৎ সঙ্কর্ষণাদপি ॥৪২॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

যস্তু "সত্ত্বং রজস্তমঃ" ইতি পদ্যে পরস্য পুরুষস্যাবির্ভাবো হরঃ পঠিতঃ, স খলু পুরুষধামত্বাৎ-তদাত্মভূতত্বাৎ নির্গুণ এব। প্রায় ইতি- স্বেচ্ছাগৃহীতেন তমসা আবৃতত্বাৎ। অতএব, সর্ব্বৈঃ- অতত্ত্ববিদ্ভিঃ বিকারবান্,ইহ গুণাবতারেষু, প্রতীয়তে ; বস্তুতস্তু অবিকারী স ইত্যর্থঃ। তমোযোগাদ্বিকারবান্ প্রতীয়তে, ইত্যত্র প্রমাণমাহ, শিব শক্তীতি। শিবঃ—রুদ্রঃ, শশ্বৎ—সর্ব্বদা, শক্ত্যা— স্বেচ্ছাগৃহীতয়া গুণসাম্যাবস্থয়া প্রকৃত্যা, যুতঃ, গুণক্ষোভে সতি ত্রিলিঙ্গঃ—গুণত্রয়যুক্তঃ প্রকটৈশ্চ সদ্ভিস্তৈর্গুণৈর্দূরতঃ সংবৃতশ্চেতি। ননু তমঃসংবৃতত্বং তস্য খ্যাতং, ত্রিলিঙ্গত্বমিহ কথমুক্তমিতি চেৎ ? উচ্যতে, ত্রয়াণাং গুণানাং মিথঃ সংপৃক্তত্বাৎ সত্ত্ব-রজসী চ তত্র স্যাতামেবেত্যবিরোধঃ। এতচ্চ বাক্যং লোক-প্রতীত্যনুবাদরূপং বোধ্যম্ ॥৪০॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

প্রকৃতাবতারত্বং স্থাপয়ন্নাহ হর ইতি। নির্গুণস্তমোগুণানাক্রান্তঃ। প্রায় ইতি পুরুষেচ্ছয়া ক্বচিদাক্রান্তস্তমসেতি দ্যোতয়তি। ইহ গুণাবতারেষু ॥৪০॥

সত্ত্বঃ রজস্তম ইতি পূর্ব্বোক্ত এই শ্লোকে যাঁহাকে পরম পুরুষের আবির্ভাব বলিয়া পাঠ করা হইয়াছে, সেই শ্রীরুদ্র দ্বিতীয় পুরুষ মহাবিষ্ণুর মূর্ত্তিভেদ বলিয়া প্রায়ই অর্থাৎ স্বেচ্ছায় তমোগুণ গ্রহণ করায় তাঁহাকে নির্গুণই বলা হইয়াছে। কিন্তু তিনি সান্নিধ্যমাত্রে তমোগুণের নিয়ামক বলিয়া অজ্ঞব্যক্তির নিকট আপাততঃ বিকারীর ন্যায় প্রতীত হন, বাস্তবিক তিনি কিন্তু অবিকারী। তমোগুণের যোগবশতঃ বিকারীর ন্যায় প্রতীত হন মাত্র। এবিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন যথা—রুদ্র সর্ব্বদা সত্ত্বঃ রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতি দ্বারা যুক্ত ও গুণক্ষোভিত হইলে গুণত্রয়যুক্ত এবং নিয়ামকতা সম্বন্ধে দূর হইতে গুণত্রয়ে আবৃত। যদিবল শিব তমোগুণে আবৃত তাঁহার এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, সুতরাং তাঁহাকে ত্রিলিঙ্গ বলিব কেন ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—যেখানে সত্ত্বঃ রজঃ ও তমোগুণ পরস্পর বিমিশ্রণ সেখানে সত্ত্বঃ গুণ ও রজোগুণ থাকিবেই, অতএব ইহাতে কোন প্রকার বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু এই বাক্যটি লোকপ্রতীতির অনুবাদ মাত্র ॥৪০॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা।

পুরুষধামত্বাৎ নির্গুণত্বং, তমোযোগাৎ বিকারবত্ত্বভণিতিঃ, ইত্যত্র প্রমাণং—ক্ষীরং যথেতি। বিকারবিশেষযোগাৎ ক্ষীরং যথা দধি সঞ্জায়তে, ততঃ—ক্ষীরাৎ, হেতোঃ দধি, পৃথক্—ভিন্নং, ন অস্তি—ন ভবতি, তথা যঃ—গোবিন্দঃ তমোযোগাৎ—স্বেচ্ছাগৃহীত-তমঃসম্বন্ধাৎ, শম্ভুর্ভবতি ; ন তু গোবিন্দাৎ শম্ভুরন্য ইত্যর্থঃ। তথা চ বিকারস্যাগন্তুকত্বাৎ স্বরূপে ন তৎপ্রসঙ্গ ইতি ॥৪১

রুদ্রস্যাবির্ভাবস্থানান্যাহ—বিধেরিতি। বিধের্ল্লাটাদিতি শতপথাদৌ দৃষ্টং কমলাপতের্ল্লাটাদিতি মহোপনিষদি (ম° উ° ২), পুরাণেষু চ; তদিদং কল্প ভেদাৎ সম্ভাব্যম্। কালাগ্নিরুদ্র ইতি - "পাতালতলমারভ্য সঙ্কর্ষণমুখানলঃ।" (ভা° ১১।৩।১০) ইত্যেকাদশোক্তেবের্ধ্যাম্ ॥৪২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা।

অত্র কারণস্যাপি নির্ব্বিকারত্বমিতি দর্শয়ন্নাহ ক্ষীরমিতি বিবৃতমেতদ্দিক্-প্রদর্শিন্যাম্। অথ ক্রমপ্রাপ্তং শ্রীমহেশং নিরূপয়তি কার্য্যকারণভাবমাত্রাংশে দৃষ্টান্তোঽয়ং দার্ষ্টান্তিকস্য কারণস্য নির্ব্বিকারত্বাং চিন্তামণ্যাদিবদবর্ণয়ৎ তত্র তে ব্যজায়ন্ত বিশ্বো হিরণ্যগর্ভোঽগ্নির্ব্বরুণরুদ্রেন্দ্রা ইতি তথা "স ব্রহ্মণা সৃজতি স রুদ্রেণ বিনাশয়তি সোঽনুৎপত্তিরালয় এব হরিঃ পরমানন্দ" ইতি। শম্ভোরপি কার্য্যত্বং গুণসম্বরণাৎ। যথোক্তং শ্রীদশমে—"হরিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পর।" "শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসম্বৃত" ইতি তদেবোক্তং বিশেষযোগাদিতি কুত্রচিদভেদোক্তি র্যা দৃশ্যতে তামপি সমাদধাতি ততো হেতোঃ পৃথক্ত্বং নাস্তীতি। যথোক্তমৃগ্বেদশিরসি "অথ নিত্যো নারায়ণঃ কালশ্চ নারায়ণো দিশশ্চ নারায়ণোঽন্তর্বহিশ্চ নারায়ণো নারায়ণ এবেদং সর্ব্বমিত্যাদি। দ্বিতীয়ে ব্রহ্মণোক্তম্। সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃগিতি শ্রীজীবগোস্বামিচরণৈঃ ॥৪১॥

নির্গুণত্বমেব বিবৃণোতি বিধেরিতি; কদাচিৎ কার্য্যান্তরায়। স চ জলাবরণস্থানকো মন্তব্য ॥৪২॥

গর্ভোদশায়িমহাবিষ্ণুর মূর্ত্তিভেদ এবং তমোগুণের সহিত যুক্ত বলিয়া রুদ্র বিকারির ন্যায় প্রতীত হন, শ্রীব্রহ্মসংহিতা ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ যথা-দুগ্ধ যেমন অম্লাদি বিকার বিশেষ সংযোগে দধিরূপে পরিণত হয়, কিন্তু স্বকারণ দুগ্ধ হইতে দধি ভিন্ন পদার্থ নহে। সেইরূপ যিনি স্বেচ্ছায় গৃহীত তমোগুণের সহিত সম্বন্ধবশতঃ সংহার কর্ত্তা শম্ভুরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। অর্থাৎ দধি যেমন দুগ্ধ হইতে পৃথক্ বস্তু নয়, তদ্রূপ শম্ভুও শ্রীগোবিন্দ হইতে ভিন্ন নহেন। শ্রীগোবিন্দের শম্ভুতা প্রাপ্তিরূপ এই বিকার আগন্তুক, স্বরূপে তিনি শ্রীগোবিন্দ। ব্রহ্মা বলিলেন আমি সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি ॥৪১॥

অনন্তর রুদ্রদেবের আবির্ভাবের স্থান সমূহকে নির্দ্দেশ করিতেছেন শতপথ ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে কোনকল্পে বিধাতার ললাট প্রদেশ হইতে রুদ্রদেবের উৎপত্তি হইয়াছে, আবার মহোপনিষদ ও পুরাণাদিতে কথিত হইয়াছে-কোন কল্পে কমলাপতি শ্রীবিষ্ণুর ললাট প্রদেশ হইতে রুদ্রদেব উৎপন্ন হইয়াছেন। পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত সংবাদে অবগত হওয়া যায় কল্পান্তে পাতাল তল হইতে আরম্ভ করিয়া সঙ্কর্ষণের মুখ হইতে কালাগ্নি রুদ্র উৎপন্ন হইয়া থাকেন কিন্তু রুদ্রের এই উৎপত্তিভেদ ইহা কল্পভেদে জানিতে হইবে ॥৪২॥

সদাশিবাখ্যা তন্মূর্ত্তিস্তমোগন্ধবিবর্জ্জিতা।
সর্ব্বকারণভূতাসাবঙ্গভূতা স্বয়ং-প্রভোঃ।
বায়ব্যাদিষু সৈবেয়ং শিবলোকে প্রদর্শিতা ॥৪৩॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

যত্তু কৃষ্ণঃ স্বয়ংপ্রভুঃ, নারায়ণাদয়স্তদ্বিলাস-স্বাংশাঃ, তথা আবেশাশ্চ কেচিৎ, তৎস্বাংশাৎ গর্ভোদশয়াৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু রুদ্রাঃ, তেষামীশত্বং, কদাচিৎ ব্রহ্ম-রুদ্রয়োর্জীবত্বঞ্চ, ইতি বচনলাভাৎ শাস্ত্রকৃতা নির্ণীতং, ন তৎ চতুরস্রং; কিন্তু সদাশিবো মূলং তত্ত্বং, স্বয়ংপদাভিমতং, তদেব নারায়ণাদিরূপম্, অতঃ ব্রহ্মাদয়স্ত্রয়স্তস্যৈব কার্য্যভূতাঃ; "অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্। তমাদিমধ্যান্ত-বিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্॥ উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্। ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ॥ স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্। স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ। স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং চরাচরম্। জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥" (কৈ॰ উ॰ ৬—৯) ইতি কৈবল্যোপনিষদি শ্রবণাৎ; তস্মাদয়ং পক্ষো বরীয়ান্, শ্রৌতত্বাদিতি চেৎ? তত্রাহ, সদেতি। সা মুর্ত্তিঃ, স্বয়ংপ্রভোঃ—কৃষ্ণস্য, অঙ্গভূতা, নারায়ণস্তদ্বিলাস ইত্যর্থঃ। অতএব তৈত্তিরীয়াঃ শিবমচ্যুতং নারায়ণম্ ইত্যেকার্থেন পঠন্তি। শ্রুতৌ, উমা—কীর্ত্তিঃ, তৎসহায়ং, ত্রিলোচনং—ত্রিকালজ্ঞং, নীলকণ্ঠং—নীলমণিভূষিতকণ্ঠম্, ইতি ব্যাখ্যেয়ং; প্রতীতার্থানাং তস্মিন্ শিবে অস্বীকারাৎ। বায়ব্যাদিষ্বিতি। শিবলোকে—বৈকুণ্ঠধাম্নি। "অণ্ডৌঘস্য সমন্তাৎ তু" ইত্যাদিভির্বায়বীয়বাক্যৈর্নিরূপিতোঽয়ং সদাশিবস্তল্লোকশ্চ সন্দর্ভকৃদ্ভিঃ ॥৪৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নির্গুণত্বমেব তস্য বিবৃণোতি সদেতি; তেষাং শিবানাং নিয়ন্ত্রী মূর্ত্তিঃ, সর্ব্বেষাং শিবানাং কারণ-ভূতা। স্বয়ংপ্রভোঃ স্বয়ং-রূপস্যাঙ্গমংশস্তদ্রূপ ঈশানদিক্‌পালত্বেনাস্ত ইত্যর্থঃ। যদুক্তং "সদাশিবাখ্যো যঃ শম্ভুঃ স চৈশান্যাবৃতিমর্তা" ইতি— ॥৪৩।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রভু, আর শ্রীনারায়ণাদি কেহ তাঁহার বিলাস কেহ বা অংশ আর কেহ বা আবেশ এবং স্বয়ং প্রভু শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ গর্ভোদশায়ি দ্বিতীয় পুরুষ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রকটিত হইয়া তাঁহারা সকলেই ঈশ্বর কোটিতে পরিগণিত হইয়াছেন। কখনও আবার ব্রহ্মা এবং রুদ্রের জীবকোটিত্ব এইরূপ বাক্যও অবগত হওয়া যায়। শাস্ত্রকারগণও এই প্রকার নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রকার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ সদাশিব মূলতত্ত্ব, তিনিই স্বয়ং পদবাচ্য এবং তিনিই নারায়ণাদি বিভিন্ন স্বরূপে প্রতিভাত হয়েন। সুতরাং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই দেবতাত্রয় সদাশিবের কার্য্য স্বরূপ। কৈবল্যোপনিষদেও এইরূপ কথিত হইয়াছেন যথা এই পুরুষ অচিন্ত্য, অব্যক্তস্বরূপ, অনন্তরূপ কল্যাণস্বরূপ, অবিদ্যামালিন্যবর্জ্জিত, অমৃত, বৃহৎ, ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তিরহেতু, অনাদি অমধ্য, উমাসহচর অর্থাৎ

তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়াম্ আদিশিবকথনে (৫।৮)—

"নিয়তিঃ সা রমা দেবী তৎপ্রিয়া তদ্বশংবদা
তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সন তনঃ।
যা যোনিঃ সাপরা শক্তিঃ" ইত্যাদি ॥৪৪॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

স্বয়ংরূপস্য কৃষ্ণস্যৈব মূর্ত্তিঃ সদাশিবঃ, ইত্যত্র নির্ণায়কং বাক্যমাহ—নিয়তিঃ সেতি। আদিপদেনেদং গ্রাহ্যং—"কামো বীজং মহদ্ধরেঃ। লিঙ্গযোন্যাত্মিকা জাতা ইমা মহেশ্বরী প্রজাঃ॥ শক্তিমান্ পুরুষঃ সোঽয়ং লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ। তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুর্জগৎপতিঃ॥" (ব্র° সং° ৫।৮—১০) ইতি। অস্যার্থঃ— পূর্ব্বং রময়া রমণমুক্তং, রমা সা কীদৃশী? ইত্যাহ, নিয়তিবিতি—নিয়ম্যতে নিয়তা ভবতি রমণে তস্মিন্নিতি তদনপায়িনী তৎস্বরূপভূতেতি যাবৎ; অত উক্তং—"তৎপ্রিয়া তদ্বশংবদা" ইতি; "ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন বিষ্ণুঃ পদ্মজাং বিনা।" ইতি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রাৎ, "নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।" (বি° পু° ১।৮।১৫) ইতি বৈষ্ণবাচ্চ। **তস্য স্বয়ংরূপস্য** ভগবান্ শম্ভুঃ, লিঙ্গং—চিহ্নং, ভবতি, "লিঙ্গং চিহ্নেঽনুমানে চ" ইতি বিশ্বঃ। ভগবান্—ষড়ৈশ্বর্য্যবিশিষ্টঃ পরব্যোমাধীশঃ। শং ভাবয়তি স্বদ্বিতীয়ব্যূহসঙ্কর্ষণাত্মনা প্রকৃতিবিলীনানাং জীবানাং তত্তদুপাধিসৃষ্ট্যেতি শম্ভুঃ, মিতভ্বাদিত্বাড্ডুঃ। জ্যোতীরূপঃ—চৈতন্যবিগ্রহঃ। অনেন তদধীশত্বেন কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বং পরিচীয়তে, সাম্নাদিনেব গোর্গোত্বম্। যস্যাসৌ বিলাসঃ স স্বয়ম্, ইত্যতস্তস্য স লিঙ্গমুচ্যতে। যা খলু যোনিঃ— মহদাদ্যুপাদানভূতা সা ত্বপরা শক্তিঃ—ত্রিগুণেত্যর্থঃ। হরেঃ – তদংশস্য সঙ্কর্ষণস্য, কামঃ—তদ্দিদৃক্ষালক্ষণঃ, মহদাদিসৃষ্টিফলকো ভবতি

কীর্ত্তি যাঁহার সহায়, পরমেশ্বর, প্রভু, ত্রিকালজ্ঞ, নীলমণিভূষিতকণ্ঠ, প্রশান্তমূর্ত্তি যিনি সেই পরমপুরুষকে চিন্তা করিয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ, ব্যোমাদিভূতবৃন্দের উৎপত্তিহেতু অবিদ্যারহিত আত্মাকে লাভ করিয়া থাকেন। এই পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। ইনি সদাশিবরূপী, দেবেন্দ্র, অবিনাশী, অত্যুত্তম ও স্বরাট বিষ্ণু, ইনিই প্রাণ, ইনিই কালাগ্নি ও চন্দ্রমা, ইনি যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর স্বরূপ, ভূতাদি ত্রিকাল, ইহাকে যে ব্যক্তি বিদিত হইতে সমর্থ হয় তিনিই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। ইহা ভিন্ন মুক্তির আর উপায়ান্তর নাই। অতএব শ্রুতি প্রমাণবলে এই পক্ষই বলবান্ হউক? তদুত্তরে বলিতেছেন-যিনি বৈকুণ্ঠধামের অন্তর্গত শিবলোকে তমোগুণের সম্বন্ধ রহিত সর্ব্বকারণ কারণ সদাশিব নামক শিবমূর্ত্তিরূপে বিরাজিত আছেন, তিনি গুণাবতার নহেন, তিনি নির্গুণ, স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গবিশেষ এবং শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি। এইহেতু তৈত্তরীয় উপনিষদে, শিব, অচ্যুত ও নারায়ণকে এক অর্থে পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রুতি বোধিত অর্থ গুণাবতার শিবে স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু এই সদাশিব মূর্ত্তি বায়ুপুরাণাদিতে শিবলোক প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে॥৪৩॥

ততো বীজং মহদিতি। মহৎ—অপরিমিতং জীবতত্ত্বং; তস্যামাহিতং ভবতি। অত ইমা মাহেশ্বর্য্যঃ প্রজাঃ, লিঙ্গযোন্যাত্মিকাঃ—পুরুষপ্রকৃতিকারণিকাঃ, জাতাঃ কথ্যন্তে। প্রকৃতেরুপসর্জ্জনত্বেন তাদধীন্যাৎ মাহেশ্বরীরিতি প্রজা-নাম, ইত্যুপপাদয়তি শক্তিমানিত্যর্দ্ধকেন। অথোক্তার্থমেব স্ফুটয়তি, তস্মিন্নিতি। লিঙ্গে—তদধীশে, তৎসন্নিধৌ। মহাবিষ্ণুঃ—সঙ্কর্ষণঃ ॥৪৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নিয়তিঃ; বিবৃতং তস্যাং তৈঃ "ননু কুত্রাপি শিবশক্ত্যোঃ কাপি কারণতা শ্রূয়তে তত্র বিরাড়্-বর্ণনবৎ কল্পনয়া তে তদঙ্গবিশেষত্বেনাহ তল্লিঙ্গমিতি। "যস্যাযুতাযুতাংশে চ বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতে"তি বিষ্ণু-পুরাণানুসারেণ প্রপঞ্চাত্মনস্তস্য মহাভগবদংশস্য স্বাংশজ্যোতিরাচ্ছন্নত্বাদপ্রকটরূপস্য পুরুষস্য লিঙ্গং লিঙ্গস্থানীয়ো যঃ প্রপঞ্চোৎপাদকোহংশঃ স এব শম্ভুরুচ্যত ইত্যর্থঃ। বক্ষ্যতে চ—"ক্ষীরং যথা দধিবিকারেতি; তথা তস্য বীর্য্যাধান-স্থানরূপায়াঃ মায়ায়া অপ্যপ্রকটরূপায়া যা যোনির্যোনিস্থানীয়োহংশঃ সৈবাপরা প্রধানাখ্যা শক্তিরিতিপূর্ব্ববৎ" ॥৪৪॥

ব্রহ্মসংহিতায় আদিশিব কথনে সেই প্রকারই কথিত হইয়াছে-যথা সদাশিব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাসমূর্ত্তি ইহা নিশ্চয়রূপে নির্ণয় করিতেছেন, আদিশিব এইপদে সেই পুরুষাখ্য শ্রীহরির অংশের কাম অর্থাৎ সৃষ্টির নিমিত্ত মায়ার প্রতি দর্শনেচ্ছা, তাঁহা হইতেই সূক্ষ্মজীব সমূহ সহ মহত্তত্ত্বরূপ বীজ নিহিত হইয়া থাকে। অতএব তন্ত্রাদিতে শিবকে যেস্থলে স্বতন্ত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা যথার্থ নহে এস্থলে তাহা সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে উৎপন্ন মহেশ্বরী প্রজা অর্থাৎ মহেশ্বর প্রজা তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আদিপদে এই পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে। বিষয়টি আরও যাহাতে সুস্পষ্ট হয় তজ্জন্য বলিতেছেন সেই শক্তিমান্ পুরুষ মহেশ্বর নামে অভিহিত। অতএব সেই অপ্রকট স্বরূপ পুরুষে মহাবিষ্ণু প্রকটরূপে আবির্ভূত হয়েন, তিনিই জগতের সকল জীবের পতি। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে তিনি শ্রীরমার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত এক্ষণে সেই শ্রীরমাদেবীর পরিচয় প্রদানে বলিতেছেন সর্ব্বথা স্বরূপভূতা বলিয়া নিত্যলীলাতে নিয়তা ও বশংবদা, যেহেতু শ্রীবিষ্ণু ভিন্ন শ্রীরমাদেবী অবস্থান করেন না আবার শ্রীরমাদেবী বিনা শ্রীবিষ্ণু ও অবস্থান করেন না। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নিত্যশক্তি জগন্মাতা সেই লক্ষ্মীদেবী তাঁহাতে নিত্যসম্বন্ধযুক্তা সেই শ্রীরমাদেবী যাঁহার নিত্য প্রেয়সী। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এইরূপ অবগত হওয়া যায়। অতএব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভগবান্ শম্ভু চিহ্ন স্বরূপ। অপর ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, ও বৈরাগ্য এই ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য সমন্বিত ভগবান্ পরব্যোমাধিপতি তিনি শং অর্থাৎ মঙ্গল ভাবনা করেন অর্থাৎ নিজ দ্বিতীয় ব্যূহ মহাসঙ্কর্ষণ রূপে প্রকৃতিতে বিলীন জীব সমূহের এবং তাহাদের উপাধি বা বিভিন্ন শরীরের স্রষ্টা, সুতরাং তিনিই শম্ভু। এবং জ্যোতিরূপ অর্থাৎ চৈতন্য বিগ্রহ। ইহাদ্বারা এই সঙ্কর্ষণের নিয়ামক-রূপে অবগত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের স্বয়ং রূপত্ব, এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন গলকম্বলবিশিষ্টই গরুর অসাধারণ লক্ষণ তদ্রূপ স্বয়ংরূপত্ব শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ লক্ষণ। সুতরাং এই সঙ্কর্ষণ যাঁহার বিলাস তিনিই স্বয়ং ভগবান্। এইহেতু সঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের লিঙ্গ স্বরূপ। কিন্তু মহদাদি উৎপাদিকা যে শক্তি তাঁহার

শ্রীবিষ্ণুঃ, যথা শ্রীতৃতীয়ে (ভা° ৩।৮।১৬)—

"তল্লোকপদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ প্রাবীবিশৎ সর্ব্বগুণাবভাসম্।
তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা স্বয়ংভুবং যং স্ম বদন্তি সোঽভূৎ॥
যো বিষ্ণুঃ পঠ্যতে সোঽসৌ ক্ষীরাম্বুধিশয়ো মতঃ।
গর্ভোদশায়িনস্তস্য বিলাসত্বান্মুনীশ্বরৈঃ।
নারায়ণো বিরাড়ন্তর্যামী চায়ং নিগদ্যতে ॥৪৫॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথ সত্ত্বপ্রবর্ত্তকং বিষ্ণুং নির্ণয়তি, শ্রীবিষ্ণুরিতি ; তল্লোকেতি। স উ এব—গর্ভোদকশয়ঃ, বিষ্ণুঃ—প্রদ্যুম্নঃ, তৎ লোকরূপং পদ্মং, প্রাবীবিশদিতি—স্বার্থিকো ণিচ্, প্রাবিশদিত্যর্থঃ। কীদৃশং তৎ পদ্মম্? ইত্যাহ—সর্ব্বান্ গুণান্—ভোগ্যান্ অর্থান্, অবভাসয়তীতি তৎ নানাভোগ্যবস্তূপেতমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মবৎ রুদ্রবচ্চ বিষ্ণোর্দ্বৈরূপ্যং নাস্তি, অতস্তন্নোক্তম্॥ লোকপদ্মপ্রবিষ্ট এষ কিংনামাভূৎ? ইত্যত্রাহ, যো বিষ্ণুরিতি। গর্ভোদশায়ী প্রদ্যুম্নঃ সহস্রশীর্ষা অনিরুদ্ধশ্চতুর্ভুজঃ সন্ লোকপদ্মং সংপ্রবিষ্টঃ ক্ষীরাব্ধৌ শয়ানস্তন্নামাভূদিত্যর্থঃ। নন্বস্য পালকস্য বিষ্ণোর্নারায়ণাদিনামতা কুতঃ? তত্রাহ, গর্ভোদেতি। কারণজলাশ্রয়ত্বং হি নারায়ণত্বং, তত্ত্বাশ্রয়ত্বং বা, তদুভয়ম্ অস্য যন্নিগদ্যতে, তৎ তস্য—কারণার্ণবশায়িনঃ, গর্ভোদশয়িন সতো বিলাসোঽয়ং ভবতি, তস্মাৎ তত্তদভেদাদিত্যর্থঃ ॥৪৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তদিতি ; বিবৃতং শ্রীস্বামিচরণৈঃ। "তল্লোকাত্মকং পদ্মং সর্ব্বান্ গুণান্ জীবভোগ্যানর্থানবভাসতে তথা তৎ। তস্মাজ্জাতঃ স এব বিষ্ণুঃ উ ইতি সম্বোধনে। প্রাবীবিশৎ প্রকর্ষেণ অলুপ্তশক্তিরপি অন্তর্যামিতয়া বিবেশ। তস্মিন্ বিষ্ণুনা অধিষ্ঠিতে পদ্মে বিধাতা ব্রহ্মাভূৎ। পাদ্মে কল্পে পদ্মদ্বারেণাভিব্যক্তিং প্রাপ্ত ইতি বিবৃণোতি সার্দ্ধেন ; যো বিষ্ণুরিতি তস্য গর্ভোদশায়িনো দ্বিতীয়পুরুষস্য বিলাসত্বাৎ যঃ ক্ষীরাম্বুধিশয়স্তৃতীয়ঃ পুরুষো মতঃ স এব বিষ্ণুরত্র গুণাবতার ইত্যর্থঃ ॥৪৫॥

নাম অপরা শক্তি এবং তাহা ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া অভিহিত। অপর "কামবীজং মহদ্ধরে" ইহার অর্থে বলিতেছেন শ্রীহরির অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ সঙ্কর্ষণের কাম অর্থাৎ মায়ার প্রতি দর্শনেচ্ছা, এই দর্শনই মহদাদি সৃষ্টিকারক। সুতরাং এই মহত্তত্ত্বাদিই বীজস্বরূপ। মহৎ অর্থাৎ অপরিমিতি জীবতত্ত্ব দর্শন শক্তি দ্বারা সঙ্কর্ষণ ত্রিগুণাত্মিকা অপরা শক্তিতে নিক্ষেপ করেন। অতএব এই সকল মহেশ্বরী প্রজা সঙ্কর্ষণ-দৃষ্টি ও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে পুরুষ ও প্রকৃতি কারণাত্মক বলা হয়। যদিবল এই প্রজা সকল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইতেছে? তদুত্তরে-প্রকৃতি জড় ও সৃষ্টিকার্য্যে গৌণকারণবশতঃ তাঁহারই অধীন। তজ্জন্য ইহাদিগকে মহেশ্বর প্রজা বলা হয়। পরবর্ত্তি শ্লোকে ইহা প্রতি পাদিত হইবে। সেই পরব্যোমাধীপতি লিঙ্গরূপী মহৈশ্বর্য্যযুক্ত ও শক্তিমান্ পুরুষ, সুতরাং তিনি প্রকৃতির কর্ত্তা ও নিয়ন্তা তাহার পর সেই পরব্যোমাধিপতির সন্নিকটে মহাবিষ্ণু সঙ্কর্ষণের আবির্ভাব হয় ॥৪৪॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদ্যুক্তা যাঃ পুর্য্যোঽজাণ্ডমধ্যতঃ। সন্তি বিষ্ণুপ্রকাশানাং তাঃ কথ্যন্তে সমাসতঃ ॥৪৬॥

যথা—

'রুদ্রোপরিষ্টাদপরঃ পঞ্চাযুতপ্রমাণতঃ। অগম্যঃ সর্ব্বলোকানাং বিষ্ণুলোকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
তস্যোপরিষ্টাদ্ব্রহ্মাণ্ডঃ কাঞ্চনোদ্দীপ্তিসংযুতঃ। মেরোস্তু পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে মধ্যে তু লবণোদধেঃ ॥
বিষ্ণুলোকো মহান্ প্রোক্তঃ সলিলান্তরসংস্থিতঃ। তত্র স্বপিতি ঘর্ম্মান্তে দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥
লক্ষ্মীসহায়ঃ সততং শেষপর্য্যঙ্কমাস্থিতঃ। মেরোশ্চ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে মধ্যে ক্ষীরার্ণবস্য চ ॥
ক্ষীরাম্বুমধ্যগা শুভ্রা দেবস্যান্যা তথা পুরী। লক্ষ্মীসহায়স্তত্রাস্তে শেষাসনগতঃ প্রভুঃ ॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথাস্য ক্ষীরাব্ধিপতেরস্মিন্ জগদণ্ডে মহত্যো বিভূতয়ঃ সন্তীতি দর্শয়িতুমাহ, বিষ্ণুধর্ম্মেতি ॥৪৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

বিষ্ণুপ্রকাশানাং বিষ্ণুত্বেন প্রকাশন্তে যে তেষাং। যদ্বা প্রকাশশব্দো বিলাসপরঃ। যদ্বা পারিভাষিকঃ অচিন্ত্যানন্তশক্তির্নানাসম্ভবপরঃ ॥৪৬॥

শ্রীবিষ্ণু।

অথ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের শ্লোকদ্বারা সত্ত্বগুণের প্রবর্ত্তক শ্রীবিষ্ণুকে নির্ণয় করিতেছেন—সেই গর্ভোদশায়ি প্রদ্যুম্ন জীবের যাহাতে ভোগ্যবস্তু সমূহ নিহিত আছে, সেই নানাভোগ্য বস্তুযুক্ত চতুর্দ্দশভুবনাত্মক পদ্মে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্রের ন্যায় ইঁহার দ্বিবিধ রূপ নাই, অর্থাৎ ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি এই প্রকার দ্বিবিধ স্বরূপ নাই কেবল ঈশ্বরকোটি। এইহেতু এইস্থানে তাহা কথিত হয় নাই। শ্রীবিষ্ণু কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত লোকাত্মক পদ্মে শাস্ত্রে যাঁহাকে স্বয়ম্ভু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই বেদময় বিধাতা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই শ্রীবিষ্ণু লোকপদ্মে প্রবিষ্ট হইলে তখন কি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন পূর্ব্বে যে বিষ্ণুর কথা বলা হইয়াছে তিনি ক্ষীরোদশায়ি বিষ্ণু তৃতীয় পুরুষ নামে অভিহিত এবং গর্ভোদশায়ির বিলাস বলিয়া মুনীশ্বরগণ তাঁহাকে শ্রীনারায়ণ এবং বিরাটের অন্তর্য্যামি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু যখন গর্ভোদশায়ি প্রদ্যুম্ন চতুর্ভুজ অনিরুদ্ধরূপ আবিষ্কার করতঃ লোকপদ্মে প্রবেশ করিয়া ক্ষীর সমুদ্রে শয়ন করিলেন তখন তিনি ক্ষীরাব্ধিশায়ী এই নাম প্রাপ্ত হইলেন। যদিবল পালনকারি শ্রীবিষ্ণু শ্রীনারায়ণ নাম প্রাপ্ত হইলেন কি প্রকারে? তদুত্তরে শ্রীবিষ্ণু কারণার্ণবশায়ী ও গর্ভোদশায়ীর বিলাস বশতঃ অভেদ হওয়ায় অথবা কারণজল আশ্রয়ত্ব ও তত্ত্ব আশ্রয়ত্ব করায় শ্রীবিষ্ণুকে শ্রীনারায়ণাদি নাম দ্বারাও উল্লেখ করা হয় ॥৪৫॥

ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বর্তি বিষ্ণুলোক সমূহ।

অনন্তর এই ক্ষীরাব্ধিপতি শ্রীবিষ্ণুর এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যে সকল বিভূতি আছেন তাহা দেখাইতে গিয়া বলিতেছেন শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদি গ্রন্থে এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ক্ষীরাব্ধিপতি শ্রীবিষ্ণুর বিলাসমূর্ত্তিগণের যে সকল পুরীর উল্লেখ আছে, আমি সংক্ষেপে সেই সকল পুরীর স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছি ॥৪৬॥

তত্রাপি চতুরো মাসান্ সুপ্তস্তিষ্ঠতি বার্ষিকান্। তস্মিন্নবাচি দিগ্‌ভাগে মধ্যে ক্ষীরার্ণবস্য তু॥
যোজনানাং সহস্রাণি মণ্ডলঃ পঞ্চবিংশতিঃ। শ্বেতদ্বীপতয়া খ্যাতো দ্বীপঃ পরমশোভনঃ॥
নরাঃ সূর্য্যপ্রভাস্তত্র শীতাংশুসমদর্শনাঃ। তেজসা দুর্নিরীক্ষ্যাশ্চ দেবানামপি যাদব !॥"

ব্রহ্মাণ্ডে চ—

"শ্বেতো নাম মহানস্তি দ্বীপঃ ক্ষীরাব্ধিবেষ্টিতঃ। লক্ষযোজনবিস্তারঃ সুরম্যঃ সর্বকাঞ্চনঃ॥
কুন্দেন্দুকুমুদপ্রখ্যৈর্লোলকল্লোলরাশিভিঃ। ধৌতামলশিলোপেতঃ সমন্তাৎ ক্ষীরবারিধেঃ॥৪৭॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

বিষ্ণুধর্ম্মবচনম্ উদাহরতি—যথেত্যাদি। রুদ্রোপরিষ্টাৎ—রুদ্রলোকস্যোপরি॥ তস্যেতি—বিষ্ণুলোকস্য। ব্রহ্মাণ্ড ইতি—ব্রহ্মণা অম্যতে দর্শনায় গম্যতে ইত্যর্থঃ; অম গত্যাদিষু, অবাচি–দক্ষিণে। কুন্দেন্দ্বিতি। ক্ষীরবারিধের্লোলকল্লোলরাশিভির্ধৌতামলশিলোপেতো দ্বীপ ইত্যন্বয়ঃ॥৪৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তা আহ অষ্টভিঃ; পঞ্চাযুতপ্রমাণতঃ পঞ্চাশল্লক্ষযোজনপ্রমাণতঃ। কাঞ্চনো। ব্রহ্মাণ্ডঃ। অথবা কাঞ্চনো দীপ্তিসংযুতঃ ইতি পাঠঃ। ঘর্ম্মান্তে আষাঢ়ীয়ৈকাদশ্যাম্। অবাচি দিগ্‌ভাগে দক্ষিণে দিগ্‌ভাগে যোজনানাং পঞ্চবিংশতিঃ সহস্রাণি মণ্ডলে ইত্যন্বয়ঃ। যাদবস্বে বজ্রঃ, আধেয়ভেদাত্তদ্ভেদান্তরং লক্ষয়ন্নাহ ব্রহ্মাণ্ডে চেতি ক্ষীরবারিধের্লোলকল্লোলরাশিভিশ্চঞ্চলোর্ম্মিসমূহৈর্ধৌতা যা অমলশিলাস্তাভিরুপেতঃ॥৪৭॥

শ্বেতদ্বীপের বর্ণনা।

প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচন উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যে সকল বিষ্ণুপ্রকাশক বিষ্ণুলোক আছেন তাহা বর্ণনা করিতেছেন রুদ্রলোকের উপরিভাগে পঞ্চাযুত যোজন পরিমিত অর্থাৎ পঞ্চাশৎ লক্ষ যোজন পরিমিত বিষ্ণুলোক নামে সর্ব্বলোকের অগম্য যে লোক আছে, সেই বিষ্ণুলোকের উপরিভাগে সুমেরু পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে লবণসমুদ্রের মধ্যভাগে জলমধ্যে অবস্থিত সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তিশালী মহান্ বিষ্ণুলোক বিদ্যমান রহিয়াছেন। সেই লোক সন্দর্শনার্থ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও গমন করিয়া থাকেন। সেইলোকে ক্ষীরাব্ধিশায়ি শ্রীবিষ্ণু শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত আষাঢ়মাসের শুক্লা একাদশী হইতে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী পর্যন্ত বর্ষার এই চারিমাস অনন্ত শয্যায় নিদ্রিত থাকেন। সুমেরু পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে ক্ষীরসমুদ্রের ক্ষীরাম্বুর মধ্যে শুভ্রানাম্নী অন্য একটি পূরী রহিয়াছে, তাহাতে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত শেষনাগোপরি উপবেশন করিয়া থাকেন। কোন কল্পে প্রভু সেখানেও বৎসরের শ্রাবণাদি কার্ত্তিকান্ত চারিমাস অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। সেই ক্ষীরসাগরের মধ্যে দক্ষিণদিগভাগে পঞ্চবিংশতি সহস্রযোজন পরিমিত শ্বেতদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ পরম সুন্দর একটি দ্বীপ রহিয়াছে। সেই দ্বীপের মনুষ্যগণ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী এবং চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন। হে যাদব বজ্র! তাহারা শরীরতেজঃ প্রভাবে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের ও দুর্দ্দর্শ অর্থাৎ যাঁহাদিগকে দর্শন করিলে দেবতাদের দৃষ্টি ধর্ষিত হইয়া থাকে।

কিঞ্চ বিষ্ণুপুরাণাদৌ মোক্ষধর্ম্মে চ কীর্ত্তিতম্ ।
ক্ষীরাব্ধেরুত্তরে তীরে শ্বেতদ্বীপো ভবেদিতি ॥
শুদ্ধোদাদুত্তরে শ্বেতদ্বীপং স্যাৎ পাদ্মসম্মতম্ ॥৪৮॥

বিষ্ণুঃ সত্ত্বং তনোতীতি শাস্ত্রে সত্ত্বতনুঃ স্মৃতঃ। অবতারগণশ্চাস্য ভবেৎ সত্ত্বতনুস্তথা ।
বহিরঙ্গমধিষ্ঠানমিতি বা তস্য তৎ তনুঃ। অতো নির্গুণতা সম্যক্ সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিধ্যতি ॥৪৯॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

শ্বেতদ্বীপস্য স্থিতৌ মতান্তরে আহ- কিঞ্চেত্যাদিনা । তদিদং কল্পভেদাদবগন্যম্ ॥৪৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

কিঞ্চেতি ; শ্বেতদ্বীপঃ কীর্ত্তিতো ভবেদিতি তৎ পাদ্মসম্মতং স্যাৎ। দ্বীপোঽস্ত্রিয়ামন্তরীপমিত্য-মরাৎ ক্লীবতাপি ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও এইরূপই বর্ণিত হইয়াছেন যথা ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে লক্ষযোজন বিস্তৃত কাঞ্চনময় শ্বেত নামক একটি সুরম্য মহাদ্বীপ আছে। এই দ্বীপ ক্ষীরবারিধির কুন্দপুষ্প, চন্দ্র ও কুসুম সদৃশ চঞ্চল তরঙ্গ সমূহদ্বারা পরিধৌত নির্ম্মল শিলারাশিতে পরিব্যাপ্ত আছে ॥৪৭॥

শ্বেতদ্বীপের স্থিতি বিষয়ে যে মতান্তর দেখা যায় তদ্বিষয়ে আরও যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা বলিতেছেন—শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদিতেও মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বস্থ মোক্ষধর্ম্মে শ্বেতদ্বীপ ক্ষীরসমুদ্রের উত্তর তীরে বিদ্যমান্ এবং শ্রীপদ্মপুরাণে বলিয়াছেন—শ্বেতদ্বীপ শুদ্ধজলবারিধির উত্তরতীরে অবস্থিত, পুরাণকার এইরূপ বিভিন্নাকারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা কল্পভেদে জানিতে হইবে। অর্থাৎ কোন কল্পে কোন স্থানে শ্বেতদ্বীপের আবিষ্কার হওয়ায়, সেই সেই কল্প অপেক্ষা করিয়া বর্ণন করায় পুরাণাদির ভিন্ন ভিন্ন মত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই এই প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। মর্ম্মার্থ এই যে মনুষ্য লোকের এক বৎসরে দেবলোকের একদিন হয়। ঐরূপ দেবপরিমাণে দ্বাদশ সহস্র বৎসরে সত্যাদিযুগ হয়। ঐরূপ চতুর্যুগ সহস্রবার হইলে এককল্প হয়। ঐরূপ এককল্পে ব্রহ্মার একদিন হয়। ব্রহ্মার একদিনের অবসানে যে প্রলয় হয় তাহার নাম দৈনন্দিন প্রলয়। ঐ প্রলয়ে ত্রিলোকবিনষ্ট হয়। ঐপ্রলয়ের অবসানে ব্রহ্মা পুনরায় ত্রিলোকস্থ ব্যষ্টিজীব সকল সৃষ্টি করিয়া থাকে। বিভিন্ন কল্পে জীবের পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের তারতম্যানুসারে বিধাতার সৃষ্টির প্রণালীর কিঞ্চিৎ তারতম্য হইয়া থাকে। এইরূপ কল্পভেদীয় তার-তম্যানুসরণে বিভিন্ন কল্পীয় পুরাণের মতভেদ ঘটিয়া থাকে। অতএব পুরাণাদিতে যে শ্বেতদ্বীপ বিষয়ক মতভেদ, উহা কল্পভেদে সুসঙ্গত। এইরূপ দৃষ্টান্তাবলম্বনে পুরাণাদিতে ও ইতিহাসাদিতে যে আখ্যায়িকা বিষয়ক মতভেদ পরিদৃষ্ট হয় তাহার সামঞ্জস্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই নিমিত্তই "তত্তু কল্পভেদেন সঙ্গমনীয়ম্"। এইরূপ বহুস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন ॥৪৮॥

তথাহি শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৮৮।৫)—

"হরির্হি নিগু র্ণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পর।
স সর্ব্বদৃগু পদ্রষ্টা তং ভজন্ নিগু র্ণো ভবেৎ ॥" ইতি।
তেন সত্ত্বতনোরস্মৎ শ্রেয়াংসি স্যুরুদীরিতম্ ॥৫০॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

"শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ" ইত্যুক্তং, তত্র বিষ্ণোঃ সত্ত্বতনুত্বং কিং মায়িকসত্ত্বমূর্ত্তিত্ব বাচ্যম্? তথাচ সতি তদুপাসনয়া মুক্তেরভাবঃ, "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" (ব্রং সূঃ ৪।১।৩) ইতি ন্যায়োনাত্মবিগ্রহোপাসনয়া মুক্তেরভিধানাৎ; ইতি চেৎ? তত্রাহ, বিষ্ণুঃ সত্ত্বম্ ইতি—সত্ত্বগুণং বিস্তারয়ন্ বিষ্ণুঃ সত্ত্বতনুরুচ্যতে। অস্য—ক্ষীরোদশয়স্য বিষ্ণোঃ, অবতারগণশ্চ সত্ত্ববিস্তারাৎ সত্ত্বতনুঃ অথবা তৎ সত্ত্বং তস্য বহিরঙ্গমধিষ্ঠানং ভবতি, "সত্ত্বং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্" (ভাঃ ১২।২।২৪) ইত্যুক্তেঃ, স্বচ্ছে শান্তে তত্র তৎপ্রকাশস্তাদাবির্ভূত তজ্জ্ঞানদ্বারা ভবতীত্যপেক্ষয়া, তৎ তস্য তনুরুচ্যতে; অন্তরঙ্গমধিষ্ঠানন্তু বৈকুণ্ঠমেবেতি ভাবঃ। অত ইতি—স্ফুটার্থম্ ॥৪৯॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

গুণাবতারত্রয়ং নিরূপ্য তেষু তত্র শ্রেয়স্করং বিষ্ণুং দর্শয়ন্নাহ বিষ্ণুরিতি; তনোতি প্রকাশয়তি ন তু তদাসক্তশরীর ইত্যর্থঃ। তনুরিতি উঙ্, তনাদেরিতি কর্ত্তর্য্যুঙ্। অস্যেতি পুরুষত্বেন দ্বিতীয়পুরুষে ণাভেদঃ। বহিরঙ্গমিতি। অঙ্গস্য বহির্বহিরঙ্গং যদধিষ্ঠানমঙ্গস্য বহিরিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্য স্থিতিস্তত্র সংযোগসম্বন্ধেন নিযম্য-নিয়ামকতা-সম্বন্ধেন বা, নতু সমবায়েন ॥৪৯॥

শ্রীবিষ্ণুকে সত্ত্বতনু বলিবার কারণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে তথাপি জীবের সত্ত্বঃমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণু হইতে পরম মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু এইস্থলে আশঙ্কা এই শ্রীবিষ্ণুর যে সত্ত্বঃ মূর্ত্তি তাহা কি মায়িক সত্ত্বঃ মূর্ত্তি? আর যদি তাহা মায়িক সত্ত্বঃ মূর্ত্তি হয়, তাহা হইলে শ্রীবিষ্ণুর উপসনায় কাহারও মুক্তি হইতে পারে না? কারণ ব্রহ্ম সূত্রে বলিয়াছেন আত্মধর্ম্মবিশিষ্ট বিগ্রহ আরাধনায় জীব মুক্তিলাভ করিবে? এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বলিতেছেন —গর্ভোদশায়ি বিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ি বিষ্ণুরূপে সত্ত্বগুণকে বিস্তার করেন বলিয়া শাস্ত্রে তাঁহাকে সত্ত্বতনু বলিয়াছেন এবং এই ক্ষীরোদশায়ি বিষ্ণুর অবতারগণও সত্ত্বতনু নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। অথবা তাঁহার বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান সত্ত্বগুণ বলিয়া তাহাকে সত্ত্বতনু বলা হইয়াছে। এই সত্ত্বগুণেই ভগবৎ সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে এইরূপ কথিত হওয়ায় সত্ত্বগুণাবলম্বি স্বচ্ছচিত্তে আবির্ভূত স্বজ্ঞানদ্বারা তিনি প্রকাশিত হন বলিয়া তাঁহাকে সত্ত্বতনু বলা হইয়াছে। তাঁহার অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠান বৈকুণ্ঠ এইহেতুও সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহাকে যে নিগু ণ বলিয়াছে তাহা সুসঙ্গত জানিতে হইবে ॥৪৯॥

ইত্যতো বিহিতা শাস্ত্রে তদ্ভক্তেরেব নিত্যতা

তথাহি পাদ্মে—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥৫১॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

হরির্হীতি। হরির্নির্গুণঃ, সঙ্কল্পেনৈব সত্ত্বস্য প্রবর্ত্তনাৎ। অতঃ সাক্ষাৎ—অনাবৃতঃ, ন তু ব্রহ্মাদিবৎ তদাবৃতঃ; যতঃ প্রকৃতেঃ পরঃ; ন তু তদ্বদিচ্ছয়া গৃহীতগুণঃ। অতঃ, সর্ব্বদৃক্—সর্ব্বেষাং দৃক্ মোক্ষহেতু-র্জ্ঞানং যস্মাৎ সঃ। উপদ্রষ্টা—সন্নিধৌ মুক্তান্ পশ্যতি, মুক্তগম্য ইত্যর্থঃ, ন তু তদ্বৎ মুক্তৈস্ত্যাজ্যঃ। অতস্তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ, "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (মু° ৩।১।৩) ইতি শ্রুতেঃ। যত ঈদৃগ্-বিষ্ণুঃ, ততঃ তেনেত্যাদি- স্ফুটার্থম্ ॥৫০॥

ইত্যত ইতি—উক্তরীতিকেন নির্গুণত্বেন বিষ্ণোরেব পারম্যাৎ, তদ্ভক্তের্নিত্যতা বিহিতা। যস্যা অকরণে প্রত্যবায়ঃ, সা নিত্যা। অত্র প্রমাণং, স্মর্ত্তব্য ইতি। এতয়োঃ—বিষ্ণুস্মরণবিস্মরণয়োঃ। সন্ধ্যো-পাসনাদের্নিত্যত্বেঽপি যথা পিতৃলোকঃ ফলমস্তি, এবং ভক্তেস্তত্ত্বেঽপি বিষ্ণুলোকস্তদিতি বোধ্যম্ ॥৫১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নির্গুণঃ প্রাকৃতগুণরহিতঃ। যদ্বা পদ্মপত্রজলবৎ গুণেনানাক্রান্তঃ। উপদ্রষ্টা—সাক্ষী। যতঃ সর্ব্বদৃক— সর্ব্বং পশ্যতি অতঃ প্রকৃতে পরঃ। অস্মাৎ শ্রীবিষ্ণোঃ ॥৫০॥

জাতুচিৎ কদাচিৎ। এতয়োঃ—স্মরণবিস্মরণয়োস্তথা চ যৈর্হরিঃ স্মৃতস্তৈঃ সর্ব্বো বিধি কৃতঃ যৈর্বিস্মৃতঃ তৈঃ সর্ব্বো নিষেধঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥৫১॥

বস্তুত শ্রীবিষ্ণু নির্গুণ।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধেও সেই জন্য শ্রীহরিকে নির্গুণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা ব্রহ্মা ও রুদ্র স্বেচ্ছায় রজঃ ও তমোগুণকে অঙ্গীকার করেন, কিন্তু শ্রীবিষ্ণু সঙ্কল্পমাত্রেই সত্ত্বগুণের প্রবর্ত্তক হয়েন, এজন্য তিনি নির্গুণ বলিয়া অভিহিত। অপর ব্রহ্মাদির ন্যায় ইনি গুণাবৃত নহেন, তিনি প্রকৃতির অতীত ও অনাবৃত বলিয়া সাক্ষাৎ পরমেশ্বর এবং সর্ব্বজীবের মোক্ষের হেতুভূত তত্ত্বজ্ঞান তাঁহা হইতে আবির্ভূত হয় বলিয়া তিনি সর্ব্বদৃক্ অর্থাৎ সর্ব্বদর্শী ও পরমানন্দ স্বরূপ বলিয়া তিনি মুক্তগম্য অর্থাৎ তাঁহাকে ভক্তি করিলে জীব নির্গুণ হইয়া মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু ব্রহ্মাদির ন্যায় মুক্তগণের ত্যাজ্য নহে তিনি স্বতই উপাস্য। সুতরাং তাঁহাকে ভজন করিলে নির্গুণ হইয়া থাকেন। মুণ্ডকশ্রুতিতেও এই প্রকার কথিত হইয়াছে-সেই পরম পুরুষকে দর্শন করিলে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম ও পাপাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মল হইয়া পরম সমতা লাভ করেন। সেইহেতু এই সত্ত্বতনু শ্রীবিষ্ণু হইতে ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষ ও ভক্তিরূপ পরমফল লাভ হইয়া থাকে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে ॥৫০॥

অতএব তত্রৈব (পং পু, পাং খঃ ৯৩।২৬)—

'ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমাস্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে'

শ্রীপ্রথমস্কন্ধে (ভাং ১।২।২৬)—

"মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥" ইতি।

অত্র স্বাংশা হরেরেব কলা-শব্দেন কীর্ত্তিতাঃ ॥৫২॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নন্বেবং বিষ্ণোরেব পারম্যেণ নির্ণয়ো ন সম্ভবেৎ, বাদিবিপ্রতিপত্তের্জাগরূকত্বাৎ, তত্তৎপুরাণেষু ব্যাসোক্তেষ্বেব ব্রহ্মরুদ্রাদীনামপি পারম্যদর্শনাৎ, ইতি চেৎ ? তত্রাহ, অতএবেতি— বিষ্ণোরেব উক্তৈঃ প্রমাণৈঃ পারম্যস্য সিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ। ব্যামোহায়েতি। চরাঃ—দেব-মানবাদয়ঃ, অচরাঃ—শৈলাদয়স্তদধিষ্ঠাতারঃ, তদ্রূপস্য জগতঃ। তাং তাং—ব্রহ্মরুদ্রাদিকাম্। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রৈস্তদ্ভাষ্যেণ চ শ্রীভাগবতেন সিদ্ধান্তে সতি, তেন সমস্তাগমব্যাপারেষু অভিধালক্ষণাদিষু বিবেকসঙ্গতিং নীতেষু, বিষ্ণুরেব অনাবৃতবিজ্ঞানানন্দমূর্ত্তিঃ পারম্যবান্ নিশ্চীয়তে॥ পারম্যাৎ বিষ্ণুরেব ভজনীয় ইত্যত্র সদাচারমাহ, মুমুক্ষব ইতি। ভূতপতীন্—ব্রহ্মরুদ্রাদীন্। তেষাং হানে তাসাং ভজনে চ হেতু, ঘোররূপানিতি, শান্তা ইতি চ। অনসূয়ব ইতি—"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥" (পদ্মপুরাণে) ইতি স্মৃতেঃ॥ অত্রেতি। স্বাংশাঃ—অনাবৃতজ্ঞানানন্দবিগ্রহত্বাৎ স্বয়ং-প্রভুতুল্যা মৎস্যকূর্ম্মাদয়ঃ ॥৫২॥

শ্রীবিষ্ণুভক্তির নিত্যতা

সম্প্রতি শাস্ত্রপ্রমাণবলে ভক্তির নিত্যতা স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন—উপরি কথিত রীতিতে নির্গুণত্বরূপে শ্রীবিষ্ণুর পারম্য বশতঃ শাস্ত্রে শ্রীবিষ্ণু ভক্তিরই নিত্যতা বিহিত হইয়াছে। নিত্য শব্দের অর্থে বলিতেছেন-যাঁহার অনুষ্ঠান না করিলে প্রভূত প্রত্যবায় অর্থাৎ অমঙ্গল হয় তাহাকেই নিত্য বলা হয়। সুতরাং শ্রীহরিভক্তির অকরণে প্রত্যবায় হয় বলিয়া শ্রীহরিভক্তি নিত্য। শ্রীপদ্মপুরাণ এবিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ যথা সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। কারণ শাস্ত্রে যে সকল বিধি ও নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে, বিধি বলিতে অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপক বেদপুরাণাদির বাক্যই বিধি। আর অকার্য্য হইতে নিবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্যে বেদপুরাণাদিতে যে নিবর্ত্তক বাক্য প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহাকে নিষেধ বলা হয়। সুতরাং শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মের ও নিষিদ্ধকর্ম্মের অনুষ্ঠানে জীবের অমঙ্গল বা অধোগতি হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই শাস্ত্রে বিধিনিষেধের প্রবৃত্তি অতএব শাস্ত্রে যেসকল বিধি নিষেধ আছে তৎসমুদায়ই শ্রীবিষ্ণু স্মরণ ও শ্রীবিষ্ণুবিস্মরণের অধীন অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করেন তাঁহারা সমস্ত বিধির কার্য্য পালন করিয়াছেন, আর যাঁহারা তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছেন, তাঁহারা

অতো বিধি-হরাদীনাং নিখিলানাং সুপর্ব্বণাম্ ।
শ্রীবিষ্ণোঃ স্বাংশবর্গেভ্যো ন্যূনতাভিপ্রকাশিতা ॥৫৩॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

এবং বিষ্ণোর্ভক্তির্ব্রহ্মাদ্যৈরপ্যনুষ্ঠেয়েতিভাবেনাহ অত ইতি—বিষ্ণোর্মায়ানাবৃতবিজ্ঞানানন্দমূর্ত্তিত্বাদিত্যর্থঃ। স্বাংশবর্গেভ্যঃ— মৎস্যাদিভ্যঃ ॥৫৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ব্যামোহায়েতি, কল্পাবধি ইতি ; তস্যাস্তস্যা দেবতায়াঃ কল্পপর্য্যন্তং স্থিতত্বাৎ। জগতো জগদ্বর্ত্তিনশ্চরাচরস্য মনুষ্যস্য ; মনুষ্যাধিকারত্বাৎ শাস্ত্রাণাম্। জল্পন্ত সর্ব্বপুরাণাগম-মহাবাক্যস্য সম্যগ্বিচারাযোগ্যপুরুষান্ প্রতি খণ্ডশো বদন্ত্বিত্যর্থ। চরাচরস্যেতি ; চর-চল-পত-বেদত্যাদিনা অৎপ্রত্যয়ঃ চরাচরাদেশশ্চ। বিবেকতাসঙ্ঘং নীতেষু প্রাপ্তেষু, সমস্তানামাগমানাং শাস্ত্রাণাং ব্যাপারেষু যোগার্থরূঢ্যাদিবৃত্তিষু যঃ সিদ্ধান্তস্তস্মিন্ এক এব ভগবান্ বিষ্ণুর্নিশ্চীয়তে নান্যে। যদুক্তং-শ্রুতিভি"র্বৃহদুপলব্ধমেতদবয়ন্ত্যবশেষতয়া যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতের্ম্মৃদিবাবিকৃতাৎ"। অত ঋষয়োদধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতং কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণামি"তি। ঘোররূপান্—রজস্তমঃস্বভাবান্ ভূতপতীন্, শ্রীব্রহ্মরুদ্রান্। শান্তাঃ সাত্ত্বিকীঃ মৎস্যকূর্ম্মাদ্যাখ্যাঃ। তথাপি তেষু অসূয়া ন কার্য্যেত্যুপদিশতি অনসূয়বো দেবতান্তরানিন্দকাঃ সন্তঃ। যদুক্তং পাদ্মে—"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচনেতি"। কাশীখণ্ডে চ—"পরাৎপরতরং যান্তি নারায়ণপরায়ণাঃ তে তু তত্র ন গচ্ছন্তি যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরমিতি" ॥৫২॥

ব্যাচষ্টে সার্দ্ধেন অত্রৈবেতি স্পষ্টম্ ॥৫৩॥

সকল প্রকার নিষিদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। শাস্ত্রে যেমন ভক্তির নিত্যতা উপদিষ্ট হইয়াছেন, তদ্রূপ সন্ধ্যোপাসনাদিরও নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে। কিন্তু সন্ধ্যোপাসনাদির নিত্যত্বরূপে অনুষ্ঠিত হইলে তাহার ফল পিতৃলোক লাভ। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুভক্তি নিত্য অনুষ্ঠিত হইলে শ্রীবিষ্ণুপদ লাভ হইয়া থাকে ॥৫১॥

যদিবল শাস্ত্র প্রমাণ বলে শ্রীবিষ্ণুর পারম্য নির্ণয় সম্ভব নহে, কারণ শাস্ত্রান্তরে বিবাদ দেখা যায়। শিবপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণাদিতে শ্রীবেদব্যাস স্বয়ংই ব্রহ্মারুদ্রাদির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—উক্ত পদ্মপুরাণের প্রমাণদ্বারা শ্রীবিষ্ণুরই পারম্য সিদ্ধ হইয়াছে। যথা দেব মনুষ্য তথা পর্ব্বতাদি ও তাঁহার অধিষ্ঠাতৃগণ সহ এই বিশ্ব সংসারের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ পুরাণ ও আগম শাস্ত্রসকল কল্পকাল পর্য্যন্ত সেই সেই ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন করুন, কিন্তু ব্রহ্মসূত্র ও তাহার ভাষ্য এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসকলের অভিধা ও লক্ষণা প্রভৃতি বৃত্তিদ্বারা বিচার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, সেই সকল বৃত্তিতে যে সিদ্ধান্ত সুসম্পন্ন হয়, তাহাতে অনাবৃত বিজ্ঞানানন্দ মূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই পরমারাধ্যরূপে নিশ্চিত হইয়া থাকেন। অতএব শ্রীবিষ্ণুর পারম্যবশতঃ তিনিই সকলের ভজনীয়। প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার সদাচার স্বরূপে এইস্থলে শ্রীমদ্ভাগবতের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন

যথা তত্রৈব (ভা° ১।১৮।২১)—

"অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ॥"

মহাবারাহে চ—

"মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদ্যাঃ সমা বিষ্ণোরভেদতঃ। ব্রহ্মাদ্যাস্ত্বসমাঃ প্রোক্তাঃ প্রকৃতিস্তু সমাসমা॥৫৪॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ব্রহ্মাদ্যোরীশ্বরকোটিত্বেঽপি রজস্তমোবৃতত্বেন তাদৃশমূর্ত্তিত্বাভাবাৎ তাদৃশানবরদেবান্ শিক্ষয়ন্তৌ তৌ তাদৃশমূর্ত্তিং বিষ্ণুং ভজতঃ, জীবকোটিত্বে তু সুতরামিত্যাদাহরতি, অথাপীতি। বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ, যস্য—মুকুন্দস্য, পাদনখাবসৃষ্টং সৎ' সেশং—সশিবং জগৎ পুনাতি, ততোঽন্যো ভগবৎপদার্থঃ কো নাম ভবেৎ? ন কোঽপীত্যর্থঃ। তথা চ সমগ্রৈশ্বর্য্যাদিষট্‌কবান্ স এব ব্রহ্মাদিসেব্যত্বাৎ সর্ব্বেষাং সেব্য ইত্যর্থঃ॥ ব্রহ্মাদ্যাস্ত্বসমা ইতি—স্বভাবভেদাদিতি ভাবঃ। এবমত্রোক্তং রামচন্দ্রকবিরাজৈঃ—"প্রহ্লাদ-ধ্রুব-রাবণানুজ-বলি-ব্যাসাম্বরীষাদয়ো বিষ্ণূপাসনয়ৈব পদ্মজ-ভবাদীনাং প্রিয়া জজ্ঞিরে। যেঽন্যে রাবণ-বাণ-পৌণ্ড্রক-বৃকাঃ ক্রৌঞ্চান্ধকাদ্যা অমী যদ্ভক্তা ন চ তৎপ্রিয়া ন চ হরেস্তস্মাজ্জগদ্বৈরিণঃ॥ শিবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিতোঽপি শৈবঃ স্বয়ম্। তথা সমতয়াস্তু বা বিধিহরাদিমূর্ত্তিত্রয়ম্। বিলোক্য ভব-বেধসোঃ কিমপি ভক্তবর্গক্রমং প্রণম্য শিরসাপি তান্ বয়মুপেন্দ্রদাসান্ শ্রিতাঃ॥" ইতি॥৫৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অথাপীতি ব্যাখ্যাতং শ্রীস্বামিচরণৈঃ। অথেত্যর্থান্তরে যস্য পাদনখাদবসৃষ্টং নিঃসৃতমপি বিরিঞ্চোপহৃতং সমর্পিতং অর্হণাম্ভঃ অর্ঘ্যোদকং ঈশসহিতং জগৎ পুনাতি। বিরিঞ্চোপহৃতং সেশমিতি চ

যথা মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ অন্যদেবতার প্রতি দোষদৃষ্টিরহিত হইয়া অর্থাৎ যদিও শ্রীহরিই সকলের সদা আরাধ্য, তিনি সর্ব্বদেবতা ও ঈশ্বরগণের ঈশ্বর, তথাপি ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবতাগণকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না। অতএব অন্যদেবতার প্রতি অসূয়া শূন্য হইয়া রজস্তমঃ ঘোর স্বভাব বলিয়া ব্রহ্মা রুদ্রাদি ভূতপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া, এইস্থলে ভূতপতি গণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনারায়ণ কলার ভজনের কারণ কি তাহা দেখাইতেছেন ভূতপতিগণ রজস্তমঘোর স্বভাব বলিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শান্ত সত্ত্বস্বভাব শ্রীনারায়ণ কলাকে মুমুক্ষগণ ভজন করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে নারায়ণকলা শব্দে শ্রীবিষ্ণুর স্বাংশবর্গকে কীর্ত্তন করিয়াছেন, কারণ অনাবৃত জ্ঞানানন্দ বিগ্রহ বলিয়া মৎস্যকূর্ম্মাদি স্বাংশবর্গও স্বয়ং প্রভুতুল্য॥৫২॥

শ্রীবিষ্ণু অপেক্ষা রজস্তমগুণোপাধিক ব্রহ্মরুদ্রাদির ন্যূনতা।

এই প্রকারে ব্রহ্মা ও রুদ্রাদিদেবতাগণও শ্রীবিষ্ণু ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—অতএব মায়া অনাবৃত বিজ্ঞানানন্দ বিগ্রহ বলিয়া শ্রীবিষ্ণুর স্বাংশবর্গ মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারবৃন্দ অপেক্ষা ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি নিখিল দেবতাগণের সর্ব্বতোভাবে ন্যূনতা প্রকাশিত হইয়াছে॥৫৩॥

অত্র প্রকৃতি-শব্দেন চিচ্ছক্তিরভিধীয়তে। অভিন্ন-ভিন্নরূপত্বাদস্যৈবোক্তা সমাসমা ॥৫৫॥

[ইতি পুরুষাবতার-গুণাবতার-নিরূপণম্]

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

প্রকৃতিপদার্থং নিশ্চেতুমাহ, অত্রেতি। প্রকৃতিশব্দেনাত্র চিচ্ছক্তিঃ—পরাখ্যা স্বরূপশক্তিঃ। যা খলু—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" (শ্বে০ ৬।৮) ইতি শ্রুত্যা, "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥" (বিং পুং ৬।৭।৬০) ইতি বিষ্ণুপুরাণেন চাভিধীয়তে। সা তু অস্যৈব বিষ্ণোঃ, অভিন্ন ভিন্ন রূপত্বাৎ সমাসমা উক্তা, বারাহবচনেন। এতদত্র বোধ্যম্—অগ্নেরুষ্ণতেব বিষ্ণোরনিতরা ভবতি, পরা স্বাভাবিকীতি তদ্বিশেষণাৎ "স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ নিসর্গশ্চ" (অং কোং) ইতি পর্য্যায়শব্দাঃ। তথাপি 'অস্য শক্তিঃ' ইতি বিশেষবলাৎ ব্যপদিশ্যতে, যথা 'সত্তা সতী ভেদো ভিন্নঃ, কালঃ সর্ব্বদাস্তি, ইত্যাদিষু সত্তাদীনাং সত্তাদ্যন্তরাভাবেঽপি তদ্বত্ত্বং বিদ্বদ্ভিরুদ্ঘোষ্যতে। নন্বু তেষু সত্তাদ্যন্তরাভাবেঽপি বস্তুস্বভাবাদেব তথোক্তিরিতি চেৎ? ন, স্বভাবস্যৈবেহ বিশেষশব্দিতত্বাৎ। বিশেষশ্চ ভেদপ্রতিনিধিঃ, ন তু ভেদঃ, তং বিনা বিশেষণ বিশেষ্য ভাবাদি ন স্যাৎ। ন চ 'সত্তা সতী' ইত্যাদিবুদ্ধির্ভ্রম এব, 'সন্ ঘটঃ' ইত্যাদিবদবাধাৎ। ন চারোপঃ, 'সিংহো দেবদত্তো ন' ইতিবৎ 'সত্তা সতী ন' ইতি কদাচিদপ্যব্যবহারাৎ। স চ বস্তুভিন্নঃ স্বনির্ব্বাহী চেতি নানবস্থা। তস্য তাদৃশত্বঞ্চ ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণসিদ্ধং জগৎকর্ত্তুরিবেচ্ছাজ্ঞানকৃতিমত্ত্বম্। অস্মাদেব বিশেষাৎ গুণগুণিভাবো দেহদেহিভাবোঽবতারাবতারিভাবশ্চৈকস্য বিষ্ণোরুল্লসতি। অভেদেঽপি সতি ভেদকার্য্যপ্রত্যায়কো ধর্ম্মো বিশেষঃ। অধিকন্ত্বাকরগ্রন্থান্নেয়ম্॥৫৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

দ্বয়োরপ্যুপাসকত্বমুক্তম্। তস্মাদ্ব্যতিরিক্তঃ কো নাম ভগবৎপদস্যার্থঃ। সর্ব্বেশ্বরঃ স এবেত্যর্থঃ। অভেদতঃ সজাতীয়গুণাবলম্বনাৎ॥৫৪॥

ব্যাচষ্টে অত্রেতি; অভিন্না হ্লাদিন্যাখ্যা ভিন্না সন্ধিন্যাখ্যা। যদুক্তমাদিবারাহে—হ্লাদিন্যাখ্যা মহাশক্তিস্তদাত্মা তৎস্বরূপিণী। সন্ধিন্যাখ্যা মহাশক্তির্ভিন্না তৎ সহকারিণী॥৫৫॥

ইতি পুরুষাবতারাণাং গুণাবতারাণাঞ্চ নিরূপণম্।

যে কল্পে ব্রহ্মা ও রুদ্র ঈশ্বরকোটি হয়েন, সেই কল্পে তাঁহারা রজঃ ও তমোগুণে আবৃত থাকায় বিশুদ্ধসত্ত্বের অভাব বলিয়া তাঁহারা ইন্দ্রাদি সাধারণ দেবতাগণকে বিষ্ণুভক্তি শিক্ষাদানের নিমিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুর ভজনা করিয়া থাকেন। সুতরাং যে কল্পে ব্রহ্মা ও রুদ্রজীবকোটি হন, সেই কল্পে ব্রহ্মা রুদ্র ও শ্রীবিষ্ণুর প্রতি যে ভক্তিবিধান করিবেন, ইহাতে আর সংশয় কি আছে? শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করিতেছেন—শ্রীব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্ঘ্যোদক যে শ্রীমুকুন্দের চরণনখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া শ্রীরুদ্রের সহিত চরাচরাত্মক নিখিল জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, সেই শ্রীমুকুন্দ হইতে অন্য ভগবৎ পদার্থ কে আছেন? অর্থাৎ শ্রীমুকুন্দ ভিন্ন ভগবান্ এই পদের বাচ্য আর কি কেহ হইতে পারে?

অর্থাৎ কেহই নাই। অতএব সমগ্র ষড়ৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ ও ব্রহ্মরুদ্রাদির সেব্য বলিয়া তিনি সকলেরই পূজনীয়। অপর ব্রহ্মাদি দেবতাগণের স্বভাব ভেদবশতঃ তাঁহারা অসম। মহাবরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে মৎস্য কূর্ম্ম এবং বরাহ প্রভৃতি তত্ত্বতঃ অভেদহেতু শ্রীবিষ্ণুর সম বলিয়া কথিত এবং ব্রহ্মাদি দেবতা সকল উপাধির তারতম্য বশতঃ এবং স্বভাবের ভেদ বশতঃ অসম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রাচীন আচার্য্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজও এই প্রকার বলিয়াছেন—শ্রীপ্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিভীষণ, বলি, বেদব্যাস, অম্বরীষ প্রভৃতি শ্রীবিষ্ণুর উপাসনায় ব্রহ্মা ও রুদ্রের প্রিয়তা লাভ করিয়াছেন, এবং রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক, বৃকাসুর, ক্রৌঞ্চদৈত্য ও অন্ধক ইহারা যাঁহার ভক্ত, কেহই তাঁহার প্রিয়পাত্র নহেন এবং শ্রীহরিরও প্রিয় নহেন। এইহেতু তাঁহারা জগদ্বাসির শত্রু স্বরূপ। অপর শিব বৈষ্ণব হয় হউক, অথবা শ্রীবিষ্ণুও শৈব হয় হউক, অথবা ব্রহ্মা রুদ্র ও বিষ্ণু এইমূর্ত্তিত্রয় সমান হয় হউক, সুতরাং ব্রহ্মাও রুদ্রের ভক্তগণের এইরূপ ক্রম অবলোকন করিয়া আমরা কিন্তু কেবলমাত্র শ্রীভগবানের ভক্তগণকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করতঃ একান্তভাবে তাঁহাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করিলাম। অতএব ব্রহ্মাদিকে সম ও অসম বলিয়া শক্তিও যে সমা ও অসমা তাহাই বলিতেছেন--প্রকৃতি শক্তিরূপে অভিন্ন এবং ভিন্নহেতু সমা ও অসমা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন ॥৫৪॥

প্রকৃতি শব্দে চিচ্ছক্তি।

প্রকৃতি শক্তি যে কি পদার্থ তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—এইশ্লোকে প্রকৃতি শব্দদ্বারা চিচ্ছক্তি অর্থাৎ পরাখ্য স্বরূপ শক্তি অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীভগবানের সর্ব্বত্র অসাধরণা শক্তি ও অলৌকিক কার্য্য দৃষ্ট ও শ্রুত হওয়া যায়। তাঁহার জ্ঞান প্রবৃত্তি ও সবলে জগৎবশীভূত ইহা স্বাভাবিকী শ্রুতিতে এইরূপ কথিত হইয়াছে। অপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে, বিষ্ণুশক্তি পরা নামে অভিহিত। অপর একটি শক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি, অন্য একটি তৃতীয়া শক্তি অবিদ্যাকর্ম্ম নামে অভিহিত। এই প্রকৃতি শক্তিত্ব পুরস্কারে শ্রীবিষ্ণুর অভিন্ন এবং ভিন্নস্বরূপ হওয়ায় সমা ও অসমা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। এখানে জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে-অগ্নির যেরূপ দাহিকাশক্তি অবিচ্ছিন্নরূপে বিদ্যমান্ তদ্রূপ শ্রীভগবানের শক্তিসমূহ ও অবিচ্ছেদ্যরূপে বিদ্যমান্ আছেন, এইহেতু পরা ও স্বাভাবিকী এই দুই বিশেষণ বলা হইয়াছে। স্বরূপ, স্বভাব ও নিসর্গ একই শব্দে অভিহিত। যদিও শক্তি ও শক্তিমানের কোন প্রকার ভেদ গ্রহণ করা হয় নাই, তথাপি ইঁহার শক্তি এই প্রকার ভেদব্যবহার বিশেষবলে উপপত্তি হইয়া থাকে। যেমন সত্তা সতী, ভেদভিন্ন কাল সর্ব্বদা আছে ইত্যাদি বাক্যে সত্তা প্রভৃতির সত্তান্তরের অভাব হইলেও বিদ্বান্‌গণ তাহার ভেদ বলিয়া থাকেন। যদিবল সত্তাসতী প্রভৃতির সত্তান্তরের অভাব হইলেও বস্তুস্বভাবের দ্বারা তাহার বিভিন্নতা প্রতীতি হইয়া থাকে? তদুত্তরে বলিতেছেন—সেই স্বভাবকে আমরা এইস্থলে বিশেষ শব্দদ্বারা অভিহিত করিতেছি। বিশেষ বলিতে ভেদের প্রতিনিধি কিন্তু বাস্তবিক তাহা ভেদনহে। যেহেতু এইবিশেষ বা ভেদ প্রতিনিধি ব্যতীত বিশেষ্য ও বিশেষণভাব সিদ্ধ হইবে না। আর যদিবল সত্তাসতী প্রভৃতি যে ভেদ তাহা বুদ্ধির ভ্রমমাত্র? তাহাও বলিতে পার না, যে প্রকার সন্-ঘটঃ অর্থাৎ ঘটটি আছে, এইস্থলে ঘটের যে বিদ্যমানতাগুণ এবং ঘট একই বস্তু, তথাপি

অথ লীলাবতারাশ্চ বিলিখ্যন্তে যথামতি। শ্রীমদ্ভাগবতস্যানুসারেণ প্রায়শস্ত্বমী॥

তত্র শ্রীচতুঃসনঃ ॥১॥ শ্রীপ্রথমে (ভা° ১।৩।৬)—

"স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ। চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতম্ ॥"

চতুর্ভিরবতারোঽয়মেক এব সতাং মতঃ। সন-শব্দাৎ চতুর্দ্ধৈব চতুঃ-সন ইতি স্মৃতঃ ॥

শুদ্ধজ্ঞানস্য ভক্তেশ্চ প্রচারার্থমবাতরৎ। পঞ্চষাব্দিকবালাভো গৌরঃ কমলযোনিতঃ ॥৫৬॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

লীলাবতারান্ বক্তুমাহ—অথেতি। তানাহ তত্র শ্রীচতুঃসন ইত্যাদিভিঃ। অত্র প্রকরণে সংখ্যেয়াবতার-নাম-নির্দ্দেশোত্তরাঃ পঞ্চবিংশতিরঙ্কাঃ, তে দ্বিবিন্দবঃ পুরাতনাঃ; টীকাক্রমলাভায় নবীনাস্তু নির্বিন্দবো জ্ঞেয়াঃ। স এবেতি। সঃ—গর্ভোদকশয়ঃ কৃষ্ণস্য স্বাংশঃ। কৌমারং—চতুঃসনরূপং, সর্গম্। ব্রহ্মা—বিপ্রঃ, ভূত্বা। ইহ প্রথম-দ্বিতীয়াদিশব্দাঃ সংখ্যাপূর্ত্ত্যপেক্ষা, ন তু ক্রমাপেক্ষা। সাময়িকঃ ক্রমস্তু, তদ্গ্রন্থরচিত ইতি বোধ্যম্ ॥৫৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অথ গুণাবতারানন্তরম্। অত্র টীকা সনৎকুমারাদ্যবতারং তচ্চরিতঞ্চ আহ। কৌমার আর্যঃ প্রাজাপত্যো মানব ইত্যাদীনি সর্গবিশেষনামানি। যঃ পৌরুষং রূপং জগৃহে স এব দেবঃ কৌমারাখ্যংসর্গমাশ্রিতঃ সন্ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণো ভূত্বা ব্রহ্মচর্য্যং চচার। প্রথমদ্বিতীয়াদিশব্দা নির্দ্দেশমাত্রবিবক্ষয়েত্যেষা। অভেদত্বাভিব্যঞ্জকঃ কিন্ত্বয়মর্থঃ; অত্র পৌরুষং রূপং যো জগৃহে স পৌরুষরূপধারীত্যর্থঃ; দ্বিতীয়পুরুষস্যৈব সর্ব্বাবতারমূলকত্বাৎ। যদুক্তম্" এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়মিতি"। বিবৃণোতি দ্বাভ্যাং চতুর্ভিরিতি। কমলযোনিতো ব্রহ্মণঃ তদ্দ্বারেণাস্যাবতারতা ॥৫৬॥

ঘট ও বিদ্যমানতা পৃথক্ অনুভব হয়, এস্থলে সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ইহার শক্তি এস্থলেও আধার আধেয়তারূপে শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ প্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ উহা একই পদার্থ। আবার এই ভেদকে যদি আরোপ বল তাহাও বলা যায় না, যেমন সিংহ দেবদত্ত এইস্থলে সিংহের শৌর্য্যবিক্রমাদি গুণ দেবদত্ত নামক ব্যক্তিতে আরোপ করা হয়, কিন্তু দেবদত্ত সিংহ নয় বা সিংহও দেবদত্ত নয়, এই প্রকার শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ আরোপও নহে। কারণ সত্তা সতী নয় এই প্রকার কখনও ব্যবহার হয় না। আর যদিবল সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের যে শক্তি তাহা বিশেষ বলে অনুভব হইতেছে, এক্ষণে বলিব এ বিশেষের জ্ঞানও বিশেষ বলে হউক ? যদি এই প্রকার অনন্ত বিশেষ স্বীকার করাহয় তাহাহইলে অনবস্থা দোষদুষ্ট হয় ? তদুত্তরে সেই শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ যে বিশেষবলে অনুভব হইতেছে তাহা সেই বস্তু হইতে অভিন্ন ও নিজেই নিজেকে প্রতীতি করায়। সুতরাং বিশেষ জ্ঞানের প্রতি বিশেষান্তর স্বীকাররূপ যে অনবস্থা দোষ এস্থলে তাহা প্রযোজ্য নহে। এখানে বিশেষের বস্তু হইতে অভিন্ন এবং স্বনির্ব্বাহকত্ব ধর্ম্মিগ্রাহ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। যেমন জগৎকর্ত্তা শ্রীভগবানের ইচ্ছা, জ্ঞান কৃতিমত্ত্বাদি ধর্ম্ম শ্রুতিসিদ্ধ।

ধর্ম্মী ঈশ্বর হইতে তাহা পৃথক্ নহে। অতএব এই বিশেষবলে স্বজাতীয়, বিজাতীয় স্বগত ভেদরহিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে গুণগুণীভাব, দেহদেহিভাব, অবতার অবতারীভাব প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এস্থলে বিশেষ বলিতে অভেদবস্তুতে ভেদকার্য্যের প্রতীতিকারক যে ধর্ম্ম তাহাই জানিতে হইবে ।৫৫।

ইতি পুরুষাবতার ও গুণাবতার নিরূপণ ।

অথ লীলাবতার, তন্মধ্যে শ্রীচতুঃসন।

প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার গুণাবতার বর্ণনের পর সম্প্রতি যথামতি লীলাবতারের নামকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বলিতেছেন-আমি এই গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতানুসারেই প্রায় লীলাবতার সমূহের স্বরূপ বর্ণনা করিব। শ্রীভগবানের যে অবতার সকলে অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে সঙ্কল্পমাত্রেই বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ নিত্য-নূতন উল্লাসতরঙ্গে তরঙ্গায়িত স্বেচ্ছাধীন কার্য্যাবলী পরিদৃষ্ট হয় তাঁহাকেই লীলাবতার বলা হয়। লীলাবতার সকল পূর্ণ, অংশ ও আবেশভেদে ত্রিবিধ। এই লীলাবতারের মধ্যে প্রায়শঃ স্বাংশ ও আবেশ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ অবতার। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতারত্ব আবার ধাম ও পরিকরগণের তারতম্যানুসারে পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমাকারে অভিব্যক্ত হয়েন। তন্মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনে পরিকরাদির উৎকর্ষানুসারে পূর্ণতম-রূপে, মথুরাধামে পূর্ণতরাকারে ও দ্বারকাধামে পূর্ণাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণরূপ লীলা-বতারেই লীলাবতারের চরমোৎকর্ষ। পূর্ব্বে যে স্বয়ংরূপের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই শ্রীকৃষ্ণই সেই স্বয়ংরূপ। এই গ্রন্থে সেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, গুণ ও লীলাদির বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। অপর কল্পাবতার ও যুগাবতার সকল লীলাবতারেরই অন্তর্গত। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত লীলাবতারের বিষয় পুরাণান্তরের অপেক্ষায় বিশদ ভাবে বর্ণিত হওয়ায় প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে লীলাবতার সকল বর্ণনা করিয়াছেন। মন্বন্তরাবতার সকল লীলাবতার হইলেও তাঁহারা যেই মন্বন্তরে আবির্ভূত হয়েন সেই সেই মন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত পালন করেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে মন্বন্তরাবতার বলা হয়। যে মন্বন্তরে যিনি মন্বন্তরাবতার হন, তিনিই আবার সেই মন্বন্তরের যুগবিশেষে উপাসনাবিশেষের প্রচারার্থ যুগাবতার হইয়া থাকেন। এক সপ্ততি দিব্যযুগের কিঞ্চিদধিককালেই একটি মন্বন্তর হয়। অতএব একটি মন্বন্তরের অন্তঃপাতী বহু সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ হইয়া থাকে বলিয়াই মন্বন্তরাবতার গণই প্রায়ই যুগাবতার হয়েন। কোন কোন কল্পে উহার ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে। এই সকল বিষয়ই এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে—তন্মধ্যে শ্রীচতুঃসন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে যথা—সেই শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ প্রদ্যুম্নাখ্য গর্ভোদশায়ি দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাকে দ্বার করিয়া কৌমার অর্থাৎ সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎ কুমার এই চতুঃসনের সৃষ্টি আশ্রয় পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইয়া দুঃসাধ্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সনকাদি চারিজনের মিলনে একটি অবতার হয় এবং এই চারিজনের নামের আদিতে সন শব্দ বিদ্যমান থাকায় ইঁহাদিগকে চতুঃসন বলা হয়। ইঁহাদিগের আকৃতি পঞ্চ বা ষষ্ঠবর্ষীয় বালকের ন্যায় ও গৌরবর্ণ ইঁহারা শুদ্ধজ্ঞান ভক্তিমার্গের প্রচারের নিমিত্ত ব্রহ্মা হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই চতুঃসন গণ

শ্রীনারদঃ ॥২॥ তত্রৈব (ভাং ১।৩।৮)—

"তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ। তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ॥"

প্রবর্ত্তনায় লোকেঽস্মিন্ স্বভক্তেরেব সর্ব্বতঃ। হরির্দেবর্ষিরূপেণ চন্দ্রশুভ্রো বিধেরভূৎ॥

আবির্ভূয়াদিমে ব্রাহ্মে কল্প এব চতুঃসনঃ। নারদশ্চানুবর্ত্ততে কল্পেষু সকলেষ্বপি ॥৫৭॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

তৃতীয়মিতি। ঋষিসর্গমুপেত্য, তত্রৈব দেবর্ষিত্বং—নারদত্বঞ্চ, উপেত্যেতি যোজ্যম্। সাত্বতং তন্ত্রং—নারদপঞ্চরাত্রম্। যতঃ—তন্ত্রাৎ, কর্ম্মণাং, নৈষ্কর্ম্ম্যং—ভগবদর্পণগুণযোগাৎ পরিশোধিতবিষপারদন্যায়েন কর্ম্মবন্ধহারিত্বং ভবতি ॥৫৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তৃতীয়মিত্যস্য টীকা নারদাবতারমাহ। তৃতীয়মিতি ঋষিসর্গমুপেত্য তত্র চ দেবর্ষিত্বমুপেত্য ইত্যর্থঃ। সাত্বতং বৈষ্ণবং তন্ত্রং পঞ্চরাত্রাগমম্ আচষ্ট উক্তবান্ যতস্তন্ত্রাৎ নির্গতং কর্ম্মত্বং বন্ধহেতুত্বং যেভ্যস্তানি নিষ্কর্ম্মাণি তেষাং ভাবো নৈষ্কর্ম্ম্যং, কর্ম্মণামেব মোচকত্বং যতো ভবতি তদাচষ্ট ইত্যর্থঃ। বিবৃণোতি দ্বাভ্যাং প্রবর্ত্তনায়েতি হরির্দ্বিতীয়পুরুষঃ। বিধেরিতি স্বভক্তব্রহ্মদ্বারেণেত্যর্থঃ। আদিমে আদিভবে ॥৫৭॥

ব্রাহ্মকল্পে ব্রহ্মার মানস পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করতঃ ব্রহ্মার অধিকার পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। যে কল্পে গর্ভোদশায়ি প্রদ্যুম্নের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার প্রথম জন্ম হয়, সেই কল্পের নাম ব্রাহ্মকল্প। চতুঃসনগণের বাসস্থান ত্রিপাদবিভূতিতে শ্রীবৈকুণ্ঠলোক এবং একপাদবিভূতিতে তপোলোক। কৌমার, আর্ষ, প্রাজাপত্য মানব ইত্যাদি সৃষ্টিবিশেষের নাম। ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি কৌমার, মানব জাতির উৎপত্তির পূর্ব্বপর্য্যন্ত কৌমারগণের বিশেষ কোন কর্ম্ম থাকে না। পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মা হইতে মানবজাতির উৎপত্তির পরে তাঁহারা শুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তি প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মা হইতে কুমার ও ঋষিগণ সৃষ্টি হইয়া তাঁহার আদেশ অনুসারে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম অর্থাৎ কাম্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম। সনকাদি কুমারগণ নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম শুদ্ধজ্ঞান এবং দেবর্ষি নারদ ভক্তিযোগ-লক্ষণ পরমধর্ম্ম প্রচার করেন। সনকাদি ঋষিগণ পূর্ব্বকল্পীয় মহত্তম জীব। তাঁহারা পূর্ব্বকল্পীয় জ্ঞানী-চর ভক্ত। তাঁহারা মুক্তির অধিকারী হইয়াও মুক্তিকে তুচ্ছ করিয়া ভক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সর্ব্ব-জীবের কল্যাণের নিমিত্ত সেবাব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক পরকল্পে ভগবচ্ছক্ত্যাবিষ্ট আবেশাবতার হইয়া সসঙ্কল্পিত মহদ্‌ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। অপর এই লীলাবতার প্রকরণে সংখ্যাপূর্ব্বক অবতার বৃন্দের নাম নির্দ্দেশ করিবার অভিপ্রায়ে পঁচিশটি অঙ্কবিধান করিয়াছেন। তন্মধ্যে যে অঙ্কের উপরে দুটি বিন্দু তাহা প্রাচীনাবতার এবং যাহাতে বিন্দুনাই তাহা নবীনাবতার জানিতে হইবে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধস্থ লীলাবতার প্রকরণে যে প্রথম, দ্বিতীয়,, তৃতীয় প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে তাহা লীলাবতার সমূহের সংখ্যা পূরণের নিমিত্ত। কিন্তু উক্ত প্রথম দ্বিতীয় শব্দ লীলাবতার গণের কালিকক্রমবোধের নিমিত্ত প্রযুক্ত হয় নাই এইরূপ জানিতে হইবে ॥৫৬॥

শ্রীবরাহঃ ॥৩॥ তত্রৈব (ভাং ১।৩।৭)—

"দ্বিতীয়ন্তু ভবায়স্য রসাতলগতাং মহীম্। উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ ।।"

শ্রীদ্বিতীয়ে চ (ভাং ২।৭।১)—

"যত্রোদ্যতঃ ক্ষিতিতলোদ্ধরণায় বিভ্রৎ ক্রৌড়ীং তনুং সকলযজ্ঞময়ীমনন্তঃ ।
অন্তর্মহার্ণব উপাগতমাদিদৈত্যং তং দংষ্ট্রয়াদ্রিমিব বজ্রধরো দদার ॥" ইতি ।

দ্বিরাবিরাসীৎ কল্পেঽস্মিন্নাদ্যে স্বায়ম্ভুবান্তরে। ঘ্রাণাদ্বিধের্ধরোদ্ধৃত্যৈ চাক্ষুষীয়ে তু নীরতঃ ॥
হিরণ্যাক্ষং ধরোদ্ধারে নিহন্তং দংষ্ট্রিপুঙ্গবঃ। চতুষ্পাৎ শ্রীবরাহোঽসৌ নৃবরাহঃ ক্বচিন্মতঃ ॥৫৮॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

দ্বিতীয়ন্থিতি। অস্য—বিশ্বস্য, ভবায়—উদ্ভবায় বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরনির্ণয়াৎ প্রলয়ে রসাতলগতাং মহীমুদ্ধরিষ্যন, স দেবঃ শৌকরং বপুঃ, উপাদত্ত - প্রকটিতবান্। স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরীয়োঽয়মবতারঃ। চাক্ষুষ-মন্বন্তরীয়ং তমাহ, যত্রেতি। ক্রৌড়ীং—শৌকরীং, তনুং বিভ্রৎ—প্রকটয়ন্ উপাগতং—মিলিতম্, আদি-দৈত্যং—হিরণ্যাক্ষং দংষ্ট্রয়া দদার—বিদীর্ণং চকার. নন্থ প্রথমস্কন্ধবাক্যে ধরোদ্ধারায় বরাহো যঃ, স কস্মাৎ কদা অভূৎ ? দ্বিতীয়স্কন্ধবাক্যে চ ধরামুদ্ধর্তুং জাতঃ সন্ হিরণ্যাক্ষং ন্যবধীৎ, স চ কস্মাৎ কদা অভূৎ তত্র তত্র চ কিংবর্ণ কিমাকারশ্চ সঃ ? ইতি সন্দেহং ছেত্তুমাহ, দ্বিরিতি। যাবন্মৎস্যাবতারম্, অস্মিন্—ব্রাহ্মে কল্পে, বরাহো দ্বিরাবিরাসীৎ। তত্রাদ্যে স্বায়ম্ভুবীয়েঽন্তরে বিধের্ঘ্রাণাজ্জাতো ধরামুদ্দধার, যঃ প্রথমবাক্যেনোক্তঃ ; যস্তু দ্বিতীয়বাক্যেনোক্তঃ, স তু চাক্ষুষীয়ে ষষ্ঠেঽন্তরে নীরাজ্জাতঃ সন্ ধরামুদ্দধার হিরণ্যাক্ষঞ্চ জঘানেতি। নীরত ইত্যপূর্ব্বত্বম্। ক্বচিৎ—পাদ্মাদৌ ॥৫৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

দ্বিতীয়ন্তু ইত্যত্র টীকা ; অস্য বিশ্বস্য ভবায় উদ্ভবায়। মহীমুদ্ধরিষ্যন্নিতি কর্ম্মোক্তিঃ। এবং সর্ব্বত্রাবতারস্তৎকর্ম্ম চোক্তমিত্যনুসন্ধেয়মি"ত্যেষা। উপাদত্ত স্বীকৃতবান্। যত্রেতি টীকা—"যত্র যদা ক্ষিতিতলোদ্ধরণার্থং বারাহীং তনুং বিভ্রৎ সন্নুদ্যতোঽনন্তস্তদা তং প্রসিদ্ধং হিরণ্যাক্ষং দংষ্ট্রয়া দদারে"ত্যেষা স্বামিকৃতা। তং কীদৃশং অন্তর্মহার্ণবস্যান্তর্মধ্যে উপাগতমুপস্থিতম্ অদ্রিমিবেত্যুপমা। প্রাক্কল্পাগত-স্তত্তৎক্রিয়াস্মরণার্থা। বিবৃণোতি যাবন্মৎস্যাবতারং দ্বিরিতি, অস্মিন্ কল্পে শ্বেতবরাহকল্পে। বিধের্ঘ্রাণা-দিতি স্বভক্তবিধিদ্বারেণেত্যর্থঃ। চাক্ষুষীয়ে ষষ্ঠমন্বন্তরে নীরত ইত্যপূর্ব্বত্বম্। ধরোদ্ধার ইতি নিমিত্ত-সপ্তমী ধরোদ্ধারং কর্ত্তুমিত্যর্থঃ। ক্বচিৎ পাদ্মাদৌ ॥৫৮॥

শ্রীনারদ ।

সেই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধেই শ্রীনারদ ঋষির লীলাবতারত্ব বর্ণিত হইয়াছেন— যাঁহার নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার সৃষ্টি হইয়াছিল সেই গর্ভোদশায়ি বিষ্ণু মরীচ্যাদি ঋষিসৃষ্টির মধ্যে দেবর্ষিনারদরূপে অবতীর্ণ হইয়া যাহা হইতে শ্রীভগবানে অর্পণরূপ ও গুণসংযোগে শোধিতপারদন্যায়ে কর্ম্মের বন্ধন মোচকতা হয়,

তাদৃশ সাত্ত্বততন্ত্র অর্থাৎ শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র নামক বৈষ্ণবতন্ত্র প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। ইহলোকে সর্ব্বতোভাবে স্বীয় শুদ্ধাভক্তি প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত শ্রীহরি ব্রহ্মাকে দ্বার করিয়া চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ-শ্রীনারদরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সনকাদি চতুঃসনগণ ও শ্রীনারদ প্রথম ব্রাহ্মকল্পে আবির্ভূত হইয়া মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত সকল কল্পেই ব্রহ্মার ন্যায় অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। মর্ম্মার্থ এই যে ব্রহ্মা হইতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতো, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশজন ব্রহ্মর্ষি সৃষ্ট হন। এই দশজনের সৃষ্টির নাম আর্যসর্গ বা ঋষিসৃষ্টি। শ্রীনারদ এই দশজনের মধ্যে সৃষ্ট বলিয়া তাঁহাকে মূলে ঋষিসর্গ নামে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীনারদ প্রথম ব্রাহ্মকল্পে ব্রহ্মা হইতে প্রথমে শ্রীভগবদ্ভক্তি শক্ত্যাবিষ্ট আবেশাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মার অধিকার পর্য্যন্ত অবস্থান করেন ও মহাপ্রলয়ে শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী হয়েন। শ্রীনারদ শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী হইয়াও বীণাযন্ত্র সহকারে শ্রীহরির গুণগান করিতে করিতে অব্যাহতগতিতে ব্রহ্মাণ্ডস্থ চতুর্দ্দশলোকে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকেন ॥৫৭॥

শ্রীবরাহ।

সেই প্রথম স্কন্ধেই-এই বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্ত যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণু মন্বন্তর প্রলয়ে রসাতল গামিনী পৃথিবীর উদ্ধারের নিমিত্ত দিব্য বরাহমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা শ্রীবরাহদেবের স্বায়ম্ভুবীয় অবতার বলা হইল। পুনরায় বরাহদেবের চাক্ষুষীয় অবতার বলিতেছেন—যথা শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে-স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অনন্ত শ্রীবিষ্ণু মন্বন্তর প্রলয়ে জলধিমগ্না পৃথিবীর উদ্ধারার্থে উদ্যত হইয়া যেকালে যজ্ঞময় বরাহমূর্ত্তি প্রকটিত করেন, সেইকালে ইন্দ্র যেমন বজ্রদ্বারা পর্ব্বত সকল বিদারিত করেন, তদ্রূপ মন্বন্তর প্রলয়বারিধি মধ্যে যুদ্ধের নিমিত্ত সমীপে সমাগত আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দন্তের দ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে অবগত হওয়া যায় পৃথিবী উদ্ধারার্থ দিব্য বরাহমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আবার দ্বিতীয় স্কন্ধের সংবাদে জানা যায় পৃথিবী উদ্ধারার্থ শ্রীবরাহদেব আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আশঙ্কা এই যে – যিনি প্রথমস্কন্ধোক্ত বরাহদেব তিনি কোথা হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং কোনসময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর যিনি দ্বিতীয়স্কন্ধোক্ত বরাহদেব তিনি বা কোথা হইতে এবং কবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন? এবং সেই সেই অবতারে বরাহদেবের বর্ণই বা কিরূপ ছিল? আকারও বা কিরূপ ছিল? এই সমস্ত সংশয় ছেদনের নিমিত্ত বলিতেছেন ব্রাহ্মকল্পে শ্রীবরাহদেব দুইবার অবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রথমবারে স্বায়ম্ভুবীয় মন্বন্তরে ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। অপর দ্বিতীয়বারে দ্বিতীয় স্কন্ধোক্ত শ্রীবরাহ চাক্ষুষীয় মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারের নিমিত্ত জল হইতে আবির্ভূত হইয়া প্রচেতস দক্ষের দৌহিত্র আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন। শ্রীধরাদেবীর উদ্ধারকালীন হিরণ্যাক্ষকে নিহত করিবার নিমিত্ত এই দিব্যবরাহ চতুষ্পাদ এবং কখন কখন অর্থাৎ পাদ্মকল্পে নৃবরাহও হইয়া থাকেন ॥৫৮॥

কদাচিজ্জলদশ্যামঃ কদাচিচ্চন্দ্রপাণ্ডুরঃ। যজ্ঞমূর্ত্তিঃ স্থবিষ্ঠোঽয়ং বর্ণদ্বয়যুতঃ স্মৃতঃ ॥৫৯॥

দক্ষাৎ প্রাচেতসাৎ সৃষ্টিঃ শ্রূয়তে চাক্ষুষেঽন্তরে। অতস্তত্রৈব জন্মাস্য হিরণ্যাক্ষস্য যুজ্যতে ॥

তথাহি শ্রীচতুর্থে (ভা° ৪।৩০।৪৯)—

"চক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্‌সর্গে কালবিদ্রুতে। যঃ সসর্জ্জ প্রজা ইষ্টাঃ স দক্ষো দৈবচোদিতঃ।

উত্তানপাদবংশ্যানাং তনয়স্য প্রচেতসাম্। দক্ষস্যৈব দিতিঃ পুত্রী হিরণ্যাক্ষো দিতেঃ সুতঃ ॥

কল্পারম্ভে তদা নাস্তি সুতোৎপত্তির্মনোরপি। ক্বাসৌ প্রাচেতসো দক্ষঃ ক্ব দিতি ক্ব দিতেঃ সুতঃ।

অতঃ কালদ্বয়োদ্ভূতং শ্রীবরাহস্য চেষ্টিতম্। একত্রৈবাহ মৈত্রেয়ঃ ক্ষত্তুঃ প্রশ্নানুরোধতঃ ॥৬০॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

কদাচিদিতি— আদ্যে আদ্যতা, দ্বিতীয়ে দ্বিতীয়তা ॥৫৯॥

নন্বু চাক্ষুষেঽন্তরে বরাহো নীরাদাবিভূর্য় আদিদৈত্যং জঘানেত্যেতৎ 'যত্র' ইতি বাক্যাৎ ন প্রতীতমিতি চেৎ? তত্রাহ, দক্ষাদিতি। অত্র প্রমাণং, চাক্ষুষে ত্বিতি। দৈবেন—পরেশেন, চোদিতঃ—প্রেরিতঃ। নন্বু তত্রৈব চাক্ষুষেঽন্তরে হিরণ্যাক্ষস্য জন্মেতি কথং মন্তব্যম্? তত্রাহ, উত্তানপাদেতি। নন্বু স্বায়ম্ভুবীয়েঽন্তরে প্রাদুর্ভূতো বরাহো হিরণ্যাক্ষং জঘানেতি কুতো ন মন্যতে? তত্রাহ কল্পারম্ভে তদেতি কল্পস্য—ব্রাহ্মস্য, আরম্ভে—স্বায়ম্ভুবীয়েঽন্তরে, মনোরপি স্বায়ম্ভুবস্য সুতোৎপত্তির্নাস্তি—মনোঃ সুতাভ্যাং সুতাসু চ উৎপত্তিস্তদা ন, কেবলং মনোঃ কন্যাপুত্রাদীনামুৎপত্তিদর্শনাৎ। এবঞ্চেৎ ক্বাসাবিত্যাদি এতদুক্তং ভবতি—স্বায়ম্ভুবস্য মনোরুত্তানপাদঃ পুত্রঃ, তদ্বংশোদ্ভবাঃ প্রচেতসঃ, তেষাং তনয়ো দক্ষঃ, তস্য পুত্র্যাং দিত্যাং কশ্যপাৎ হিরণ্যাক্ষোঽভূদিতি কথাস্তি ; ততশ্চাতিচিরকালোত্তরজাতং হিরণ্যাক্ষং স্বায়ম্ভুবীয়েঽন্তরে জাতো বরাহো জঘানেতি ন সম্ভবতি। তস্মাৎ তত্র জাতোঽসৌ ধরোদ্ধারমাত্রং চকার, ইত্যেব বক্তব্যম্। নন্বু স্বায়ম্ভুবীয়ে ধরোদ্ধারমাত্রং চকার, চাক্ষুষীয়ে তু ধরোদ্ধার-দৈত্যবধৌ ইতি বিবেকস্তৃতীয়স্কন্ধে নোপলভ্যতে? তত্রাহ, অত ইতি—বিবেকস্য সাধিতত্বাদেব, কালদ্বয়োদ্ভূতং বরাহ-চেষ্টিতং মিথো বিবিক্তমপি তদবতারত্বসামান্যাৎ একীকৃত্য, ক্ষত্তঃ—বিদুরস্য, প্রশ্নানুরোধাৎ মৈত্রেয়োঽব্রবীদিতি ন কাচিদনুপপত্তিঃ ॥ ৬০ ॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

কদাচিদিতি ; আদ্যে আদ্যস্য, দ্বিতীয়ে দ্বিতীয়স্য ॥৫৯॥

প্রাচেতসাৎ প্রচেতসাং পুত্রাৎ। দৈবচোদিতঃ দৈবপ্রেরিতঃ। উত্তানপাদবংশোদ্ভবানাং প্রচেতসাং পুত্রস্য দক্ষস্য দিতিঃ পুত্রীত্যন্বয়ঃ। মনোঃ সুতাভ্যাং সুতাসু চ উৎপত্তিস্তদানীং কেবলং মনোঃ কন্যাপুত্রাণাং উৎপত্তিদর্শনাৎ। যদুক্তং ব্রহ্মাণ্ডে "সহাপত্যঃ সদারশ্চ মনুর্ব্রহ্মাণমুক্তবান্। স্থানং বিনা প্রভো বৃদ্ধিঃ প্রজানাং ন হি জায়ত ইতি। শ্রীভাগবতাদিমতে তদানীং মনোরপত্যমাত্রমপি নাভূদিতি পরীক্ষ্যম্। ক্ষত্তঃ শ্রীবিদুরস্য ॥৬০॥

যজ্ঞমূর্ত্তি এই বরাহদেব কদাচিৎ মেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর কদাচিৎ চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। অতএব এই বৃহদাকার যজ্ঞ বরাহমূর্ত্তির কৃষ্ণবরাহ ও শ্বেতবরাহ ভেদে দ্বিবিধ অবতার ।৫২॥

যদিবল চাক্ষুষীয় মন্বন্তরে শ্রীবরাহদেব জল হইতে আবির্ভূত হইয়া আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন ইহা "যত্রোদ্যত" এই পূর্ব্বোক্ত শ্লোক হইতে কিন্তু স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রচেতসদিগের পুত্র দক্ষ হইতে প্রজা সৃষ্টি হয়, ইহা ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রবণ করা যায়। সুতরাং সেই চাক্ষুষ মন্বন্তরেই হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয় ইহা যুক্তি সঙ্গত। ইহার প্রমাণে শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে বলিয়াছেন— মহদবজ্ঞা জনিত অপরাধে বা ভগবতী সতীদেবীর শাপে দক্ষের পূর্ব্বদেহ বিনষ্ট হইলে চাক্ষুষ মন্বন্তরে পুনরায় সেই দক্ষ প্রচেতসদিগের অর্থাৎ ধ্রুববংশীয় প্রাচীন বর্হি-রাজার পুত্রদিগের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের প্রেরণায় অভিমত প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আর যদিবল সেই চাক্ষুষ মন্বন্তরে হিরণ্যাক্ষের জন্ম কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতে-ছেন —উত্তানপাদ বংশসম্ভূত প্রচেতসদিগের পুত্র দক্ষ, দক্ষের কন্যা দিতি, হিরণ্যাক্ষ দিতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পুনরায় যদিবল স্বায়ম্ভুবীয় মন্বন্তরে শ্রীবরাহদেব আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যাক্ষকে নিহত করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতেছ না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সেই সময় আদি বরাহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মকল্পের আরম্ভে স্বায়ম্ভুবীয় মন্বন্তরে ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপারাণী প্রকটিত হয়, তাঁহাদের প্রার্থনায় ধ্যান মগ্ন ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে শ্রীবরাহদেব আবি-র্ভূত হয়েন এবং তিনি পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। সেইকালে স্বায়ম্ভুবমনুর পুত্র ও কন্যা হইতে পুত্র উৎপন্ন হয় নাই, অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ হইতে, এবং তাঁহার কন্যাগণ আকূতি প্রসূতি ও দেবহুতিতে—কোন সন্তানের উৎপত্তি হয় নাই এবং মনুর যে দুই পুত্র উত্তানপাদ ও প্রিয়ব্রত তাঁহাদেরও পুত্র উৎপন্ন হয় নাই, কেবল মনুর পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং শ্রীবরাহদেব যখন পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন সেই সময় স্বায়ম্ভুবমনুর পুত্র জাত না হওয়ায় স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষ কোথায়? অর্থাৎ কোথায় বা দিতি, আর কোথায় বা দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ। এবিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদ, তাঁহার বংশে প্রচেতাগণ, তাঁহাদের পুত্র দক্ষ প্রজাপতি, তাঁহার ষাটটি কন্যার মধ্যে দ্বাদশ কন্যা কশ্যপ বিবাহ করেন। কশ্যপস্ত্রী দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ জন্ম গ্রহণ করেন। এইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে অবগত হওয়া যায় সুতরাং স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আবির্ভূত শ্রীবরাহদেবের বহুকাল পরে জন্ম গ্রহন করিয়াছেন যে হিরণ্যাক্ষ, তাঁহাকে বধ করিয়াছেন ইহা সম্ভব হইতে পারে না। তবে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শ্রীবরাহদেব আবির্ভূত হইয়া কেবল ধরিত্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন ইহাই জানিতে হইবে। আর যদিবল স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে কেবল পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং চাক্ষুষ-মন্বন্তরে শ্রীবরাহদেব পৃথিবী উদ্ধার ও আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষ বধ, এই দুই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত সংবাদে ইহা সুস্পষ্ট অবগত হওয়া যায় না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—মৈত্রেয় ঋষি

মধ্যে মন্বন্তরস্যৈব মুনেঃ শাপান্মনুং প্রতি। প্রলয়োঽসৌ বভূবেতি পুরাণে ক্বচিদীর্য্যতে ॥
অয়মাকস্মিকো জাতশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ। প্রলয়ঃ পদ্মনাভস্য লীলয়েতি চ কুত্রচিৎ ॥৬১॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নন্বু প্রলয়ংবিনা ধরায়া মজ্জনং ন স্যাৎ ; ততঃ প্রলয়শূন্যে স্বায়ম্ভুবীয়ে তস্যা অমজ্জনাৎ কিমর্থং তত্র বরাহোঽভূদিতি চেৎ ? তত্রাহ মধ্যে ইতি। মনুং স্বায়ম্ভুবং প্রতি মুনেঃ অগস্ত্যস্য শাপাৎ তন্মধ্যে প্রলয়ো বভূব, তেন মগ্নায়া ধরায়া উদ্ধারায় বরাহাবির্ভাবঃ। পুরাণে-মাৎস্যে নন্বু চাক্ষুষীয়ে কেন হেতুনা প্রলয়োঽভূৎ, যেন ধরায়া মজ্জনম্? তত্রাহ অয়মিতি। ভগবদিচ্ছয়া অকস্মাৎ প্রলয়োঽভূৎ, তেন তস্যা মজ্জনং তদুদ্ধারায় তদাবির্ভাব ইতি। কুত্রচিৎ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ। পুরাণদ্বয়বচনানি তু-মৃগ্যাণি ॥৬১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

মুনেরগস্ত্যস্য। ক্বচিৎ পুরাণে—মৎস্যপুরাণে। চাক্ষুষস্য মনোরন্তরে মধ্যে। কুত্রচিৎ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ ॥৬১॥

বিদুরের প্রশ্নের অনুরোধে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ও চাক্ষুষমন্বন্তরে শ্রীবরাহদেবের বিভিন্নাকারে লীলা হইয়াছিল, সেই দুই লীলাকে পৃথক্ পৃথকরূপে নির্দ্দেশ না করিয়া একত্র সামান্যাকারে বরাহ অবতার মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥৬০॥

যদিবল প্রলয় ব্যতীত পৃথিবীর কখনও জলে নিমজ্জন সম্ভব নহে, সুতরাং প্রলয়শূন্য স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথিবী জলে নিমজ্জিত না হওয়ায় সেইকালে শ্রীবরাহদেব কি নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—মৎস্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে স্বায়ম্ভুব মনুর প্রতি অগস্ত্য ঋষির শাপবশতঃ অসময়ে মন্বন্তর মধ্যেই প্রলয় হইয়াছিল, সেই সময়ে শাপদ্বারা প্রলয়ে নিমগ্না পৃথিবীর উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীবরাহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর যদি বল চাক্ষুষ মন্বন্তরে বা কি নিমিত্ত প্রলয় হইয়াছিল? যেজন্য পৃথিবী প্রলয়জলধিতে নিমগ্না হইয়াছিল? তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রীবিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরাদিতে বর্ণিত হইয়াছে যে চাক্ষুষমন্বন্তরের মধ্যে শ্রীভগবানের ইচ্ছাবশতঃ অথবা লীলাবশতঃ অকস্মাৎ এই প্রলয় সংঘটিত হইয়াছিল। সেইহেতু প্রলয়নিমগ্না পৃথিবীর উদ্ধারার্থ শ্রীবরাহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মর্ম্মার্থ এই যে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে শ্রীবরাহদেব নিত্য বিরাজিত আছেন, কিন্তু ধর্ম্ম স্থাপনার্থ সময়ে সময়ে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আবির্ভূত হয়েন। বরাহাদি তির্য্যগ্‌রূপী বা নৃবরাহাদি মিশ্ররূপী অবতার সকল কাল্পনিক নহে। কারণ উঁহাদিগের মন্ত্রোপাসনাদি তন্ত্রশাস্ত্রে ও শতপথ ব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয়সংহিতায় এবং বৃহদারণ্যক প্রভৃতি বেদশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, এবং পুরাণশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন কল্পের কথা উক্ত হইয়াছে। কোন্ কল্পে কোন্ বিষয় কিরূপ ছিল, তাহা কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে নাই। বিশেষতঃ পুরাণে অনেক উচ্চতর লোকাধিবাসিগণের চরিত্র উক্ত হইয়াছে। ঐসকল লোকের কার্য্যাবলী বর্ত্তমান জগদ্বাসিগণের পক্ষে অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। কারণ বিভিন্নলোকে বিভিন্ন শরীর। যেমন সূর্য্যলোকে তৈজস

সর্ব্বমন্বন্তরস্যান্তে প্রলয়ো নিশ্চিতং ভবেৎ। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ত্বেতৎ মার্কণ্ডেয়েন ভাষিতম্ ॥৬২॥

তথাহি—

"মন্বন্তরে পরিক্ষীণে দেবা মন্বন্তরেশ্বরাঃ। মহর্লোকমথাসাদ্য তিষ্ঠন্তি গতকল্মষাঃ ॥
মনুশ্চ সহ শক্রেণ দেবাশ্চ যদুনন্দন!। ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যন্তে পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্ ॥
ভূতলং সতলং বজ্র! তোয়রূপী মহেশ্বরঃ। ঊর্ম্মিমালী মহাবেগঃ সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
ভূর্লোকমাশ্রিতং সর্ব্বং তদা নশ্যতি যাদব!। ন বিনশ্যন্তি রাজেন্দ্র! বিশ্রুতাঃ কুলপর্ব্বতাঃ ॥
নৌর্ভূত্বা তু তদা দেবী মহী যদুকুলোদ্বহ!। ধারয়ত্যথ বীজানি সর্ব্বাণ্যেবাবিশেষতঃ ॥
ভবিষ্যশ্চ মনুস্তত্র ভবিষ্যা ঋষয়স্তথা। তিষ্ঠন্তি রাজশার্দ্দূল! সপ্ত তে প্রথিতা ভুবি ॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

স্বায়ম্ভুবীয়ে চাক্ষুষীয়ে চ অন্তরে ধরা প্রলয়াম্ভসি মগ্না অভূৎ, তদুদ্ধারায় বরাহো দ্বিঃ আবির্ভূব বস্তুতস্তু সর্ব্বেষাং মন্বন্তরাণামবসানে প্রলয়ো ভবেদেব, তত্র তত্র ধরা প্রলয়াম্ভসা অদৃশ্যা তিষ্ঠেৎ, ন তু প্রলয়াম্ভসি নিমজ্জেৎ, ইতি মুখ্যং মতং দর্শয়িতুমাহ-সর্ব্বেতি ॥৬২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

প্রলয়স্য সময়যুক্তিমাহ সর্ব্বেতি ॥৬২॥

শরীর, প্রেতলোকে বায়বীয় শরীর, বরুণলোকে জলীয়শরীর, এবং মনুষ্যলোকে পার্থিব শরীর। বিভিন্ন-লোকের তুলনায় পরস্পর স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে উহাদের পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। লক্ষাধিক বৎসরের অতীত ঘটনাবলী এবং স্বর্গাদি উচ্চতর লোকের ঘটনাসকল ইদানীন্তন ঐতিহাসিকযুগীয় ঘটনাসমূহের সহিত এবং পৃথিবীর ঘটনাবলীর সহিত তুলনায় সমালোচিত হওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে। মানবের দর্শন বিজ্ঞান যাহা স্বপ্নেও অনুভব করে নাই, এমন অনেক বিষয় কি অনাদি অনন্ত বিপুল বিশ্বরাজ্যে থাকিতে পারে না? উহা থাকিতে পারে না বলিয়া মনে করাও ধৃষ্টতার কার্য্য বা দাম্ভিকতার পরিচয় মাত্র। সীমাবদ্ধ স্থূলদৃষ্টিতে যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, উত্তরোত্তর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব বিবেচনা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। দম্ভাহঙ্কার বিশিষ্ট হইয়া বৈদিক বা পৌরাণিক ঘটনাবলীর প্রকারান্তরে অর্থকল্পনা করিতে যাওয়াও অপরাধ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে এবং একটি কল্পিতরূপক সজ্জিত করিতে চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা মাত্র ॥৬১॥

স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে এবং চাক্ষুষমন্বন্তরের মধ্যে ধরিত্রী প্রলয়জলধিতে নিমগ্না হইয়াছিলেন এবং তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীবরাহদেব দুইবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ সমস্ত মন্বন্তরের অবসানে প্রলয় অবশ্যই হইবে। সেই সময় ধরাদেবী প্রলয় জলদ্বারা অদৃশ্য হইয়া থাকেন, কিন্তু প্রলয়জলে নিমগ্না হয়েন না, এই মুখ্য-মতকে দেখাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন—সকল মন্বন্তরের শেষে নিশ্চয় প্রলয় হইয়া থাকে, একথা শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে মার্কণ্ডেয় ঋষি অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রনাভকে বলিয়াছিলেন ॥৬২॥

মৎস্যরূপধরো বিষ্ণুঃ শৃঙ্গী ভূত্বা জগৎপতিঃ। আকর্ষতি তু তাং নাবং স্থানাৎ স্থানন্তু লীলয়া॥
হিমাদ্রিশিখরে নাবং বদ্ধা দেবো জগৎপতিঃ। মৎস্যস্তদৃশ্যো ভবতি তে চ তিষ্ঠন্তি তত্রগাঃ॥
কৃততুল্যং ততঃ কালং যাবৎ প্রক্ষালনং স্মৃতম্।
আপঃ শমমথো যান্তি যথাপূর্ব্বং নরাধিপ !।
ঋষয়শ্চ মনুশ্চৈব সর্ব্বং কুর্ব্বন্তি তে তদা ॥৬৩॥ ইতি।

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

বিষ্ণুধর্ম্মোক্তিং দর্শয়িতুমাহ তথাহীতি। মন্বন্তরেঽতীতে শক্রাদীনামধিকারে ক্ষীণে সতি, মন্বন্তরেশ্বরা দেবা মহর্লোকমাসাদ্য, প্রলয়োদধিং পশ্যন্তস্তিষ্ঠন্তি। ততঃ ব্রহ্মলোকং—সত্যং, প্রপদ্যন্তে। কীদৃশমিত্যাহ পুনরাবৃত্তিভিঃ—সম্মুখযুদ্ধমৃতৈঃ, দুর্ল্লভং—দুঃখেন লভ্যম্। তে তত্র চিরং ন বসন্তি, পুণ্যক্ষয়ে তস্মাৎ পতন্তি, "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।" (গী° ৮।১৬,) ইতি স্মৃতেঃ। অধিকারিণস্তু তত্রৈব নিবসন্তো ব্রহ্মণা সহ বিমুচ্যন্তে; "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্। (ভা ৩।৩২।১০। স্বা° টী°) ইতি স্মৃতেঃ। প্রতিসঞ্চরঃ—প্রাকৃতিকঃ প্রলয়ঃ। ভূতলং—পৃথিবীং তলেন—পৃথিব্যধোভাগেন পাতালসপ্তকেন, সহিতমিত্যর্থঃ। বজ্রেতি—কৃষ্ণপ্রপৌত্রস্য সম্বোধনম্। সর্ব্বং—বস্তু, নশ্যতি। কুলপর্ব্বতাঃ হিমালয়াদয়োঽষ্টৌ ন বিনশ্যন্তি, কিন্তু দেবৈর্দৃশ্যমানা বর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। মহী দেবী—ধরাধিষ্ঠাত্রী বরাহপত্নী। ঋষয়ঃ সপ্তেত্যন্বয়ঃ। তত্র—নাবি। তত্রগাঃ ইতি—নাবি স্থিতা ইত্যর্থঃ। কৃততুল্যং—সত্যযুগসমম্। সর্ব্বং কুর্ব্বন্তি—প্রজাসর্জ্জন-তৎপালনাদিকার্য্যং প্রবর্ত্তয়ন্তীত্যর্থঃ ॥৬৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

আসাদ্য প্রাপ্য। যদুনন্দন হে বজ্র! ব্রহ্মলোকং মহর্লোকং। কীদৃশং, পুনরাবৃত্তং জন্ম যেষামস্তি তে পুনরাবর্ত্তিনস্তেষাং দুর্ল্লভং। তলেন পৃথিবীতলেন পাতালসপ্তকেন সহ বর্ত্তমানম্। তলশব্দস্য পরিচ্ছন্নপরিমাণবদ্দেশবিশেষস্যৈব বাচ্যত্বাৎ। ভূতলমিত্যত্র স্বরূপে তলপ্রত্যয়ঃ। কুলপর্ব্বতা হিমালয়াদয়োঽষ্টৌ। অবিশেষতঃ সামান্যানি। জগৎ ভূশক্তিস্তস্যাঃ পতিঃ জগতাং ব্রহ্মাণ্ডানাং বা পতিরতএব ন পৌনরুক্ত্যম্ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বাক্যকে দেখাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন—মন্বন্তর কাল অতীত হইলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের অধিকার চ্যুত হইলে সেই সময় নিষ্পাপ মন্বন্তরাধিপতি দেবতাগণ মহর্লোকে গমনকরতঃ প্রলয়জলধি দর্শন করিতে করিতে সেই মহর্লোকে বাস করিয়া থাকেন। হে যদুনন্দন বজ্র! তাহার পর ইন্দ্রের সহিত মন্বন্তরাধিপ মনু ও দেবতাসকল সম্মুখযুদ্ধে মৃত ব্যক্তিদিগের দুর্লভ সত্যলোককে আশ্রয় করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা চিরকাল সেখানে অবস্থান করিতে পারেন না, পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় পতিত হইয়া থাকেন। কিন্তু আধিকারিক ব্যক্তিগণ সেই লোকে ব্রহ্মার আয়ুঃকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হইয়া যান। শ্রীমদ্ভাগবতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে প্রাকৃতিক প্রলয়ের অন্তে

মনোরন্তে লয়ো নাস্তি মনবেঽদর্শি মায়য়া। বিষ্ণুনেতি ব্রুবাণৈস্তু স্বামিভির্নৈষ মন্যতে ॥৬৪॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অত্র শ্রীধরস্বামিনাং মতমাহ, (ভাং ১।৩।১৫, ৮।২৪।৪৬ স্বাং টীং) মনোরিতি। মনোরন্তে লয়ো নাস্তি, কিন্তু কল্পান্ত এবেত্যর্থঃ। মায়য়েতি—স্বাপ্নিকবৎ প্রাতীতিক ইত্যর্থঃ। এষঃ—মন্বন্তরপ্রলয়ঃ। ইদং বিষ্ণুধর্ম্মেণ বিরুধ্যতে ॥৬৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

মনোরন্তে লয়ো নাস্তি কিন্তু কল্পান্তে। যদ্যপি মন্বন্তরাবসানে প্রলয়ো নাস্তি তথাপি কেনচিৎ কৌতুকেন সত্যব্রতায় মায়া দর্শিতা যথা অকাণ্ডে মার্কণ্ডেয়ায়েতি দ্রষ্টব্যমিতি। "রূপং স জগৃহ (ভা ১।৩। ১৫) ইত্যত্র ইতি ব্রুবাণৈঃ স্বামিভিঃ, এষ মন্বন্তরান্তে লয়ঃ, ন মন্যতে ॥৬৪॥

আধিকারিগণ সকলে ব্রহ্মার সহিত পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। হে বজ্র! তৎকালে জলরূপিনারায়ণ মহাবেগশালি সমুদ্ররূপে সপ্তপাতালের সহিত পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন। যে যাদব! তখন পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুই বিনষ্ট হইয়া যায়, কেবলমাত্র মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য পারিজাত্র ও হিমালয় এই অষ্ট প্রসিদ্ধ কুল পর্ব্বত বিনষ্ট হয় না। হে যদুকুলোদ্বহ! সেই সময়ে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী বরাহদেবের পত্নী নৌকারূপ ধারণ করিয়া সকল শস্যাদির বীজ রক্ষা করেন। হে রাজেন্দ্র! ভাবি মনু এবং প্রসিদ্ধ সপ্তর্ষি সকল সেই নৌকায় অবস্থান করেন। তৎকালে জগৎপতি বিষ্ণু একশৃঙ্গধারি মৎস্য-রূপ প্রকট পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে সেই নৌকা একস্থান হইতে অন্যস্থানে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। অনন্তর জগৎপতি মৎস্যরূপি শ্রীহরি হিমালয় পর্ব্বতের শিখরে সেই নৌকা বন্ধন করিয়া অদৃশ্য হন। যত কাল পর্য্যন্ত প্রলয়জল অপসৃত হইয়া সত্যযুগের সদৃশ কাল আগমন না করে ততদিন ভাবিমনু ও সপ্ত-র্ষিগণ সেই নৌকাতেই অবস্থান করেন। হে নরাধিপ! অনন্তর প্রলয়জলরাশি পূর্ব্বের ন্যায় উপশমিত হইলে মনু ও ঋষিগণ পূর্ব্বের ন্যায় প্রজাসৃষ্টি ও পালনাদি কার্য্য প্রবর্ত্তিত করিতে থাকেন ॥৬৩॥

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের মত বলিতেছেন—তিনি বলেন মন্বন্তরের অবসানে প্রলয় হয় না। যদিও মন্বন্তরের অবসানে প্রলয় নাই, কিন্তু চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে শ্রীভগবান্ মায়াদ্বারা স্বপ্নের ন্যায় অর্থাৎ প্রাতিভাবিক বিষয়ের ন্যায় সত্যব্রত রাজাকে এবং ভাবি বৈবস্বত মনুকে প্রলয় দেখাইয়াছিলেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করাইয়া বলিতেছেন শ্রীধরস্বামিপাদ মন্বন্তরের অন্তে প্রলয় স্বীকার করেন না কিন্তু কল্পের অবসানেই প্রলয় হইয়া থাকে এইরূপ বলিয়া থাকেন। প্রলয় শব্দে সাধারণতঃ ত্রৈলোক্য বিনাশকে বোধ করায়। এই প্রলয় নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, অত্যন্তিক ও নিত্যভেদে চারি প্রকার। তন্মধ্যে ব্রহ্মার একদিনের অন্তে যে প্রলয় হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক বা দৈনন্দিন প্রলয় বলে। সত্যাদি-চতুর্যুগসহস্রে ব্রহ্মার একদিন হয়, ঐ একদিনের নাম এক কল্প। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এককল্প হয়। কিঞ্চিৎ অধিক এক সপ্ততি চতুর্যুগে একমন্বন্তর হয়। এক একজন মনুর অধিকৃত কালের নাম মন্বন্তর। ব্রহ্মার

শ্রীমৎস্যঃ ॥৪॥ শ্রীপ্রথমে (ভা° ১।৩।১৫)—

"রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে। নাব্যারোপ্য মহীমষ্যামপাদ্‌বৈবস্বতং মনুম্ ॥"

শ্রীদ্বিতীয়ে (ভা° ২।৭।১২)—

"মৎস্যো যুগান্তসময়ে মনুনোপলব্ধঃ ক্ষৌণীময়ো নিখিল-জীব-নিকায়-কেতঃ।
বিস্রংসিতানুরুভয়ে সলিলে মুখান্ম আদায় তত্র বিজহার হ বেদমার্গান্ ॥"

পাদ্মে চ—

"এবমুক্তো হৃষীকেশো ব্রহ্মণা পরমেশ্বরঃ। মৎস্যরূপং সমাস্থায় প্রবিবেশ মহোদধিম্ ॥৬৫॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রকৃতমবতারমুদাহরতি, শ্রীমৎস্য ইত্যাদিনা ; রূপং স ইতি। চাক্ষুষ-মন্বন্তরান্তে য উদধিসংপ্লবস্তস্মিন্ মাৎস্যং রূপং সঃ জগৃহে—প্রকটিতবান্। বৈবস্বতং—ভাবি-তন্নামানং সত্য-ব্রতম্, অপাৎ—পালিতবান্। মৎস্যো যুগান্তেতি। মনুনা—সত্যব্রতেন, দৃষ্টো মৎস্যঃ। ক্ষৌণীময়ঃ—পৃথ্বীপ্রধানঃ, তৎসমাশ্রয় ইত্যর্থঃ। অতএব নিখিলানাং জীবনিকায়ানাং, কেতঃ— নিবাসভূতঃ। মে—মম ব্রহ্মণঃ, মুখাৎ, বিস্রংসিতান্—স্খলিতান্, বেদরূপান্ মার্গান্ আদায়, তত্র —যুগান্তসলিলে বিজহার। এবমিতি—'মম মুখাদ্ বেদা দৈত্যেন হৃতাঃ, বেদপালক ! রক্ষ' ইত্যাদ্যুক্ত ইত্যর্থঃ। অন্যৎ স্ফুটার্থম্ ॥৬৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

রূপমিতাত্র টীকা মৎস্যাবতারমাহ রূপমিতি ; চাক্ষুষমন্বন্তরে য উদধিসংপ্লবস্তস্মিন্। যদ্যপি মন্বন্তরাবসানে প্রলয়ো নাস্তি তথাপি কেনচিৎ সত্যব্রতায় মায়া দর্শিতা যথা অকাণ্ডে মার্কণ্ডেয়ায়েতি দ্রষ্টব্যম্। মহীময্যাং নাবি নৌরূপায়াং মহ্যামিত্যর্থ। অপাৎ-রক্ষিতবান্, বৈবস্বতমিতি ভাবিনী সংজ্ঞে ত্যেষা। মৎস্য ইতি টীকা মৎস্যাবতারমাহ ; মৎস্যো ভাবিনা বৈবস্বতেন মনুনা দৃষ্টঃ, ক্ষৌণীময়ঃ পৃথ্বী-প্রধানঃ তদাশ্রয় ইত্যর্থঃ। অতএব নিখিলজীবনিকায়ানামাশ্রয়ঃ, মে মুখাদ্বিস্রংসিতান্ বেদস্য মার্গান্ বেদানাদায়। তত্র যুগান্তসলিলে বিজহার হ, হর্ষেণেত্যেষা। মম মুখাদ্বেদা দৈত্যেন হৃতাঃ পালক ! রক্ষেত্যাদ্যুক্তঃ ॥৬৫॥

একদিনের অবসানে ভূরাদিলোকত্রয় বিনষ্ট হয় বলিয়া ঐ লয়কে দৈনন্দিন প্রলয় বলে। ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে যে প্রলয় হয় তাহাকে প্রাকৃতিক প্রলয় বলে। ঐ প্রলয়ে সমস্ত—ব্রহ্মাণ্ড স্বস্বকারণক্রমে প্রকৃতিতে বিলয় হয় বলিয়া তাহাকে প্রাকৃতিক বা মহাপ্রলয় বলা হয়। আত্যন্তিক প্রলয় শব্দে মুক্তিকে বুঝায়। অনাদি ভগবদ্বহির্মুখতাবশতঃ মায়াদ্বারা রচিত দেব মানবাদিরূপ যে অন্যথাভাব তাহা ভগবদ্ভক্তি দ্বারা বিনাশ করিয়া শুদ্ধজীবাত্মা স্বরূপে পুনরাবৃত্তিশূন্য হইয়া ভগবৎ সান্নিধ্যে অবস্থানকে মুক্তি বলে। সর্ব্বদা উৎপন্ন পদার্থের প্রতিক্ষণেই যে বিনাশ তাহাকে নিত্য প্রলয় বলা হয়। অথবা সুষুপ্তিকেই নিত্য প্রলয় বলা হয়। মন্বন্তর প্রলয়ে কেবলমাত্র প্রলয়কালীন জলদ্বারা পৃথিবী অদৃশ্য হইয়া থাকেন বলিয়া

মৎস্যোঽপি প্রাদুরভবদ্দ্বিঃ কল্পেঽস্মিন্ বরাহবৎ।
আদৌ স্বায়ম্ভুবীয়স্য দৈত্যং ঘ্নন্নাহরৎশ্রুতীঃ।
অন্তে তু চাক্ষুষীয়স্য কৃপাং সত্যব্রতেঽকরোৎ॥
অন্ত্যেন সার্দ্ধপদ্যেন প্রোক্তমাদ্যস্য চেষ্টিতম্।
পূর্ব্বসার্দ্ধেন চান্ত্যস্য মৎস্যো জ্ঞেয়ো বরাহবৎ॥
উপলক্ষণমেবৈতৎ অন্যমন্বন্তরস্য চ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাজ্জ্ঞেয়াঃ প্রাদুর্ভাবাশ্চতুর্দ্দশ।৬৬।

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

সঙ্কীর্ণং মৎস্যচরিতং বিভজতি মৎস্যোঽপীতি। অস্মিন্—ব্রাহ্মে, কল্পে, মৎস্যো দ্বিঃ প্রাদুরভূৎ। স্বায়ম্ভুবীয়স্য মন্বন্তরস্য আদৌ, শ্রুতিচৌরং দৈত্যং—হয়গ্রীবং, ঘ্নন্—বিনাশয়ন্, শ্রুতীঃ, আহরৎ—আনীতবান্। চাক্ষুষীয়স্য তু তস্য অন্তে, সত্যব্রতে কৃপামকরোৎ—নাবি তৎপ্রভৃতীন্ নিধায় পালিতবানিত্যর্থঃ॥ মৎস্যচরিতং বিভজ্য তদ্বিষয়কং প্রমাণং বিভজতি, অন্ত্যেনেত্যাদিনা। "রূপং স" ইত্যাদীনাং ত্রয়াণাং পদ্যানাং মধ্যে, অন্ত্যেন—'বিস্রংসিতান্' ইত্যাদিকেন, সার্দ্ধপদ্যেন, আদ্যস্য—স্বায়ম্ভুবীয়ান্তরজাতস্য মৎস্যস্য, দৈত্যহনন-বেদানয়নং চেষ্টিতমুক্তং; তৎসার্দ্ধকং তত্র প্রমাণম্। পূর্ব্বসার্দ্ধকেন 'তু—রূপং সঃ' ইত্যাদিকেন, চাক্ষুষীয়ান্তরজাতস্য তস্য সত্যব্রতে কৃপালোস্তৎপালনং চেষ্টিতমুক্তং; তৎসার্দ্ধকং তত্র প্রমাণমিত্যর্থঃ। ন চৈতৎপদ্যত্রয়াৎ মৎস্যস্য দ্বিরেব ব্যক্তিঃ। কিন্তু সর্ব্বমন্বন্তরান্তে তদ্ব্যক্তিরিতি মন্তব্যং তত্রয়স্য তদুপলক্ষণত্বাদিত্যাহ, উপলক্ষণমিতি বাচনিকমাহ বিষ্ণুধর্ম্মেতি তথাচ মৎস্যস্যপ্রতিকল্পং চতুর্দশকৃত্বো ব্যক্তিরিতি॥৬৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

বিবৃণোতি সার্দ্ধচতুষ্টয়েন মৎস্যোঽপীতি; অস্মিন্ শ্বেতবারাহে দ্বিঃ প্রাদুরভবৎ। দৈত্যং হয়গ্রীবং। আদ্যস্য দৈত্যহন্তৃঃ, অন্ত্যস্য কৃপাকর্ত্তৃঃ॥৬৬॥

শ্রীধরস্বামিপাদ মন্বন্তরের অবসানে প্রলয় স্বীকার করেন না। ত্রিলোক বিনাশরূপ প্রলয়ের লক্ষণ মন্বন্তর প্রলয়ে ঘটে না বলিয়া শাস্ত্রে কেবল নৈমিত্তিকাদি চতুর্ব্বিধ প্রলয় স্বীকার করিয়াছেন, তবে বিষ্ণু পুরাণাদি গ্রন্থে যে মন্বন্তর প্রলয় স্বীকার করিয়াছেন তাহা খণ্ড প্রলয়। তাহাতে কেবলমাত্র পৃথিবীর প্রাণিসমূহই বিনষ্ট হয়। ভূর্লোক বা স্বর্গলোকস্থ কেহই বিনষ্ট হয় না অতএব প্রলয়ের সম্পূর্ণ লক্ষণ উক্ত প্রলয়ে নাই বলিয়া মন্বন্তর প্রলয়, আংশিক প্রলয় বা খণ্ড প্রলয় নামে অভিহিত হয়॥৬৪॥

শ্রীমৎস্য।

এই প্রকারে শ্রীবরাহদেবের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিয়া লীলাবতার বিষয়ক শ্রীমৎস্যদেবের চরিতকথা বর্ণনা করিতেছেন—যথা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে সমুদ্র প্লাবনে পৃথিবীস্থ সমস্তদেশ জলমগ্ন হইলে নানাবতারের নিধান প্রদ্যুম্নাখ্য সেই দ্বিতীয়পুরুষ মৎস্যরূপ প্রকটিত করিয়া

শ্রীযজ্ঞঃ ॥৫॥ শ্রীপ্রথমে (ভা° ১।৩।১২)—

"ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়ত। স যামাদ্যৈঃ সুরগণৈরপাৎ স্বায়ম্ভুবান্তরম্ ॥"
ত্রয়াণামেব লোকানাং মহার্ত্তিহরণাদসৌ। মাতামহেন মনুনা হরিরিত্যপি শব্দিতঃ। ৬৭॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

তত ইতি। রুচেঃ—পিতুঃ, আকূত্যাং—মাতরি, যজ্ঞোঽজায়ত। সঃ—যজ্ঞঃ, যামাদ্যৈঃ—স্বপুত্রৈঃ, সুরগণৈঃ স্বায়ম্ভুবং মন্বন্তরম্ অপাৎ—তদা স্বয়মিন্দ্রোঽভূদিত্যর্থঃ॥ মনুনা স্বায়ম্ভুবেন ॥৬৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তত ইত্যত্র টীকা ; স যজ্ঞঃ যামাদ্যৈঃ স্বস্যৈব পুত্রা যামা নাম দেবাস্তদাদ্যৈঃ সহ স্বায়ম্ভুবং মন্বন্তরং পালিতবান্ তদা স্বয়মিন্দ্রোঽভূদিত্যর্থ ইত্যেষা। বিবৃণোতি ত্রয়াণামিতি ; মনুনা স্বায়ম্ভুবাখ্যেন, অসৌ যজ্ঞঃ, হরিরপীতি শব্দিতঃ ॥৬৭॥

নৌকারূপা পৃথিবীতে ভাবি বৈবস্বত মনু সত্যব্রতকে আরোহন করাইয়া পালন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধেও ব্রহ্মা নারদকে এইরূপই বলিয়াছেন যথা—চাক্ষুষমন্বন্তরের শেষে পৃথিবীর ও নিখিল জীবসমূহের আশ্রয়স্বরূপ ভগবান্ মৎস্যদেব ভাবি বৈবস্বতমনু রাজা সত্যব্রত কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং (ব্রহ্মা) আমার মুখ হইতে স্খলিত বেদমার্গ গ্রহণ পূর্ব্বক ভয়ানক যুগান্তসলিলে বিহার করিয়াছিলেন। শ্রীপদ্মপুরাণেও কথিত হইয়াছে আমার মুখ হইতে বেদ সমূহকে দৈত্য অপহরণ করিয়াছে, হে বেদপালক! রক্ষা কর রক্ষা কর। ব্রহ্মা এই প্রকার বলিলে পরমেশ্বর হৃষীকেশ মৎস্যরূপ আবির্ভাবিত করিয়া মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥৬৫॥

মিশ্রিত উভয়বিধি মৎস্যদেবের রচিত বিভাগ করিতেছেন—শ্রীবরাহদেবের ন্যায় শ্রীমৎস্যদেবও বর্ত্তমান এই ব্রাহ্মকল্পে দুইবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের আদিতে হয়গ্রীব নামক শ্রুতিচোর দৈত্যকে বিনাশ করতঃ বেদ আহরণ করিয়াছিলেন। অনন্তর চাক্ষুষমন্বন্তরের অন্তে সত্যব্রত নামক রাজর্ষিকে কৃপা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ নৌকা প্রভৃতিতে প্রকৃষ্ট আশ্রয় হইয়া পালন করিয়াছিলেন। অতঃপর মৎস্যদেবের চরিত্র বিভাগ পূর্ব্বক তদ্বিষয়ক প্রমাণের বিভাগ করিয়াছেন—"অন্যেন সার্দ্ধ" এই পদ্যের দ্বারা এবং "রূপং স" ইত্যাদি তিনটি পদ্যের মধ্যে "বিভ্রংসিতান্" ইত্যাদি দ্বিতীয় স্কন্ধীয় পদ্যের শেষার্দ্ধ এবং "এবমুক্ত" ইত্যাদি পদ্মপুরাণীয় পদ্য এই দেড় শ্লোকদ্বারা স্বায়ম্ভুবীয় মন্বন্তরজাত বেদ আহরক ও দৈত্য হন্তা মৎস্যদেবের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বের সার্দ্ধ পদ্যদ্বারা অর্থাৎ "রূপং স" ইত্যাদি প্রথম স্কন্ধীয় শ্লোক এবং "মৎস্যযুগান্তসময়ে" ইত্যাদি দ্বিতীয়স্কন্ধীয় শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ এই দেড় শ্লোকদ্বারা সত্যব্রত রাজর্ষির প্রতি কৃপাকারি চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় মৎস্যদেবের চরিত্র কথিত হইয়াছে। এখানে বক্তব্য এই যে "রূপং জগৃহে" মৎস্যযুগান্ত সময়ে এই পদ্যত্রয় হইতে শ্রীমৎস্যদেবের বারদ্বয় আবির্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের ও চাক্ষুষ মন্বন্তরের যে মৎস্যাবতারের কথা বলা

শ্রীনর-নারায়ণৌ ॥৬॥ তত্রৈব (ভা০ ১।৩।৯)—

"তূর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী।
ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্ দুশ্চরং তপঃ ॥ ইতি।
শাস্ত্রেঽন্যৌ হরিকৃষ্ণাখ্যাবনয়োঃ সোদরৌ স্মৃতৌ।
এভিরেকোঽবতারঃ স্যাৎ চতুর্ভিঃ সনকাদিবৎ ॥৬৮॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

তূর্য্যে ইতি। ধর্ম্মস্য, কলা—ভাগঃ, তদ্ভার্য্যেত্যর্থঃ, "অর্দ্ধো বা এষ আত্মনো যৎ পত্নী" ইতি শ্রবণাৎ, তস্যাঃ সর্গে, স দেবো নরনারায়ণাবৃষী ভূত্বেতি। অন্যৎ প্রকটার্থম্। বিষয়ান্তরমাহ, শাস্ত্রে ইতি—নারায়ণীয়ে ইতি বোধ্যম্। এতৌ গৃহিণৌ বভূবতুরিতি তত্রৈবোচ্যতে ॥৬৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তূর্য্য ইত্যত্র টীকা ; তূর্য্যে চতুর্থেঽবতারে, ধর্ম্মস্য কলা অংশো ভার্য্যেত্যর্থঃ। "অর্দ্ধো বা এষ আত্মনো যৎ পত্নীতি শ্রুতেঃ। তস্যাঃ সর্গে ঋষীভূত্বেত্যেকাবতারত্বং দর্শয়তোষা। বিবৃণোতি শাস্ত্র ইতি ; শাস্ত্রে পাদ্মোত্তরখণ্ডাদৌ। অনয়োঃ নরনারায়ণয়োঃ ॥৬৮॥

হইয়াছে, উহা অন্যান্য সকল মন্বন্তরের উপলক্ষণ অর্থাৎ যে লক্ষণটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যপদার্থের প্রতিপাদক হইয়া ইতর অনির্দ্দিষ্ট পদার্থেরও প্রতিপাদক হয় তাহাকে উপলক্ষণ বলা হয়। যেমন পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ এইরূপ বলিলে যেমন সত্যপদার্থ সর্ব্বকালে একভাবে বর্ত্তমান পদার্থকে প্রতিপাদন করিয়া সত্যভিন্ন জ্ঞান ও আনন্দাদি পদার্থকেও প্রতিপাদন করে তদ্রূপ এই স্থলেও মূলে যে মন্বন্তর শব্দদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর ও চাক্ষুষমন্বন্তরকে প্রতিপাদন করিয়া লক্ষ্য ভিন্ন সর্ব্বমন্বন্তরকেও প্রতিপাদন করিবে বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেহেতু শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর গ্রন্থে প্রতি মন্বন্তরেই শ্রীমৎস্যাবতারের চরিত্র কথিত হইয়াছে অতএব শ্রীমৎস্যাবতার প্রতিকল্পেই চতুর্দ্দশবার হইয়া থাকেন ॥৬৬॥

শ্রীযজ্ঞ।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে যথা-অনন্তর সেই ভগবান্ প্রদ্যুম্ন রুচি নামক পিতা মনুকন্যা আকূতি নাম্নী মাতাতে যজ্ঞরূপে অবতরণ পূর্ব্বক স্বীয় পুত্র যামাদি দেবতাগণের সহিত স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ ত্রিলোক বাসিগণের মহাদুঃখ হরণ করায় মাতামহ স্বায়ম্ভুব মনু কর্ত্তৃক হরি এইনামে অভিহিত হন ॥৬৭॥

শ্রীনরনারয়ণ।

শ্রীমদ্ভাগবতের সেই প্রথম স্কন্ধেই যথা—চতুর্থাবতারে সেই ভগবান্ জ্ঞান প্রচারার্থ ধর্ম্মের পত্নী দক্ষের কন্যা মূর্ত্তিদেবীতে নর ও নারায়ণ ঋষিরূপে অবতীর্ণ হইয়া যাহাতে মনের বৃত্তির উপশম হয় অর্থাৎ

শ্রীকপিলঃ ॥৭॥ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।১০)—

"পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্। প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্ ॥"
দেবহূত্যাং কর্দ্দমতঃ প্রাদুর্ভাবমসৌ গতঃ। প্রোক্তঃ কপিলবর্ণত্বাৎ কপিলাখ্যো বিরিঞ্চিনা ॥
পাদ্মে—

"কপিলো বাসুদেবাংশস্তত্ত্বং সাংখ্যং জগাদ হ।
ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ।
তথৈবাসুরয়ে সর্ব্ববেদার্থৈরুপবৃংহিতম্ ॥
সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ।
সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্ ॥"৬৯॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

পঞ্চম ইতি। তত্ত্বগ্রামস্য—প্রকৃত্যাদিতত্ত্ববর্গস্য সপুরুষস্য, বিবেকেন নির্ণয়ো যত্র তৎ, সাংখ্যম্ আসুরয়ে—তন্নাম্নে বিপ্রায়, প্রোবাচ। ননু শ্রীভাগবতোক্তঃ কপিলঃ সেশ্বরঃ, স কথং নিরীশ্বরং সাংখ্যমকরোৎ? ইতি সন্দেহং ছেত্তুমাহ কপিল ইতি। বাসুদেবঃ কার্দ্দমিঃ। কপিলঃ অন্যস্তু জীবোঽগ্নিবংশজঃ; যদুক্তং বনপর্ব্বণি অগ্নিবংশবর্ণনে মার্কণ্ডেয়েন—"কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যং প্রাহুর্যতয়ঃ সদা। অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তকঃ ॥" (মঃ ভাঃ, বঃ পঃ ২২০।২২) ইতি। তথাচ নামমাত্রেণ ন ভ্রমিতব্যমিতি ॥ ৬৯ ॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

পঞ্চম ইত্যত্র টীকা, আসুরয়ে তন্নাম্নে ব্রাহ্মণায়। তত্ত্বানাং গ্রামস্য বিনির্ণয়ো যস্মিন্ তৎ সাংখ্যমিতোষা। বিবৃণোতি দেবহূত্যামিতি কর্দ্দমদ্বারেণাস্যাবতারতা। কপিলবর্ণত্বাৎ ধূম্রবর্ণত্বাৎ কপিলদ্বয়ং দর্শয়ন্নাহ পাদ্ম ইতি। বাসুদেবাংশ ইতি পুরুষাবতারত্বেঽপি বাসুদেবস্যৈবাবেশাৎ। যদ্বা বাসুদেবস্বামিকো যোঽংশঃ পুরুষঃ স এবেত্যর্থঃ। কপিলস্য সাক্ষাৎ পুরুষত্বাৎ। যদ্বা পূর্ব্ববৎ। অন্যস্মৈ আসুরয়ে ব্রাহ্মণায় বৌদ্ধমতাবলম্বিনে ॥৬৯॥

বিষয়লোলুপতা নিবৃত্তি পূর্ব্বক ভগবন্নিষ্ঠা উৎপন্ন হয়, তাদৃশ অন্যের দুঃসাধ্য তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই নর নারায়ণের হরি ও কৃষ্ণ নামক আরও দুই সহোদরের বিষয় মহাভারতের নারায়ণীয়ে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব চতুঃসনদিগের ন্যায় ইঁহাদিগেরও চারিটিতে একটি অবতার ॥৬৮॥

শ্রীকপিল।

শ্রীমদ্ভাগবতের সেই প্রথম স্কন্ধেই-পঞ্চমাবতারে সেই ভগবান্ সিদ্ধেশ্বর কপিলদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়া যাহাতে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি প্রভৃতি ষড়্বিংশতি তত্ত্বের বিবেচনা পূর্ব্বক নির্ণয় আছে, তাদৃশ কালবিধ্বস্ত সাংখ্য শাস্ত্র অর্থাৎ আত্মানাত্মা বিচার শাস্ত্র আসুরি নামক বিপ্রকে উপদেশ করিয়াছিলেন। যদি বল যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধোক্ত কর্দ্দমপুত্র শ্রীকপিলদেব, তিনি তো ঈশ্বরবাদী, সুতরাং তিনি

শ্রীদত্তঃ ।।৮।। শ্রীদ্বিতীয়ে (ভা° ২।৭।৪)—

"অত্রেরপত্যমভিকাঙ্ক্ষত আহ তুষ্টো দত্তো ময়াহমিতি যদ্ভগবান্ স দত্তঃ।
যৎপাদপঙ্কজ-পরাগ-পবিত্রদেহা যোগর্দ্ধিমাপুরুভয়ীং যদু-হৈহয়াদ্যাঃ।।"

শ্রীপ্রথমে (ভা° ১।৩।১১)—

"ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া। আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য ঊচিবান্।"
শ্রীব্রহ্মাণ্ডে তু কথিতমত্রিপত্ন্যানসূয়য়া। প্রার্থিতো ভগবানত্রেরপত্যত্বমুপেয়িবান্॥

তথাহি—

"বরং দত্ত্বানসূয়ায়ৈ বিষ্ণুঃ সর্ব্বজগন্ময়ঃ।
অত্রেঃ পুত্রোঽভবৎ তস্যাং স্বেচ্ছামানুষবিগ্রহঃ।
দত্তাত্রেয় ইতি খ্যাতো যতিবেশবিভূষিতঃ॥"৭০॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অত্রেরিতি। ময়া অহমেব তুভ্যং দত্ত ইতি যৎ ভগবান্ আহ, ততঃ স নাম্না দত্তোঽভবৎ। উভয়ীং—ভোগ-মোক্ষরূপাম্। হৈহয়ঃ—কার্ত্তবীর্য্যঃ। ষষ্ঠমিতি। অনসূয়য়া—অত্রিপত্ন্যা, বৃতঃ সন্, অত্রেরপত্যত্বং প্রাপ্তঃ। চরিতমাহ, আন্বীক্ষিকীম্ আত্মবিদ্যাম্ প্রথমস্কন্ধবচনার্থং পুষ্ণাতি, শ্রীব্রহ্মাণ্ডে ত্বিতি॥ স্বেচ্ছয়া মানুষাকারো বিগ্রহো যস্য সঃ; অভেদেঽপি ভেদব্যপদেশো বিশেষাদ্বোধ্যঃ। অত্রিণা তৎসদৃশপুত্রোৎপত্তিমাত্রং প্রকটং প্রার্থিতমিতি চতুর্থাদ্যভিপ্রায়ঃ। প্রথমবাক্যে তু অনসূয়য়া সাক্ষাৎ পুত্রত্বং প্রার্থিতমিতি লব্ধং, তৎপোষকন্তু ব্রহ্মাণ্ডবাক্যম্ ॥৭০॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অত্রেরিতি, অত্র টীকা; দত্তাত্রেয়াবতারমাহ; ময়াহমেব তুভ্যং দত্ত ইতি যদ্ যত আহ ততঃ স নাম্না দত্তো জাতঃ। স্বভক্তেভ্যো যোগৈশ্বর্য্যদানং তচ্চরিতঞ্চ দর্শয়তি; যস্য পাদপঙ্কজয়োর্যঃ পরাগস্তেন পবিত্রা দেহা যেষাং তে। উভয়ীং ঐহিকীং আমুষ্মিকীঞ্চ ভুক্তিমুক্তিরূপামিত্যেষা। হৈহয়ঃ সহস্রবাহুরর্জ্জুনঃ। ষষ্ঠমিত্যত্র টীকা অত্রেরপত্যত্বং তেনৈব বৃতঃ সন্ প্রাপ্তঃ "অত্রেরপত্যমভিকাঙ্খত আহ তুষ্ট, ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ কথং প্রাপ্ত অনসূয়য়া মৎসদৃশাপত্যমিষেণ মামেবাপত্যং বৃতবানিতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। আন্বী-

---

কি প্রকারে নিরীশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া সাংখ্য শাস্ত্র প্রণয়ণ করিলেন? এই সংশয় ছেদনের উত্তরে বলিতেছেন—এই শ্রীকপিলদেব-ব্রহ্মার পুত্র কর্দ্দম ঋষি হইতে স্বায়ম্ভুব— মনুর কন্যা দেবহূতিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি কপিলবর্ণ অর্থাৎ নীলপীত মিশ্রবর্ণযুক্ত বলিয়া ব্রহ্মা ইঁহাকে কপিল নামে অভিহিত করেন। ইহার প্রমাণে শ্রীপদ্মপুরাণের বাক্য উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—বাসুদেবের অবতার এই শ্রীকপিলদেব ব্রহ্মাদি-দেবতাগণ ও ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং আসুরিনামক ব্রাহ্মণকে সর্ব্ববেদার্থে উপবর্দ্ধিত সেশ্বর সংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি নিরীশ্বর সাংখ্য শাস্ত্র প্রণয়ন

শ্রীহয়শীর্ষা ॥৯॥ শ্রীদ্বিতীয়ে (ভা° ২।৭।১১)—

"সত্রে মমাস ভগবান্ হয়শীরষাথো সাক্ষাৎ স যজ্ঞপুরুষস্তপনীয়বর্ণঃ।
ছন্দোময়ো মখময়োঽখিলদেবতাত্মা বাচো বভূবুরুশতীঃ শ্বসতোঽস্য নস্তঃ॥"
প্রাদুর্ভূয়ৈষ যজ্ঞাগ্নের্দানবৌ মধু-কৈটভৌ। হত্বা প্রত্যানয়দ্‌বেদান্ পুনর্বাগীশ্বরীপতিঃ ॥৭১॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভুষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

সত্রে ইতি। মম—ব্রহ্মণং শ্বসতঃ, অস্য হয়শীর্ষ্ণঃ, নস্তঃশ্রীনাসিকাতঃ, বাচঃ— বেদলক্ষণাঃ, বভূবুঃ—জাতাঃ। উশতীঃ— উশত্যঃ, কমনীয়া ইত্যর্থঃ ॥৭১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ক্কিকীম্— আত্মবিদ্যাং প্রহ্লাদাদিভ্যঃ। আদিপদাৎ যত্তুহৈহয়াদ্যা গৃহ্যন্তে ইত্যেষা অত্র নচ অনসূয়য়া নাম্না অত্রিপত্ন্যা বৃতঃ সন্নপত্যং প্রাপ্ত ইতি ব্যাখ্যানস্য তৎসদৃশ পুত্রোৎপত্তিমাত্রমত্রিণা প্রকটং যাচিতমিতি চতুর্থস্কন্ধেন "অত্রেরপত্যমিতি দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তেন চ বিরোধাদসামঞ্জস্যমিতিবাচাম্; "অনসূয়াব্রবীন্নত্বা দেবান্ ব্রহ্মেশকেশবান্। যদি যূয়ং প্রপন্না মে বরার্হা যদি বাপ্যহম্॥ প্রসাদাভিমুখাঃ সর্ব্বে মম পুত্রত্বমেষ্যথেতি" শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয়পতিব্রতোপাখ্যানে তৎকর্ত্তৃক-বর-প্রার্থনা শ্রুতেঃ। তস্মাট্টীকাব্যাখ্যা দ্বিতীয়চতুর্থস্কন্ধানুসারিণী প্রত্যেতব্যা। কালভেদাদ্দ্বয়োঃ প্রার্থনেতি কেচিৎ; তন্মতে কল্পভেদস্যৈব সামঞ্জস্যম্। অত্রেস্তপঃ ফলায়ত্তায় তস্মৈ তৎপত্ন্যানসূয়া যাচিতো ন কালভেদ ইত্যপরে বিবৃণোতি সার্দ্ধদ্বয়েন শ্রীব্রহ্মাণ্ডেত্বিতি; অত্রানসূয়াদ্বারেণাবতারোঽয়ং। শ্রীবিষ্ণোর্ম্মতান্তরেঽত্রিদ্বারেণ ॥৭০॥

সত্র ইত্যত্র টীকা, হয়গ্রীবাবতারমাহ; সত্র ইতি; অথো ইত্যর্থান্তরে, স এব সাক্ষাদ্ভগবান মম ব্রহ্মণঃ সত্রে যজ্ঞে হয়শীর্ষা আস, তপনীয়ং সুবর্ণং তদ্বদ্বর্ণো যস্য। ছন্দোময়ঃ-বেদময়ঃ, তদ্বিধেয়া যে মখাস্তন্ময়ঃ। অমৃতময় ইতি বা পাঠঃ। মখৈর্যজনীয়া যা অখিলদেবতাস্তদাত্মা চ। অস্য শ্বসতঃ শ্বাসং মুঞ্চতঃ, নস্তঃ নাসাপুটাৎ, উশতীঃ উশত্য কমনীয়া, বেদলক্ষণা বাচো বভূবুরিত্যেষা। বিবৃণোতি প্রাদুর্ভূয়ৈষেতি। এষ শ্রীহয়গ্রীবঃ। যজ্ঞাগ্নেঃ সকাশাদর্থাদ্ ব্রহ্মণঃ ॥৭১॥

করিয়াছিলেন তিনি অগ্নিবংশোৎপন্ন জীব বিশেষ। ইহা মহাভারতের বনপর্ব্বে অগ্নিবংশ বর্ণন প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় বাক্যে স্পষ্ট হইয়াছে—যথা কবিগণ যাঁহাকে কপিল এবং পরমর্ষি বলিয়াছেন, তিনি অগ্নিবংশজ, তিনিই নিরীশ্বর সাংখ্যযোগের প্রবর্ত্তক। অতএব অগ্নিবংশজ অন্য কপিল বেদবিরুদ্ধ ও কুতর্কজালে পরিপূরিত নিরীশ্বর সাংখ্যশাস্ত্র আসুরি গোত্রোৎপন্ন কোন ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন। অতএব কপিল এই নাম সাম্যে, নামশ্রবণমাত্রেই অবিচারে ভ্রমাবর্ত্তে পতিত হওয়া উচিত হইবে না ॥৬৯॥

শ্রীদত্তাত্রেয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে যথা যেকালে ব্রহ্মপুত্র অত্রিমুনি পুত্রকামনায় শ্রীভগবদারাধনা লক্ষণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হন, সেই সময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু তাঁহার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন-আমা

শ্রীহংসঃ ॥১০॥ শ্রীদ্বিতীয়ে (ভা° ২।৭।১৯)—

**"তুভ্যঞ্চ নারদ ! ভৃশং ভগবান্ বিবৃদ্ধভাবেন সাধু পরিতুষ্ট উবাচ যোগম্ ।
জ্ঞানঞ্চ ভাগবতমাত্মসতত্ত্বদীপং যদ্‌বাসুদেবশরণা বিদুরঞ্জসৈব"** ॥ ইতি
শক্তোঽখিলবিবেকেঽহং ক্ষীরনীরবিভাগবৎ, ইতি ব্যঞ্জন্নয়ং রাজহংসো ব্যক্তিং জলাদ্‌গতঃ ॥৭২॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

তুভ্যঞ্চেতি—চাৎ সনকাদিভ্যঃ। হে নারদ ! বিবৃদ্ধেন ভাবেন—প্রেম্ণা, যোগং—ভক্তিলক্ষণম্, উবাচ, জ্ঞানঞ্চ। কীদৃশং ? ভাগবতং—ভগবদ্বিষয়কম্ ; আত্মনঃ—জীবস্য, যৎ সতত্ত্বং—স্বরূপং, তস্য দীপং, তদ্বিষয়কঞ্চ। যৎ বাসুদেবশরণাঃ, অঞ্জসৈব—আয়াসং বিনৈব বিদুঃ, অন্যে তু কষ্টেনাপি সম্যক্ ন বুধ্যন্ত ইতি ভাবঃ ॥৭২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তুভ্যঞ্চেত্যত্র টীকা, হংসাবতারমাহ, তুভ্যমিতি, ভৃশং বিবৃদ্ধেন ভাবেন অত্যুদ্রিক্তয়া ভক্ত্যা পরিতুষ্টঃ সন্ ভক্তিযোগং সাধু যথা উবাচ। জ্ঞানঞ্চেতি ; জ্ঞানসাধনং কিন্তৎ ভাগবতং নাম, কথম্ভূতং তত্ত্বমেব সতত্ত্বং আত্মতত্ত্বদীপকং, বিবৃদ্ধভাবেনেতি বিশেষণস্য ফলমাহ যদিত্যেষা। বাসুদেবশব্দোঽত্র শ্রীবিষ্ণুপরঃ। বিবৃণোতি শক্তোঽখিলেতি। ইতি ব্যঞ্জন্নিতি ব্যঞ্জিতুম্ ॥৭২॥

কর্ত্তৃক আমি দত্ত হইলাম অর্থাৎ আমি তোমায় আমাকে দিলাম, এইহেতু তিনি দত্তনামে অর্থাৎ দত্তাত্রেয় এইনামে অভিহিত হন। যাঁহার পাদপদ্মের পরাগ দ্বারা পবিত্রদেহ যদুরাজা এবং সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি রাজেন্দ্রগণ ভোগ ও মোক্ষরূপ যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে যথা-শ্রীভগবান্ কর্দ্দম ঋষির কন্যা অনসূয়ার প্রার্থনায় অত্রিমুনির পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া অলর্ক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে আত্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও এইরূপ কথিত হইয়াছে—যথা শ্রীভগবান্ অত্রির পত্নী অনসূয়া কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অত্রির পুত্র দত্তরূপে আবির্ভূ'ত হইয়াছিলেন। পদ্মপুরাণেও এইরূপ কথিত হইয়াছে—যিনি ভক্তবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধনার্থ স্বেচ্ছায় মনুষ্য আকার শ্রীবিগ্রহ প্রকট করেন, সেই সর্ব্বজগন্ময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু অনসূয়াকে বর প্রদান পূর্ব্বক তদনুসারে অত্রিমুনি হইতে তাঁহাতে পুত্ররূপে আবির্ভূ'ত হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসিবেশে বিভূষিত ভগবান্ শ্রীদত্ত সেইকালে দত্তাত্রেয় এই নামে অভিহিত হইয়াছিলেন ॥৭০॥

শ্রীহয়শীর্ষা।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে যথা—সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ আমার যজ্ঞে সুবর্ণবর্ণ হয়শীর্ষরূপে আবির্ভূ'ত হইয়াছিলেন। যাঁহার শরীরে নিখিল বেদ এবং বেদবিহিত যজ্ঞসমূহ বিরাজমান ও যিনি যজ্ঞে যজনীয় দেবতাবৃন্দের পরমাত্মা স্বরূপ অথবা নিখিল দেবতাসমূহ যাঁহার বিভূতিবিশেষ, সেই হয়শীর্ষার শ্বাসত্যাগকালে নাসাপুট হইতে কমনীয় বেদবাণীসকল আবির্ভূ'ত হইয়াছিল। বাগীশ্বরীপতি

শ্রীধ্রুবপ্রিয়ঃ ॥১১॥ তত্রৈব (ভা° ২।৭।৮)—

"বিদ্ধঃ সপত্ন্যুদিতপত্রিভিরন্তি রাজ্ঞো বালোঽপি সন্নুপগতস্তপসে বনানি। তস্মা অদাদ্ধ্রুবগতিং গৃণতে প্রসন্নো দিব্যাঃ স্তুবন্তি মুনয়ো যদুপর্য্যধস্তাৎ ॥" ইতি।

স্বায়ম্ভুবেঽবতারোক্তের্নাম্নশ্চাকথনাদিহ। যজ্ঞাদীনাঞ্চ তত্রোক্ত্যা পারিশেষ্যপ্রমাণতঃ ॥

প্রসিদ্ধ্যা পৃশ্নিগর্ভেতি তদাখ্যাস্য নিগদ্যতে। হন্তায়মদ্রিরিত্যাদৌ পদ্যে গোবর্দ্ধনাদ্রিবৎ ॥

তথা শ্রীদশমে (ভা° ১০।৩।৩২ , ৪১)

"ত্বমেব পূর্ব্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি !।
তদায়ং সুতপা নাম প্রজাপতিরকল্মষঃ ॥"
"অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি স্মৃতঃ ॥" ইতি
অস্যাত্র চরিতানুক্ত্যা নামানুক্ত্যা চ তত্র বৈ
পরস্পরমপেক্ষিত্বাদ্যুক্তা চৈকত্র সঙ্গতিঃ ॥
অত্রাগমনমাত্রেণ যদি স্যাদবতারতা।
অন্যত্রাপি প্রসজ্যেত যথেষ্টং তৎপ্রকল্পনা ॥৭৩॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

বিদ্ধ ইতি। বালোঽপি ধ্রুবঃ, রাজ্ঞঃ—উত্তানপাদস্য পিতুঃ, অন্তি—সমীপে, মাতুঃ সপত্ন্যাঃ—সুরুচ্যাঃ, উদিতপত্রিভিঃ—বাগ্বাণৈঃ, বিদ্ধঃ সন্, ক্ষাত্রত্বাৎ অসহিষ্ণুঃ, তপসে—তপঃ কর্ত্তুং, বনান্যুপগতঃ। গৃণতে—স্তুবতে তস্মৈ ভগবান্ প্রসন্ন সন্ ধ্রুবগতিম্ অদাৎ। যৎ—যাং গতিম্ উপরিস্থিতা ভৃগ্বাদয়ো দিব্যাঃ স্তুবন্তি, অধঃস্থিতাস্তু সপ্তর্ষয়ঃ। নন্বেষ কিমকস্মাৎ বৈকুণ্ঠাদাগত্য ধ্রুবায় বরং দত্ত্বা তনগাৎ, কিংবা মাতাপিতৃভ্যামস্যাভিব্যক্তিরস্তি ? ইতি সন্দেহো ন নিবর্ত্ততে, বাক্যাৎ বিশেষালাভাৎ, ইত্যত্রাহ, স্বায়ম্ভুবে ইতি। এতদুক্তং ভবতি-স্বায়ম্ভুবীয়ে যজ্ঞাদয়ঃ সচরিত্রা উক্তাঃ তত্রৈব পৃশ্নিগর্ভোঽচরিত্র উক্তঃ; ধ্রুবপ্রিয়োঽপি তত্রৈবাভাণি; ন চ তন্নাম, ধ্রুবায় বরপ্রদানং চরিতন্তু উক্তং; ন চায়ং ধ্রুব-বরদানকৃৎ যজ্ঞাদিম্বন্তর্ভাব্যঃ, স্বায়ম্ভুবান্তরপালনস্য তচ্চরিতস্যোক্তত্বাৎ; তস্মাৎ পৃশ্নিগর্ভোঽয়ং তদ্দানচরিতকৃদিতি সিদ্ধম্। সামান্যস্য বিশেষপরত্বে দৃষ্টান্তঃ, হন্তায়মিতি (ভা° ১০।২১।১৮)। তত্র প্রকরণাৎ, ইহ তু পারিশেষ্যাদিতি বোধ্যম্। ত্বমেবেতি কৃষ্ণবাক্যম্। হে সতি !—দেবকি ! মাতঃ !। অয়ং—বসুদেবঃ। অস্যাত্রেতি। অস্য—পৃশ্নিগর্ভস্য। অত্র—শ্রীদশমে। তত্র—শ্রীদ্বিতীয়ে। ননু পৃশ্নিগর্ভো ধ্রুবমাগত্য বরং তস্মৈ প্রাদাদিতি পৃথগয়মবতারোঽস্তু ? নৈবং, তথা সতি দাশরথিঃ কৃষ্ণশ্চ বহূন্ প্রতি গত ইতি তত্র তত্রাপি পৃথগবতারতা বক্তব্যা স্যাদিতি ॥৭৩॥

এই শ্রীহয়গ্রীব ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্নি হইতে আবির্ভূত হইয়া বেদাপহরণকারি মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ পূর্ব্বক পুনরায় বেদরাশি প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন ॥৭১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা।

বিদ্ধ ইত্যত্র টীকা ; চরিত্রেণৈব কমপ্যবতারং সূচয়তি ; মাতুঃ সপত্ন্যাঃ সুরুচ্যা উদিতানি বাক্যান্যেব পত্রিণো বাণাস্তৈর্বিদ্ধো ধ্রুবঃ রাজ্ঞঃ উত্তানপদঃ অন্তি সমীপে তপসে তপ্তুং ধ্রুবগতিং ধ্রুবপদং যৎ যাং উপরিস্থাং অধস্তাৎ স্থিতাঃ দিবি ভবা দিব্যাঃ সপ্তর্ষয়ঃ স্তুবন্তি। যদ্বা উপরি ভৃগ্বাদয়ঃ অধস্তাৎ সপ্তর্ষয় ইত্যেষা। বিবৃণোতি স্বায়ম্ভুবে ইতি ॥৭৩॥

শ্রীহংস।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে যথা—ব্রহ্মা নারদকে বলিলেন—হে নারদ! উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল প্রেমভক্তিদ্বারা নিরতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীহংসমূর্ত্তিতে তোমাকে ও সনকাদিকে ভক্তিযোগ ও ভগবদ্বিষয়ক এবং জীবতত্ত্বের স্বরূপ প্রকাশক জ্ঞানযোগ উপদেশ করিয়াছিলেন। যাহা বাসুদেব শরণ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণ অনায়াসে বুঝিতে পারেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কর্ম্মি জ্ঞানী প্রভৃতি তাঁহারা বহু আয়াসেও বুঝিতে সক্ষম হইবে না। হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ, আমিও তদ্রূপ নিখিল বস্তুর মধ্য হইতে সারাসার বিচার পূর্ব্বক পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ, ইহা জানাইবার জন্য শ্রীভগবান্ জল হইতে রাজহংস মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে তাঁহার হংসাবতার নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥৭২॥

শ্রীধ্রুবপ্রিয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে যথা—শ্রীধ্রুব পিতা উত্তানপাদ রাজার নিকটে সুরুচি নাম্নী বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া সহনে অসমর্থ হইয়া বালক হইলেও তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিয়াছিলেন। কঠোর তপস্বিধ্রুবের স্তুতিদ্বারা সুপ্রসন্ন হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাকে ধ্রুবপদ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ লোককে তদুপরিস্থ ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং অধঃস্থিত সপ্তর্ষিমণ্ডল স্তব করিয়া থাকেন। যদি বল এই ধ্রুবপ্রিয় ভগবান্ কি অকস্মাৎ বৈকুণ্ঠধাম হইতে আগমন করিয়া ধ্রুবকে বর প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। অথবা সদ্বারক পিতামাতা হইতে তাঁহার অভিব্যক্তি হইয়াছিল ? পূর্ব্ববাক্য হইতে এই সন্দেহ বিনষ্ট হইতেছে না। কারণ শ্রীধ্রুবপ্রিয় অবতারের পিতা-মাতা এবং নামাদির কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ধ্রুবপ্রিয় নামক ভগবদবতার কথিত হইয়াছে, কিন্তু সেই স্থলে অবতারের কোন নামোল্লেখ নাই এবং সেই সায়ম্ভুব মন্বন্তরে তাঁহার চরিতাদির সহিত যজ্ঞাদি অবতার গণের ও প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে সিদ্ধান্ত এই যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শ্রীযজ্ঞ প্রভৃতি অবতার বৃন্দের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে সেই প্রসঙ্গেই শ্রীপৃশ্নিগর্ভের চরিত্রও কথিত হইয়াছে, কিন্তু সেইস্থলে তাঁহার ধ্রুবপ্রিয় এইনাম উল্লিখিত হয় নাই, কেবলমাত্র ধ্রুবের প্রতি তাঁহার বরদান লীলাই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাকে বরদান করা শ্রীযজ্ঞাদি অবতার বৃন্দের কার্য্য নহে, যেহেতু স্বায়ম্ভুবমনুকে প্রতিপালনরূপ চরিত্র শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত

শ্রীঋষভঃ ॥১২॥ শ্রীপ্রথমে (ভা° ১।৩।১৩)—

"অষ্টমে মেরুদেব্যাস্তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ। দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতম্ ॥"

শুক্রঃ পরমহংসানাং ধর্ম্মং জ্ঞাপয়িতুং প্রভুঃ। ব্যক্তো গুণৈর্বরিষ্ঠত্বাদৃবিখ্যাত ঋষভাখ্যয়া ॥৭৪॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ঋষভাবতারমাহ, অষ্টমে ইতি ! উরুক্রমঃ—হরিঃ, নাভেঃ—অগ্নীধ্রপুত্রাৎ, মেরুদেব্যাং জাতোঽভূৎ। চরিতমাহ, সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতং ধীরাণাং বর্ত্ম—পারমহংস্যাশ্রমং, দর্শয়ন্নিতি। অস্য নাম ব্যঞ্জয়ন্নাহ, শুক্র ইতি ॥৭৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অষ্টম ইত্যত্র টীকা ; সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতং পারমহংস্যং বর্ত্ম ধীরাণাং দর্শয়ন নাভেরগ্নীধ্রপুত্রাৎ ঋষভো জাত ইত্যেষা। বিবৃণোতি শুক্র ইতি ॥৭৪॥

হইয়াছে। সুতরাং ধ্রুবকে বরদানরূপ চরিত প্রকাশক অবতারই পৃশ্নিগর্ভ। যেমন "হন্তায়মদ্রি" ইত্যাদি দশমস্কন্ধীয় পদ্যে প্রকরণ বশতঃ এইস্থলে অদ্রি শব্দে গোবর্দ্ধন অদ্রি বা পর্ব্বতকেই বুঝাইতেছে, তদ্রূপ পারিশেষ্য প্রমাণবশতঃ পৃশ্নিগর্ভ নামে প্রসিদ্ধ ভগবদবতার ধ্রুবপ্রিয় অবতারকেই জানিতে হইবে। বিষয়টি সুস্পষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার শ্রীদশমের বাক্যে প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন যথা শ্রীভগবান্ চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্ত্তিতে দেবকীদেবী হইতে আবির্ভূত হইয়া বসুদেব ও দেবকীকে বলিলেন—হে সতি ! দেবকি মাতঃ ! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পূর্ব্বজন্মে তুমিই পৃশ্নিদেবী ছিলে, সেই সময় এই শ্রীবসুদেব সুতপা নামে নিষ্পাপ প্রজাপতি ছিলেন, তখন আমি তোমাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হই, তখন আমার নাম হইয়াছিল পৃশ্নিগর্ভ। এই স্থানে পৃশ্নিগর্ভের কোনরূপ চরিত্র উল্লেখ না থাকায় নাম ও চরিত্র পরস্পর সাপেক্ষ হওয়ায় পৃশ্নিগর্ভ নাম ও ধ্রুবের বরদানরূপ চরিত্র এই দুইয়ের একটি অবতারেই সঙ্গতি হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। আর যদিবল শ্রীপৃশ্নিগর্ভ ধ্রুবের নিকট বরদানের নিমিত্ত আগমন মাত্রেই তাঁহাকে পৃথক অবতার মধ্যে গণনা করা হউক ? তাহা হইতে পারে না, কারণ শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সময়ে সময়ে বহু ভক্তের নিকট গমনঃ করতঃ তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু সেইহেতু সেই সেই স্থলে তাঁহাদের পৃথক পৃথক্ অবতারত্ব কল্পনার প্রসক্তি হয়। কিন্তু তাহা কোথাও শ্রুত হওয়া যায় নাই, সুতরাং পৃশ্নিগর্ভ ও ধ্রুবপ্রিয় একই অবতার জানিতে হইবে ॥৭৩॥

শ্রীঋষভ।

অষ্টমে শ্রীঋষভ অবতার বর্ণনা করিতেছেন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে যথা—ভগবান্ উরুক্রম শ্রীহরি সর্ব্বাশ্রম নমস্কৃত ধীরগণ সেবিত পদবী অথবা পারমহংস্য আশ্রম তাহা দেখাইবার নিমিত্ত অগ্নীধ্র পুত্র নাভিরাজার পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে অবিভূ্ত হইয়াছিলেন। শুক্রভগবান্ পরমহংসদিগের ধর্ম্ম উপদেশ দিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ এবং সর্ব্বগুণে গরিষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণেভূষিত হওয়ায় শ্রীঋষভ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥৭৪॥

শ্রীপৃথুঃ ॥১৩॥ তত্রৈব (ভা° ১।৩।১৪)—

"ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ। দুগ্ধেমাং হ্যোষধীর্বিপ্রাস্তেনায়ং স উশত্তমঃ॥"

মথ্যমানাম্মুনিগণৈরসব্যাদ্বেণবাহুতঃ। প্রাদুর্ভূতো মহারাজঃ শুদ্ধস্বর্ণরুচিঃ পৃথুঃ॥৭৫॥

আদ্যে ব্যক্তাঃ কুমারাদ্যাঃ পৃথ্বন্তাশ্চ ত্রয়োদশঃ।
কোল-মৎস্যৌ পুনর্ব্যক্তিং চাক্ষুষীয়ে তু জগ্মতুঃ॥৭৬॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ঋষিভিরিতি। স হরিঃ ঋষিভির্যাচিতঃ সন্, পার্থিবং বপুঃ—রাজদেহং, ভেজে। চরিতমাহ, ইমাং—পৃথিবীম্, ওষধীঃ—নিখিলানি বস্তূনি, অদুগ্ধ, অড়ভাব আর্ষঃ। হে বিপ্রাঃ!—শৌনকাদয়ঃ! তেন—পৃথিবীদোহনেন কর্ম্মণা, সঃ—পৃথুরবতারঃ, উশত্তমঃ—অতিরম্যঃ। নামাস্য ব্যনক্তি, মথ্যমানাদিতি। অসব্যাৎ—দক্ষিণাৎ। চতুর্থে (ভা° ১।১৪—২৩ অ°) খ্যাতমস্য চরিতম্॥৭৫॥

কোল-মৎস্যাবিতি—আপাততঃ। প্রতিমন্বন্তরং মৎস্যস্য ব্যক্তেঃ॥৭৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ঋষিভিরিত্যত্র ভাবার্থদীপিকা; পার্থিবং বপুঃ রাজদেহং পৃথুরূপং। পার্থবমিতি পাঠে পৃথোরিদং পার্থবং। ওষধীরিত্যুপলক্ষণম্। ইমাং পৃথ্বীং সর্ব্বাণি বস্তূনি অদুগ্ধ অড়াগমাভাবস্ত্বার্ষঃ। হে বিপ্রাঃ তেন পৃথ্বীদোহনেন সোঽয়মবতার উশত্তমঃ কমনীয়তমঃ; বশকান্তাবিত্যস্মাদিত্যেষা। বিপ্রা ইতি শ্রীসূতকর্ত্তৃকশৌনকাদিসম্বোধনম্। বিবৃণোতি মথ্যেতি; অসব্যাৎ দক্ষিণাৎ, বেণবাহুতঃ বেণবাহোঃ সকাশাৎ তদানীং তস্যৈব বিশুদ্ধসত্ত্বত্ম্॥৭৫॥

আদ্যে স্বায়ম্ভুবীয়মন্বন্তরে। কোলো বরাহঃ॥৭৬॥

শ্রীপৃথু।

নবমে শ্রীপৃথু অবতার বর্ণন করিতেছেন—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে যথা—ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সেই শ্রীহরি রাজদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার কার্য্যাবলী বর্ণনা করিতেছেন তিনি রাজদেহ ধারণ পূর্ব্বক এই পৃথিবী হইতে সর্ব্ববিধ বস্তু দোহন করিয়াছিলেন। হে শৌনাকাদি ঋষিগণ! সেই পৃথিবীদোহন রূপ কর্ম্মহেতু এই শ্রীপৃথু অবতার অতীব রমণীয়। মুণিগণ কর্ত্তৃক মথ্যমান বেণরাজার দক্ষিণ বাহু হইতে শুদ্ধ সত্ত্ববিগ্রহ স্বর্ণকান্তি মহারাজ পৃথু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায় হইতে ত্রয়বিংশতি অধ্যায় পর্য্যন্ত শ্রীপৃথু মহারাজের চরিত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে॥৭৫॥

শ্রীচতুঃসন হইতে পৃথুপর্য্যন্ত এই ত্রয়োদশ অবতার স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আবির্ভূত হন, আর চাক্ষুষ মন্বন্তরে বরাহ ও মৎস্যদেবের পুনর্ব্বার আবির্ভাব হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে পুনর্ব্বার চাক্ষুষমন্বন্তরে শ্রীমৎস্যদেবের অভিব্যক্তি হয়। বস্তুতঃ প্রতি মন্বন্তরেই শ্রীমৎস্যদেবের অবতার হইয়া থাকে॥৭৬॥

অথ শ্রীনৃসিংহঃ ॥১৪॥ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।১৮)—

"চতুর্দ্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্দ্রমূর্জ্জিতম্। দদার করজৈরূরাবেরকাং কটকৃদ্‌যথা ॥"
অস্য লক্ষ্মীনৃসিংহাদ্যা বিলাসা বহবঃ স্মৃতাঃ। তত্র পদ্মপুরাণাদৌ নানাবর্ণবিচেষ্টিতাঃ ॥
ষষ্ঠেঽন্তরেঽব্ধিমথনান্ন্ হরেঃ পূর্ব্বভাবিতা। অতঃ প্রাগেষ কূর্ম্মাদের্ব্যক্তিং ষষ্ঠেঽন্তরে গতঃ ॥৭৭॥

শ্রীকূর্ম্মঃ ॥১৫॥ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।১৬)—

"সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলম্। দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ ॥ ইতি।
পাদ্মেপ্রোক্তং দধে ক্ষৌণীময়মেবার্থিতঃ সুরৈঃ। শাস্ত্রান্তরে তু ভূধারী কল্পাদৌ প্রকটোঽভবৎ ৭৮

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

চতুর্দ্দশমিতি। দৈত্যেন্দ্রং—হিরণ্যকশিপুম্, ঊরৌ নিপাত্য দদার। এরকাং—নিগ্রন্থিতৃণ-বিশেষং, যথা কটকৃৎ দারয়তি ॥ অস্যেতি—নৃসিংহস্য। কথাস্তু পাদ্মাদৌ দ্রষ্টব্যাঃ। "নানাকারা নৃসিংহাস্তে নানাচেষ্টাসমন্বিতাঃ জনলোকে চ বৈকুণ্ঠে নিত্যধাম্নি চকাসতি ॥" ইতি। তত্রত্যং বাক্যমেতৎ। ব্যক্তিসময়ং তস্যাহ, ষষ্ঠেঽন্তরে ইতি। অব্ধিমথনাৎ পূর্ব্বং নৃসিংহো জাতঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥৭৭॥

সুরাসুরাণামিতি। কমঠঃ—কূর্ম্মঃ, তদ্রূপেণ পৃষ্ঠে মন্দরাচলং দধ্রে। বিভুঃ—অজিতঃ ॥ পাদ্মে ইতি। অয়ং—পৃষ্ঠধৃতমন্দরঃ, সুরৈরর্থিতোঽধস্তাৎ ক্ষৌণীং দধে ইতি পাদ্মমতম্। শাস্ত্রান্তরে—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ তু, কল্পাদৌ যো ভূধারী কূর্ম্মঃ, স এব মন্দর ধর্ত্তুং প্রকটোঽভূৎ। এষ পক্ষঃ স্থূলগম্যত্বাৎ উত্তরত্বাচ্চ সিদ্ধান্তো বোধ্যঃ ॥৭৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নারসিংহরূপং বিভ্রৎ সন্ করজৈর্নখৈঃ করনৈঃ, দৈত্যেন্দ্রং হিরণ্যকশিপুং দদারেত্যন্বয়ঃ। এরকাং অগ্রন্থিতৃণবিশেষং বিশেষয়তি অস্যেতি। বিলাসত্বমবগময়তি নানেতি। যদুক্তং তত্রৈব "নানাকারা নৃসিংহাস্তে নানাচেষ্টাসমন্বিতাঃ। জনলোকে চ বৈকুণ্ঠে নিত্যে ধাম্নি চকাসতীতি"। ষষ্ঠে চাক্ষুষীয়ে নৃসিংহস্য সমুদ্রমথনাৎ পূর্ব্বভাবিতা—পূর্ব্বাবির্ভাবিত্বং, পূর্ব্বজন্ম। কূর্ম্মাদেঃ প্রাক্ এষ নৃসিংহঃ ॥৭৭॥

কমঠরূপেণ কূর্ম্মরূপেণ, বিভুরজিতঃ, পৃষ্ঠে পৃষ্ঠাবচ্ছেদে, মন্দরাচলং দধ্রে দধারেত্যন্বয়ঃ। বিশদয়তি পাদ্ম ইতি। শাস্ত্রান্তরে বিষ্ণুধর্ম্মাদৌ। কল্পাদৌ যো ভূধারী স প্রকটোঽভবৎ মন্দরং ধর্ত্তুমিত্যর্থঃ। এষ পক্ষঃ স্থূলগম্যঃ উত্তরপক্ষস্য সিদ্ধান্তিতত্বাৎ ॥৭৮॥

অথ শ্রীনৃসিংহ।

চতুর্দ্দশে শ্রীনৃসিংহ অবতার শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে যথা—শ্রীভগবান্ অতিতেজস্বী শ্রীনরসিংহরূপ ধারণ করতঃ কটকারী অর্থাৎ মাদুর নির্ম্মাতা যেমন এরকা অর্থাৎ গ্রন্থিহীন তৃণবিশেষকে বিদারিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে ঊরুদেশে নিপাতিত করিয়া নখদ্বারা বিদারিত

শ্রীধন্বন্তরি-মোহিন্যৌ ॥১৬—১৭॥ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।১৭)—

"ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ। অপায়য়ৎ সুরানন্যান্মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া॥" ইতি।

তত্র শ্রীধন্বন্তরিঃ—

ষষ্ঠে চ সপ্তমে চায়ং দ্বিরাবির্ভাবমাগতঃ॥ ষষ্ঠেঽন্তরেঽব্ধিমথনাদুধৃতামৃতকমণ্ডলুঃ।
উদ্গতো দ্বিভুজঃ শ্যাম আয়ুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তকঃ॥ সপ্তমে চ তথারূপঃ কাশীরাজসুতোঽভবৎ॥

শ্রীমোহিনী—

দৈত্যানাং মোহনায়াসৌ প্রমোদায় চ ধূর্জ্জটেঃ।
অজিতো মোহিনীমূর্ত্ত্যা দ্বিরাবির্ভাবমাগতঃ॥
ইতি ষষ্ঠেঽত্র চত্বারো নৃসিংহাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥৭৯॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ধান্বন্তরমিতি। দ্বাদশমং ধান্বন্তররূপং, ত্রয়োদশমঞ্চ হরেঃ রূপমভূৎ। চরিতমাহ, অপায়য়দিতি সুধামিতি শেষঃ। মোহিন্যা স্ত্রিয়া—তদ্বপুষা, অন্যান্—অসুরান্, মোহয়ন্নিতি। ধন্বন্তরিবপুষা সুধামানীয় মোহিনীবপুষা অসুরান্ মোহয়ন্ তাং সুরান্ অপায়য়দিত্যর্থঃ। তয়োরবতারয়োর্বিশেষধর্ম্মা-নভিধাতুং তৌ বিবিচ্য দর্শয়তি, তত্র শ্রীধন্বন্তরিরিত্যাদিনা। ষষ্ঠে—চাক্ষুষীয়ে। সপ্তমে—বৈবস্বতীয়ে॥ তথারূপঃ—দ্বিভুজাদিলক্ষণঃ॥ দৈত্যানামিতি। ধূর্জ্জটেঃ—শিবস্য। অজিতঃ—ভগবান্। কূর্ম্মাদয়-স্ত্রয়োঽজিতস্যাবতারাঃ॥ চত্বার ইতি—নৃসিংহ-কূর্ম্ম-ধন্বন্তরিমোহিন্যঃ, চাক্ষুষীয়ে বভূবুরিত্যর্থঃ॥৭৯॥

করিয়াছিলেন। শ্রীপদ্মপুরাণাদিতে এই শ্রীনৃসিংহদেবের লক্ষ্মীনৃসিংহ প্রভৃতি বহুবিলাস মূর্ত্তির উল্লেখ আছে, তাঁহাদের বর্ণ ও লীলা নানাবিধ। শ্রীপদ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে সেই শ্রীনৃসিংহদেবের বর্ণবহুবিধ এবং লীলাও বহুবিধ, তাঁহারা বিবিধ লীলাবলীতে বিমণ্ডিত হইয়া জনলোকে ও নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে বিলসিত আছেন। তাঁহার আবির্ভাব কাল চাক্ষুষ নামক ষষ্ঠ মন্বন্তরে সমুদ্র মন্থনের পূর্ব্বে। অতএব চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় কূর্ম্মাদি অবতারের পূর্ব্বেই শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন॥৭৭॥

শ্রীকূর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধেই কথিত হইয়াছে—চাক্ষুষমন্বন্তরে যেকালে দেবতাগণ ও অসুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করেন, সেই কালে বিভু অজিত চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় অবতার কূর্ম্মরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে মন্দর নামক পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে মন্দরাচলধারী এই কূর্ম্মদেবই দেবগণের প্রার্থনায় অধোভাগে পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদি শাস্ত্রে কথিত আছে, কল্পের আদিতে যিনি কূর্ম্মরূপে পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন, তিনিই সেই সমুদ্র-মন্থনকালে মন্দর পর্ব্বত ধারণের নিমিত্ত প্রকট হইয়াছিলেন। অতএব এই উত্তর পক্ষ যুক্তিযুক্ত বলিয়া সুসঙ্গত হইল॥৭৮॥

শ্রীবামনঃ ॥১৪॥ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।১৯)—

"পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ।পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপম্ ॥" ইতি।
বামনস্ত্রিরভিব্যক্তিং কল্পেঽস্মিন্ প্রতিপেদিবান্।তত্রাদৌ দানবেন্দ্রস্য বাস্কলেরধ্বরং যযৌ ॥

ততো বৈবস্বতীয়েঽস্মিন্ ধুন্ধোর্মখমসৌ গতঃ।
অদিতৌ কশ্যপাজ্জাতঃ সপ্তমেঽস্য চতুর্যুগে ॥
প্রতিগ্রহকৃতে জাতাস্ত্রয় এব ত্রিবিক্রমাঃ ॥৮০॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

পঞ্চদশমিতি। বামনকং—হ্রস্বরূপং, কৃত্বা—প্রকটয্য, বলেঃ, অধ্বরং—যজ্ঞম্, অগাৎ। পদত্রয়ং যাচমানঃ সন্, ত্রিপিষ্টপং—স্বর্গং, তস্মাৎ, প্রত্যাদিৎসুঃ—আচ্ছিদ্য শক্রায় দাতুমিচ্ছুঃ, ইতি ছলিত্বং ব্যজ্যতে॥ বামনস্য বিশেষধর্ম্মান্ বক্তুং, বামনস্ত্রিরিত্যাদি। অস্মিন্—ব্রাহ্মে, কল্পে। তত্র—ব্রাহ্মকল্পে, আদৌ—স্বায়ম্ভুবীয়েঽন্তরে। অস্মিন্ বৈবস্বতীয়ে—বর্ত্তমানেঽন্তরে, ধুন্ধোঃ—তন্নাম্নোঽসুরস্য। যদুক্তং বামনে—"ধুন্ধোর্যজ্ঞে বরারোহে! ভগবান্ মধুসূদনঃ। দেহং বামনকং কৃত্বা গত্বাযাচৎ ত্রিপিষ্টপম্ ॥" ইতি। অস্য—বৈবস্বতীয়স্য, সপ্তমে চতুর্যুগে কশ্যপাৎ অদিত্যাং জাতঃ। ত্রয়োঽপি বামনাঃ প্রতিগ্রহিণোঽভূবন্নিত্যাহ, প্রতিগ্রহেতি ॥৮০॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

বিভ্রদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। দ্বাদশমং ধান্বন্তরং রূপং বিভ্রৎ ত্রয়োদশমঞ্চ মোহিনীরূপং বিভ্রৎ সুরানপায়য়ৎ সুধামিতি শেষঃ। কেন রূপেণ মোহিন্যা স্ত্রিয়া তদ্রূপেণেত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্ অন্যানসুরান্ মোহয়ন্ মোহয়িতুং ধন্বন্তরিরূপেণ সুধাঞ্চোপাহরন্নিতি শেষঃ। টীকা চ দ্বাদশমাদিপ্রয়োগস্ত্বার্ষঃ ইত্যেষা। এতে ত্রয়োঽজিতস্যৈবাবতারাঃ॥ ষষ্ঠে চাক্ষুষীয়ে বৈবস্বতে চ। প্রথমপক্ষং দর্শয়ন্নাহ ষষ্ঠ ইতি। দ্বিতীয়পক্ষমাহ সপ্তমে চেতি। তথারূপো—ধৃতকমণ্ডলু-দ্বিভুজশ্যামরূপকঃ। ধূর্জটেঃ—শিবস্য। চত্বারঃ—শ্রীনৃসিংহকূর্ম্মধন্বন্তরিমোহিন্যাখ্যা অবতারাঃ ॥৭৯॥

পঞ্চদশমিত্যত্র দীপিকা। দুষ্টানাং মদং বাময়তীতি বামনকং রূপং হ্রস্বং বা। প্রত্যাদিৎসুস্তস্মাদাচ্ছিদ্য গ্রহীতুমিচ্ছুরিত্যেষা। প্রথমপক্ষে স্বার্থে কঃ; দ্বিতীয়ে নিন্দায়ামতিহ্রস্বমিত্যর্থঃ। কৃত্বা প্রকটয্য। বিবৃণোতি অস্মিন্ কল্পে—শ্বেতবারাহে, তত্র শ্বেতবারাহমধ্যে, আদৌ স্বায়ম্ভুবীয়মন্বন্তরে। বৈবস্বতীয়ে সপ্তমমন্বন্তরে, ধুন্ধোরসুরভেদস্য, তথাহ্যুক্তং শ্রীবামনপুরাণে—"ধুন্ধোর্যজ্ঞে বরারোহে ভগবান্ মধুসূদনঃ। দেহং বামনকং কৃত্বা গত্বা যাচত্ত্রিপিষ্টপমিতি"। অস্য ব্যক্তিঃ প্রকাশঃ। চতুর্বিংশতেঃ পুরণে চতুর্যুগে ॥৮০॥

শ্রীধন্বন্তরি ও মোহিনী।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধেই কথিত হইয়াছে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অবতারে

শ্রীভার্গবঃ ॥১৭॥ তত্রৈব (ভা° ১।৩।২০)—

"অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্। ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্ ॥"
রেণুকাজমদগ্নিভ্যাং গৌরো ব্যক্তিমসৌ গতঃ, প্রাহুঃ সপ্তদশে কেচিদ্দ্বাবিংশেঽন্যে চতুর্যুগে ৮১

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অবতারে ইতি। নৃপান্, ব্রহ্মদ্রুহঃ—বিপ্রদ্বিষঃ, পশ্যন্ কুপিতো ভগবান্ পরশুরামঃ সন্ ত্রিঃ—ত্রিগুণং যথা স্যাৎ তথা, সপ্তকৃত্বঃ—সপ্তবারান্ একবিংশতিবারানিত্যর্থঃ। মহীং নিঃক্ষত্রামকরোৎ। অস্য মাতাপিতরৌ জন্মকালঞ্চাহ—রেণুকেতি। প্রাহুরিতি—বৈবস্বতীয়স্যেতি শেষঃ ॥৮১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অবতার ইত্যত্র টীকা, পরশুরামাবতারমাহ—অবতার ইতি। ত্রিস্ত্রিগুণং যথা ভবতি তথা, সপ্তকৃত্বঃ সপ্তবারান্ একবিংশতিবারানিত্যর্থ ইত্যেষা। অবতারে শ্রীপরশুরামাভিধে, কুপিতঃ সন্ নিঃক্ষত্রাং ক্ষত্রিয়রহিতাম্। অস্য বৈবস্বতমন্বন্তরস্য। অন্য ইতি বা পাঠঃ, মতভেদস্তু কল্পভেদাৎ ॥৮১॥

শ্রীধন্বন্তরি ও মোহিনীরূপে আভির্ভূত হইয়া ধন্বন্তরিরূপে ক্ষীরসমুদ্র হইতে সুধা আনয়ন পূর্ব্বক মোহিনী মূর্ত্তিতে অসুরগণকে বিমোহিত করিয়া দেবতাগণকে সেই সুধা পান করাইয়াছিলেন ॥

তন্মধ্যে ধন্বন্তরি।

শ্রীধন্বন্তরি ও শ্রীমোহিনী এই মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যে যে বিশেষ ধর্ম্ম তাহা বলিবার নিমিত্ত উভয় মূর্ত্তিকে পৃথকরূপে দেখাইতেছেন—তন্মধ্যে শ্রীধন্বন্তরি, ইনি চাক্ষুষ নামক ষষ্ঠমন্বন্তরে একবার ও বৈবস্বত নামক সপ্তমমন্বন্তরে আর একবার, এই দুইবার মাত্র আবিভূর্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ ধন্বন্তরি চাক্ষুষ ষষ্ঠ মন্বন্তরে সমুদ্র মন্থনকালে দ্বিভুজ ও শ্যামসুন্দররূপ ধারণ পূর্ব্বক অমৃতকমণ্ডলু হস্তে সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া আয়ুর্বেদের প্রবর্ত্তন করেন। দ্বিতীয়তঃ বৈবস্বত সপ্তম মন্বন্তরে আয়ুর্বেদ প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত কাশিরাজের পুত্ররূপে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীমোহিনী

দৈত্যগণের মোহনের নিমিত্ত এবং ধূর্জ্জটি শিবের আনন্দ বিবদ্ধনার্থ ভগবান্ অজিত অর্থাৎ মন্বন্তরাবতার শ্রীবিষ্ণু মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক দুইবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব চাক্ষুষ নামক এই ষষ্ঠমন্বন্তরে শ্রীনৃসিংহ, শ্রীকূর্ম্ম, ধন্বন্তরি ও মোহিনী এইচারিটি অবতার কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি ও মোহিনী এই অবতার ত্রয় শ্রীঅজিতের বলিয়া কথিত ॥৭৯॥

শ্রীবামনদেব।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধেই যথা—পঞ্চদশাবতারে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু কৌশল করিয়া স্বর্গরাজ্য ইন্দ্রকে প্রদান করিবার অভিলাষে শ্রীবামনরূপ অর্থাৎ দুষ্টগণের মত্ততানাশক খর্ব্বাকার প্রকট পূর্ব্বক ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞাচ্ছলে বলির যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীবামনদেবের ছলিত প্রকাশ করতঃ তাঁহার

শ্রীরাঘবেন্দ্রঃ ॥২০॥ তত্রৈব (ভা° ১।৩।২২)—

নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া।
সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্য্যাণ্যতঃ পরম্ ॥" ইতি।
কৌশল্যায়াং দশরথান্নবদূর্ব্বাদলদ্যুতিঃ।
ত্রেতায়ামাবিরভবৎ চতুর্বিংশে চতুর্যুগে।
ভরতেন সুমিত্রায়া নন্দনাভ্যাঞ্চ সংযুতঃ ॥
অস্য শাস্ত্রে ত্রয়ো ব্যূহা লক্ষ্মণাদ্যা অমী স্মৃতাঃ।
ভরতোঽত্র ঘনশ্যামঃ সৌমিত্রী কনকপ্রভৌ ॥
পাদ্মে ভরত-শত্রুঘ্নৌ শঙ্খ-চক্রতয়োদিতৌ।
শ্রীলক্ষ্মণস্তু তত্রৈব শেষ ইত্যভিশব্দিতঃ ॥৮২॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নরেতি। নরদেবত্বং,—রাজেন্দ্রত্বং, শ্রীরামবপুষা প্রাপ্তঃ সন্। অতঃপরম্—অষ্টাদশে অবতারে। অস্য মাতাপিতরৌ জন্মকালং পার্ষদাংশ্চাহ, কৌশল্যায়ামিতি। চতুর্বিংশে চতুর্যুগে ইতি—বৈবস্বতীয়স্যেতি বোধ্যম্। শাস্ত্রে ইতি—স্কান্দে শ্রীরামগীতায়ামিত্যর্থঃ। তত্র শ্রীরামস্য বাসুদেবত্বেন নির্ণীতত্বাৎ, লক্ষণাদ্যাস্ত্রয়ঃ সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ ক্রমাদ্ বোধ্যাঃ। পাদ্মে ইতি—পাদ্মে রামো নারায়ণ উক্তঃ, ভরতাদয়স্তু শঙ্খাদয় ইত্যর্থঃ ॥৮২॥

বিশেষ গুণকে অভিব্যক্ত করিতেছেন—এই ব্রাহ্মকল্পে শ্রীবামনদেবের তিনবার আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রথম স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে বাস্কলি নামক দৈত্যের যজ্ঞে, দ্বিতীয় এই বৈবস্বতমন্বন্তরে ধুন্ধুনামক অসুরের যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন, ইহা বামনপুরাণে কথিত হইয়াছে যথা—হে বরারোহে! ভগবান্ শ্রীমধুসূদন বামনরূপ প্রকট পূর্ব্বক ধুন্ধুনামক অসুরের যজ্ঞে গমন করতঃ স্বর্গরাজ্য প্রর্থনা করিয়াছিলেন। অপর সর্ব্বশেষ বর্ত্তমান এই বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তম চতুর্যুগে কশ্যপ ঋষি হইতে অদিতি নাম্নী দক্ষকন্যাতে আবির্ভূত হন। এইত্রিবিধ বামনমূর্ত্তিই দান গ্রহনের নিমিত্ত ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি আবিস্কার করিয়াছিলেন ॥৮০॥

শ্রীভার্গব।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে যথা—ষোড়শ অবতারে ভগবান্ ক্ষত্রিয়দিগকে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী দেখিয়া পরশুরামরূপে আর্বিভূ্ত হইয়া ক্রোধভরে একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। ইঁহার মাতাপিতা এবং আবির্ভাব কালের পরিচয়ে বলিতেছেন—ইনি জমদগ্নি নামক পিতা হইতে রেণুকানাম্নী মাতাতে গৌরবর্ণ বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কেহ বা বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তদশ চতুর্যুগে এবং কেহ বা বৈবস্বত মন্বন্তরের দ্বাবিংশ চতুর্যুগে শ্রীপরশুরামের অবতার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত মতভেদ কল্পভেদে জানিতে হইবে ॥৮১॥

শ্রীব্যাসঃ ॥২৬॥ তত্রৈব (ভাঃ ১৷৩৷২১)—

"ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ। চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ"

"দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাম্' ইতি শৌরির্যদূচিবান্। অতো বিষ্ণুপুরাণাদৌ বিশেষেণৈব বর্ণিতঃ ॥

যথা (বিঃ পুঃ ৩৷৪৷৫ ; মঃ ভাঃ, শাঃ পঃ ৩৪৬৷১১)—

কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং স্বয়ম্।

কো হ্যন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষান্মহাভারতকৃদ্ ভবেৎ ॥" ইতি।

শ্রূয়তেঽপান্তরতমা দ্বৈপায়ন্যমগাদিতি।

কিং সাযুজ্যং গতঃ সোঽত্র বিষ্ণ্বংশঃ সোঽপি বা ভবেৎ।

তস্মাদাবেশ এবায়মিতি কেচিদ্ বদন্তি চ ॥৮৩॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

তত ইতি। পরাশরাৎ সত্যবত্যাং জাতঃ স দেবো বেদতরোঃ শাখাশ্চক্রে। পুংসঃ -দ্বিজান্, অল্পমেধসঃ—মন্দপ্রজ্ঞান্, দৃষ্ট্বা! স্বমতং তৎস্বরূপমাহ, দ্বৈপায়নোঽস্মীতি, শৌরিঃ—কৃষ্ণঃ, উচিবান্ একাদশে (ভাঃ ১১৷১৬৷২৯)। বিশেষেণ—সাক্ষাদীশ্বরত্বেন। শ্রূয়তে নারায়ণীয়ে। অপগতম্ আন্তর-তমো যস্য স কশ্চিৎ তপস্বী বিপ্রঃ। অত্র—সাক্ষাদীশ্বরে দ্বৈপায়নে। সোঽপি—অপান্তরতমাঃ। তস্মাদিতি। সনকাদিবৎ আবেশোঽয়মিতি কেচিদাহু ॥৮৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নরদেবত্বং নরপতিত্বং শ্রীরাঘবরূপেণেত্যর্থঃ। অতঃ পরমষ্টাদশে। বিবৃণোতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ কৌশল্যায়ামিতি ; অত্র শ্রীদশরথাখ্যভক্তদ্বারেণাবতারতাস্য, ভরতেন সুমিত্রানন্দনাভ্যাং শ্রীলক্ষ্মণশত্রুঘ্না-ভ্যাঞ্চ সংযুতঃ সন্ ত্রেতায়ামাবিরভবন্নতু জাতৈস্তৈঃ সহ স্বধাম্নি বর্ত্তমানাৎ। যদুক্তং স্কান্দে—"অযোধ্যায়াং সদা রামো লক্ষ্মণাদ্যৈর্বিরাজতে। হনুমজ্জাম্ববন্নীলসুগ্রীবাদ্যৈর্মহাত্মভিরিতি" ॥ অত্র মহাত্মভির্মহাপ্রকা-শৈস্তেষাং প্রকাশান্তরেণ কিষ্কিন্ধ্যাদিষু স্থিতত্বাৎ। অস্য—শ্রীরামস্য, শাস্ত্রে—শ্রীস্কান্দে শ্রীরামগীতায়া-মিত্যর্থঃ। তত্র শ্রীবাসুদেবত্বেন অস্য নির্ণীতত্বাত্রয়ঃ শ্রীসঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ শ্রীলক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্নাঃ ক্রমেণ মন্তব্যাঃ। তত্র স্থানান্তরে শ্রীরামস্য সাক্ষাৎপুরুষত্বেনাভিধানাৎ প্রকরণপাঠঃ। অন্যথা শ্রীবাসুদেবস্য ভগবত্ত্বেন পুরুষাণামতীতত্বাৎপ্রকরণপাঠাসঙ্গতিঃ স্যাৎ। সৌমিত্রী—শ্রীলক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ। পাদ্ম ইতি—"পাদ্মে তু রামো ভগবান্নারায়ণ ইতীরিত" ইতি বক্ষ্যমাণানুসন্ধানাৎ তত্র শ্রীনারায়ণত্বেনাস্যাভিধানাচ্চ চতুর্ব্যূহাবতারত্ববাধো ন মন্তব্যঃ ; বাসুদেবস্য তত্র তদানীং প্রবেশস্যৌচিত্যাৎ। অতএব "নৃসিংহরাম-কৃষ্ণেষু ষাড়্গুণ্যং পরিপূরিতম্" ইত্যনেনাস্যোক্তমপি পরাবস্থত্বং সুসঙ্গতমেব। তত্র পরাবস্থত্বং—স্বস্বমূল-স্বরূপাবস্থত্বমন্যথা "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মি" ত্যনেন বিরোধঃ স্যাৎ ॥৮২॥

তত ইত্যত্র টীকা, অল্পমেধসোঽল্পপ্রজ্ঞান্ পুংসো দৃষ্ট্বা তদনুগ্রহার্থং শাখাশ্চক্র ইত্যেষা। সপ্তদশে

অথ শ্রীরাম-কৃষ্ণৌ ।।২২-২৩।। শ্রীপ্রথমে (ভা° ১।৩।২৩)—

"একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী। রাম-কৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরম্ ॥"

তত্র শ্রীরাম

এষ মাতৃদ্বয়ে ব্যক্তো জনকাদ্ বসুদেবতঃ। যো নব্যঘনসারাভো ঘনশ্যামাম্বরঃ সদা ॥

সঙ্কর্ষণো দ্বিতীয়ো যো ব্যূহো রামঃ স এব হি। পৃথ্বীধরেণ শেষেণ সংভূয় ব্যক্তিমীয়িবান্ ॥

শেষো দ্বিধা মহীধারী শয্যারূপশ্চ শার্ঙ্গিণঃ।

তত্র সঙ্কর্ষণাবেশাদ্ ভূভৃৎ সঙ্কর্ষণো মতঃ ॥

শয্যারূপস্তথা তস্য সখ্য-দাস্যাভিমানবান্ ॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অবতারে॥ উচিবান্ শ্রীমদেকাদশাদৌ, এষ শ্রীব্যাসঃ কৃষ্ণেতি শ্রীমৈত্রেয়ং প্রতি শ্রীপরাশরবচন। দ্বৈপায়নস্য দ্বৈপায়নত্বং ॥৮৩॥

শ্রীরাঘবেন্দ্র।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধেই যথা—অনন্তর অষ্টাদশ অবতারে ভগবান্ শ্রীবাসুদেব দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্ত শ্রীরামরূপে নরদেবত্ব অর্থাৎ রাজেন্দ্রত্ব প্রকটন করিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধনাদি অচিন্ত্য প্রভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার মাতাপিতা, আবির্ভাবকাল, এবং পার্ষদগণের পরিচয়ে জানাইতেছেন— যেকালে বৈবস্বত মন্বন্তরীয় চতুর্বিংশ চতুর্যুগের ত্রেতায় নবদূর্বাদল কান্তি শ্রীরামচন্দ্র দশরথ হইতে কৌশল্যাদেবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই কালে তাঁহার সঙ্গে ভরত কেকয়ীতে, লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন সুমিত্রাতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্কন্দপুরাণীয় রামগীতায় শ্রীরামচন্দ্রকে আদিব্যুহ বাসুদেব রূপে নির্ণয় করিয়াছেন এবং নবঘন শ্যামবর্ণ ভরত এবং সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ লক্ষণ ও শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপর পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রকে নারায়ণরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং লক্ষণকে অনন্তদেব ও ভরত শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে চক্র ও শঙ্খাবতার রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥৮২॥

শ্রীব্যাস।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধেই যথা—সপ্তদশ অবতারে ভগবান্ শ্রীনারায়ণ ব্রাহ্মণদিগকে অল্পবুদ্ধি জানিয়া পরাশর মুনি হইতে সত্যবতী নাম্নী মাতাতে বেদব্যাসরূপে অবতরণ পূর্ব্বক বেদরূপ কল্পবৃক্ষের শাখাসকল বিভাগ করিয়াছেন। শ্রীবেদব্যাসের স্বরূপবিষয়ে নিজমত প্রকাশ করিতেছেন— শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—বেদশাখা বিভাগকারি অষ্টাবিংশতি ব্যাসের মধ্যে আমি দ্বৈপায়ন। অতএব বিষ্ণুপুরাণাদিতে দ্বৈপায়নকে বিশেষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। হে মৈত্রেয়! কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিবে। যেহেতু পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণ ভিন্ন এমন কে আছেন, যিনি মহাভারত প্রণয়ণ করিতে সমর্থ! অপর মহাভারতের নারায়ণো-

শ্রীকৃষ্ণঃ —

এষ মাতরি দেবক্যাং পিতুরানকদুন্দুভেঃ। প্রাদুর্ভূতো ঘনশ্যামো দ্বিভুজোঽপি চতুর্ভুজঃ ॥৮৪॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

একোনেতি। ভগবানিতি স্বয়ংভগবত এব গোকুলাদিধাম্নোঽয়মবতারঃ, নতু প্রদ্যুম্নস্যেত্যর্থঃ। এতেন বলদেবস্যাপি প্রদ্যুম্নাবতারত্বং নিরস্তম্; শ্রীকৃষ্ণব্যূহস্য তদংশত্বাসম্ভবাদিতি ব্যক্তীভাবি। অথ বিবিচ্য তৌ দর্শয়তি, তত্র শ্রীরাম ইত্যাদিনা। মাতৃদ্বয়ে ইতি— আদৌ দেবক্যা গর্ভে অভূৎ, ততো রোহিণী-গর্ভে যোগমায়য়া নীত ইতি দ্বৈমাতুরো রাম ইত্যর্থঃ। ঘনসারঃ—কর্পূরঃ, তদাভঃ। ননু সঙ্কর্ষণঃ শেষঃ কথ্যতে? তত্রাহ পৃথ্বীধরেণেতি—ভূধারী শেষস্তং প্রবিষ্টঃ, অতস্তথোচ্যত ইত্যর্থঃ। শেষো দ্বিধেত্যাহ, শেষো দ্বিধেতি—আদ্যো জীবকোটিঃ, অন্ত্যস্ত্বীশ্বরকোটিরিত্যর্থঃ। এষ ইতি স্ফুটম্। যদ্যপ্যয়ং যশোদা-য়াঞ্চ জাতঃ, তথৈব প্রমাণসদ্ভাবাৎ, তথাপি রহস্যত্বাৎ শাস্ত্রকৃতা ন স্ফুটীকৃত ইত্যুপরি নিবেদয়িষ্যামঃ ॥৮৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

রামকৃষ্ণাবিত্যত্রটীকা, বিংশতিতম ইতিবক্তব্যে তকারলোপশ্ছন্দোঽনুরোধেন। রামকৃষ্ণাবিত্যেবং নামনী জন্মনী প্রাপ্যেত্যেষা। ভগবানিতি; সাক্ষাচ্ছ্রীভগবদাবির্ভাবোঽয়ং নতু পুরুষসংজ্ঞস্যানিরুদ্ধস্যেতি বিশেষপ্রতিপত্ত্যর্থম্। তত্র তস্য সাক্ষাদ্রূপত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপেণ নিজাংশরূপত্বাৎ শ্রীরামরূপেণাপি ভারহা-রিত্বম্ ভগবত এবেত্যুভয়ত্রাপি ভগবানহরদ্ভরমিতি শ্লিষ্টমেব। অতঃ শ্রীরামস্যানিরুদ্ধাবতারত্বং প্রত্যা-খ্যাতম্; শ্রীকৃষ্ণস্য মূলবাসুদেবত্বাৎ শ্রীরামস্য মূলসঙ্কর্ষণত্বাৎ যুক্তমেব চ তদিতি ॥ এষ—রামঃ। মাতৃদ্বয়ইতি শ্রীরোহিণী-দেবক্যোঃ। যদুক্তং শ্রীদশমে—"দেবক্যা উদরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্। তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়েতি"। (ভা ১০।২।৮)॥ নব্যঘনসারাভঃ—নব্যকর্পূরাভঃ। সম্ভূয়—মিলিত্বা, শেষেণেতি প্রতীয়মানয়া সহোক্ত্যা গৌণত্বমস্য দ্যোতিতম্। শেষং ভিনত্তি শেষো দ্বিধেতি, ভূভৃৎ শেষঃ সঙ্কর্ষণো মতঃ; আবেশাবেশিনোরভেদাৎ। যথা ভূধারী সখ্যাদাস্যাভিমানবান্ তথা তস্য শঙ্গিণঃ শয্যারূপোঽপীত্যর্থঃ। এষ—শ্রীকৃষ্ণঃ। দেবক্যাং—দেবককন্যায়াং। আনকদুন্দুভেঃ—শ্রীবসুদেবাৎ, শ্রীনন্দনন্দনস্যাপি তদ্দ্বারেণাবির্ভাবাৎ। শেষমতে ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ং—মাতরি—শ্রীযশোদায়াং পিতুঃ—শ্রীনন্দাৎ, অসৌ দ্বিভুজঃ শ্রীনন্দনন্দনঃ প্রাদুর্ভূতঃ, চতুর্ভুজস্তু শ্রীবসুদেবপুত্রঃ দেবক্যানকদুন্দুভেঃ সকাশাৎ প্রাদুর্ভূত ইতি যত্নঃ কার্য্যঃ পূর্ব্বাপরগ্রন্থসঙ্গতেঃ। যদ্বা দেবক্যামিতিশ্লিষ্টং; তথাচ শ্রীদেবক-কন্যায়াং—শ্রীযশোদায়াঞ্চেত্যর্থঃ। যথোক্তমাদিপুরাণে "দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ।

পাখ্যানে শ্রবণ করা যায় অপান্তর নামক অর্থাৎ অন্তরের তমঃগুণ যাঁহার বিনষ্ট হইয়াছে এবম্বিধ কোন তপস্বি ব্রাহ্মণ দ্বৈপায়ন হইয়াছিলেন। এইস্থলে সিদ্ধান্ত এই যে অপান্তর তমা ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণে সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন। অথবা সেই অপান্তর তমা শ্রীবিষ্ণুরই অংশ হইতে পারেন, এইজন্য কোন কোন মহাত্মা দ্বৈপায়নকে সনকাদির ন্যায় আবেশ অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥৮৩॥

শ্রীবুদ্ধঃ ॥২৪॥ তত্রৈব (ভাঃ ১।৩।২৪)—

"ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্। বুদ্ধো নাম্নাজিনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥" ইতি
অসৌ ব্যক্তঃ কলেরব্দসহস্রদ্বিতয়ে গতে। মূর্ত্তিঃ পাটলবর্ণাস্য দ্বিভুজা চিকুরোজ্ঝিতা ॥
যদা সূতঃ কথামাহ তদা বুদ্ধস্য ভাবিতা। অধুনা বৃত্ত এবায়ং ধর্ম্মারণ্যে যদুদ্গতঃ ॥৮৫॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

তত ইতি। অজিনস্য সুতঃ, নাম্না বুদ্ধঃ। কীকটেষু—ধর্ম্মারণ্যাখ্যেষু গয়া প্রদেশেষু। বুদ্ধস্যাবির্ভাবকালং রূপঞ্চাহ, অসাবিতি—বিস্পষ্টার্থম। ধর্ম্মারণ্যে গ্রামে ॥৮৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়া" ॥ আনকদুন্দুভেরিত্যপি শ্লিষ্টং, বসুদেবাৎ নন্দাচ্চ তয়োর্জন্ম-কালে দুন্দুভিশ্রবণাৎ। অত্রোপলক্ষণতয়া বৃষ্ণীনাং বল্লবা মতা ইতিবদত্রাপি জহৎস্বার্থবৃত্ত্যা শ্রীনন্দ গ্রহণং মুখ্যং জ্ঞেয়ম্ ॥৮৪॥

তত ইত্যত্র টীকা ; অজিনস্য সুতঃ। জিনসুত ইতি পাঠে জিনোঽপি স এব। কীকটেষু মধ্যে গয়াপ্রদেশে ইত্যেষা। বিবৃণোতি দ্বাভ্যাম্। অসাবিতি ; পাটলবর্ণা শ্বেতরক্তবর্ণা। ভাবিতা ভবিষ্যন্তা, অয়ং বুদ্ধো বৃত্তো জাতঃ, ধর্ম্মারণ্যে গ্রামে ॥৮৫॥

অথ শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে যথা—বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপর ও কলির সন্ধিক্ষণে একোনবিংশ ও বিংশাবতারে স্বয়ং ভগবান্ রাম ও কৃষ্ণ এইমূর্ত্তিদ্বয়ে বৃষ্ণিবংশে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার অপহরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং গোকুলাদিধামের যিনি অবতার তিনি স্বয়ং ভগবান্, তাঁহারই গোকুলাদি ধামে অবতার হইয়াছিল। সেই ধামাদিতে শ্রীপ্রদ্যুম্নের অবতার হয় নাই। এই বাক্যদ্বারা শ্রীবলদেব যে প্রদ্যুম্নের অবতার ইহাও নিরাকৃত হইল। কারণ শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণব্যূহের দ্বিতীয় ব্যূহ, তাঁহার পক্ষে প্রদ্যুম্নের অংশত্ব কখনও সম্ভব হইতে পারে না, ইহা অগ্রে বিস্তাররূপে প্রকাশিত হইবে। অনন্তর শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে দেখাইতেছেন তন্মধ্যে শ্রীবলরাম— এই শ্রীবলরাম পিতা বসুদেব হইতে প্রথমে দেবকীদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হন, পরে শ্রীকৃষ্ণের আদেশা-নুসারে যোগমায়া দ্বারা রোহিণীর গর্ভে সঞ্চারিত হওয়ায় মাতৃদ্বয়ে অর্থাৎ দেবকী ও রোহিণীতে আবির্ভূত হন,। ইঁহার অঙ্গকান্তি নব কর্পূর সদৃশ এবং বসন নীলবর্ণ। যদি বল সঙ্কর্ষণকে তো শেষ বলিয়া থাকেন? তদুত্তরে--যিনি পরব্যোমে মূল সঙ্কর্ষণ নামক দ্বিতীয়ব্যূহ তিনিই পৃথিবী ধারণ কারি অনন্তদেবের সহিত মিলিত হইয়া বলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মহীধারী ও বিষ্ণুশয্যারূপ ভেদে শেষ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে মহীধারী শেষ জীবকোটি এবং বিষ্ণুশয্যারূপ শেষ ঈশ্বরকোটি। মহীধারি শেষ সঙ্কর্ষণের আবেশাবতার বশতঃ সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত এবং যিনি শয্যারূপ শেষ তিনি নিজেকে দাস ও

সখা বলিয়া অভিমান করেন। অথ শ্রীকৃষ্ণঃ। শ্রীকৃষ্ণ পিতা বসুদেব হইতে বেদদীক্ষা দ্বারা মাতা দেবকীদেবীতে আবিভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীদেবকীদেবীতে জন্ম ইহা প্রসিদ্ধি থাকিলেও ইনি জননী শ্রীযশোদা দেবীতেও আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই বিষয়েও ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শ্রীযশোদা দেবীতে জন্ম, এই বিষয়টি অত্যন্ত রহস্যজনক বলিয়া শাস্ত্রকারগণ সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে রহস্যময়ী ঘটনাও উদ্ঘাটিত হইবে। ইনি নবীন নীরদ শ্যামবর্ণ ও দ্বিভুজ হইয়াও লীলার নিমিত্ত কখনও কখনও চতুর্ভুজ হইয়া থাকেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ জনক শ্রীনন্দ হইতে শ্রীযশোদা দেবীতে দ্বিভুজ লীলা পুরুষোত্তমরূপে এবং জনক শ্রীবসুদেব হইতে শ্রীদেবকীতে চতুর্ভুজ বাসুদেব স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন! মর্ম্মার্থ এই যে অখিলরসামৃত মূর্ত্তি নিত্যলীলানুরক্ত শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরম স্বয়ং ভগবান্ গোলোকাদি নিত্যধামস্থ নিত্যসিদ্ধ পার্ষদবৃন্দকে নিত্যনবায়-মান নানালীলারস আবির্ভাবনদ্বারা আনন্দিত করিবার অভিলাষে এবং প্রপঞ্চগত আত্মারামগণকে চিচ্ছক্তি-বিলাসভূত দিব্য মধুরচরিত অভিনয়দ্বারা ভক্তিযোগে আকর্ষণের নিমিত্ত প্রপঞ্চে অপ্রপঞ্চের প্রাদুর্ভাবরূপ অপুর্ব্ব কৌশল উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণাবতারের মুখ্যকারণ। অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি শ্রীভগবানের আবির্ভাবন কৌশল পুরুষ বুদ্ধির অগোচর। নিত্যলীলা অপ্রকটরূপা ও প্রকটরূপা ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে গোলোকাদি অপ্রপঞ্চগত নিত্যলীলার নাম অপ্রকটরূপা নিত্যলীলা, ঐ লীলা যুগপৎ অনন্ত প্রকাশে প্রকাশিত বলিয়া এবং সমকালে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের সমবায় নিবন্ধন ও বিপ্রলম্ভাদির অভাববশতঃ দেবলীলা। অপর প্রপঞ্চাবির্ভাবিত প্রকটাখ্য নিত্যলীলা নরলীলা। প্রকটলীলায় শ্রীভগবান্ এক প্রকাশে দিব্য পার্ষদবৃন্দের সহিত ক্রমিক বাল্য পৌগণ্ড ও কৈশোরময়ী লীলা সম্পাদন করিয়া থাকেন। দুর্ঘটঘটনী যোগমায়া প্রভাবে এই লীলাতে শ্রীভগবানের সার্ব্বজ্ঞ্য ও মৌগ্ধ্য যুগপৎ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এই লীলার মুখ্যক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবন। মথুরা ও দ্বারকা তাহার সহকারি বা গৌণ। এই লীলায় শ্রীভগবান্ লীলাপুরুষোত্তম রূপে শ্রীনন্দ হইতে শ্রীযশোদা দেবীতে ও শ্রীবসুদেব হইতে শ্রীদেবকী দেবীতে যুগপৎ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শ্রীনন্দযশোদাদি শ্রীকৃষ্ণের গোলোকস্থ নিত্য পিতামাতা ও শ্রীবসুদেব দেবকী বৈকুণ্ঠস্থ নিত্য পিতামাতা। অবতার কালে শ্রীনন্দ 'যশোদাতে দ্রোণ ও ধরা তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া ও শ্রীবসুদেব দেবকীতে সুতপা ও পৃশ্নি তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া অভিন্নরূপে প্রাদুর্ভূত হন। এই নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের লীলারহস্য অতিদুর্জ্ঞেয়। এই লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের ধাম হইতে ধামন্তরে গমনাদিদ্বারা পার্ষদবৃন্দের সহিত বিরহ সাধিত হইয়া থাকে। লীলাবিরহ সঙ্ঘটনই রসপো-ষণের একমাত্র উপায়। শ্রীভগবানের লীলারস পুষ্টির এইরূপই নিয়ম। এই নিমিত্তই গোলোকে অনন্ত প্রকাশে অনন্ত পার্ষদবৃন্দের সহিত অবিচ্ছেদে প্রকাশিত নিত্য লীলার প্রপঞ্চে আবির্ভাব। প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত গোলোকীয় লীলাই বৃন্দাবন লীলা। অথবা প্রপঞ্চানভিব্যক্ত বৃন্দাবনীয় লীলার যুগপৎ অনন্তপ্রকাশের নাম গোলোক লীলা। তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইয়াও লীলাপরিপাটীর ক্রমিকত্ব ও যৌগপদ্য বশতঃ লীলারস পোষণের তারতম্যানুসারে গোলোক ও বৃন্দাবন এই দ্বিবিধাকারে আকারিত মাত্র।

শ্রীভগবান্ যে কি অচিন্ত্যশক্তিতে মায়াপ্রপঞ্চে চিদ্ধামের সমাবেশ করেন তাহা তিনিই জানেন। পূর্ব্বোক্ত মুখ্যকারণদ্বয় ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণাবতারের আরও আনুষঙ্গিক কারণ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ভূভারহরণ তাদৃশ কারণ। ভূভারহরণাদিরূপ গৌণকারণের নিমিত্ত শ্রীভগবানের অংশকলাদিরূপে অবতারই যথেষ্ট বলিয়া পূর্ব্বোক্ত মুখ্যকারণ দ্বয় কার্য্যোন্মুখ না হইলে আর শ্রীভগবানের পূর্ণাবতার সম্ভব হয় না। আবার পূর্ণাবতারকালে ভূভারহরণাদিরূপ গৌণকার্য্যসাধনে অংশকলাদিরূপ পৃথক অবতার আবশ্যক হয় না। শ্রীভগবানের সকল অবতারই তত্ত্বতঃ অবিশেষ পূর্ণ হইলেও শক্তির অভিব্যক্তির তারতম্যানুসারে পূর্ণ ও অংশাদিরূপ ভেদ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শ্রীভগবানের শ্রীকৃষ্ণরূপ পূর্ণাবতার কালে অংশাদিরও তৎসহ অবতরণ অপরিহার্য্য, অতএব শ্রীকৃষ্ণরূপ পূর্ণাবতারে সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে তজ্জন্য অবতারান্তরের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু অংশকলা প্রভৃতির অবতারে তাহা হইতে পারে না, কারণ যে অংশকলাদিতে যে যে শক্তির আবির্ভাব হয় না, সেই সেই অংশকলা প্রভৃতির অবতরণে সেই সেই শক্তিকার্য্য অসিদ্ধ হইয়া যায়। শ্বেতবরাহকল্পগত বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্য্যুগীয় দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিক্ষণে পূর্ণপুরুষ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই ভারতবর্ষে মথুরামণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন। অথর্ব্ব সংহিতায় দ্বিতীয় প্রপাঠকে পঞ্চমানুবাকে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের অবতারের একত্র উল্লেখ পরিদৃষ্ট হওয়া যায়। যথা "নক্তং জাতস্যৌষধে রামে কৃষ্ণে অসিক্নি চ ইতি। হে ঔষধে যোগমায়ে! তুমি শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর তাহাদিগের তরুণী অনুজা হইয়া আবিভূতা হইয়াছিলে। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ লিখিত হইলে, তিনি কোন্ সময় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাও স্থির করিতে হয়। পুরাণ ও মহাভারতে দুই একটি ঘটনার কাল নির্ণীত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণাবতারের কালনির্ণয় সুগম হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রায় এক প্রকার প্রণালীতে উক্তকালের বিষয় উক্ত হইয়াছে। যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণের ৪।২৪ যথা হে দ্বিজোত্তম! সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে পুলহ এবং ক্রতু নামক যে দুটি প্রথমে উদিত হইতে দেখা যায় তাহাদের মধ্যে অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের যে একটি দৃষ্ট হইয়া থাকে, ঐ একটি নক্ষত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডল একশতবৎসর ব্যাপিয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। তদনুসারে মহারাজ পরীক্ষিতের সময়ে ঐসপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানামক নক্ষত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ১২।২, যৎকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে দেবপরিমাণে সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশ সহিত দ্বাদশ শতবর্ষাত্মক কলিযুগ প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যখন ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল রাশিচক্রান্তর্গত মঘানক্ষত্র হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবেন, তখন নন্দের রাজ্য, এবং সেই সময় হইতেই কলিযুগের বৃদ্ধি হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেইদিন যে সময়ে স্বধামে গমন করেন, সেইদিন সেই সময়ে কলিযুগের সম্পূর্ণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। পুরাবিদ পণ্ডিতগণ এই কথাই বলিয়া থাকেন। মঘানক্ষত্র হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র দশম অতএব পরীক্ষিতের জন্ম সময় হইতে নন্দের জন্ম সময় ১০০০ হাজার বৎসর। বিষ্ণুপুরাণের মতে "যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্। এতৎবর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥ অর্থাৎ পরীক্ষিতের জন্মাবধি নন্দ নামকরাজার রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত সময়ের পরিমাণ ১০১৫ এক হাজার পনের বৎসর।

নন্দরাজ হইতে চন্দ্রগুপ্ত একশত বৎসর। চন্দ্রগুপ্ত ৩০৫ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমানে প্রচলিত শকাব্দের ৩৮৩ বৎসর পূর্ব্বে। চন্দ্র গুপ্ত হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রায় ২৩০০ বৎসর অতীত হইয়াছে। অতএব রাজা পরীক্ষিতের অতীতাব্দ ৩৪ হাজার বৎসর। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণাবতারের কাল ইহার নিকটবর্ত্তী। বর্ত্তমান সময়ের পঞ্জিকার মতে ৫০৫৪ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণাবতারের কাল। ভূভার হরণার্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ অলৌকিক কার্য্যাবলী সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যলীলা হইতেই অলৌকিক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শূরসেন নামে প্রসিদ্ধ যদুবংশীয় রাজা মথুরা পুরীতে বাস করিতেন। ঐ সময় হইতেই মথুরাপুরী যদুবংশীয় রাজন্যবর্গের রাজধানী হইয়াছিল। ঐ শূরসেনের বংশেই শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব উগ্রসেন রাজার কনিষ্ঠভ্রাতা দেবকের কন্যা দেবকীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেবকীর বিবাহকালে উগ্রসেন বর্ত্তমান থাকিলেও কংস তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া যদুবংশের সিংহাসনে স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন। কংস উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র, দ্রুমিল নামক অসুরের ঔরসে উগ্রসেন পত্নী পদ্মাবতীর গর্ভে কংসের জন্ম হইয়াছিল। কংস ন্যায়তঃ রাজ্যের উত্তরাধিকারী নয়, অপুত্রক দেবকের কন্যা দেবকীর পুত্রই প্রকৃত উত্তরাধিকারী ইহা জানিয়াই দুরাত্মা কংস পিতৃরাজ্য পূর্ব্ব হইতেই আত্মসাৎ করিয়াছিল। বসুদেব যখন দেবকীকে বিবাহ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন কংসরাজা ভগিনী ভগ্নিপতির আনন্দবর্দ্ধনার্থ তাঁহাদের রথের সারথ্যে নিযুক্ত হয়েন। পথিমধ্যে এইরূপ দৈববাণী হয় যে "হে অবুধ! তুমি যাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ, সেই দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত পুত্র তোমাকে বিনাশ করিবে"। এইরূপ দৈববাণী শ্রবণে কংস মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভগিনী দেবকীর বধ সাধনে উদ্যত হইল। বসুদেব তদ্দর্শনে শঙ্কিত হইয়া নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফল মনোরথ হইতে না পারিয়া পরিশেষে তিনি তাহাকে দেবকীর গর্ভে জনিষ্যমাণ পুত্রসকল অর্পণের প্রতিজ্ঞা করিয়া দেবকীর প্রাণরক্ষা করিলেন। কংস তখন তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইয়া প্রসব কাল উপস্থিত হইলে সর্ব্বদেবরূপিনী দেবকী প্রতিবর্ষে এক একটি করিয়া আটটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ বসুদেব মিথ্যার ভয়ে তখন প্রথমজাত কীর্ত্তিমান নামক পুত্রকে অতি কষ্টে কংসকে অর্পণ করিলেন। কংস বসুদেবের সত্যনিষ্ঠতা সন্দর্শনে প্রহৃষ্টমানসে হাস্য-সহকারে বসুদেবকে বলিলেন—এই কুমার প্রতিগমন করুক, এই বালক হইতে আমার ভয় নাই, কারণ তোমার অষ্টম পুত্র হইতে বিধাতা আমার মৃত্যু বিধান করিয়াছেন। তখন বসুদেব তথাস্তু বলিয়া পুত্রটিকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন। কিন্তু অসৎ কংসের সেই বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিলেন না। অনন্তর কংস শ্রীনারদের উপদেশে যাদবদিগকে দেবতা জানিয়া দেবকী ও বসুদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল এবং তাঁহাদিগের যেমন এক একটি পুত্র জন্মিতে লাগিল, অমনি তাহাকে এই বুঝি বিষ্ণু এইরূপে বিষ্ণুর জন্ম আশঙ্কা করিয়া বধ করিতে লাগিল। এইরূপে একে একে দেবকীর ছয়টি বালকের প্রাণ-

বিনাশ করিলেন। অনন্তর দেবকীর সপ্তমগর্ভে শ্রীবলরামের আবির্ভাব হইল। যোগমায়া কর্তৃক দেবকীর ঐ সপ্তমগর্ভ বসুদেবের অপরপত্নী রোহিণীদেবীর গর্ভে সন্নিবেশিত হয়। রোহিণীদেবী তৎকালে গোকুলে নন্দালয়ে বাস করিতেছিলেন। কংসের দৌরাত্ম্যের ভয়ে গর্ভাবস্থাতেই রোহিণীদেবীর নন্দগৃহে বাস হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে যদুবংশে দেবমীঢ় নামে একজন নিরতিশয় ধার্ম্মিক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা দুই পত্নী ছিলেন। শূরসেন দেবমীঢ়ের ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভে জাত বলিয়া ক্ষত্রিয় ছিলেন। বসুদেব ঐ শূরসেনের পুত্র। দেবমীঢ়ের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে পর্জ্জন্য নামে সর্ব্বগুণসম্পন্ন এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তিনি যদুবংশে উৎপন্ন হইয়াও বৈশ্যাগর্ভে জন্মবশতঃ বৈশ্যাজাতি মধ্যেই পরিগণিত হয়েন। তিনি বৃন্দারণ্যবাসি গোপকুলের মধ্যে প্রধান ছিলেন এবং কালে শ্রীনারায়ণের উপাসনা করিয়া পাঁচটি পুত্র লাভ করেন। তিনি কেশী নামক দৈত্যের উৎপীড়নে নন্দীশ্বরের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া নিজপত্নী বরীয়সীর সহিত মহাবনান্তর্গত গোকুলে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার মধ্যমপুত্র নন্দ পিতার পরলোকে গমনের পর ঐ গোকুলে গোপরাজ বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। বসুদেবের সহিত শ্রীনন্দের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক এবং পরস্পরের মধ্যে অতিশয় সৌহার্দ্দ ছিল। এই গোপরাজগৃহেই শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা প্রকটিত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তমরূপে যশোদাদেবীতে এবং বাসুদেবরূপে দেবকীতে যুগপৎ আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে গোকুলে ও ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে আদিলীলা সমাধা করেন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময় পরমলীলার নামই বৃন্দাবনলীলা। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অক্রুর কর্তৃক মথুরাতে আনীত হয়েন ও ঐস্থানে কংসবধাদি কালযবন বধান্ত কিঞ্চিদধিক ত্রয়োদশবর্ষব্যাপিনী লীলা প্রকটিত করিয়া দ্বারকাধামে গমন করেন। কংসবধের পর সপ্তদশবার পর্য্যন্ত জরাসন্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রাম হইয়াছিল। পরে অষ্টা-দশবার সংগ্রামে যাদব কুলের অনিষ্ট বিবেচনা করিয়া লোকচেষ্টার অনুকরণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সমুদ্রমধ্যবর্ত্তি দ্বারকাপুরীতে লইয়া যান। তাহার পরই দ্বারকালীলার অভিনয় হয়। দ্বারকালীলা কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর ব্যাপিণী। ঐ দ্বারকালীলাকালেই শ্রীভগবানের প্রকৃত পক্ষে ভূভারহরণরূপ-কার্য্য সমাহিত হইয়াছিল। শ্রীভগবান্ সর্ব্বসমেত একশত পঞ্চবিংশতি বৎসর কালব্যাপিনী প্রকটাখ্য-নিত্যলীলা প্রকটিত করিয়া প্রপঞ্চ হইতে অপ্রপঞ্চে উক্তলীলা অন্তর্ধাপিত করিয়াছিলেন ॥৮৪॥

শ্রীবুদ্ধ।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধেই যথা—কলিযুগের প্রবৃত্তি হইলে শ্রীভগবান্ সুরদ্বেষি অসুরগণের মোহনের নিমিত্ত গয়াপ্রদেশের ধর্ম্মারণ্য নামক গ্রামে বুদ্ধনাম ধারণ পূর্ব্বক অজিন পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন। শ্রীবুদ্ধদেবের অবির্ভাবের কাল ও বর্ণের পরিচয়ে বলিতেছেন—কলিযুগের দুই সহস্র বৎসর অতীত হইলে শ্রীবুদ্ধদেবের অবতার হয়। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি পাটল অর্থাৎ শ্বেতরক্তবর্ণ, শিখাবর্জ্জিত, মুণ্ডিত মস্তক এবং দ্বিভুজ। যেকালে সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত কথা কীর্ত্তন করেন, সেইকালে বুদ্ধদেবের অবতার হয় নাই। তাহার বহুকাল পরে ধর্ম্মারণ্য নামক গয়া প্রদেশে শ্রীবুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীকল্কী ॥২৫॥ তত্রৈব (ভা° ১।৩।২৫)—

অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু। জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতি ॥" ইতি।

পূর্ব্বং মনুর্দশরথো বসুদেবোঽপ্যসাবভূৎ। ভাবী বিষ্ণুযশাশ্চায়মিতি পাদ্মে প্রকীর্ত্তিতম্।

ঐশ্বর্য্যং কল্কিনস্তস্য ব্রহ্মাণ্ডে সুষ্ঠু বর্ণিতম্। কৈশ্চিৎ কলৌ কলৌ বুদ্ধঃ স্যাৎ কল্কী চেত্যুদীর্য্যতে ॥

অষ্টৌ বৈবস্বতীয়েঽমী কথিতা বামনাদয়ঃ ॥

কল্পাবতারা ইত্যেতে কথিতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ।

প্রতিকল্পং যতঃ প্রায়ঃ সকৃৎ প্রাদুর্ভবন্ত্যমী ॥৮৬॥

॥ ইতি লীলাবতারনিরূপণম্ ॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথেতি। অসৌ—দেবো হরিঃ, বিষ্ণুযশসঃ—তন্নাম্নো বিপ্রাৎ, জনিতা—ভবিষ্যতি। কোঽয়ং বিষ্ণুযশাঃ ? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—পূর্ব্বং মনুরিতি। অসৌ বসুদেবঃ পূর্ব্বং মনুঃ দশরথশ্চ অভূৎ পরত্র, অয়মপি—বসুদেবোঽপি, বিষ্ণুযশা ভাবীত্যন্বয়ঃ; স্বয়ংভগবৎপিতৃত্বাদিতি তদভিপ্রায়ঃ। কৈশ্চিদিতি বুদ্ধ-কল্কিনৌ প্রতিকলৌ স্যাতামিতি কৈশ্চিন্মতম্, অন্যেস্ত্বষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয়কলাবেবেতি ভাব। অষ্টাবিতি-বামনাদয়োঽষ্টৌ কল্ক্যন্তা বৈবস্বতীয়ে স্যুঃ ॥ কল্পাবতারা ইতি। সর্ব্বেষু ব্রাহ্মাদিকল্পেষু যদেতে, সকৃৎ—একবারং, ভবন্তঃ কল্পাবতারাঃ পঞ্চবিংশতিরেতে কথিতাঃ। প্রায় ইতি—বরাহো দ্বিরাবিঃ স্যাৎ, মৎস্যস্তু চতুর্দ্দশকৃত্ব ইতি ভাবঃ। ব্রহ্মণো মাসস্য ত্রিংশদ্বাসরাস্তে ত্রিংশৎ কল্পাঃ স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে উক্তাঃ—"প্রথমঃ শ্বেতকল্পস্তু দ্বিতীয়ো নীললোহিতঃ। বামদেবস্তৃতীয়স্তু ততো গাথান্তরোঽপরঃ ॥ রৌরবঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তঃ ষষ্ঠঃ প্রাণ ইতি স্মৃতঃ। সপ্তমোঽথ বৃহৎকল্পঃ কন্দর্পোঽষ্টম উচ্যতে ॥ সব্যোঽথ নবমঃ প্রোক্তঃ ঈশানো দশমঃ স্মৃতঃ। ধ্যান একাদশঃ প্রোক্তস্তথা সারস্বতোঽপরঃ ॥ ত্রয়োদশ উদানস্তু গরুড়োঽথ চতুর্দ্দশঃ। কৌর্ম্মঃ পঞ্চদশো জ্ঞেয়ঃ পৌর্ণমাসী প্রজাপতেঃ ॥ ষোড়শো নারসিংহস্তু সমাধিস্তু ততোঽপরঃ। আগ্নেয়ো বিষ্ণুজঃ সৌরঃ সোমকল্পস্ততোঽপরঃ ॥ দ্বাবিংশো ভাবনঃ প্রোক্তঃ সুপুমানিতি চাপরঃ। বৈকুণ্ঠশ্চার্চ্চিষ স্তদ্বৎ বল্মীকল্পস্ততোঽপরঃ ॥ সপ্তবিংশোঽথ বৈরাজো গৌরীকল্পস্তথাপরঃ। মাহেশ্বরস্তথা প্রোক্তস্ত্রিপুরো যত্র ঘাতিতঃ ॥ পিতৃকল্পস্তথান্তে চ যঃ কুহূর্ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ। ত্রিংশৎ কল্পাঃ সমাখ্যাতা ব্রহ্মণো দিবসৈঃ সদা ॥ অতীতাশ্চ ভবিষ্যাশ্চ বরাহো বর্ত্ততেঽধুনা। প্রতিপৎ ব্রহ্মণঃ প্রোক্তা দ্বিতীয়ার্দ্ধস্য সাম্প্রতম্ ॥" ইতি। ইহ শ্বেতঃ—শ্বেতবারাহঃ, অয়মেব ব্রহ্মোৎপত্তিসময়ত্বাদ্ ব্রাহ্মঃ; এবং পিতৃকল্প এব প্রথমপরার্দ্ধাবসানে পদ্মনির্ম্মিতলোকত্বাৎ পাদ্মঃ কথ্যতে। একস্য কল্পস্য মন্বন্তরাণি চতুর্দ্দশ ভবন্তি একস্য মন্বন্তরস্য একসপ্ততিশ্চতুর্যুগাণি, চতুর্দ্দশমন্বন্তরাত্মকস্য তু সহস্রং চতুর্যুগাণীতি ॥৮৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অথেতি; যুগসন্ধ্যায়াং কলেরন্তে, রাজসু দস্যুপ্রায়েষু সৎসু, বিষ্ণুযশসো ব্রাহ্মণাৎ সকাশাৎ

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

জনিতা জনিষ্যতি। বিবৃণোতি দ্বাভ্যাং পূর্ব্বমিতি ; অসৌ বসুদেবঃ পূর্ব্বং দশরথশ্চাঽভবৎ পরতঃ অয়মপি বসুদেবোঽপি বিষ্ণুযশা ভবতীত্যন্বয়ঃ। কৈশ্চিৎ সংগ্রহকারৈঃ কলৌ কলৌ প্রতি-কলিযুগে বুদ্ধঃ কল্কী চ স্যাদিত্যুদীর্য্যতে ইত্যন্বয়ঃ। অন্যৈস্তু অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়কলাবিতি ভাবঃ। পূর্ব্বোক্তান্ অবতারান্ গণয়ন্নাহ অষ্টাবিতি ; অষ্টৌ বামন-পরশুরাম-শ্রীরাম-ব্যাস-বলরাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-কল্কিনঃ। এতে পূর্ব্বোক্তাঃ শ্রীকুমারাদয়ঃ। সকৃৎ একবারং। প্রায় ইতি ; শ্রীমৎস্যাদীনাং দ্বিরাবির্ভাবাৎ ॥৮৬॥

॥ লীলাবতারা নিরূপিতাঃ ॥

শ্রীকল্কী।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধেই যথা—কলিযুগের অবসান সময়ে অর্থাৎ অন্তে জগৎপতি ভগবান্ শ্রীহরি বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণ হইতে কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দস্যু প্রকৃতি দুষ্টরাজন্য বর্গের বিনাশ পূর্ব্বক কলাপ গ্রামবাসি যোগযুক্ত চন্দ্রবংশীয় শান্তনুরাজার ভ্রাতা দেবাপি ও সূর্য্যবংশীয় মরুনামক রাজর্ষিদ্বারা পুনর্ব্বার সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। শ্রীকল্কিপিতা বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণ ইনি কে ? তাঁহার পরিচয় প্রদানে বলিতেছেন—শ্রীভগবদ্ধামস্থ শ্রীকৃষ্ণের যিনি নিত্যপিতা বসুদেব পুর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে মনু ও দশরথরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি ভবিষ্যতে শ্রীকল্কিদেবের পিতা বিষ্ণুযশারূপে আবির্ভূত হইবেন অর্থাৎ বিষ্ণুযশা স্বয়ং ভগবানের পিতা ইহাই অভিপ্রায় পদ্মপুরাণে এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্রীকল্কিদেবের ঐশ্বর্য্য পরম্পরা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন পূর্ব্বাচার্য্যগণ প্রতি কলিযুগেই বুদ্ধ ও কল্কির অবতার কীর্ত্তন করিয়াছেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে বামন অবধি কল্কি পর্য্যন্ত অষ্ট সংখ্যক অর্থাৎ বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, ব্যাস, শ্রীবলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ও কল্কী এই অষ্টসংখ্যক অবতার কথিত হইয়াছে। অপর পূর্ব্বোক্ত চতুঃসন হইতে কল্কী পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি অবতার প্রতিকল্পেই প্রায় একবার মাত্র আবির্ভূত হইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহারা কল্পাবতার নামে অভিহিত। মর্ম্মার্থ এই যে ব্রহ্মাদি সমস্ত কল্পে হঁইারা একবার করিয়া আবির্ভূত হয়েন। এইহেতু কল্পাবতার পঞ্চবিংশতি বলিয়া কথিত। আর প্রায় শব্দ গ্রহণে বরাহদেব দুইবার আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শ্রীমৎস্যদেব চতুর্দ্দশবার আবির্ভাব হন। ব্রহ্মার একমাসে ত্রিংশৎ দিবস হয়, প্রভাসখণ্ডে ব্রহ্মার একদিনকে একটি কল্প বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহা এই প্রকার যথা প্রথম—শ্বেত অর্থাৎ শ্বেত বরাহকল্প। দ্বিতীয় নীললোহিত। তৃতীয় বামদেব। চতুর্থ-গাথান্তর। পঞ্চম রৈবব। ষষ্ঠ-প্রাণ। সপ্তম-বৃহদ। অষ্টম-কন্দর্প। নবম-সব্য। দশম-ঈশান। একাদশ-ধ্যান। দ্বাদশ-সারস্বত। ত্রয়োদশ-উদান। চতুর্দ্দশ-গরুড়। পঞ্চদশ-কৌর্ম্ম্য। এই কৌম্ম্যকল্প প্রজাপ্রতি ব্রহ্মার পুর্ণিমা বলিয়া কথিত। এই পর্য্যন্ত শুক্লপক্ষের বর্ণনা। ষোড়শ-নারসিংহ। সপ্তদশ-সমাধি। অষ্টাদশ-আগ্নেয়। উনবিংশতি-বিষ্ণুজ। বিংশতি—সৌর। একবিংশতি-সোম। দ্বাবিংশ-ভাবন। ত্রয়োবিংশতি-সুপুমান্ চতুর্বিংশ-বৈকুণ্ঠ।

অথ মন্বন্তরাবতারাঃ—

মন্বন্তরাবতারোঽসৌ প্রায়ঃ শক্রারিহত্যয়া। তৎসহায়ো মুকুন্দস্য প্রাদুর্ভাবঃ সুরেষু যঃ ॥
যুক্তে কল্পাবতারত্বে যজ্ঞাদীনামপি স্ফুটম্। মন্বন্তরাবতারত্বং তত্তৎপর্য্যন্তপালনাৎ ॥
মন্বন্তরেষমী স্বায়ম্ভুবীয়াদিষনুক্রমাৎ।
অবতারাস্তু যজ্ঞাদ্যা বৃহদ্ভান্বন্তিমা মতাঃ ॥
যজ্ঞস্তু পূর্ব্বমেবোক্তস্তেনাত্র ন বিলিখ্যতে ॥৮৭॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

মন্বন্তরাবতারান্ নির্ণেতুমাহ, অথেতি। মনোঃ, অন্তরং—সময়ঃ, তত্র যোঽবতারঃ, স মন্বন্তরাবতারঃ। "বস্তুমধ্যে তথা ছিদ্রে ব্যবসায়েঽন্তরাত্মনি। অবকাশে বহির্যোগে বিশেষেঽবসরেঽন্তরম্ ॥" ইতি হলায়ুধঃ॥ তল্লক্ষণমাহ, মন্বন্তরেতি। তত্তন্মন্বন্তরীয়-তত্তদিন্দ্রশক্রহননেন তত্তদিন্দ্রসাহায্যকর-ভগবদবতারত্বম্॥ নন্বু মন্বন্তরাণাং কল্পানতিরেকাৎ এষাং কল্পাবতারতা বাচ্যা? তত্রাহ যুক্তে ইতি। অথাপি মন্বন্তরপর্য্যন্তপালনাৎ তত্ত্বমুচ্যত ইত্যর্থঃ॥ ক্রমেন তানাহ। যজ্ঞঃ—স্বায়ম্ভুবীয়ান্তরাবতারঃ, স তু লীলাবতারে প্রোক্তত্বাদিহ নোচ্যতে ॥৮৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কারবিরচিতা-রসিকরঙ্গদা

তৎ সহায়ঃ সুরসহায়ঃ॥ যজ্ঞাদীনাং কল্পাবতারত্বে যুক্তেঽপি মন্বন্তরাবতারত্বং স্ফুটং ব্যক্তং, তেষাং তত্ত্বেনাভিব্যক্তেঃ॥ বৃহদ্ভান্বন্তিমাঃ বৃহদ্ভানুপর্য্যন্তাঃ। পূর্ব্বং কল্পাবতারমধ্যে, তেন উক্তত্বেন, অত্র মন্বন্তরাবতারেষু, ন বিলিখ্যতে; তল্লিখনেনৈবাত্র লাভাদন্যথা পুনরুক্তি দোষপ্রসক্তিঃ স্যাৎ ॥৮৭॥

পঞ্চবিংশ-আর্চ্চিষ। ষড়বিংশ-বল্লীকল্প। সপ্তবিংশ-বৈরাজ। অষ্টাবিংশ-গৌরী। ঊনত্রিংশৎ-মাহেশ্বর। এই মাহেশ্বর কল্পে মহাদেব ত্রিপুরকে নিধন করেন। এইকল্প পিতৃকল্পনামে অভিহিত, এই পিতৃকল্প ব্রহ্মার অমাবস্যা, ইহাকে কৃষ্ণপক্ষ বলা হয়। এই পর্য্যন্ত ব্রহ্মার দিনের সহিত অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রিংশৎ কল্প কথিত হইল। বর্ত্তমান বরাহ কল্পের দ্বিতীয়ার্দ্ধের অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ তিথি চলিতেছে। এখানে শ্বেত অর্থাৎ শ্বেতবরাহ কল্প। এই কল্পে ব্রহ্মার উৎপত্তি হওয়ায় ইহাকে ব্রাহ্মকল্প বলা হয় এবং পিতৃকল্পের প্রথম পরার্দ্ধের শেষে শ্রীনারায়ণের নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হওয়ায় পাদ্ম কল্পও বলা হয়। এক কল্পে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর হয়, একমন্বন্তরে একাত্তর চতুর্যুগ সময় অতিবাহিত হয়। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাত্মক যে কাল তাহাকে সহস্র চতুর্যুগ বলা হয় ॥৮৬॥

ইতি লীলাবতার নিরূপণ ॥

অথ মন্বন্তরাবতার।

অথ মন্বন্তরাবতার বৃন্দের নির্ণয়াভিপ্রায়ে বলিতেছেন—সাধারণতঃ বিভিন্ন মন্বন্তরে যে যে বিভিন্ন ইন্দ্রশত্রু অর্থাৎ অসুর উৎপন্ন হয়, তাহাদের বিনাশদ্বারা ইন্দ্রের সাহায্যের নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের

দ্বিতীয়ে স্বারোচিষীয়ে **বিভুঃ ॥১॥** যথা অষ্টমস্কন্ধে (ভাঃ ৮।১।২১—২২)—

"ঋষেস্তু বেদশিরসস্তুষিতা নাম পত্ন্যভূৎ ।
তস্যাং জাতস্ততো দেবো বিভুরিত্যভিবিশ্রুতঃ ॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনয়ো যে ধৃতব্রতাঃ ।
অন্বশিক্ষন্ ব্রতং তস্য কৌমারব্রহ্মচারিণঃ ॥" ৮৮ ॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

স্বরোচিষোঽগ্নেঃ পুত্রঃ স্বারোচিষঃ, স এব মনুঃ, তদীয়েঽন্তরে, বিভুঃ— অবতারঃ। অবতারস্য পরিকরাস্ত্বষ্টমে বোধ্যাঃ। এবং সর্ব্বত্র। ঋষেরিতি। বেদশিরসঃ—পিতুঃ সকাশাৎ, তুষিতায়াং—মাতরি, জাতো বিভুনামা ॥৮৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

স্বরোচিষোঽগ্নেঃ পুত্রঃ স এব মনুস্তদীয়ে মন্বন্তর ইত্যর্থঃ। তত্র প্রতিমন্বন্তরং মন্বাদয়ঃ ষড়ন্যে ভবন্তি ; তথাহি শ্রীসূতঃ দ্বাদশে বক্ষ্যতি ; "মন্বন্তরং মনুর্দেবা মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরাঃ। ঋষয়োঽংশাবতারাশ্চ হরেঃ ষড়্বিধমুচ্যতে (ভা ১২।৭।১৫) ইতি। তত্র মনু তদবতারৌ কথিতৌ—অন্যে চতুষ্কাঃ স্বয়ং মন্তব্যাঃ। যদুক্তং শ্রীমদষ্টমে—"স্বারোচিষো দ্বিতীয়স্তু মনুরগ্নেঃ সুতোঽভবৎ। দ্যুমৎ সুসেনরোচিষ্মৎপ্রমুখাস্তস্য চাত্মজাঃ॥ তত্রেন্দ্রো রোচনস্ত্বাসীদ্দেবাশ্চ তুষিতাদয়ঃ। ঊর্জস্তম্ভাদয়ঃ সপ্ত ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিন (ভা ৮।১।১৯-২০) ইতি॥ তস্যাং তুষিতায়াং। বিভোরসাধারণং চরিতমাহ অষ্টাশীতীতি ; যে ধৃতব্রতাস্তে। মুনয়স্তে কৌমারব্রহ্মচারিণো ব্রতম্ ॥৮৮॥

দেবতাগণের মধ্যে যে আবির্ভাব তাহাই মন্বন্তরাবতার॥ অর্থাৎ মনুর রাজ্যকালে অসুর বিনাশ পূর্ব্বক ইন্দ্রসাহায্যকর যে অবতার তাহাকে মন্বন্তরাবতার বলা হয়। যদি বল মন্বন্তরাবতার সকল কল্পাবতার হইতে ভিন্ন না হওয়ায় ইঁহাদিগকেও কল্পাবতার বলা হউক ? তদুত্তরে—যজ্ঞ প্রভৃতি মন্বন্তরাবতার সকলের কল্পাবতার মধ্যে সন্নিবেশ যুক্তি সঙ্গত হইলেও ইঁহারা যে যে মন্বন্তরে আবির্ভূত হয়েন সেই সেই মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত পালন করাতেই ইহাদিগকে মন্বন্তরাবতার বলা হইয়া থাকে। স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে যথাক্রমে যজ্ঞ হইতে বৃহদ্ভানু পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ মন্বন্তর অবতার কথিত হইয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরাবতার যজ্ঞের বিষয় পূর্ব্বেই লীলাবতার মধ্যে কথিত হইয়াছে, সুতরাং পুনরুক্তি দোষ প্রসক্তি বশতঃ তাঁহার নাম এই মন্বন্তরাবতার প্রকরণে আর লিখিত হইল না। লীলাবতার ও মন্বন্তরাবতারের মধ্যে প্রভেদ এই যে অন্যান্য লীলাবতার সেই সেই কল্পের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া স্ব স্ব প্রয়োজন সাধনান্তে স্বলোকে গমন করিয়া থাকেন, আর মন্বন্তরাবতারবৃন্দ স্ব স্ব মন্বন্তরাবসানে স্বলোকে গমন করিয়া থাকেন ॥৮৭॥

দ্বিতীয় স্বারোচিষীয় মন্বন্তরে বিভু।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে যথা— স্বরোচিষ অগ্নির পুত্র স্বারোচিষ। তিনিই মনু। সেই

তৃতীয়ে ঔত্তমীয়ে **সত্যসেনঃ ॥২॥** (ভাং ৮।১।২৫—২৬)—

"ধর্ম্মস্য সূনৃতায়ান্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। সত্যসেন ইতি খ্যাতো জাতঃ সত্যব্রতৈঃ সহ ॥

সোঽনৃতব্রত-দুঃশীলান্ অসতো যক্ষরাক্ষসান্। ভূতদ্রুহো ভূতগণানবধীৎ সত্যজিৎসখঃ ॥" ৮৯॥

চতুর্থে তামসীয়ে **হরিঃ ॥৩॥** (ভাং ৮।১।৩০)—

"তত্রাপি জজ্ঞে ভগবান্ হরিণ্যাং হরিমেধসঃ হরিরিত্যাহৃতো যেন গজেন্দ্রো মোচিতোগ্রহাৎ ॥"

স্মর্য্যতেঽসৌ সদা প্রাতঃ সদাচারপরায়ণৈঃ। সর্ব্বানিষ্টবিনাশায় হরির্দন্তীন্দ্রমোচনঃ ॥৯০॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

তৃতীয়ে ইতি। উত্তমঃ—প্রিয়ব্রতসুতো মনুঃ, তদীয়েঽন্তর ইত্যর্থঃ॥ ধর্ম্মস্যেতি—ধর্ম্মনাম্নঃ পিতুঃ সকাশাৎ, সূনৃতায়াং—মাতরি, সত্যব্রতৈঃ—ভ্রাতৃভিঃ সহ, জাতো ভগবান্ সত্যসেননামা॥ ভূতদ্রুহঃ—প্রাণিপীড়কান্। সত্যজিতঃ—ইন্দ্রস্য, সখা সন্ ॥৮৯॥

উত্তমভ্রাতা তামসঃ, তদীয়ান্তরে। তত্রাপীতি। হরিমেধসঃ—পিতুঃ সকাশাৎ হরিণ্যাং—মাতরি, জাতো ভগবান্ হরিনামা ॥৯০॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

উত্তমো নাম মনুঃ প্রিয়ব্রতাত্মজস্তদীয়ে। তথাহি তত্রৈব ; "তৃতীয় উত্তমো নাম প্রিয়ব্রতসুতো মনুঃ। পবনঃ সৃঞ্জয়ো যজ্ঞহোত্রাদ্যাস্তৎসুতা নৃপ॥ বশিষ্ঠতনয়াঃ সপ্ত ঋষয়ঃ প্রমাদাদয়ঃ। সত্যা বেদশ্রুতা ভদ্রা দেবা ইন্দ্রস্তু সত্যজিদিতি (ভা ৮।১।২৩-২৪)॥ সত্যব্রতৈর্মুনিভির্দেবৈর্বা। সত্যব্রতচরিতমাহ স সত্যসেনঃ সত্যজিত ইন্দ্রস্য সখা সন্ ॥৮৯॥

তামস উত্তমস্য তৃতীয়মনোর্ভ্রাতা তদীয়ে। যদুক্তং—"চতুর্থ উত্তম ভ্রাতা মনুর্নাম্না চ তামসঃ। পৃথুঃখ্যাতির্নরঃকেতুরিত্যাদ্যা দশ তৎসুতাঃ॥ সত্যকা হরয়ো বীরা দেবা স্ত্রিশিখ ঈশ্বরঃ। জ্যোতির্ধামা-দয়ঃ সপ্ত ঋষয়স্তামসেঽন্তরে॥ দেবা বিধৃতয়ো নাম বিধৃতেস্তনয়া নৃপ। নষ্টাঃ কালেন যৈর্বেদা বিধৃতাঃ স্বেন তেজসেতি (ভা ৮।১।২৭-২৯)॥ হরিরিত্যাহৃতো ব্যাহৃতঃ কথিত ইত্যর্থঃ। "ব্যাহার উক্তির্লপি-তমি" ত্যমরাৎ। গ্রাহাৎ কুম্ভীরাদিত্যর্থঃ। "আহূত ইতি চিৎসুখসম্মতঃ পাঠঃ। সদা প্রত্যহং ॥৯০॥

স্বরোচিষীয় মন্বন্তরে শ্রীভগবান্ বেদশিরা নামক পিতা হইতে তুষিতা নাম্নী জননীতে আবির্ভূত হইয়া বিভু নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। অষ্টাশীতি সহস্র সংখ্যক মুনিগণ নিয়ম ধারণ পূর্ব্বক সেই কৌমার ব্রহ্মচারি ভগবান্ বিভুর নিকট নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য ব্রত শিক্ষা করিয়াছিলেন ॥৮৮॥

তৃতীয় ঔত্তমীয় মন্বন্তরে সত্যসেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে যথা—প্রিয়ব্রতের পুত্র উত্তম, তিনিই মনু, তাঁহার মন্বন্তর, সেই ঔত্তমীয় মন্বন্তরে ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম ধর্ম্মনামক জনক হইতে সূনৃতানাম্নী জননীতে সত্যব্রত প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গের সহিত আবির্ভূত হইয়া সত্যসেন এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি সত্যজিৎ ইন্দ্রের সখা হইয়া মিথ্যাপরায়ণ দুঃশীলদুরাত্মা যজ্ঞ ও রাক্ষস এবং প্রাণিপীড়ক ভূতগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥৮৯॥

পঞ্চমে রৈবতীয়ে **বৈকুণ্ঠঃ ॥৪॥** (ভা° ৮।৫।৪—৫)—

"পত্নী বিকুণ্ঠা শুভ্রস্য বৈকুণ্ঠৈঃ সুরসত্তমৈঃ। তয়োঃ স্বকলয়া জজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ম্॥
বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যেন লোকো লোকনমস্কৃতঃ। রময়া প্রার্থ্যমানেন দেব্যা তৎপ্রিয়কাম্যয়া॥
মহাবৈকুণ্ঠলোকস্য ব্যাপকস্যাব্যয়াত্মনঃ। প্রকটীকরণং সত্যোপরি কল্পনমুচ্যতে ॥৯১॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

রৈবতঃ—তামস-সোদরঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ॥ পত্নীতি। শুভ্রাৎ—পিতুঃ, বিকুণ্ঠায়াং—মাতরি বৈকুণ্ঠৈঃ—ভ্রাতৃভিঃ সহ, জাতো ভগবান্ বৈকুণ্ঠনামা॥ বৈকুণ্ঠো যেন কল্পিত ইত্যর্থঃ॥ তদ্ব্যাচষ্টে, মহাবৈকুণ্ঠেতি। কল্পিতঃ কৃপ্ সামর্থ্যে ধাতুরিত্যর্থাৎ স্বসামর্থ্যেন সত্যলোকোপরি প্রকাশিত ইত্যর্থঃ॥৯১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

রৈবতশ্চতুর্থমনোস্তামসস্য সোদরভ্রাতা তদীয়ে। যদুক্তং তত্রৈব—"পঞ্চমো রৈবতো নাম মনুস্তামসসোদরঃ। বলিবিন্ধ্যাদয়স্তস্য সুতা হার্জ্জুনপূর্ব্বকাঃ॥ বিভুরিন্দ্রঃ সুরগণা রাজন্ ভূতরয়াদয়ঃ। হিরণ্যরোমা বেদশিরা ঊর্দ্ধবাহ্বাদয়ো দ্বিজা (ভা ৮।৫।২-৩) ইতি॥ তয়োর্বিকুণ্ঠাশুভ্রয়োঃ। স স্বয়ং ভগবান্। কলয়া বৈকুণ্ঠনাম্না জজ্ঞে অংশস্যাজিতস্যাংশেন জাতত্বাৎ কলয়েত্যুক্তম্। যদ্বা যেন স্বয়ং বৈকুণ্ঠো মহাবৈকুণ্ঠঃ কল্পিতঃ স ভগবান্ অজিতো বৈকুণ্ঠনামা সন্ কলয়া অংশেন জজ্ঞে ইতি পরেণান্বয়ঃ। স্বকলয়েতি পাঠে স্বস্য স্বাংশস্য যা কলা তয়া ইত্যর্থঃ। রময়া বিভূতিরূপয়া। কল্পিতবস্তুনো বিনশ্যদ্বস্তুত্বমাশঙ্ক্য বিবৃণোতি মহেতি ; সত্যোপরি সত্যোর্দ্ধে মহাবৈকুণ্ঠলোকস্য সর্ব্বোর্দ্ধস্থিতস্য প্রকটীকরণম্, তর্হি তত্রাসত্তা কিং তস্যেত্যাহ ; অব্যয়াত্মনঃ অব্যয়স্থানস্য কুতশ্চিদগত্বরস্যেত্যর্থঃ। তর্হি কথমত্রাগতিঃ ; ইত্যাহ ব্যাপকস্য—একত্রৈব স্থিত্বা সর্ব্বত্র ব্যাপিন ইত্যর্থঃ ; অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বাদিতি ভাবঃ। যদুক্তং "অতঃ প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ। অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বান্নাত্র কিঞ্চিৎ সুদুর্ঘটমিতি"॥ যদ্বা প্রকাশেন তত্রাগতিঃ॥ ৯১ ॥

চতুর্থ তামসীয় মন্বন্তরে হরি।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে যথা—তৃতীয় মনু উত্তম ভ্রাতা তামস, তিনিই মনু, তাঁহার মন্বন্তর, সেই তামসীয় মন্বন্তরে শ্রীভগবান্ হরিমেধা নামক পিতা হইতে হরিণী নাম্নী জননীতে আবির্ভূত হইয়া হরিনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইনিই কুম্ভীরের মুখ হইতে গজেন্দ্রকে মোচন করিয়াছিলেন বলিয়া হরি এই নামে কথিত হইয়াছিলেন। সদাচার পরায়ণ সাধুগণ সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট বিনাশের নিমিত্ত প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই গজেন্দ্রমোক্ষকারি শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া থাকেন ॥৯০॥

পঞ্চম রৈবতীয় মন্বন্তরে বৈকুণ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে যথা—চতুর্থ মনু তামসের ভ্রাতা রৈবত, তিনিই মনু, তাঁহার মন্বন্তর, সেই রৈবতীয় মন্বন্তরে ভগবান্ স্বয়ং শুভ্রনামক জনক হইতে, বিকুণ্ঠা নাম্নী জননীতে বৈকুণ্ঠ নামক

ষষ্ঠে চাক্ষুষীয়ে **অজিতঃ ॥৫॥** (ভাঃ ৮।৫।৯—১০)—

তত্রাপি দেবঃ সম্ভূত্যাং বৈরাজস্যাভবৎ সুতঃ। অজিতো নাম ভগবান্ অংশেন জগতীপতিঃ॥ পয়োধিং যেন নির্ম্মথ্য সুরাণাং সাধিতা সুধা। ভ্রমমাণোহম্ভসি ধৃতঃকূর্ম্মরূপেণ মন্দরঃ॥"৯২॥

বৈবস্বতান্তরে ব্যক্তঃ পুরৈবোক্তঃ স বামনঃ॥ ভবিষ্যাঃ সপ্ত কথ্যন্তে তে সাবর্ণ্যন্তরাদিষু॥৯৩॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

চক্ষুষঃ পুত্রঃ চাক্ষুষঃ—মনুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ।। তত্রাপি দেব ইতি। বৈরাজাৎ—পিতুঃ, সম্ভূত্যাং—মাতরি, জাতো ভগবান্ অজিতনামা ॥৯২॥

বৈবস্বতীয়ান্তরাবতারো বামনঃ, স তু পূর্ব্বমুক্তঃ, ইতি নাত্রোচ্যতে। বিবস্বতঃ সূর্য্যস্য পুত্রো বৈবস্বতঃ—শ্রাদ্ধদেবো মনুঃ, তদীয়েহন্তরে বামন ইত্যর্থঃ ॥৯৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

চাক্ষুষো মনুঃ চক্ষুষঃ পুত্রঃ, তদীয়ে মন্বন্তরে। যদুক্তং তত্রৈব, "ষষ্ঠশ্চ চক্ষুষঃ পুত্রশ্চাক্ষুষো নাম বৈ মনুঃ। পুরু-পুরুষ-সুদ্যুম্ন প্রমুখাশ্চাক্ষুষাত্মজাঃ॥ ইন্দ্রো মন্ত্রদ্রুমস্তত্র দেবা আপ্যাদয়ো গণাঃ। মুনয়স্তত্র বৈ রাজন্ হর্য্যস্মদ্বীরকাদয় ইতি (ভা ৮।৫।৭-৮)।। তত্রাপীতি; তত্রাপি চাক্ষুষীয়ে মনৌ। ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদ্যংশবান্। যদ্বা অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যঃ জগদীশ্বরঃ গর্ব্ভোদকশায়ী অংশেন অজিতনামাভূদিত্যন্বয়ঃ তস্য লীলামাহ পয়োধিমিতি যেনঅজিতেন তস্যাপ্যবতারান্তরেণলীলান্তরমাহভ্রমমাণোহম্ভসীতিভ্রমমাণঃঅস্থিরশ্চলমানঃ॥৯২॥

বিবস্বতঃ শ্রীসূর্য্যস্য পুত্রঃ শ্রাদ্ধদেবনামা মনুস্তদীয়ে। যদুক্তং তত্রৈব—"মনুর্ব্বিবস্বতঃ পুত্রঃ শ্রাদ্ধদেব ইতি স্মৃতঃ। সপ্তমো বর্ত্তমানো যস্তদপত্যানি মে শৃণু।। ইক্ষাকুর্ন্ভগশ্চৈব ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ। নরিষ্যন্তোঽথ নাভাগঃ সপ্তমো দিষ্ট উচ্যতে।। বারুণশ্চ পৃষধ্রশ্চ দশমো বসুমান্ স্মৃতঃ। মনোর্ব্বৈবস্বতস্যৈতে দশপুত্রাঃ পরন্তপ।। আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বদেবা মরুদগণাঃ অশ্বিনাবৃভবো রাজন্নিন্দ্রস্তেষাং পুরন্দরঃ।। কশ্যপোঽত্রির্ব্বশিষ্ঠশ্চ বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ। জমদগ্নির্ভরদ্বাজ ইতি সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতা ইতি (ভা ৮।১৩।১—৫) ।৯৩।।

ভ্রাতৃবর্গের সহিত অংশতঃ আবির্ভূত হইয়া বৈকুণ্ঠ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। এই বৈকুণ্ঠাখ্য ভগবান্ স্বীয় স্বরূপ শক্তিরূপা রমাদেবী কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহার প্রীতিকামনায় সর্ব্বলোক নমস্কৃত বৈকুণ্ঠলোক রচনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ স্বসামর্থ্য অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে সত্যলোকের উপরি সর্ব্বব্যাপী ও অব্যয় অপ্রাকৃত মহাবৈকুণ্ঠধামের প্রকাশ বা আবির্ভাবিত করিয়াছিলেন। মর্ম্মার্থ এই যে সর্ব্বব্যাপক সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান্ যেরূপ বিশ্বমঙ্গলার্থ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আবির্ভূত হয়েন, তদ্রূপ তদভিন্ন ধামও অবতার কালে প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া থাকেন, শ্রীভগবানের সর্ব্ববিধ অবতারে এইরীতি জানিতে হইবে ॥৯১॥

ষষ্ঠচাক্ষুষীয় মন্বন্তরে অজিত।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে যথা—চক্ষুঃপুত্র চাক্ষুষ তিনিই মনু, তাঁহার মন্বন্তর, সেই চাক্ষুষ নামক

অষ্টমে সাবর্ণীয়ে **সার্ব্বভৌমঃ॥৬॥** (ভাঃ ৮।১৩।১৭)—

দেবগুহ্যাৎ সরস্বত্যাং সার্ব্বভৌম ইতি প্রভুঃ। স্থানং পুরন্দরাৎ হৃত্বা বলয়ে দাস্যতীশ্বরঃ॥"৯৪॥

নবমে দক্ষসাবর্ণীয়ে **ঋষভঃ ॥৭॥** (ভাঃ ৮।১৩।২০)—

"আয়ুষ্মতোঽম্বুধারায়াম্ ঋষভো ভগবান্ কিল।
ভবিতা যেন সংরাদ্ধাং ত্রিলোকীং ভোক্ষ্যতেঽদ্ভুতঃ॥" ৯৫॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

সূর্য্যাচ্ছায়ায়াং জাতঃ সাবর্ণিঃ—মনুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থ॥ দেবেতি। দেবগুহ্যাৎ—পিতুঃ, সরস্বত্যাং—মাতরি, জাতো ভগবান্ সার্ব্বভৌমনামা॥৯৪॥

দক্ষসাবর্ণিঃ—বরুণপুত্রো মনুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ। আয়ুষ্মতঃ—পিতুঃ সকাশাৎ, অম্বুধারায়াং—মাতরি জাতো ভগবান্ ঋষভনামা যেন সংরাদ্ধাম্—অর্জ্জিতাং, ত্রিলোকীম্, অদ্ভুতঃ ইন্দ্রঃ, ভোক্ষ্যতে॥৯৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

সাবর্ণিঃ সূর্য্যাচ্ছায়ায়াং জাতঃ পুত্রঃ। তত্রৈব—ছায়ায়াশ্চ সুতান্ শৃণু—"সাবর্ণিস্তপতী কন্যা ভার্য্যা শম্বরণস্য যা। শনৈশ্চরস্তৃতীয়োঽভূদশ্বিনৌ বড়বাত্মজৌ॥ অষ্টমেঽন্তর আয়াতে সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ। নির্ম্মোকবিরজস্কাদ্যাঃ সাবর্ণেস্তনয়া নৃপ॥ তত্র দেবাঃ সুতপসো বিরজা অমৃতপ্রভাঃ। তেষাং বিরোচনসুতো বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি"॥ ভা ৮।১৩।১০-১২। "গালবো দীপ্তিমান্ রামো দ্রোণপুত্রঃ কৃপস্তথা। ঋষ্যশৃঙ্গঃ পিতাস্মাকং ভগবান্ বাদরায়ণঃ॥ ইমে সপ্তর্ষয়স্তত্র ভবিষ্যন্তি স্বযোগতঃ ইদানীমাসতে রাজন্ স্বে স্ব আশ্রমমণ্ডলে (ভা ৮।১৩।১৫—১৬) ইতি॥ স্থানং পাকশাসনপদম্। যতঃ ঈশ্বরঃ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং ক্ষম ইত্যর্থঃ॥৯৪॥

দক্ষসাবর্ণির্মনুর্বরুণপুত্রস্তদীয়ে। যদুক্তং তত্রৈব—"নবমো দক্ষসাবর্ণির্মনুর্বরুণসম্ভবঃ। ভূতকেতুর্দীপ্তিকেতুরিত্যাদ্যাস্তৎসুতা নৃপ॥ পারা-মরীচিগর্ভাদ্যা দেবা ইন্দ্রঃ শ্রুতঃ স্মৃতঃ। দ্যুতিমৎপ্রমুখাস্তত্র ভবিষ্যন্ত্যৃষয়স্ততঃ (ভা ৮।১৩।১৮-১৯) ইতি॥ শ্রুত ইন্দ্রঃ যেন ঋষভেণ সংরাদ্ধাং সংরক্ষিতাং ত্রিলোকীং ভোক্ষ্যতে॥৯৫॥

ষষ্ঠ মন্বন্তরে ভগবান্ জগদীশ্বর গর্ভোদশায়ী বৈরাজ নামক পিতা হইতে সম্ভূতি নাম্নী মাতাতে স্বাংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া অজিত নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। এই অজিতদেবই সমুদ্রমন্থন কালে কূর্ম্মমূর্ত্তিতে জলমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ভ্রমমান্ মন্দর পর্ব্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন এবং সমুদ্র মন্থন করিয়া দেবগণের জন্য সুধা আহরণ করিয়াছিলেন॥৯২॥

সপ্তম বৈবস্বতীয়ে বামন।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে যথা বিবস্বৎ অর্থাৎ সূর্য, তাঁহার পুত্র বৈবস্বৎ, তিনিই মনু, তাঁহার মন্বন্তর, সেই বৈবস্বতীয় মন্বন্তরে শ্রীভগবান্ বামনরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে লীলাবতার

দশমে ব্রহ্মসাবর্ণীয়ে **বিষ্বক্‌সেনঃ ॥৮॥** (ভাঃ ৮।১৩।২৩)—

"বিষ্বক্‌সেনো বিষূচ্যান্তু শম্ভোঃ সখ্যং করিষ্যতি।
জাতঃ স্বাংশেন ভগবান্ গৃহে বিশ্বজিতো বিভুঃ ॥" ৯৬ ॥

একাদশে ধর্ম্মসাবর্ণীয়ে **ধর্ম্মসেতুঃ ॥৯॥** (ভাঃ ৮।১৩।২৬)—

"আর্য্যকস্য সুতস্তত্র ধর্ম্মসেতুরিতি স্মৃতঃ। বৈধৃতায়াং হরেরংশস্ত্রিলোকীং ধারয়িষ্যতি ।।"৯৭।।

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

উপশ্লোকপুত্রঃ ব্রহ্মসাবর্ণিঃ—মনুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ। বিষ্বগিতি। বিশ্বজিতঃ—পিতুঃ, বিষূচ্যাং—মাতরি, জাতো ভগবান্ বিষ্বক্‌সেননামা, শম্ভুনাম্নঃ ইন্দ্রস্য সখ্যং করিষ্যতি ॥৯৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ব্রহ্মসাবর্ণির্ম্মনুরুপশ্লোকস্য পুত্রস্তদীয়ে। যদুক্তং তত্রৈব—"দশমো ব্রহ্মসাবর্ণিরুপশ্লোকসুতো মনুঃ। তৎসুতা ভুরিসেনাদ্যা হবিষ্মৎপ্রমুখা দ্বিজাঃ॥ হবিষ্মান্ সুকৃতঃ সত্যো জয়ো মূর্ত্তিস্তদা দ্বিজাঃ। সুবাসনবিরুদ্ধাদ্যা দেবাঃ শম্ভুঃ সুরেশ্বরঃ (ভা ৮।১৩।২১-২২) ইতি॥ বিশ্বজিতো গৃহে ক্ষেত্রে বিষূচ্যাং জাতঃ সন্ শম্ভোস্তদানীমিন্দ্রত্বেনাবগতস্য সখ্যং সাহায্যং করিষ্যতি।৯৬॥

প্রকরণে তাঁহার চরিত্র কথিত হইয়াছে। সম্প্রতি সাবর্ণি প্রভৃতি মন্বন্তরে যে ভাবি সপ্তসংখ্যক মন্বন্তরাবতার অবতীর্ণ হইবেন তাঁহাদের বৃত্তান্ত কথিত হইবে ॥৯৩॥

অষ্টম সাবর্ণি মন্বন্তরে সার্ব্বভৌম।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমে যথা—শ্রীসূর্য্য হইতে ছায়াতে আবির্ভূত সবর্ণি তিনিই মনু, তাঁহার মন্বন্তর, সেই মন্বন্তরে ভগবান্ শ্রীহরি দেবগুহ্য নামক পিতা হইতে সরস্বতী নাম্নী মাতাতে সার্ব্বভৌম নামে আবির্ভূত হইয়া পুরন্দর নামক ইন্দ্র হইতে স্বর্গরাজ্যরূপ ইন্দ্রত্বপদ আহরণ পূর্ব্বক বলিরাজাকে অর্পণ করিবেন ॥ ৯৪ ॥

নবম দক্ষসাবর্ণীয়ে ঋষভ।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে যথা—বরুণ পুত্র দক্ষ সাবর্ণি, তিনিই মনু, তাঁহার মন্বন্তর, সেই মন্বন্তরে শ্রীভগবান্ আয়ুস্মৎ নামক পিতা হইতে অম্বুধারা নাম্নী জননীতে আবির্ভূত হইয়া শ্রীঋষভ নামে অভিহিত হইবেন। সেই কালে অদ্ভুত নামা ইন্দ্র তাঁহার উপার্জ্জিত ত্রিলোকী অর্থাৎ ত্রৈলোক্যরাজ্য ভোগ করিবেন ॥ ৯৫ ॥

দশম দক্ষসাবর্ণীয়ে বিষ্ককসেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে যথা—উপশ্লোকপুত্র ব্রহ্মসাবর্ণি, তিনিই মনু তাঁহার মন্বন্তর, সেই মন্বন্তরে ভগবান্ শ্রীহরি বিশ্বজিৎ নামক পিতা হইতে বিসূচী নাম্নী জননীতে স্বাংশরূপে অবতরণ পূর্ব্বক বিষ্ককসেন নামে অভিহিত ইহবেন এবং শম্ভু নামক ইন্দ্রের সহিত সখ্যতা করিবেন ॥৯৬॥

দ্বাদশে রুদ্রসাবর্ণীয়ে **সুধামা ॥১০॥** (ভা° ৮৷১৩৷২৯)—

"সুধামাখ্যো হরেরংশঃ সাধয়িষ্যতি তন্মনোঃ। অন্তরং সত্যসহসঃ সূনৃতায়াঃ সুতো বিভুঃ ॥"৯৮॥

ত্রয়োদশে দেবসাবর্ণীয়ে **যোগেশ্বরঃ ॥১১॥** (ভা° ৮৷১৩৷৩২)—

"দেবহোত্রস্য তনয় উপহর্ত্তা দিবস্পতেঃ। যোগেশ্বরো হরেরংশো বৃহত্যাং সম্ভবিষ্যতি ॥"৯৯॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভুষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ধর্ম্মসাবর্ণিঃ— মনুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ। আর্য্যকেতি। আর্য্যকাৎ—পিতুঃ, বৈধৃতায়াং—মাতরি, জাতো ভগবান্ ধর্ম্মসেতুনামা, ত্রিলোকীং ধারয়িষ্যতি ॥৯৭॥

রুদ্রসাবর্ণিঃ—মনুঃ তদীয়ে ইত্যর্থঃ ॥ সুধামেতি। সত্যসহসঃ—পিতুঃ, সূনৃতায়াশ্চ --মাতুঃ, সুতঃ সন্, সুধামাখ্যো ভগবান্ তস্য মনোরন্তরং সাধয়িষ্যতি ॥৯৮॥

দেবসাবর্ণিঃ—মনুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ। দেবেতি। দেবহোত্রাৎ—পিতুঃ, বৃহত্যাং--মাতরি, জাতো ভগবান্ যোগেশ্বরনামা, দিবস্পতেঃ—ইন্দ্রস্য, উপহর্ত্তা—কার্য্যসাধকঃ, ভবিষ্যতি ॥৯৯॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কারবিরচিতা-রসিকরঙ্গদা

ধর্ম্মসাবর্ণিনাম মনুস্তদীয়ে। যদুক্তং তত্রৈব—"মনু বৈ ধর্ম্মসাবর্ণিরেকাদশম আত্মবান্। অনাগতাস্তৎসুতাশ্চ সত্যধর্ম্মাদয়ো দশ ॥ বিহঙ্গমাঃ কামগমা নির্ব্বাণরুচয়ঃ সুরাঃ। ইন্দ্রশ্চ বৈধৃতস্তেষামৃষয়শ্চারুণাদয় (ভা ৮৷১৩৷২৪—২৫) ইতি ॥ ধারয়িষ্যতি পালয়িষ্যতি ॥৯৭॥

রুদ্রসাবর্ণিনাম মনুস্তদীয়ে। যদুক্তং তত্রৈব—"ভবিতা রুদ্রসাবর্ণী রাজন্, দ্বাদশমো মনুঃ। দেববানুপদেবশ্চ দেবশ্রেষ্ঠাদয়ঃ সুতাঃ ॥ গন্ধধামা চ তত্রেন্দ্রো দেবাশ্চ হরিতাদয়ঃ। ঋষয়শ্চ তপোমূর্ত্তিস্তপস্ব্যাগ্নীধ্রকাদয় (ভা ৮৷১৩৷২৭—২৮) ইতি ॥ তস্য রুদ্রসাবর্ণের্মনোরন্তরং সাধয়িষ্যতি সত্যসহসঃ পিতুঃ সূনৃতায়াশ্চ মাতুঃ সুতঃ সন্। সূনৃতায়ামিতি পাঠঃ চিৎসুখসম্মতঃ। তত্র সত্যসহসঃ পিতুঃ সকাশাৎ সূনৃতায়াং মাতরি সুতঃ প্রসূতঃ সন্ ॥৯৮॥

একাদশধর্ম্মসাবর্ণীয়ে শ্রীধর্ম্মসেতু।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমে যথা—ধর্ম্মসাবর্ণি নামা মনু, তাঁহার মন্বন্তর সেই ধর্ম্মসাবর্ণি নামক একাদশ মন্বন্তরে ভগবান্ শ্রীহরি আর্যাক নামক পিতা হইতে বৈধৃতা নাম্নী জননীতে অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মসেতু নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া লোকত্রয় পালন করিবেন ॥৯৭॥

দ্বাদশরুদ্রসাবর্ণীয়ে শ্রীসুধামা।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে যথা—রুদ্রসাবর্ণি তিনিই মনু, তাঁহার মন্বন্তর সেই রুদ্রসাবর্ণি দ্বাদশ মন্বন্তরে শ্রীহরি সত্যসহা নামক জনক হইতে সূনৃতা নাম্নী জননীতে অংশরূপে অবতরণ পুর্ব্বক সুধামা নামে অভিহিত হইয়া সেই রুদ্রসাবর্ণি মন্বন্তর পালন করিবেন ॥৯৮॥

চতুর্দ্দশে ইন্দ্রসাবর্ণীয়ে **বৃহদ্ভানুঃ।** (ভা° ৮।১৩।৩৫)—

'সত্রায়ণস্য তনয়ো বৃহদ্ভানুস্তথা হরিঃ। বিনতায়াং মহারাজ! ক্রিয়াতন্তূন্ বিতায়িতাঃ॥"ইতি যজ্ঞবামনয়োস্তত্র পুনরুক্ততয়া দ্বয়োঃ। মন্বন্তরাবতারাস্তু সংখ্যায়াং দ্বাদশোদিতাঃ॥১০০॥

[ইতি মন্বন্তরাবতারাঃ]

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ইন্দ্রসাবর্ণিঃ— মনুঃ, তদীয়ে ইত্যর্থঃ। সত্রেতি। সত্রায়ণাৎ—পিতুঃ, বিনতায়াং—মাতরি, জাতো হরির্বৃহদ্ভানুনামা, ক্রিয়াতন্তূন—কর্ম্মসন্ততীঃ, বিস্তারয়িষ্যতি। যজ্ঞেতি পূর্ব্বসংখ্যায়াং দ্বাদশৈব মিশ্রণীয়া ইতি ভাবঃ॥১০০॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

দেবসাবর্ণিনামা মনুস্তদীয়ে। যদুক্তং তত্রৈব—"মনুস্ত্রয়োদশো ভাব্যো দেবসাবর্ণিরাত্মবান্। চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা দেবসাবর্ণিদেহজাঃ। দেবাঃ সুকর্ম্ম সুত্রামসংজ্ঞা ইন্দ্রো দিবস্পতিঃ। নির্ম্মোকতত্ত্বদর্শাদ্যা ভবিষ্যন্ত্যৃষয়স্তদেতি (ভা ৮।১৩।৩০—৩১)॥ দিবস্পতেঃ সূর্য্যস্য; তদানীং প্রাপ্তেন্দ্রপদস্য উপহর্ত্তা সম্পাদকঃ সন্তবিষ্যতি। উপকর্ত্তেতি শ্রীচিৎসুখসম্মতঃ পাঠঃ। তত্র উপকর্ত্তেতি ভবিষ্যত্তৃঙ্। তত্র চ দিবস্পতেরুপকারকঃ যোগেশ্বরঃ দেবহোত্রস্য বৃহত্যাং স্ত্রিয়াং তনয়ঃ সন্তবিষ্যতীত্যন্বয়ঃ॥৯৯॥

ইন্দ্রসাবর্ণিননামা মনুস্তদীয়ে। যদুক্তং তত্রৈব—"মনুর্বা ইন্দ্রসাবর্ণিশ্চতুর্দ্দশম এষ্যতি। উপগম্ভীরব্রহ্মাদ্যা ইন্দ্রসাবর্ণিবীর্য্যজাৎ॥ পবিত্রাশ্চাক্ষুষা দেবাঃ শুচিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি। অগ্নিবাহুঃ শুচিঃ শুদ্ধো মাগধাদ্যাস্তপস্বিন (ভা ৮।১৩।৩৩—৩৪) ইতি ।। ক্রিয়াতন্তূন, ক্রিয়াসন্ততীর্বিতায়িতা বিস্তারয়িষ্যতি। মন্বাদীনাংকার্য্যমষ্টমস্কন্ধীয়-চতুর্দ্দশাধ্যায়ে বিবৃতমালোচনীয়ম্॥ তত্র কল্পাবতারে যজ্ঞবামনয়োরবতারাবুক্তৌ, অত্র তু পুনরুক্তত্বাৎ নোদিতৌ, অতঃ সংখ্যায়ামেব দ্বাদশ পরমার্থতস্তু চতুর্দ্দশেত্যর্থঃ।।১০০।।

।। ইতি মন্বন্তরাবতারাঃ ।।

ত্রয়োদশদেবসাবর্ণীয়ে শ্রীযোগেশ্বর।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমে—দেবসাবর্ণি তিনিই মনু, তাঁহার মন্বন্তর, সেই দেবসাবর্ণি ত্রয়োদশ মন্বন্তরে শ্রীহরি দেবহোত্র নামক পিতা হইতে বৃহতী নাম্নী জননীতে অংশতঃ অবতরণ করতঃ যোগেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের কার্য্য সাধন করিবেন॥৯৯॥

চতুর্দ্দশ ইন্দ্রসাবর্ণীয়ে শ্রীবৃহদ্ভানু।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমে যথা—ইন্দ্রসাবর্ণি তিনিই মনু, তাঁহার মন্বন্তর, সেই ইন্দ্রসাবর্ণি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে হে মহারাজ! শ্রীহরি সত্রায়ণ নামক পিতা হইতে বিনতা নাম্নী জননীতে অংশতঃ আবির্ভাব

অথ যুগাবতারাঃ ।—

কথ্যতে বর্ণনামভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ॥ উপাসনাবিশেষার্থং সত্যাদিষু যুগেষ্বসৌ। মন্বন্তরাবতারস্তু তথাবতরতি ক্রমাৎ ॥১০১॥

॥ ইতি যুগাবতারাঃ ॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

যুগাবতারান্ বক্তুম্, অথেতি। বর্ণ-নামভ্যাম্ ইতি চতুর্ষু যোজ্যম্। কলৌ কৃষ্ণ ইতি সামান্যতঃ সর্ব্বেষু কলিষু ; "কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ" ইতি শ্রীহরিবংশাৎ। যস্মিন্ কলৌ স্বর্ণগৌরঃ কৃষ্ণ-চৈতন্যঃ স্যাৎ, তদা কৃষ্ণঃ স তত্রান্তর্ভবেদিতি বোধ্যম্। এতে চৈকাদশে (ভাঃ ১১।৫।২০—৩২) করভাজনেনোক্তা দ্রষ্টব্যাঃ। নন্ যুগাবতারঃ কস্মাৎ আবিঃ স্যাৎ ? তত্রাহ, উপাসনেতি। যো হি মন্বন্তরাবতারঃ, স এব মন্বন্তরস্য তত্তদ্‌যুগেষু তথা তথা আবিঃ স্যাৎ, ন তু গর্ভোদকশয় ইত্যর্থঃ ॥১০১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অথশব্দঃ ক্রমপ্রাপ্তিমানান্তর্য্যার্থঞ্চ যুগাবতারাণামবগময়তি। কথ্যত ইতি। কৃষ্ণঃ কৃষ্ণনামা-বতারঃ, যদ্দ্বাপরে স্বয়ং ভগবতঃ প্রাদুর্ভাবস্তত্র শ্যামস্য তত্রান্তর্ভাবঃ। এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে কৃষ্ণনামান্তর্ভাবঃ। বিশেষবিবৃতিঃ কৃষ্ণবর্ণমিত্যত্র দর্শিতা॥ মন্বন্তরযুগাবতারাণাং কারণমভিব্যনক্তি উপাসনেতি ; অসৌ হরিঃ সত্যাদিষু যুগেষু অবতরতি যথা তেষু অবতারো ভবতি তথা মন্বন্তরাবতারশ্চ ভবতি দ্বয়োরবতার-য়োরেককারণতেত্যর্থঃ। ক্রমাৎ ক্রমং বিধায়। কেচিত্তু তন্ত্রতয়া ক্রমং বিধায় ক্রমং পরিত্যজ্য চ ক্বচিদ্দ্বাপরাদৌ পীতাদের্যুগাবতারদর্শনাদিত্যাহুস্তন্ন সমীচীনং ; "কৃষ্ণবর্ণমিত্যস্য বিবৃতৌ তদাভাসস্য সংশয়নোদাৎ ॥১০১॥

পূর্ব্বক বৃহদ্ভানু নামে বিখ্যাত হইয়া কর্ম্মের মার্গ বিস্তার করিবেন। পূর্ব্বে কল্পাবতার প্রকরণে শ্রীযজ্ঞমূর্ত্তি ও শ্রীবামনদেবের কথিত হওয়ায় এইস্থানে পুনর্ব্বার উক্তমূর্ত্তিদ্বয়ের গণনা করিলে পুনরুক্তি দোষ হয়, অতএব মন্বন্তরাবতার সংখ্যায় দ্বাদশমূর্ত্তি কথিত হইলেও পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিদ্বয়ের এই দ্বাদশ সংখ্যায় সংযোগ করিতে হইবে ইহাই এখানকার ভাবার্থ ॥১০০॥

॥ ইতি মন্বন্তরাবতার নিরূপণ ॥

অথ যুগাবতার।

অনন্তর যুগাবতার বৃন্দের বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—শ্রীহরি সত্যযুগে বর্ণ এবং নামদ্বারা শুক্ল, ত্রেতায় বর্ণে ও নামে রক্ত, দ্বাপরযুগে বর্ণে ও নামে শ্যাম এবং কলিযুগে বর্ণ ও নাম দ্বারা তিনি কৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। শ্রীহরিবংশেও কথিত হইয়াছে কলিযুগের ভগবান্ বিভু শ্রীকৃষ্ণ। এইস্থলে সাধারণ যুগাবতারের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু যুগবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া

অথ অবতারসংখ্যা ।—

কল্প-মন্বন্তর-যুগ-প্রাদুর্ভাববিধায়িনঃ । অবতারা ইমে ত্বেকচত্বারিংশদুদীরিতাঃ ॥১০২॥

বৃত্তা ব্রাহ্মাদয়ঃ কল্পাঃ পাদ্মান্তাস্তে সহস্রশঃ । বর্ত্তমানস্তু কল্পোঽয়ং শ্বেতবারাহ উচ্যতে ॥১০৩॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

সর্ব্বান্ অবতারান্ সংখ্যাতি, কল্পেতি। কল্পাবতারাঃ পঞ্চবিংশতিঃ, মন্বন্তরাবতারা দ্বাদশ, যুগাবতারাস্তু চাত্বারঃ, ইতি মিলিতাস্ত্বেকচত্বারিংশৎ ॥১০২॥

বৃত্তা ইতি—অতীতা ইত্যর্থঃ । শ্বেতবারাহঃ—দ্বিতীয়পরার্দ্ধগতো বোধ্যঃ ॥১০৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

পূর্ব্বোক্তানবতারান্ গণয়ন্নাহ কল্পেতি। কল্পাবতারাঃ পঞ্চবিংশতিঃ মন্বন্তরাবতারা দ্বাদশ যুগা-বতারাশ্চত্বারঃ ইত্থমেকচত্বারিংশদেব ॥১০২॥

বৃত্তা অতীতাঃ সহস্রশোঽনন্তাঃ। ব্রাহ্মেতি ; পুনঃপুনস্তেষামাবৃত্তিত্বেনোক্তং নতু তস্তৈবাদিত্ব-নিয়মনম্ ॥ ব্রাহ্মকল্পস্থ ব্রাহ্মকল্পে বা জাতং যৎ স্বায়ম্ভুবান্তরং তস্মিন্ ; ইদমপি পূর্ব্বানুসারেণ। উত্তরে—অবতারাঃ ॥ প্রায় ইতি শ্রীভগবদিচ্ছয়া ; —মৎস্যপুরাণে কস্য কস্যচিন্নামান্তরোল্লেখদর্শনাৎ ॥১০৩—১০৫॥

থাকে। প্রতিযুগেই সেই সেই মন্বন্তরাবতার যুগাবতাররূপে প্রকট হইয়া যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন, ইহা সাধারণ নিয়ম, কিন্তু যে দ্বাপরযুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন, সেই কালে যেমন সেই যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হয়েন, তদ্রূপ যে কলিযুগে স্বর্ণকান্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অবতরণ করেন, সেইকালে সেই যুগের কৃষ্ণবর্ণ অবতার তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন জানিতে হইবে। যেই বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের অবতার হয়, ঠিক সেই দ্বাপরের অব্যবহিত কলিযুগের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে নবযোগীন্দ্রের অন্যতম করভাজনের উক্তিতে ইহা সুস্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। আর যদি বল যুগাবতার কিনিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যে মন্বন্তরে যিনি মন্বন্তরাবতার গ্রহণ করেন, তিনিই সেই মন্বন্তরের সত্য ত্রেতাদি যুগ বিশেষে উপাসনা বিশেষের প্রচারার্থ যথাক্রমে শুক্লাদিরূপে যুগাবতার গ্রহণ করেন। কিন্তু গর্ভোদশায়ী নহে। সুতরাং এইস্থানেকলিযুগের প্রায়িক যুগাবতারের কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন ১০১॥

॥ ইতি যুগাবতার নিরূপণ ॥

অবতার সংখ্যা।

অনন্তর অবতার বৃন্দের সংখ্যা বর্ণনা করিতেছেন—কল্পাবতার পঞ্চবিংশতি, মন্বন্তরাবতার দ্বাদশ, যুগাবতার চতুষ্টয়, সাকল্যে একচত্বাবিংশৎ অবতার কথিত হইয়াছে ॥১০২॥

ব্রাহ্ম হইতে পাদ্ম পর্য্যন্ত কল্প সমূহ সহস্র সহস্রবার অতীত হইয়াছে, সম্প্রতি বর্ত্তমান এই কল্পের নাম শ্বেত বরাহকল্প বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥১০৩॥

ব্রাহ্মকল্প প্রথমজে ব্যক্তাঃ স্বায়ম্ভুবান্তরে। কুমার-নারদাদ্যাশ্চ চাক্ষুষীয়াদিষূত্তরে ॥১০৪॥
প্রায়ঃ স্বায়ম্ভুবাদ্যাখ্যাঃ কল্পে কল্পে ভবন্ত্যমী। মনবস্তেঽবতারাশ্চ তথা যজ্ঞাদিনামকাঃ ॥১০৫॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে শ্রীবজ্রপ্রশ্নঃ—

"য এতে ভবতা প্রোক্তা মনবশ্চ চতুর্দ্দশ।
নিত্যং ব্রহ্মদিনে প্রাপ্তে এত এব ক্রমাদ্ দ্বিজ ! ।
ভবন্ত্যতান্যে ধর্ম্মজ্ঞ ! এতং মে ছিন্ধি সংশয়ম্ ॥"১০৬॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়োত্তরম্ঃ—

"এত এব মহারাজ ! মনবশ্চ চতুর্দ্দশ। কল্পে কল্পে ত্বয়া জ্ঞেয়া নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
একরূপাস্ত্বয়া প্রোক্তা জ্ঞাতব্যাঃ সর্ব্বএব হি। কেচিৎ কিঞ্চিদ্‌বিভিন্নাশ্চ মায়য়া পরমেশিতুঃ ১০৭

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ব্রাহ্মেতি। ব্রাহ্মকল্পস্য আদ্যে স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে কুমারাদ্যাস্ত্রয়োদশ বভূবুঃ, চাক্ষুষীয়ে তু নৃসিংহাদয়ো দ্বাদশ, বরাহ-মৎস্যৌ চ অত্রাপি বভূবতুঃ, "আদ্যেব্যক্তাঃ কুমারাদ্যাঃ" (৯৭ পৃঃ) ইতি প্রাগুক্তেঃ। অন্যস্মিন্ অন্যে। মনূনাং মন্বন্তরাবতারাণাঞ্চ প্রতিকল্পং তুল্যনামতামাহ, প্রায় ইতি—অগূঢ়ার্থম্ ॥১০৪—১০৫॥

অত্রার্থে প্রমাণং দর্শয়িতুং, তথাহীতি॥ য এতে ইত্যাদিকম্ অগূঢ়ার্থম্ ॥১০৬—১০৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কারবিরচিতা-রসিকরঙ্গদা

হে দ্বিজ হে মার্কণ্ডেয় ! উত প্রশ্নে। অন্যে ভিন্নরূপাঃ। এতং সংশয়ং অনুস্বারস্ত বর্গান্তত্ব-ানুশাসনসিদ্ধম্। এতন্ম ইতি পাঠে সংশয়স্য জ্ঞানবাচকত্বান্নপুংসকত্বম্। যদ্বা ছান্দসমেতৎ। এতে সর্ব্বে কল্পা একরূপাস্তাদৃশমন্বাদিযুক্তা এব নত্বন্যরূপা ইত্যর্থঃ॥ শ্রীমৎস্যপুরাণমতমপি দর্শয়তি কেচিদিতি। পরমেশিতুঃ পরমেশ্বরস্য ॥১০৬—১০৭॥

ব্রাহ্মকল্পের প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার এবং শ্রীনারদ হইতে পৃথু পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ ও চাক্ষুষ মন্বন্তরাদিতে নৃসিংহাদি দ্বাদশ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে এবং এই চাক্ষুষমন্বন্তরে মৎস্যদেব ও শ্রীবরাহদেবেরও আবির্ভাব হইয়াছিল ॥১০৪॥

প্রতি কল্পে প্রায়ই মনুগণের স্বায়ম্ভুবাদি নামে এবং মন্বন্তরাবতার বৃন্দের যজ্ঞাদি নামে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ মনু ও মন্বন্তরাবতারগণের প্রতিকল্পেই তুল্য নামতা ॥১০৫॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে মার্কণ্ডেয়ের প্রতি বজ্রের প্রশ্নও এইরূপ হে দ্বিজ ! আপনি যে চতুর্দ্দশ মনুর কথা বর্ণনা করিলেন, তাঁহারাইকি প্রতি কল্পে জন্মগ্রহণ করেন, অথবা অন্যকোন মহাত্মাগণ মনু হইয়া থাকেন ? আমার এই সংশয় ছেদন করুন ॥১০৬॥

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির উত্তর—হে মহারাজ ! পূর্ব্বোক্ত এই চতুর্দ্দশ মনুই প্রায় প্রতিকল্পেই জন্মলাভ করিয়া থাকেন, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। তুমি কল্পকে ও চতুর্দ্দশ মনুগণকে একরূপই জানিবে।

অবতারাশ্চতুর্দ্ধা স্যুরাবেশাঃ প্রাভবা অপি। অথৈব বৈভবাবস্থাঃ পরাবস্থাশ্চ তত্র তে॥
তত্রাবেশাবতারাস্তু জ্ঞেয়াঃ পূর্ব্বোক্তরীতিতঃ। যথা কুমার-দেবর্ষি-বেণাঙ্গপ্রভবাদয়ঃ ॥১০৮॥

যথা পাদ্মে—

"আবিষ্টোঽভূৎ কুমারেষু নারদে চ হরির্বিভুঃ॥"

যথা তত্রৈব —

"আবিবেশ পৃথুং দেবঃ শঙ্খী চক্রী চতুর্ভুজঃ। আবিষ্টো ভার্গবে চাভূদিতি তত্রৈব কীর্ত্তিতম্॥

তথাহি—

"এতং তে কথিতং দেবি জামদগ্নের্মহাত্মনঃ। শক্ত্যাবেশাবতারস্য চরিতং শার্ঙ্গিণঃ প্রভোঃ ॥১০৯

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

উক্তান্ অবতারান্ বিধান্তরেণ বিভজতি, অবতারা ইতি। যথেতি। কুমারেষু নারদে চ জ্ঞানকলয়া ভক্তিকলয়া চ, পৃথৌ পরশুরামে কল্কিনি চ শক্তিকলয়া হরেরাবেশঃ॥ আবিষ্টোঽভূদিত্যাদিকং স্ফুটার্থম্॥ ভার্গবে—পরশুরামে॥ তত্রৈব—পাদ্মে এব॥ তদ্দর্শয়তি, তথাহীতি॥ এতৎ—কার্ত্তবীর্য্য-বধাদিকম্॥১০৮—১০৯॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

পূর্ব্বোক্তানবতারানেব বিশিনষ্টি অবতারা ইতি॥ তত্র তেষু প্রতি কল্পেষু। তে অবতারাঃ।। পূর্ব্বোক্তরীতিতঃ তাদৃশজীবেষু জ্ঞানশক্ত্যাদিভিরীশ্বরাবেশতঃ। বেণস্যাঙ্গপ্রভবঃ শ্রীপৃথুস্তদাদয়ঃ।। কুমারেষু শ্রীসনকাদিষু। বিভুঃ আবেষ্টুং সমর্থঃ। চতুর্ভুজো দেবঃ শঙ্খী চক্রী চ সন্। তত্রৈব পাদ্ম এব। পাদ্মকীর্ত্তনমাহ তথাহীতি দেবি হে দুর্গে। জামদগ্নেঃ শ্রীপরশুরামস্য। এতচ্চরিতং কার্ত্তবীর্য্যবধাদিকং কথিতম্। ননু জীবস্য কথমেতাদৃশী শক্তিরিত্যাহ; শার্ঙ্গিণঃ শ্রীনারায়ণস্য যাশক্তির্ভূভারহরণাত্মিকা তস্যা এব আবেশো যস্মিন্ তদবতারস্যেত্যর্থঃ। অতো ন চিত্রমিতি ভাবঃ। ননু শ্রীনারায়ণস্য কথমন্য-ত্রাবেশ ইত্যাহ; প্রভোঃ কার্য্যায়ান্যত্র প্রবেষ্টুং সমর্থস্য। যদ্বা প্রভবত্যস্মাৎ প্রভুঃ তস্যেতি; তৎপ্রভা-বাদেব শ্রীপরশুরামস্য তাদৃশত্বমিতি গম্যম্। নন্বন্যেষু জীবেষু সৎসু তস্মিন্ কথমীশ্বরস্যাবেশ ইত্যাহ; মহাত্মন ইতি।।১০৮—১০৯।।

তবে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় বা কৃপায় কখনও বা কেহ কেহ অংশে বিভিন্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু কোন পুরাণের সহিত যদি কোন পুরাণের অনৈক্য দেখা যায় তবে তাহা ভিন্ন ভিন্ন কল্পের কথা বলিয়া সকল বিরোধের পরিহার করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত আশ্রয় করিলে আর কোন শাস্ত্রেরই পরস্পর বিরোধ থাকিবে না। এস্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে মনুষ্যলোকের পরিমাণে ৩৬০ বৎসরে দেবলোকের এক বৎসর হয়। এইরূপ দেবপরিমাণে দ্বাদশ সহস্র বৎসরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগ হয়। অর্থাৎ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের সহিত সত্যযুগের পরিমাণ ৪৮০০ ঐরূপ দেবপরিমিত ৩৬০০ বৎসরে ত্রেতাযুগ ও

২৪০০ বৎসরে দ্বাপরযুগ এবং ঐরূপ ১২০০ বৎসরে কলিযুগ হয়। উক্ত চতুর্যুগকে দিব্যযুগ বলে। উক্ত দিব্যযুগ ৭১ বার হইলে তাহাকে মন্বন্তর বলে। এইরূপ ১৪ মন্বন্তরে এককল্প হয়, চতুর্দ্দশমন্বন্তর যথা—স্বায়ম্ভুব, স্বারাচিষ, ঔত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ. বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ও ইন্দ্রসাবর্ণি এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাত্মককল্পে ব্রহ্মার একদিন হয়। এই এক কল্পের অন্ত হইলে ব্রহ্মার রাত্রি হয়, ইহারই নাম নৈমিত্তিক বা দৈনন্দিন প্রলয়। এইরূপ ৩০ কল্পে ব্রহ্মার একমাস হয়। ত্রিংশৎ কল্প যথা—শ্বেতবরাহ, নীললোহিত, বামদেব, গাথান্তর, রৌরব, প্রাণ, বৃহৎ কন্দর্প সত্য, ঈশান, ধ্যান, সারস্বত, উদান, গরুড়, কৌর্ম্ম এইরূপ ১৫ চান্দ্রদিনে ব্রহ্মার একশুক্লপক্ষ হয় ইহাই ব্রহ্মার পূর্ণিমা তিথি। অপর নরসিংহ, সমাধি, আগ্নেয়, বিষ্ণুজ, বংশ, সোমবংশ, ভাবন, বৈকুণ্ঠ, আর্চ্চিষ, বল্লীকল্প, রথান্তর, বৈরাজ, গৌরী, মাহেশ্বর, ও পিতৃকল্প, এই ১৫ চান্দ্রদিনে ব্রহ্মার কৃষ্ণপক্ষ, ইহাই তাঁহার অমাবস্যা তিথি। এইরূপ দুইপক্ষে ব্রহ্মার একমাস হয়। এইরূপ দ্বাদশ মাসে ব্রহ্মার একবৎসর হয়। এইরূপ একশত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। ব্রহ্মার এই পরমায়ুর নাম পর। ব্রহ্মার পঞ্চাশৎ বর্ষের নাম এক পরার্দ্ধ। ব্রহ্মার প্রথম পরার্দ্ধের অন্তে গর্ভোদশায়ি বিষ্ণুর নাভি কমল হইতে চতুর্দ্দশ-লোকাত্মক এক পদ্ম উৎপন্ন হয়, ঐ পদ্ম হইতে তৎকল্পে ব্রহ্মার আবির্ভাব হয় বলিয়া এই কল্পকে পাদ্মকল্প বলে। সম্প্রতি ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধের প্রথম শ্বেত বরাহকল্পের বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগ চলিতেছে। ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধের অন্তে প্রাকৃতিক প্রলয় হয়। ঐ প্রলয়ে নিখিল প্রপঞ্চ স্ব স্ব কারণ পরম্পরায় প্রকৃতিতে বিলীন হয়। সেই কালে ব্রহ্মার ভগবদ্ধামে গতি হইয়া থাকে ও অমুক্ত জীবরাশি প্রকৃতির সহিত শ্রীভগবানে লীন হইয়া থাকে ।।১০৭।।

প্রকারান্তরে অবতার চতুর্বিধ।

পূর্ব্বোক্ত অবতার বৃন্দের প্রকারান্তরে বিভাগ দেখাইতেছেন—যথা আবেশ, প্রাভাব, বৈভব, ও পরাবস্থভেদে অবতার চতুর্বিধ। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্তরীতি অনুসারে অর্থাৎ জ্ঞান ও শক্ত্যাদি বিভাগ দ্বারা জনার্দ্দন যে সকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আবেশ বলা হয়, এই রীতি অনুযায়ী আবেশের লক্ষণ বুঝিতে হইবে। যেমন সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার এই চতুঃসন, শ্রীনারদ, পৃথু, পরশুরাম, ও কল্কী প্রভৃতি, তন্মধ্যে, চতুঃসন ও নারদে শ্রীহরির জ্ঞান ও ভক্তির আবেশ এবং পৃথু, পরশুরাম ও কল্কিতে শ্রীহরির শক্তির আবেশ কথিত হইয়াছে ।।১০৮।।

শ্রীপদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—ভগবান্ শ্রীহরি সনৎকুমারাদি চতুঃসনে, এবং শ্রীনারদে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। পদ্মপুরাণে পুনরায় বলিয়াছেন শঙ্খচক্রধারী শ্রীহরি পৃথুরাজে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। অপর সেই পুরাণে পুনরায় অন্যত্র কথিত হইয়াছে—শ্রীহরি শ্রীপরশুরামে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। হে দেবি! ভগবান্ শ্রীহরির শক্ত্যাবেশ অবতার মহাত্মা জমদগ্নিতনয় পরশুরামের কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন বধাদি চরিত্র তোমাকে বর্ণনা করিলাম ।।১০৯।।

আবেশত্বং কল্কিনোঽপি বিষ্ণুধর্ম্মে বিলোক্যতে ॥

যথা—

"প্রত্যক্ষরূপধৃগ্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ। কৃতাদিষ্বেব তেনৈব ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ॥

কলেরন্তে চ সংপ্রাপ্তে কল্কিনং ব্রহ্মবাদিনম্। অনুপ্রবিশ্য কুরুতে বাসুদেবো জগৎস্থিতিম্ ॥

পূর্ব্বোৎপন্নেষু ভূতেষু তেষু তেষু কলৌ প্রভুঃ।

কৃত্বা প্রবেশং কুরুতে যদভিপ্রেতমাত্মনঃ ॥" ইতি।

অতোঽমীষ্ববতারত্বং পরং স্যাদৌপচারিকম্ ॥১১০॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

প্রত্যক্ষেতি। কৃতাদিষ্বেব ত্রিষু যুগেষু দেবঃ প্রত্যক্ষরূপধৃক্ দৃশ্যতে, ন তু কলৌ, অতোঽসৌ ত্রিযুগঃ কথ্যতে। ন চৈবং কৃষ্ণচৈতন্যস্য প্রত্যক্ষরূপত্বং ন স্যাদিতি বাচ্যম্; তস্য কলিযুগাবতারত্বাভাবাৎ; প্রতিকলি কৃষ্ণবর্ণোঽবতারঃ স্মর্য্যতে, স চ জীববিশেষ এব, কলিবিশেষে তু গর্গোক্তঃ পীতঃ সাক্ষাৎ ঈশ্বর এব, তদা কৃষ্ণবর্ণস্তত্র প্রবিষ্ট ইতি সর্ব্বং সুস্থম্॥ অত ইতি। অমীষু—কুমারাদিষু কল্ক্যন্তেষু পঞ্চসু ॥১১০॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

কল্কিনঃ সম্বন্ধে আবেশত্বমীশ্বরস্যেত্যর্থঃ। যদ্বা কল্কিনঃ কল্কিনং প্রাপ্য আবেশত্বং যজ্‌গর্ভাদিত্বাৎ পঞ্চমী। যদ্বা আবেশত্বমাবেশাবতারত্বমিত্যর্থঃ॥ তেন—কলৌ শ্রীহরিকর্ত্তৃক প্রত্যক্ষরূপধারণাভাবেন। প্রস্তুতং দর্শয়ন্নাহ কলেরিতি - বসন্তি ভূতান্যত্র ভূতেষু বা বসত্যসৌ বাসুঃ স চাসৌ দেবশ্চেতি বাসুদেবঃ শ্রীমদনিরুদ্ধ এব; প্রসিদ্ধবাসুদেবস্য তৎকার্য্যানুপযোগাৎ। যোগ্যজীবানামাবেশাবতারত্বং ঘটয়ন্নাহ পূর্ব্বোৎপন্নেষ্বিতি; তেষু ব্রহ্মবাদিত্বাদিনা প্রসিদ্ধেষু, তেষু কল্ক্যাদিষু, ভূতেষু প্রাণিষু, প্রবেশং কৃত্বা যদভিপ্রেতং বিশ্বপালনাদিরূপং কুরুত ইত্যন্বয়ঃ। অতো—যোগ্যজীবেষ্বীশ্বরাবেশাৎ। অমীষু—শ্রীসনকাদিষু। অতত্ত্বে তত্ত্বারোপ উপাচারস্তদ্ভবমৌপচারিকম্। পরং কেবলম্ ॥১১০॥

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর গ্রন্থে কল্কিরও আবেশাবতারত্ব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা পরদেবতা শ্রীহরি সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই যুগত্রয়ে প্রত্যক্ষরূপে অর্থাৎ প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে অবতীর্ণ হয়েন। কিন্তু কলিযুগে এই প্রকার প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভূত হন না। এই নিমিত্তই তিনি ত্রিযুগ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যদি বল এই প্রমানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষরূপত্ব হইতে পারে না? তদুত্তরে—তাহা বলিতে পার না, কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগের যুগাবতার নহেন। প্রতি কলিযুগে যে কৃষ্ণবর্ণ অবতার, যাহা শাস্ত্র প্রমানে অবগত হওয়া যায়, তিনি পুণ্যাতিশায়ি জীববিশেষ। কিন্তু কোন বিশেষ কলিতে শ্রীগর্গাচার্য্য কথিত প্রেয়সীত্বিষাবৃত পীতবর্ণ সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন। সেইকালে কলিযুগাবতার কৃষ্ণবর্ণ স্বয়ং ভগবানে প্রবিষ্ট

অথ প্রাভববৈভবাঃ।—

হরিস্বরূপরূপা যে পরাবস্থেভ্য উনকাঃ। শক্তীনাং তারতম্যেন ক্রমাৎ তে তত্তদাখ্যকাঃ ॥১১১॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথেতি॥ প্রাভব-বৈভবানামুভয়েষাং সামান্যলক্ষণম্। হরীতি। তেষাং ভেদকমাহ, শক্তীতি। প্রাভবেষু অল্পাঃ শক্তয়ঃ, বৈভবেষু তেভ্যোঽধিকাস্তা ইত্যর্থঃ ॥১১১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

হরিস্বরূপাঃ প্রাভবাঃ হরিরূপা বৈভবা ইত্যর্থঃ। অত্র স্বরূপরূপয়োঃ কিঞ্চিদবান্তরভেদেনোত্তর-গতবৈশিষ্টাৎ তত্তদাখ্যকা নামানি যেষাং তে প্রাভববৈভবাখ্যকা ইত্যর্থঃ ॥১১১॥

হইয়া থাকেন। কিন্তু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলিয়াছেন—কলিযুগে স্বয়ংরূপাদির অবতার নাই কেবল আবেশাবতারই হইয়া থাকেন। পরন্তু সপ্তমস্কন্ধে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ বলিয়াছেন "ছন্নঃকলৌ" ইত্যাদি অর্থাৎ তুমি কলিযুগে ছন্নঃ অর্থাৎ অন্যরূপাদি দ্বারা আচ্ছাদিত থাক বলিয়া ত্রিযুগ নামে অভিহিত হইয়া থাকা, পুরাণান্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মণ ইত্যাদি অর্থাৎ হে ব্রহ্মণ! আমিই কখনও প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ হইয়া ভাগবন্তক্তরূপে সকল লোককে রক্ষা করিয়া থাকি। ছন্নরূপ লিঙ্গ অর্থাৎ শব্দের ক্ষমতা দ্বারা প্রহ্লাদের বাক্যের সহিত এই শ্লোকের একবাক্যতা করিলে এই শ্লোকটিও কলিযুগ বিষয়কই হয়। অপর "অহমেব" এই এব শব্দদ্বারা স্বাংশাদির ব্যাবর্ত্তন করিলেন অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ আমিই অন্য কেহ নহে। প্রচ্ছন্ন অর্থাৎ অন্যরূপাদি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে বিগ্রহ যাঁহার তাঁহাকেই প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ বলা হয়। জীবের বিগ্রহ জীবের স্বরূপ হইতে পারে না। ঈশ্বরে দেহ ও দেহি বিভাগ না থাকায় তাঁহার দেহ তাঁহার স্বরূপ। ক্বচিৎ এই চিৎ প্রত্যয়ের অর্থ অসাকল্য অর্থাৎ চিৎ প্রত্যয় দ্বারা সকল সময় নহে কোন সময় বিশেষে এইরূপ অর্থই অবগত হওয়া যায়। ইহাদ্বারা এই অর্থ লাভ হইতেছে আমি স্বয়ং ভগবান্ কোন কলি বিশেষে অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগীয় কলিতে প্রেয়সীর কান্তি দ্বারা স্ব স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া প্রপঞ্চের গোচর হইয়া থাকি। আবেশাবতারের স্বাভাবিক বিগ্রহ দর্শন করিলে যখন ঈশ্বর বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে না, তখন আবার তাঁহাদিগের বিগ্রহকে প্রচ্ছন্ন বলিবার প্রয়োজন কি? অতএব যে কলিতে বিদ্যুৎ গৌর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অবতরণ করেন, তৎকালে কৃষ্ণবর্ণ কলিযুগাবতার তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদির বচন সাধারণ কলিযুগের, আর শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের বচন কলিবিশেষের কথা বলিয়াছেন। সামান্য ও বিশেষের মধ্যে বিশেষের প্রাধান্যতা। সুতরাং বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগীয় কলিযুগ ভিন্ন অন্য কলিতে স্বাংশাদি অবতার না হইয়া কেবল আবেশাবতারই হইয়া থাকেন। অন্যথা গর্গ ও করভাজনের বাক্যের সঙ্গতি থাকে না। সুতরাং সকল সিদ্ধান্তই সুসঙ্গত হইল। অপর কলিযুগাবসানে শ্রীবাসুদেব কল্কি নামক বেদবেত্তা ব্রাহ্মণে প্রবেশ করিয়া জগৎ পালন করিবেন। শ্রীহরি কলিযুগে পূর্ব্বোৎপন্ন ব্রহ্মবাদিরূপে প্রসিদ্ধ

প্রাভবাশ্চ দ্বিধা তত্র দৃশ্যন্তে শাস্ত্রচক্ষুষা। একে নাতিচিরব্যক্তা নাতিবিস্তৃতকীর্ত্তয়ঃ॥
তে মোহিনী চ হংসশ্চ শুক্লাদ্যাশ্চ যুগানুগাঃ॥
অপরে শাস্ত্রকর্ত্তারঃ প্রায়ঃ স্যুর্ম্মুনিচেষ্টিতাঃ
ধন্বন্তর্য্যৃষভৌ ব্যাসো দত্তশ্চ কপিলশ্চ তে॥১১২॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

প্রাভবান্ বিভজতি, প্রাভবাশ্চেতি। বিভাজকান্ ধর্ম্মান্ আহ, একে নাতিচিরস্থিতয়ঃ মোহিন্যাদয়ঃ ষট্॥ চিরস্থিতয়ো মুনিচেষ্টিতাস্তু ধন্বন্তর্য্যাদয়ঃ পঞ্চ। ইত্যুভয়েঽমী একাদশ প্রাভবাঃ॥১১২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

প্রথমমুপলব্ধবান্ প্রাভবাল্লক্ষয়তি প্রাভবাশ্চেতি। নাতীতি নকারো নিষেধার্থঃ নতু নঞর্থস্তেন অচ্যান্নিত্যনেনে নান্; (সরসীঃ পরিশীলিতুং ময়া গমি কর্ম্মী কৃতনৈকনীবৃতেতিবৎ) আদ্যভেদানাহ তে ইতি। তে নাতিচিরব্যক্তাঃ। দ্বিতীয়ভেদানাহ অপর ইতি। অপরে—নাতিবিস্তৃতকীর্ত্তয় ইত্যর্থঃ। শাস্ত্রাণি বৈদ্যকযোগভক্তিমুখ্যকে জ্ঞান সাংখ্যজ্ঞানানি তৎকর্ত্তারস্তে ক্রমান্মন্তব্যাঃ॥১১২॥

সেই সেই মহত্তম জীবে প্রবেশ পুর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রেত বিশ্বপালনাদিরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। অতএব যোগ্যজীববিশেষে ঈশ্বরের আবেশবশতঃ যে সনকাদি চতুঃসন, নারদ, পৃথু, পরশুরাম এবং কল্কিকে অবতার বলা হয় তাহা কেবল ঔপচারিক অর্থাৎ গৌণ॥১১০॥

অথ প্রাভব ও বৈভব।

অনন্তর প্রাভব ও বৈভব এই উভয়বিধ স্বরূপের সামান্য লক্ষণ বলিতেছেন—শ্রীহরির পরাবস্থ হইতে ন্যুন হইয়াও যাঁহাদিগের রূপ তাঁহার স্বরূপ, তাঁহাদিগকে প্রাভব ও বৈভব বলা হয়। প্রাভব ও বৈভবের সামান্য লক্ষণ বলিয়া এক্ষণে বিশেষ ভেদ লক্ষণ বর্ণনা করিতেছেন—শক্তির অভিব্যক্তির অর্থাৎ প্রকাশের তারতম্যানুসারেই তাঁহাদিগের প্রাভব ও বৈভব নাম হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রাভবে যদৃশ শক্তির প্রকাশ হয়, বৈভবে তদপেক্ষায় অধিক শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে॥১১১॥

প্রাভবের বিভাগ বলিতেছেন—শাস্ত্রদৃষ্টিদ্বারা প্রাভব স্বরূপ দ্বিবিধা দেখা যায়। তন্মধ্যে এক প্রকার প্রাভব অল্পকাল মাত্র অভিব্যক্ত হইয়া পুনরায় অপ্রকট হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের কীর্ত্তিও লোকে বহুলরূপে বিস্তৃত হয় না। যেমন মোহিনী, হংস, শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণ এই যুগাবতার চতুষ্টয় সাকল্যে ষট্‌বিধ। আবার অন্য প্রকারের প্রাভব দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া প্রপঞ্চে প্রকট থাকেন। ইঁহারা শাস্ত্র প্রণয়ণ কর্ত্তা এবং ইঁহাদিগের আচরণ প্রায়ই মুণিগণের ন্যায়। যেমন ধন্বন্তরি, ঋষভ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস, দত্তাত্রেয় এবং কপিল এই পঞ্চ মূর্ত্তি। এই উভয়বিধ প্রাভবাবতার মিলিয়া একাদশবিধ॥১১২॥

অথ স্যুর্বৈভবাবস্থাস্তে চ কূর্ম্মো ঝষাধিপঃ। নারায়ণো নরসখঃ শ্রীবরাহ হয়াননৌ ॥
পৃশ্নিগর্ভঃ প্রলম্বঘ্নো যজ্ঞাদ্যাশ্চ চতুর্দ্দশ। ইত্যমী বৈভবাবস্থা একবিংশতিরীরিতাঃ ॥১১৩॥
তত্র ক্রোড়-হয়গ্রীবৌ নবব্যূহান্তরোদিতৌ। মন্বন্তরাবতারেষু চত্বারঃ প্রবরাস্তথা ॥
তে তু শ্রীহরি-বৈকুণ্ঠৌ তথৈবাজিত-বামনৌ। ষড়মী বৈভবাবস্থাঃ পরাবস্থোপমা মতাঃ ॥১১৪॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

সামান্যতো লক্ষিতান্ বৈভবান্ বিশিনষ্টি অথ স্যুরিতি। নারায়ণ-নরসখয়োঃ ঐক্যাৎ এক বিংশতিরিত্যুক্তিঃ সঙ্গচ্ছতে। যজ্ঞাদ্যাঃ—মন্বন্তরাবতারাঃ ॥১১৩॥

একবিংশতিসংখ্যেষু বৈভবেষু মধ্যে বরাহাদীনাং বিশেষমাহ, তত্রেতি—একবিংশতাবিত্যর্থঃ। নবেতি—"চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণ-নৃসিংহকৌ হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ॥" ইতি যে নবব্যূহাঃ তন্মধ্যোদিতৌ ক্রোড়হয়গ্রীবৌ, মন্বন্তরাবতারেষু হরিবৈকুণ্ঠাজিতবামনাঃ চত্বারঃ, অমী ষট্ বৈভবাবস্থাঃ পরাবস্থতুল্যা ভবন্তি, ইতি একবিংশতৌ এষাং ষণ্ণাং বৈশিষ্ট্যং, শক্ত্যাধিক্যপ্রকটনাৎ ॥১১৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

প্রাভবভেদৌ নিরূপ্য কারিকালব্ধক্রমপ্রাপ্তবৈভবভেদং নিরূপয়তি অথ স্যুরিতি। ঝষাধিপো মৎস্যাধীশ্বরঃ। নারায়ণো নরসখ ইত্যেক এব নরস্য সখা ভ্রাতা অন্যথা নারায়ণান্তরভ্রমঃস্যাদ্‌বিশেষণান্তরাভাবত্বস্ত তেন সহৈকাবতারত্বতাৎপর্য্যকং, তস্য স্বত এবাবতারত্বে সংখ্যায়াং দ্বাবিংশত্যাপত্তিঃ সখ ইতি পদস্য বৈয়র্থঞ্চ স্যাৎ। প্রলম্বঘ্নঃ—শ্রীবলদেবঃ। যজ্ঞাদ্যাশ্চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাবতারা ইতি শেষঃ ॥১১৩॥

পূর্ব্বোক্তান্ ভেদান্ বিশিনষ্টি তত্রেতি। ক্রোড়ঃ শ্রীবরাহঃ। তে প্রবরাঃ কে ইতি গণয়ন্নাহ অর্দ্ধেন তেত্বিতি। অমী ক্রোড়াদয়ঃ ষট্, পরাবস্থোপমাঃ শ্রীনৃসিংহ-রামকৃষ্ণতুল্যাঃ ॥১১৪॥

বৈভবাবতারের সামান্য লক্ষণ বলিয়া সম্প্রতি বিশেষ লক্ষণ বলিতেছেন—কূর্ম্ম, মৎস্য, নর-নারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ প্রলম্বনিহন্তা শ্রীবলদেব এবং যজ্ঞাদি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাবতার সাকল্যে এই একবিংশতি অবতারকে বৈভবাবস্থ বলা হয় ॥১১৩॥

পূর্ব্বোক্ত বৈভবভেদের মধ্যে যে বিশেষ তাহাই বলিতেছেন—এই একবিংশতি বৈভবাবতারের মধ্যে বরাহাদি অবতারের বিশেষ বর্ণনা করিতেছেন—যথা—বৈভবাবতারের মধ্যে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, বরাহ এবং ব্রহ্মা ইঁহাদিগকে নবব্যূহ বলা হয়। এই নবব্যূহের অন্তর্গতরূপে নির্দিষ্ট যে বরাহ ও হয়গ্রীব এবং মন্বন্তরাবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত এবং বামন এই ছয়টি অবতার বৈভবাবস্থ হইলেও পরাবস্থ সদৃশ। অর্থাৎ শক্তির আধিক্য প্রকট হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত একবিংশতি বৈভবাবস্থ হইতে এই অবতার ষট্‌কের বৈশিষ্ট্য কথিত হইল। ইঁহারা শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সদৃশ ॥১১৪॥

কেষাঞ্চিদেষাং স্থানানি লিখ্যন্তে শাস্ত্রদৃষ্টিতঃ।
যত্র যত্র বিরাজন্তে যানি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যতঃ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদীনাং বাক্যং তত্র প্রমাণ্যতে ॥১১৫॥

তথাহি—

"তস্যোপরিষ্টাদপরস্তাবানেব প্রমাণতঃ। মহাতলেতি বিখ্যাতো রক্তভৌমশ্চ পঞ্চমঃ॥
সরো বরং ভবেৎ তত্র যোজনানাং দশাযুতম্। স্বয়ঞ্চ তত্র বসতি কূর্ম্মরূপধরো হরিঃ ॥১১৬॥

তস্যোপরিষ্টাদপরস্তাবানেব প্রমাণতঃ।
তত্রাস্তে সরসী দিব্যা যোজনানাং শতত্রয়ম্ ॥
তস্যাং স বসতে দেবো মৎস্যরূপধরো হরিঃ ॥১১৭॥
নারায়ণো নরসখো বসতে বদরীপদে ॥১১৮॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

কেষাঞ্চিৎ ধামানি বৈশিষ্ট্যাববোধায় বাচ্যানীত্যাহ, কোষাঞ্চিদিতি ॥১১৫॥

কূর্ম্মস্য তাবদাহ, তস্যোপরীতি দ্বাভ্যাম্। তস্য—তলাতলস্য ॥ মৎস্যস্যাহ, তস্যেতি সার্দ্ধকেন। অপরঃ—রসাতলঃ ॥ নারায়ণস্যাহ, নারায়ণ ইত্যর্দ্ধকেন ॥১১৬—১১৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অথাবেশপ্রাভববৈভবানবতারান্নিরূপ্য সাবসরো ভূত্বা তেষাং স্থানানি নিরূপয়ন্নাহ কোষাঞ্চিদিতি। এষামাবেশপ্রাভববৈভবানাং মধ্যে কেষাঞ্চিন্নতু সর্ব্বেষাম্॥ তত্র স্থানলিখনে ॥১১৫॥

তত্র প্রাধান্যাদ্‌বৈভবানাং স্থানানি নিরূপয়ন্ প্রথমোদ্দিষ্টস্য কূর্ম্মস্য স্থানমাহ তস্যোপরিষ্টাদিতি দ্বাভাম্। তস্য তলাতলস্য, প্রকরণলাভাৎ তাবান্—ত্রিশতোত্তরচতুর্দ্দশ সহস্রসম্মিত-সপ্তপঞ্চাশল্লক্ষাধিক-কোটিত্রয়পরিমাণবান্। তত্র মহাতলে! তত্র সরোবরে কূর্ম্মরূপধর এব অন্যথা পরব্যোমান্যব্যাপ্তি স্যাৎ। তস্য মহাতলস্য। অপরো রসাতলঃ। তস্যাং সরস্যাম্। বদরীপদে বদর্য্যাশ্রমে ॥১১৬—১১৮॥

কতিপয় অবতারের ব্রহ্মাণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তি ধাম সমূহ।

অনন্তর আবেশ, প্রাভব, ও বৈভবাবতার বৃন্দের নিরূপণ পূর্ব্বক প্রসঙ্গক্রমে উপর্যুক্ত অবতার বৃন্দের মধ্যে কতিপয় অবতারের ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যে যে স্থানে যে যে ধাম বিরাজমান আছেন, সেই সেই স্থানের নাম বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদি শাস্ত্র বাক্যানুসারে প্রমাণিত হইতেছে ॥১১৫॥

তন্মধ্যে বৈভব বৃন্দের প্রাধান্য বশতঃ তাঁহাদের স্থান সমূহকে নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে শ্রীকূর্ম্মদেবের স্থান নিরূপণ করিতেছেন—সেই প্রসিদ্ধ তলাতলের উপরিভাগে তিন কোটি সপ্ত পঞ্চাশৎ লক্ষ চতুর্দ্দশ সহস্র তিনশত যোজন পরিমিত মহাতল নামেএক প্রসিদ্ধ স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার ভুমি রক্তবর্ণ ও উহা সপ্তপাতালের গণনায় পঞ্চম। সেই মহাতলে পঞ্চযোজন বিস্তৃত একটি উৎকৃষ্ট সরোবর আছে। এই সরোবরে কূর্ম্মরূপী সাক্ষাৎ শ্রীহরি বাস করিতেছেন ॥১১৬॥

নৃবরাহস্য বসতির্মহর্লোকে প্রকীর্ত্তিতা। যোজনানাং প্রমাণেন অযুতানাং শতত্রয়ম্ ॥১১৯॥
অযুতানি চ পঞ্চাশৎ শেষস্থানং মনোহরম্ ॥১২০॥
স এব লোকো বারাহঃ কথিতস্তু স্বয়ংপ্রভ ।
লোকোহয়মণ্ডসংলগ্নঃ সর্ব্বাধস্তান্মনোহরঃ ।
বরাহরূপী ভগবান্ শ্বেতরূপধরো বসেৎ ॥১২১॥

তস্যোপরিষ্টাদপরস্তাবানেব প্রমাণতঃ। পীতভৌমশ্চতুর্থস্তু গভস্তিতলসংজ্ঞকঃ ॥
তত্রাস্তে ভগবান্ বিষ্ণুর্দেবো হয়শিরোধরঃ। শশাঙ্কশতসঙ্কাশঃ শাতকুম্ভবিভূষণঃ ॥১২২॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নরাকার-বরাহস্যাহ, নৃবরাহস্যেত্যেকেন। কীদৃশং তৎ? ইত্যাহ, যোজনানামিতি—প্রমাণেনাযুতানাং যোজনানাং শতত্রয়ং, তৎপরিমিতং তদিত্যর্থঃ॥ অথ শেষস্যাহ, অযুতানি চেতর্দ্ধকেন॥ চতুষ্পাদবরাহস্যাহ, স এবেতি সার্দ্ধকেন। শেষস্থানসম ইত্যর্থঃ ॥১১৯—১২১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কারবিরচিতা-রসিকরঙ্গদা

নৃবরাহস্যেত্যনেন চ চতুষ্পাদ্বরাহো ব্যাবৃত্তঃ। অযুতানাং শতত্রয়মিত্যনেন পঞ্চাদশযুতানি চেত্যনেন চ পঞ্চত্রিংশল্লক্ষপরিমাণত্বং সূচ্যতে। যচ্ছেষস্থানং স এব বারাহো লোকঃ কথিত ইতি যোজ্যম্; বিধেয়স্যৈব লিঙ্গগ্রহণাত্তথাত্বম্। নব্বয়মেব কুত ইত্যত আহ লোকোহয়মিতি। শতেত্যত্র শ্বেতেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। অয়ং লোকশ্চতুষ্পাদ্বরাহস্য ॥১১৯—১২১॥

এক্ষণে মৎস্যদেবের স্থান নিরূপণ করিতেছেন—সেই তলাতলের উপরিভাগে রসাতল। রসাতলের পরিমাণ মহাতল সদৃশ। এই রসাতলে তিনশত যোজন পরিমিত একটি দিব্য সরোবর বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সরোবরে মৎস্যরূপী শ্রীহরি বাস করেন ॥১১৭॥

অর্দ্ধশ্লোকে শ্রীনর নারায়ণের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন—শ্রীনরনারায়ণ বদরিকাশ্রমে বাস করিয়া থাকেন ॥১১৮॥

নরাকার বরাহের স্থান নির্ণয়ে বলিতেছেন—নররূপি বরাহের স্থান মহর্লোকে, তাঁহার বসতি স্থানের পরিমাণ পঞ্চত্রিংশৎ লক্ষযোজন ॥১১৯॥

অর্দ্ধশ্লোকে শেষের বসতি স্থান নির্ণয় করিতেছেন—শেষের বসতি স্থান পঞ্চলক্ষ যোজন পরিমিত এবং পরম মনোহর ॥১২০॥

চতুষ্পাদ বরাহদেবের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন—শেষ অনন্তদেবের যে বসতি স্থান, তাহাই চতুষ্পাদ বরাহ লোক বলিয়া কথিত। ইহা স্বপ্রকাশক চিন্ময়। সর্ব্বলোকের অধোভাগে ব্রহ্মাণ্ড সংলগ্ন অতি মনোহর যে লোক আছে, ভগবান্ চতুষ্পাদ শ্বেত বরাহরূপে সেই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥১২১॥

পৃশ্নিগর্ভস্য বসতির্ব্রহ্মণো ভুবনোপরি ।।১২৩।।
বাসস্তত্র প্রলম্বারের্যত্রৈবাঘরিপোর্ভবেৎ ।।১২৪।।
এতস্যৈবাংশভূতোঽয়ং পাতালে বসতি স্বয়ম্ । নিত্যং তালধ্বজো বাগ্মী বনমালা বিভূষিতঃ ।।
ধারয়ন্ শিরসা নিত্যং রত্নচিত্রাং ফণাবলীম্ । লাঙ্গলী মুষলী খড়্গী নীলাম্বরবিভূষিতঃ ।।১২৫।।

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

হয়গ্রীবস্যাহ, তস্যোপরীতি দ্বয়েন ॥১২২॥

পৃশ্নিগর্ভস্যাহ, পৃশ্নীত্যর্দ্ধকেন ।। বলদেবস্যাহ, বাসস্তত্রেত্যর্দ্ধকেন । যত্র—গোকুলাদৌ, কৃষ্ণস্য বাসঃ, তত্রৈব, ইতি দ্বয়োর্নিত্যসংযোগ উক্তঃ ॥ ননু মহীধারিণঃ শেষস্য ক্ব ধাম ? ইত্যত্রাহ, এতস্যেতি। প্রলম্বার্য্যংশো ভূধারী শেষস্তদাবেশীত্যর্থঃ। বাগ্মী সনকাদীন্ প্রতি শ্রীভাগবতং কথয়ন্নিত্যর্থঃ ॥১২৩-২৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তাবান্—পঞ্চত্রিংশল্লক্ষপরিমাণবান্ । তত্র—গভস্তিতলসংজ্ঞকে। শশাঙ্কশতসঙ্কাশঃ—অসংখ্য-চন্দ্রতুল্যঃ। শাতকুম্ভং শতকুম্ভপর্ব্বতোদ্ভবং সুবর্ণং তেন খচিতানি বিভূষণানি যস্য ॥১২২॥

ব্রহ্মণো ভুবনং জনলোকস্তদুপরি । যদুক্তং শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—"পৃশ্নিগর্ভো হরেরংশো জনলোকে বিরাজত ইতি ॥ প্রলম্বারেঃ শ্রীবলদেবস্য। যত্র যেষু—শ্রীবৃন্দাবন-মথুরা-দ্বারকা-গোলোকেষু। যদুক্তমাদিবারাহে—"যত্র কৃষ্ণস্য বসতিঃ শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনাদিষু। তত্রৈব বসতির্জ্জ্ঞেয়া রামস্যাদ্ভুতকর্ম্মণ" ইতি এতস্য প্রলম্বারেঃ অংশভূতঃ শ্রীভূভৃৎ সঙ্কর্ষণ ইত্যর্থঃ। শয্যারূপসঙ্কর্ষণং বারয়িতুং বিশেষণান্যাহ নিত্যং তালধ্বজ ইত্যাদি সার্দ্ধেন ॥১২৩—১২৫॥

ভগবান্ শ্রীহয়গ্রীবের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন—এই লোকের উপরি ভাগে গভস্তিতল নামক অপর একটি লোক আছে। ইহার পরিমাণ শ্বেতবরাহ লোক সদৃশ। এই স্থানের ভূমি পীতবর্ণ ও উহা পাতাল গণনায় চতুর্থ। এই স্থানে ভগবান্ শ্রীহয়গ্রীব বাস করেন। তাঁহার দেহকান্তি অসংখ্যচন্দ্র সদৃশ ও বিভূষণ স্বর্ণময় ॥১২২॥

অর্দ্ধশ্লোকে ভগবান্ শ্রীপৃশ্নিগর্ভের স্থান বলিতেছেন—ব্রহ্মলোকের উপরিভাগে শ্রীপৃশ্নিগর্ভের বসতি স্থান ॥১২৩॥

অর্দ্ধশ্লোকে শ্রীবলরামের বাসস্থান নিরূপণ করিতেছেন—যে শ্রীবৃন্দাবন মথুরা দ্বারকা ও গোকুল ধামের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন, সেই স্থানে প্রলম্বারি শ্রীবলদেবও নিবাস করিয়া থাকেন, এইহেতু শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের নিত্য সংযোগ কথিত হইল ॥১২৪॥

শ্রীবলদেব যদি নিত্যই শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিবাস করেন, তাহাহইলে পৃথিবী ধারণকারি শেষ অনন্তদেব তিনি কোথায় অবস্থান করেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—এই শ্রীবলদেবেরই অংশভূত মহীধারি শেষ অনন্তদেব স্বয়ং পাতালে বাস করিয়া থাকেন। পাতালবাসী এই তালধ্বজ সঙ্কর্ষণ বাগ্মী অর্থাৎ

ব্রহ্মলোকোপরিষ্টাচ্চ হরের্লোকো বিরাজতে। স্বর্লোকে বসতির্বিষ্ণোর্বৈকুণ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
তথা বৈকুণ্ঠলোকে চ স্বয়মাবিষ্কৃতো হি যঃ॥
অজিতস্য নিবাসস্তু ধ্রুবলোকে সমর্থিতঃ॥
ভূর্বর্লোকে তু বসতির্বামনস্য মহাত্মনঃ॥১২৬॥
ত্রিবিক্রমস্য বসতিস্তপোলোকে প্রকীর্ত্তিতা। তথাস্য ব্রহ্মলোকস্থো দিব্যো নারায়ণাশ্রমঃ॥
ব্রহ্মলোকোপরিষ্টাচ্চ নিবাসোঽনেন নির্ম্মিতঃ॥" হরিবংশে সুরেন্দ্রেণ কথিতো যঃ সুরর্ষয়ে॥

তথাহি (হং বং ১২৭।৩৭)—

"ইদং ভঙ্‌ক্ত্বা মদীয়ন্তু ভগবন্ বিষ্ণুনা কৃতম্। উপর্য্যুপরিলোকানামধিকং ভুবনং মুনে॥১২৭॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

মন্বন্তরাবতারেষু যে চত্বারো বিশিষ্টা হর্য্যাদয়ঃ, তেষাং ধামান্যাহ, ব্রহ্মলোকেতি সার্দ্ধদ্বাভ্যাম্॥১২৬

ত্রিবিক্রমস্যাহ, ত্রীত্যাদিত্রয়েণ। অনেন—ত্রিবিক্রমেণ॥ হরিবংশে ইতি। যঃ—ব্রহ্মলোকো-পরিস্থিতঃ ত্রিবিক্রমস্য নিবাসঃ॥ ইদমিতি। ইদং মদীয়ং—স্বর্গাখ্যং স্থানং; ভঙ্‌ক্ত্বা—পাদপ্রহারেণ ভগ্নং কৃত্বেত্যর্থঃ। মুনে! হে নারদ!। উপরিলোকানামুপরীতিযোজ্যম্, অন্যথা লোকান্ ইতি দ্বিতীয়য়া ভাব্যম্। স্বর্গোপরিতলেষু লোকেষু সত্যপর্য্যন্তেষু ত্রিবিক্রমেণ ভুবনানি দিব্যানি কৃতানীতি॥১২৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

হরে-হরিনাম্নস্তামসমন্বন্তরাবতারস্য লোকঃ স্থানম্। ব্রহ্মলোকোপরিষ্টাৎ জনলোকোপরি; চকারাৎ চিত্রকূটাখ্যপর্ব্বতে। যদুক্তমাদিবারাহে—"ক্ষীরোদেনাবৃতে বৃক্ষলতাকীর্ণে সুরপ্রিয়ে। রাজতে চিত্রকূটাদ্রৌ গজেন্দ্রমোচকো হরিরিতি। কেচিত্তু হরের্ল্লোকোঽপরো বৈকুণ্ঠ ইত্যাহুঃ। বৈকুণ্ঠস্য—বিকুণ্ঠাসূনো রৈবতমন্বন্তরাবতারস্যেত্যর্থঃ। যো বৈকুণ্ঠলোকঃ স্বয়মাত্মনা আবিষ্কৃতঃ প্রকাশিতস্তস্মিংশ্চ। স প্রকাশদ্বয়েন স্থানদ্বয়ে বিরাজত ইত্যবসেয়ম্। অজিতস্য-চাক্ষুষমন্বন্তরাবতারস্য। বামনস্য বৈবস্বতমন্বন্তরাবতারস্য॥১২৬॥

অস্য ত্রিবিক্রস্য। ত্রিবিক্রমস্য স্থানত্রয়ং সাধয়িতুং শ্রীহরিবংশসম্মতিং দর্শয়ন্নাহ ব্রহ্মেতি। ন্যুষ্যতেঽস্মিন্নিবাসো—লোকঃ। ইদং মদীয়ং ভুবনং স্বর্গাভিধমিত্যর্থঃ। উপর্য্যুপরি ঊর্দ্ধতোঽপ্যূর্দ্ধো। ভগবন্ হে নারদ॥১২৭॥

সনকাদি মহর্ষিগণের প্রতি শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশকারী। ইঁহার কণ্ঠদেশে বনমালা সুশোভিত এবং ইনি মস্তকে নিত্যই রত্নপরম্পরায় উজ্জ্বলীকৃত বিচিত্র ফণাবলী ধারণ করিয়াছেন। ইনি লাঙ্গল, মুষল ও খড়্গধারী ও নীলাম্বরে বিভূষিত॥১২৫॥

মন্বন্তরাবতারে হরি আদি যে বিশিষ্ট অবতার চতুষ্টয় তাঁহাদের বসতি স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন-হরি নামক তামসমন্বন্তর অবতারের স্থান ব্রহ্মলোকের উপরিভাগে ও চিত্রকূট পর্ব্বতে। আর রৈবত

সর্ব্বেষামবতারাণাং পরব্যোম্নি চকাসতি। নিবাসাঃ পরমাশ্চর্য্যা ইতি শাস্ত্রে নিরূপ্যতে॥

তথাহি পাদ্মে—

"বৈকুণ্ঠভুবনে নিত্যে নিবসন্তি মহোজ্জ্বলাঃ অবতারাঃ সদা তত্র মৎস্য-কূর্ম্মাদয়োঽখিলাঃ ॥১২৮॥

॥ ইতি অবতারস্তৎস্থাননিরূপণম্ ॥

অথ কৃষ্ণো নরাভ্রাতুরবতার ইতি ক্বচিৎ। উপেন্দ্রস্যেতি চ ক্বাপি ভাত্যসৌ নাতিকোবিদাম্ ১২৯

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথ পরব্যোম্নি সর্ব্বেষাম্ অবতারাণাং ধামানি সন্তীতি জ্ঞাপয়িতুমাহ, সর্ব্বেষামিতি ॥ তত্র প্রমাণং, বৈকুণ্ঠেতি—স্ফুটার্থঃ ॥১২৮॥

এতাবতা প্রঘট্টকেন কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বং, শ্রীশাদীনাং তদ্বিলাসাদিত্বঞ্চ উক্তং তদসহিষ্ণোঃ বিষ্বক্-সেনানুযায়িনঃ বাক্যম্ অনুবদন্ নিরস্যতি, অথেতি। নরভ্রাতুঃ—বদরীপতেঃ, উপেন্দ্রস্য—বামনস্য, অবতারঃ, অসৌ—কৃষ্ণঃ, নাতিকোবিদাম্—অবিচারিতশাস্ত্রানাম্ আপাতার্থগ্রাহিণাং, ভাতি—তত্তদবতার-তয়া প্রতীতো ভবতি ; সুকোবিদাস্তু স্বয়ংরূপতয়া নিশ্চিতোঽসাবিত্যর্থঃ ॥১২৯॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

পরব্যোম্নি মহাবৈকুণ্ঠে চকাসতি শোভন্তে। নিত্য ইতি। ব্রহ্মাণ্ডস্থবৈকুণ্ঠস্য নিবাসঃ ॥১২৮॥

॥ ইতি অবতারাস্তেষাং স্থানানি চ নিরূপিতাঃ।

মন্বন্তরাবতার মহাত্মা বিকুণ্ঠানন্দনের বসতি স্থান স্বর্গলোকে বিরাজিত এবং নিজে যে বৈকুণ্ঠধাম ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই বৈকুণ্ঠলোকও তাঁহার বসতি স্থান। অপর চাক্ষুষমন্বন্তর অবতার অজিতের বসতিস্থান ধ্রুবলোকে, বৈবস্বতমন্বন্তরাবতার মহাত্মা বামনদেবের বসতিস্থান ভুবর্লোকে ॥২২৬॥

ত্রিবিক্রম অর্থাৎ শ্রীবামনদেবের বাসস্থান নিরূপণ করিতেছেন—ত্রিবিক্রম শ্রীবামনদেবের আরও তিনটি বাসস্থান রহিয়াছে-তন্মধ্যে তপোলোকে একটি ও ব্রহ্মলোকস্থিত দিব্যনারায়ণ আশ্রম। অপর ব্রহ্মলোকের উপরিভাগে যে বৈকুণ্ঠলোক তাহা স্বয়ং ইনি আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীহরিবংশে দেবরাজ ইন্দ্র নারদকে এই লোকের কথা বলিয়াছেন যথা—হে ভগবন্ নারদ! ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু পাদ-প্রহারে আমার এই স্বর্গলোককে ভগ্ন করিয়া স্বর্গের উপরিতন তপোলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত লোক সকলে দিব্যধাম সমূহ আবিষ্কার করিয়াছেন ॥১২৭॥

অনন্তর পরব্যোম মহাবৈকুণ্ঠে যে নিখিল অবতার বৃন্দের ধাম সমূহ নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন তাহা জানাইবার জন্য বলিতেছেন—সকল অবতারেরই পরমাশ্চর্য্য বসতি সমূহ পরব্যোমধামে নিত্যই শোভা পাইতেছেন। পদ্মপুরাণেও এইরূপ বলিয়াছেন—সনাতন বৈকুণ্ঠধামে মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি পরমোজ্জ্বল শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি নিখিল অবতার বৃন্দ সদা বিরাজ করিতেছেন ॥১২৮॥

ইতি অবতার ও অবতার গণের স্থান নিরূপণ ॥

যথা স্কান্দে—

"ধর্ম্মপুত্রৌ হরেরংশৌ নর-নারায়ণাভিধৌ। চন্দ্রবংশমনু প্রাপ্য জাতৌ কৃষ্ণার্জ্জুনাবুভৌ"॥

শ্রীচতুর্থে চ (ভা° ৪।১।৪৯)—

"তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ। ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ"॥

এতদুপোদ্বলকং শ্রীদশমে (ভা° ১০।৬৯।১৬)—

'সংপূজ্য দেব ঋষিবর্য্যমৃষিঃ পুরাণো নারায়ণো নরসখো বিধিনোদিতেন।
বাণ্যাভিভাষ্য মিতয়ামৃতমিষ্টয়া তং প্রাহ প্রভো ভগবতে করবাম হে কিম্॥ ইতি ॥১৩০॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

তদনুযায়িনো ভ্রামকাণি বাক্যান্যাহ, ধর্ম্মেতি। পূর্ব্বপক্ষার্থঃ স্ফুটঃ। বস্তুতস্তু কৃষ্ণার্জ্জুনৌ কর্ত্তারৌ, ধর্ম্মপুত্রৌ নর-নারায়ণৌ কর্ম্মণী. প্রাপ্য—আত্মসাৎকৃত্য, চন্দ্রবংশম্ অনু জাতাবিতি। স্বয়ং-ভগবত্যবতীর্ণে তৎস্বাংশাঃ তস্মিন্ প্রবিশন্তীতি নির্ণয়াৎ॥ তাবিতি। হরেঃ—ক্ষীরাব্ধিপতেঃ, অংশৌ নর-নারায়ণৌ, ইহ—ভূর্লোকে, আগতৌ, তস্য ভারব্যয়ায়, কৃষ্ণৌ—বাসুদেবার্জ্জুনৌ, অভূতামিতি পূর্ব্ব-পক্ষেঽর্থঃ। বস্তুতস্তু তৌ হরেরংশৌ নরনারায়ণৌ কর্ত্তারৌ, ইহ—দ্বাপরান্তে, কৃষ্ণৌ, আগতৌ—প্রবিষ্টৌ; বাসুদেবে নারায়ণঃ, অর্জ্জুনে তু নরঃ প্রাবিশদিত্যর্থঃ॥ এতদিতি। উপোদ্বলকং—পোষকম্। সংপূজ্যেতি। পূর্ব্বপক্ষার্থঃ স্ফুটঃ। বস্তুতস্তু, সর্ব্বতত্ত্বাশ্রয়ত্বাৎ নারায়ণঃ, কল্পাদৌ ব্রহ্মণোঽপি উপদেষ্টৃত্বাৎ পুরাণ ঋষিঃ, নরৈঃ সার্দ্ধং বিহারিত্বাৎ নরসখঃ, শ্রীকৃষ্ণঃ, দেবঃ—ক্ষত্রলীলত্বাৎ, ঋষিবর্য্যং— নারদম্, উদিতেন বিধিনা সংপূজ্যেতি। অন্যৎ প্রকটার্থম্॥১৩০॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অথৌপোদ্ঘাতিকং নিরূপ্য স্বয়ংরূপোপরি কেষাঞ্চিৎ কুচোদ্যং খণ্ডয়িতুং প্রক্রমতে অথেতি। নরভ্রাতুঃ শ্রীনারায়ণস্য। অসৌ অবতারঃ। অতিকোবিদাঃ অতিপণ্ডিতানাং ন ভাতি কিন্তল্পমেধসাং তত্তৎপুরাণতাৎপর্য্যমবিদুষামিত্যর্থঃ॥১২৯॥

তান্ পূর্ব্বপক্ষাননূদ্য দূষয়িতুং পরিপাটীমাহ স্কান্দ ইতি। হরেরনিরুদ্ধস্য অংশৌ নরনারায়ণৌ উভৌ চন্দ্রবংশমনুপ্রাপ্য কৃষ্ণার্জ্জুনৌ সন্তৌ জাতাবিতি পূর্ব্বপক্ষদলম্। সিদ্ধান্তদলন্তু—; হরেরংশাবপি ধর্ম্মপুত্রৌ কর্ত্তারৌ চন্দ্রবংশমনুলক্ষীকৃত্য কৃষ্ণার্জ্জুনৌ প্রাপ্য প্রবিশ্য জাতৌ প্রাদুর্ভূতৌ। যদুক্তং পুরাণান্তরে—"অর্জ্জুনেতু নরাবেশঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়মিতি"। অত্র নরস্যাবেশ ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। যদ্বা যৌ ধর্ম্মপুত্রৌ হরেরনিরুদ্ধাজ্জাতৌ তৌ প্রাপ্য আত্মসাৎকৃত্য উভৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ কর্ত্তারৌ চন্দ্রবংশমনুলক্ষীকৃত্য জাতাবিত্যর্থঃ। কাকাক্ষিন্যায়াজ্জাতাবিত্যস্য দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। যদ্বা যৌ—কৃষ্ণার্জ্জুনৌ ধর্ম্মপুত্রৌ তাবেব চন্দ্রবংশমনুপ্রাপ্য জাতৌ। অত্রোভাবিতিপদস্য কৃষ্ণার্জ্জুনৌবিত্যনেনান্বয়াৎ তয়োরেবানুবাদত্বং নতু "অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েদিতি বিধেয়দিশাত্বমবসেয়ম্। তাবিতি। তৌ ইমৌ নরনারায়ণৌ ভুবো

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ভারনাশার্থং কৃষ্ণৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ সন্তৌ আগতাবিতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু তৌ চাংশরূপৌ কর্ত্তৃভূতৌ, কৃষ্ণৌ কর্ম্মভূতৌ আগতৌ আগতবন্তৌ প্রবিষ্টবন্তাবিত্যর্থঃ। ননু কিমর্থং তৌ তয়োঃ প্রবিষ্টাবিত্যত আহ; ভুবো ভারব্যয়ায়। চকারাৎ ধর্ম্মসংস্থাপনায়েত্যর্থঃ। কৃষ্ণয়োস্তু ন্যকার্য্যায়াবতারত্বমিতিপশ্চাদ্ব্যক্তীভবিষ্যতীতি। এতদুপোদ্বলকং এতৎপোষকম্॥ নরসখো নরস্যভ্রাতা নারায়ণঋষিঃ দেবর্ষিবর্য্যং শ্রীনারদং পুজয়ামাসেতি বিরোধঃ; তদাকারত্বেন শ্রীনারদগুরুত্বাৎ তদবতারত্বাভিপ্রায়েণ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যনেনবিরোধাচ্চ। তস্মাদ্বিরুদ্ধমতিকৃদ্দোষ বারণায়ৈবং ব্যাখ্যেয়ম্—দেবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ উদিতেন ক্ষত্রিয়জাত্যুক্তেন বিধিনা তং ঋষিবর্য্যং শ্রীনারদং সংপূজ্য হে প্রভোঽস্মাকং ক্ষত্রিয়াণাং কুলগুরো, ভগবতে ভগবন্তং ত্বাং তোষয়িতুং কিং করবাম ইতি অমৃতমিষ্টয়া মিতয়া নীচৈরুচ্চার্য্যমাণয়া বাণ্যাভিভাষ্য প্রাহেত্যন্বয়ঃ। ভগবত ইতি "তুমর্গর্ভাৎ কর্ম্মণ ইতি চতুর্থী। যদ্বা বাণ্যা—ভগবন্নারদ আগচ্ছেত্যাদিরূপয়া অভিভাষ্য উদিতেন বিধিনা সংপূজ্য চ আহ ভগবতে ভগবদর্থং কিং করবাম তদ্বদস্বেতি ফলিতার্থশেষঃ। ভবত ইতি বক্তব্যে ভগবত ইতি গৌরবাৎ; চতুর্থী চ তাদর্থ্যে দেবঃ কীদৃশঃ নারায়ণঃ নরাঃ এব নারাঃ পুরুষাঃ তেষামাশ্রয়ঃ "দৃষ্টঃ কশ্চিন্নরঃ পুরুষ ইতি শ্রীজীবগোস্বামিচরণৈর্ব্যাখ্যানাৎ। ননু তর্হি বাসুদেবঃ, তস্য তাবত্রয়াণাং প্রধানেশ্বরাদীনাং পুরুষাণামাশ্রয়ত্বাদিত্যত আহ পুরাণ ইতি। তর্হি মহানারায়ণ এবাসাবিত্যত আহ নরসখ ইতি। নরস্যার্জ্জুনাদেঃ সখা স তাবদেবং ন ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা নরো নারায়ণস্য ভ্রাতাঽস্মিন্নস্তীতি নরোঽর্জ্জুন-স্তস্য সখা সহচরঃ। তর্হি কথমংশাংশভক্তস্য নারদস্য এবং গৌরবমকরোদিত্যত আহ,—ঋষিঃ তত্তদ্ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ইত্যর্থঃ॥১৩০॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের বদরীশনারায়ণাবতারত্ব ও উপেন্দ্রাবতারত্ব খণ্ডন।

শাস্ত্রার্থ অনভিজ্ঞ কতিপয় ব্যক্তি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের উপরে যে সকল কুতর্কের অবতারণা করিয়া থাকেন অধুনা প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার সেই মতের খণ্ডনাভিপ্রায়ে বলিতেছেন—এই পর্য্যন্ত দৃষ্টান্ত ও উদা-হরণাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব প্রতিপন্ন হইল এবং শ্রীলক্ষ্মীপতি নারায়ণাদি অবতার বৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, স্বাংশ ও কলাদিরূপে প্রতিপাদিত হইল। কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে শাস্ত্রার্থ অনভিজ্ঞ বিষ্বক্সেনের মতাবলম্বি কতিপয় ব্যক্তি তাহা সহন করিতে পারেন না, সুতরাং শ্রীগ্রন্থকার তাঁদের বাক্যকে প্রথমে উল্লেখ করতঃ খণ্ডন করিতেছেন—যাঁহারা শাস্ত্রের যথার্থ সিদ্ধান্ত সম্যক্ বিচার না করিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান অর্থ গ্রহণ করেন, সেই সকল শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অনভিজ্ঞ পণ্ডিতমানী ব্যক্তিদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ হইয়াও শাস্ত্রের কোন স্থানে শ্রীবদরীনারায়ণের ও কোন স্থানে উপেন্দ্রের অবতাররূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। অর্থাৎ উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ, ও উপপত্তি এই ষড়বিধ লিঙ্গ ও অন্যান্য ন্যায়াদি দ্বারা যাঁহারা শাস্ত্রার্থের সম্যক বিচার করিতে অক্ষম, সেই সকল অকোবিদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ তত্তদবতার বলিয়া আপাততঃ প্রতীতি হইলেও, যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শাস্ত্রার্থের

উপেন্দ্রাবতারত্বঞ্চ যথা হরিবংশে শক্রবচনে (হ° বং° ১২৭।৩৪)—

"ঐন্দ্রং বৈষ্ণবমস্যৈব মুনে ! ভাগমহং দদৌ। যবীয়াংসমহং প্রেম্ণা কৃষ্ণং পশ্যামি নারদ !॥"
তদেতদুভয়ত্বং ন ভবেৎ কৃষ্ণে বিরোধতঃ। অংশত্বং হি তয়োরুক্তং পরাবস্থত্বমস্য তু ॥১৩১॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

এবং বদরীপত্যবতারত্বং কৃষ্ণস্যোক্ত্বা উপেন্দ্রাবতারত্বমাহ, ঐন্দ্রমিতি—পারিজাতপ্রসঙ্গে শক্রবাক্যম্। মুনে ! হে নারদ ! বৈষ্ণবং ভাগম্ অহম্ অস্যৈব, দদৌ ইতি—উত্তমণলিরূপম্। ভাগং বিশিনষ্টি, ঐন্দ্রম্—ইন্দ্রেণ ময়া রচিতম্। যো যজ্ঞভাগো ময়া বিষ্ণোঃ পূর্ব্বং কল্পিতঃ, সঃ অস্য—কৃষ্ণস্যৈব বামনস্য সতো ময়া দত্তঃ, ইতি মহদানুকূল্যং মহৎকৃতমভূৎ। অথ প্রতিকুলধিয়মপি তমহং ন দ্বেষ্মি, যবীয়াংসম্—উপেন্দ্রং, কৃষ্ণং প্রেম্ণা পশ্যামি, জ্যেষ্ঠস্য কনিষ্ঠে প্রেমদৃষ্টিরেব যুক্তেতি। পারিজাতস্য দেবতরুত্বাদ্ভূর্লোকে তস্য প্রদানং ন যুক্তমিতি ভাবঃ। অস্য অগ্রহণাদ্বস্ত্বর্থো নোক্তঃ। ইদং স্থূলধিয়াং মতং নিরাকরোতি, তদেতদিতি। উভয়ত্বং—বদরীশাবতারত্বম্, উপেন্দ্রাবতারত্বঞ্চ। কুতো ন ভবেৎ? তত্রাহ, অংশত্বং হীতি। তয়োঃ—বদরীশোপেন্দ্রয়োঃ। অস্য—কৃষ্ণস্য ॥১৩১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কারবিরচিতা-রসিকরঙ্গদা

যবীয়াংসং কনীয়াংসম্ উভয়ত্বং নারায়ণোপেন্দ্রত্বং। তয়োর্নারায়ণোপেন্দ্রয়োঃ অস্য কৃষ্ণস্য ॥১৩১॥

সম্যক্ বিচার করিতে সমর্থ, সেই সকল সুকোবিদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ বলিয়াই নিশ্চিত হইয়া থাকেন। যেহেতু জন্মগুহ্যাধ্যায়ে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" অর্থাৎ মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতারাবলী কেহ বা গর্ভোদশায়ির অংশ কেহ বা কলা, কিন্তু বিংশতিতম অবতারে যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়াছি, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এবং পুরুষাদি অবতারের অংশী। ইহার সহিত সকল শাস্ত্রের একবাক্যতা করিয়া বিরুদ্ধরূপের প্রতীয়মান অন্যান্য বচনাবলীর অর্থান্তর করিয়া বিরোধ পরিহার করিতে হইবে। অন্যথা শাস্ত্রবিগীত বচন হইয়া উঠেন ॥১২৯॥

প্রথমে শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা কুতর্কবাদীর ভ্রমমূলক বাক্যকে উত্থাপন করিতেছেন যথা—স্কন্দপুরাণে শ্রীহরির যে অংশদ্বয় নর ও নারায়ণ নামে অভিহিত হইয়া ধর্ম্মপুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই চন্দ্রবংশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ইহা কিন্তু পূর্ব্বপক্ষ দিগের অর্থ। সিদ্ধান্ত অর্থ এই যে শ্রীহরির অংশমূর্ত্তি ধর্ম্মপুত্র নর নারায়ণ চন্দ্রবংশে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অথবা নরনারায়ণ নামক ধর্ম্মের যে পুত্রদ্বয় পূর্ব্বে অনিরুদ্ধ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অবতারকালে সেই ধর্ম্মপুত্র নরনারায়ণকে আপনাতে প্রবেশ করাইয়া বা আত্মসাৎ করিয়া চন্দ্রবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলে স্বাংশ ও অবতারগণ তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন, শাস্ত্রে ও ইহাই নির্ণীত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে যথা—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে শ্রীহরির অংশভূত নর ও নারায়ণ পৃথিবীতে

নরভ্রাতুরিহাংশত্বম্ এতে চাংশেতি বক্ষ্যতে। উপেন্দ্রস্য তথাত্বঞ্চ হরিবংশেঽপি দৃশ্যতে ॥
তথাহি দেবর্ষিবচনম্ (হং বং ১২৮।২১— ২৩)—
"অদিত্যা তপসা বিষ্ণুর্মহাত্মারাধিতঃ পুরা। বরেণচ্ছন্দিতা তেন পরিতুষ্টেন চাদিতিঃ।
তয়োক্তস্ত্বাদৃশং পুত্রমিচ্ছামীতি সুরোত্তম!॥ তেনোক্তং ভুবনে নাস্তি মৎসমঃ পুরুষোঽপরঃ।
অংশেন তু ভবিষ্যামি পুত্রঃ খল্বহমেব তে ॥ অথ কৃষ্ণে পরাবস্থভাবোঽগ্রে বক্ষ্যতে স্ফুটম্।
পরাবস্থশ্চ সম্পূর্ণাবস্থঃ শাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিতঃ॥ তস্মাদংশত্বমেবাস্য বিরুদ্ধং স্ফুটমীক্ষ্যতে ॥১৩২॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

তয়োরংশত্বমাহ, নরেত্যাদিনা। তথাত্বম্—অংশত্বম্॥ অদিত্যেতি তৎপ্রসঙ্গে। সুরোত্তম! হে শক্র!। এতেনৈব তন্নিরস্তম্, এতস্য বিজ্ঞবাক্যত্বেন ততো বলিষ্ঠত্বাৎ॥ ননু অংশাংশঃ কৃষ্ণোঽস্ত্বিতি চেৎ? তত্রাহ, অথেতি। তস্মাৎ পরাবস্থত্বাৎ এব, অস্য-কৃষ্ণস্য, তত্তু ভয়াংশত্বং, বিরুদ্ধম্-অসঙ্গতমিত্যর্থ ॥১৩২॥

আগমন পূর্ব্বক ভূভারহরণার্থ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাও কিন্তু পূর্ব্বপক্ষগণের সম্মত অর্থ। সিদ্ধান্ত অর্থ এইযে—ভগবান্ শ্রীহরির অংশমূর্ত্তি নর ও নারায়ণ দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিক্ষণে বাসুদেবে নারায়ণ এবং অর্জ্জুনে নর প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই মতের পোষক শ্রীদশমস্কন্ধের পদ্য যথা—নরভ্রাতা পুরাণ পুরুষ নারায়ণ ঋষি শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে দেবর্ষি বর্য্য নারদকে পূজা করিয়া অমৃততুল্য মধুর বাক্য দ্বারা সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, হে প্রভো! আমি আপনার সন্তোষ জনক কি কার্য্য করিব। এই শ্লোকের পূর্ব্ব পক্ষদিগের মতে এইরূপ অর্থ হয়, কিন্তু এইশ্লোকের যে বাস্তবার্থ তাহা বলিতেছেন- পুরাণ ঋষি অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রতি সৃষ্টির প্রথমে যিনি বেদের উপদেষ্টা, অর্জ্জুনের সহচর, সর্ব্বতত্ত্বাশ্রয় পরম পুরুষ নারায়ণ ক্ষত্রিয় লীলা পরায়ণ দেব শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষিবর্য্য শ্রীনারদকে ক্ষত্রিয় জাতি উচিত বিধি অনুসারে পূজা পূর্ব্বক হে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ! আপনার সন্তোষার্থ কি করিব, এই প্রকার অমৃত মধুর পরিমিত বাক্যদ্বারা অভিভাষণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন ॥১৩০॥

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে বদরীনারায়ণের অবতার নির্ণয় করিয়া উপেন্দ্রাবতারত্ব বিষয়ে হরিবংশে পারিজাত প্রসঙ্গে ইন্দ্রের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—হে মুনে! আমি পূর্ব্বে যে যজ্ঞভাগ শ্রীবিষ্ণুকে প্রদান করিতাম, সম্প্রতি সেই যজ্ঞভাগ বামনাবতার এই কৃষ্ণকেই দান করিয়াছি। হে নারদ! আমি কৃষ্ণকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বামন বলিয়া মনে করি। আমি তাঁহার প্রভূত অনুকুলই করিয়াছি। কিন্তু তিনি আমার প্রতিকুল হইলেও তথাপি তাঁহাকে অপ্রীতি করি না। কেন না জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কনিষ্ঠের প্রতি প্রীতিময় ব্যবহার করাই যুক্তি সঙ্গত। সুতরাং স্বর্গরাজ্যের শোভাস্পদ পারিজাত দেববৃক্ষ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মর্ত্ত্যলোকে প্রদানকরা উচিত হয় নাই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অনভিজ্ঞ ইন্দ্রমাৎসর্য্যবশতঃ এই বাক্য বলায় ইহাতে বাস্তবার্থ প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং বিপক্ষগণ শ্রীকৃষ্ণকে যে বদরীনারায়ণের ও বামনদেব উপেন্দ্রের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্র বিরুদ্ধ। যেহেতু শাস্ত্রে বদরীনারায়ণ ও উপেন্দ্রকে অংশরূপে এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরাবস্থরূপে অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানরূপে নির্ণয় করিয়াছেন ॥১৩১॥

অর্থগত্যন্তরং তেষাং বচনানাঞ্চ দৃশ্যতে ॥

তত্র ধর্ম্মপুত্রাবিত্যাদৌ কারিকা ।—

নরনারায়ণৌ প্রাপ্যেত্যাত্মসাৎকৃত্য তৌ স্বয়ম্ । কৃষ্ণার্জ্জুনৌ চন্দ্রবংশমনু প্রকটতাং গতৌ ॥

তাবিমাবিত্যাদৌ কারিকা ।—

কর্ত্তারৌ তৌ হরেরংশৌ নর-নারায়ণাবিহ । দ্বাপরান্তে কর্ম্মভূতৌ আয়াতৌ কৃষ্ণফাল্গুনৌ ॥

সংপূজ্যেত্যাদৌ কারিকা ।—

সর্ব্বাদাবুপদেষ্টৃত্বাদৃষঃ পুরাণর্ষিরুচ্যতে । নারাণাং পুরুষাণাং যস্ত্রয়াণামাশ্রয়ঃ স তু ॥

নরেষু মর্ত্ত্যলোকেষু সহচারী ভবন্ স্বয়ম্ । তদ্ধর্ম্মমনুকৃত্যাত্র পূজয়ামাস তং মুনিম্ ॥

নারায়ণাখ্যেনাংশেন কৃষ্ণো যদ্যপি তদ্গুরুঃ । নারদং পূজয়ামাস তথাপি ক্ষত্রলীলয়া ॥

ঐন্দ্রমিত্যাদৌ কারিকা ।—

ইন্দ্রস্তু নাতিকৌবিদ্যান্মৎসরাচ্চোক্তবানিদম্ । তস্মাৎ কৃষ্ণস্য নো তত্তদ্রূপত্বং ঘটতে ক্বচিৎ ১৩৩

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথ কৃষ্ণপরাবস্থত্বে বহুবাক্যসত্বেন ধর্ম্মপুত্রাবিত্যাদীনাং প্রাতীতিকার্থবাধাৎ, তেষাং তৎপরাবস্থানুযায়িনীর্গতীদর্শয়তি, ধর্ম্মপুত্রাবিত্যাদৌ কারিকেত্যাদিভিঃ ॥ প্রাপ্যেতি—অস্য আত্মসাৎকৃত্য ইতি ব্যাখ্যানং, তৌ আত্মতাং প্রাপয্যেত্যর্থঃ । অস্থানপদত্বদোষস্য পুরাণে অসত্বাৎ, এবং ব্যাখ্যানং নাসঙ্গতম্। কর্ত্তারাবিতি—বিবৃতং প্রাক্ ॥ সর্ব্বাদাবিতি—গোপালোপনিষদি কল্পাদৌ বিরিঞ্চিং কৃষ্ণ উপাদিশৎ, ইতি পুরাণর্ষিত্বম্ । নরশব্দস্য পুরুষপর্য্যায়ত্বাৎ, নরাণাং ত্রয়াণাং পুরুষাণাং সমূহো নারং তদাশ্রয়ত্বং কৃষ্ণস্য ব্রহ্মসংহিতায়ামুক্তম্, অতস্তস্য নারায়ণত্বং ; নরৈঃ মনুষ্যৈঃ সহ বিহারাৎ নরসখত্বং, নরধর্ম্মানুকারাৎ নারদপূজকত্বম্ । নারায়ণাখ্যেন—বদরীশরূপেণ, তদ্গুরুঃ—নারদস্যোপদেষ্টা ॥ ইন্দ্রস্ত্বিতি । নন্থ

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নরভ্রাতুর্নারায়ণস্য অংশত্বং উপেন্দ্রস্য তথাত্বং—অংশত্বং ; এতে "চাংশেতি বক্ষ্যতে হরিবংশেঽপি চ ॥ অদিত্যা কর্ত্র্যা । মহাত্মা পরমাত্মেত্যর্থঃ । "অনিরুদ্ধো হি লোকেষু মহানাত্মেতি কথ্যতে" ইত্যত্র মহানাত্মা পরমাত্মেতি তট্টীকোক্তেঃ । তেন বিষ্ণুনা কর্ত্রা, বরেণ হেতুনা, ছন্দিতা প্রলোভিতা, তয়া অদিত্যা, তেন বিষ্ণুনা মৎসমোঽন্যো ভুবনে ব্রহ্মাণ্ডে নাস্তীত্যুক্তং তর্হ্যহং ক ইতি চেদাহ ; অপরঃ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী দ্বিতীয়পুরুষ ইত্যর্থঃ ; তস্মাদবতারাণাং প্রাদুর্ভাবাৎ । যদুক্তং শ্রীপ্রথমে "এতন্নানাবতারাণাং বিধানং বীজমব্যয়মি"তি । এতেন শ্রীকৃষ্ণস্য বিলাসাংশাংশস্য দ্বিতীয়পুরুষস্যাংশতোপেন্দ্রস্যায়াতা কুতস্তাবদভিন্নতেতিপ্রঘট্টকার্থঃ ॥ নন্থ তর্হি শ্রীকৃষ্ণঃ কিমবস্থ ইত্যাহ অথেতি । সংপূর্ণাবস্থঃ নতু প্রাভববৈভবাবস্থাবিব পরাপেক্ষ্য ইত্যর্থঃ । শাস্ত্রে—পাদ্মাদৌ ॥ তস্মাৎ—পরাবস্থত্বেন কীর্ত্তনাৎ । অস্য—শ্রীকৃষ্ণস্য ॥১৩২॥

অথ পরাবস্থাঃ । যথা পাদ্মে—

"নৃসিংহরামকৃষ্ণেষু ষাড়্গুণ্যং পরিপূরিতম্ । পরাবস্থাস্তু তে তস্য দীপাদুৎপন্নদীপবৎ ॥১৩৪॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

কেনোপনিষদি ইন্দ্রাগ্নিবায়ূনাং ব্রহ্মবিত্বদর্শনাৎ কথমিন্দ্রস্য নাতিকোবিদত্বম্ ? উচ্যতে ; লীলার্থং তজ্‌-জ্ঞানাচ্ছাদনাৎ তত্ত্বমিতি ; মৎসরাৎ—কৃষ্ণোৎকর্ষাসহনাৎ । তত্তদ্রূপত্বং-বদরীশোপেন্দ্রাংশত্বমিত্যর্থঃ ॥১৩৩॥

কৃষ্ণস্য পরাবস্থত্বাৎ বদরীশাদ্যংশত্বোক্তির্বিরুদ্ধেত্যুক্তং, তদবস্থত্বং বক্তুম্, অথেতি। তত্ত্বঞ্চ কৃষ্ণে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণত্বম্ ॥ নৃসিংহেতি—যথোত্তরং পরিপূর্ত্তিরিহ ব্যজ্যতে। তস্য—ষাড়্গুণ্যস্য ; ইতি প্রাতীতিকমিদং বোধ্যম্ ॥১৩৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তত্র—তেষু পদ্যেষু মধ্যে ॥ নরেতি ; পুরাণেঽস্থানপদতাদোষবিরহাত্তথা ব্যখ্যা সমঞ্জসা ॥ আয়াতৌ—সম্যক্‌প্রাপ্তৌ প্রবিষ্টাবিতি যাবৎ । অংশিনোরংশয়োঃ প্রবেশত্বেন যোগ্যত্বাৎ ॥ পুরাণর্ষিরিতি ; পুরাণশ্চাসাবৃষিজ্ঞানোপদেষ্টাচেতি বিগ্রহঃ। ঋগতাবিত্যস্য জ্ঞানার্থত্বেন প্রত্যায়কত্বাৎ। নারাণামিতি, "দৃষ্টঃ কশ্চিন্নরঃ স্বপ্ন ইত্যত্র নরপদস্য পুরুষত্বেন ব্যাখ্যানাৎ । ত্রয়াণাং প্রকৃতিব্রহ্মাণ্ডভূতান্তর্যামিণাম্ ॥ তদ্ধর্ম্মং—তেষাং মর্ত্যলোকানাং ধর্ম্মম্ । অত্র ক্বচিৎ পুস্তকে "নারায়ণাখ্যেনাংশেন কৃষ্ণো যদ্যপি তদ্‌গুরুঃ। নারদং পূজয়ামাস তথাপি ক্ষত্রলীলয়ে"ত্যেকা কারিকাস্তে ॥ অতিকৌবিদ্যান্নোক্তবান্। নন্বহরহস্তস্য কোবিদসঙ্গঃ কথমেতদিত্যাহ মৎসরাৎ ক্রোধাৎ। যদ্বা নাতিকৌবিদ্যাদত্যন্তপাণ্ডিত্যাভাবাৎ। কশ্চিত্তু অতিক্রান্তং কৌবিদ্যং যেন তস্মান্মৎসরান্নোক্তবানপিতূক্তবানেত্যোহ তন্ন ; চকারস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ সিদ্ধান্তে নঞস্তাদৃগর্থাভাবাচ্চ। তত্তদ্রূপত্বং উপেন্দ্রাংশত্বম্ ॥১৩৩॥

ষাড়্গুণ্যং ঐশ্বর্য্যাদিষড়ৈশ্বর্য্যং, তস্য ষাড়্গুণ্যস্য। তে নৃসিংহ-রামকৃষ্ণাঃ। পরা পরমা অবস্থা অবস্থিতির্যেষু সংপূর্ণাবস্থা ইত্যর্থঃ। অত্রায়ং বিবেকঃ ; যদ্যপি শ্রীনৃসিংহ-রাময়োঃ পরব্যোম্নি তাদৃশবিগ্রহৌ স্ত স্তদবতারৌ তাবেব তথাপ্যবতারসময়ে পুরুষং নিমিত্তীকৃত্য প্রাদুর্ভূবতুরতোঽবতারমধ্যে তস্য তৌ গণিতৌ, শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীকৃষ্ণাবতারত্বেঽপি স্বয়ংরূপত্বং নিরূপিতমতএব "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি" পরিভাষাসূত্রমপি কৃতম্ ॥১৩৪॥

শ্রীবদরীনারায়ণ ও শ্রীউপেন্দ্র এই অবতারদ্বয়কে শ্রীকৃষ্ণের অংশত্বরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন-এই গ্রন্থে "এতে চাংশকলা ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকদ্বারা বদরীপতি শ্রীনারায়ণকে অংশাবতাররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হরিবংশেও উপেন্দ্র ভগবান্‌কেও স্পষ্টই অংশাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হরিবংশে নারদের উক্তি যথা পূর্ব্বকালে অদিতি তপস্যা দ্বারা পরমাত্মা বিষ্ণুকে আরাধনা করেন, ভগবান্ অদিতির আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদানে উদ্যত হইলেন। হে ইন্দ্র ! তখন অদিতি বলিলেন-আমি তোমার সদৃশ পুত্র ইচ্ছা করি। তখন শ্রীবিষ্ণু বলিলেন—ত্রিভুবনে আমার সমান অপর কোন

তত্র শ্রীনৃসিংহঃ।—

"প্রহ্লাদ-হৃদয়াহ্লাদং ভক্তাবিদ্যাবিদারণম্। শরদিন্দুরুচিং বন্দে পারীন্দ্রবদনং হরিম্ ॥"

"বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি। যস্যান্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে ॥"

(ভাং ১।১।১, ১০।৮৭।১ স্বা টীং)

"গম্ভীরগর্জ্জিতারম্ভ-স্তম্ভিতাম্ভোজসম্ভবঃ। সংরম্ভঃ স্তম্ভপুত্রস্য মুনিনোজ্জৃম্ভিতো নৃপে ॥"১৩৫॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ত্রয়াণাং পৃথক্ তথাত্বং দর্শয়তি। তত্র শ্রীনৃসিংহস্যাহ, প্রহ্লাদেতি। পারীন্দ্র বদনং—সিংহাস্যম্ ॥ বাগীশা—সরস্বতী। সংবিৎ—সার্ব্বজ্ঞশক্তিঃ ॥ গম্ভীরেতি স্তম্ভপুত্রস্য—শ্রীনৃসিংহস্য, সংরম্ভঃ—ক্রোধঃ, মুনিনা—নারদেন, নৃপে—যুধিষ্ঠিরে, উজ্জৃম্ভিতঃ—তং প্রতি বর্ণিত ইত্যর্থঃ। এতে ত্রয়ঃ শ্লোকাঃ শ্রীধরস্বামিনাং বোধ্যাঃ ॥১৩৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

পারীন্দ্রঃ—সিংহঃ ॥ সম্বিৎ—চিৎশক্তিঃ ॥ স্তম্ভপুত্রস্য শ্রীনৃসিংহস্য মুনিনা শ্রীনারদেন নৃপে যুধিষ্ঠিরে। যদ্বা মুনিনা শ্রীশুকেন নৃপে শ্রীপরীক্ষিতি সংরম্ভ উজ্জৃম্ভিতঃ প্রকাশিতঃ। কীদৃশঃ গম্ভীরগর্জিতস্যারম্ভেণ স্তম্ভিতা অম্ভোজভবা লক্ষ্মীর্যেন। যদ্বা অম্ভোজসম্ভবো ব্রহ্মা ॥১৩৫॥

পুরুষ নাই, অতএব আমিই অংশরূপে তোমার পুত্র হইব। অতএব হরিবংশোক্ত শ্রীদেবর্ষির বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ উপেন্দ্রের অবতার ইহা নিরাকৃত হইল। যেহেতু দেবর্ষি পরম বিজ্ঞ। এইহেতু ইন্দ্রের বাক্য হইতে পরমবিজ্ঞ দেবর্ষিপাদের বাক্যই বলবান্। আর যদি বল শ্রীকৃষ্ণ অংশের অংশ হউক? ইহাও বলিতে পার না, কারণ শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থতা অগ্রে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইবে। পরাবস্থ শব্দে শাস্ত্র সম্পূর্ণাবস্থকে বর্ণনা করিয়াছেন, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পরাবস্থ অর্থাৎ সম্পূর্ণাবস্থাপন্ন সেই হেতু তাঁহাকে বদরীশ নারায়ণ ও উপেন্দ্রের অংশরূপে নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত অসঙ্গত ॥১৩২॥

অধুনা শ্লোকের বাস্তবার্থ ও শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব প্রতিপাদন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থবিষয়ে বহু প্রমাণ বিদ্যমান্ সত্ত্বেও বিপক্ষগণ যে সকল শাস্ত্রবচনের আপাততঃ প্রতীয়মান অর্থদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বদরীনারায়ণ অবতারত্ব ও উপেন্দ্রাবতারত্ব নির্দ্দেশ করেন, সম্প্রতি প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার সেই সকল আপাততঃ প্রতীয়মান অর্থের বাধা হওয়ায় সেই সকল শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থানুযায়িনী গতি প্রদর্শন করাইতেছেন তন্মধ্যে "ধর্ম্মপুত্রৌ হরেরংশৌ" ইত্যাদি শ্লোকের যথার্থ বোধিনী কারিকা যথা—সেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ধর্ম্মপুত্র নর ও নারায়ণকে পাইয়া আত্মসাৎ করিয়া অর্থাৎ আপনাতে প্রবেশ করাইয়া চন্দ্রবংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। "তাবিমৌ" ইত্যাদি শ্লোকের কারিকা যথা কর্ত্তৃভূত হরির অংশ নর ও নারায়ণ এই দ্বাপর যুগের শেষভাগে কর্ম্মভূত

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। "সংপূজ্য" ইত্যাদি শ্লোকের কারিকা যথা—গোপালোপনিষদে কথিত হইয়াছে যিনি ব্রাহ্মকল্পের আদিতে ব্রহ্মাকে বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পুরাণ ঋষি বলিয়া অভিহিত এবং নর শব্দে পুরুষের পর্য্যায় শব্দ হওয়ায় নার শব্দে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, ও অনিরুদ্ধ এই ত্রিবিধ পুরুষের আশ্রয় ইহা ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হওয়ায় যিনি নারায়ণ নামে কথিত হয়েন এবং অবতার কালে মনুষ্যলোকের সহিত বিহার করেন বলিয়া যিনি নরসখা নামে কথিত হয়েন। সেই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ হইয়াও মনুষ্যধর্ম্ম অনুকরণে শ্রীনারদ ঋষিকে পূজা করিয়াছিলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ বদরী-নারায়ণরূপ অংশমূর্ত্তিতে নারদেরও গুরু তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয় জাতিতে অবতীর্ণ হওয়ায় ক্ষাত্রধর্ম্মের অনুকরণ করিয়া শ্রীনারদের পূজা করিয়াছিলেন। "ঐন্দ্রং বৈভবম্" ইত্যাদি শ্লোকের কারিকা যথা—ইন্দ্র অজ্ঞতা ও মাৎসর্য্যের অনুবর্ত্তী হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। সুতরাং এতাদৃশ অজ্ঞতা ও মাৎসর্য্য পরিপূরিত বাক্য কখনও তত্ত্বনির্ণায়ক হইতে পারে না। যদিবল কেনোপনিষদে ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ুর ব্রহ্মবিত্ত্ব পরিদৃষ্ট হয়, সুতরাং ইন্দ্রকে অজ্ঞ বলিলেন কেন? তদুত্তরে—ইন্দ্র সত্যই ব্রহ্মবিৎ কিন্তু শ্রীভগবানের লীলার্থ তাঁহার সেই জ্ঞানাচ্ছাদিত থাকায় তাঁহাকে নাতিকোবিদ বলা হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কারণে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বাংশভূত বদরীনারায়ণ ও বামনদেবের অবতার এইরূপ অপসিদ্ধান্ত কোন প্রকারেই সম্ভাবিত হইতে পারে না ॥১৩৩॥

অথ পরাবস্থ।

শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় শ্রীবদরীনারায়ণাদির অংশত্ব এই উক্তিকে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রতিপাদন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থতা প্রকাশাভিপ্রায়ে বলিতেছেন—শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণে প্রভাবাতিশয় ঐশ্বর্য্য, মণিমন্ত্র ও মহৌষধের ন্যায় অচিন্ত্য প্রভাব বীর্য্য, সদ্‌গুন শালী বলিয়া বিখ্যাত যশঃ, সর্ব্ববিধ সম্পত্তি শ্রী, সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান, প্রপঞ্চে অনাশক্তি বৈরাগ্য, এই ছয়গুণকে ষাড্‌গুণ্য বলে। এই ষাড্‌গুণ্য মূর্ত্তিত্রয়ে সমভাবে পরিপূর্ণ থাকিলেও উত্তরোত্তর ষাড্‌গুণ্যের পূর্ত্তির আধিক্য আছে॥ যেমন এক প্রদীপ হইতে নানা প্রদীপের উৎপত্তি হইলেও এবং সকল প্রদীপ দীপাংশে সমান হইলেও যেমন মূল প্রদীপের প্রাধান্য থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্যান্য অবতারের অভিব্যক্তি হওয়ায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তার অধিক্য থাকিবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা বিধায় ষড়ৈশ্বর্য্যের পরিপূর্ণত্ব তাঁহাতেই সম্ভব। তবে যে এস্থলে ত্রিবিধ তত্ত্বের সমান্যাকারে পরাবস্থত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বস্তুতঃ সাধারণ প্রতীতি অনুসারে এইশ্লোক বলিয়াছেন ॥১৩৪॥

অথ শ্রীনৃসিংহ।

শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এই মূর্ত্তিত্রয়ের পৃথক পৃথকরূপে পরাবস্থতা প্রদর্শন করাইতেছেন—তন্মধ্যে প্রথমে প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের শ্লোকত্রয়ে শ্রীনৃসিংহদেবের পরাবস্থতা প্রদর্শন করাইতেছেন যথা—যিনি প্রহ্লাদের হৃদয়াহ্লাদকারী, এবং ভক্তগণের অবিদ্যা বিদারক, যাঁহার অঙ্গকান্তি

যথা শ্রীসপ্তমে (ভা—৭।৮।৩২—৩৩)—

"শটাবধূতা জলদাঃ পরাপতন্ গ্রহাশ্চ তদ্দৃষ্টিবিমুষ্টরোচিষঃ।
অম্ভোধয়ঃ শ্বাসহতা বিচুক্ষুভুর্নির্হ্রাদভীতা দিগিভা জহুর্দিশঃ॥
দ্যৌস্তৎসটোৎক্ষিপ্তবিমানসঙ্কুলা প্রোৎসর্পত ক্ষ্মা চ পদাভিপীড়িতা।
শৈলাঃ সমুৎপেতুরমুষ্য রংহসা তত্তেজসা খং ককুভো ন রেজিরে॥" ইতি ১৩৬॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

দৈত্যবধব্যগ্রস্য নৃহরেরাটোপমাহ, শটেতি। তদিতি—অব্যয়ং ষষ্ঠ্যন্তং, তেন চতুর্ণামন্বয়ঃ। তস্য শটাভিঃ—স্কন্ধরোমভিঃ, অবধূতা জলদাঃ, পরাপতন্—ব্যশীর্য্যন্ত। গ্রহাস্তদ্দৃষ্টিভিঃ, বিমুষ্টরোচিষঃ—প্রনষ্টপ্রভাঃ, জাতাঃ। দিগিভাঃ—দিগ্‌গজাঃ॥ তস্য শটাভিরুৎক্ষিপ্তানি বিমানানি তৈঃ, সঙ্কুলা—ব্যাপ্তা সতী, দ্যৌঃ, প্রোৎসর্পত—স্বস্থানাৎ অচলৎ। স্ফুটমন্যৎ ॥১৩৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

দৈত্যান্ ভীষয়মাণস্য শ্রীনৃসিংহস্য সংরম্ভমাহ দ্বাভ্যাম্; শটা ইতি তদিত্যব্যয়ং ষষ্ঠ্যন্তং তেন চতুর্ণামন্বয়ঃ। তস্য শটাভিরবধূতাঃ কম্পিতা জলদা মেঘাঃ পরাপতন্ স্বস্থানাৎ পলায়নপরা বভূবুরিত্যর্থঃ। ব্যশীর্য্যন্তেতি শ্রীস্বাম্যুক্তিভিস্তু অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যধ্বনিমূলা মন্তব্যাঃ। তস্য দৃষ্ট্যা বিমুষ্টং রোচির্ষেষাং তে গ্রহাঃ শ্রীরব্যাদয়ঃ পরাপতন্ তত্তদ্রাশীন্ পরিত্যজ্য পলায়িতাঃ অন্যত্রাবস্থিতাঃ। এতেন সর্ব্বেষাং সাধূনাং যুগপদেব সুখমুদগাদিতি ধ্বনিঃ। তস্য শ্বাসেন হতাঃ পরাভূতাঃ সন্তঃ অম্ভোধয়োঽপি অপরিত্যক্তমর্য্যাদা অপি বিচুক্ষুভুঃ বিশেষেণ ক্ষোভং প্রাপ্তাঃ; নতু সর্ব্বমাপ্লবয়ামাসুরিত্যর্থঃ। তস্য নির্হ্রাদেভ্যো ভীতা দিগিভা দিগ্‌গজাঃ দিশো জহুর্ন তু দিশস্তান্ জহুরিত্যর্থঃ। অন্যথা দিশাং পরস্পরস্থানবিপর্য্যয়াপত্তিঃ স্যাৎ। যদ্বা ভগবদিচ্ছয়ৈব তদনন্যথাত্বম্। অত্র ভয়োৎপাদনেনোৎসাহস্য ভঙ্গতয়ৈব তত্তৎকার্য্যানাসক্তত্বং দ্যোতিতম্। উভয়থৈব বিকটতা বর্ণনানুচিতেত্যত্যন্তাতু ভগবতঃ স্বভক্তদ্বেষিণং প্রতি ক্রোধাবেশতয়া। যদুক্তং কাব্যপ্রকাশে; "দীপ্ত্যাত্মবিস্তৃতে হেঁতুরোজোবীররসস্থিতিরিতি বীভৎসরৌদ্ররসয়োস্তস্যাধিক্যং ক্রমেণ চেতি চ। অথবা মুনিপুঙ্গবস্য সত্ত্বকরম্বিতচেতসো রৌদ্ররসীয়াস্বাদনপরত্বেন বিস্তাররূপত্বেঽপি বীরাণাং জলদাদীনাং ভয়েষূৎপন্নেষু ভয়ানকরসজন্যা বিকাশতেত্থমেতস্য প্রসাদগুণান্তঃপাতিতাবসেয়া। যদুক্তং তত্রৈব "শুষ্কেন্ধনাগ্নিবৎ স্বচ্ছজলবৎ সহসৈব যঃ। ব্যাপ্নোত্যন্যৎ প্রসাদোঽসৌ সর্ব্বত্র

শারদীয় চন্দ্র সদৃশ, সেই সিংহবদন শ্রীহরিকে বন্দনা করি। যাঁহার বদনে অর্থাৎ জিহ্বাগ্রে সরস্বতী নৃত্য করিতেছেন ও বক্ষঃ স্থলে স্বর্ণরেখারূপে লক্ষ্মীদেবী অবস্থিতা এবং হৃদয়ে অত্যূর্জ্জিতা সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি দেদীপ্যমানা, আমি সেই শ্রীনৃসিংহ দেবকে ভজনা করি। যাঁহার গম্ভীর গর্জ্জনারম্ভ ব্রহ্মাকে এবং শ্রীলক্ষ্মীকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের নিকট সেই স্ফটিক স্তম্ভ হইতে আবির্ভূত স্তম্ভপুত্র শ্রীনৃসিংহদেবের ক্রোধ বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥১৩৫॥

"উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী। কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিগ্রহঃ॥"
(ভা° ৭।৯।১ স্বা° টী°)

অস্য শ্রীদিব্যসিংহস্য পরমানন্দ-তুন্দিলঃ। শ্রীমন্নৃসিংহতাপন্যাং মহিমা প্রকটীকৃতঃ॥
নৃসিংহস্য ভবেদ্বাসো জনলোকে মহাত্মনঃ। সর্ব্বোপরিষ্টাচ্চ তথা বিষ্ণুলোকে প্রকীর্ত্তিতঃ॥১৩৭॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নন্বেবং সংরম্ভবাংশ্চেৎ শ্রীনৃসিংহস্তর্হি তৎসেবা দুষ্করেতি চেৎ? তত্রাহ, উগ্রোঽপীতি। স্বভক্তানান্তু চন্দ্রশীতল ইতি ভাবঃ॥ ননু পরাবস্থশ্চেৎ শ্রীনৃসিংহস্তর্হি তদনুগুণমহিমা বাচ্যঃ? তত্রাহ, অস্য শ্রীতি॥ তস্য নিবাসমাহ, নৃসিংহস্যেতি। সর্ব্বোপরিষ্টাৎ বিষ্ণুলোকে—পরব্যোম্নীত্যর্থঃ॥১৩৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

বিহিতস্থিতিরিতি॥ দ্যৌরিতি; তাশ্চ তাঃ শটাশ্চেতি তচ্ছটাস্তাভিরুৎক্ষিপ্তানি যানি বিমানানি তৈঃ সঙ্কুলা ব্যাপ্তা দ্যৌঃ অমুষ্য শ্রীনৃসিংহস্য পদাভিপীড়িতা ক্ষ্মা পৃথিবী চ প্রোৎসর্পতঃ তে তে ইতস্ততঃ প্রসরত ইত্যর্থঃ। পুণ্যারণ্যপাদাস্তু প্রোৎসর্পতঃ লীলয়া গচ্ছতঃ অমুষ্যেত্যাহুস্তন্মতে স্থানদ্বয়েঽভূদিত্যূহ্যম্। প্রোৎসর্পতেতি নির্বিসর্গপাঠঃ শ্রীস্বামিগোস্বামিনা সম্মতস্তন্মতে ছান্দসমেতৎ। প্রোৎসর্পতঃ স্বস্থানাৎ প্রকর্ষেণ উদসর্পদিতি প্রতিরূপকদর্শনাৎ। তচ্চ তত্তেজশ্চেতি তেন। অমুষ্য রংহসা বেগেন॥১৩৬॥

অন্যেষাম্ অভক্তানাং ব্যাঘ্রাদীনাঞ্চ মহিমা মহত্ত্বং সর্ব্বোপরিষ্টাদেষ বিষ্ণুলোকঃ মহাবৈকুণ্ঠস্তস্মিন্নিত্যর্থঃ। মহাত্মন ইতি মহাংশ্চাসাবাত্মা ব্রহ্ম চেতি পরব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ। যদ্বা উৎসবস্বরূপস্য; "মহ উদ্ধব উৎসব" ইত্যমরাৎ॥১৩৭॥

দৈত্য হিরণ্যকশিপুরের বধের নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র শ্রীনৃসিংহদেবের তৎকালীন যে গর্ব্ব তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকদ্বয়ে বর্ণনা করিতেছেন—সেই শ্রীনৃসিংহদেবের শটা অর্থাৎ স্কন্ধরোম দ্বারা আহত হইয়া মেঘসকল বিশীর্ণ অর্থাৎ স্বস্থান চ্যুত হইয়াছিল এবং তাঁহার নেত্রজ্যোতিতে রবি প্রভৃতি গ্রহগণ হতপ্রভ হইয়াছিল। অপর তাঁহার নিশ্বাস বায়ুদ্বারা সমুদ্রসকল বিক্ষোভিত হইয়াছিল। যাঁহার আক্রোশ ধ্বনিতে ভীত হইয়া দিগ্‌গজ সমূহ স্বীয়দিগ্‌ পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাঁহার স্কন্ধরোমের আঘাতে বিক্ষিপ্ত বিমানাবলী দ্বারা আকাশমার্গ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। পদানিপীড়িতা পৃথিবী স্বস্থান চ্যুতা, বেগদ্বারা পর্ব্বত সকল উৎপতিত এবং অঙ্গকান্তিদ্বারা আকাশ ও দিগ্‌সকল নিস্তেজ হইয়াছিল॥১৩৬॥

শ্রীনৃসিংহদেব যদি এইপ্রকার ক্রোধী হয়েন, তাহা হইলে ভক্তগণ তাঁহার সেবা করিবে কি প্রকারে? তাঁহার সেবা তো অতীব দুঃসাধ্য হইবে? তদুত্তরে—সিংহ যেমন ব্যাঘ্রভল্লুকাদি অন্য জন্তুর নিকট অতিশয় উগ্র অর্থাৎ উৎকট মূর্ত্তি হইয়াও নিজ সন্তান গণের নিকট অনুগ্র বা শান্ত, তদ্রূপ এই শ্রীনৃসিংহদেব অভক্তের নিকট অতি উগ্র হইলেও স্বীয় ভক্তগণের নিকট সর্ব্বদাই চন্দ্রের

শ্রীরাঘবেন্দ্রঃ ।—

পূর্ব্বতোঽপ্যেষ নিঃশেষমাধুর্য্যামৃতচন্দ্রমাঃ। ভাতি সদ্গুণসঙ্ঘেন তুঙ্গঃ শ্রীরঘুপুঙ্গবঃ॥

পাদ্মে—

'বন্দামহে মহেশানং হরকোদণ্ড-খণ্ডনম্। জানকী-হৃদয়ানন্দ-চন্দনং রঘুনন্দনম্ ॥"১৩৮॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথ শ্রীরামচন্দ্রস্য পরাবস্থত্বমাহ, পূর্ব্বতোঽপীতি— শ্রীনৃসিংহাদপীত্যর্থঃ। তত্র প্রভাবভূমা, ইহ তু মাধুর্য্যভূমাপীতি ভাবঃ॥ মহেশানং—সর্ব্বেশ্বরম্॥১৩৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কারবিরচিতা-রসিকরঙ্গদা

পূর্ব্বতোপি শ্রীনৃসিংহাদপি। নিঃশেষমাধুর্য্যাণ্যেবামৃতানি জলানি সন্ত্যত্র নিঃশেষমাধুর্য্যামৃতঃ সমুদ্রঃ তত্র চন্দ্রমাঃ। যদ্বা নিঃশেষং মাধুর্য্যমেবামৃতং সুধা তন্নির্ম্মিতশ্চন্দ্রমাঃ। অথবা ন ম্রিয়তেঽমৃতঃ "রুহাদিভ্যঃ কর্ত্তরি চে"তি কর্ত্তরি ক্তঃ সচাসৌ চন্দ্রমাশ্চেতি অমৃতচন্দ্রমাঃ। নিঃশেষমাধুর্য্যে অমৃতচন্দ্রমাঃ। অত্র সমাসোক্ত্যা নিঃশেষমাধুর্য্যস্য সমুদ্রত্বং দ্যোতিতম্। সন্ গুণো লোকরঞ্জকত্বাদিস্তস্য সঙ্ঘেন তুঙ্গঃ। বন্দমহ ইতি শ্রীদুর্গাং প্রতি শ্রীশিববচনম্। বহুবচনং আত্মনো বহুমননাৎ স্বগণাপেক্ষয়া বা। মহেশানমিত্যত্র মহেশানীতি ক্বচিৎ পাঠঃ নতু সার্ব্বত্রিকঃ অনুপ্রাসস্য হানেঃ। "জানকীহৃদয়ানন্দচন্দনমিত্যনেন মাধুর্য্যগতমস্যাধিক্যং দ্যোত্যতে। হরস্য সংহাররূপস্য কোদণ্ডখণ্ডকম্॥১৩৮॥

ন্যায় সুশীতল। যদি বল শ্রীনৃসিংহদেব যদি পরাবস্থ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার আনন্দময় গুণ মহিমাদির কীর্ত্তন করা উচিত? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—এই দিব্য শ্রীনৃসিংহদেবের পরমানন্দ মহিমা শ্রীনৃসিংহ তাপনী উপনিষদে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার নিবাস স্থানের পরিচয়ে বলিতেছেন—পরব্রহ্ম শ্রীনৃসিংহদেব পরব্যোমস্থ বিষ্ণুলোক মহাবৈকুণ্ঠে নিত্যই বিরাজমান হইয়াও অবতার কালে বিশ্ব মঙ্গলার্থ জনলোকে বাস করিয়া থাকেন॥১৩৭॥

অথ শ্রীরাঘবেন্দ্র।

শ্রীনৃসিংহদেবের পরাবস্থত্ব বর্ণনা করিয়া এক্ষণে শ্রীরামচন্দ্রের পরাবস্থত্ব বর্ণন করিতেছেন—শ্রীরামচন্দ্র অশেষ মাধুর্য্যরূপ অমৃতের চন্দ্রমা ও সদ্গুণরাশির বহুলরূপে অভিব্যক্তি হওয়ায় পূর্ব্ব শ্রীনৃসিংহদেব হইতে ইনি ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণতায় অধিক। শ্রীনৃসিংহদেবে প্রভাবাধিক্য এবং শ্রীরামচন্দ্রে প্রভাবাধিক্য ও মাধুর্য্যাধিক্য এই দুইয়ের অভিব্যক্তি হওয়ায় শ্রীনৃসিংহ হইতে শ্রীরামে ভগবত্তার আতিশয্য বিদ্যমান। পদ্মপুরাণে যথা—যিনি হরধনু ভঞ্জন করিয়াছেন, এবং যিনি জানকীদেবীর হৃদয়ের আনন্দপ্রদ চন্দন স্বরূপ। সেই পরমেশ্বর শ্রীরঘুনন্দনকে বন্দনা করি। ইহাতেও শ্রীরামচন্দ্রের মাধুর্য্যগত বৈশিষ্ট্য অধিকরূপে প্রকটিত হইয়াছে॥১৩৮॥

অস্য জন্মোৎসবং ব্রূতে শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকা ॥

যথা (রা° চ ৫ প°)—

"উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে সুরগুরৌ সেন্দৌ নবম্যাং তিথৌ
লগ্নে কর্কটকে পুনর্ব্বসুযুতে মেষং গতে পূষণি
নির্দগ্ধুং নিখিলাঃ পলাশসমিধো মেধ্যাদযোধ্যারণে-
রাবির্ভূতমভূদপূর্ব্ববিভবং যৎকিঞ্চিদেকং মহঃ ॥"১৩৯॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অস্য ইতি—শ্রীরামস্য। জন্মোৎসবোঽপি তত্ত্বনস্য ব্যঞ্জয়তীত্যর্থঃ। উচ্চস্থে ইতি—জন্মপত্রীয়ম্। মেধ্যাৎ—পবিত্রাৎ, অযোধ্যারূপাৎ অরণেঃ সকাশাৎ, একং—মুখ্যং, মহঃ—তেজঃ, আবির্ভূতং—প্রকটম্, অভূৎ। কীদৃশং তৎ? ইত্যাহ, যৎকিঞ্চিৎ—নির্ব্বক্তুমশক্যং, যতঃ, অপূর্ব্ববিভবম্—আশ্চর্য্যগুণরূপ-বিভূতিকম্। কিমর্থমুদভূৎ? ইত্যত্রাহ, নিখিলাঃ—সর্ব্বাঃ, পলাশসমিধো নির্দগ্ধুম্; পলাশাঃ—মাংসাশিনো রাক্ষসাঃ, তদ্রূপাঃ, সমিধঃ—কাষ্ঠানি ইত্যর্থঃ। কদেদমভূৎ? ইত্যত্রাহ, চৈত্রশুক্লনবম্যাং তিথৌ, গ্রহপঞ্চকে—সূর্য্য-মঙ্গল বৃহস্পতি-শুক্র-শনি-রূপে, উচ্চস্থে—মেষ-মকর-কর্কট-মীন-তুলাসু ক্রমেণ স্থিতে সতীত্যর্থঃ; মেষস্য দশমেঽংশে সূর্য্যে, মকরস্য তৃতীয়েঽংশে ভৌমে, কর্কটস্য অষ্টাবিংশেঽংশে গুরৌ, মীনস্য সপ্তবিংশেঽংশে শুক্রে, তুলায়াঃ বিংশেঽংশে শনৌ চ স্থিতে সতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ কর্কটে লগ্নে, সেন্দৌ গুরাবিতি গুণবিশেষঃ ॥১৩৯॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অস্য শ্রীরাঘবেন্দ্রস্য। উচ্চস্থ ইতি। "সূর্য্যাদ্যুচ্চান্ ক্রিয়বৃষমৃগস্ত্রীকুলীরান্ত্যযুগে দিগ্বহ্নীন্দ্র-দ্বয়তিথিশরান্ সপ্তবিংশাংশ্চ বিংশানিত্যাদ্যুক্ত-নিজনিজোচ্চস্থানবর্ত্তিনি গ্রহপঞ্চকে। মেষমৃগকর্কটমীন-তুলাসু ক্রমেণ সূর্য্যভৌমগুরুশুক্রশনিষু স্থিতেষ্বিত্যর্থঃ। কিঞ্চ কর্কটে লগ্নে চন্দ্রসহিতগুরাবিতি গুণবিশেষ। পলং মাংসং অশ্নন্তীতি পলাশা রাক্ষসা এব সমিধঃ কাষ্ঠানি তানি দগ্ধুং যথা যজ্ঞেঽরনিজাতোঽগ্নিঃ পলাশ-কাষ্ঠানি দহতি তদ্বদিতি রূপকার্থঃ। অযোধ্যারণেঃ কথন্তূতাৎ মেধ্যাৎ শুদ্ধাৎ কিঞ্চিদনির্ব্বচনীয়ম্ একম্ অদ্বিতীয়ম্। অত্র শ্লেষ প্রতিভোৎপত্তিহেতু রূপকম্ ॥১৩৯॥

শ্রীরামার্চ্চন চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসবের জন্মপত্রীর পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে তাঁহার পরাবস্থতা বর্ণন করিয়াছেন যথা—বৈশাখমাসে চৈত্র শুক্লানবমী তিথিতে যে কালে সূর্য্য মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই পঞ্চগ্রহ স্বস্ব উচ্চস্থানে অর্থাৎ মেষের দশমাংশে সূর্য্য, মকরের তৃতীয়াংশে মঙ্গল, কর্কটের অষ্টাবিংশাংশে বৃহস্পতি, মীনের সপ্তবিংশাংশে শুক্র ও তুলার বিংশাংশে শনি অবস্থিত এবং বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কটরাশিগত হইয়াছিলেন। সেই কালে আশ্চর্য্য গুণরূপ ও বিভূতিশালী কোন মুখ্য অনির্বচনীয় তেজঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ পরতত্ত্ব সমগ্র রাক্ষসকুলরূপ কাষ্ঠরাশিকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অতি পবিত্র অযোধ্যারূপ অরণি অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥১৩৯॥

শ্রীএকাদশে (ভাঃ ১১।৫।৩৪)—

"ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-বন্দে মহাপুরুষ! তে চরণারবিন্দম্॥"১৪০॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

করভাজনঃ শ্রীরামপাদাব্জং প্রণমতি, ত্যক্ত্বেতি। হে মহাপুরুষ!—শ্রীদাশরথে! যৎ তে চরণারাবিন্দং কর্ত্তৃ, অন্যৈঃ সুদুস্ত্যজাং সুরৈরীপ্সিতাং রাজ্যলক্ষ্মীম্, আর্য্যবচসা—পিত্রাজ্ঞয়া, ত্যক্ত্বা অরণ্যম্ অগাৎ। যচ্চ, দয়িতয়া—জানক্যা, ঈপ্সিতং মায়ামৃগং কণকহরিণম্ অন্বধাবৎ, তদহং বন্দে। ধর্ম্মিষ্ঠেতি—নিমিং প্রতি সম্বোধনম্।—অসন্ধিরার্ষঃ॥১৪০॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ত্যক্ত্বেতি। হে মহাপুরুষ! প্রকৃতীশ্বর তে তব চরণারবিন্দং বন্দইত্যন্বয়ঃ। ত্বদ্বন্দনাদেব মায়াবন্ধো নশ্যতীতি ধ্বনিঃ নষ্টেতু মায়াবন্ধে ত্বদ্ভজনমেবা প্রত্যহং ভবৎ অনুরাগিনং মাং করিষ্যতীত্যনুধ্বনিঃ। লীলামাহ যদিতি; তচ্চরণারবিন্দং ধর্ম্মিষ্ঠস্য আর্য্যস্য শ্রীদশরথস্য বচসা অরণ্যং বনমগাৎ; ধর্ম্মিষ্ঠত্বমস্য কেকয্যৈ প্রতিশ্রুতবরদানাৎ। যদ্বা প্রকটিত-মানুষলীলত্বেন পিতুর্বাক্যপালনাৎ ধর্ম্মিষ্ঠেতি সম্বোধনম্। যদ্বা ধর্ম্মিণোঽবতারিণো দ্বিতীয়পুরুষাদয়স্তিষ্ঠন্ত্যত্রেতি মহিমপরং সম্বোধনম্। অথবা ধর্ম্মিণো জনাঃ রামাদিবদ্বর্ত্তিতব্যং ন ক্বচিদ্রাবণাদিবদিত্যুপদেশদিশা যত্র তিষ্ঠন্তি যমনুতিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। পক্ষচতুষ্টয়েঽপি সন্ধ্যভাবঃ পুরুষাধীনত্বেন বোঢ়ব্যঃ। নন্বেতাদৃশস্য বনেঽপ্যাগতির্মৃগয়ার্থা বনপোষিকা চেত্তাত আহ সুদুস্ত্যজা অন্যৈঃ সর্ব্বতোভাবেন দুস্ত্যজা অথচ সুরৈরীপ্সিতা যা রাজ্যরূপা সম্পত্তিঃ রাজ্যেন সহিতা বা সম্পত্তিস্তাং ত্যক্ত্বা এবম্ভূতস্তত্ত্যাগো মৃগয়াদিরূপো নেতি ভাবঃ। এতেন গুরুভক্ততা দ্যোতিতা; তাদৃশত্বেন প্রকাশেন সদা বর্ত্তমানাৎ। রাক্ষসাদিবধোপি লীলান্তঃপাতীতি দর্শয়ন্নাহ মায়য়া কুহকেনমৃগঃ স্বর্ণাকারমৃগরূপো মারীচ ইত্যর্থঃ। তম্ অন্বধাবৎ নন্বসম্ভববস্তুনি কথং তস্য প্রবৃত্তিরিত্যাহ দয়িতয়া সীতয়া ঈপ্সিতং, এতেন তদ্বিষয়মনুকুলত্বমেব তাদৃশত্বসাহসকর্ম্মণি প্রযোজকমিতি দ্যোতিতম্। অত্র যদিত্যস্য ক্রিয়াদ্বয়াম্বয়াদ্দীপকম্। অত্র গুরুপাদাঃ সমাদিশন্তীতিবৎ চরণারবিন্দস্য তাদৃশতা। পূর্ব্বপদস্থমপি যৎপদং তৎপদানপেক্ষকম্, পদ্যমেতৎ প্রাকরণ্যাৎ কলিযুগাবতারপরত্বেঽপি কেচিৎ সমর্থয়ন্তী ১৪০

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে যথা—নবযোগীন্দ্রের অন্যতম শ্রীকরভাজন যোগীন্দ্র শ্রীরামচন্দ্রের চরণ কমলকে প্রণাম করিতেছেন—হে ধর্ম্মিষ্ঠ নিমিরাজ! যে শ্রীচরণ পিতৃসত্য পালনের নিমিত্ত তাঁহার আজ্ঞানুসারে অন্যের সুদুস্ত্যজ এবং দেবতাগণের ও অভীপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন এবং প্রেয়সী সীতাদেবীর অভীষ্ট মায়ামৃগের অর্থাৎ স্বর্ণাকার মৃগরূপধারী মারীচ রাক্ষসের অনুগমন করিয়াছিলে, হে পুরুষোত্তম! দাশরথে! আমি তোমার সেই চরণ কমলকে বন্দনা করি॥১৪০॥

শ্রীনবমে (ভাং ৯।১১।২০—২১)—

**"নেদং যশো রঘুপতেঃ সুরযাচ্ঞয়াত্ত-লীলাতনোরধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ।
রক্ষোবধো জলধিবন্ধনমস্ত্রপূগৈঃ কিং তস্য শত্রুহননে কপয়ঃ সহায়াঃ॥
যস্যামলং নৃপসদঃসু যশোঽধুনাপি গায়ন্ত্যঘঘ্নমৃষয়ো দিগিভেন্দ্রপট্টম্।
তন্নাকপাল-বসুপাল-কিরীটজুষ্ট-পাদাম্বুজং রঘুপতিং শরণং প্রপদ্যে॥"১৪১॥ ইতি।**

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নেদমিতি শুকবাক্যম্। জলধিবন্ধনং—সিন্ধৌ সেতুনির্ম্মাণম্, অস্ত্রপূগৈশ্চ রক্ষসাং বধ ইতি, ইদং কবিভিরাশ্চর্য্যমিব বর্ণিতমপি রঘুপতেঃ, যশঃ—স্তুতিঃ ন ভবতি। তত্র হেতুঃ, অধিকেতি—নিরুপম-প্রভাবস্যেত্যর্থঃ। ঈদৃশস্য কিং শত্রু-হননে কপয়ঃ সহায়া ভবন্তি? নেত্যর্থঃ; তথা চ সুগ্রীবাদ্যাশ্রয়ণং বিনোদমাত্রমিতি। যুক্তঞ্চৈতদিত্যাহ, সুরেতি। সুরাণাং—ব্রহ্মাদীনাং, যাচ্ঞয়া কর্ত্র্যা, আত্তা—প্রাপ্তা, লীলাতনুর্যস্যেতি, ভূভারাপহরণায় যো দেবৈরভ্যর্থ্যাবতারিত ইত্যর্থঃ॥ ঈদৃশবিনোদমেব প্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রণমতি, যস্যেতি। নৃপাণাং—যুধিষ্ঠিরাদীনাং, সদঃসু, যস্য যশঃ, ঋষয়ঃ—মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ, অদ্যাপি গায়ন্তি। কীদৃক্ তৎ? ইত্যাহ, দিগিভেন্দ্রাণাং পট্টং, তদ্বদাভরণভূতং দিগন্তব্যাপীত্যর্থঃ। তং রঘুপতিং শরণং প্রপদ্যে ইতি সম্বন্ধঃ। তং কীদৃশম্? ইত্যাহ, নাকপালানাম্—ইন্দ্রাদীনাং, বসুপালানাং—রাজ্ঞাঞ্চ, কিরীটৈর্জুষ্টে পাদাম্বুজে যস্যেতি॥১৪১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

শ্রীরামচরিতীয়পদ্যদ্বয়মুদাহর্ত্তুমাহ শ্রীনবম ইতি নেদমিতি। অধিকসাম্যাভ্যাং বিমুক্তং ধাম প্রভাবো যস্য তস্য রঘুপতেঃ অস্ত্রসমূহৈঃ রক্ষোবধো জলধিবন্ধনং শত্রোর্বালিনো হননে কপয়ঃ সুগ্রীবাদ্যাঃ সহায়াঃ পক্ষাশ্চেত্যাদি কিমিদং কিং যশো ন অপিতু যশ এব, যতঃ সুরাণাং যাচ্ঞয়া আত্তা প্রকটিতা লীলায়ৈ লীলার্থং তনুর্যেন তস্য, লীলার্থং প্রকটিতশরীরস্য তস্য তাদৃশী লীলৈব যশ ইতি ভাবঃ। যদ্বা শত্রূণাং রাবণাদীনাং হননে হননার্থং কপয়ঃ সহায়া ইতি যৎ তদিদম্। যদ্বা ইদং যশঃ কিমনির্ব্বচনীয়ং ন অপিত্বনির্ব্বচনীয়মেব। যদ্বা ইদং যশো ন কিং ন কুৎসিতং তস্মাৎ সর্ব্বদা গেয়মেব "পরস্বভাবকর্ম্মানি ন প্রশংসেন্নগর্হয়েদিতিবন্ন ত্যাজ্যম্। যদ্বা রঘুপতের্যশ ইদং সৎ কিমনির্ব্বচনীয়ং ভবতি নেত্যর্থঃ। যতোঽধিকসাম্যবিমুক্তধাম্ন ইতি তস্য কেন স্পর্দ্ধেতি ভাবঃ॥১৪১॥

শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—যিনি ব্রহ্মাদিদেবগণের প্রার্থনানুসারে পৃথিবীর ভারহরণের নিমিত্ত লীলাবিগ্রহ প্রপঞ্চে আবির্ভাবিত করিয়াছিলেন, যাঁহার অধিক ও সমান নাই, সেই নিরুপম প্রভাব রঘুপতির পক্ষে অস্ত্রসমূহদ্বারা রাক্ষসকুলের সংহার এবং সমুদ্রে সেতু বন্ধন কবিগণ কর্ত্তৃক আশ্চর্য্যরূপে বর্ণিত হইলেও ইহা তাঁহার যশের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। তাহা হইলে কি এবম্বিধ অচিন্ত্যশক্তি যুক্ত ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সুগ্রীবাদি বানরগণ রাবণাদি বধের নিমিত্ত সহায়

অত্র কারিকাঃ ।—

আত্তা প্রকটিতা লীলাতনুর্লীলাময়ী তনুঃ। যেন তস্থেতি সাম্যেতি স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয়ো মতঃ॥ ধাম স্বরূপং বিজ্ঞেয়ম্ অধিকেন সমেন চ। বিমুক্তং ধাম যস্থেতি মাহাত্ম্যং সর্ব্বতোঽধিকম্। যস্থাধিকঃ সমশ্চাত্র ক্বাপি নাস্তীতি নিশ্চয়ঃ॥ নাকপালা মহেন্দ্রাদ্যা বসুপা বসুধাধিপাঃ ॥১৪২॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নেদমিত্যাদিপদ্যদ্বয়ং কারিকাত্রয়েণ ব্যাচষ্টে, আত্তেত্যাদিনা। স্বরূপস্য গ্রহণাসম্ভবাৎ প্রকটিতেতি। বসুপালেতি বসুশব্দেন বসুধা লক্ষ্যতে ॥১৪২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নন্ত যশঃকথনন্তু বিষয়িণামেব ত্বয়া কথং তৎ প্রশস্যতে ইত্যাদি কুচোদ্যং পরিহরন্ তং প্রশংসাপূর্ব্বকং প্রণমতি। যস্য রঘুপতেরমলং যশঃ নৃপসদঃসু রাজসভাসু ঋষয়ো জ্ঞানিনোঽদ্যাপি গায়ন্তি তং রঘুপতিং প্রপদ্যে প্রপন্নো ভবামীতি তদ্বিষয়কপ্রীতেরুদয়াদৌৎসুক্যোদ্রেকঃ প্রদর্শিতঃ। তেন ত্বমপি প্রপন্নো ভবেতি রাজাপি শিক্ষিত ইতি ধ্বনিঃ। নন্তু "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে" ইতি ন্যায়েন মুনিগানং ন প্রয়োজনং স্যাদিত্যাহ অঘঘ্নং পাতকোপপাতক মহাপাতকাতিপাতকাদিহন্তৃ। নন্তু প্রপন্নমাত্রস্য কথং পাপহন্তা স্যাদিত্যাহ শরণং রক্ষিতারং শরণং গৃহরক্ষিত্রোরিত্যমরাৎ। এতেন রাজানং প্রতি লোভো দর্শিতঃ। নন্তু রাজ্ঞাং ক্ষত্রিয়ত্বাৎ ক্ষত্রিয়যশঃশুশ্রূষা বর্ত্তত ইতি নতু সর্ব্বেষামিত্যাহ দিগিভেন্দ্রাণাং পট্টবদাবরণং রূপং তৎপর্য্যন্তব্যাপ্তমিত্যর্থঃ। তং প্রতি প্রপন্নত্বে শিষ্টাচারমপি দর্শয়তি নাকপালা দেবাঃ বসুপালাঃ— বসন্তি অস্যাং সর্ব্বে বসুঃ পৃথিবী তৎপালাঃ রাজানস্তেষাং কিরীটৈর্জুষ্টং সেবিতং পাদাম্বুজং যস্য, "জুষ্টং পাদাম্বুজং রঘুপতেরিতিপাঠে রঘুপতেস্তৎ পাদাম্বুজং প্রপদ্যে। যস্য পাদাম্বুজস্য। হে নৃপেতি সম্বোধনং বা। যত্তু শ্রীস্বামিচরণৈঃ যস্য যশো নৃপাণাং যুধিষ্ঠিরাদীনাং সদসি ঋষয়ো মার্কণ্ডেয়াদয়ো গায়ন্তীত্যুক্তং তত্ত্বপ্রকটপরযুধিষ্ঠিরাদিসভাগানপরং; তদানীং তেষামপ্রকটত্বাৎ। তস্মান্মার্কণ্ডেয়াদীনামপি প্রকটাপ্রকটত্বেন বপুর্দ্বিধাত্বং মন্তব্যম্। যত্তু যুধিষ্ঠিরাদীনাং স্বর্গমনং ভারতাদাবুক্তং; তং যাদবাদিবদ্ধর্ম্মাদ্যংশপরম্॥ তে তু শ্রীকৃষ্ণলীলান্তঃপাতিনঃ শ্রীমার্কণ্ডেয়াদিভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণাদিকথোপকথনে কালং যাপয়ন্তীতি পরমরহস্যম্। যদুক্তং মাৎস্যে—"যুধিষ্ঠিরাদয়স্তেন ক্রীড়ন্তি গজসাহ্বয়" ইতি। তেন শ্রীকৃষ্ণেন সহেতি প্রাকরণ্যাৎ ॥১৪২॥

হইয়াছিলেন? তদুত্তরে—কিছুতেই নহে, কারণ সুগ্রীবাদি বানরগণের সহায় উহা কেবল তাঁহার ক্রীড়াকৌতুক মাত্র। এই প্রকার ক্রীড়াকৌতুকই তাঁহার প্রয়োজন, ইহা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার প্রণাম জানাইতেছেন মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিগণ যুধিষ্ঠিরাদি নৃপতিগণের সভায় অদ্যাপি যাঁহারা দিগন্তব্যাপি পাপঘ্ন পবিত্র যশোরাশি গান করিয়া থাকেন। অধিক কি ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ এবং রাজচক্রবর্ত্তি গণও কিরীট সমূহদ্বারা যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন, আমি সেই শ্রীরাঘবেন্দ্র শ্রীরামচন্দ্রের শরণ লইলাম ॥১৪১॥

বাসুদেবাদিরূপাণামবতারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে রাম-লক্ষ্মণাদ্যাঃ ক্রমাদমী ॥
পাদ্মে তু রামো ভগবান্ নারায়ণ ইতীরিতঃ। শেষশ্চক্রঞ্চ শঙ্খশ্চ ক্রমাৎ স্যুর্লক্ষ্মণাদয়ঃ ॥
মধ্যদেশস্থিতাযোধ্যাপুরেঽস্য বসতিঃ স্মৃতা। মহাবৈকুণ্ঠলোকে চ রাঘবেন্দ্রস্য কীর্ত্তিতা ॥১৪৩॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

রামাদীনাং চতুর্ণাং যাথার্থ্যমাহ, বাসুদেবাদীত্যাদিনা। আদিশব্দেন ভরতশত্রুঘ্নৌ। তথাচ নারায়ণস্য চত্বারো ব্যূহাঃ ক্রমাৎ রামাদয়ো বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেণোক্তাঃ ॥ মতান্তরমাহ, পাদ্মে ইতি। আদিনা ভরতাদৌ গ্রাহ্যৌ। তদিদং কল্পভেদেনৈব সম্ভাব্যম্ ॥ তথাস্য চতুর্ব্বিধরূপস্য ভগবতো নিবাসমাহ, মধ্যেতি। অস্য—রাঘবেন্দ্রস্য, সভ্রাতৃকস্য সভৃত্যবর্গস্যেতি বোধ্যম্। এতেন নৃসিংহ-রাময়োঃ "এতে চাংশকলাঃ" (ভা° ১ ৩'২৮) ইতি বাক্যাৎ প্রাপ্তমংশত্বমপোহিতম্ ॥১৪৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নবমস্কন্ধীয়পদদ্বয়ং ব্যাখ্যাতুমাহ অত্রেতি অত্র—অনয়োঃ ॥ প্রকটিতেতি তত্তদ্রূপেণ অযোধ্যায়াং মহাবৈকুণ্ঠাদৌ চ স্থিতত্বাৎ ॥ সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যঃ তাৎপর্য্যার্থমাহ যস্যেতি ॥ বসুপা ইতি পা পালয়ো-র্ধাতো রক্ষার্থত্বেনৈকার্থত্বাৎ ॥ পুরাণভেদান্মতভেদং দর্শয়ন্ সমাদধাতি দ্বাভ্যাং বাসুদেবাদিতি। নাত্র কল্পভেদাৎ পুরাণমতোভেদো গম্যঃ কিন্তু নারায়ণত্বাদেবাস্মিন্ বাসুদেবপ্রবেশঃ, পুরুষাবতারত্বং তস্যাবতার-সময়ে তদুপলক্ষপ্রকাশাৎ। যদ্বা নারায়ণবিলাসত্বাদস্য বাসুদেবত্বং বিলাসেন বিলাসস্যাভেদাৎ। অথবা বাসুদেবাদয়োঽত্র পরমব্যোমনাথবিলাসা রূপাণি বিলাসা যেষাং স্বয়ংরূপবিলাসানামিত্যর্থঃ। তদবতারাঃ শ্রীবলভদ্রাদয়স্তত এবেতি ভেদঃ ॥ পাদ্মেত্বিতি। ভগবানিত্যনেন কারণার্ণবাদিস্থো নারায়ণো নিরসিতঃ। নারায়ণঃ পরব্যোমাধিপো রাম ইতি পাদ্মে ঈরিতঃ; আধারোত্তরপ্রথমান্তস্য বিধেয়ত্বাৎ। কেচিত্তু রামস্তু ভগবান্ যতো নারায়ণ ইত্যাহুঃ। পরেতু রামঃ—নারায়ণঃ প্রথমপুরুষঃ নতু স স ইত্যর্থঃ। যতো ভগবান্ সতু পরমাত্মেত্যর্থঃ। যদ্বা ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যাদ্যংশবান্। শেষপদমত্র সঙ্কর্ষণপরত্বেন মন্তব্যম্। যদুক্তং মোক্ষ ধর্ম্মে। "অস্মন্মূর্ত্তিশ্চতুর্থী যা সাঽসৃজৎ শেষমব্যয়ম্। সহি সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্ত" ইত্যাদি। চক্রঞ্চ শঙ্খশ্চেতি তন্মতে লবকুশৌ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাবতারৌ মন্তব্যৌ। যদুক্তং শ্রীবাদরায়ণে—"বাসুবেদ

প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার "নেদংযশঃ" ও যস্যামল এইশ্লোকদ্বয়ের বাস্তবার্থ তিনটি কারিকায় অভিব্যক্ত করিতেছেন তন্মধ্যে "আত্তলীলাতনোঃ" এই শ্লোকের অর্থ করিতেছেন—আত্ত--প্রকটিত, লীলাতনু—লীলাময়ীতনু, যিনি লীলাময়ীতনু প্রকটিত করিয়াছেন। অধিক সাম্যবিমুক্তধাম্নঃ– সমশব্দের উত্তর স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয় করিয়া সাম্য পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধাম—স্বরূপ অর্থাৎ যাঁহার স্বরূপ অধিক ও সমরহিত কুত্রাপি যাঁহার অধিক ও সমান নাই। ইহাদ্বারা যাঁহার মাহাত্ম্য সর্ব্বাধিক ইহাই নিশ্চয় হইল। নাকপাল অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবতা, বসুপা অর্থাৎ পৃথিবীপতিগণ ॥১৪২॥

শ্রীকৃষ্ণঃ। বিল্বমঙ্গলে—

"সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥" ১৪৪ ॥

শ্রীমদবলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য পরাবস্থামাহ, সন্ত্বিতি। যত্তু রামে বনবাসায় নির্গতে বৃক্ষাদিভিরপি রুদিতমিতি শ্রীরামায়ণেঽপ্যুক্তং, তৎ খলু তদৈব বিচ্ছেদদুঃখেনৈব। ইহ তু সংযোগেঽপি প্রতিদিনমপি তদস্তীতি "ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥" (ভা° ১০।২৯।৪০) "প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ (ভা° ১০।৩৫।৯) ইত্যাদিবাক্যাদবগতম্। দূরপ্রবাসে তু পরিষদাং সৌন্দর্য্যমাত্রশেষতয়া অবস্থিতিমাত্রমভূৎ, ইতি ততো মহানতিশয়ঃ। অত্র "গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।" (ভা° ১০।৪৪।১৪) ইত্যাদি-বাক্যে সত্যপি, অস্যোদাহরণত্বমভিযুক্তবাক্যত্বেন নির্ণায়কত্বাৎ। পুষ্করনাভস্যেতি—প্রতীতানুবাদঃ, অপ্রকট প্রকাশগতস্য স্বয়ংভগবত ইত্যর্থঃ ॥১৪৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

সঙ্কর্ষণচক্রশঙ্খাবতারকাঃ। রাম-লক্ষণ-ভরত-শত্রুঘ্নাশ্চ ক্রমাদমী। কুশোলবশ্চ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধৌ বুদ্ধিহৃৎ-পতী" ইতি। ইত্যংশাংশিনোরভেদাৎ। যদ্বা ভরতশত্রুঘ্নয়োরেব প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাবতারয়োশ্চক্রশঙ্খ-প্রবেশো মন্তব্যঃ। লবকুশয়োর্বাসুদেবাংশাবতারত্বম্; যদুক্তং রামসংহিতায়াং—"মুনে লবকুশৌ জ্ঞেয়ৌ বাসুদেবাংশসম্মিতৌ। অন্যথা লক্ষ্মণাদীনাং কথং স্যাত্তু পরাভব ইতি॥ তেষাং প্রকাশভেদেন স্থানভেদং দর্শয়ন্নাহ মধ্যেতি; মধ্যদেশে ভারতবর্ষস্য মধ্যদেশে স্থিতং যদযোধ্যাপুরং তস্মিন্ মহাবৈকুণ্ঠলোকে চেতি প্রকাশত্বেনেত্যর্থঃ ॥১৪৩॥

পুষ্করনাভস্যেতি সাধারণোক্তিঃ সর্ব্বাবতারমূলসূচনায়; তেন পুষ্করনাভস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীনারায়ণস্য শ্রীপুরুষস্য চেত্যর্থঃ সম্পাদ্যতে। যদ্বা অংশাংশিনোরভেদাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য। সর্ব্বতোভদ্রাঃ সর্ব্বাবচ্ছেদেষু মঙ্গলরূপাঃ। যদ্বা সর্ব্বেষাং মঙ্গলকরাঃ। কেচিত্তু সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো ভদ্রা ইত্যাহুঃ। কোবেতি বাশব্দঃ কটাক্ষে কো বা অন্যোঽবতারঃ লতাস্বপীতি মনুষ্যাদিষু কা কথেত্যর্থঃ। পাষাণীভূতাসু অহল্যা-দিষু শাপনিযন্ত্রিতত্বাৎ নাতিব্যাপ্তিঃ। অথবা বালতাসু বাল্যেষু ত্রিবিধ কৌমারেষু মধ্যে পৌগণ্ডাদিষু কা কথেত্যর্থঃ ॥১৪৪॥

শ্রীরাম, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই স্বরূপ চতুষ্টয়ের যথাযথ অর্থ বর্ণন করিতেছেন—শ্রীবিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর গ্রন্থে শ্রীরাম, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে নারায়ণের চতুর্ব্যূহ বলিয়াছেন যেমন বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে অবতার রূপে নির্ণয় করিয়াছেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মত দেখাইয়া পদ্ম পুরাণ বাক্যে মতান্তর দেখাইতেছেন—শ্রীরামচন্দ্রকে শ্রীনারায়ণরূপে এবং লক্ষণ ভরত ও শত্রুঘ্নকে

যথাক্রমে অনন্তদেব, চক্র ও শঙ্খাবতাররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে ইহা কল্পভেদে সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ কোনকল্পে বাসুদেবাদি, কোন কল্পে বা নারায়ণাদি রমাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এইরূপে উভয় শাস্ত্রের বিরোধ পরিহার করিতে হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে বিরোধের কোন সম্ভাবনা থাকে না। অনন্তর এই চতুর্ব্বিধ ভগবৎ স্বরূপের নিবাস নির্ণয়ে বলিতেছেন—ভ্রাতৃবর্গ ও ভৃত্যগণের সহ শ্রীরামচন্দ্রের বসতি স্থান নিত্যই পরব্যোম মধ্যস্থ মহাবৈকুণ্ঠে এবং অবতার লীলায় মধ্যদেশস্থিত অযোধ্যাপুরীতে। অতএব "এতে চাংশকলাঃ" এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাক্য হইতে সমস্ত অবতারবৃন্দ কেহ শ্রীকৃষ্ণের কলা কেহবা অংশ ইহাই অবগত হওয়া যায়, কিন্তু সম্প্রতি এই প্রমাণবলে শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীরামচন্দ্র এই স্বরূপদ্বয়কে যে শ্রীকৃষ্ণের অংশত্ব বলা হয় তাহা নিরাকৃত হইল ॥১৪৩॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ।

অনন্তর লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থতা বর্ণনা করিতেছেন—অপ্রকট প্রকাশগত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বমঙ্গলকর শ্রীরাম নৃসিংহাদি বিবিধ অবতার থাকুন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন এমন কোন্ অবতার আছেন, যিনি লতা পর্য্যন্তকে প্রেমদান করিয়া থাকেন। এই বাক্য শ্রবণে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে শ্রীরামচন্দ্র যখন বনবাসের নিমিত্ত গমন করেন, সেই কালে বৃক্ষ লতাদি পর্য্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে রোদন করিয়াছিল। ইহা শ্রীরামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে শ্রীরামচন্দ্র যখন বনে গমন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার গমনকালে বৃক্ষাদি যে রোদন করিয়াছিল তাহা সত্যই, কিন্তু তাহারা শ্রীরামের বিরহদুঃখে রোদন করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে মিলনাবস্থাতেও প্রতিদিন বৃক্ষলতাদি রোদন করিয়া থাকে ইহা। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীরাসলীলাবসরে রসিক শিরোমণি শ্যামসুন্দরের উপেক্ষাময়ী বাণী শ্রবণে বেদনাভরাক্রান্তা হৃদয়ে ব্রজরামাগণ বলিলেন—হে শ্যামসুন্দর! এই ত্রিজগতের মধ্যে পতিব্রতা রমণী এমন কে আছে যে তোমার মোহন মুরলীর কলগান শ্রবণ করিয়া যিনি নিজ পতিব্রতা ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়, সেই তুমি তোমার এই ত্রিলোকসুন্দর অপরূপ রূপ মাধুরী দেখিয়া রমণীগণের কথা কি বলিব, বৃন্দাবনের গাভী, হরিণ, পক্ষী ও বৃক্ষলতা প্রভৃতি সকলেই দেহে পুলকাবলী ধারণ করে। অপর যুগল গীতে বর্ণিত হইয়াছে—হে সখি! শ্যামসুন্দর যখন বনচর হইয়া গিরিতটে বিচরণকারি গাভীগণকে বংশী বাজাইয়া হে গঙ্গে! হে যমুনে! ইত্যাদি নামদ্বারা আহবান করেন, সেই সময় বৃন্দাবনস্থ পুষ্প, ফলপূর্ণ লতাসকল অর্থাৎ যাহাদের শাখা ফলভারে অবনত হইয়াছে তাহারা প্রেমপুলকিত হইয়া যেন আপনাদের মধ্যে প্রকাশমান শ্রীবিষ্ণুকে ব্যক্ত করতঃ মধুধারা বর্ষণ করে। এই সকল বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমদাতৃত্ব সুস্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। অপর যেকালে শ্রীকৃষ্ণ দূর প্রবাস মথুরাদিতে গমন করেন, সেই সময় নিখিল ব্রজ পরিকরের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যমাত্র অবশেষ থাকে। অতএব শ্রীরামাদি হইতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি সর্ব্বাতিশায়ী কথিত হইল, শ্রীমদ্ভাগবতই এবিষয়ে প্রমাণ, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া মথুরারমণীগণ পরস্পরকে বলিতেছেন—হে সখি! গোপীগণ কি তপস্যা করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রভাবে লাবণ্যের সারস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেইরূপ

পরমৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-পীযূষাপূর্ব্ববারিধিঃ। দেবকীনন্দনস্ত্বেষ পুরঃ পরিচরিষ্যতে॥
যস্য বাসঃ পুরাণাদৌ খ্যাতঃ স্থানচতুষ্টয়ে ব্রজে মধুপুরে দ্বারবত্যাং গোলোক এব চ॥১৪৫॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

পরমেতি। দেবকীনন্দন ইতি শ্লিষ্টমুক্তম্ অগ্রে বিশেষং বঞ্জয়িষ্যামঃ নন্দসুতো বসুদেবসুতশ্চ কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বত্র নরলীলাকৈবল্যাৎ মাধুর্য্যমেব বহুঃ, পরত্র দেবলীলাবাহুল্যাৎ ঐশ্বর্য্যমেব বহুঃ। বসুদেবসুতঃ ঐশ্বর্য্য সম্পুটিত মাধুর্য্যমণ্ডিতলীলঃ, ঐশ্বর্য্যসম্পুটিতং খলু মাধুর্য্যমতিচারুদর্পণপিহিত-চিত্রবৎ। নন্দসুতস্তু মাধুর্য্যসম্পুটিত ঐশ্বর্য্যমণ্ডিতলীলঃ, মাধুর্য্যসংযুক্তমৈশ্বর্য্যঞ্চাতিসুখকরং রঙ্গপারদলিপ্তা-ধারকদর্পণবৎ, ইত্যুভয়ামৃতবৈশিষ্ট্যাৎ ইহৈবাতিশয়িত্বম্। পরিচরিষ্যতে—নির্ণেষ্যতে ইত্যর্থঃ। যস্যেতি-প্রকটার্থঃ। পণপূরণন্যায়েন সর্ব্বেষাং চতুষ্টয়ত্বাদেকত্রৈব এবকারান্বয়োঽত্র ন্যায্যঃ॥১৪৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

পরিচর্য্যায়াং ভক্তার্ত্তিং দর্শয়ন্ মুখ্যত্বং স্থাপয়তি পরমৈশ্বর্য্যেতি। পুরোঽগ্রে॥ প্রকাশভেদেন স্থানভেদং দর্শয়ন্ ব্যুৎক্রমেণ শ্রৈষ্ঠ্যং স্থাপয়ন্নাহ যস্যেতি; যস্য শ্রীনন্দনন্দনস্য। অত্র ন চ যদুত্তর এবকার-স্তস্যোৎকৃষ্টত্বমিতি বাচ্যম্; তস্যোত্তরস্থচকারস্য সমুচ্চয়ত্বেন সপ্তম্যন্তৈশ্চতুর্ভিস্তস্যান্বয়স্য ন্যায্যত্বাৎ। যদ্বা পণপূরণন্যায়েন সর্ব্বেষাং চতুষ্টয়ত্বাদেকত্রৈবকারান্বয়োঽন্যায্যঃ। "মুখ্যন্তু প্রাথমিকস্যৈব ঝটিত্যুপস্থাপকত্বাৎ" ইতিনিষাদস্থপত্যধিকরণে জৈমিনিসূত্রাৎ। অথবা এবকারৈকত্বস্যাবচ্ছেদকাবচ্ছেদেনান্বয়েঽপি "অস্যৈব ভার্য্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতি নাপরেতিবৎ গ্রহৈকত্বাধিকরণন্যায়েন কষ্টাবধারণা মন্তব্যাঃ; একত্বস্যাবিবক্ষিত-ত্বেনান্বয়বোধে নানেকত্বপ্রবেশাৎ। যথাগ্রহং সংমার্ষ্টীত্যত্র গৃহ্যতে হরিরনেনেতি গ্রহো যজ্ঞপাত্রং স্রুক্-স্রুবাদিশ্চ "গ্রহৈর্জুহোতি দশ গ্রহান্ গৃহ্ণাতীতি শ্রুতেঃ! তথাগ্রহমিত্যেকবচনেন একপাত্রস্য মার্জনাপত্তৌ দশসংখ্যানাং মধ্যে কতমস্য মার্জ্জনং স্যাদিত্যনধ্যবসায়াদপ্রবৃত্ত্যাপত্তিরিত্যত্র জৈমিনিসূত্রম্ "সমত্বাদিতি" অসংস্কৃতেন পাত্রেণ যজ্ঞনিষেধাৎ সর্ব্বেষামেব মার্জ্জনমপেক্ষিতং তথাত্রাপ্যেকত্বমবিবক্ষিতম্। অত্রৈককর্ত্তৃ-কানেকাধিকরণকবাসস্যাবশ্যকত্বেন সমত্বং ন তু তত্ত্বদৃষ্ট্যা; ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যতদুভয়যোগেন ভেদাবগমকত্বাদিতি। "যত্তু গোলোকনাম স্যাত্তত্তু গোকুলবৈভবমি" ত্যত্র ব্যক্তীভবিষ্যত্যলং পল্লবিতেন॥১৪৫॥

নয়নদ্বারা পান করিতেছে, যাঁহার সমান বা অধিকরূপ আর কোথায় নাই যাহা ভূষণাদিদ্বারা সিদ্ধ নহে পরন্তু অনন্যসিদ্ধ বা স্বাভাবিক। অথচ যাহা প্রতিক্ষণে নূতন নূতন রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, যাহা যশঃ শোভা ও ঐশ্বর্য্যের একমাত্র চরম আশ্রয় এবং যাহা লক্ষ্মী আদির পক্ষেও দুর্লভ। ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং এই শ্লোকটি শ্রেষ্ঠব্যক্তির বাক্য হওয়ায় তাঁহার পরাবস্থতা আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে॥১৪৪॥

প্রকট লীলায় ব্রজে, মথুরায় ও দ্বারকায় এবং অপ্রকটলীলায় নিত্যই পরব্যোমস্থ গোলোক এই চারিস্থান যাঁহার বাস পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ আছে। সেই পারমৈশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যামৃতের অলৌকিক

নন্বু সিংহাস্য-রামাভ্যাং সাম্যমস্যাগতং স্ফুটম্। ইতি বিষ্ণুপুরাণীয়প্রক্রিয়াত্র বিলোক্যতে ॥১৪৬॥

তত্র মৈত্রেয়প্রশ্নঃ, চতুর্থেঽংশে (বিং পুং ৪।১৫।১—১০)—

"হিরণ্যকশিপুত্বে চ রাবণত্বে চ বিষ্ণুনা। অবাপ নিহতো ভোগানপ্রাপ্যানমরৈরপি।
নালভৎ তত্র চৈবেহ সাযুজ্যং স কথং পুনঃ। সম্প্রাপ্তঃ শিশুপালত্বে সাযুজ্যং শাশ্বতে হরৌ ॥১৪৭॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অত্র কশ্চিৎ শঙ্কতে, নন্বিতি। কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বমুক্ত্বাপি নৃসিংহাদিনা তস্য সাম্যং ব্রুবন্ উক্তবিস্মর্ত্তায়ং গ্রন্থকৃদিতি ভাবঃ। পরিহর্ত্তুমাহ, ইতীতি। ক্রমসোপানন্যায়েন কৃষ্ণযাথাত্ম্যারোহণান্নোক্তবিস্মর্ত্তৃত্বমিতি ভাবঃ ॥১৪৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ; পরাবস্থত্বাদিত্যর্থঃ। অত্র—পূর্ব্বপক্ষে ইতি—হেতোর্বিষ্ণুপুরাণীয়প্রক্রিয়া নতু ভাগবতীয়া তস্যা কল্পভেদপরত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥১৪৬॥

বারিধি অর্থাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যপরিপূর্ণ শ্রীদেবকী নন্দনের; দেবকীনন্দন শব্দটি এখানে শ্লিষ্ট অর্থাৎ দ্ব্যর্থবোধকরূপে কথিত হইয়াছে, সেই দেবকীনন্দনের পরিচয় অগ্রে বর্ণিত হইবে। নন্দসুত ও বসুদেব সুত উভয়ই শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ব্বত্র শ্রীনন্দনন্দনে কেবল নরলীলার বাহুল্য বশতঃ মাধুর্য্যাংশ বাহুল্যরূপে প্রকটিত। পরত্র শ্রীবসুদেব নন্দনে দেবলীলার বাহুল্য বশতঃ ঐশ্বর্য্যাংশ বাহুল্যরূপে প্রকটিত। বসুদেব নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যের দ্বারা আবৃত থাকায় অতীব রমণীয়। যেমন অতি স্বচ্ছ দর্পণাদি দ্বারা সমাবৃত চিত্র। আর নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের দ্বারা আবৃত থাকায় অতি সুখকর। যেমন রঙ্গপারদের দ্বারা সুসজ্জিত আধারস্থিত অতি স্বচ্ছ দর্পণতুল্য। অতএব উভয়লীলারই বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও মাধুর্য্যসংযুক্ত ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইল ॥১৪৫॥

শ্রীনৃসিংহ ও রামচন্দ্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সমতানিরাসার্থ বিষ্ণুপুরাণীয় প্রক্রিয়া।

এইস্থলে কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বয়ংরূপত্ব প্রতিপাদন করিয়া পুনরায় শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীরামচন্দ্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সমতা বর্ণন করায় প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-তত্ত্ব তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন ? এই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত বলিতেছেন—প্রাসাদে আরোহণ করিতে হইলে যেমন সমস্ত সোপানগুলিকে স্পর্শ করিতে হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের যথাযথ স্বরূপ বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ মহিমা বর্ণনে কোন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় নাই। আর যদিবল পূর্ব্বোক্ত পরাবস্থনির্ণায়ক শাস্ত্রবলে শ্রীনৃসিংহ ও রাঘবেন্দ্রর সহিত শ্রীকৃষ্ণের সমতা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, এই আশঙ্কা পরিহারার্থ এবং স্বপ্রতিজ্ঞা যাহাতে ব্যাহত নাহয় তজ্জন্য প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার বিষ্ণুপুরাণীয় প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন ॥১৪৬॥

শ্রীপরাশরোত্তরম্—

“দৈত্যেশ্বরস্য বধায়াখিললোকোৎপত্তিস্থিতিবিনাশ-কারিণা অপূর্ব্বতনুগ্রহণং কুর্ব্বতা নৃসিংহরূপমাবিষ্কৃতম্। তত্র হিরণ্যকশিপোর্বিষ্ণুরয়মিত্যেতৎ ন মনস্যভূৎ। নিরতিশয়-পুণ্যজাত-সমুদ্ভূতমেতৎ সত্ত্বমিতি রজোদ্রেক-প্রেরিতৈকাগ্রমতিস্তদ্ভাবনাযোগাৎ ততোহবাপ্তবধহৈতুকীং নিরতিশয়ামেবাখিলত্রৈলোক্যাধিক্যধারিণীং দশাননত্বে ভোগসম্পদমবাপ ॥১৪৮

নাতস্তস্মিন্ননাদিনিধনে পরব্রহ্মভূতে ভগবত্যনালম্বনীকৃতে মনসস্তল্লয়ম্ ॥১৪৯॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

হিরণ্যেতি। সাযুজ্যং—সহযোগং, নতু স্বরূপৈক্যং, সযুজো ভাবঃ সাযুজ্যমিতি ব্যুৎপত্তেঃ, “যো দক্ষিণে প্রমীয়তে পিতৃণামেব হি মহিমানং গত্বা চন্দ্রমসঃ সাযুজ্যং স্বলোকতামাপ্নোতি” (মং নাং উং ২৫।১) ইত্যাদিশ্রুতৌ তথৈব নির্ণয়াচ্চ। তথাচ হিরণ্যকশিপো রাবণস্য চ ভগবতা নিহতস্যাপি মোক্ষো মাভূৎ, শিশুপালস্য সতস্তেন নিহতস্য সোঽভূৎ, ইতি নৃসিংহাদিষু ত্রিষু কিং স্বরূপকৃতং গুণকৃতং বা কিঞ্চিৎ তারতম্যমস্তি ? ইতি বাচ্যমিত্যর্থঃ ॥১৪৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তত্র যদ্যপি শ্রীগ্রন্থকৃদ্ভির্ব্বৃত্তিঃ কৃতা তথাপি সুখবোধায় ক্বচিদ্বিতায়তে। বিষ্ণুনা হতঃ স জীবো নতু জয়ঃ অমরৈরপ্রাপ্যান্ ভোগনবাপ প্রাপ্তবান্ ॥ অত্র হিরণ্যকশিপুত্বে অত্র রাবণত্বে। যদ্বা ইহ হরৌ নৃসিংহে শ্রীরামে চ। তত্র হিরণ্যকশিপুত্বে রাবণত্বে চ ॥১৪৭॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে শ্রীপরাশর মুনির প্রতি মৈত্রেয় ঋষির প্রশ্ন—যে দৈত্য হিরণ্যকশিপু দেহে ও রাবণ দেহে শ্রীবিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া দেবগণের দুর্ল্লভ ভোগ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। সেই দৈত্য আবার শিশুপালদেহে কি করিয়া নিত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সাযুজ্য লাভ করিল ? এখানে সাযুজ্য অর্থে সংযোগ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু স্বরূপের সহিত ঐক্য এইরূপ অর্থ নহে। যেহেতু মহানারায়ণ শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি দক্ষিণায়ণে শরীর ত্যাগ করিয়া পিতৃযান প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তি পিতৃলোকে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা লাভ করিয়া চন্দ্রলোকে গমন করেন এবং চন্দ্রের সহিত সাযুজ্য লাভ করে অর্থাৎ চন্দ্রের সমতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু স্বয়ং চন্দ্র হয় না অর্থাৎ চন্দ্র সদৃশ দেবদেহ প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রলোকে বাস করেন শ্রুতিতে এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে। এইস্থলে বক্তব্য এই যে—হিরণ্যকশিপু ও রাবণ শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক নিহত হইলেও তাহাদের মোক্ষ হয় নাই, কিন্তু শিশুপালকে শ্রীকৃষ্ণ নিহত করিলে পর তাঁহার মুক্তি হইয়াছিল। কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাস্য ? শ্রীনৃসিংহ শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এইস্বরূপত্রয়ের মধ্যেই স্বরূপকৃত অথবা গুণকৃত কোন তারতম্য আছে কি ? তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন ॥১৪৭॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

স্বরূপভেদাভাবেঽপি গুণব্যক্তিকৃতং তদস্তীতি ভাবেনাহ, দৈত্যেতি। দৈত্যেশ্বরস্য হিরণ্যকশিপোঃ, বধায় কৃতে, ভগবতা নৃসিংহরূপম্, আবিষ্কৃতং—বৈদূর্য্যে রূপান্তরমিব স্বস্মিন্ স্থিতমেব প্রকটিতমিত্যর্থঃ। কীদৃশেন? ইত্যাহ, অপূর্ব্বা—পূর্ব্বমদৃষ্টা, যা তনুঃ—নৃহরিরূপা, তস্যাঃ, গ্রহণম্—আবিষ্কৃতমিত্যুক্তেঃ প্রাকট্যং কুর্ব্বতেতি॥ নন্বু কৃষ্ণস্যৈব নৃসিংহত্বাৎ তৎকরেণ হতস্যাপি কুতো ন মোক্ষঃ? তত্রাহ, তত্রেতি। বেবেষ্টি স্বরূপ-নাম গুণলাবণ্যেন ধ্যাতুর্হৃদয়মিতি বিষ্ণুঃ, তদ্ধীবিরহাৎ মোক্ষজনিকায়া অনুরঞ্জনশক্তেস্তস্মিন্‌রূপেঽনুদয়াৎ তদভাব ইত্যর্থঃ॥ তর্হি কিংবুদ্ধিস্তস্যাভূৎ? তত্রাহ, নিরতীতি। সত্বং—প্রাণিবিশেষঃ। কুতঃ সা বুদ্ধিস্তস্যাভূৎ? তত্রাহ, রজ ইতি—রজোগুণবিভ্রান্তত্বাদিত্যর্থঃ। কিন্তু নৃসিংহেতি তেজস্বিপ্রাণিত্বভাবনাযোগাৎ তৎকরেণ বধাচ্চ হেতোরুত্তরজন্মনি সুরদুর্ল্লভভোগসম্পৎ এব অভূদিত্যাহ, তদ্ভাবনেত্যাদিনা॥১৪৮॥

সর্ব্বোত্তমত্বনিশ্চয়েন অতিদ্বেষেণ বা বস্তুনি মনসো নিবেশঃ স্যাৎ, তদুভয়াভাবাদেব দৈত্যেশ্বরস্য নৃহরৌ মনোলয়ো নাভূৎ, যেন মোক্ষঃ স্যাদিত্যাহ, নাতস্তস্মিন্নিত্যাদিনা। তস্মিন্ ভগবতি—নৃহরৌ। কীদৃশি? ইত্যাহ, অনালম্বনীকৃতে—মনোনিবেশবিষয়তামপ্রাপ্তে ইত্যর্থঃ। মনসস্তল্লয়ং ন অবাপেতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ॥১৪৯॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

দৈত্যেশ্বরস্য হিরণ্যকশিপোঃ। আবিষ্কৃতং প্রকটিতং তস্য তদ্রূপত্বেন জনলোকাদৌ বিদ্যমানত্বাৎ তত্র নৃসিংহরূপে অয়ং বিষ্ণুরিতি মনস্যপি নাভূৎ তত্র কিম্বুদ্ধিরভূদিত্যাহ নিরতীতি; এতৎ সত্বং এষ প্রাণী নাস্ত্যতিশয়ো যেষাং তেষাং পুণ্যানাং জাতং—স্তূপস্তস্মাৎ সমুদ্ভূতম্। যদ্বা জায়তে যেন জাতামদৃষ্টবিশেষঃ। নিরতিশয়পুণ্যরূপাদদৃষ্টাদুদ্ভূতমিত্যর্থঃ। যদ্বা নিরতিশয়পুণ্যাজ্জাতং সমুদ্ভূতং জন্ম যস্য তৎ। নন্বু বেণবৎ কথমস্য নরকো নাভূদিত্যাহ ততোঽব্যাপ্তেতি; ততো নৃসিংহাৎ॥১৪৮॥

অতস্তস্মিন্নলয়ঃ। তস্মিন্ কীদৃশে অনাদিনিধনে আদ্যন্তশূন্য ইত্যর্থঃ॥১৪৯॥

শ্রীভগবৎ স্বরূপে কোন প্রকার ভেদ না থাকিলেও, গুণের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি অনুসারে তারতম্য ঘটিয়া থাকে, এই অভিপ্রায়ে শ্রীপরাশর বাক্যে তাহার উত্তর দিতেছেন—অখিল লোকের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কর্ত্তা শ্রীভগবান্ দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুর বধের নিমিত্ত অলৌকিক শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীনৃসিংহ মূর্ত্তির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যদিবল শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীনৃসিংহরূপ হওয়ায় সেই নৃসিংহের হস্তে নিহত হিরণ্যকশিপুর কেন মোক্ষ হইল না? তদুত্তরে বলিতেছেন—সেই সময় শ্রীনৃসিংহ দেবকে দর্শন করিয়া তাঁহার সেইরূপে হিরণ্যকশিপুর মনঃ আসক্ত হয় নাই, কারণ যিনি রূপমাধুরী, নামমাধুরী, গুণমাধুরী ও অসমোর্দ্ধ লাবণ্যের দ্বারা ধ্যানকারির মনকে আকর্ষণ করেন তিনি শ্রীবিষ্ণু। হিরণ্যকশিপু শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি সেই বিষ্ণুবুদ্ধির উদয় না হওয়ায় সেইকালে শ্রীনৃসিংহ স্বরূপে মোক্ষজনিকা মনোরঞ্জনা শক্তির কৃপা উদয় হয় নাই। তাঁহার প্রতি হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুবুদ্ধি না

দশাননত্বেঽপ্যনঙ্গপরাধীনতয়া জানকীসমাসক্তচেতসো দাশরথিরূপধারিণস্তদ্রূপ-দর্শনমেবাসীৎ। নায়মচ্যুত ইত্যাসক্তির্বিপদ্যতোঽন্তঃকরণে মানুষবুদ্ধিরেব কেবলম্ অস্যাভূৎ। পুনরপ্যচ্যুতবিনিপাতনমাত্রফলম্ অখিলভূমণ্ডলশ্লাঘ্যং চেদিরাজকুলে জন্ম অব্যাহতৈশ্বর্য্যং শিশুপালত্বে চাবাপ ॥১৫০॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ননু কৃষ্ণস্যৈব দাশরথিত্বাৎ তৎকরেণ হতস্যাপি মোক্ষঃ কুতো নাভূদিতি চেৎ ? তত্রাপি মোক্ষ-জনক-তচ্ছক্তেরনুদয়াৎ ন স ইত্যাহ, দশাননত্বেঽপীতি। অনঙ্গাধীনতয়া অতিমনোজ্ঞ-তরণীত্ববুদ্ধ্যা, নতু লক্ষ্মীত্ববুদ্ধ্যা, জানক্যাং সমাসক্তচেতসো দশাননস্য, দাশরথিরূপধারিণঃ কৃষ্ণস্য, তদ্রূপদর্শনমেবাসীৎ—পুণ্য-বশাদ্রাজকুলে লব্ধজন্মায়মিত্যবৈদিত্যর্থঃ। ন তু, অচ্যুতঃ—নিত্যস্বরূপগুণবিভূতিকঃ সর্ব্বোত্তমো বিষ্ণুরয়ম্ ইত্যাসক্তিস্তস্যান্তঃকরণেঽভূৎ, যেন মোক্ষঃ স্যাৎ। কীদৃশস্য ? ইত্যাহ, বিপদ্যতঃ—বিপদ্গ্রস্তস্যেত্যর্থঃ। কিন্তু কেবলা মানুষবুদ্ধিরেবোদৈৎ, তথাচ দাশরথিরূপেঽপি তচ্ছক্তেরনুদয়াৎ ন স ইতি ভাবঃ। যত্তু মন্দোদর্য্যাক্ষিপ্তস্য দশাননস্য তজ্জ্ঞানমুক্তং, তত্তু তদাভাসমাত্রমেব, তদাবেশানুদয়াৎ, ইতি বোধ্যম্। কিন্তু তদ্ধেতুকাৎ বধাৎ পরজন্মনি ভোগসম্পদেবাভূদিত্যাহ, পুনরপীতি। অচ্যুতঃ—দাশরথিঃ তেন যৎ, বিনিপাতনং—মরণং, তন্মাত্রস্য ফলম্, উৎকৃষ্টকুলে জন্ম ঐশ্বর্য্যঞ্চ মহদবাপেতি। আবৃতভগবদ্রূপদর্শনাৎ তেন মরণাচ্চ স্বর্গাদ্দিব্যসম্পদশ্চ প্রাপ্তিরিত্যাহ সূত্রকৃৎ—"ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্ম্মৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তিঃ।" (ব্র° সূ° ৩।৩।৫৩) ইতি। স্মৃতিশ্চ—"সামান্যদর্শনাল্লোকা মুক্তির্যোগ্যাত্মদর্শনাৎ।" (নারায়ণতন্ত্রে) ইতি। বিষ্ণুত্বেনাগ্রহণমেব তদ্রূপস্যাবৃতত্বং বোধ্যম্ ॥১৫০॥

হইয়া ইনি কোন নিরতিশয় পুণ্যজন্মা অতি তেজস্বী প্রাণি বিশেষ এইরূপ মাত্র মনে হইয়াছিল। যদিবল দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুর এইরূপ বুদ্ধির উদয় হইল কেন ? তদুত্তর—হিরণ্যকশিপু রজোগুণাধিক্য বশতঃ মৃত্যুকালে পরমেশ্বর শ্রীনৃসিংহদেবের রূপ চিন্তা করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু হিরণ্যকশিপু শ্রীনৃসিংহদেবকে তেজস্বি প্রাণিবিশেষ এইরূপ চিন্তা করিবার ফলে এবং তাঁহার হস্তে নিহত হওয়ায় পর জন্মে রাবণদেহ লাভ করতঃ ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভ নিরতিশয় ভোগ সম্পদ্ উপভোগ করিয়াছিলেন ॥১৪৮॥

এই জগতের মধ্যে মানবের মনঃ দুইটি বিষয়ের দ্বারা সাতিশয় আসক্ত হয়, এক সর্ব্বোত্তম বস্তু নির্ণয় করিয়া মনঃ তাহাতে অনুরক্ত হয়, অপর পরম শত্রুর প্রতি মনের প্রবল একাগ্রতা উৎপন্ন হয়। কিন্তু দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুর শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি মনোনিবেশের উক্ত কারণের সম্পূর্ণ অভাব-বশতঃ তাহার মনঃ শ্রীনৃসিংহে আসক্ত হয় নাই, শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশের ফলেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু হিরণ্যকশিপুর তাহা আদৌ হয় নাই, সুতরাং রজোগুণাধিক্যবশতঃ হিরণ্যকশিপু আদ্যন্তরহিত পরব্রহ্ম শ্রীনৃসিংহদেবকে মনোবৃত্তির বিষয় করিতে না পারায় তৎকালে তাঁহার মনঃ তাঁহাতে বিলীন হইতে পারে নাই ॥১৪৯॥

তত্র ত্বখিলানামেব ভগবন্নাম্নাং কারণান্যভবন্। ততশ্চ তৎ কারণকৃতানাং তেষামশেষাণামেবাচ্যুতনাম্নামনবরতানেকজন্মসম্বন্ধি-তদ্বিদ্বেষানুবন্ধিচিত্তো বিনিন্দনসন্তর্জ্জনাদিষূচ্চারণমকরোৎ। তচ্চ রূপমুৎফুল্ল-পদ্মদলা-মলাক্ষমত্যুজ্জ্বলপীতবস্ত্রধার্য্যমল-কিরীট-কেয়ূর-কটকোপ-শোভিতমুদার-পীবর চতুর্ব্বাহু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরমতি-প্ররূঢ়বৈরানুভাবাদটন-ভোজন স্নানাসন-শয়নাদিষ্বশেষাবস্থান্তরেষু নৈবাপযযাবস্থাত্মচেতসঃ ॥১৫১॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথ মোক্ষজনিকায়া মনোরঞ্জনশক্তেঃ স্বয়ংরূপে কৃষ্ণে সর্ব্বদাভিব্যক্তেস্তয়া মনসোঽভিনিবেশাৎ তৎকরেণ নিহতস্য তস্য মোক্ষোঽভূদিত্যাহ, তত্র ত্বিতি। মনোরঞ্জনা খলু নামমাধুর্য্যেণ স্বরূপমাধুর্য্যেণ চ স্যাৎ, তদুভয়ং কৃষ্ণে প্রব্যক্তমিত্যাহ, তত্র তু—কৃষ্ণে নিখিলানাং, ভগবতঃ—লক্ষ্মীপতেঃ, নাম্নাং প্রবৃত্তৌ, কারণানি—দৈত্যারিত্ব-পুণ্ডরীকাক্ষত্ব-শার্ঙ্গিত্ব-গরুড়বাহনত্বাদীনি, অভবন্। বাসুদেবাদিনাম্নাং তত্র প্রবৃত্তৌ বসুদেবজাতত্বাদীনি কারণানীতি নামমাধুর্য্যেণ তন্মনোরঞ্জনা তাবদভূৎ, ॥ ততশ্চ তৈর্না-মভির্বিষ্ণুরয়মিতি নিশ্চিত্য অনবরতানেকজন্মসম্বন্ধি-তদ্বিদ্বেষানুবন্ধিচিত্তঃ স শিশুপালঃ, তৎকারণকৃতানাং তদ্বাদীনাং হৃত্যানীতানাং তেষাং নাম্নাম্ উচ্চারণং নিন্দনাদিষ্বকরোৎ, ইতি বিদ্বেষাৎ কৃষ্ণে তস্মিন্ মনসো লয় উক্তঃ॥ অথ স্বরূপমাধুর্য্যেণ চ মনোরঞ্জনাভূদিত্যাহ, তচ্চ রূপমিত্যাদিনা। তৎরূপম্, অস্য শিশুপালস্য, আত্মচেতসঃ—কৃষ্ণনিখাতমনসঃ, নৈব অপযযৌ—অপগতং নাভূদিত্যর্থঃ। কুত্র কুত্র? ইত্যাহ, অটনেত্যাদি। কুতো হেতোরেবং? তত্রাহ, অতিপ্ররূঢ়েতি। স্ফুটার্থমন্যৎ ॥১৫১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অনঙ্গবশতয়া জানক্যাং সমাসক্তং চেতো যস্য তস্য রাবণস্য দাশরথিরূপধাবিণঃ শ্রীরামস্য তৎ-প্রসিদ্ধরূপদর্শনমাসীৎ, অয়ং রামোঽচ্যুত ইত্যাসক্তির্নাসীৎ অতো হেতোর্বিপদি মরণসময়েঽপি কেবলং অস্য মানুষবুদ্ধিরভূৎ। যদ্বা অতোঽস্মিন্ রামে। অথবা বিপদ্যতঃ বিপদঃ প্রাপ্নুবতোঽপি॥ ননু তর্হি কথমস্য তাদৃশৈশ্বর্য্যাদিকমিত্যাহ পুনরপীতি অচ্যুতাদেষ বিনিপাতো নাশস্তন্মাত্রমেব ফলং যস্য, তচ্চেদি-রাজকুলজন্ম ঐশ্বর্য্যঞ্চ শিশুপালত্বে অবাপেত্যন্বয়ঃ। ঐশ্বর্য্যং কীদৃশং অখিলভূমণ্ডলেষু শ্লাঘ্যম্। যদ্বা তাৎস্থ্যাৎ অখিলভূমণ্ডলজনৈঃ শ্লাঘ্যম্। যতোঽব্যাহতং পরৈর্ভেত্তুমশক্যম্। অথবা অচ্যুতেত্যাদিত্রয়ং দ্বয়োর্বিশেষণম্ ॥১৫০॥

যদিবল শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরামচন্দ্র, সুতরাং তাঁহার হস্তে নিহত রাবণের মুক্তি হইল না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রীরামচন্দ্র স্বরূপেও মোক্ষজনিকা মনোরঞ্জিকা শক্তির অভিব্যক্তি হয় নাই, তজ্জন্য তাঁহার মুক্তি হয় নাই,। কারণ রাবণদেহেও কামাকুলচিত্ততা নিবন্ধন মহালক্ষ্মী শ্রীজানকীদেবীতে লক্ষ্মী বুদ্ধি না করিয়া অতি মনোজ্ঞ তরুণী জ্ঞানে সাতিশয় আসক্ত হইয়াছিলেন এবং দাশরথি রূপ ধারণ করিয়া প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণের রূপ তিনি দর্শন মাত্রই করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি নিত্যস্বরূপ, গুণ ও ঐশ্বর্য্যাদিতে

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তত্র-কৃষ্ণে কারণানি নিমিত্তান্যভবন্নিতি তস্য সর্ব্বেষামংশিত্বেন কারণত্বাদিত্যর্থঃ। অতো হেতোঃ অচ্যুতনাম্নামুচ্চারণমকরোদিত্যন্বয়ঃ॥ ন কেবলং নামোচ্চারণমকরোৎ কিন্তু রূপাবলম্বনমপি জাতমিত্যাহ তচ্চেতি। তদ্রূপং অস্য—শিশুপালস্য আত্মচেতসঃ—অন্তঃকরণাৎ সকাশান্নাপযযৌ তত্ত্বপগতমেবেতি গলিতার্থঃ। অথবা অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তৎপ্রসিদ্ধং আত্মনঃ শিশুপালস্য চেতসঃ সকাশাৎ। যদ্বা আত্মনি পরমেশ্বরে চেতো যস্য তস্য॥১৫১॥

পরিপূর্ণ-সর্ব্বোত্তম শ্রীবিষ্ণু এই বুদ্ধি ছিল না, তবে কোন পূণ্যবলে ইনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ মনুষ্যবুদ্ধি হওয়ায় মুক্তি লাভ করেন নাই। অপর মরণকালে শ্রীরামে বিষ্ণুবুদ্ধি না হইয়া তাঁহার অন্তঃকরণে কেবল মনুষ্যবুদ্ধিই উদিত হইয়াছিল, ফলে শ্রীরাম স্বরূপেও মোক্ষ জনিকা মনোরঞ্জনা শক্তি অভিব্যক্ত হয় নাই। পুনর্ব্বার শ্রীরামহস্তে বিনিপাত অর্থাৎ মৃত্যুর ফলে পরজন্মে শিশুপালদেহে অখিল ভুমণ্ডলের প্রশংসনীয় চেদিরাজকুলে জন্ম এবং অপ্রতিহত ঐশ্বর্যলাভ করিয়াছিলেন। আবৃত ভগবৎ স্বরূপের দর্শনে এবং তাঁহার হস্তে মৃত্যুর ফলে উচ্চবংশে জন্ম এবং বিশাল ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীবেদব্যাসও ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন—প্রকটলীলায় যে সমস্ত মানুষ শ্রীভগবান্‌কে রাজা বা শ্রেষ্ঠ মানব ইত্যাদিরূপে দর্শন করে তাহারা সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় জন্মমৃত্যু লাভ করে না, তাহারা দেহান্তে স্বর্গাদি লোকে গমন করে এবং পুনর্জন্মে বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করে। স্মৃতিশাস্ত্রেও এইরূপ কথিত হইয়াছে যথা—শ্রীভগবৎ বিগ্রহের প্রতি রাজা বা মানব বুদ্ধিতে স্বর্গাদি লাভ হয়, পরন্তু শ্রীভগবদ্‌বুদ্ধি পূর্ব্বক পঞ্চবিধ ভাবের আরাধনায় মুক্তি পদ লাভ হইয়া থাকে। আবৃত ভগবৎ স্বরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে রাবণ শ্রীরামচন্দ্রকে ইনি শ্রীবিষ্ণু, এইরূপে গ্রহণ করিতে না পারায় ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে আবৃত স্বরূপ বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ শ্রীরামচন্দ্র অনাবৃত পরব্রহ্ম স্বরূপে পূর্ণ ভগবান্॥১৫০॥

অথ শ্রীনৃসিংহ এবং শ্রীরামচন্দ্রে তাদৃশী শক্তির অভিব্যক্তি ছিল না, যদ্দ্বারা নাম শুনিবা-মাত্রই সাধারণের তাঁহাতে বিষ্ণুবুদ্ধি এবং রূপদর্শনে চিত্ত আবিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে মোক্ষ জনিকা মনোরঞ্জণা শক্তি সর্ব্বদা পরিপূর্ণরূপে অভিব্যক্তি আছে, সেই শক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে মনের অভিনিবেশবশতঃ তথা শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হিরণ্যকশিপুর মোক্ষ হইয়াছিল। ভক্তের মনঃ সাধারণতঃ ভগবানের প্রতি দুই প্রকারে অনুরঞ্জিত হয়, এক স্বরূপমাধুর্য্যের দ্বারা অপর নামমাধুর্য্যের দ্বারা। অন্যান্য ভগবৎ স্বরূপ হইতে শ্রীকৃষ্ণে যে এই দুই শক্তি পরিপূর্ণরূপে অভিব্যক্ত এখানে তাহাই দেখাই-তেছেন—সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে নিখিল ভগবন্নাম প্রবৃত্তির কারণ বিদ্যমান্ থাকায় শিশুপাল দৈত্যারিত্ব, পুণ্ডরীকাক্ষত্ব, ও গরুড় বাহনত্বাদি বিষ্ণুলক্ষণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণুরূপে নিশ্চয় করিয়াছিল। কিন্তু বহুজন্ম সম্বন্ধি বিদ্বেষানুবন্ধিচিত্ত শিশুপালের হৃদয়ে কেবল সেই বিদ্বেষই বর্দ্ধিত হইয়াছিল অতএব শিশুপাল নিরন্তর বৈরানুবন্ধন বশতঃ নিন্দন তর্জ্জনাদিতেও সেই সকল প্রসিদ্ধ ভগবন্নাম উচ্চারণ করিত। সুতরাং

ততস্তমেবাক্রোশেষ্চ্চারয়ন্ তমেব হৃদয়েনাবধারয়ন্ আত্মবিনাশায় ভগবদস্ত-চক্রাংশুমালোজ্জ্বলম্ অক্ষয় তেজঃস্বরূপং পরমব্রহ্মভূতম্ অপগতদ্বেষাদিদোষো ভগবন্তমদ্রাক্ষীৎ ॥ তাবচ্চ ভগবচ্চক্রেণাশু ব্যাপাদিতস্তৎস্মরণদগ্ধাখিলাঘসঞ্চয়ো ভগবতা তেনান্তমুপনীতস্তস্মিন্নেব লয়মুপযযৌ। এতচ্চ তবাখিলং ময়াভিহিতম্। অয়ং হি ভগবান্ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিল-সুরাসুরাদি-দুর্ল্লভং ফলং প্রযচ্ছতি কিমুত-সম্যগ্ভক্তিমতাম্ ॥"১৫২॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

বিদ্বেষহেতুকেনাপি নামোচ্চারণেন স্বরূপধ্যানেন চ স্পর্শহননন্যায়েন দগ্ধদোষঃ চক্রসৎপ্রসঙ্গেন চ দর্শিতস্বরূপযাথাত্ম্যোপলব্ধপ্রেমা কৃষ্ণং যথাবদন্বভূদিত্যাহ, ততস্তমেবেত্যাদিনা। এবং সাধনসম্পত্তিমান্ কৃষ্ণেনৈবাপাকৃত-তদ্দেহঃ স্বসামীপ্যং নীত ইত্যাহ, তাবচ্চেত্যাদিনা। "অন্তঃ স্বরূপে নিকটে প্রান্তে নিশ্চয়-নাশয়োঃ।" ইতি হৈমঃ। লয়ং—সংশ্লেষম্ ॥ ইত্থঞ্চ ত্রয়াণাং নৃসিংহাদীনাং স্বরূপভেদাভাবেঽপি কৃষ্ণে স্বয়ংরূপে সর্ব্বদাভিব্যক্তসর্ব্বগুণে মোক্ষজনক—তচ্ছক্তেরভিব্যক্তেস্তয়া মনোরঞ্জনয়া তস্য মোক্ষোঽভূৎ, নৃসিংহাদিতদ্রূপদ্বয়ে তু তচ্ছক্তেরনভিব্যক্তেস্তেন নিহতস্যাপি তস্য ন মোক্ষ ইতি ত্বৎপৃষ্টং সর্ব্বমুক্তরিতং ময়েত্যাহ, এতচ্চ তবেতি ॥ ব্যঞ্জিতং স্ফুটয়তি, অয়ং হীতি। ভগবানিতি—নিত্যযোগেঽপ্যতিশায়নে মতুপ্, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভা° ১।৩।২৮) ইত্যুক্তেঃ, স্বয়ংরূপ ইত্যর্থঃ। ফলং—মোক্ষলক্ষণম্। সম্যগ্ভক্তিমতাস্তু মোক্ষে তদবশ্যতাতিশয় ইতি ভাবঃ। অত্র ভগবতি ভক্তিরেব কর্ত্তব্যতয়া মুনিনা বিবক্ষিতা, দ্বেষস্তু হেয়তয়ৈব বোধ্যঃ; "যোগিভির্দৃশ্যতে ভক্ত্যা নাভক্ত্যা দৃশ্যতে কচিৎ দ্রষ্টুং ন শক্যো রোষাচ্চ মৎসরাচ্চ জনার্দ্দনঃ ॥" ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডাচ্চ। তস্মাত্তেন মনোনিবেশ এব ফলকৃদিতি "তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ ॥" (ভা° ৭।১।৩১) ইতি শ্রীভাগবতে দেবর্ষিবাক্যাদেব ॥১৫২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কারবিরচিতা-রসিকরঙ্গদা

নন্বেষাং ধ্যানেনাপি রূপালম্বনং ভবতীত্যাহ তত ইতি। তং শ্রীকৃষ্ণমেব ভগবন্তমদ্রাক্ষীৎ আত্মনঃ স্বস্য শিশুপালস্য ইত্যর্থঃ। ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেনাস্তং ক্ষিপ্তং যচ্চক্রং তস্যাংশুমালয়া কিরণসমূহেন উজ্জ্বলং যথা স্যাত্তথা অদ্রাক্ষীৎ। যতোঽপগতদ্বেষাদিদোষ ইতি। তয়া তস্য দৃষ্টাবুজ্জ্বলায়াং সত্যামপগতঃ দ্বেষাদিদোষঃ সন্ দূরীকৃতমায়িকনিজাবরণং ভগবন্তমদ্রাক্ষীদিত্যর্থঃ ॥ অস্য ভগবতঃ স্মরণেন দগ্ধোঽখিলেষু

বদ্ধমূল শত্রুতার প্রভাবে গমন, ভোজন, স্নান, উপবেশন ও শয়নাদি বিভিন্ন অবস্থাতেও প্রস্ফুটিত পদ্মপত্র প্রতিম অমল লোচনযুগল, রমণীয় সাতিশয় উজ্জ্বল পীতবসনধারী, দেদীপ্যমান কিরিট, কেয়ূর ও বলয়দ্বারা সুশোভিত ও আয়ত চতুর্ভুজ ভূষিত, শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম দ্বারা অলঙ্কৃত, সেই শ্রীভগবদ্রূপ কিছুতেই শিশুপালের কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত হইতে অপগত হয় নাই। অতএব স্বরূপ মাধুর্য্যে শিশুপালের চিত্ত অভিরঞ্জিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপেই শিশুপালের চিত্ত বিলয় হইয়াছিল এবং মৃত্যুসময়েও অনাবৃত মাধুর্য্য-বিমণ্ডিত স্বরূপের দর্শনে শিশুপাল মুক্তি লাভ করিয়াছিল ॥১৫১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

জন্মসু যান্যঘানি তেষাং সঞ্চয়ঃ সমূহো যস্য তেন, অথবা তৎস্মরণেন দগ্ধঃ অখিলানাং পাতকাদীনামঘানাং পাপানাং সঞ্চয়ো যস্য। যদ্বা তদ্দ্বেষাদিনা জাতানাং অখিলানাং পাপানাং সঞ্চয়ঃ সম্যগর্জ্জনং যস্য তেন ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন অন্তং নাশমুপনীতঃ সন্। তস্মিন্—ভগবতি নতু তদ্বিভূতিরূপে ব্রহ্মণি ॥ অয়মেব ভবদ্ভিরুপাসনীয় ইতি কৈমুতিকন্যায়েনাহ অয়ং হীতি। অয়ং শ্রীকৃষ্ণাখ্যো ভগবান্ ॥১৫২॥

অনন্তর শত্রুতা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণ ও স্বরূপধ্যানের দ্বারা হিরণ্যকশিপু শিশুপালজন্মে স্পর্শহননন্যায়ে তাঁহার সমস্ত দোষ দগ্ধ হইয়াছিল। স্পর্শহননন্যায় অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে প্রহার করিতে হইলে তাহাকে যেমন স্পর্শ করিতে হইবে, তদ্রূপ শিশুপালের দৈত্যারি, গরুড়বাহন প্রভৃতি নামদ্বারা এবং অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য মণ্ডিত বিগ্রহ দর্শন করিয়া ইনি শ্রীবিষ্ণু এই ভাবোদয় হইয়াছিল এবং শিশুপাল বিষ্ণু-পার্ষদসুদর্শন চক্রের সংস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতঃ প্রেমলাভ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথ অনুভব করিয়াছিলেন। এইহেতু আক্রোশাদিতে বিদ্বেষ বশতঃ ভগবন্নামোচ্চরণ এবং সেইরূপের ধ্যান করিতে করিতে বিদ্বেষাদিজনিত অপরাধ রহিত শিশুপাল অন্ত সময়ে আত্মবিনাশের নিমিত্ত ভগবৎ কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত সুদর্শন চক্রের কিরণমালায় উজ্জ্বলীকৃত অক্ষয় তেজঃ স্বরূপ পরব্রহ্মভূত শ্রীকৃষ্ণাখ্য ভগবানকে দর্শন করিয়াছিলেন। এই প্রকার সাধন সম্পত্তিমান্ শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিপাতিত হইলে তাহার সেই দেহ তৃতীয়জন্মে শিশুপালরূপে জন্ম হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজনিকটে আনয়ন করিয়াছিলেন ইহাই এখানে বলিতেছেন—ভগবৎস্মরণ প্রভাবে যাঁহার সমস্ত কর্ম্মবন্ধ ভস্মীভূত হইয়াছে, সেই শিশুপাল তৎক্ষণাৎ ভগবৎ প্রেরিত সুদর্শন চক্রদ্বারা বিনষ্ট হইয়া তাঁহার সামীপ্য লাভ পূর্ব্বক তাঁহাতেই সাযুজ্য লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীপরাশর ঋষি বলিলেন হে মৈত্রেয়! এই প্রকার শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই স্বরূপত্রয়ের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন প্রকার ভেদ না থাকিলেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে সর্ব্বদা নিখিল গুণাবলী পরিপূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং মোক্ষজনিকা মনোরঞ্জনাশক্তির পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ হওয়ায় সেই শক্তিদ্বারা শিশুপালের মোক্ষ হইয়াছিল। সুতরাং শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীরামচন্দ্র এইস্বরূপদ্বয়ে সেই শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি না হওয়ায় শিশুপাল পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে হিরণ্যকশিপু ও রাবণদেহে তাঁহাদের হস্তে নিহত হইলেও মোক্ষলাভ করিতে পারেন নাই। অতএব তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ; সে সকল প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাকে বলিলাম। সুতরাং ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণাখ্য স্বয়ং ভগবানের এইরূপ অচিন্ত্য প্রভাব যে কোন ব্যক্তি যদি তাঁহাকে শত্রুভাবেও স্মরণ অথবা কীর্ত্তন করেন তাহা হইলে তিনি সেই ব্যক্তিকে সর্ব্বসুরাসুর দুর্ল্লভ পরমফল প্রদান করিয়া থাকেন। এখানে মর্ম্মার্থ এই যে শ্রীভগবানে সর্ব্বদা ভক্তি করাই কর্ত্তব্য, কখনও তাঁহার প্রতি বিদ্বেষাচরণ করা উচিত নয়, বিদ্বেষভাব সর্ব্বদাই পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ ভক্ত যোগীগণ ভক্তির সাধনায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু অভক্তগণ তাঁহার দর্শন পান না এবং ... দ্বেষ ও মৎসরতাবশতঃ কেহ তাঁহাকে দর্শন

নোক্তং পরাশরেণাত্র স্থিতৌ তৌ পার্ষদাবিতি। কিন্তূভয়োস্তয়োরাসীজ্জন্মত্রয়মিতীরিতম্ ॥
অতঃ সর্ব্বেষু কল্পেষু ন তৌ পার্ষদজৌ মতৌ। অন্যথা ন তয়োঃ পাতঃ প্রতিকল্পং সমঞ্জসঃ ॥১৫৩॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নন্বু জয়-বিজয়োর্বৈকুণ্ঠদ্বারপালয়োঃ সনকাদিশাপাৎ বৈকুণ্ঠাদ্‌বিভ্রংশঃ, তৃতীয়জন্মনি শ্রীকৃষ্ণেন নিহতয়োস্তয়োঃ শাপনিবৃত্তিপূর্ব্বক-স্বপদপ্রাপ্তির্নির্দ্দিষ্টা, ইতি তৃতীয়স্কন্ধানুসারেণৈব পরাশরোক্তের্ব্যাখ্যেয়ত্বাৎ কথমেতৎ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপতায়ামুদাহরণম্? তত্রাহ, নোক্তমিত্যাদি। অত্র—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে, তৌ পার্ষদৌ স্থিতাবিত্যনুক্তের্জন্মত্রয়মাত্রোক্তেশ্চ পরাশরেণাপি তৌ সর্ব্বেষু কল্পেষু পার্ষদজৌ ন মতৌ, অন্যথা প্রতিকল্পং তয়োঃ পর্ষদজত্বে তেন মতে বারংবারং বৈকুণ্ঠাৎ তৎপাতঃ সমঞ্জসো ন স্যাৎ। অয়মর্থঃ—কল্পাবতারাঃ খলু নৃসিংহাদয়ঃ প্রতিকল্পং চেৎ পার্ষদৌ তৌ বৈকুণ্ঠাদ্‌বিভ্রংশ্য তাভ্যাং সহ যুদ্ধলীলাং কুর্য্যুরিতি স্বীকার্য্যম্, তর্হি তদুক্তানি হরের্বাৎসল্যবাক্যানি বৈকুণ্ঠানাবৃত্তিবাক্যানি চ ব্যাকুপ্যেয়ুঃ, তস্মাৎ প্রতিকল্পমসুরৈরেব সহ যুদ্ধলীলা। তৃতীয়স্কন্ধে তু ভগবদিচ্ছয়ৈব বৈকুণ্ঠাৎ প্রপঞ্চে তয়োঃ সমাগমঃ কাদাচিৎকঃ। তদিচ্ছা তু, "ভগবাননুগাবাহ যাতং মা ভৈষ্টমস্তু শম্। ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোঽপি হন্তুং নেচ্ছে মতন্তু মে ॥" (ভাঃ ৩ ১৬।২৯) ইতি তদুক্তেঃ সাপি বন্দিগীতস্বামিবিক্রমদিদৃক্ষাসমুত্থয়া তয়োরিচ্ছয়ৈবাভূদিতি ব্যাখ্যাতারঃ। তদিচ্ছাধীনা তদিচ্ছা তু "স্বেচ্ছাময়স্য" (ভাঃ ১০।১৪।২) "ভক্তেচ্ছোপাত্তদেহায়" (ভাঃ ১৯ ২৭।১১) ইত্যাদিবাক্যেভ্যঃ। নন্বেবমনাবৃত্তিবাক্যব্যাকোপঃ? উচ্যতে—কর্ম্মকৃতা হ্যাবৃত্তির্দোষত্বায়, ন তু স্বেচ্ছাকৃতাপি। অন্যথা হরেরপি প্রপঞ্চেঽবতরতঃ সা শঙ্ক্যেত; ন চ অনাবৃত্তিবাক্যানি পরব্যোমবিষয়াণি, ন তু সত্যলোকগতবৈকুণ্ঠবিষয়াণি ইতি বাচ্যম্; "ততো বৈকুণ্ঠমগমদ্‌ভাস্বরং তমসঃ পরম্। যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্ন্যাসিনাং পরমা গতিঃ। শান্তানাং ন্যস্তদণ্ডানাং যতো নাবর্ত্ততে গতঃ ॥" (ভাঃ ১০ ৮৮।২৫—২৬) ইতি শ্রীদশমে তদ্‌গতাপ্যনাবৃত্তিকথনাৎ ॥১৫৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অত্র—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৌ পার্ষদৌ স্থিতাবিতি নোক্তম্ ॥ অতঃ—পরাশরবচনাৎ। অন্যথা তয়োঃ পার্ষদত্বে সতি প্রতিকল্পং—কল্পং কল্পং প্রতি। শ্রীভগবদ্‌যুযুৎসা চেত্তত্রত্যানাং নাগবলানাং ভক্তানাং বিদ্যমানত্বাত্তয়োঃ পাতো ন সমঞ্জসঃ। অন্যাবেব তাবসুরৌ নতু জয় বিজয়াবিতি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভোক্তেঃ ॥১৫৩॥

করিতে সমর্থ হয় না, পাদ্মোত্তরখণ্ডেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই শ্রীপরাশর ঋষির অভিপ্রায়। দ্বেষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ ইহাই মাত্র ফল। এই অভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে—যে কোন প্রকারে শ্রীকৃষ্ণে মনঃ সংযোগ কর, কিন্তু ইহাই ঋষিবরের হার্দ্দ নয়, পরন্তু শ্রীভগবানে ভক্তিবহন করাই একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং যাঁহারা ভক্তি সহকারে শ্রীভগবানের স্মরণ অথবা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা যে সুরাসুর গণের দুর্লভ ফলপ্রাপ্ত হইবেন এবিষয়ে আরকি বলিব ॥১৫২॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং শিশুপাল ও দন্তবক্র শাপভ্রষ্ট বিষ্ণুপার্ষদ জয় বিজয় নহেন।

যদি বল শ্রীবৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় বিজয়ের সনকাদি চতুঃসনের অভিশাপে বৈকুণ্ঠ হইতে অধঃপতন হইয়াছিল এবং তৃতীয়জন্মে শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়া তাঁহারা শাপমুক্ত হইয়া পুনরায় স্বপদবৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়েন এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রকার বাক্যের শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধানুসারে শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত শ্রীপরাশর বাক্যের ব্যাখ্যা করা উচিত, তাহা না করিয়া কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রমাণিত করিতেছেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—সেই দুই দৈত্য হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, শিশুপাল ও দন্তবক্র পূর্ব্বে যে বৈকুণ্ঠ পার্ষদ জয়বিজয় ছিলেন শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীপরাশর ঋষি এইরূপ বলেন নাই। বৈকুণ্ঠ পার্ষদ সেই জয়বিজয়ের তিনবার জন্ম হইয়াছিল, তিনি মাত্র এই কথাই বলিয়াছিলেন। সুতরাং জয়বিজয় নামক ভগবৎ পার্ষদদ্বয় যে সকল কল্পেই শাপবশতঃ অসুর হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা পরাশর মুনির অভিপ্রেত নয়। যদি তাহাই হইত তবে প্রতিকল্পেই ভগবৎ পার্ষদের পতন, একথা বড়ই অসঙ্গত। মর্ম্মার্থ এই যে কল্পাবতার বরাহ ও নৃসিংহ প্রভৃতি ভগবদবতারবৃন্দ প্রতি কল্পে অবতীর্ণ হয়েন এবং বৈকুণ্ঠ পার্ষদ জয়বিজয়ও প্রতিকল্পে বৈকুণ্ঠ হইতে অধঃপাতিত হইয়া শ্রীভগবদ্ অবতার বৃন্দের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ লীলা হউক? যদি ইঁহা স্বীকার করা হয় তাহা হইলে ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ জয়বিজয়কে যে আশ্বাস বাক্য বলিয়াছেন, অপর শ্রীবৈকুণ্ঠ পদ লাভ হইলে পুনরায় তাহা হইতে আর পতন হয় না, এই সকল বাক্যের বিরোধ ঘটে। সুতরাং প্রতিকল্পে ভগবৎ পার্ষদদ্বয়ের বৈকুণ্ঠ হইতে পতন হয় না, কিন্তু প্রতিকল্পে শ্রীভগবদবতার শ্রীবরাহাদির অন্যান্য অসুরগণের সহিত যুদ্ধলীলা সংঘটিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে—বৈকুণ্ঠ পার্ষদদ্বয় জয়বিজয়ের পতন শ্রীভগবদিচ্ছাতেই হইয়াছিল। তাহা আবার সব সময় নহে, কখনও কখনও হইয়া থাকে। সুতরাং বৈকুণ্ঠ হইতে তাঁহাদের প্রপঞ্চে জন্মগ্রহণ ইহা কোন বিশেষকল্পেই জানিতে হইবে এবং তাহা যে সম্পূর্ণ শ্রীভগবানের ইচ্ছা ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যথা—সনকাদি ঋষিগণ জয়বিজয়কে অভিশাপ দিলে শ্রীভগবান্ তথায় আসিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দেন। সনকাদি শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া নিজেদের দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করিলে শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমার পার্ষদদ্বয় আপনাদের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে, সুতরাং ইহাদিগকে দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। অনন্তর পার্ষদদ্বয়কে বলিলেন—হে জয়বিজয়! তোমরা ব্রহ্মশাপ অঙ্গীকার করতঃ মর্ত্ত্যলোকে গমন কর, তাহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে। আমি যদিও ব্রহ্মশাপ অন্যথা করিতে সমর্থ, তথাপি আমি তাহা করিব না। কারণ আমার ইচ্ছা শক্তি প্রেরিত হইয়া চতুঃসনরূপে তোমাদিগকে অভিশাপ দিয়াছে। অতএব চতুঃসন প্রদত্ত এই অভিশাপ ইহা আমারই অভিমত। এইস্থলে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যাকারের অভিমত—তাঁহারা বলেন জয়বিজয় বন্দীগণের মুখে স্বীয় প্রভুর মহাবিক্রম গুণরাজি শ্রবণ করিয়া তাহা দর্শনের অভিলাষে তাঁহাদের বাসনা জাগে। তাঁহাদের এই অভিলাষ পূর্ব্বেই স্বীয় প্রভুর হৃদয়ে অভিব্যক্ত হওয়ায় পরে সেবকের মনে উদয় হয়।

পরাশরেণ যদ্‌গদ্যং মৈত্রেয়ায়োত্তরীকৃতম্। শ্লোকীকৃত্য তদেবেদং সংক্ষেপেণ বিলিখ্যতে॥
নৃসিংহরূপং হরিণা যদাবিষ্কৃতমদ্ভুতম্। হিরণ্যকশিপোরস্মিন্ বিষ্ণুবুদ্ধির্ন নিশ্চিতা॥
কিন্ত্বেষ পুণ্যসম্পন্নঃ কোঽপীতি কৃতনিশ্চয়ঃ। রজ-উদ্রিক্ততা নুন্ন-মতিস্তদ্ভাবযোগতঃ॥
ততোঽবাপ্তবিনাশৈকহেতুকামখিলোত্তমাম্। অবাপ ভোগসম্পত্তিং রাবণত্বে সুদুর্ল্লভাম্॥
বিষ্ণুত্বানিশ্চয়ান্নাতিদ্বেষান্নাবেশসন্ততিঃ। তাং বিনা চ ভবেদ্দ্বেষো নরকায়ৈব বেণবৎ॥
কিন্ত্বস্য সম্পৎসম্প্রাপ্তিস্তৎকরেণ মৃতেঃ পরম্। এবমাহৈবশব্দেন তৎসাদ্‌গুণ্যমনুস্মরন্॥
আবেশাভাবতো দ্বেষানাশাচ্ছুদ্ধমপশ্যতঃ। প্রকটেঽপি পরব্রহ্মরূপে তত্রাস্য নো লয়ঃ॥১৫৪॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথ প্রত্যুত্তরগদ্যং কারিকাভির্ব্যাখ্যাতুমাহ, পরাশরেণেতি। মৈত্রেয়ায়েত্যাদি—প্রস্ফুটার্থম্॥ ততোঽবাপ্তেতি—নৃসিংহাদবাপ্তো যো বিনাশো বধস্তদ্ধেতুকামিত্যর্থঃ। সুদুর্ল্লভাং ভোগসম্পত্তিং রাবণত্বে, অবাপ—লেভে। তামিতি—আবেশসন্ততিং বিনা কেবলো বিদ্বেষো বেণরাজস্যেব নরকায়ৈব; "কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি।" (ভা° ৭।১।৩১) ইতি বচনাৎ; নতু কংসস্যেব মোক্ষায়েত্যর্থঃ॥ তৎকরেণ—নৃসিংহ-হস্তেন। এবশব্দেনেতি—"নিরতিশয়ামেবাখিল" ইত্যত্রোপাত্তেনেত্যর্থঃ॥ প্রকটেঽপীতি। পরব্রহ্মরূপে—নৃসিংহে, অস্য—হিরণ্যকশিপোঃ, লয়ঃ—সংশ্লেষঃ॥১৫৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

সুখসংগ্রহায় বিবৃণ্বন্নুপক্রমতে পরাশরেণেতি; তদেব ইদং গদ্যম্। "অপূর্ব্বেতাস্য বিবরণম্ অদ্ভুতমিতি। রজস উদ্রিক্ততয়া নুন্না প্রেরিতা মতির্যস্য। তদ্ভাবযোগতো রজোভাবযোগাৎ। "নিরতিশয়ামিত্যস্য বিবরণং সুদুর্ল্লভামিতি। অস্মিন্ ত্রৈলোক্যাধিক্যধারিণীমিত্যস্য বিবরণমখিলোত্তমামিতি। তাং—আবেশসন্ততিম্। নন্বু তর্হি কথমস্য তাদৃশী ভোগোৎপত্তিরিত্যাহ কিন্ত্বিতি। পরং—কেবলং, তৎকরেণ করণেন, মৃতের্মরণাদ্ধেতোঃ। "নিরতিশয়ামেবেত্যত্র এবশব্দেন তস্য বিষ্ণোঃ সাদ্‌গুণ্যমনুস্মরন্ শ্রীপরাশর এবং পূর্ব্বোক্তমাহ। আবেশস্যাসক্তেরভাবাৎ দোষস্য নাশাৎ শুদ্ধং ব্রহ্ম অপশ্যতোঽস্য তত্র নৃসিংহে প্রকটেন লয়ঃ, ন সাযুজ্যং; তত্র কীদৃশে পরব্রহ্মস্বরূপে সাকারব্রহ্মণি; স্বরূপে রূপপ্রত্যয়াৎ। অথবা পরব্রহ্মপরত্বে নাভিমতং ব্রহ্ম নিরাকারং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তদেব রূপমাভা যস্য॥১৫৪॥

এইহেতু তাঁহাদের এই অভিলাষ ভগবদিচ্ছার অধীন। যদিও শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছাময়, তথাপি স্বীয় ভক্তের ইচ্ছানুরূপ বিগ্রহ প্রকটিত করেন। যদি বল বেদান্তসূত্রে "অনাবৃত্তিশব্দাদনাবৃত্তিশব্দাৎ"। অর্থাৎ সাধক ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইলে পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করেন না, এই বাক্যের ব্যভিচার ঘটে? তদুত্তর—সকর্ম্মদোষ জনিত ভগবদ্ধাম হইতে পতন ইহা অনাবৃত্তি বাক্যের ব্যভিচার হয় বটে, কিন্তু শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বৈকুণ্ঠাদি হইতে প্রপঞ্চে জন্মগ্রহণ করিলে অনাবৃত্তি বাক্যের ব্যভিচার হয় না। যদি তাহাই হইত তবে শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে অবতরণকে অনাবৃত্তি বলিয়া এইরূপ আশঙ্কা করা হইত। আর যদি বল বেদান্ত

সূত্রে যে অনাবৃত্তি বাক্য অবগত হওয়া যায় তাহা পরব্রহ্মবিষয়ক, কিন্তু সত্যলোকের উপরিস্থিত রমা-প্রিয় বৈকুণ্ঠবিষয়ক নহে ? তদুত্তর—শ্রীমহাদেব যখন বৃকাসুরের ভয়ে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল এবং অন্যান্য দেবতা-গণও তাহার প্রতিকারের উপায় স্থির করিতে না পারিয়া মৌন রহিলেন, তখন মহাদেব প্রকৃতির পর জ্যোতির্ম্ময় বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। যেখানে হিংসারহিত শান্ত সন্ন্যাসিগণের সর্ব্বোত্তমা গতি শ্রীনারা-য়ণ সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত আছেন, যেখানে গমন করিলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না সেই বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া-ছিলেন। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের এই প্রমাণে সত্যলোকগত রমাপ্রিয় বৈকুণ্ঠ গমনকারিব্যক্তিও আর কোনদিন প্রপঞ্চে জন্ম গ্রহণ করেন না, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে অবগত হওয়া যায়। মর্ম্মার্থ এই যে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবানের রিরংসাবৃত্তির ন্যায় সিসৃক্ষা ও যুযুৎসাবৃত্তির বিষয় শাস্ত্রে দেখা যায়। তন্মধ্যে শ্রীভগবানের রিরংসা—পরাখ্যশক্তি বিলাসভূতা নিত্যা। ইহা সচ্চিদানন্দময় নিত্য পার্ষদবৃন্দের সহিত সচ্চিদানন্দময় লীলাতে নিত্যই অভিব্যক্তা। শ্রীভগবানের সিসৃক্ষা—মহাপ্রলয়ে নিঃশেষ অমুক্ত জীবগণের মোক্ষার্থ পুরুষাবতারকে দ্বার করিয়া সৃষ্টিসময়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অপর যুযুৎসাবৃত্তি—ক্রীড়াকৌতুকী শ্রীভগবানের কৌতুক নির্ব্বাহের নিমিত্ত কখনও কখনও প্রাদুর্ভূতা হন। যখন শ্রীভগ-বানে প্রতিকূলভাবাপন্ন প্রভূত পুণ্যকারি জীবনিচয় প্রপঞ্চে বিদ্যমান থাকেন, তখনই তিনি যোগ্যবল জীবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া কৌতুক নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাহার দৃষ্টান্ত বিষ্ণুপুরাণোক্ত হিরণ্য-কশিপু, রাবণ, শিশুপাল প্রভৃতি। কিন্তু যেকালে প্রপঞ্চে তাদৃশ যোগ্যবল পুণ্যকারি জীববৃন্দ বিদ্যমান না থাকেন, তখন শ্রীভগবান্ স্বধামস্থ পার্ষদবৃন্দকে শাপাদিচ্ছলে প্রতিকূলভাবাবিষ্ট অসুরাদিরূপে প্রপঞ্চে প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া যুযুৎসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকেন। এবং পার্ষদবৃন্দও তৎকালে প্রতিকূল ভাবাবিষ্ট হইয়া স্বীয় প্রভুর যুদ্ধলীলার সহায়ক হন। এই নিমিত্তই মূলে "অন্যথা ন তয়োঃ প্রতিকল্পং সমঞ্জসঃ"। অর্থাৎ প্রতিকল্পে বিষ্ণুপার্ষদদ্বয়ের ভগবদ্ধাম হইতে ব্রহ্মাণ্ডে পতন অতীব অসঙ্গত। বিষ্ণুপুরাণে যে অসুরগণের সহিত যুদ্ধলীলা, তাহা সাধারণকল্পের যোগ্যবল জীববৃন্দের সহিত শ্রীভগবানের যুদ্ধলীলা এবং শ্রীমদ্ভাগবতে কল্পবিশেষে ভগবৎপার্ষদবৃন্দের সহিত যে যুদ্ধ তাহাই বর্ণিত হইয়াছেন ॥১৫৩॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীপরাশর ঋষি মৈত্রের ঋষির প্রশ্নের যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে কারিকাদ্বারা তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলিতেছেন—শ্রীহরি যখন অদ্ভুত নৃসিংহরূপ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহাতে হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুবুদ্ধি হয় নাই, কিন্তু পুণ্যসম্পন্ন কোন প্রাণি বিশেষ এই প্রকার নিশ্চয় হইয়াছিল। উদ্রিক্ত রজঃ গুণের প্রভাবে বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হওয়ায় উহা একটি তেজস্বী প্রাণী বিশেষ এইরূপ ভাবনা বশতঃ মৃত্যুসময়ে শ্রীনৃসিংহের বিষ্ণু রূপের চিন্তা করিতে পারে নাই। সুতরাং সেই রজোভাব সংসর্গে কেবল শ্রীনৃসিংহ হস্তে মরণ জনিত রাবণদেহে সুদুর্ল্লভ ভোগ সম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। হিরণ্য কশিপুর শ্রীনৃসিংহদেবে বিষ্ণুরূপে নিশ্চয় না হওয়ায় এবং অতিশয় বিদ্বেষ না থাকায় শ্রীনৃসিংহে আবেশ সন্ততি অর্থাৎ আবেশ প্রবাহ জন্মিতে পারে নাই, সুতরাং আবেশ সন্ততি

রাবণত্বে মহাকাম-পরাধীনীকৃতাত্মনঃ।
তদ্বন্মনুষ্যধীরস্য শ্রীরামেঽভূন্মৃতাবপি ॥
অতোঽসৌ চেদিরাজত্বে পুনরাপোত্তমাং শ্রিয়ম্ ॥১৫৫॥

তত্র কৃষ্ণে সমস্তানামেব নাম্নাং রমাপতেঃ। কারণানি প্রবৃত্তেস্তু নিমিত্তান্যভবংস্তদা ॥
তেন নিশ্চিত্য তং বিষ্ণুং স্বস্য দ্বির্মরণং যতঃ। অতিদ্বেষান্মহাবেশাৎ তানি নামানি সর্ব্বশঃ।
জজল্প সততং শশ্বন্নিন্দা-সন্তর্জ্জনাদিষু। রূপঞ্চ তাদৃশং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুরেবেতি নিশ্চয়াৎ ॥
নামবৎ তচ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা চৈব সংস্মরন্। দগ্ধ-তদ্দ্বেষজাঘৌঘ ক্ষিপ্তে চক্রে চ তদ্রুচা ॥
অপেতদৈত্যভাবোঽন্তে তথা সংস্কৃতদৃষ্টিকঃ। তদা তূজ্জ্বলমদ্রাক্ষীৎ পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি ॥
তদৈব চক্রঘাতেন দৈত্যদেহে বিনাশিতে। তদেব ব্রহ্ম পরমমনুলীনত্বমাযযৌ ॥১৫৬॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

রামাবতারেঽপ্যেবমিত্যাহ, রাবণত্বে ইতি। তদ্বদিতি—হিরণ্যকশিপোর্যথা নৃসিংহে প্রাণিবিশেষ-বুদ্ধিস্তদ্বৎ, অস্য—রাবণস্য, শ্রীরামে মনুষ্যবিশেষবুদ্ধিরভূৎ অত ইতি শ্রীরামকরেণ মৃতের্হেতোরিত্যর্থঃ ॥১৫৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অস্য জীবস্য রাবণত্বেপি তদ্বৎ—হিরণ্যকশিপুবৎ। চেদিরাজত্বে—শিশুপালরূপত্বে তত্র—পরব্রহ্মণি ॥১৫৫॥

রহিত শ্রীভগবানে বিদ্বেষবুদ্ধি বেণরাজার ন্যায় নরকেরই কারণ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে—কামহেতু গোপীগণ, ভয়হেতু কংস, দ্বেষহেতু শিশুপালাদি, যাদবগণ সম্বন্ধবশতঃ এবং স্নেহবশত পাণ্ডবগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু এই পঞ্চবিধ ভাবুকের মধ্যে বেণরাজা কোন প্রকার ভাবুক হইয়া শ্রীভগবানের চিন্তা করে নাই, সুতরাং এই প্রকার আবেশরহিত বিদ্বেষ নরকের কারণ হইয়াছিল। কিন্তু কংস যেমন মোক্ষ লাভ করিয়াছিল, বেণ তদ্রূপ মোক্ষলাভ করে নাই, কারণ কংসের আবেশ অতীব গাঢ়তর ছিল। তবে রাবণজন্মে তাদৃশ দুর্ল্লভ ভোগসম্পত্তি লাভ হইয়াছিল, তাহা কেবল শ্রীনৃসিংহদেবের হস্তে মরণের ফল। শ্রীভগবানের এইরূপ হতারির প্রতি পুরুষার্থ প্রদানরূপ সদ্গুণরাশির স্মরণ করিয়া পরাশর মুনি গদ্যে এব শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীভগবানে চিত্ত আবিষ্ট না হইলে পরম পুরুষার্থের প্রতিবন্ধক দোষরাশি বিনষ্ট হয় না। আবার দোষরাশি বিনষ্ট না হইলে শ্রীভগবানের যথার্থ শুদ্ধস্বরূপ অনুভবের বিষয় হয় না। এইহেতু পরব্রহ্ম স্বরূপ শ্রীনৃসিংহদেব সম্মুখে প্রকট থাকিতেও হিরণ্যকশিপু সেই জন্মে তাঁহাতে সাযুজ্য লাভ করিতে পারে নাই ॥১৫৪॥

রাবণজন্মেও শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাহার যে মনুষ্যবুদ্ধি হইয়াছিল তাহা প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার নিজ কারিকা দ্বারা বর্ণন করিতেছেন—রাবণদেহেও মহাকামের অধীনতাবশতঃ তাহার চিত্ত জগজ্জননী জানকীতে আসক্ত হওয়ায় মৃত্যুসময়েও শ্রীরামচন্দ্রে হিরণ্যকশিপুর ন্যায় মনুষ্যবুদ্ধি হইয়াছিল। শ্রীরামহস্তে মৃত্যু হওয়ায় রাবণ শিশুপালজন্মে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বোত্তম ভোগসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল ॥১৫৫॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথ চৈদ্যস্য কৃষ্ণেন নিহতস্য সতো মোক্ষো যদভূৎ, তৎ খলু মোক্ষজনকানুরঞ্জনশক্তেস্তত্র সর্ব্বদাভিব্যক্তেস্তদ্ধেতুকমিত্যাহ, তত্র কৃষ্ণে সমস্তানামিত্যাদিনা। নামমহিম্না স্বরূপমহিম্না চ মনোরঞ্জনা স্যাৎ, তত্র নামমহিম্না তামাহ। রমাপতেঃ—বিষ্ণোঃ, সমস্তানাং নাম্নাং তত্র কৃষ্ণে প্রবৃত্তেঃ কারণান্যভবন্, তানি চ পুণ্ডরীকাক্ষত্বাদীন্যুচ্যন্তে। তেন—নামযোগেন, বিষ্ণুরয়ং মচ্ছত্রুরিতি নিশ্চয়াৎ স্বশত্রুধীবিজৃম্ভিতানি দ্বেষহেতুকাদ্দৈত্যাবেশাচ্চ নিন্দাদিষু নামানি জজল্প। অথ রূপমহিম্না তামাহ, রূপঞ্চেতি। তাদৃশম্—উৎফুল্ল-পদ্মদলামলাক্ষমিত্যাদ্যুক্তমিতার্থঃ। তাভ্যাঞ্চ নির্দ্দগ্ধবিদ্বেষ-তজ্জাতপাপরাশিঃ ততশ্চ চক্রসৎপ্রসঙ্গেন দৈত্যদেহবিনাশসমকালজাতসর্ব্বোত্তমতত্ত্বজ্ঞানঃ প্রেম্ণা, কৃষ্ণমনুলীনমভূৎ—অবাপ তৎসাযুজ্যম্, ইতি স্বয়ংরূপে কৃষ্ণে তচ্ছক্তেরাবির্ভাবাদধিকত্বমিতি ॥১৫৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

"কারণানীত্যস্য বিবৃতিঃ প্রবৃত্তের্নিমিত্তানীতি। তেন হেতুনা যতো বিষ্ণোঃ নিশ্চিত্য—নির্ণীয়। অতিদ্বেষাদ্ যো মহাবেশস্তস্মাদ্ধেতোঃ। নামবৎ নামানি যথা জজল্প তথা তদ্রূপ সংস্মরন্নিত্যেকাংশোপমা। যদুক্তং গ্রন্থদণ্ড্যাচার্য্যৈঃ—"যথা কথঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যং যত্রোদ্ভূতং প্রতীয়তে উপমা নাম সে"তি। দগ্ধস্তস্য দ্বেষাজ্জাতানি যানি অঘানি তেষামোঘঃ সমূহো যস্য সঃ। তস্য চক্রস্য রুচা কান্ত্যা অপেতো গতো দৈত্যভাবো দৈত্যত্বং যস্য সঃ। অন্তে মরণসময়ে। তদৈব তৎকাল এব। তয়ৈবেতি পাঠে তয়া সংস্কৃতিদৃষ্ট্যা ॥১৫৬॥

হিরণ্যাক্ষের শ্রীবরাহ হস্তে, হিরণ্যকশিপুর শ্রীনৃসিংহ হস্তে মৃত্যু হইলেও তাহারা মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই, পুনঃ রাবণ ও কুম্ভকর্ণের শ্রীরাম হস্তে মৃত্যু হইলেও মুক্তি লাভ হয় নাই। কিন্তু অনাবৃত স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে মোক্ষ জনিকা মনোরঞ্জিনী শক্তি সর্ব্বদা অভিব্যক্ত হওয়ায় শিশুপাল ও দন্তবক্র তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছিল। ইহাই স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বদা নামমহিমা, স্বরূপমহিমা, ও মনোরঞ্জনা শক্তিবিদ্যমান রহিয়াছে ইহা দেখাইতে গিয়া প্রথমে তাঁহার নাম মহিমা বর্ণনা করিতেছেন—রমাপতি শ্রীবিষ্ণুতে বাসুদেবাদি নাম প্রবৃত্তির যে সকল কারণ, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেও সেই সকল নামের কারণ বা প্রবৃত্তির হেতু বিদ্যমান্ থাকায় সেই নামের যোগহেতু এই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীবিষ্ণু ইনিই আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের শত্রু, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সাতিশয় বিদ্বেষজনিত আবেশে নিরন্তর নিন্দা ও তর্জ্জনাদিতে সেই সকল প্রসিদ্ধ ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিত। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ মহিমা প্রকাশে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ আদিরূপ দর্শনেও ইনি শ্রীবিষ্ণু এইরূপ নিশ্চয় হওয়ায় নামের ন্যায় সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পরমাবিষ্ট হইয়া প্রফুল্ল কমল নয়ন ইত্যাদি সেই সকল রূপ চিন্তা করিত। এইরূপ চিন্তাদ্বারা শিশুপালের ভগবৎ বিদ্বেষ জাত পাপরাশি দগ্ধ হইয়াছিল। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বিষ্ণু পার্ষদ সুদর্শন চক্ররূপ সৎসঙ্গ প্রভাবে শিশুপালের দৈত্যভাব বিনাশ

ইত্যুক্ত্বাপ্যত্র বক্যাদের্মোক্ষমপ্যর্ভলীলয়া। অমোক্ষং কালনেম্যাদেরন্যত্রাপীশচেষ্টয়া॥
মুনিঃ স্মৃত্বা পুনঃ প্রাখ্যৎ 'অয়ং হি ভগবান্' ইতি। হি প্রসিদ্ধম্ অয়ং কৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়মেব যৎ
প্রীণতাং দ্বিষতাং চাতশ্চেতাংস্যাকর্ষতি দ্রুতম্। তস্মাৎ কীর্ত্তিত ইত্যাদি মাহাত্ম্যং চিত্রমত্র ন॥
ইতি বিজ্ঞায় গন্থানাং হার্দ্দং সৌহার্দ্দতঃ স্ফুটম্। তস্মাৎ স এব কৈমুত্যাদ্ ভজনীয়তয়েষ্যতে ১৫৭

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ইত্যুক্ত্বাপীতি—স্বয়ংরূপে কৃষ্ণে মোক্ষজনক-মনোরঞ্জনশক্তেঃ সর্ব্বদাভিব্যক্তত্বাদ্ বিদ্বেষেণা-পত্যাবেশাৎ তস্য মোক্ষস্তৎকরেণ নিহতস্যাভূদিতি সূচয়িত্বাপীত্যর্থঃ। অথান্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং কৃষ্ণস্যৈ-বাসুরেভ্যো মোক্ষদাতৃত্বমনুভূয় তস্যৈব স্বয়ংরূপত্বমভ্যধাদিত্যাহ, অত্র বক্যাদেরিতি। অত্র—কৃষ্ণে, অর্ভলীলয়াপি বক্যাদের্মোক্ষম্, অন্যত্র—এতস্যৈব রূপান্তরে অজিতাদৌ, ঈশচেষ্টয়াপি নিহতস্য কালনে-ম্যাদেরমোক্ষঞ্চ স্মৃত্বা, পুনঃ, মুনিঃ—পরাশরঃ, প্রাখ্যৎ, অয়ং হীত্যাদি। হীতি—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাং ১।৩।২৮) ইত্যাদৌ খ্যাতমস্য স্বয়ং-ভগবত্ত্বম্। তস্যেয়ং শক্তির্যয়া প্রীণতামিব দ্বিষতামপি চেতাংস্যসৌ দ্রুতমাকর্ষতি। গন্থানাং, হার্দ্দম্—অভিপ্রায়ম্, সৌহার্দ্দাৎ বিজ্ঞায়, তস্মাৎ—গন্থানাং হার্দ্দাদেব হেতোঃ, সঃ—কৃষ্ণ এব, কৈমুত্যাদ্ভজনীয় ইষ্যতে, ইতি "কিমুত সম্যগ্ ভক্তিমতাম্" ইতি ব্যাখ্যাতম্! যঃ কৃষ্ণো বিদ্বেষেণাপি স্বাবিষ্টেভ্যো মোক্ষমপি দদাতি, স ভক্ত্যনুরক্তেভ্যস্তং দদাতীতি কিমুত বক্তব্যং, কিন্তু স্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং তদধীনং করোতীতি ভাবঃ॥১৫৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অত্র শ্রীকৃষ্ণাখ্যে পরব্রহ্মণি অর্ভলীলয়াপি বক্যাদীনাং মোক্ষম্ অন্যত্রঅন্যস্মিন্ পরব্রহ্মণি অজিতাদৌ ঈশচেষ্টয়াপি কালনেম্যাদেরমোক্ষঞ্চ স্মৃত্বা পুনর্মুনিঃ—শ্রীপরাশরঃ, অয়ং হি ভগবানিতি প্রাখ্যদিতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। তদেব ব্যাচষ্টে হীতি। স্বয়ং ভগবতি দ্বেষাদিনাপি মুক্তির্ন চিত্রা অন্যত্র তু ভজনাংশেনৈবেতি গম্যতে। যস্মাদত্র শ্রীকৃষ্ণে প্রীণতাং প্রীতিং কুর্ব্বতাং ভক্তানাং অত্র দ্বিষতাং দ্বেষং কুর্ব্বতাং শত্রূণাং চেতাংসি স্বয়মেব দ্রুতং শীঘ্রং যথাস্যাত্তথা কর্ষতি। যদ্বা দ্রুতং গলিতপ্রায়ং যথা স্যাৎ। তস্মাদত্র অস্মিন্ কৃষ্ণে কীর্ত্তিত ইত্যাদি মাহাত্ম্যং ন চিত্রং নাসম্ভব ইত্যর্থঃ। যদ্বা য আকর্ষতি অত্র তস্মিন্ অদসোঽপি তদর্থকত্বাৎ তস্মাৎ চিত্রাভাবাৎ হার্দ্দম্ অভিপ্রায়ম্॥১৫৭॥

হইয়াছিল। অনন্তর শিশুপালের দেহের বিনাশ সমকালে দিব্যজ্ঞান লাভ হওয়ায় স্বপ্রকাশক নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমের সহিত অনুভব করিয়াছিল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চক্রাঘাতে শিশুপালদেহ বিনষ্ট হইয়া পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণে মোক্ষজনিকা মনোরঞ্জিকা শক্তি সর্ব্বদা অনাবৃতরূপে অভিব্যক্ত হওয়ায় শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীরামচন্দ্র হইতেও তাঁহার মহিমাধিক্য প্রতি-পাদিত হইল॥১৫৬॥

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণে মোক্ষজনিকা মনোরঞ্জনা শক্তির সর্ব্বদা অভিব্যক্তি বশতঃ বিদ্বেষ জনিত

**অথাখিলানাং নাম্নাঞ্চ প্রবৃত্তৌ কারণং শৃণু। লক্ষ্মীশনামান্যেবাত্র প্রবৃত্তেহের্তুসাম্যতঃ॥
তথৈব হেতুভেদাচ্চ বর্ত্তন্তে যদুপুঙ্গবে। দৈত্যারিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শার্ঙ্গী গরুড়বাহনঃ॥
পীতাম্বরশ্চক্রপাণিঃ শ্রীবৎসাঙ্কশ্চতুর্ভুজঃ। ইত্যাদীন্যত্র নামানি প্রবৃত্তেহের্তুসাম্যতঃ॥১৫৮॥**

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

"তত্র ত্বখিলানামেব ভগবন্নাম্নাং কারণান্যভবন্" ইত্যনেন লক্ষ্মীশে নাম্নাং প্রবৃত্তের্যানি নিমিত্তানি, তানি চ কৃষ্ণেঽপ্যভবন্নিতি ব্যাচষ্টে, অথাখিলানামিত্যাদিনা। নিমিত্তসাম্যাৎ নিমিত্তভেদাচ্চ প্রবৃত্তির্দ্বিধা, তত্র নিমিত্তসাম্যাৎ প্রবৃত্তানি নামান্যাহ, দৈত্যারিরিত্যাদীনি॥১৫৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অত্র যদুপুঙ্গবে শ্রীকৃষ্ণে লক্ষ্মীশনামানি বর্ত্তন্তে; কুতঃ প্রবৃত্তেহের্তুসাম্যতঃ প্রবৃত্তেহের্তুভেদাচ্চ। প্রথমহেতুমাহ দৈত্যারিরিতি হেতুসাম্যত ইত্যন্তম্॥১৫৮॥

অতিশয় আবেশ দ্বারা তাঁহার হস্তে মৃত্যুলাভ করিয়া শিশুপাল মোক্ষলাভ করিয়াছিল এই প্রকার সূচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে অসুরগণকে মোক্ষ প্রদান করিয়াছেন এক্ষণে অন্বয় ব্যতিরেকে মুখে তাঁহার সেই মোক্ষ প্রদাতৃত্ব অনুভব করিয়া তাঁহাকেই স্বয়ং ভগবান্‌রূপে প্রতিপাদন করিতে গিয়া বলিতেছেন—এই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাচ্ছলে পুতনাদির মোক্ষ এবং ইঁহার অজিতাদি অন্যাবতারে ঐশ্বরিক চেষ্টাতেও কালনেমি প্রভৃতির মোক্ষের অভাব এইরূপ আলোচনা করিয়া পুনরায় পরাশর মুনি "অয়ং হি ভগবান্" ইত্যাদি পদ্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। গদ্যস্থ হি শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ। যেহেতু এই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ ভক্তিবিভাবিত ভক্তের চিত্ত দ্রুত আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ বিদ্বেষকারির চিত্তও দ্রুত আকর্ষণ করেন। সেইহেতু দ্বেষাদিকালেও শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন করিলে উত্তমাগতি লাভ করিবে ইত্যাদি মাহাত্ম্য তাঁহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এইরূপ নিরপেক্ষভাবে গদ্যের অভিপ্রায় সুস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। এই বাক্য অনুসারে শ্রীকৃষ্ণই কৈমুত্যন্যায়ে ভজনীয়রূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। অর্থাৎ যেই শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বেষ ভাবেও তাঁহাতে অবিষ্ট চিত্ত ব্যক্তিকে মোক্ষ প্রদান করেন, তিনি যে অনুরক্ত ভক্তদিগকে মোক্ষ প্রদান করিবেন, এবিষয়ে আর বলিবার কি আছে? অধিক কি তাঁহাদিগকে আত্মদান করিয়া তাঁহাদের অধীন হইয়া যান॥১৫৭॥

শ্রীকৃষ্ণে নিখিল ভগবন্নাম প্রবৃত্তির কারণ।

সেই শ্রীকৃষ্ণে বাসুদেবাদি সমস্ত ভগবন্নামের কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে ইহা দেখাইয়া এক্ষণে লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণে যেসকল নামের প্রবৃত্তি কারণ শ্রীকৃষ্ণেও সেই সকল নামের প্রবৃত্তি কারণ বর্ণন করিতেছেন—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণে ভগবন্নাম সকলের প্রবৃত্তির হেতু শ্রবণ কর। যে সকল নাম যে কারণে নারায়ণে প্রবৃত্ত, তন্মধ্যে কতিপয় নাম সেই কারণে এবং কতিপয় নাম অন্য কারণে শ্রীকৃষ্ণে

বসুদেবস্য পুত্রত্বাৎ বাসুদেবো নিগদ্যতে। মধুবংশে যতো জাতঃ কথ্যতে মাধবস্ততঃ॥

শ্রীহরিবংশেঽপি (হ° বং° ৬৩।৩৬)—

"স চ তেনৈব নাম্নাত্র কৃষ্ণো বৈ দামবন্ধনাৎ। গোষ্ঠে দামোদর ইতি গোপীভিঃ পরিগীয়তে॥"

অত্রৈব (হ° বং° ১৫৮।৩০—৩২)—

"অধোঽনেন শয়ানেন শকটান্তরচারিণা। রাক্ষসী নিহতা রৌদ্রী শকুনী বেশধারিণী॥
পূতনা নাম সা ঘোরা মহাকায়া মহাবলা। বিষদিগ্ধং স্তনং ক্ষুদ্রা প্রযচ্ছন্তী জনার্দ্দনে॥
দদৃশুর্নিহতাং তত্র রাক্ষসীং বনগোচরাঃ। পুনর্জাতোঽয়মিত্যাহুরুক্তস্তস্মাদধোক্ষজঃ॥" ইতি
এষোঽধঃ শকটস্যাক্ষে পুনর্জাতঃ ইবেত্যতঃ। অধোক্ষজ ইতি প্রাহুরিতি টীকাকৃতোদিতম্॥১৫৯॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নিমিত্তভেদাৎ কৃষ্ণে যানি প্রবৃত্তানি, তান্যাহ, বসুদেবস্যেত্যাদিনা দামোদরনাম্নঃ কৃষ্ণে প্রবৃত্তৌ নিমিত্তমাহ, স চ তেনেতি। তথা চ যশোদয়া দাম্না নিবদ্ধোদরত্বং দামোদরত্বমিতি। অধোক্ষজনাম্নঃ কৃষ্ণে প্রবৃত্তৌ নিমিত্তমাহ, অধোঽনেনেতি। শকটস্যাধঃ শয়ানেন, অনেন—কৃষ্ণেন, শকুনী—বকী, নিহতা। কীদৃশী? ইত্যাহ, বেশধারিণী—ধৃতধাত্রীবেশা। অনেন কীদৃশেন? ইত্যাহ শকটেতি—শকটস্যাধোবর্ত্তিনা, তত্র লঘুপর্য্যঙ্কে শায়িতেনেত্যর্থঃ। তথাচ অক্ষাধঃ পুনর্জাতত্বম্—অধোক্ষজত্বমিতি॥১৫৯॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কারবিরচিতা-রসিকরঙ্গদা

দ্বিতীয়হেতুমাহ বসুদেবস্যেতি হেতুভেদত ইত্যন্তম্। বাসুদেব ইতি "বৃষ্ণ্যন্ধক কুকুরেভ্যশ্চেতি টণা সিদ্ধঃ, নতু বসন্তি ভূতান্যত্র বাসুঃ স চাসৌ দেবশ্চেতি নির্দ্দেশরূপঃ, তথাত্বে হেতুসাম্যাপত্তিঃ স্যাৎ। মধোর্জাতো মাধবঃ, নতু মা লক্ষ্মীস্তস্যা ধব ইতিরূপঃ। দাম রজ্জুঃ উদরে যস্য নতু মাল্যোদরঃ। যস্মিন্ জনার্দ্দনে বিষম্রক্ষিতং স্তনং প্রযচ্ছন্তী অনেন তেন জনার্দ্দনেন অধঃ শয়ানেন পূতনা রাক্ষসী নিহতে-ত্যন্বয়ঃ। অধঃ সপ্তম্যন্তমব্যয়ম্। কীদৃশী শকুনীবেশধারিণী—যথেষ্টাচারিণ্যা বেশধারিণী। যদুক্তং "যথেষ্টাচারিণী নারী শকুনীত্যভিধীয়তে"। শকুনী পক্ষিণীতি কেচিৎ। অজোঽপি শকটস্যাধোঽক্ষে চক্রে পুনর্জাত ইবেত্যধোক্ষজ ইতি টীকাকৃতা শ্রীস্বামিনা উদিতমিত্যন্বয়ঃ॥১৫৯॥

প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রবৃত্তি আবার দ্বিবিধ, যথা নিমিত্তসাম্য ও নিমিত্তভেদ। তন্মধ্যে নিমিত্ত সাম্য বশতঃ প্রবৃত্ত নামাবলী বলিতেছেন যথা দৈত্যারি পুণ্ডরীকাক্ষ, শার্ঙ্গী গরুড়বাহন, পীতাম্বর, চক্রপাণি, শ্রীবৎসাঙ্ক ও চতুর্ভুজ প্রভৃতি নাম সকল তুল্যকারণে শ্রীনারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে॥১৫৮॥

তন্মধ্যে নিমিত্ত ভেদ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণে প্রবৃত্ত যে সকল নামাবলী তাহার বর্ণনা করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্রহেতু বাসুদেব নাম এবং মধুবংশে আবির্ভূত বলিয়া মাধব নামে কথিত হন। দামোদর নামের শ্রীকৃষ্ণে প্রবৃত্তির নিমিত্ত বলিতে গিয়া শ্রীহরিবংশোক্ত প্রমাণ উল্লেখ করিতেছেন—

তত্রৈব (হ° বং° ৭৫।৪৫)—

"অহং কিলেন্দ্রো দেবানাং ত্বং গবামিন্দ্রতাং গতঃ।
গোবিন্দ ইতি লোকাস্ত্বাং গাস্যন্তি ভুবি শাশ্বতম্ ॥

তত্রৈব (হ° বং° ৭৫।৪৬)—

"মমোপরি যথেন্দ্রস্ত্বং স্থাপিতো গোভিরীশ্বরঃ।
উপেন্দ্র ইতি কৃষ্ণ! ত্বাং গাস্যন্তি দিবি দেবতাঃ ॥"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (বি° পু° ৫।১৬।২৩)—

"যস্মাৎ ত্বয়ৈব দুষ্টাত্মা হতঃ কেশী জনার্দ্দন। তস্মাৎ কেশবনাম্না ত্বং লোকে জ্ঞেয়ো ভবিষ্যসি ॥"
ইত্যাদীন্যত্র নামানি প্রবৃত্তেহে র্তুভেদতঃ। এষাং প্রবৃত্তেহে র্তুত্বম্ অন্যদেব রমাপতৌ ॥১৬০॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

গোবিন্দনাম্নস্তদাহ, অহং কিলেতি। তথাচ, গবাং—কামধেনূনাম্ অধিপতিত্বং—গোবিন্দত্বমিতি। উপেন্দনাম্নস্তদাহ, মমোপরীতি। তথাচ ইন্দ্রাদধিকত্বম্—উপেন্দ্রত্বমিতি। কেশবনাম্নস্তদাহ, যস্মাদিতি—নারদোক্তিঃ। নিহতকেশিদানবত্বং কেশবত্বম্। ইতি নিমিত্তভেদৈঃ কৃষ্ণে প্রবৃত্তির্বাসুদেবাদিনাম্নাং দর্শিতা। এষাং লক্ষ্মীশে প্রবৃত্তৌ নিমিত্তং ভিন্নমেবেত্যাহ, এষামিতি। সর্ব্বহৃন্নিবাসিত্বং বাসুদেবত্বং, লক্ষ্মীপতিত্বং মাধবত্বং, কাঞ্চীশোভিতমধ্যত্বং দামোদরত্বম্, অধঃকৃতৈন্দ্রিয়কসুখত্বম্ অধোক্ষজত্বং, বেদবেদ্যত্বং গোবিন্দত্বম্, ইন্দ্রকনিষ্ঠত্বম্ উপেন্দ্রত্বং; কেশৌ ব্রহ্মরুদ্রৌ বয়তে বধ্নাতীতি কেশবত্বঞ্চেতি ॥১৬০॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ভুবি—স্থানমাত্রে; তেন স্বর্গে মর্ত্তে পাতালে চেত্যর্থঃ। "ভূঃ স্থানমাত্রে কথিতা ধরণ্যামপি যোষিতীতি মেদিনীকারোক্তেঃ। মম ইন্দ্রস্য উপরি যথা ত্বং গোভিরিন্দ্র ঈশ্বরঃ স্থাপিতঃ ইতি হেতোঃ উপেন্দ্র ইতি ত্বাং গাস্যন্তীত্যন্বয়ঃ। ইতি শব্দস্য কাকনয়নন্যায়েন দ্বাভ্যামন্বয়ঃ কার্য্যঃ। উপপদস্য উপর্য্যর্থতা "উপঃ স্যাদধিকার্থে চ হীনার্থাসন্নয়োরপীতি মেদিনীকারোক্তেঃ। ইন্দ্রপদমীশ্বরার্থকম্; ইদি

জননী শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণের উদরে দামবন্ধন করায় ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দামোদর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পুনরায় হরিবংশবাক্যে অধোক্ষজনামের শ্রীকৃষ্ণে প্রবৃত্তি বিষয়ে নিমিত্ত বলিতেছেন—শকটের অধোভাগে কোমল পর্য্যঙ্কে শায়িত শ্রীকৃষ্ণ সেই শকটের নিম্নভাগে শয়নাবস্থাতেই ধাত্রীবেশে যে তাঁহাকে বিষাক্ত স্তন দিতেছিল, সেই মহাকায়া মহাবলা দুষ্টচিত্তা ও ভয়ঙ্করী যথেচ্ছ বেশধারিণী পুতনা রাক্ষসীকে বিনাশ করিয়াছিল। বৃহদ্বনবাসি গোপগণ সেইস্থানে মৃতারাক্ষসীকে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, যেহেতু এই শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেন, এই হেতু ইঁহার অধোক্ষজ নাম হইল। এই শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ যেন শকটের অধঃস্থিত অঙ্কে অর্থাৎ চক্রে জন্মগ্রহণ করিলেন। এইহেতুও তাঁহাকে অধোক্ষজ বলা হয়, টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ এই প্রকার বলিয়াছেন ॥১৫৯॥

কিঞ্চাসুরাণাং দ্বিষতাং কৃষ্ণমপ্রাপ্য নান্যতঃ। কুতোঽপি মুক্তিরিত্যাখ্যৎ এবকারদ্বয়েন সঃ ॥

তথাহি শ্রীগীতাসু (গী° ১৬।১৯—২০)—

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভান্ আসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥"

মাং কৃষ্ণরূপিণং যাবন্নাপ্নুবন্তি মম দ্বিষঃ। তাবদেবাধমাং যোনিং প্রাপ্নুবন্তীতি হি স্ফুটম্ ॥১৬১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

পরমৈশ্বর্য্য ইতিধাত্বর্থত্বাৎ। যদ্বা যথা যথাবৎ। যদ্বা হে কৃষ্ণ ! দেবতাঃ উপেন্দ্র ইতি ত্বাং গাস্যন্তি কথং গাস্যন্তীত্যাহ যথা যতঃ; "যথাব্যয়ং যথার্থে চ হেতুদৃষ্টান্তয়োরপীতি সংসারাবর্ত্তঃ। উপেন্দ্রমিতি পাঠে ইতি হেতোঃ হে কৃষ্ণ ত্বামুপেন্দ্রং গাস্যন্তি। শ্রীনারদ আহ যস্মাদিতি। হে জনার্দ্দন! সবিসর্গপাঠে কেশিনো বিশেষণং জনানাং পীড়ক ইত্যর্থঃ ॥ এবাং বাসুদেবাদিনাম্নাং প্রবৃত্তের্হেতুত্বং অন্যদেব প্রকারান্তরমেব। তচ্চ বসন্তি ভূতান্যত্র ভূতেষু বা বসত্যসৌ দেবশ্চেতি বাসুদেবঃ। মা লক্ষ্মীস্তস্যা ধবঃ স্বামী মাধবঃ ॥ দাম-মাল্যমুদরে বক্ষসি যস্য স দামোদরঃ। অধোঽধোভূতং ন্যগ্ভূতমক্ষজমিন্দ্রিয়ং যস্য যস্মাদ্বা সোঽধোক্ষজঃ। গাং বাণীং বিন্দতি গোবিন্দঃ। যদ্বা গাং জলং সঙ্কর্ষণরূপেণ বিন্দতি। ইন্দ্রেভ্যঃ পরমৈশ্বর্য্যবদ্ভ্যো বাসুদেবাদিভ্যঃ উপ অধিকঃ উপেন্দ্রঃ। যদ্বা উপেন্দ্রনিষ্ঠাংশত্বাদুপেন্দ্রঃ। কশ্চ ঈশশ্চ তৌ বয়তে ব্যাপ্নোতীতি কেশবঃ ॥১৬০॥

সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গোবিন্দ নাম প্রবৃত্তির হেতু শ্রীহরিবংশোক্ত ইন্দ্রবাক্যদ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—আমি দেবগণের ইন্দ্র, আর তুমি কামধেনুবৃন্দের ইন্দ্র অর্থাৎ অধিপতি, এই নিমিত্ত ভূমণ্ডলে সকললোক তোমাকে চিরকালই গোবিন্দ বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। সেই হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের উপেন্দ্রনাম প্রবৃত্তির হেতু দেখাইতেছেন— হে কৃষ্ণ ! কামধেনুগণ যেমন তোমাকে আমার উপরে ইন্দ্ররূপে অর্থাৎ ঈশ্বররূপে স্থাপন করিলেন, সেইহেতু স্বর্গে দেবতাগণ তোমাকে উপেন্দ্র বলিয়া কীর্ত্তন করিবেন। শ্রীবিষ্ণু পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের কেশবনাম প্রবৃত্তির কারণ বলিতেছেন—নারদ বলিলেন—হে জনার্দ্দন ! দুষ্টাত্মা কেশি-দানবকে বধ করায় তুমি লোকে কেশব নামে অভিহিত হইবে। এই শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্বোক্ত নাম সকল নিমিত্ত ভেদ নিবন্ধন প্রবৃত্ত বাসুদেবাদি নাম দেখান হইল। কিন্তু লক্ষ্মীপতি নারায়ণে বাসুদেবাদি এই সকল নামের প্রবৃত্তির কারণ পৃথক্ অর্থাৎ অন্য প্রকার নিমিত্ত আছে। যথা সর্ব্ববিধ প্রানিতে যিনি অন্তর্য্যামিরূপে বাস করেন তিনি শ্রীবাসুদেব। মা—লক্ষ্মী, ধব-পতি অর্থাৎ যিনি লক্ষ্মীর পতি তিনি মাধব। কাঞ্চীদ্বারা যাঁহার মধ্যদেশ শোভিত তিনি দামোদর। যিনি ইন্দ্রিয় সুখকে অধঃকৃত করিয়াছেন তিনি অধোক্ষজ। যিনি বেদ লক্ষণা বাণী লাভ করিয়াছেন অথবা যিনি বেদবেদ্য অথবা যিনি বেদজ্ঞ তিনিই গোবিন্দ। যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিনি উপেন্দ্র। ক—ব্রহ্মা, ঈশ—রুদ্র অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবগণকে পরিচালিত করেন তিনি কেশব বলিয়া অভিহিত ॥১৬০॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

হতারিগতিদায়কত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বগমকং বৈষ্ণবাদাপাদিতং পুষ্ণন্নাহ, কিঞ্চেতি। অন্যতঃ—স্বস্যৈব রূপান্তরাৎ নৃসিংহাদেঃ। সঃ—শ্রীকৃষ্ণঃ। তদ্বাক্যমুদাহরতি তানিতি মামপ্রাপ্য—মৎকরেণ মরণমলব্ধ্বেত্যর্থঃ। তত্তদ্বাক্যং ব্যাখ্যাতি মামিতি—অগূঢ়ার্থম্ ॥১৬১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

শ্রীগ্রন্থকৃৎ ফলিতার্থমাহ কিঞ্চেতি। অন্যতো অন্যেভ্যঃ কুতঃ কেভ্যঃ। যথা অন্যেষু কস্মাৎ; এবকারদ্বয়েন তমেবাক্রোশেষূচ্চারয়ংস্তমেব হৃদয়েনাবধারয়ন্নিত্যেবকারদ্বয়ং তেন। স পরাশরঃ। অত্র শ্রীস্বামিগোস্বামিবিরচিতা সুবোধনীটীকা—"তেষাঞ্চ কদাচিদপ্যাসুরভাবপ্রচ্যুতির্ন ভবতীত্যাহ তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্। সংসারেষু জন্মমৃত্যুমার্গেষু তত্রাপ্যাসুরীষ্বেবাতিক্রূরাসু ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষু অজস্রমনবরতং ক্ষিপামি তেষাং পাপকর্ম্মণাং তাদৃশফলং দদামীত্যর্থঃ। তে চ মামপ্রাপ্যৈব ইত্যেবকারেণ মৎপ্রাপ্তিশঙ্কাপি কুতস্তেষাং মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং সন্মার্গমপ্রাপ্য ততোঽপ্যধমাং গতিং কৃমিকীটাদিগতিং যান্তীত্যুক্তং শেষং স্পষ্টমিত্যেষা। অস্যায়মাশয়ঃ তেষাং কালনেমিহিরণ্যকশিপ্বাদীনাং কদাচিৎ অজিতনৃসিংহাদিহস্তমরণাদপি আসুরভাবানামপি প্রচ্যুতির্নাস্তি কুতো মুক্তিরিত্যর্থঃ। দ্বিষতঃ দ্বেষং কুর্ব্বতঃ ভয়েন বৈরানুবন্ধেন বেতি ভাবঃ। হিরণ্যকশিপুহিরণ্যাক্ষয়োর্জয়বিজয়াবতারত্বং কল্পভেদবিষয়মঙ্গীকৃত্যাহ—ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষ্বিতি অন্যথা তয়োস্তত্তজ্জন্মনামনাপত্তিঃ স্যাৎ। তাদৃশয়োস্তয়োরপি হিরণ্যকশিপ্বাদিশরীরপ্রাপ্তেঃ প্রাগেব ব্যাঘ্রাদিজন্মতা মন্তব্যা; তত্তজ্জন্মনি তু শ্রীনৃসিংহাদীনাং হস্তমরণাদুত্তমভোগপ্রাপ্তেঃ শ্রীপরাশরেণোক্তত্বাৎ। নন্বীশ্বরহস্তমরণেন তেষাং কথমাসুরযোনিপ্রাপ্তিরিত্যাহ—তে চেতি। যাবন্মাং শ্রীকৃষ্ণং দ্বেষাদিনাপি ন প্রাপ্নুবন্তি ন বিষয়ীকুর্ব্বন্তি তাবদেব শ্রীবিষ্ণুত্বপ্রকারকজ্ঞানানুদয়াৎ সতাং মার্গমপি ন প্রাপ্নুবন্তি, কিমুত মুক্তিমিতি ভাবঃ। অথবা সন্মার্গং সদ্ভির্দর্শিতং দ্বেষাদিরূপং মার্গং প্রাপ্ত্যুপায়মুপৈত্যনেনেতি প্রাপ্ত্যুপায়সাধনমিত্যর্থঃ। যদুক্তং সপ্তমে—"কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্‌ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতা" ইতি। "গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ। সম্বন্ধাদ্‌বৃষ্ণয়ো যূয়ং স্নেহাদ্ভক্ত্যা বয়ং বিভো" ইতি চ। ননু বৈরানুবন্ধস্য প্রাপ্তিসাধনতা তিষ্ঠতু উত্তমাভক্ত্যাতিরিক্তভক্তেরপি শ্রৈষ্ঠ্যং শ্রীনারদেনাপি দর্শিতং যথা তত্রৈব—"যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্তস্তন্ময়তামিয়াৎ। ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতি"রিতি ॥ তদেবং বিশদ্য ব্যাচষ্টে মামিতি ॥১৬১॥

শ্রীকৃষ্ণের হতারিগতিদায়কত্ব বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণের হতারি গতিদায়কত্ব এবং স্বয়ংরূপত্ববোধক বিষ্ণুপুরাণাদিতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে গীতার বাক্য এখানে তাহা পোষক রূপে উদ্ধৃত হইতেছে—যথা ভগবদ্বিদ্বেষি অসুরগণ শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্যকোন নৃসিংহ আদি স্বরূপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। ইহা গীতার

তস্মাৎ ত্রয়াণামেবায়ং শ্রেষ্ঠ ইত্যত্র বিস্ময়ঃ। কো বা স্যাৎ ন তথা যস্মাৎ স্বভাবোঽন্যত্র দৃশ্যতে॥
অতো মন্বক্ষরমনোঃ কল্পে স্বায়ম্ভুবাগমে। পূজ্যন্তেঽস্যাবৃতিত্বেন রাম-সিংহাননাদয়ঃ॥১৬২॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নিগময়তি, তস্মাদিতি। ত্রয়াণাং—নৃসিংহাদীনাং মধ্যে, অয়ং—কৃষ্ণঃ এব, শ্রেষ্ঠঃ—অভিব্যক্ত-নিখিলশক্তিত্বেন বরীয়ান্, ইত্যত্র বিস্ময়ঃ কো বা স্যাৎ? ন কোঽপীত্যর্থঃ। যস্মাৎ, তথা স্বভাবঃ—হতারিগতিদাতৃত্বাদিলক্ষণঃ, ততোঽন্যত্র—নৃসিংহাদৌ, ন দৃশ্যতে॥ অত ইতি—কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বাদেব হেতোঃ, মন্বক্ষরমনো—চতুর্দ্দশাক্ষরস্য তন্মন্ত্রস্য, কল্পে ইত্যাদি—প্রকটার্থম্। "চত্বারো বাসুদেবাদ্যাঃ পূজ্যন্তে সহশক্তিকাঃ। পূর্ব্বাদিদিক্ষু ক্রমশো বিদিক্ষু পরমেশ্বরাঃ। শ্রীরাম-সিংহবদন-কূর্ম্মোপেন্দ্রা মহাদ্ভুতাঃ॥" ইতি তত্রত্যং বাক্যম্॥১৬২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ত্রয়াণাং নৃসিংহরামকৃষ্ণানাং মধ্যেঽয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠঃ ইত্যত্র কো বা বিস্ময়ঃ স্যান্ন কোঽপি বিস্ময় ইত্যর্থঃ। দর্শিতমেব হেতুমুপোদঘাটয়তি যস্মাদিতি। যস্মাৎ অন্যত্র—অন্যয়োর্ন্‌সিংহরাময়োঃ তথাস্বভাবঃ—শত্রুবিষয়কমুক্তিজনকীভূতবিষ্ণুত্বপ্রকারকজ্ঞানকারকত্বাদিরূপো নেত্যর্থঃ। প্রমাণান্তরমুত্থাপয়তি অতো মন্বন্তরেতি। মন্বন্তরমনোশ্চতুর্দ্দশাক্ষরমন্ত্রস্য। স্বায়ম্ভুবাগমে—শ্রীশিবোক্তে। অস্য—শ্রীকৃষ্ণস্য আবৃতিত্বেন—আবরণত্বেন। যদুক্তং—"চত্বারো বাসুদেবাদ্যাঃ পূজ্যন্তে সহ শক্তিকাঃ। পূর্ব্বাদিদিক্ষু ক্রমশো বিদিক্ষু পরমেশ্বরাঃ। শ্রীরামসিংহবদনকূর্ম্মোপেন্দ্রা মহাদ্ভুতা" ইতি॥১৬২॥

ষোড়শাধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবান্ "আসুরিষ্বেব" "মামপ্রাপ্যৈব" এই দুই এবকার দ্বারা উপদেশ করিয়াছেন। তথাহি শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতাবাক্যের উদাহরণ বলিতেছেন—আমার প্রতি দ্বেষকারী, ক্রূর ও অমঙ্গলস্বরূপ সেই নরাধমদিগকে আমি এই সংসারে নিরন্তর আসুরীযোনিতে নিক্ষেপ করি। হে কৌন্তেয়! আসুরিযোনি প্রাপ্ত সেই মূঢ়গণ প্রতিজন্মে আমাকে না পাইয়া অর্থাৎ আমার হস্তে মৃত্যু-বরণ করিতে না পারিয়াই উত্তরোত্তর অধমগতি প্রাপ্ত হয়। আমার শত্রুগণ যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণরূপী আমাকে প্রাপ্ত না হয়, সেইকাল পর্য্যন্ত অধমযোনি লাভ করিয়া থাকে, এই প্রকার অর্থই উক্ত গীতার শ্লোকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে॥১৬১॥

সম্প্রতি ফলিতার্থ বলিতেছেন—অতএব শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এই ত্রিবিধ ভগবৎ স্বরূপের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণে হতারি গতিদায়কত্বাদি নিখিলগুণের অভিব্যক্তি বশতঃ এই শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রেষ্ঠ এবিষয়ে বিস্ময় বা কি হইতে পারে? যেহেতু হতারিগতিদায়কত্বাদিস্বরূপগুণরূপ তাদৃশ স্বভাব শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য শ্রীনৃসিংহাদি অবতারে পরিদৃষ্ট হয় না। অতএব শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্বহেতু স্বায়ম্ভুবাগমে অর্থাৎ শিবোক্ত শিবাগমে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্রের বিধানস্থলে শ্রীরাম ও শ্রীনৃসিংহাদিকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবরণরূপে পূজার বিধান করিয়াছেন। ইহার প্রমাণে বলিতেছেন—নিখিল শক্তি বর্গের সহিত শ্রীবাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ

নন্বিদং শ্রূয়তে শাস্ত্রে মহাবারাহবাক্যতঃ ।

মহাবরাহে—

"সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ ॥
পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণা সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ ॥" ইতি॥

কিঞ্চ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

"মণির্যথা বিভাগেন নীল-পীতাদিভির্যুতঃ ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাৎ তথাচ্যুতঃ ॥" ইতি ।
তস্মাৎ কথং তারতম্যং তেষাং ব্যাখ্যায়তে ত্বয়া ॥১৬৩॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ননু "একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি" (গো° তা° পূ° ২°) ইত্যেকস্য কৃষ্ণস্য বহুত্বাৎ তস্য সম্পূর্ণত্বং সর্ব্বত্র সাম্প্রতং, ক্বচিদপূর্ণত্বন্তু ন শক্যং বক্তুং ক্ষোদাক্ষমত্বাদিতি কশ্চিৎ প্রত্যবতিষ্ঠতে, নন্বিত্যাদিনা। পূর্ব্বেষু রূপেষু পূর্ণত্বে প্রমাণং, সর্ব্বে নিত্যা ইতি । শাশ্বতাঃ—জগতি পুনঃপুনরাবির্ভাবিণঃ। দেহাস্তস্যেতি—অভেদেঽপি ষষ্ঠি 'চৈতন্যমাত্মনঃ স্বরূপম্' ইতিবদুপপদ্যতে। স্বরূপাভেদাদেব হানাদিরহিতাঃ। স্ফুটার্থমন্যৎ মণির্যথেতি। মণিরত্র বৈদূর্য্যং, তস্যৈব বহুরূপত্বাৎ. স যথা রূপান্তরং দধানোঽপি মণিমূনং ন বিধত্তে, তদ্বদিতি বোধ্যং তস্মাদিতি। তেষাং নৃসিংহাদীনাং তারতম্যমংশিত্বাংশত্বরূপম্ ॥১৬৩

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

মহাবারাহবাক্যতঃ পৃথিবীং প্রতীতি শেষঃ । শাস্ত্রে—শ্রীবরাহপুরাণাদৌ । হানোপাদানরহিতা—নাশজন্মরহিতাঃ। পরমানন্দসন্দোহাঃ পরমপূরকাঃ । জ্ঞানমাত্রাঃ—সাত্বতমতে জ্ঞানাশ্রয়াঃ অধিকরণবাচ্য এবৌণাদিকপ্রত্যয়াৎ। বেদান্তিমতে জ্ঞানস্বরূপা ইত্যর্থঃ। কেষাঞ্চিন্মতে জ্ঞানান্যেব মাত্রাণি জ্ঞাপকানি যেষামিতিজ্ঞানপদম্ নানার্থকং, মতস্য নানাত্বাৎ । এতৎপ্রকরণে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে চতুর্ব্বেদশিখাধৃতা শ্রুতিরুত্থাপিতা সা যথা—"বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মো-বরাহো-নৃসিংহো বামনো-রামো-রামোরামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধঃ কল্কিরহং শতধাঽহং সহস্রধাঽহমিতোঽহমনন্তোঽহং নৈবৈতে জায়ন্তে নৈষামনুজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এব হ্যেতে পূর্ণা অবতারাঃ অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দা ইত্যাদিকা। তমেব পূর্ব্বপক্ষং পৃচ্ছতি কিঞ্চেতি। মণির্বৈদূর্য্যং নীলাদিভির্গুণৈর্যুতঃ সন্ যথাবিভাগেনোপলক্ষিতো ভবতি। যদ্বা মণির্বিভাগেনোপলক্ষিতঃ সন্ নীলাদিভির্যুতো ভবতি; তথা ধ্যানচ্যুতিরহিতঃ। যদ্বা নাস্তি চ্যুতং ক্ষরণং ভক্তানাং যস্মাৎ সোঽচ্যুতঃ। যদুক্তং শ্রীকাশীখণ্ডে—"ন চ্যবন্তে হি মদ্ভক্তা মহতা

এবং শ্রীরাম শ্রীনৃসিংহ, কূর্ম্ম ও উপেন্দ্র প্রভৃতি পরমাশ্চর্য্য পরমেশ্বরগণ যথাক্রমে পূর্ব্বাদি চতুর্দিগ্‌, এবং ঈশানাদি চতুষ্কোণে আবরণরূপে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পুজা করিয়া থাকেন । শিবাগমে শিববাক্য হইতে এইরূপ অবগত হওয়া য়ায় ॥১৬২॥

অত্রোচ্যতে পরেশত্বাৎ পূর্ণা যদ্যপি তেঽখিলাঃ। তথাপ্যখিলশক্তীনাং প্রাকট্যং তত্র নো ভবেৎ॥
অংশত্বং নাম শক্তীনাং সদাল্পাংশপ্রকাশিতা। পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব নানাশক্তিপ্রকাশিতা॥১৬৪॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

সমাদধাতি, অত্রোচ্যতে ইত্যাদিনা। তেঽখিলা ইতি—বিলাসাঃ স্বাংশাশ্চ, স্বয়ংরূপবৎ পূর্ণা ইত্যর্থঃ। তত্রেতি—বিলাস-স্বাংশলক্ষণে তস্মিন্ ভগবতি। এতদুক্তং ভবতি—যথা "সর্ব্বে নিত্যাঃ" ইত্যাদি পূর্ণত্ববাক্যং, তথৈব "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ" (ভাঃ ১।৩।২৮) ইত্যাদ্যংশাংশিত্ববাক্যঞ্চাস্তি। পূর্ব্বং স্বরূপসৎসর্ব্বগুণকত্বাৎ সঙ্গতিমৎ, পরন্ত্বভিব্যক্তানভিব্যক্তসর্ব্বগুণকত্বাৎ তথা, ইতি ন কাচিৎ ক্ষতিঃ। অন্যথা পরং ব্যাকুপ্যেৎ। অথ বিলাসেষু স্বাংশেষু চ সর্ব্বেষাং গুণানাং স্বরূপেণ সত্ত্বাৎ তে কদাচিদাবিঃস্যুরিত্যুক্তা ব্যবস্থা ভজ্যেতেত্যাক্ষেপঃ স্যাৎ, তং নিরাকর্ত্তুমংশলক্ষণমাহ, অংশত্বং নামেতি। অংশশব্দেন তদেকা-ত্মরূপো গ্রাহ্যঃ, শ্রীকৃষ্ণো নারায়ণাদিভাবধরস্তত্তৎপ্রকরণপঠিতানেব গুণানাবিষ্কুর্য্যাৎ, ন তু স্বনিষ্ঠান্ সর্ব্বান্,

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কারবিরচিতা-রসিকরঙ্গদা

প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে মহদ্ভিঃ পরিগীয়তে" ইতি। তথাহি শ্রীমাধ্বভাষ্যম্—উপাসনাভেদাদ্দর্শনভেদ" ইতি। দৃষ্টান্তশ্চ যথৈকমেব পট্টবস্ত্রবিশেষপিচ্ছাবয়ব-বিশেষাদিদ্রব্যং নানাবর্ণ-ময়প্রধানৈকবর্ণমপি কুতশ্চিৎ স্থানবিশেষাদত্তচক্ষুষো জনস্য কেনাপি বর্ণবিশেষেণ প্রতিভাতীতি। অত্রা-খণ্ডপট্টবস্ত্রবিশেষাদিস্থানীয়ং নিজপ্রধানভাসান্তর্ভাবিততদ্রূপান্তর শ্রীকৃষ্ণরূপং তদ্বদ্বর্ণচ্ছবিস্থানীয়ানি রূপা-ন্তরাণীত্যবসেয়ম্। তস্মাৎ তাত্ত্বিকভেদাভাবাৎ, তেষাম্ অবতারাণাম্। তারতম্যম্ উৎকৃষ্টাপকৃষ্টত্বম্॥১৬৩॥

তত্ত্বতঃ শ্রীভগবানের সর্ব্ববিধ স্বরূপই পূর্ণ।

যদি বল তিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত হয়েন, শ্রীগোপাল তাপনীর এই প্রমাণে এক শ্রীকৃষ্ণের বহুরূপে প্রকাশ বশতঃ তাঁহার সমস্ত স্বরূপের সর্ব্বত্রই পূর্ণত্ব অবগত হওয়া যায়, সুতরাং বিচার অসহত্ব বশতঃ কোন স্বরূপের অপূর্ণত্ব বলা উচিত নয়। এই প্রকার যুক্তি তর্কদ্বারা কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—মহাবরাহপুরাণে ইহাই শ্রবণ করা যায় যে পরমাত্মা শ্রীহরির সর্ব্ববিধ বিগ্রহ নিত্য এবং পুনঃ পুনঃ প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়া থাকেন এবং প্রতিটি স্বরূপের কোন প্রকার ভেদ না থাকায় সেই সকল স্বরূপ জন্মবিনাশ রহিত। সুতরাং সেই বিগ্রহ সকল কখনই প্রকৃতির বিকার স্বরূপ নহে। তাঁহার সকল দেহই ঘনীভূত পরমানন্দ এবং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞানাশ্রয় ও সর্ব্ববিধ দোষ বর্জ্জিত এবং স্বরূপানুবন্ধি সর্ব্ববিধ গুণে বিভূষিত। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে ও এইরূপই বলিয়াছেন যথা—প্রভূত রূপবান্ বৈদূর্য্যমণি স্থানভেদে দর্শকের নেত্রে নীলপীতাদি বহুবর্ণ ধারণ করিলেও তাহার যেমন ন্যূনতা ঘটে না, তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীঅচ্যুত উপাসনা ভেদে একই স্বরূপ বিভিন্নাকারে প্রকাশ হইলেও তাঁহার স্বরূপের কোন লাঘবতা ঘটে না। অতএব তত্ত্বতঃ কোন ভেদ না থাকায় কি নিমিত্ত তুমি সেই শ্রীনৃসিংহাদি অবতার বৃন্দের মধ্যে অংশি অংশ এই তারতম্য ব্যাখ্যা করিতেছ? ॥১৬৩॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ইতি নোক্তব্যবস্থাভঙ্গঃ। তথা চ উভয়হেতুক-মনোরঞ্জনারূপ-হতারিমোক্ষদাতৃত্বং নৃসিংহাদিত্বে নাভিব্যঞ্জিতম্, ইতি ন তস্য তন্নিহতস্যাপি মোক্ষঃ। সর্ব্বেষু সর্ব্বশক্ত্যাবির্ভাবে স্বীকৃতে তু শাস্ত্রাবধারিতঃ সিদ্ধান্তো ব্যাকুপ্যেৎ। নারায়ণে নিখিলকৃষ্ণগুণাবির্ভাবে স্বীকৃতে তৎপত্ন্যাঃ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরজোবাঞ্ছা ভাগবতোক্তা, রঘুপতৌ তস্মিন্ স্বীকৃতে দৃষ্টরঘুপতীনাং মুনীনাং কৃষ্ণস্পৃহা পাদ্মোক্তা, ত্রিষু পুরুষেষু তস্মিন্ স্বীকৃতে তেষাং কৃষ্ণাংশতা চ ব্রহ্মসংহিতোক্তা, ন ঘটেত। এবং বাসুদেবে সঙ্কর্ষণস্য স্বধিষ্ণ্যত্বধীর্বহুসৎকৃতিশ্চ, রঘুপতৌ সৌমিত্র্যাদীনাং স্বামিত্ববুদ্ধিরতিভক্তিশ্চ তত্র তত্রোক্তা ব্যাকুপ্যেৎ। সদেতি। অতো জ্যেষ্ঠোঽপি বলদেবঃ "প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুঃ" (ভাঃ ১০।১৩।৩৭) ইত্যেবাবোচৎ। পূর্ণত্বমিতি—অংশিত্বমিত্যর্থঃ। তত্বকৃষ্ণস্যেচ্ছয়ৈব নানাশক্তিপ্রকাশিত্বমিত্যর্থঃ। তথা চ অংশিনা অংশো ব্যঙ্গ্যঃ, নতু অংশেন অংশী ইতি যথাযোগং ভাব্যম্। কৃষ্ণস্য সর্ব্বাংশিত্বাৎ তদ্ব্যঙ্গ্যাঃ সর্ব্বে, স তু নান্যব্যঙ্গ্যঃ ॥১৬৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

সিদ্ধান্তমাহ অত্রোচ্যত ইতি। তে—অবতারাঃ তত্র—তেষু অবতারেষু। অংশত্বং শক্তীনামল্পাংশপ্রকাশিতা শক্তিত্বেঽপি শক্ত্যল্পাংশপ্রকাশকত্বম্। পূর্ণত্বং—অংশিত্বম্। নানা—অনেকপ্রকারেণ শক্তিপ্রকাশকত্বম্। যদ্বা নানা নানাবিধা পূর্ণত্বাভিব্যঞ্জিকা যা শক্তিস্তৎপ্রকাশকত্বম্। যদ্বা নানাশক্তিরনেকাংশঃ শক্তীনামনেকাংশপ্রকাশকত্বমিত্যর্থঃ ॥১৬৪॥

প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন—যদিও পরমেশ্বরতা বশতঃ বিলাস, স্বাংশ প্রভৃতি সমস্ত অবতারই স্বয়ং রূপের তুল্য পূর্ণ, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য বিলাস স্বাংশ লক্ষণ সেই সেই ভগবৎ স্বরূপে বা অবতারে নিখিল শক্তির অভিব্যক্তি হয় না। এখানে সিদ্ধান্ত এই যে শ্রীহরির সর্ব্ববিধ স্বরূপই নিত্য এবং সর্ব্ববিধ বিগ্রহই জগতে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইলেও জন্মনাশ রহিত, কখনও প্রকৃতির বিকার স্বরূপ নহে এবং সকল দেহই ঘনীভূত পরমানন্দ চিদেকরস ও সর্ব্ববিধ গুণে পরিপূর্ণ সর্ব্বদোষ বর্জ্জিত ইত্যাদি শ্রীভগবানের সর্ব্ববিধ বিগ্রহের পূর্ণত্ব বোধক বাক্য। অপর অন্যান্য অবতারবৃন্দ পুরুষের কেহ অংশ কেহ বা কলা ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত বাক্য হইতে অংশি অংশ অবগত হওয়া যায়। "সর্ব্বে নিত্যাঃ" ইত্যাদি পূর্ব্ববাক্যে সকল ভগবৎ স্বরূপে সমস্ত গুণের বিদ্যমানতা বশতঃ সকলের সমত্ব সঙ্গতই হইয়াছে। অপর "এতে চাংশকলাঃ" ইত্যাদি পরবাক্যে অংশাংশি ব্যবহার ইহা গুণের অভিব্যক্তি এবং অনভিব্যক্তি বশতঃ হইয়া থাকে। কিন্তু সকল গুণ সকল ভগবদবতারেই বিদ্যমান থাকায় উহা সঙ্গতই হইয়াছে। অতএব এই অংশাংশি বিভাগে কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই। যদি ইহা স্বীকার করা না হয় তাহাহইলে "এতে চাংশকলাঃ" এই বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হইবে। আর যদি বল বিলাস ও স্বাংশে সমস্ত গুণের স্বরূপতঃ বিদ্যমান থাকায় তাহা কোন স্বরূপে পূর্ণ প্রকাশ ও কোন স্বরূপে অল্পপ্রকাশ এইরূপ ব্যবস্থা কিপ্রকারে যুক্তিযুক্ত হয়? ইহা নিরাকরণের নিমিত্ত প্রথমে অংশের

শক্তিরৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপা-তেজোমুখা গুণাঃ। শক্তের্ব্যক্তিস্তথাঽব্যক্তিস্তারতম্যস্য কারণম্॥
শক্তিঃ সমাপি পুর্য্যাদিদাহে দীপাগ্নিপুঞ্জয়োঃ। শীতাদ্যার্ত্তিক্ষয়েণাগ্নিপুঞ্জাদেব সুখং ভবেৎ॥
এবমেব গুণাদীনাম্ আবিষ্কারানুসারতঃ। ভবধ্বংসেন সৌখ্যং স্যাৎ ভক্তাদীনাং যথাযথম্॥১৬৫॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথ শক্তিশব্দাভিমতং স্ফুটয়তি, শক্তিরিতি। স্বেতরনিখিলস্বামিত্বম্ ঐশ্বর্য্যং সর্ব্বাবস্থাসু চারুত্বং, মাধুর্য্যম্, নির্নিমিত্তপরদুঃখপ্রহাণেচ্ছা কৃপা, কালমায়াদ্যভিভাবী প্রভাবস্তেজঃ, আদিনা সার্ব্বজ্ঞ্য-ভক্তবাৎসল্য

লক্ষণ বলিতেছেন যথা—যে স্বরূপে সর্ব্বদা শক্তি অল্প পরিমাণে প্রকাশ পাইয়া থাকেন তাঁহাকে অংশ বলা হয়। এই অংশ শব্দে তদেকাত্মরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীনারায়ণাদি ভাব গ্রহণ করেন তখন শ্রীনারায়ণের যে সমস্ত গুণ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে তিনি তাহাই আবিষ্কার করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ যাবতীয় গুণ প্রকাশ করেন না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিলাস, স্বাংশ প্রভৃতি ভেদে উক্ত ব্যবহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় নাই। যেমন হতারিগতিদায়কত্ব ও মনোরঞ্জনাদি গুণ শ্রীনৃসিংহ প্রভৃতি স্বরূপে বিদ্যমান থাকিলেও সেইস্বরূপে সেইগুণের আদৌ প্রকাশ হয় নাই সেইহেতু শ্রীরাম ও শ্রীনৃসিংহাদির হস্তে নিহত হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরগণের মোক্ষলাভ হয় নাই। আর যদি সকল স্বরূপে ও অবতারে নিখিল শক্তির অভিব্যক্তি স্বীকার করা হয়, তাহাহইলে শ্রীনারায়ণ বক্ষঃবিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলের রজঃ প্রাপ্তি লালসা, এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাক্যের বিরোধ হয়। অপর দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত গুণের স্বীকার করিলে শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া দণ্ডকারণ্যবাসি মুনিগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি লালসা, এই পাদ্মোক্ত বাক্যের বিরোধ হয়। অপর ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত কারণার্ণবশায়ী গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরাব্ধিশায়ী এই পুরুষত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত গুণের স্বীকার করিলে তাঁহারা যে শ্রীসঙ্কর্ষণাদির অংশ, ইহাতেও ব্রহ্মসংহিতা বাক্যের বিরোধ ঘটে। এই প্রকার শ্রীবাসুদেবের প্রতি শ্রীসঙ্কর্ষণের স্বাশ্রয়তা এবং বহুপ্রকার পূজ্যতাভাব এই বাক্যের বিরোধ হয় অপর শ্রীরামায়ণ বর্ণিত সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি শ্রীলক্ষ্মণ ও ভরতাদির প্রভুত্ববুদ্ধি এবং প্রভৃতভক্তি এবং নিজেকে দাস ভাবনা প্রভৃতির বিরোধ ঘটে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলায় স্বয়ং লক্ষ্মণ যখন অগ্রজ শ্রীবলদেব হইয়াছিলেন সেই কালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গোবৎস হৃত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—এই মায়া তো অন্য কাহারও নয়, ইহা আমার প্রভুর মায়া, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় প্রভু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত অংশ শব্দের পর্য্যালোচনা করিয়া সম্প্রতি পূর্ণ শব্দের অর্থে বলিতেছেন—যাঁহাতে স্বেচ্ছাক্রমেই নানাপ্রকার শক্তির প্রকাশ হয় অর্থাৎ যিনি সর্ব্বাবতারের অংশী তিনিই পূর্ণ। এই অংশী স্বরূপে স্বেচ্ছাপুর্ব্বক নানাপ্রকার শক্তি প্রকাশ করিবার সামর্থ্য বিদ্যমান। সুতরাং অংশির দ্বারা অংশের অভিব্যক্তি হয়, কিন্তু অংশের দ্বারা অংশির প্রকাশ হয় না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাংশী হেতু অন্যান্য সমস্ত অবতার তাঁহার দ্বারাই প্রকাশিত তিনিই স্বতঃসিদ্ধ স্বরাট অনন্যাপেক্ষ স্বয়ং তত্ত্ব জানিতে হইবে॥১৬৪॥

কিঞ্চ—

একত্বঞ্চ পৃথক্‌ত্বঞ্চ তথাংশত্বমুতাংশিতা। তস্মিন্নেকত্র নাযুক্তমচিন্ত্যানন্তশক্তিতঃ ॥

তত্রৈকত্বেঽপি পৃথক্‌প্রকাশিতা, যথা শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৬৯।২)—

"চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥" ইতি।

পৃথক্‌ত্বেঽপ্যেকরূপতাপত্তিঃ, যথা পাদ্মে—

"স দেবো বহুধা ভূত্বা নির্গুণঃ পুরুষোত্তমঃ। একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দ্দোষো হরিরাদিকৃৎ ॥"

একস্যৈব অংশাংশিত্বং বিরুদ্ধশক্তিত্বঞ্চ। যথা শ্রীদশমে (ভাঃ ১০ ৪০।৭)—

"যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥" ১৬৬ ॥ ইতি

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

তদ্বশ্যতাদয়ঃ। অংশাংশিবাক্যানাং নিষ্কর্ষমাহ শক্তেরিতি। তারতম্যস্য—অংশাংশিভাবস্য ॥ পূর্ণাৎ সুখাতিশয়ো লভ্যতে, ন ত্বংশাৎ তদ্রূপাদপীতি দৃষ্টান্তেনাহ, শক্তিরিতি। যদ্যপি পূর্য্যাদিদাহে দীপাগ্নিপুঞ্জয়োঃ শক্তিঃ সমা তথাপি শীতাদিহেতুকার্ত্তিক্ষয়েণ অগ্নিপুঞ্জাদেব অতিশয়িতং সুখং ন দীপাৎ। এবং নৃসিংহাদিস্বাংশস্য, তদংশিনঃ কৃষ্ণস্য চ, ভক্তাবিদ্যাবিধ্বংসনে দৈত্যসংহারে চ শক্তিঃ সমৈব ; কিন্তু নিত্যাবিভূ'ত-হতদৈত্যাদিমোক্ষদাতৃত্বাদিসর্ব্বগুণাৎ অগ্নিপুঞ্জোপমাৎ কৃষ্ণাদেব দৈত্যাদিভব-বিধ্বংসেন, সৌখ্যং—পরানন্দাপ্তিরূপং স্যাৎ ; নৃসিংহাদিতস্তু সুরদুর্ল্লভভোগপ্রাপ্তিরেব দৈত্যাদীনাং, ন তু ভবধ্বংস ইতি। ভক্তাদীনামিতি—আদিনা যোগিনাঞ্চ শ্রোতৃণামিতি ॥১৬৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ননু তর্হি শক্তিরেব কেত্যত আহ শক্তিরিতি। ঐশ্বর্য্যাদয়ো গুণাঃ শক্তিরুচ্যন্তে। তথা তেন রূপেণ ব্যক্তিস্তেন রূপেণাব্যক্তিশ্চ॥ ভজনীয়বিশেষে ভক্তসুখে বক্তব্যে নিদর্শনান্যাহ শক্তিরিতি। আর্ত্তিঃ—পীড়া ॥ আবিষ্কারানুসারতঃ প্রকাশানুসারেণ। সৌখ্যং সুখং স্বার্থে ষণ্। যথাযথং যথার্থম্ ॥১৬৫॥

শক্তিশব্দের অভিপ্রেতার্থ।

অনন্তর শক্তির অভিপ্রেতার্থ প্রকাশ করিতেছেন—নিজ ভিন্ন সর্ব্ববশীকারিত্ব ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বাবস্থায় মনোরমত্ব মাধুর্য্য, নির্হেতু পরদুঃখ বিনাশের ইচ্ছা কৃপা, কাল মায়া কর্ম্মাদিকে পরাভব করিবার সামর্থ্যতেজঃ, এবং সার্ব্বজ্ঞ্য ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি গুণকে শক্তি বলে। এক্ষণে অংশাংশি ভাবের সারার্থ প্রকাশে বলিতেছেন—অংশাংশিভাবের তারতম্যের কারণ শক্তির অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি। এই বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা সুস্পষ্ট করিতেছেন—যদিও পুরীনগরাদি দাহে দীপ ও অগ্নিপুঞ্জের শক্তিসমান তথাপি অগ্নিপুঞ্জ হইতেই শীতাদির আর্ত্তি নাশ জনিত অতিশয় সুখলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু দীপ হইতে সুখাতিশয় লাভ হয় না। তদ্রূপ শ্রীনৃসিংহাদি স্বাংশবর্গের ও তদংশি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের অবিদ্যা বিনাশে ও দৈত্যসংহারের শক্তি সমান হইলেও কিন্তু নিত্যাবিভূ'ত হতারিগতি—

কৌর্ম্মে চ—

"অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোহণুশ্চৈব সর্ব্বতঃ।
অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ
ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোহভিধীয়তে॥
তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন।
গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্ততঃ॥"১৬৭॥ ইতি।

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নন্বু কৃষ্ণে রুচিনির্ভরাৎ স্বয়ংরূপতাং প্রতিপাদয়সি, নৃসিংহাদৌ তু তদভাবাৎ স্বাংশতামিতি কথমিতি চেৎ ? তত্রাহ একত্বমিতি। যদি স্বরূপভেদমভ্যুপেত্য তথা তথা ব্রূয়াম্, তর্হি তবায়মাক্ষেপঃ স্যাৎ, ন চ তথাস্তীত্যচিন্ত্যশক্তিতস্তথা তথা ভাবস্তস্যৈকস্যৈব বাচনিক ইতি নাক্ষেপাবকাশঃ॥ "চিত্রম্" ইতি শুকোক্তিঃ। একঃ কৃষ্ণ একেন বপুষা যুগপদেব পৃথক্ পৃথক্ উদাবহদিত্যুক্তেরেকত্বে সত্যেব পৃথক্-প্রকাশিতা সিধ্যতি॥ স দেব ইতি। বহুধা ভূত্বা একীভূয়েত্যুক্তেঃ পৃথক্ত্বেঽপ্যেকরূপতা অচিন্ত্যশক্তিতঃ সিধ্যতি॥ "যজন্তি" ইত্যক্রূরোক্তিঃ একস্যৈব অংশাংশিত্বে উদাহরণম্। একমূর্ত্তিকমিতি—অংশিত্বং, বহুমূর্ত্তীতি—অংশত্বং, তবৈকস্যৈব সিধ্যতি॥১৬৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

সাঙ্কর্য্যনিরসিতুমাহ একত্বঞ্চেতি। তস্মিন্ একত্র একস্মিন্॥ শ্রীশুক আহ চিত্রমিতি। এতদ্বত অহো চিত্রং কিং তৎ এক এব শ্রীকৃষ্ণঃ দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রীর্যত্তুদাবহৎ পরিণীতবান্। নন্বু কিমত্রাশ্চর্য্যং তত্রাহ গৃহেম্বিতি। তৎ সংখ্যকেষু সর্ব্বেম্বিতি শেষঃ। ভবতু ততোঽপি কিং তত্রাহ পৃথক্ পৃথগেব স্থিত্বা পাণিগ্রহণাদিবিবাহবিধিং কৃতবান্। নন্বু ক্রমশ উদ্বাহে নাসম্ভবমেতৎ তত্রাহ যুগপদিতি। নন্বু যোগেশ্বরোঽপি যুগপন্নানাবপুংষি বিধায় তদ্বিধাতুং শক্নোতি কিমত্র যোগেশ্বরারাধ্যচরণানাং যুষ্মাকমপি চিত্রং তত্রাহ একেন বপুষেতি। তর্হি কিমনেন বাহ্বাদিকেন ব্যাপকেনৈকেন বপুষা তৎ কৃতবান্, নৈবং ; "আসাং মুহূর্ত্ত একস্মিন্নানাগারেষু যোষিতাম্। সবিধং জগৃহে পাণীননুরূপঃ স্বমায়য়েতি (ভা ৩৩৮) শ্রীমদুদ্ধবোক্তৌ তত্তদনুরূপতাপ্রসিদ্ধেঃ। ইত্যভিপ্রেত্য পূর্ব্বনৈকপদোপন্যাসেন পরিহরতি পৃথগিতি। একেন নরাকারেণৈব বপুষা পৃথক্ পৃথক্ত্বেন দৃশ্যমানস্তথা বিহিতবান্ তস্মাদেকমেব নরবপুর্যতো যুগপৎ

দায়কত্বাদি নিখিল গুণনিধান সর্ব্বশক্তিমান্ অগ্নি পুঞ্জোপম শ্রীকৃষ্ণ হইতে দৈত্যাদির সংসার নিবৃত্তি পূর্ব্বক পরমানন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আর শ্রীনৃসিংহাদি স্বাংশাবতার হইতে অসুরগণের দেবদুর্ল্লভ ভোগ সম্পত্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু সংসারনিবৃত্তি পূর্ব্বক পরমানন্দরূপ মোক্ষ লাভ হয় না। এইরূপ অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে এই প্রকারেই গুণাদির বা শক্তির প্রকাশানুসারে ভক্তগণের, যোগিগণের এবং শ্রোতৃগণের সংসার নিবৃত্তি পূর্ব্বক যথার্থ সুখ সম্পন্ন হইয়া থাকে॥১৬৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

সর্ব্বদেশং সর্ব্বক্রিয়াঞ্চ ব্যাপ্নোতি তস্মান্মহদেতদাশ্চর্য্যমিতি বাক্যার্থঃ। ইত্থমেব শ্রীপঞ্চমে—লোকালোকধিষ্ঠাতুঃ শ্রীভগবদদ্বিগ্রহস্য "তেষামিত্যাদিগদ্যোপদিষ্টস্য তাদৃশত্বং ব্যাখ্যাতং শ্রীস্বামিচরণৈঃ। "মহাবিভূতেঃ পারমৈশ্বর্য্যস্য পতিত্বাদেকয়ৈব মূর্ত্ত্যা সমন্তাদাস্ত ইতি।" "অথো মুহূর্ত্ত একস্মিন্নানাগারেষু তাঃ স্ত্রিয়ঃ। যথোপযেমে ভগবান্ তাবদ্রূপধরোঽব্যয়ঃ। (ভা ১০।৫৯।৪২) ইত্যত্রাপ্যতস্তাবদ্রূপধরত্বং নাম—যুগপত্তাবৎ প্রদেশপ্রকাশকত্বমেবেতি ব্যাখ্যেয়ং নতু নারায়ণাদিবদ্ভিন্নাকারা। যথোক্তম্—"অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা। সর্ব্বথা তৎ স্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে" ইতি। এষ এবান্যত্রাকারস্য প্রকাশস্য চ ভেদো মন্তব্যঃ। অন্যৎ শ্রীভগবৎসন্দর্ভে প্রকাশলক্ষণব্যাখ্যায়াঞ্চ দ্রষ্টব্যম্॥ বহুধা ভূত্বা বহুপ্রকারেণ দৃশ্যমানো ভূত্বেত্যর্থঃ। তথাহি শ্রুতৌ—একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানমিতি। মৎস্যস্মৃতৌ চ—"এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বব্যাপী ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়ত ইতি॥ শ্রীমদক্রূরঃ স্তৌতি যজন্তীতি। ত্বমেব প্রধানত্বেন বিদ্যন্তে যেষাং তে ত্বন্ময়াঃ বৈষ্ণবাঃ পঞ্চরাত্র্যাদিবিধিজ্ঞাঃ শ্রীবাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধভেদেন বহুমূর্ত্তিং শ্রীমহানারায়ণরূপেণৈকমূর্ত্তিঞ্চ ত্বামেব যজন্তি বিলাসবিলাসিনোরভেদাত্ত্বয্যেব তেষাং ভজনাদিকং পর্য্যবস্যতীত্যর্থঃ। ত্বমেব সর্ব্বং ত্বমেব সর্ব্বমিতি শ্রুতেঃ॥১৬৬॥

একই পরতত্ত্বে যুগপৎ একত্ব ও পৃথকত্ব, অংশত্ব ও অংশিত্ব।

যদি বল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তোমাদের সাতিশয় প্রীতিবশতঃ তাঁহাকে তোমরা স্বয়ং ভগবান্‌রূপে প্রতিপাদন করিতেছ, কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীনৃসিংহাদিরূপ গ্রহণ করিতেছেন সেই স্বরূপে তোমাদের প্রীতি নাথাকায় সেই সেই অবতারবৃন্দকে স্বাংশ বিলাসাদিরূপে প্রতিপাদন করিতেছ ইহা কি প্রকারে সঙ্গতি হইতে পারে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—একই পরতত্ত্বে অচিন্ত্য অনন্তশক্তির প্রভাবে যুগপৎ একত্ব, পৃথকত্ব, অংশত্ব অংশিত্ব ইহার কোনটিই অসম্ভব নহে। আর যদি আমরা শ্রীভগবদ্বিগ্রহ সকলের স্বরূপতঃ ভেদ স্বীকার করিয়া স্বয়ংরূপ ও স্বাংশরূপ এই প্রকার বলিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমার এই আক্ষেপ যুক্তিযুক্ত হইবে, কিন্তু আমরা সেই প্রকার স্বরূপগত ভেদ স্বীকার করি না, কারণ শ্রীভগবান্ অচিন্ত্যশক্তিবলে পূর্ণত্ব ও স্বাংশত্ব ভাব প্রকাশ করেন। সুতরাং একমাত্র স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই পূর্ণত্ব ও অংশত্বাদি বাক্য পরিপাটীমাত্র, অতএব আক্ষেপের কোন অবকাশ নাই। তন্মধ্যে একত্ব বিদ্যমানেও পৃথকত্বরূপে অভিব্যক্তি যথা শ্রীমদ্ভাগবতের দশমে শ্রীনারদের উক্তি—এ'বড়ই আশ্চর্য্য যে একই শ্রীকৃষ্ণ একই বিগ্রহে এককালে ষোড়শ সহস্র গৃহে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ষোড়শ সহস্র রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা একত্ববিদ্যমানেও পৃথকত্বরূপে প্রকাশ সিদ্ধ হইল। এক্ষণে পৃথকত্বেও একরূপতা যথা পদ্মপুরাণে—সেই নির্গুণ, নির্দোষ, আদিকর্ত্তা পুরুষোত্তমদেব শ্রীহরি বহুরূপে পরিদৃশ্যমান্ হইয়াও পুনর্ব্বার একরূপে শয়ন করেন। এই উক্তিদ্বারা পৃথকত্ব বিদ্যমানেও একরূপতা ইহাও অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ শ্রীভগবান তত্ত্বতঃ এক হইয়াও লীলার্থ অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে বহুরূপে

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

বিরুদ্ধশক্তিত্বমুদাহরতি, অস্থূলশ্চেতি সার্দ্ধদ্বাভ্যাম্। ভগবতঃ পরব্রহ্মণো বিজ্ঞানানন্দবস্তুত্ব-শ্রবণাৎ স্থূলত্বাণুত্বাভ্যাং জড়ধর্ম্মাভ্যাং স ভগবান্ বিরহিতঃ, তথাপি তাভ্যাং স্বরূপনিষ্ঠাভ্যাং বিশিষ্টঃ সোঽভিধীয়তে ; সহস্রশীর্ষত্ব-ত্রিবিক্রমত্বাবস্থায়াং স্থূলত্বস্য, জীবান্তর্যামিতাদশায়াম্ অণীয়স্ত্বস্য চ শ্রবণাৎ। তদ্বস্তুত্বশ্রবণাদেব বর্ণেন শ্যামত্বাদিনা বিরহিত ইত্যবর্ণঃ প্রোক্তঃ, "মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং" (গো° তা°, পু° ১°) "স মামৃষভো লোহিতাক্ষঃ" ইতি শ্রবণাৎ শ্যামো রক্তান্তলোচনশ্চ সোঽভিধীয়তে। কুত এবং ? তত্রাহ, ঐশ্বর্য্যেতি—অচিন্ত্যশক্তিসম্বন্ধাদিতার্থঃ। মিথো বিরুদ্ধাঃ, অর্থাঃ—গুণাঃ, যস্মিন্ সঃ॥ এবং তদ্‌যোগাদেব অনিত্যত্বমপি তত্র স্বীকার্য্যং ? তত্রাহ তথাপীতি। দোষাঃ—জন্মপরিণামাদয়ঃ। গুণা ইতি—তে চোক্তা এব ॥১৬৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অস্থূলঃ অপরিমেয়ত্বাৎ লিঙ্গত্রয়শূন্যত্বাদ্বা। ন অণুঃ সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ। স্থূলঃ কৃপয়া প্রপঞ্চ-গোচরত্বাৎ বিরাড়্‌রূপত্বাদ্বা। অণুঃ সর্ব্বজীবনিয়ন্তৃত্বেন বর্ত্তমানত্বাৎ। অবর্ণঃ প্রাকৃতবর্ণরহিতত্বাৎ। শ্যামঃ—শ্যামবর্ণো ভগবানিতি বিশেষ্যম্। পরমে পরাঃ তৎপরা মা গোপ্যাদয়ো লক্ষ্ম্যো যস্মিন্। যদ্বা পরা অন্যত্বেন পরিণতা মা মায়া যস্মিন্ মায়েতরে ভগবতীত্যর্থঃ। বিরুদ্ধা একাধিকরণবৃত্তিত্বেনাযোগ্যা অপি গুণাঃ সমহার্য্যাঃ সম্যক্‌তয়া যোজ্যাঃ ; অলৌকিকসিদ্ধের্ভূষণমেতন্ন দূষণমিতি ন্যায়াত্তর্কাগোচরত্বাচ্চ। তথাহি, অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ, প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণমিতি ॥১৬৭॥

পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। আবার একই শ্রীভগবানে অংশাংশি ও বিরুদ্ধ শক্তি যথা—শ্রীমদ্ভাগবতের দশমে অক্রূরের উক্তি—হে ভগবন্ তুমি বহু মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইলেও তত্ত্বতঃ একই মূর্ত্তি, অতএব উপাসক-গণ তোমাতে আবিষ্টচিত্ত হইয়া তোমাকেই পূজা করিয়া থাকেন ॥১৬৬॥

শ্রীভগবান পরস্পর বিরুদ্ধ অচিন্ত্য শক্তির আশ্রয়।

সম্প্রতি শ্রীভগবানে পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির সমবায় প্রদর্শিত হইতেছে যথা—শ্রীকূর্ম্মপুরাণে স্বয়ং ভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে বিজ্ঞানানন্দ বস্তু বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বতো-ভাবে অস্থূল হইয়াও স্থুল, অনণু হইয়াও অণু, কিন্তু স্থূল ও অণু প্রভৃতি যে জড়ধর্ম্ম, তাহা হইতে তিনি সম্পূর্ণ পৃথক্। তথাপি স্থূলত্ব ও অণুত্ব স্বরূপনিষ্ঠ ধর্ম্ম শ্রীভগবৎ স্বরূপে বিদ্যমান থাকায় তিনি স্থূলত্বাদি বিশিষ্টরূপে কথিত হয়েন। যেমন শ্রীভগবান্ সহস্রশীর্ষত্ব ও ত্রিবিক্রমত্ব অবস্থায় তিনি স্থূল বিগ্রহ। এবং জীবের অন্তর্য্যামি অবস্থায় তিনি অণুরূপে বিদ্যমান ইহা শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়। অপর তিনি অবস্তু বলিয়া অর্থাৎ উপনিষদ পুরুষ জাড্যধর্ম্ম রহিত বলিয়া শ্যামত্বাদি বর্ণ শূন্য অবর্ণ। কিন্তু স্বরূপগত ঘনশ্যামত্বাদি প্রভৃত চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট। এইহেতু অবর্ণ হইয়াও তাঁহাকে রক্তান্তলোচন ও শ্যামবর্ণ বলা হইয়াছে। যদি বল ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? তদুত্তর—অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে শ্রীভগবানে এইপ্রকার

শ্রীষষ্ঠস্কন্ধে চ মিথোবিরুদ্ধাচিন্ত্যশক্তিত্বং যথা গদ্যেষু (ভাং ৬।৯।৩৪—৩৭)—

"দুরববোধ ইবায়ং তব বিহারযোগো যদশরণোঽশরীর ইদমনবেক্ষিতাস্মৎসমবায় আত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি হরসি পাসি ॥১৬৮॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

বৃত্রাসুরাদতিভীতাঃ সুরাঃ স্বত্রাণায় হরিং স্তুবন্তি, দুরববোধ ইবেতি। অয়ং তব বিহারযোগঃ—ক্রীড়াসম্বন্ধঃ, দুরববোধ ইব—ত্বদচিন্ত্যশক্তিবেদিভিরচিন্ত্যতয়া সুবোধোঽপি তদন্যৈস্তার্কিকৈর্যুক্তোকবলে-দুর্ব্বোধ ইত্যর্থঃ। যৎত্বমগুণোঽতোঽশরীরোঽশরণোঽনবেক্ষিতাস্মৎসমবায়শ্চাবিক্রিয়মাণেনাত্মনা ইদং সগুণং বিশ্বং সৃজসীত্যাদি। সমবায়ঃ—সাহায্যম্। সগুণঃ খলু কুলালাদির্ধরাদিশরণঃ শরীরচেষ্টাবান্ দণ্ডচক্রাদি-সহায়ঃ সগুণং ঘটাদি সৃজতি, শ্রমাদিবিকারং লভমানশ্চ দৃশ্যতে; তদ্বিলক্ষণস্য বিশ্বং সৃজতস্তব তদ্বিহারো দুর্ব্বোধঃ। অত্র ত্রিশক্তিকো হরির্বিশ্বহেতুঃ, তত্র ক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিমতো বিশ্বাত্মনা পরিণামেঽপি তচ্ছক্তি-করূপাৎ অচ্যাবাৎ পরাখ্যশক্তিকস্য সঙ্কল্পেনৈব তাদৃশপরিণামে নিমিত্তত্বাৎ তব দুর্ব্বোধত্বং সুস্থম্ ॥১৬৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অত্র ভাবার্থদীপিকা।- ননু কেবলানুভবস্বরূপত্বে মম সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বং কথং তত্রাহুঃ দুরববোধ ইব তবায়ং বিহারযোগঃ—ক্রীড়োপায়ঃ। যদযস্মাদশরণো নিরাশ্রয়ঃ ইদং বিশ্বং অনবেক্ষিতোঽস্মাকং সমবায়ঃ সাহায্যং যেন সঃ। দুর্জ্ঞেয়ত্বান্তরমাহুঃ "অথ তত্রেতি। যথেহ দেবদত্তো গৃহাদি নির্ম্মায় তত্র স্বকৃতশুভা-শুভয়োঃ ফলমুপাদত্তে, এবং ভগবান্ ব্রহ্মস্বরূপো জীবরূপেণ গুণবিসর্গে সংসারে পতিতঃ সন্নুপাদদাতি

পরস্পর বিরুদ্ধ গুণের পরস্পর সম্মিলন সম্ভব হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ এইপ্রকার বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া তাঁহার অনিত্যত্বাদি দোষ স্বীকার করা হউক? তদুত্তর—সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরে অনিত্যত্বাদি অর্থাৎ জন্মপরিণামাদি কোনরূপ দোষের অবতারণা হইতে পারে না। সুতরাং অস্থূলত্ব ও স্থূলত্ব, ব্যাপকত্ব ও মধ্যমত্বাদি বিরুদ্ধগুণ একাধারে অযোগ্য হইলেও তাঁহাতে এই সকল বিরুদ্ধগুণের সম্মিলন অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে সম্যক্‌রূপে যোজনা করিতে হইবে ॥১৬৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের গদ্যের দ্বারা শ্রীভগবানের পরস্পর বিরুদ্ধ অচিন্ত্য শক্তির সমর্থনে বৃত্রাসুরের ভয়ে অতিশয় ভীত যে দেবগণ, তাঁহারা নিজেদের পরিত্রাণের নিমিত্ত শ্রীহরিকে স্তুতি করি-তেছেন তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিয়াছেন—হে ভগবন্ তোমার এই বিহারযোগ অর্থাৎ ক্রীড়া সম্বন্ধ, তোমার অচিন্ত্যশক্তিবেত্তা মহাজনের পক্ষে অচিন্ত্যরূপে সুবোধ হইলেও অন্যতার্কিক যুক্তিবাদিগণের পক্ষে দুর্বোধের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেহেতু তুমি নির্গুণ, অতএব শরীর রহিত, আশ্রয় শূন্য, ও অদৃষ্ট হইয়া দেবগণ আমাদিগের কোন প্রকার সাহার্য্য অপেক্ষা না করিয়া অবিক্রিয় নিজ স্বরূপদ্বারাই সগুণ এই বিশ্বের সৃষ্টী, স্থিতি এবং প্রলয় করিয়া থাক। গদ্যস্থ সগুণ শব্দে ... বলিতেছেন—যুবা বৃদ্ধাদি গুণবান্

অথ তত্র ভবান্ কিং দেবদত্তবদিহ গুণবিসর্গপতিতঃ পারতন্ত্র্যেণ স্বকৃত-কুশলাকুশলং ফলমুপাদদাতি? আহোস্বিদাত্মারাম উপশমশীলঃ সমঞ্জসদর্শন উদাস্তে? ইতি হ বাব ন বিদামঃ ॥১৬৯॥

ন হি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যপরিগণিতগুণগণে ঈশ্বরে অনবগাহ্যমাহাত্ম্যেঽর্ব্বাচীন-বিকল্প-বিতর্ক-বিচার-প্রমাণাভাসকুতর্কশাস্ত্রকলিতান্তঃকরণাশয়দুরবগ্রহ-বাদিনাং বিবাদানবসরে ॥ ১৭০ ॥

উপরতসমস্তমায়াময়ে কেবল এবাত্মমায়ামন্তর্দ্ধায় কো ন্বর্থো দুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ সমবিষমমতীনাং মতমনুসরসি যথা রজ্জুখণ্ডঃ সর্পাদিধিয়াম্ ॥১৭১॥ ইতি।

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

বিশ্বং পাসীত্যুক্তং, তৎপালকত্বমপি দুর্ব্বোধমিত্যাহ, অথেতি। তত্র ভবানিতি-পূজার্থম্। দেবদত্তঃ—প্রাকৃতো জনঃ, যথা গৃহক্ষেত্রাদি নির্ম্মায় মিত্রোদাসীনশত্রুগহনে তস্মিন্ নিবিশ্য স্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মফলং সুখদুঃখমনুভবতি, তথৈব ভবানপি, গুণবিসর্গে—দেবাসুরযুদ্ধাদিলক্ষণে, পতিতঃ, পারতন্ত্র্যেণ—দেবাদিবিষয়ক-কৃপাধীনতয়া, স্বকৃতং—স্বকীয়দেবাদিকৃতং, কুশলাকুশলফলং—সুখদুঃখম্, উপাদদাতি—আত্মীয়ত্বেন স্বীকরোতি? আহোস্বিৎ—কিংবা, সমঞ্জসদর্শনঃ—অপ্রচ্যুতশক্তিকঃ, আত্মারামঃ, উদাস্তে—তত্র তত্র সাক্ষী সন্ সুখং দুঃখঞ্চ তন্নোপাদদাতি? ইতি ন বিদ্মঃ। বহূনাং দুষ্টানাং বিমর্দ্দনাৎ বিশ্বপালকত্বম্ অর্দ্ধকুক্কুটী-গ্রস্তং, সতি চ তাদৃশে তৎপালনে সাক্ষিত্বঞ্চ দুর্ঘটমিতি। এবং লোকদৃষ্ট্যা বিরোধমাপাদ্য অচিন্ত্যশক্তিদৃষ্ট্যা তদভাবমাপাদয়ন্তি, নেতি। ত্বয়ি বিরোধো ন, যস্মাৎ, উভয়ং—বিশ্বাত্মকত্বদুষ্টবিমর্দ্দকত্বপূর্ব্বক-সৎপালকত্বরূপং বিশ্বস্রষ্টৃকার্য্যং, তত্র তত্রোদাসীন্যরূপমাত্মারামকার্য্যঞ্চ, ইত্যুভয়ং, যুজ্যতে ইত্যর্থঃ। ন চ লোকদৃষ্টান্তেন ত্বয়ি তত্তচ্ছঙ্কা যুক্তা কর্ত্তুম; অচিন্ত্যমহিমত্বাৎ, ইত্যবিরোধোপপাদায় বিশেষণানি; তেষু, ভগবতি—নিত্যপ্রশস্তৈশ্বর্য্যাদিষট্কে, অপরিগণিতগুণগণে—অসংখ্যাত-সত্যসঙ্কল্পত্বভক্তবৎসলত্বাদিধর্ম্মকে, ঈশ্বরে—সর্ব্বপ্রশাস্তরি, অনবগাহ্যমাহাত্ম্যে ভক্তিহীনদুর্জ্ঞেয়মহিমনি, ইতি সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ তাদৃশবিশ্বসৃষ্ট্যাপি শ্রমলেশাভাবঃ, ভক্তবৎসলত্বাৎ তদ্বিদ্রোহিবিমর্দ্দকত্বম্, ঈশ্বরত্বাৎ

কুম্ভকার পৃথিবী প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া হস্ত পদাদি ক্রিয়াশীল হইয়া চক্রাদির সাহায্য গ্রহণ করতঃ সগুণ ঘটাদি সৃজন করিয়া থাকে এবং ঘটাদি সৃজনজনিত পরিশ্রমাদি বিকারও কুম্ভকারের দেখা যায়। কিন্তু শরীরচেষ্টাদি রহিত কাহারও সাহায্যাদি না লইয়া বিশ্বসৃজনকারি তোমার বিশ্বসৃজনাদি ক্রিয়া ইহা অতীব দুর্বোধ। এইস্থলে শক্তিত্রয় সমন্বিত শ্রীহরিই বিশ্বসৃষ্ট্যাদির কারণ। তন্মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞজীব ও প্রকৃতি শক্তিমান্ তুমি বিশ্বরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইলেও সেইশক্তি হইতে কখনও তুমি বিচ্যুত হও না। সুতরাং পরাখ্য শক্তিসমন্বিত তুমি নিজ সঙ্কল্পদ্বারা জগৎরূপে পরিণামের নিমিত্ত বশতঃ তোমার লীলা বা ক্রীড়া যে দুর্বোধ তাহা যথার্থই বলা হইয়াছে ॥১৬৮॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

দুর্দ্দান্তদণ্ডধর্ত্তৃত্বং, ভগবচ্ছব্দপ্রাপ্তাৎ নিত্যলক্ষ্মীকত্বাৎ কৃৎস্নবিরক্তিকত্বাচ্চ নাত্মনি তত্তন্মননমিতি। ননু মমেদৃশতাং কেচিৎ পণ্ডিতা ন সহন্তে? তত্রাহ—অর্ব্বাচীনাঃ—বস্তুস্বরূপাসংস্পর্শিনঃ, বিকল্পাদয়ো যেষু, তাদৃশৈঃ স্বোৎপ্রেক্ষিতৈঃ শাস্ত্রৈঃ, কলিতং—গ্রস্তং, যৎ অন্তঃকরণং, তত্র, আশেরতে—শয়নাস্তিষ্ঠন্তি, যে দুরবগ্রহাঃ—হঠাঃ, তৈরেব, বাদিনাং—বিবদমানানাং, বিবাদস্য, অনবসরে—অগোচর ইত্যর্থঃ। তেষু বিকল্পঃ—'এবং বা এবং বা' ইত্যাকারঃ, বিতর্কঃ—'কিমত্র যুক্তম্' ইত্যনিশ্চয়ঃ, বিচারঃ—'ইত্থমেব' ইতি নিশ্চয়ঃ, তত্র প্রমাণাভাসাঃ, কুৎসিতাস্তর্কা ইতি। ননু কাচিদিন্দ্রজালবিদ্যেব ময়ি প্রতারিণী মায়াস্তি, তয়া তত্তদ্ভাবপ্রতীতিঃ অবাস্তবী ইতি চেৎ তত্রাহ, উপরতেতি—"যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ" (ঈ° উ° ৮) ইতিশ্রুতেঃ সত্যকার্য্যহেতুত্বাৎ সত্যৈব তব শক্তিঃ, নত্বিন্দ্রজালতুল্যেত্যর্থ। এবঞ্চেৎ তর্হ্যাত্মারাম ইত্যাদ্যুক্তির্ভবতাং বাধিতার্থা? তত্রাহ, কেবল এবেতি—বিশুদ্ধবিজ্ঞানময়ে গুণগুণিভাবেনাগৃহীতে ইত্যর্থঃ। এবং তর্হি "দুরববোধ ইবায়ং তব বিহারযোগঃ" ইত্যাদ্যুক্তির্ভবতাং বাধিতার্থা? তত্রাহ, আত্মমায়ামিত্যাদি। আত্মভূতা যা মায়া—অচিন্ত্যা ইচ্ছাশক্তিঃ, তাম্, অন্তর্দ্ধায়—মধ্যে কৃত্বা, কো ন্বর্থো দুর্ঘট ইব? অপি তু সর্ব্বঃ সুঘট ইত্যর্থঃ; "আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাৎ" ইতি শব্দমহোদধেঃ। ননু ভো দেবাঃ! মম কিং স্বরূপদ্বয়ং ভবদ্ভিরভিমতং, সগুণং শান্তোদিতমেকং, নির্গুণং নিত্যোদিতং দ্বিতীয়মিতি? তত্রাহ, স্বরূপদ্বয়াভাবাদিতি। এক এব ত্বমব্যক্তবিশেষঃ কেবল উচ্যসে, ব্যক্তবিশেষস্তু ভগবান্, ইতি একস্যৈব ভাবনাভেদেন দ্বেধা ভাতিঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ—"গতিসামান্যাৎ" (ব্র° সূ° ১।১।১০) ইতি। অস্যার্থঃ—পরং তত্ত্বমেকমেব; কুতঃ? সর্ব্বেষু বেদান্তেষু, গতেঃ—জ্ঞানস্য, সামান্যাৎ—ঐক্যরূপ্যাদিতি। অয়ং ভাবঃ—"চয়স্ত্বিষামিত্যবধারিতং পুরা ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিম্। বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ॥" (শি° ব° ১।৩) ইত্যত্র একস্য দেবর্ষেস্তথা তথা প্রতীতির্দূরত্বান্তিকত্বনিবন্ধনা যথা বর্ণিতা, তথৈব একস্য তত্ত্বস্য জ্ঞানভক্তিনিবন্ধনা কেবলত্ব-ভগবত্ত্ব-রূপা সেতি, নাস্তি বস্তুনি ভেদলেশ ইতি। ননু চেদেবং, তর্হি নানামতানি কস্মাদিতি চেৎ? ত্বত্ত এব তানীত্যাহ, সমেতি। উচ্চাবচবুদ্ধীনাং মতানি ত্বমেবাজ্ঞাতযাথাত্ম্যঃ, অনুসরসি—ভাসয়সি, তেষু তত্তন্মতানীত্যর্থঃ। রজ্জুর্যথা অজ্ঞাতযাথাত্ম্যা সর্পদণ্ড ধারা-মালাদিবুদ্ধীনাং হেতুঃ, "ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ।" (গী° ১০।৫) ইতি ত্বদুক্তেরিতি ॥১৬৯-১৭১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

কিম্। যদ্বা সমঞ্জসং অপ্রচ্যুতং দর্শনং চিচ্ছক্তির্যস্য স ভবান্ উদাস্তে উদাসীনঃ সাক্ষিতয়া বর্ত্ততে" ইতি। তদেবং বিরোধেন দুর্জ্ঞেয়ত্বমুক্ত্বা তৎপরিহারেণ জ্ঞানপ্রকারমাহুঃ ন হীতি। বিরুধ্যত ইতি—বিরোধঃ উভয়মবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। নহ্যন্যদৃষ্টান্তেন ত্বয়ি বিকল্পো যুজ্যতে অতর্ক্যৈশ্বর্য্যত্বাদিত্যাহুঃ ভগবতীতি। অপরিমিতা গুণগুণা যস্য তস্মিন্নীশ্বরে স্বতন্ত্রে। অনবগাহ্যমতর্ক্যং মাহাত্ম্যং যস্য তস্মিন্, বিকল্প—এবং বা

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কারবিরচিতা-রসিকরঙ্গদা

এবম্বেতি বিতর্কঃ কিমত্র যুক্তমিতি। বিচারঃ ইত্থমেবেতি। তত্র প্রমাণাভাসাঃ তদনুগ্রাহকাঃ কুতর্কাশ্চার্ব্বাচীনাঃ বস্তুস্বরূপাসংস্পর্শিনো যে বিকল্পাদয়স্তেষু শাস্ত্রেষু তৈঃ কলিলং ব্যাকুলং অন্তঃকরণমাশয় আশ্রয়ো যস্য দুরবগ্রহস্য দুরাগ্রহস্য তেন বাদিনাং বিবাদস্থানবসরে অগোচরে। নন্‌ শ্রদ্ধামাত্রমেতদ্ যুক্তিরুচ্যতাং? তত্রাহুঃ। উপরতঃ সমস্তো মায়াময়ঃ সংসারো যস্মিন্ কেবলেঽপ্যাত্মমায়াং মধ্যে নিধায় কোন্বর্থঃ কর্ত্তৃত্বাদির্ন সম্ভবতি। যদি বস্তুতঃ কর্ত্তৃত্বাদিভবেত্তর্হি বিরোধঃ স্যান্নতু তদস্তীত্যাহুঃ স্বরূপদ্বয়াভাবাদিতি। অনুগ্রহনিগ্রহাদিকন্তু তত্তন্মতিভেদেন ত্বন্মায়য়া ত্বয়ি স্ফুরতীত্যাহুঃ; সমা বিসমা চ মতির্যেষাং তেষাং মতমভিপ্রায়ম্। সর্পাদিবিষয়া ধিয়ো যেষাং তেষাং যথা রজ্জুখণ্ডস্তথা তথা ভাতীত্যেষা। অশরীরঃ।—প্রাকৃতশরীররহিত ইত্যর্থঃ॥১৬৮—১৭১॥

হে ভগবন্! তুমি অবিক্রিয় স্বরূপ দ্বারা এই বিশ্বের পালন কর, অতএব তুমি বিশ্বের পালক, তোমার এই বিশ্বপালকত্বও যে অতি দুর্ব্বোধ এক্ষণে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন—হে বিভো! প্রাকৃত ব্যক্তি দেবদত্ত যেমন গৃহক্ষেত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া মিত্রাদির প্রতি উদাসীন হইয়া সেই শত্রুগণের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সুখদুঃখ অনুভব করে, তদ্রূপ আপনিও কি সেই প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় এই সংসারে দেবাসুর যুদ্ধাদি স্বরূপ গুণ পরিণামের মধ্যে পতিত হইয়া দেবাদি বিষয়ক কৃপাধীনতা বশতঃ স্বীয় দেবাদিকৃত সুখদুঃখ নিজের বলিয়া স্বীকার করিতেছ? অথবা আত্মারাম ও উপশমশীল স্বভাবে বিদ্যমান থাকিয়াই অপ্রচ্যুত চিৎশক্তি প্রভাবে সাক্ষীরূপে অবস্থান পূর্ব্বক সেই সুখদুঃখ কি উপভোগ কর না? ইহা আমরা বুঝিতে পারি না॥১৬৯॥

যদি বল বহুদুষ্টগণকে বধ করায় তোমার যে বিশ্বপালকত্ব ধর্ম্ম তাহা অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়ে আবৃত হইয়া যাইতেছে, কারণ দুষ্টগণের বিদলনে এবং বিশ্বপালনে তুমি যে সাক্ষীস্বরূপ তাহা দুর্ঘট হইয়া যায়? এই প্রকার লোকদৃষ্টির বিরোধ উত্থাপন করিয়া অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবদ্বারা সেই বিরোধের অভাব প্রতিপাদন করিতেছেন—হে ভগবন্! তোমাতে কোন বিরোধ নাই, যেহেতু উভয়রূপ কার্য্য অর্থাৎ বিশ্বাত্মকত্ব বা অন্তর্য্যামিত্ব এবং দুষ্টবিদলন পূর্ব্বক সাধুগণের পালনরূপ বিশ্বস্রষ্টার কার্য্য এবং তাহাতে উদাসীন্যরূপ আত্মরামের যে কার্য্যাবলী এই উভয়বিধ কার্য্যই আপনাতে যুক্তিযুক্তই হয়। সুতরাং সাধারণ লোকদৃষ্টান্তদ্বারা তোমাতে এই প্রকার বিরোধ শঙ্কা করা উচিত নহে। কারণ তুমি অচিন্ত্য মহিমান্বিত। শ্রীভগবানে সমস্ত বিরোধ পরিহারের বিশেষ কারণ সমূহকে কয়েক বিশেষণদ্বারা অভিব্যক্ত করিতেছেন—যিনি নিত্য প্রশংসনীয় ষড়ৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, এবং অসংখ্য সত্যসঙ্কল্প ভক্তবৎসল্যাদি গুণশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ, যিনি সকলের শাসন কর্ত্তা ঈশ্বর, যাঁহার মহিমা ভক্তিহীন জনগণের কাহারও বুদ্ধির বিষয় নয় বলিয়া যিনি অনবগাহ্য মাহাত্ম্য বিশিষ্ট, এইহেতু সত্যসঙ্কল্প বশতঃ তাদৃশবিশ্ব সৃষ্টি করিয়াও যাঁহার বিন্দুমাত্র পরিশ্রম নাই এবং যিনি ভক্তবৎসল বলিয়া ভক্তদ্রোহি অসুরগণকে নিহত করেন, তথা ঈশ্বর

বলিয়া তিনি সকলের প্রতি দণ্ড ধারণ করেন। সুতরাং ভগবৎ শব্দবাচ্য ষড়বিধ মহৈশ্বর্য্য নিত্যপ্রাপ্ত হেতু স্বরূপশক্তি লক্ষ্মীগণ কর্তৃক পরিসেবিত হওয়ায় ও তৎসৃষ্ট নিখিলব্রহ্মাণ্ডাদিতেও সর্ব্বদা উদাসীন থাকায় আপনাতে পূর্ব্বোক্ত দোষাবলী চিন্তার অবিষয়। কিন্তু তোমার এই অনবগাহ্য মাহাত্ম্য স্বয়ং ভগবত্তাকে অভিমানী—পণ্ডিতগণ সহন করিতে পারে না। কারণ বস্তু স্বরূপ অসংস্পর্শী বিকল্প অর্থাৎ এই রকম বা এই প্রকার বিতর্ক বিচার প্রমাণাভাস অর্থাৎ প্রমাণ না হইয়াও প্রমাণরূপে প্রতীয়মান কুৎসিৎ তর্ক সমূহে পরিব্যাপ্ত শাস্ত্রদ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণ বিক্ষিপ্ত তাদৃশ তার্কিকগণের বিবাদের অগোচর, অতএব পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তি—বিশিষ্ট তোমাতে উক্ত উভয় কার্য্যই অবিরুদ্ধ ॥১৭০॥

যদি বল ঐন্দ্রজালিকের যে প্রকার দৃষ্টিশক্তি বদ্ধকারিণী বিদ্যা বা শক্তি আছে, সেই প্রকার আমারও জীবপ্রতারিনীমায়া শক্তি আছে, সেইমায়া শক্তিদ্বারা আমি অবতারি, অবতার, জীব ও জগৎরূপে প্রতীতি হই মাত্র, বস্তুতঃ এই ভেদাভাব অবাস্তব? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যাঁহাতে নিখিল মায়াময় সংসার উপরত অর্থাৎ নিবৃত্ত হইয়াছে। আবার শ্রুতিতে অবগত হওয়া যায়—যিনি পৃথীব্যাদি পদার্থ সকল যথার্থ সত্যকার্য্যরূপে বিধান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কার্য্যাবলী সত্য হওয়ায় তাঁহার যে শক্তি তাহাও সত্যই। কিন্তু ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল বিদ্যার ন্যায় মিথ্যা নহে। অপর এই কার্য্যাবলী যদি সত্যই হয় তাহাহইলে তোমার আত্মরামতা বাক্যার্থও বাধিত হইয়া যায়? তদুত্তর—গুণগুণীভাবে গ্রহণের অযোগ্য এবম্বিধ বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দ স্বরূপ যাঁহার। আচ্ছা যদি এইপ্রকার হয় তাহাহইলে তোমার বিহারযোগ বা ক্রীড়া সম্বন্ধ দুর্ব্বোধের ন্যায় প্রকাশ পায় অর্থাৎ সাধারণ কার্য্য কারণভাব তোমাতে পরিলক্ষিত হয় না এই উক্তি বাধিত হয়? তদুত্তর—আমার আত্মভূতা যে অচিন্ত্য ইচ্ছা শক্তি, সেই শক্তিকে মধ্যে রাখিয়া কোন্ বিষয় দুর্ঘট হইতে পারে? পরন্ত সকল বিষয়ই সুঘট হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যেন দেবগণকে বলিতেছেন—ওহে! দেবগণ! আমার দুই স্বরূপইকি তোমাদের অভিলষিত? প্রথম—মূলস্বরূপ হইতে প্রকটিত শান্তোদিত সগুণ স্বরূপ, এবং দ্বিতীয়-মূলস্বরূপ নিত্যোদিত নির্গুণ স্বরূপ? তদুত্তর—স্বরূপদ্বয়াভাব বশতঃ অর্থাৎ সবিশেষ ও নির্বিশেষ অথবা সগুণ বা নির্গুণ এই দুইটি যে তোমার ভিন্ন স্বরূপ তাহা নহে। ভাবনা ভেদে তোমার একই স্বরূপের দুই প্রকার প্রতীতি মাত্র। ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নও এই প্রকার বলিয়াছেন—সকলবেদেই ব্রহ্মকে একরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। ফলতঃ পরতত্ব একই, কিন্তু সগুণ ও নির্গুণ ইহা কল্পনাভেদ মাত্র। ভাবার্থ এই যে—করুণানিধান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব গৃহে অবতীর্ণ হইলে কোন সময় আকাশ হইতে অবতরণকারি দেবর্ষি নারদ মুনিকে দর্শন করিয়া তিনি প্রথমে একটি তেজঃপুঞ্জ বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। পরে আকৃতি দেখিয়া শরীর ধারী বলিয়া মনে করিলেন। তাহারপর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মুখ ও হস্তাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়া পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। ক্রমে ঐব্যক্তিকে দেবর্ষি নারদ মুনি বলিয়া জানিতে পারিলেন। একই দেবর্ষি নারদের প্রথম তেজঃপুঞ্জ, তারপর বিগ্রহধারী পুরুষ, ও অবশেষে দেবর্ষি নারদরূপে জ্ঞান হইল। সুতরাং এখানে দূরত্ব ও নিকটত্ব, নিবন্ধন এই প্রকার ভেদের কারণ প্রতীতি হইতেছে।

বিনা শরীরচেষ্টত্বং বিনা ভূম্যাদিসংশ্রয়ম্। বিনা সহায়াংস্তে কর্ম্মাবিক্রিয়স্য সুদুর্গমম্ ॥
উক্তো গুণবিসর্গেণ দেবাসুররণাদিকঃ। তস্মিন্ পতিত আসক্তঃ পারতন্ত্র্যন্তু তদ্‌ভবেৎ ॥
যদাশ্রিতেষু দেবেষু পারবশ্যং কৃপাকৃতম্। তেন স্বকৃতমাত্মীয়কৃতং শুভ-শুভেতরং ॥
সুখ-দুঃখাদিরূপং কিং ফলং স্বীকুরুতে ভবান্। আত্মারামতয়া কিংবা তত্রোদাস্তেতরামিতি ॥
ন বিদ্মঃ কিন্তু নৈবেদং বিরুদ্ধমুভয়ং ত্বয়ি। তত্র হেতুর্ভগবতীত্যাদি প্রোক্তং পদদ্বয়ম্ ॥
তথৈবেশ্বর-ইত্যাদিপদানাং পঞ্চকং মতম্। ভগবত্ত্বেন সার্ব্বজ্ঞং সদ্‌গুণত্বং তথান্যতঃ ॥

ব্রহ্মত্বং কেবলত্বেন লভ্যতে তত্র চ স্ফুটম্।
যদ্যপি ব্রহ্মতাহেতোঃ সর্ব্বত্র স্যাৎ তটস্থতা।
তথাপ্যাদিগুণদ্বয্যা ভবেদ্‌ভক্তানুকূলতা ॥১৭২॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

গদ্যার্থান্ কারিকাভির্ব্যাখ্যাতি, বিনা শরীরেত্যাদিভিঃ। অশরণ ইত্যস্য ভূম্যাদীতি, শরণ-শব্দস্যাশ্রয়বাচ্যত্বং, "শরণং গৃহ-রক্ষিত্রোঃ" ইত্যমরঃ। অনবেক্ষিতেত্যস্য বিনা সহায়ানিতি। বিহার-যোগেত্যস্য কর্ম্মেতি। সুদুর্গমং—দুরববোধমিত্যর্থঃ ॥ গুণবিসর্গপদং ব্যাচষ্টে উক্ত ইতি ॥ স্বকৃতপদং ব্যাখ্যাতি, আত্মীয়কৃতমিতি—আত্মীয়ৈর্দেবৈঃ কৃতমর্জ্জিতং, যৎ শুভাশুভফলং সুখদুঃখং, তৎ স্বকীয়ং মনুত ইত্যর্থঃ ॥ এতচ্চ ন সম্ভবেদিত্যাহ, আত্মারামতয়েতি। এবং সংশয্য অথ বিরুদ্ধগুণশালিন্যবিচিন্ত্য-বস্তুনি ত্বয়ি তদুভয়ং সম্ভবেদিতি সিদ্ধান্তয়তি, কিন্ত্বিত্যাদি ॥ ননু সপ্তভিঃ পদৈঃ কিং কিমাগতম্? তত্রাহ, ভগবত্ত্বেনেত্যাদি। অন্যত ইতি—অপরিগণিতেত্যাদিকাৎ দ্বিতীয়াৎ পদাৎ, তৎপ্রভৃতিপদপঞ্চকাৎ বা, সদ্‌গুণত্বং—ভক্তবাৎসল্য-তদার্ত্তিপরিহর্তৃত্ব-দুষ্টবিনাশিত্বাদিসদ্‌গুণত্বমিত্যর্থঃ। কেবলত্বেন—সপ্তমপদার্থেন তু, ব্রহ্মত্বম্—অনভিব্যক্তসর্ব্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণং লভ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ননু কেবলত্বং চেৎ স্বরূপধর্ম্মস্তর্হি দেবেষু ভক্তেষ্বপি তস্য তটস্থতা—ঔদাসীন্যং স্যাৎ, তত্রাহ, তথাপীতি। আদিগুণদ্বয্যা—ভগবতীত্যাদিবিশেষণ-দ্বয়াধিগতয়া। তস্যাপি তদ্দ্বয়স্য কেবলত্ববৎ স্বরূপধর্ম্মত্বাদিতি ভাবঃ ॥১৭২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ন শরীর ইত্যস্য বিবৃতিঃ ; বিনা শরীরেতি। অশরণ ইত্যস্য ভূম্যাদীতি। তত্র শরণশব্দস্যা-

---

তদ্রূপ একই অখণ্ড অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব বস্তুর জ্ঞান ও ভক্তির সাধনভেদেই ব্রহ্মস্বরূপে ও ভগবৎস্বরূপে উপ-লব্ধি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তত্ত্ববস্তুতে বিন্দুমাত্রও ভেদ নাই। আচ্ছা তত্ত্ববস্তু যদি এই প্রকার হয় তাহাহইলে বিবিধ মতবাদ কি প্রকারে হইল? এই সমস্ত মতবাদ তোমা হইতে উদ্ভব হইয়াছে? তদুত্তর—যাহাদিগের বুদ্ধির বিষয় সর্পাদি তাহাদিগের নিকট যেমন এক রজ্জু খণ্ডই সর্পাদি ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ যাহাদিগের বুদ্ধি সম ও বিষয় অর্থাৎ অনিশ্চিত, তুমি তাহাদিগের অভিপ্রায় অনুসরণ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ আভাসিত করিয়া থাক ॥১৭১॥

নন্বেকস্য স্বরূপস্য দ্বৈরূপ্যং কথমেকদা। তত্রাহ অর্ব্বাচীনেতি তাদৃশানাং হি বাদিনাম্ ॥
বিবাদস্থানবসরে তস্য তাবদগোচরে। অতোঽচিন্ত্যাখ্যশক্তিং তাং মধ্যেকৃত্যাত্র দুর্ঘটঃ ॥
কো ন্বর্থঃ স্যাদ্‌বিরুদ্ধোঽপি তথৈবাস্যা হ্যচিন্ত্যতা। সা চ নানাবিরুদ্ধানাং কার্য্যাণামাশ্রয়াত্মতা ॥
'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' ইতি চ ব্রহ্মসূত্রকৃৎ। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।"
ইতি স্কান্দবচস্তচ্চ মণ্যাদিষ্বপি দৃশ্যতে।
তাদৃশীঞ্চ বিনা শক্তিং ন সিধ্যেৎ পরমেশতা।
যতশ্চানবগাহত্বেনাস্য মহাত্ম্যমুচ্যতে ॥১৭৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

শ্রয়বাচ্যতা "শবণং গৃহরক্ষিত্রোরিত্যমরাৎ। অনবেক্ষিতেত্যস্য সহায়ানিতি। বিহারযোগ ইত্যস্য কর্ম্মেতি। অবিক্রিয়মাণেনাত্মনেত্যস্য অবিক্রিয়স্যেতি। দুরববোধ ইত্যস্য সুদুর্গমমিতি। গুণবিসর্গেণ পদেন। তস্মিন্—গুণবিসর্গে তেন—পারতন্ত্র্যেণ, আত্মীয়কৃতং স্বশক্তিকৃতং ; স্বস্যাত্মীয়বাচকত্বাৎ। শুভশুভেতরৎ শুভাশুভং। অন্যতঃ অন্যৈঃ পদপঞ্চকৈঃ। তটস্থতা উদাসীনতা। আদিগুণদ্বয্যা ভগবত্তয়া অপরিগণিতগুণগণতয়া চ করণভূতয়া ॥১৭২॥

প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার নিজকৃত কারিকাদ্বারা গদ্যাংশ সমূহের ব্যাখ্যা করিতেছেন—অশরীর অর্থাৎ শরীরচেষ্টা রহিত, অশরন অর্থাৎ ভূম্যাদির আশ্রয়হীন, অনবেক্ষিত অর্থাৎ চক্রদণ্ডাদি সহকারি কারণ বর্জ্জিত বিকার শূন্য তোমার কর্ম্ম অতিশয় দুর্বোধ্য। গদ্যস্থ গুণবিসর্গের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—গুণবিসর্গ এস্থলে দেবাসুরের সংগ্রামাদি বুঝিতে হইবে। তাহাতে পতিত—আসক্ত ইহাকেই পারতন্ত্র্য অর্থাৎ পরাধীনতা বলে। যেহেতু আশ্রিত দেবগণের নিকট তোমার যে পরাধীনতা উহা কৃপাজনিত। অর্থাৎ তাহাতে তোমার স্বতন্ত্রতার কোন হানি হয় না। অপর স্বকৃত পদের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—আশ্রিত গণের পরাধীনতা কৃপাজনিত, সেইহেতু তুমি স্বকৃত অর্থাৎ আপন দেবগণ কর্তৃক অর্জ্জিত যে সুখদুঃখাদিরূপ শুভাশুভ ফলকে কি আপনার বলিয়া মনে কর? অর্থাৎ ইহা কখনই সম্ভব নহে। অথবা আত্মারামতা নিবন্ধন তাহাতে একেবারেই উদাসীন অবলম্বন কর? ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই প্রকারে সংশয় উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন—বিরুদ্ধ অনন্তগুণশালি অবিচিন্ত্য মহিমান্বিত যে তুমি, তোমাতে এতদুভয়ই সম্ভব হইয়া থাকে, এই বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন—যদিবল সপ্ত বিশেষণ পদদ্বারা কি কি সমাধান হইল? তদুত্তর—ভগবতি ইত্যাদি বিশেষণ পদদ্বয় এবং ঈশ্বরে ইত্যাদি বিশেষণ পঞ্চক তাহাতে হেতু। তন্মধ্যে ভগবৎ শব্দদ্বারা সার্ব্বজ্ঞ্য, অপরিগণিত ইত্যাদি পদ হইতে ভক্তবাৎসল্য, ভক্তদুঃখহারিত্ব, দুষ্টবিনাশত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণত্ব এবং সপ্তম পদার্থ কেবল পদদ্বারা ব্রহ্মত্বে অনভিব্যক্ত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণের স্পষ্টই অনুভব হইতেছে। যদি বল অনভিব্যক্ত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি কেবল ব্রহ্মত্ব যদি স্বরূপধর্ম্ম হয় তাহাহইলে দেবতাগণের প্রতি ও ভক্তগণের প্রতি তাঁহার সর্ব্বদা

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নন্বু অসাধারণস্য কেবলত্বস্য ব্যাবর্ত্তকত্বাৎ ব্রহ্মতত্ত্বমন্যৎ স্যাৎ ? ইত্যাশঙ্ক্যতে, নন্বিতি। সমাধত্তে, তত্রাহেত্যাদিনা ॥ বস্তুসিদ্ধান্তং দর্শয়তি, অতোঽচিন্ত্যেতি। কো ন্বর্থইতি—সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব-তদুদাসীনত্ব-রূপোঽর্থঃ, মিথো বিরুদ্ধোঽপি দুর্ঘটো নেত্যর্থঃ। তথৈব—স্বরূপবৎ, অস্যাঃ—শক্তেঃ, অচিন্ত্যতা স্যাৎ। সা চেতি। সা—শক্তেরচিন্ত্যতা, মতা—অনুমিতেত্যর্থঃ॥ ন কেবলমনুমানমেব তত্র প্রমাণম্, অপি তু শ্রুত্যাদি চাস্তীত্যাহ. শ্রুতেস্ত্বিতি। অস্যার্থঃ—লৌকিকে কর্ত্তরি কুলাল-বর্দ্ধক্যাদৌ যে দোষা বিকার-খেদাদয়স্তে পরমাত্মনি কর্ত্তরি ন স্যুঃ ; কুতঃ ? শ্রুতেঃ—সর্ব্বং কুর্ব্বন্নপি পরমাত্মা বিকারাদিদোষৈরস্পৃষ্ট ইতি "স বিশ্বকৃদ্‌বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ," শ্বে° উ° ৬৷১৬) "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।" (শ্বে° উ° ৬৷১৯) ইতি শ্রবণাৎ। নন্বু বাধিতমর্থং শ্রুতিঃ কথমাহ ইতি চেৎ ? তত্রাহ, শব্দেতি—অচিন্ত্যার্থস্য শব্দপ্রমাণৈকবেদ্যত্বাদিত্যর্থঃ। অত্রার্থে স্মৃতিমুদাহরতি, অচিন্ত্যা ইতি। প্রাকৃতেষু মণ্যাদিষু চেৎ সা শক্তিঃ, কিমুত পরেশে ? ইতি কৈমুত্যং সিধ্যতীতি॥ যতশ্চেতি—অচিন্ত্যশক্তিত ইত্যর্থঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥১৭৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তস্য—বিবাদস্য, তাং—দুর্ঘটনঘটনাকারিত্বেন প্রসিদ্ধাম্। নু ভোঃ বিরুদ্ধোঽপি কোঽর্থঃ দুর্ঘটঃ স্যান্ন দুর্ঘটঃ স্যাদিত্যর্থঃ। অস্যা—আত্মশক্তেঃ। নন্বনুমানবিরুদ্ধমেতৎ কথং যাথাতথ্যেন সম্ভাবয়সীত্যাহ শ্রুতেস্ত্বিতি। নন্বু শব্দস্য তাবদনুমানাদিসহকারিত্বেন প্রবৃত্তিরিত্যাহ অচিন্ত্যা ইতি। তস্য তাবত্তৎ-সহকারিত্বং প্রাপঞ্চিকপরমিতি ফলিতার্থঃ। মণ্যাদিষু মণিমন্ত্রমহৌষধিষু। তাদৃশীমচিন্ত্যাত্মশক্তিত্বম্ ॥১৭৩॥

ঔদাসীন্যের সম্ভাবনা আছে ? তদুত্তর—যদিও অনভিব্যক্ত সর্ব্বজ্ঞাদি কেবল ব্রহ্মস্বরূপ তথাপি ভগবৎ পদও অপরিগণিতগুণ গণ এই পদদ্বয়দ্বারা তাঁহার ভক্ত পক্ষপাতিতার সম্ভাবনা প্রাপ্তি হওয়া যায় ॥১৭২॥

এখানে আশঙ্কা এই যে অদ্বয়জ্ঞান অনন্যসাধারণ স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব পৃথক্ হউক ? এই আশঙ্কার সমাধান করিতে গিয়া বলিতেছেন—যদি বল একই স্বরূপের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব ও সর্ব্বত্র ঔদাসীন্যরূপ দ্বিরূপত্ব যুগপৎ কিরূপে সম্ভব হয় ? এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—বস্তু স্বরূপ অসংস্পর্শী বিকল্প বিতর্ক বিচার প্রমাণাভাস ও কুতর্কাবৃত শাস্ত্রজ্ঞানে যাহাদের বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবম্বিধ বাদিদিগের বিবাদ যাঁহাকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ, অর্থাৎ বস্তুস্বরূপ অবগত হইতে অসমর্থ, শ্রীভগবান্ সেই বাদিগণের বিবাদের অগোচর। এক্ষণে বস্তুস্বরূপ নিরূপণে পূর্ব্বপক্ষ নিরাস পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত পক্ষ স্থাপন করিতেছেন—অতএব অচিন্ত্য অনন্ত আত্মশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব ও সর্ব্বত্র ঔদাসীন্যরূপ অর্থ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও তাহা তোমাতে দুর্ঘট হইতে পারে না। তোমার ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্ত্ব স্বরূপ যেমন অচিন্ত্য, তদ্রূপ তোমার শক্তিও অচিন্ত্যা অর্থাৎ দুর্ঘট ঘটনা পটীয়সী চিন্তাতীতা। তোমার এই শক্তির অচিন্ত্যতা নানা প্রকার বিরুদ্ধ কার্য্যসমূহের আশ্রয় দেখিয়াই অনুমান

অজ্ঞানমিন্দ্রজালং বা বীক্ষ্যতে যত্র-কুত্রচিৎ। অতো ন পারমৈশ্বর্য্যং তেন তস্য প্রসিধ্যতি॥
তচ্চ তস্য ন হীত্যাহ স্ফুটঞ্চোপরতেত্যদঃ। তথা ভগবতীত্যাদিপদানাং ষট্‌ তয়স্য চ॥
ভবেৎ প্রয়োগতাৎপর্য্যমত্র নিষ্ফলমেব হি। তস্মান্ন শাস্ত্রযুক্তিভ্যাম্ উভয়ং তদ্‌বিরুধ্যতে॥১৭৪॥
তথাপ্যুচ্চাবচধিয়াম্ অনেবংতত্ত্ববেদিনাম্। মতানুসারতো ভাসি রজ্জুবৎ ত্বং তথা তথা॥১৭৫॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ন চেশ্বরস্য অজ্ঞানং কুহকং বা শক্যং বক্তুমিত্যাহ, অজ্ঞানমিতি। রজ্জ্বোরজ্ঞানং যস্যাস্তি, তত্রাজ্ঞাতা রজ্জুঃ সর্পাদিকমুদ্ভাসয়তি, ঐন্দ্রজালিকে পুংসি স্থিতা ইন্দ্রজালবিদ্যা লোকান্ প্রতি নানার্থান্ প্রত্যায়য়তি, ন হি তেন তয়া চ রজ্জুখণ্ডস্য ঐন্দ্রজালিকস্য চ ঈশ্বরতা সিধ্যতি, ইতি তদ্দ্বয়মীশ্বরস্য ন বক্তব্যম্। কুতঃ? উপরতেত্যাদিবিশেষণাদিত্যর্থঃ। তথেত্যাদি—তত্র তদ্দ্বয়ে স্বীকৃতে, ভগবতীত্যাদীনাং ষট্‌তয়স্য প্রয়োগতাৎপর্য্যম্, নিষ্ফলং—ব্যর্থং, ভবেৎ; কিং ব্যাবর্ত্তয়িতুং তানি বিশেষণানি কৃতানি? ইত্যর্থঃ। নিগময়তি, তস্মাদিতি। শাস্ত্রযুক্তিভ্যাম্—অচিন্ত্যশক্তিনিরূপকাভ্যামিত্যর্থঃ। তৎ উভয়ং—বিশ্বপালকত্বং তত্রৌদাসীন্যঞ্চ ন বিরুধ্যতে চেদেবং মদ্‌যাথাত্ম্যং, তর্হি নানামতানি কুতঃ? তত্রাহ, তথাপ্যুচ্চাবচেতি—ব্যাখ্যাতং প্রাক্॥১৭৪—১৭৫॥

করা যায়। তবে কেবলমাত্র অনুমানই তদ্বিষয়ে প্রমাণ হইবে না, পরন্তু শ্রুতি বাক্যই এবিষয়ে প্রমাণ হইবে। ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বলিয়াছেন—অচিন্ত্য বিষয় একমাত্র শব্দপ্রমাণের গোচর হইয়া থাকে। এই সূত্রে শক্তির অচিন্ত্যত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সূত্রার্থ যথা—লৌকিক কর্ত্তা কুম্ভকারাদিতে বিকার ও খেদ প্রভৃতি যে সকল দোষ পরিদৃষ্ট হয়, পরমাত্মা স্বরূপ বিশ্বকর্ত্তা শ্রীভগবানে উক্ত দোষ সম্ভব হয় না। বিশ্বকর্ত্তা পরমেশ্বরে যে কুম্ভকারাদির ন্যায় কোন দোষ নাই এবিষয়ে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ। শ্রীভগবান্ বিশ্বসৃষ্ট্যাদি করিয়াও বিকারাদি দোষ রহিত যথা—শ্রীশ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্—সেই পরমেশ্বরই বিশ্বের কর্ত্তা ও বিশ্বের বেত্তা, তিনি সকলের আত্মা ও কারণ, আবার সেই শ্রুতির অন্যত্র কথিত হইয়াছে—তিনি পরংব্রহ্ম, অবয়ব বিহীন, তিনি কোন কার্য্যে লিপ্ত নহেন। তিনি স্বীয় মাহাত্ম্য বলে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত, অবিকারী অনিন্দনীয় ও সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত। যদি বল বাধিত বিষয় শ্রুতি কিরূপে বলিবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অচিন্ত্য বিষয়ের অর্থ একমাত্র শ্রুতি প্রমাণের দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। এবিষয়ে স্কন্দপুরাণীয় বচন উদ্ধৃত করিতেছেন—অচিন্ত্য বস্তুতে তর্কের উদ্ভাবনা করিতে নাই। কারণ প্রাকৃতবস্তু মণিমন্ত্র মহৌষধাদিতেও যদি এই অচিন্ত্য প্রভাব শক্তি পরিলক্ষিত হয়, তাহাহইলে অপ্রাকৃতবস্তু অচিন্ত্য প্রভাববিশিষ্ট শ্রীভগবানে কি—না হইতে পারে? সুতরাং তাদৃশী দুর্ঘট ঘটনা পটীয়সী অচিন্ত্য শক্তি ব্যতীত শ্রীভগবানের পরমেশ্বরত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না। এই অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবেই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য অনবগাহ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে॥১৭৩॥

নন্বু ভোঃ কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্ম স্যাদ্‌ভগবান্ পুনঃ। নানাধর্ম্মেতি তত্রাপি স্বরূপদ্বয়মীক্ষ্যতে॥
ইতি প্রাহ স্বরূপেতি তৎস্বরূপস্য নৈব হি। কদাপি দ্বৈতমেকস্য ধর্ম্মদ্বয়মিদং ধ্রুবম্॥
ততো বিরোধস্তচ্ছক্তিবিলাসানাং যদীক্ষ্যতে। তদেবাচিন্ত্যমৈশ্বর্য্যং ভূষণং নতু দূষণম্॥১৭৬॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

পুনরাশঙ্ক্য সমাদধাতি, নন্বু ভো ইত্যাদিনা। ইতি প্রাহেতি—ইতি পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তমাহেত্যর্থঃ। ধর্ম্মদ্বয়মিতি—যস্য ভগবত্ত্বং, তস্যৈব কেবলত্বঞ্চ, ইত্যেকস্যৈব ধর্ম্মদ্বয়মিদং, ধ্রুবং—নিশ্চিতম্।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তেন—অনবগাহ্যমাহাত্ম্যেন। তদজ্ঞানমিন্দ্রজালঞ্চ। তত্র ঈশ্বরে। নহীতি উপরতেত্যদঃ। উপরতসমস্তমায়াময় ইত্যদঃ পদং স্ফুটমেবাহেত্যন্বয়ঃ। যদ্বা অদস্তৎ। অত্র ন হীত্যাহ উপরতেতি। তৎ উভয়ং উদাসীনত্বং আসক্তত্বং ন বিরুধ্যতে। অনেবং তত্ত্ববেদিনাং এবং তত্ত্বমজানতাম্॥১৭৪—১৭৫॥

ঈশ্বরের যে শক্তি তাহাকে অজ্ঞান বা কুহক বলিতে পার না। কারণ অজ্ঞান এবং ইন্দ্রজালবিদ্যা যেখানে সেখানে যে কোন ব্যক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ঐরূপ অজ্ঞান ও ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালবিদ্যা দ্বারা পরমেশ্বরের পারমৈশ্বর্য্য সিদ্ধ হয় না। যেহেতু যে ব্যক্তিতে রজ্জুর অজ্ঞান আছে, সেই অজ্ঞান রজ্জুতে সর্পভ্রম জন্মায় এবং ঐন্দ্রজালিক পুরুষে অবস্থিত ইন্দ্রজালবিদ্যা অন্যলোকের প্রতি মুণ্ডচ্ছেদনাদি নানাপ্রকার প্রদর্শিত করাইয়া সত্যের ন্যায় প্রতীতি করায়, কিন্তু তাহাতে অজ্ঞানের আশ্রয় রজ্জুখণ্ড ও কুহক বা প্রতারণাশক্তি দ্বারা ঐন্দ্রজালিকের ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হয় না। সুতরাং অজ্ঞান ও কুহককে ঈশ্বরের শক্তি বলা উচিত নহে। এইরূপ আশঙ্কার পরিহারার্থ বলিতেছেন—যেহেতু উপরত সমস্তমায়াময় এই পদ দ্বারা স্পষ্টরূপে পরমেশ্বরে ঐরূপ অজ্ঞান ও ইন্দ্রজালবিদ্যা নিষেধ করিয়াছেন। যদি শ্রীভগবানে অজ্ঞান ও ইন্দ্রজাল স্বীকার করা যায়, তাহাহইলে "ভগবতি অপরিগণিত গুণগণে ঈশ্বরে" "অনবগাহ্য মাহাত্ম্যে" ইত্যাদি ষড়বিধ বিশেষণ পদ প্রয়োগের তাৎপর্য্য নিষ্ফল হইয়া পড়ে। অর্থাৎ খণ্ডনাত্মক এই বিশেষণ পদগুলি কি নিমিত্ত প্রয়োগ করা হইল। ফলিতার্থ এইযে—অতএব শ্রীভগবানে অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি নিত্যই বিদ্যমান্, এইরূপ শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের বিশ্বপালকত্ব ও তাহাতে ঔদাসীন্য এই উভয়বিধ কার্য্য বিরুদ্ধ হইতে পারে না॥১৭৪॥

যদি শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের বিশ্বপালকত্ব ও তাহাতে ঔদাসীন্য বিরুদ্ধ না হইয়া যথার্থই হয়, তাহা হইলে নানাপ্রকার মতবাদের উদ্ভাবনা কি নিমিত্ত? তদুত্তরে বলিতেছেন--যাহারা অচিন্ত্য শক্তি শ্রীভগবানের উক্ত স্বরূপকে জানে না ও যাহাদিগের চিত্ত নানাভাবে বিভাবিত, শ্রীভগবানও তাহাদিগের নিকট তাহাদের মতনই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তাহার দৃষ্টান্ত—যাহাদিগের চিত্ত রজ্জুর অজ্ঞানতা বশতঃ সর্পাদিভাবে বিভাবিত হইয়াছে, তাহাদের চিত্ত রজ্জু যেমন সর্পাদিরূপে প্রতিভাত হয় তদ্রূপ জানিতে হইবে॥১৭৫॥

ইয়মেব বিরোধোক্তিস্তৃতীয়েঽপি চ দৃশ্যতে। "কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়নম্। কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ স্বাত্মন্রতেঃ খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ। তত্তন্ন বাস্তবং চেৎ স্যাৎ বিদাং বুদ্ধিভ্রমস্তদা॥ ন স্যাদেবেত্যচিন্ত্যৈব শক্তির্লীলাসু কারণম্। যথা যথা চ তস্যেচ্ছা সা ব্যনক্তি তথা তথা ॥১৭৭॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ইত্থঞ্চ কেবলাদ্বৈতিনামিব ব্রহ্মস্বরূপং শাস্ত্রকৃতাং নাভিমতং, কিন্তু "চয়স্ত্রিষাম্" ইতি ন্যায়েন একস্যৈব ধর্ম্মদ্বয়মিত্যর্থঃ। তত ইতি—জগৎকর্ত্তৃত্ব-তৎপালকত্বতদৌদাসীন্যরূপো যো বিরোধস্তচ্ছক্তীনাং দৃশ্যতে, তদেব পারমৈশ্বর্য্যমচিন্ত্যশক্তিকৃতং, ভূষণমেবেতি—নির্বিশেষবাদগন্ধোঽপি, নাস্তীতি ন প্রাচা সার্দ্ধং বিরোধলেশশ্চ॥ মিথোবিরুদ্ধাচিন্ত্যশক্তিকত্বং বিধান্তরেণাহ, ইয়মেবেতি। কর্ম্মাণীতি—উদ্ধববাক্যং, স্ফুটার্থম্। ইহ—এষু কর্ম্মাদিষ্বিত্যর্থঃ। তত্তদিতি—যদ্যেতৎ মিথোবিরুদ্ধং বস্তু বাস্তবং ন স্যাৎ, তদা তত্ত্ববিদামেষাং বুদ্ধিভ্রমো ন স্যাৎ, অতস্তাদৃশতৎসম্পাদিকা অচিন্ত্যশক্তিরেব সিদ্ধেতি—স্ফুটমন্যৎ ॥১৭৬৭৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নন্বু ভোঃ কেবলং জ্ঞানমিত্যত্র। নন্বু ভোস্তৎস্বরূপস্য ব্রহ্মত্বভগবত্ত্বতঃ দ্বিরূপত্বেন ভগবদ্ব্রয়োর্ধর্ম্মদ্বয়ম্। পুনরিতি পাঠান্তরং ক্বচিৎ পুস্তকে বর্ত্ততে তদপি ভদ্রমেকার্থত্বেন প্রত্যায়কত্বাৎ। তৎস্বরূপস্য কদাপি দ্বৈতং ন স্ফূর্ত্তঃ স্ফূর্ত্তিত্বেন তদিত্যাহ—একস্য ভগবতোঽব্যক্ত্যা অপ্রকাশেন ব্যক্ত্যা প্রকাশেন স্বরূপশক্ত্যা স্ফোরকত্বেন ব্রহ্মেতি ভগবানিতি ভিদাদ্বয়ং ভেদদ্বয়মিত্যর্থঃ। এতদ্বিবৃতিঃ "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেত্যত্র পদ্যে শ্রীভগবৎসন্দর্ভে দর্শিতাস্তে। অনীহস্য—অচেষ্টস্য দুর্গাশ্রয়ঃ দুর্গামাশ্রয়ণং শত্রুভয়াৎ পলায়নঞ্চ; অথশব্দস্য চার্থত্বাৎ। ইহ—এষু কর্ম্মাদিষু। বিদাং বিদুষাম্। চেদ যদি। সা অচিন্ত্যা শক্তিঃ ॥১৭৬—১৭৭॥

ভগবত্ত্ব ও ব্রহ্মত্ব তত্ত্বতঃ অভিন্ন।

সম্প্রতি পূর্ব্বপক্ষের আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন—যদি এইরূপ আশঙ্কা হয় যে যিনি পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তি বিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপ তিনি ভগবান্, আর শক্তিরূপ বিশেষণ রহিত কেবল জ্ঞানই ব্রহ্ম, এইরূপ কথিত হইলে দুইটি তত্ত্বই তো বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, এইরূপ সন্দেহ নিরাসার্থ বলিতেছেন "স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ" এই বলায় তত্ত্বতঃ তাঁহার স্বরূপে কখনই দ্বৈত বলা হয় নাই। কিন্তু কেবল একই পরতত্ত্বস্বরূপের অর্থাৎ যাঁহারই ভগবত্ত্ব তাঁহারই ব্রহ্মরূপ কেবলত্ব এই ধর্ম্মদ্বয় নির্ণয় করা হইয়াছে। কিন্তু শক্তিরূপ বিশেষণ রহিত কেবল—জ্ঞানই ব্রহ্মস্বরূপ কেবলাদ্বৈতবাদিগণের এইমত ইহা শাস্ত্রকার গণের সিদ্ধান্ত নহে। যেমন আকাশ হইতে অবতরণকারি একই দেবর্ষি নারদকে প্রথমে তেজঃ পুঞ্জরূপে দর্শন তদনন্তর, বিগ্রহ, তদনন্তর পুরুষরূপে দর্শন, অবশেষে তাঁহাকে নারদরূপে জ্ঞান। এইস্থলে দূরত্ব ও অন্তিকত্ব একই বস্তুতে, এই প্রকার ভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, তদ্রূপ একই পরতত্ত্ব স্বরূপের দুইটি ধর্ম্ম। সুতরাং পরতত্ত্বের শক্তি সমূহের যে বিরোধ অর্থাৎ জগৎ কর্ত্তৃত্ব জগৎপালকত্ব ও তাঁহাতে

এবং প্রাসঙ্গিকং প্রোচ্য প্রকৃতার্থো নিরূপ্যতে।
ননু যঃ প্রকৃতি স্বামী যোহন্তর্য্যামী চ পুরুষঃ
তাভ্যামধিকতা নাস্য কংসারেরুপপদ্যতে॥১৭৮॥

তথাহি শ্রীপ্রথমে (ভাঃ ১।৩।১—৫)—

"জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহাদাদিভিঃ। সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥১৭৯॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

এবমিতি—নিত্যাবির্ভূতনিখিলশক্তিকত্বহেতুকে কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বে নির্ণয়ে, প্রসঙ্গাগতম্ একত্বেঽপি পৃথক্‌ত্বাদিকং নিরূপ্য, ইদানীং প্রকৃতং স্বয়ংরূপত্বং নিরূপ্যতে ইত্যর্থঃ। তথাহি, নন্বিতি। প্রকৃতিস্বামী—কারণার্ণবশায়ী পুরুষঃ অন্তর্যামী চ—গর্ভোদকশায়ী, তাভ্যামধিকঃ কৃষ্ণো নেত্যর্থঃ॥১৭৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তাভ্যাং—প্রকৃতিস্বাম্যন্তর্যামিভ্যাম্॥১৭৮॥

ঔদাসীন্যরূপ প্রতীতি হয়, তাঁহাকেই অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বলে, ঐ পারমৈশ্বর্য্য তাঁহার ভূষণ ব্যতীত দূষণ নহে। সুতরাং নির্ব্বিশেষ বাদের গন্ধও নাই। অতএব পূর্ব্বাচার্য্যের সহিত বিরোধের লেশও নাই॥১৭৬॥

পরতত্ত্বের পরস্পর বিরুদ্ধ অচিন্ত্য শক্তির প্রকারান্তর কথিত হইতেছে—শ্রীমদুদ্ধব তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীভগবৎ স্বরূপে এতাদৃশ বিরোধই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—অনীহের অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়ের কর্ম্ম, আবার জন্মবিহীনের জন্ম, কালস্বরূপ হইয়াও তাঁহার শত্রুভয়ে দুর্গাশ্রয় ও মথুরা হইতে পলায়ণ এবং আত্মারাম হইয়াও ষোড়শ সহস্র রমণীর সহিত রমণ, এই সকল পরস্পর বিরুদ্ধকর্ম্ম পরিদর্শনে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের বুদ্ধিও ভ্রান্ত হয়। যদি এই সকল পরস্পর বিরুদ্ধ কর্ম্ম বাস্তব না হইত, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানিদিগের বুদ্ধি কখনও ভ্রান্ত হইত না। অতএব তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিই লীলাতে কারণ। অচিন্ত্য শক্তিদ্বারাই উহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের যখন যেমন ইচ্ছা উচ্ছলিত হয়, তদধীনা অচিন্ত্যশক্তিও সেই সেইরূপেই তাঁহার লীলা অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন॥১৭৭॥

শ্রীকৃষ্ণ কারণার্ণবশায়ী ও গর্ভোদশায়ী পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন, তিনি ক্ষীরাব্ধিশায়ি বিষ্ণুর অবতার এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন।

এই প্রকারে প্রাসঙ্গিক বিষয় সমাধান করিয়া এক্ষণে প্রকৃত বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া অপহত পাপ্মত্বাদি নিত্য আবির্ভূত গুণাষ্টক স্বরূপশক্ত্যাদি অনন্ত শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের স্বয়ংরূপত্ব নির্ণয়াভিপ্রায়ে প্রসঙ্গতঃ শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও যে বহুরূপে লীলা করেন ইহা নিরূপণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব নিরূপণ করিতেছেন—যদি বল যিনি প্রকৃতির নিয়ন্তা সঙ্কর্ষণাংশ কারণার্ণবশায়ি প্রথম পুরুষ, আর যিনি সমষ্টি বিরাট অন্তর্য্যামি প্রদ্যুম্নাখ্য গর্ভোদশায়ি দ্বিতীয় পুরুষ, তাঁহাদিগের অপেক্ষা কংসারি শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য প্রতিপন্ন হইতেছে না? ॥১৭৮॥

যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ। নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্‌ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ॥
যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ। তদ্‌বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্॥
পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরু-ভুজাননাদ্ভুতম্।
সহস্রমূর্দ্ধ-শ্রবণাক্ষি-নাসিকং সহস্রমৌল্যম্বর-কুণ্ডলোল্লসৎ॥
এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেব তির্য্যঙ্‌নরাদয়ঃ॥" ১৮০॥ ইতি।

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

তত্র কারণার্ণবশায়িনমাহ, জগৃহ ইতি। আদৌ—পূর্ব্বং, ভগবান্—পরমব্যোমাধীশঃ, পৌরুষং—পুরুষাকারং পুরুষাখ্যং বা, রূপং—বিগ্রহং জগৃহে—প্রকটিতবান্। কেন হেতুনা? ইত্যাহ, মহদাদিভির্লোকসিসৃক্ষয়া। কীদৃশং রূপং? সম্ভৃতং—সম্যক্ সত্যং, ; যদ্বা, মহদাদিভির্লোকসিসৃক্ষয়া, সম্ভৃতং যুক্তম্। পুনঃ কীদৃক্? ষোড়শ কলাঃ—শক্তয়ঃ যত্র তৎ॥ গর্ভোদশায়িনমাহ, যস্যেতি। যস্য—পরমব্যোমাধীশস্য, অম্ভসি—গর্ভোদসমুদ্রে, প্রদ্যুম্নবপুষা শয়ানস্য, নাভিহ্রদাম্বুজাৎ ব্রহ্মাসীদিত্যন্বয়ঃ। রূপং বিশিনষ্টি, যস্য—রূপস্য বিগ্রহস্য, অবয়বসংস্থানৈঃ—পাদাদ্যঙ্গসন্নিবেশৈঃ তৎসদৃশতয়া, লোকবিস্তরঃ "পাতালমেতস্য হি পাদমূলম্" (ভাঃ ২।১।২৬) ইত্যাদিবাক্যৈঃ, কল্পিতঃ—স্থূলধিয়াং মনঃস্থৈর্য্যায় উপদিষ্ট ইত্যর্থঃ। তৎ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং—জাড্যাংশেনাপি রহিতং, সত্ত্বং—স্বপ্রকাশতাশক্তিরূপম্, অত ঊর্জ্জিতং—বলবৎ মায়ানিরাসকমিত্যর্থঃ। তমোরজোভ্যামসংপৃক্তং মায়িকং সত্ত্বং তদিতি তু বদন্তো ভ্রান্তা এব, তদসংপৃক্তস্য তৎসত্ত্বস্যাভাবাৎ, "অন্যোন্যমিথুনাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে সর্ব্বত্রগামিনঃ।" (আগমে) ইতি স্মরণাৎ॥ সূক্ষ্মধিয়স্তু তদেব রূপং ধ্যায়ন্তীত্যাহ, পশ্যন্তীতি। অদভ্রচক্ষুষা—জ্ঞাননেত্রেণ। সহস্র-শব্দোঽত্রাসংখ্যাতবাচী, "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" (শ্বেঃ উঃ ৩।৩ মঃ নাঃ উঃ ২।২) ইতি লিঙ্গাৎ॥ তস্যাবতারিত্বমাহ, এতন্নানেতি। নিধানম্—অধিকরণম্, রূপান্তরাণাং বৈদূর্য্য ইব। যস্যাংশো বিরিঞ্চিঃ, তস্যাংশো মরীচ্যাদিঃ, তেন, দেবাদয়স্তত্তদুপাধয়ঃ, সৃজ্যন্তে—জন্যন্তে॥১৭৯—১৮০॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

জগৃহ ইত্যত্র শ্রীভাবার্থদীপিকা। যদুক্তং "অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ" ইতি তদুত্তরত্বেনানুক্রমিষ্যন্ প্রথমং পুরুষাবতারমাহ পঞ্চভিঃ জগৃহ ইতি। মহদাদিভিঃ—মহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রৈঃ একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চমহাভূতানীতি ষোড়শকলা অংশা যস্মিন্। ননু যদ্যপি ভগবদ্বিগ্রহো নৈবম্ভূতস্তথাপি বিরাড়্‌জীবান্তর্যামিণো ভগবতো বিরাড়্‌রূপেণ উপাসনার্থমেব যুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্। কোঽসৌ ভগবানিত্যপেক্ষয়া তং বিশিনষ্টি যস্যেতি। যস্য অম্ভসি শয়ানস্য একার্ণবে বিশ্রান্তস্য। তত্র চ যোগঃ সমাধিস্তদ্রূপাং নিদ্রাং বিস্তারয়তঃ নাভিরেব হ্রদস্তস্মিন্ যদম্বুজং তস্মাৎ সকাশাৎ ব্রহ্মা আসীৎ অভূৎ, পাদ্মে

অত্র কারিকাঃ।—

আদৌ সর্ব্বাবতারাগ্রে ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। মহত্তত্ত্বাদিভিঃ কৃত্বা ভুবনানাং সিসৃক্ষয়া পৌরুষং পুরুষাকারম্ অথবা পুরুষাভিধম্। রূপম্ আনন্দ-চিন্মূর্ত্তিং জগৃহে প্রাদুরাচরৎ॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

কল্পে, স পৌরুষং রূপং জগৃহে। কীদৃশং রূপং তদাহ যস্যেতি। ননু কীদৃশো বিগ্রহস্তস্য যোঽম্ভসি শেতে স্ম তত্তস্য ভগবতো রূপন্তু বিশুদ্ধং রজআদ্যসংভিন্নং অতএবোর্জ্জিতং নিরতিশয়সত্ত্বম্। এতচ্চ যোগিনাং প্রত্যক্ষমেবাহ ; অদভ্রং অনল্পং জ্ঞানাত্মকং যচ্চক্ষুস্তেন। সহস্রং মূর্দ্ধাদয়ো যস্মিন্ তৎ, সহস্রং যানি মৌল্যাদীনি তৈরুল্লসৎ শোভমানম্। এতত্তু কূটস্থম্। নন্বন্যাবতারবদাবির্ভাবতিরোভাববদিত্যাহ এতদিতি। এতত্তু আদিনারায়ণরূপম্। নিধীয়তেঽস্মিন্নিধানং কার্য্যাবসানে প্রবেশস্থানমিত্যর্থঃ। বীজম্ উদগমস্থানং, বীজত্বে নান্যবীজতুল্যং কিন্ত্বব্যয়ং ন কেবলমবতারণামেব বীজং কিন্তু সর্ব্বপ্রাণিনামিত্যাহ যস্যাংশো ব্রহ্মা তস্যাংশো মরীচ্যাদিস্তেনেত্যেষা ॥১৭৯—১৮০॥

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে যথা—তন্মধ্যে প্রথমে কারণার্ণবশায়ি প্রথমপুরুষের বর্ণনা করিতেছেন—সৃষ্টির প্রথমে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ সর্ব্বাবতারের পূর্ব্বে মহত্তত্ত্বাদি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া ষোড়শশক্তিবিশিষ্ট ও সম্যক্সত্য সঙ্কর্ষণাখ্য প্রথমপুরুষ রূপ প্রকট করিয়াছিলেন ॥১৭৯॥

কারণার্ণবশায়ি প্রথম পুরুষের বর্ণনার পর গর্ভোদশায়ি দ্বিতীয় পুরুষের বর্ণনা করিতেছেন—গর্ভোদ সমুদ্রে প্রদ্যুম্নাখ্য দ্বিতীয় পুরুষমূর্ত্তিতে অনন্ত শয্যায় শায়িত পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের নাভিহ্রদস্থ পদ্ম হইতে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যাঁহার বিরাট্ রূপের পাদাদি অঙ্গসন্নিবেশের সাদৃশ্যে চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—সেই বিরাটপুরুষের পাদমূলই পাতাল। কিন্তু ইহা নবীন উপাসক যোগিগণের মনঃ স্থৈর্য্যের নিমিত্ত পরিকল্পিত হইয়াছে। সেই প্রদ্যুম্নাখ্য ভগবানের স্বরূপভূত বিগ্রহ জাড্যাংশরহিত বিশুদ্ধসত্ত্ব স্বপ্রকাশ শক্তিরূপ, অতএব উর্জ্জিত অর্থাৎ বলবান্ মায়ানিরসক। সুতরাং শ্রীভগবদ্বিগ্রহ রজস্তমোগুণের সংসর্গ রহিত, কিন্তু যাহারা মায়িক সত্ত্বগুণের বিকার বলিয়া থাকে, তাহারা ভ্রান্তই। কারণ শ্রীভগবদ্বিগ্রহে মায়িক সত্ত্বগুণের অভাব বশতঃ তাহার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সূক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন মনীষিগণ জ্ঞাননেত্র দ্বারা শ্রীভগবানের বিশুদ্ধসত্ত্ব মায়ানিরাসক সেইরূপই দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার সেইরূপ অসংখ্য চরণ, উরু, বাহু, বদন, মূর্দ্ধা, কর্ণ, চক্ষুঃ, নাসিকা, মৌলি, বসন ও কুণ্ডলদ্বারা সুশোভিত। ইঁহার অবতারিত্ব বর্ণনা করিতেছেন—এই পুরুষ নানাবতারের অধিকরণ স্বরূপ, অর্থাৎ প্রবেশ ও নির্গমস্থান এবং ক্ষয়বিনাশ শূন্যঅব্যয় ও সর্ব্বজীবের উদ্ভবস্থান। যথা-যাঁহার অংশবিরিঞ্চি, বিরিঞ্চির অংশ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, তাঁহারা দেবতা, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥১৮০॥

অর্থঃ সম্ভূতশব্দস্য সম্যক্‌সত্যমিতীরিতঃ। সম্ভূতং যুক্তমিতি বা ভুবনানাং সিসৃক্ষয়া ॥
ষোড়শৈব কলা যস্মিংস্তৎ ষোড়শকলং মতম্। তাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রোক্তা বৈষ্ণবৈঃ শাস্ত্রদর্শনাৎ
শক্তিত্বেন চ তা ভক্তিবিবেকাদিষু সম্মতাঃ। "শ্রীর্ভূঃ কীর্ত্তিরিলা লীলা কান্তির্বিদ্যেতি সপ্তকম্।
বিমলাদ্যা নবেত্যেতা মুখ্যাঃ ষোড়শ শক্তয়ঃ।" তদিদং পৌরুষং রূপং ত্রিবিধং পূর্ব্বমীরিতম্॥
তত্র প্রোচ্য মহৎস্রষ্টৃরূপমণ্ডস্থমুচ্যতে। যস্যাজাণ্ডপ্রবেশেন শয়ানস্য তদন্তসি ॥
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদিতি সুব্যক্তমেব হি। যস্য নাভিহ্রদাব্জস্যাবয়বাঃ কর্ণিকাদয়ঃ ॥
সংস্থানান্যত্র বিন্যাসবিশেষাস্তৈস্তস্য কল্পিতঃ। লোকানাং সর্ব্বজগতাং বিস্তারো বিততিঃ কিল॥
স শেতে যেন রূপেণ তচ্ছুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্ ॥
পশ্যন্তীত্যাদিপদ্যেন তদেবেদং বিশিষ্যতে ॥
এতদ্রূপন্তু নানাবতারাণামুদয়াস্পদম্ ॥১৮১॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

পদ্যপঞ্চকং কারিকাভির্ব্যাচষ্টে, আদাবিত্যাদিভিঃ। ভগবান্—পরব্যোমাধীশঃ॥ অর্থঃ সম্ভূতেতি—"ভূতং ক্ষ্মাদৌ পিশাচাদৌ জন্তৌ ক্লীবং ত্রিষূচিতে। প্রাপ্তে বৃত্তে সমে সত্যে দেবযোন্যন্তরে তু না॥" ইতি মেদিনী। সম্ভুতং যুক্তমিতি বেতি—"সম্ভুয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগা॥" (শি° ব° ২।১০০) ইতি মাঘকাব্যে প্রয়োগাৎ॥ তাঃ কলা নামভির্নির্দ্দিশতি, শ্রীরিত্যাদিভিঃ। বিমলাদ্যাস্তু মহাবৈকুণ্ঠবর্ণনে ব্যক্তী ভবিষ্যন্তি, তাশ্চ—"বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা তথৈব চ। প্রহ্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহেতি নব স্মৃতাঃ॥" পূর্ব্বমীরিতমিতি—"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি" ইত্যাদিনা। তত্রেতি। "জগৃহে পৌরুষং রূপম্" ইতি পদ্যেন, মহৎস্রষ্টৃরূপং—কারণোদশয়ং, প্রোচ্য "যস্যাম্ভসি" ইত্যাদিভিঃ, অণ্ডস্থং—গর্ভোদশয়রূপম্, উচ্যত ইত্যর্থঃ॥ যস্যেতি—বিগ্রহস্যেতি ব্যাখ্যাতং প্রাক্ গ্রন্থকৃদ্ভিস্তু, যস্য—নাভিহ্রদাম্বুজস্য, ইতি ব্যাখ্যায়তে, ফলন্তু তুল্যং ভাব্যম্। অন্যৎ বিস্ফুটার্থম্ ॥১৮১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অত্র—এষু পঞ্চসু। জগৃহ ইতি পদ্যং বিবৃণোতি ষড়্ভিঃ। আদাবিতি। ভগবানিত্যস্য বিবৃতিঃ পুরুষোত্তম ইতি অংশাংশিনোরভেদান্মর্য্যাদয়োক্তের্বা। "প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি" শ্রীবিষ্ণুপুরাণবচনাভিপ্রায়াদ্বা। ভুবনানামিতি। "লোকস্তু ভুবনে জনে" ইত্যমরাৎ। সত্যমিত্যর্থবিবরণং পৌরুষং, রূপমিত্যস্য বিশেষণাভিব্যঞ্জকং যুক্তমিতি বেতি মহদাদিভির্মিলিতমিত্যর্থপরম্; "সংভূয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগেতি" সাহিত্যদর্পণে সম্ভবতের্মিলনার্থত্বাৎ "সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয় ইত্যত্র সম্ভবন্তু মিলিতা ভবন্তিতি শ্রীতোষণীবাখ্যানাচ্চ। শাস্ত্রাণাং শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাদীনাং দর্শনাৎ তাঃ ষোড়শকলাঃ বৈষ্ণবৈঃ সাত্বততন্ত্রাভিজ্ঞৈঃ শক্তিত্বেন প্রোক্তা ইত্যন্বয়ঃ। চকারাদংশত্বেন সপঞ্চভূতানামেকাদশেন্দ্রিয়াণামংশত্বাৎ তাঃ শক্তয়ঃ। শক্তীর্গণয়ন্নাহ শ্রীরিতি। বিমলাদ্যা

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ইতি। "বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা তথৈব চ। প্রহ্বী সত্যা তথেশানা" ইত্যষ্টৌ অনুগ্রহেতি নব। পূর্ব্বং পুরুষাবতারপ্রসঙ্গে। তত্র জগৃহ ইত্যত্র পদ্যে মহৎস্রষ্টৃরূপং প্রোচ্য অণ্ডস্থং দ্বিতীয়ং পৌরুষং রূপং উচ্যতে যস্যেতি পদ্যেনেতি শেষঃ। তদম্ভসি গর্ভোদকে। আসীৎ ব্রহ্মেতি শ্লোকেনান্বয়ঃ। তস্যা-বয়বেত্যর্থমাহ সার্দ্ধেন যস্য নাভীত্যাদি। তৈর্বিন্যাসবিশেষৈঃ লোকানাং বিস্তরঃ কল্পিত ইত্যন্বয়ঃ॥ "তদ্বা ইত্যস্যার্থমাহ স শেত ইতি। তৎ শুদ্ধং সত্ত্বং বিশিষ্যতে বিশেষ্যত্বেন নিরূপ্যতে; বিশেষ্যস্য বিশেষণ-সাপেক্ষত্বাৎ। এতন্নানেত্যস্যার্থমাহ এতদিতি॥১৮১॥

প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোকপঞ্চকের স্বকৃত কারিকাদ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন—আদিতে অর্থাৎ সর্ব্বাবতারের পূর্ব্বে পরব্যোমাধিপতি ভগবান্ পুরুষোত্তম মহত্তত্ত্বাদিদ্বারা চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডসমূহের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া পৌরুষাকার বা পুরুষাভিধরূপ আনন্দচিন্ময় মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রাদুর্ভূত করিয়াছিলেন। সম্ভূত শব্দের অর্থে বলিতেছেন সম্যক্ সত্য। অথবা সম্ভূত অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি করিবার অভিলাষে যুক্ত। সংভূত শব্দের অর্থ মাঘকাব্যেও সংযুক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যথা পার্ব্বত্য ক্ষুদ্রনদী মহানদীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া সমুদ্রে গিয়া উপস্থিত হয়। এখানে মাঘকাব্যে এই সংযুক্ত অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। অপর ষোড়শ কলা যাঁহাতে বিদ্যমান্ তাঁহাকে ষোড়শ কলা বলা হয়। বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রদর্শন অর্থাৎ শাস্ত্ররূপ চক্ষুদ্বারা সেই ষোড়শকলাকে শক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সেই ষোড়শশক্তিকে ভক্তিবিবেকাদি গ্রন্থে পূর্ব্বাচার্য্যগণ স্বীকার করিয়া-ছেন। সেই কলাকে এক্ষণে নামের দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছেন—যথা শ্রী, ভূ, কীর্ত্তি, ইলা, কান্তি ও বিদ্যা এই সাতটি এবং বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা এই নয়টি সাকল্যে মুখ্যা ষোড়শশক্তি কথিত হইল, তন্মধ্যে বিমলাদি এই নয়টি মহাবৈকুণ্ঠ বর্ণনে বলা হইবে। এই গ্রন্থে পূর্ব্বে পুরুষাবতার প্রকরণে এই পৌরুষরূপ ত্রিবিধাকারে নির্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে "জগৃহে পৌরুষংরূপম্" এই শ্লোকদ্বারা মহৎস্রষ্টৃ কারণার্ণব শায়িরূপ বলিয়া "যস্যাম্ভসি" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা অণ্ডস্থ গর্ভো-দশায়ির রূপ বলিতেছেন। যিনি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিয়া গর্ভোদকে শয়ন করিলে যাঁহার নাভি-রূপ হ্রদস্থ পদ্ম হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাতে সুস্পষ্ট ই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ পুরুষরূপের কথা পুরুষা-বতার প্রকরণে কথিত হইয়াছে। যেই গর্ভোদশায়ি দ্বিতীয় পুরুষ বিগ্রহের নাভিহ্রদস্থ পদ্মের অবয়ব-কর্ণিকাদি, সংস্থান অর্থাৎ বিন্যাসবিশেষ, তদ্দ্বারা লোকসকলের—সমস্তজগতের বিস্তার—বিততি কল্পিত হইয়াছে। সেই গর্ভোদশায়ি দ্বিতীয়পুরুষ যেই গর্ভোদকে শয়ন করেন, তাহা বিশুদ্ধসত্ত্ব ও ঊর্জ্জিত। "পশ্যন্তি" ইত্যাদি পদ্যদ্বারা সেই রূপকে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই পুরুষরূপ মৎস্য কূর্ম্মাদি নানাবিধ অবতারের উদ্‌গমস্থান॥১৮১॥

যথৈকাদশে (ভা ১১।৪।৩)—

ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ॥”

অত্র সার্দ্ধকারিকা—

নারায়ণোঽত্র পরমব্যোমেশানঃ স আত্মনা।
পুংস্বরূপেণ সৃষ্টৈস্তৈর্ভূতৈঃ সৃষ্ট্বা বিরাট্তনুম্।
বিষ্টঃ স্বাংশেন তেনৈব সম্প্রাপ্তঃ পুরুষাভিধাম্॥১৮২॥

প্রস্তুতে তু কিমায়াতম্ ইত্যাশঙ্ক্য নিগদ্যতে। সোঽস্য গর্ভোদশয্যস্য বিলাসো যশ্চতুর্ভুজঃ॥
শেতে প্রবিশ্য লোকাজ্জং বিষ্ণ্বাখ্যঃ ক্ষীরবারিধৌ। অয়ঞ্চ স্থাবরান্তানাং সুরাদীনাং শরীরিণাম্॥
হৃদ্যন্তর্যামিতাং প্রাপ্তো নানারূপ ইব স্থিতঃ। 'তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থম্' ইতি বিষ্ণোর্যদুচ্যতে॥
রূপং সাত্বত তন্ত্রে তদ্বিলাসোঽস্যৈব সম্মতঃ।
অতঃ ক্ষীরাম্বুধেস্তীরে কৃতোপস্থানকঃ সুরৈঃ।
এষ এবাবতীর্ণোঽভূৎ কৃষ্ণাখ্য ইতি যুজ্যতে॥১৮৩॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

তস্য পুরুষস্য অবতারিত্বমুদাহরতি. ভূতৈরিতি। আদিদেবঃ নারায়ণঃ—পরমব্যোমপতিঃ, আত্মনা—প্রথমপুরুষবপুষা, সৃষ্টৈঃ, ভূতৈর্বিরাজং পুরং নির্ম্মায়, তস্মিন্, স্বাংশেন—দ্বিতীয়পুরুষবপুষা, প্রবিষ্টঃ সন্, পুরুষাভিধানং—পুরুষাবতারসংজ্ঞাম্, অবাপ ; স চোক্তানামবতারাণামবতারীতি খ্যাতমিত্যাশয়ঃ। নারায়ণোঽত্রেত্যাদিকারিকার্থস্তু স্ফুটার্থঃ॥ প্রস্তুতেত্বিতি। এবং কারণোদশয়-গর্ভোদশয়য়োর্ব্বর্ণনেন অবতারিত্বকীর্ত্তনেন চ, প্রস্তুতে—'তাভ্যাং পুরুষাভ্যাং কংসারেরধিকতা নোপপদ্যতে' ইত্যাক্ষেপে, কিমায়াতম্? ইত্যাশঙ্ক্য, প্রতিবাদিনা তাভ্যাং তস্য ন্যূনতা নিগদ্যতে ইত্যর্থঃ। তথাহি, সোঽস্যেতি—গর্ভোদশয্যস্যাংশঃ ক্ষীরাব্ধিশয়োঽনিরুদ্ধঃ, স এব দেবাভ্যর্থনয়া কৃষ্ণোঽভূদিতি চতসৃণাং কারিকাণাং নিষ্কর্ষঃ। তদ্বিলাসোঽস্যৈবেতি। তৎ রূপম্, অস্যৈব—গর্ভোদশয়স্য, বিলাস ইত্যন্বয়ঃ। তথা চ কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বং সুদূরাপাস্তমিতি ১৮২—১৮৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ভূতৈরিতি। বিবৃতমেতৎ পুরুষাবতারপ্রসঙ্গে পরমব্যোমেশানঃ পরমব্যোমেশান্মহানারায়ণাদূনঃ নিকৃষ্টঃ সমষ্টিব্যষ্টিস্রষ্টৄণামাদিভূত ইত্যর্থঃ। গর্ভোদেশয্যা যস্য স গর্ভোদশয্যঃ তস্য দ্বিতীয়পুরুষস্য যো বিলাসঃ স লোকাজ্জং প্রবিশ্য একাংশেন বিষ্ণুনামা সন্ ক্ষীরবারিধৌ শেতে বিশিনষ্টি অয়ঞ্চেতি। নানারূপঃ অধিকরণানুরূপঃ ইতি বিষ্ণো রূপং যদুচ্যতে তত্তৃতীয়পুরুষাখ্যং রূপং অস্যানিরুদ্ধাখ্যচতুর্ভুজস্য বিলাস এব সম্মত ইত্যন্বয়ঃ॥ তমেব পূর্ব্বপক্ষং পরিষ্করোতি অত ইতি। সুরৈঃ শ্রীব্রহ্মাদিভিঃ কৃতমুপ-

অথাত্র পূর্ব্বপক্ষে বঃ সিদ্ধান্তঃ প্রতিপদ্যতে। যথা শ্রীদশমে তেষু সুরেষ্বেবাশরীরগীঃ ॥

"বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ। জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ইতি।

অত্র কারিকাঃ।—

পুরুষস্য পরত্বেন সাক্ষাচ্চ ভগবানিতি। এতস্যৈব মহৎস্রষ্টা সোহংশ ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥

অত্র শ্রীস্বামিপাদানামপি সম্মতিরীক্ষ্যতে। যৎ অংশভাগেনেত্যস্য ব্যাখ্যাং কুর্ব্বদ্ভিরেব তৈঃ ॥

অংশেন ভাগো মায়য়া যেনেত্যংশোঽস্য পুরুষঃ। ভাগো ভজনমিত্যেবং পূর্ণতাস্য স্ফুটীকৃতা ১৮৪

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

স্থানমুপসত্তির্যস্য স এব শ্রীমদনিরুদ্ধবিলাসঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্যঃ সন্নবতীর্ণোঽভূদিতি মতং যুজ্যতে যুক্তং ভবতি যুজধাতোর্দৈবাদিকত্বাৎ ॥১৮২—১৮৩॥

এই পুরুষ অবতারী, তাঁহার উদাহরণ প্রদর্শন করাইতেছেন—যথা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে—আদিদেব পরব্যোমনাথ নারায়ণ যেকালে স্বীয় রূপ বিশেষ সঙ্কর্ষণাখ্য প্রথম পুরুষ কর্তৃক প্রকৃতি বীক্ষণদ্বারা মহত্তত্ত্বাদি ক্রমে উৎপাদিত পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয়াংশ প্রদ্যুম্নাখ্য দ্বিতীয় পুরুষরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হন। সেই কালে তিনি পুরুষাবতার নাম প্রাপ্ত হয়েন। এই অভিপ্রায়ে তিনি অবতারগণের মধ্যে অবতারী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকারের এই শ্লোকের সার্দ্ধ কারিকা, যথা—এই শ্লোকে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, তিনি আত্ম—দ্বারা অর্থাৎ প্রথমপুরুষ স্বরূপদ্বারা মহদাদিক্রমে সৃষ্ট পঞ্চভূতরূপ উপাদানদ্বারা বিরাট তনু ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া স্বাংশ দ্বিতীয় পুরুষরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পুরুষ এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥১৮২॥

পূর্ব্বোক্ত গর্ভোদশায়ির বিলাস ক্ষীরাব্ধি পতির অবতার এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ।

এই প্রকার কারণার্ণবশায়ী ও গর্ভোদশায়ির বর্ণন এবং তাঁহাদের অবতারিত্ব কীর্ত্তন, যদি বল ইহা দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ে অর্থাৎ প্রথম পুরুষ ও দ্বিতীয় পুরুষ, সেই দুই পুরুষ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য নাই, এই প্রকার আক্ষেপে কি উপযোগিতা হইল? অর্থাৎ প্রতিবাদিগণ কারণার্ণবশায়ী ও গর্ভোদশায়ী অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের ন্যূনতা প্রতিপাদন করিতেছে, এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—গর্ভোদশায়ির বিলাস যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, তিনি চতুর্দ্দশলোকরূপ পদ্মে প্রবেশ পূর্ব্বক একাংশে বিষ্ণুনামে অভিহিত হইয়া ক্ষীর সমুদ্রে শয়ন করেন। এই বিষ্ণুই দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত প্রাণিবর্গের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত হইয়া নানাশরীররূপ অধিকরণের ভেদে নানারূপে প্রতীয়মান হন। সাত্বততন্ত্রে—তৃতীয় পুরুষরূপে সর্ব্বভূতস্থ বলিয়া শ্রীবিষ্ণুর যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ গর্ভোদশায়ি বিষ্ণুর বিলাসমূর্ত্তি। অতএব ব্রহ্মাদি দেবগণ ক্ষীরসমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইয়া যে ক্ষীরোদশায়ি বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন সেই অনিরুদ্ধাংশ বিষ্ণুই শ্রীকৃষ্ণ এই নামে অভিহিত হইয়াছেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত. সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব সুদূর পরাহত ॥১৮৩॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

এতং পূর্ব্বপক্ষং নিরাকর্ত্তুমাহ, অথেতি। ক্ষীরাব্ধিপতিঃ দেবৈরভ্যর্থিতঃ কৃষ্ণোঽভূতদিতি যদুক্তং, তৎ রভসাদেব বাক্যার্থানবলোকনাদিতি ভাবেনাহ, যথা শ্রীতি॥ তাং গিরমাহ, বসুদেবেতি—ক্ষীরাব্ধিপতের্ব্বাক্যং সুরান্ প্রতি ব্রহ্মানুবদতি ; "গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ। গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ! পুনর্বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরম্॥" (ভাং ১০।১।২১) ইত্যস্য বাক্যস্য পূর্ব্ববৃত্তত্বাৎ। বসুদেবগৃহে পুরুষো জনিষ্যতে, ন ত্বহম্। তর্হি কিং গর্ভোদশায়ী ? নেত্যাহ, পর ইতি। তর্হি কিং কারণোদশায়ী ? নেত্যাহ, ভগবানিতি। তর্হি কিং পরমব্যোমাধীশঃ? নেত্যাহ, সাক্ষাদিতি। 'স্বয়ংদাসাস্তপস্বিনঃ' ইতিবৎ অন্যানপেক্ষভগবত্ত্ববিশিষ্টোঃ যঃ; স সাক্ষাদ্‌ভগবানুক্তস্তদ্‌গৃহে ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। সুরস্ত্রিয়—উপেন্দ্রপরিকররূপাঃ, তৎপ্রিয়ার্থং—তৎপ্রেয়সীনাং পরিচর্য্যার্থমিত্যর্থঃ। পুরুষস্যেতি—পরশব্দেন পুরুষশব্দস্য, সাক্ষাচ্ছব্দেন ভগবচ্ছব্দস্য বিশেষিতত্বাৎ, বসুদেবগৃহাবির্ভূতস্য স্বয়ংরূপত্বসিদ্ধ্যা, কারণোদশয়স্য কৃষ্ণাংশত্বে সিদ্ধে, তদংশাংশস্য ক্ষীরাব্ধিপতেঃ কৃষ্ণত্বং ব্রুবন্তো ভ্রান্তা ইতি॥ বিদ্বত্তমসম্মতিমিহাহ, অত্র শ্রীতি। অস্যেতি—কৃষ্ণস্য ॥১৮৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

বো যুষ্মাকং শ্রীভাগবতাদিতাৎপর্য্যার্থানভিজ্ঞানাং পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তঃ প্রতিপদ্যতে স্বয়মুপস্থিতো ভবতি। অশরীরগীঃ॥ বসুদেবেতি পুরুষো জনিষ্যতে নত্বহং তর্হি গর্ভোদশায়ীত্যাহ পর ইতি। তর্হি প্রথম পুরুষ ইত্যাহ ভগবানিতি। তর্হি শ্রীমহানারায়ণ ইত্যাহ সাক্ষাৎ স্বয়মিত্যর্থঃ। তস্মাদ্‌যস্য ভগবত্তয়া শ্রীমহানারায়ণস্যাপি ভগবত্ত্বমিত্যর্থঃ। তৎপ্রিয়ার্থং তস্য প্রিয়াণাং শ্রীরাধাদীনামর্থং সেবায়ৈ সুরস্ত্রিয়ঃ সম্ভবন্তু জায়ন্তাম্। অত্র সুরস্ত্রিয়ঃ শ্রীমদুপেন্দ্রপরিকররূপা এবেতি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে দর্শিতম্। যদ্বা সম্ভবন্তু মিলিতা ভবন্তু তৎপ্রিয়ার্থং—তৎপ্রীত্যৈ সাক্ষাদবতরতি শ্রীভগবতি তদংশান্তরবন্নিত্যানপায়িমহাশক্তিরূপাসু স্বপ্রেয়সীষু তাসামপি প্রবেশস্য ন্যায্যত্বাৎ॥ এতস্য—সাক্ষাদ্ ভগবতঃ, মহৎস্রষ্টা—প্রথমপুরুষঃ অংশঃ॥ অত্র মতে, তৈঃ—শ্রীস্বামিপাদৈঃ। এবমনেন প্রকারেণ অস্য—শ্রীকৃষ্ণস্য, পূর্ণতা—অংশিতা স্ফুটীকৃতা—অভিধয়ৈববোধিতা ॥১৮৪॥

পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ সমূহের নিরসন।

গর্ভোদশায়ির বিলাস ক্ষীরোদশায়ী, তাঁহারই অবতার শ্রীকৃষ্ণ। এই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য নিরসন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন—অথ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ অনভিজ্ঞ তোমাদের এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবতের দশমে সেই ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রতি যেরূপ আকাশবাণী—হইয়াছিল তদনুসারে তোমাদের এই পূর্ব্বপক্ষের প্রকৃত যে সিদ্ধান্ত তাহা প্রতিপাদন করিতেছি—ক্ষীরাব্ধিপতি শ্রীবিষ্ণু দেবগণের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ এইনামে আবির্ভূত হইয়াছেন, ব্রহ্মা ইহা হর্ষবশতঃ বলিয়াছেন, বস্তুতঃ ব্রহ্মা বাক্যার্থ অবধারণ না করিয়া ভাবোচ্ছ্বাসে বলিয়াছেন। কারণ ব্রহ্মা ক্ষীরাব্ধিপতির বাক্য অনুবাদ

কিঞ্চ তত্রৈব দেবক্যা কৃতে স্তোত্রে নিরূপিতম্।

যথা (ভাঃ ১০।৮৫।৩১)—

"যস্যাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তি-লয়োদয়াঃ। ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা ॥"

অত্র কারিকা।—

যস্যাংশঃ পুরুষস্তস্য স্যাদংশঃ প্রকৃতিস্তু সা। তস্যা অংশা গুণাস্তেষাং ভাগেনাস্যোদ্ভবাদয়ঃ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব (ভাঃ ১০।১৪।১৪)—

"নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনাম্ আত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।

নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥" ১৮৫ ॥

করিয়া দেবগণকে বলিয়াছেন। ব্রহ্মার সেই অনুবাদ বাক্য যথা—ব্রহ্মা সমাধিকালে গগনমণ্ডলে সমুচ্চারিত আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সানন্দে দেবগণকে বলিয়াছেন—হে অমরবৃন্দ! যদি অমরত্ব রক্ষা করিতে বাসনা থাকে, তাহাহইলে পরমপুরুষ ভগবান্ যে কথা বলিয়াছেন তাহা শীঘ্র কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট শ্রবণ কর এবং অবিলম্বেই তাহার অনুষ্ঠান কর। বসুদেব গৃহে পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইবেন; কিন্তু ক্ষীরাব্ধিপতি তৃতীয় পুরুষ আমি নহি। তাহাহইলে সেই পুরুষ কি গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ আবির্ভূত হইবেন? তদুত্তর—না, বসুদেব গৃহে পরমপুরুষ আবির্ভূত হইবেন। তাহাহইলে সেই পরম পুরুষ কি কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ? তদুত্তর—না—বসুদেবগৃহে পরম পুরুষ শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন। তাহাহইলে কি সেই পরম পুরুষ ভগবান্ পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণ? তদুত্তরে—না, পরম পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্, তিনি বসুদেবগৃহে আবির্ভূত হইবেন। যেমন "তপস্বিগণ স্বয়ংদাস", এইরূপ বলিলে তপস্বিগণের দাস্য অন্যাপেক্ষি নহে, অর্থাৎ নিজের দ্বারাই উহা সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ এস্থলে অনন্যাপেক্ষি স্বয়ংরূপ। সুতরাং যিনি অনন্যাপেক্ষি ভগবত্ত্ববিশিষ্ট তিনিই সাক্ষাৎ ভগবান্ শব্দের বাচ্য। অতএব বসুদেব গৃহে পরম পুরুষ সাক্ষাৎ স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন। অতএব উপেন্দ্র পরিকররূপা দেবস্ত্রীগণ তাঁহার প্রেয়সী শ্রীরাধাদির পরিচর্য্যার নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করুন। এই শ্লোকের কারিকা—শ্লোকের পরশব্দ পুরুষের এবং সাক্ষাৎ শব্দটি ভগবানের বিশেষণ থাকায়, বসুদেবগৃহে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব সিদ্ধ হইল এবং মহত্তত্ত্বাদিস্রষ্টা কারণার্ণবশায়ি বিষ্ণু যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ তাহা নির্ণীত হইল। সুতরাং কারণার্ণবশায়ির অংশের অংশ ক্ষীরাব্ধিপতির অবতার শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই প্রকার সিদ্ধান্ত বিষয়ে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের সম্মতি দেখিতে পাওয়া যায়। যেহেতু 'অথাহমংশভাগেন' এইশ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি অংশভাগেন এই পদের এইরূপ সিদ্ধান্ত দেখাইয়াছেন যথা—"অংশেন ভাগো মায়ায়া যেন"। অর্থাৎ যিনি কারণার্ণবশায়ি বিষ্ণুরূপে মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন তিনি অংশভাগ অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ভাগ্ অর্থে ভজন এইরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা প্রথম পুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া স্পষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণের পুর্ণতা স্থাপন করিয়াছেন ॥১৮৪॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

কিঞ্চেতি। তত্রৈব—শ্রীদশমে। যস্যেতি—শ্রীকৃষ্ণস্য মৎপুত্রস্য তব। অত্র কারিকেতি। পুরুষস্য কৃষ্ণাংশত্বম্ অনভিব্যক্তনিখিলগুণককৃষ্ণত্বং, প্রকৃতেঃ পুরুষাংশত্বং প্রকৃতিশক্তিমৎপুরুষৈকদেশত্বং, পুরুষোপসর্জ্জনীভূতত্বং বেত্যর্থঃ॥ কারণোদশয়স্য গর্ভোদকশয়স্য চ কৃষ্ণাংশত্বং ব্রহ্মবাক্যেনাহ, নারায়ণ ইতি। "জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ। বিনির্গতোঽজস্ত্বিতি বাঙ্‌ন বৈ মৃষা কিং ত্বীশ্বর! ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি॥" (ভাঃ ১০।১৪।১৩) ইতি পুর্ব্বপক্ষেন, 'হে ঈশ্বর! ত্বং মৎপিতা নারায়ণোঽসি, অতঃ পুত্রস্য মেঽপরাধং ক্ষমস্ব' ইত্যুক্ত্যা কৃষ্ণস্য পুরুষনারায়ণত্বমুক্ত্বা, অথ বিধিরথৈশ্বর্য্যং বীক্ষ্য ভীতস্তৎ প্রতিষেধতি, ত্বং নারায়ণঃ—মতপিতা গর্ভোদশয়ঃ, ন হীতি। তত্র হেতুগর্ভং সম্বোধনম্ অধীশেতি—ঈশা ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামিণো মৎপিতৃরূপাস্তেভ্যোঽধিক হে। যতস্ত্বং সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি—সমষ্টিজীবানাং বৈকুণ্ঠস্থিতানাং গরুড়-বিষ্বক্‌সেনাদীনাঞ্চ নিত্যমুক্তজীবানাং তত্তদ্রূপৈঃ প্রকাশক প্রবর্ত্তকশ্চাসি; তেষামখিললোকানাং, সাক্ষী—সাক্ষাদ্‌দ্রষ্টা, চাসি; ইতি মহানারায়ণঃ সর্ব্বতোঽধিকস্ত্বমসীত্যর্থঃ। যস্মাদেবম্ অতো নরভূজলায়নাদ্‌যো নারায়ণঃ—প্রথমো দ্বিতীয়শ্চ পুরুষঃ, স তব, অঙ্গং—স্বাংশ ইত্যর্থঃ। তচ্চ পুরুষনারায়ণত্বং তব সত্যমেব—পারমার্থিকং, ন তু মায়া—নানিত্যমিত্যর্থঃ। তথা চ পরম্পরয়াপি ত্বৎপুত্রত্বাৎ মেঽপরাধঃ ক্ষন্তব্য ইতি ভাবঃ॥১৮৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

যস্যেত্যত্র দীপিকা। যস্যাংশঃ পুরুষঃ তস্যাংশো মায়া তস্যাংশো গুণাস্তেষাং ভাগেন পরমাণুমাত্রলেশেন বিশ্বোৎপত্ত্যাদয়ো ভবন্তি তং ত্বাং গতিং শরণং গতাস্মীত্যেযা। কিলেতি প্রসিদ্ধমেবেদমিত্যর্থঃ। হে বিশ্বাত্মন্ হে সর্ব্বমূলস্বরূপ হে আদ্য মূলনারায়ণ! অদ্যেতি কচিচ্ছেদঃ। এতাবন্তং কালং নৈব ত্বাং প্রার্থয়িতুং শরণং ব্রজামীত্যাশয়পরঃ॥ যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রকৃতিঃ সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রধানাখ্যা জড়া পুরুষীয়-চৈতন্যাধ্যাসাদ্ যা চেতনবতী ভবতীতি। গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি তেষাং গুণানাম্ অস্য বিশ্বস্য। অত্র দীপিকা। তর্হি নারায়ণস্য পুত্রঃ স্যাঃ মম কিমায়াতং তত্রাহ নারায়ণস্ত্বমিতি। ন হীতি কাক্কা ত্বমেব নারায়ণ ইত্যাপাদয়তি। কুতোঽহং নারায়ণ ইতি চেদত আহ সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি। এবমপি কিং নারায়ণো ন ভবসি নারং জীবসমূহো অয়নমাশ্রয়ো যস্য স তথেতি, ত্বমেব সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি এবমপি ত্বং নারায়ণ ইতি ভাবঃ। অধীশ ত্বং নারায়ণো ন হীতি পুনঃ কাকুঃ। অধীশঃ প্রবর্ত্তকঃ। ততশ্চ নারস্যায়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ স তথেতি পুনস্ত্বমেবাসাবিতি। কিঞ্চ ত্বমখিললোকং সাক্ষাৎ পশ্যসি। অতো নারময়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণ ইত্যর্থঃ। নন্বেবং নারায়ণপদব্যুৎপত্তৌ ভবেদেবং তত্ত্বতয়া প্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ নারায়ণোঽঙ্গমিতি। নরাদুদ্ভূতা যেঽর্থাঃ তথা নরাজ্জাতং যজ্জলং তদয়নাদ্ যো নারায়ণঃ সোঽপি তবৈবাঙ্গং মূর্ত্তিঃ। তথাচ স্মর্য্যতে—"নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারানীতি বিদুর্ব্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ ইতি। তথা "আপো নারা ইত্যাদি। ননু মন্মূর্ত্তেরপরি

চ্ছিন্নায়াঃ কথং জলাদ্যাশ্রয়ত্বং অত আহ তচ্চাপি সত্যং নেত্যেষা। অত্র পুরুষত্রয়সঙ্গতিস্তোষণীদৃষ্টা প্রত্যেতব্যা প্রকৃতগ্রন্থবিরোধভয়ান্ন সা বিবৃতা ॥১৮৫॥

আরও বলিতেছেন—সেই শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে শ্রীদেবকীদেবীর স্তবে পুরুষ অবতারগণ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ তাহা নিরূপণ করিতেছেন—যথা আমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, যে তোমার অংশের অংশ ও তাহার অংশভাগ দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। হে বিশ্বাত্মন্! আমি অদ্য সেই তোমার শরণ লইলাম। এই শ্লোকের কারিকা যথা—যাঁহার অংশ-পুরুষ, তাঁহার অংশ অর্থাৎ শক্তিমান্ পুরুষের একদেশ প্রকৃতি, তদংশসত্ত্বাদিগুণত্রয়, তাহাদের ভাগদ্বারা অর্থাৎ পরমাত্মাদি অংশদ্বারা এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। অপর কারণার্ণবশায়ী ও গর্ভোদশায়ী যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ব্রহ্মার বাক্যে বর্ণনা করিতেছেন—হে প্রভো! যদি বলেন আমার কুক্ষিগত সমস্ত বস্তু হইলে আমি যেমন সকলেরই মাতা, তদ্রূপ তোমারও মাতা, তাহা হইলে আমি যেমন সকলের অপরাধ বিচার করিয়া যথোচিত ক্ষমাদি করিয়া থাকি, তদ্রূপ তোমারও অপরাধ ক্ষমা করিব? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—পরম্পরা সম্বন্ধে নিখিল বস্তু আপনার কুক্ষিগত হইয়াছে, পরন্তু আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনার কুক্ষিগত হইয়াছিলাম। আপনা হইতে আমার জন্ম, ইহা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, অতএব আপনি আমার জনক, কৃপা পূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করুন। এই অভিপ্রায়ে দ্বিতীয় পুরুষের ভেদান্তর অনিরুদ্ধ বিশেষ বিরাডন্তর্য্যামি পুরুষের স্তব করিতেছেন—হে ঈশ্বর! এই সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত প্রলয়াবসানে সমস্ত সমুদ্রের সম্মিলনে একাকার হইয়া গর্ভোদক নামক একার্ণবে পবিণত হয়, সেই একার্ণব সলিলে শায়িত শ্রীনারায়ণের উদরস্থ নাভি কমল হইতে ব্রহ্মা বিনির্গত হইয়াছেন এই যে প্রসিদ্ধি রহিয়াছে তাহা মিথ্যা নহে। তবে কি আমি আপনা হইতে বিনির্গত হই নাই? অবশ্যই আপনা হইতে আমি উদ্ভুত হইয়াছি। ব্রহ্মা এই শ্লোকের দ্বারা বলিলেন হে ঈশ্বর! তুমি আমার পিতা, তুমি নারায়ণ হও, আমি তোমার পুত্র, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী বলিয়া ক্ষমা প্রর্থনা করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হওয়ায় পুনরায় সভয়ান্তঃকরণে পূর্ব্বোক্ত বাক্যকে নিষেধ করিতেছেন—হে ভগবন্! আমি যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি সেই গর্ভোদশায়ীআমার জনক নারায়ণ তুমি নহ। হে ঈশ! আমার পিতা ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী, তাঁহাদিগের অপেক্ষা তুমি অধিক। যেহেতু তুমি সমষ্টিজীবের, ব্রহ্মাদি-দেবগণের, বৈকুণ্ঠস্থিত গরুড় বিষ্বকসেনাদির এবং নিত্যমুক্ত জীবগণের সকলেরই আত্মা ও সেই সেইরূপের প্রকাশক ও প্রবর্ত্তক তথা অখিল লোকের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। তুমি মহানারায়ণ অতএব সকলের অপেক্ষা তুমি অধিক বা শ্রেষ্ঠ, কেননা তুমি সর্ব্ববিধ প্রাণীর আত্মা এবং অখিল লোকের সাক্ষী, অতএব নরভূ অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন যে জল অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী ও গর্ভোদশায়ী সেই দুই প্রসিদ্ধ নারায়ণ তোমার অংশ বা তোমার মূর্ত্তিবিশেষ। তোমার সেই পুরুষরূপ নারায়ণ মূর্ত্তি পরমার্থ সত্য, মায়িক অনিত্য নহে। অতএব হে প্রভো পরম্পরারূপে আমি তোমার পুত্র বলিয়া আমার অপরাধ ক্ষমাকরা উচিত ॥১৮৫॥

অত্র কারিকা ।—

জগত্রয়েতি পদ্যেন শ্রীনারায়ণতাং বদন্ কৃষ্ণস্যাথ স্বয়ং দৃষ্ট্বা পরমৈশ্বর্য্যমদ্ভুতম্ ।
পর্য্যাপ্তাজাণ্ডনিযুতং স্বয়ং ভীতিভরাকুলঃ । নারায়ণস্ত্বং নেত্যাহ সাপরাধ ইবাত্মভূঃ ॥
হে অধীশেত্যজাণ্ডৌঘস্থিতান্তর্যামিপুরুষাঃ । ঈশাস্তেভ্যোঽধিকোঽধীশো হি যতঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥
সমষ্টীনাং সবৈকুণ্ঠজীবানাং ত্বং প্রকাশকঃ তেষামখিললোকানাং সাক্ষী দ্রষ্টাপ্যসি স্বয়ম্ ॥
অতো যো নরভূ-নীরায়নান্নারায়ণঃ স্মৃতঃ । স তেঽঙ্গমংশঃ পূর্ণস্য চিন্মায়াশক্তিবৈভবৈঃ ॥

চাতুষ্পাদিকমৈশ্বর্য্যং তব তস্য তু পাদিকম্ ।
'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেনে'তি তে বচঃ ।
তচ্চাংশত্বং ভবেৎ সত্যং বিরাড়্বন্ন তু মায়িকম্ ॥১৮৬॥

শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৮)—

"যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥" ইতি ।
অতঃ পুরুষ এবাস্য কৃষ্ণস্যাংশো ভবেদ্ যদি । তদ্বিলাসস্তু নিতরাং ভবেৎ ক্ষীরাব্ধিনায়কঃ॥১৮৭॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

পদ্যং ব্যাচষ্টে, জগদিতি । স্বয়ংভীভিভরেতি—পূর্ণস্য স্বাংশতোক্তের্ভয়োদয়ঃ । স্মৃত ইতি—"আপো নারা ইতি প্রোক্তাঃ" (বি° পু° ১।৪।৬) ইত্যাদিস্মৃতিবাক্যেনোক্ত ইত্যর্থঃ । চিন্মায়েতি—চিচ্ছক্তের্মায়াশক্তেশ্চ বৈভবৈঃ, পূর্ণস্য তব ঐশ্বর্য্যং, চাতুষ্পাদিকং-- পূর্ণং, পুরুষনারায়ণস্য তু মায়াশক্তিবৈভবম্ ঐশ্বর্য্যম্ একপাদিকমিতি । তথাচ চতুষ্পাদ্বিভূতেরেকপাদবিভূতিত্বং বদন্তো ভ্রান্তা ইতি । গর্ভোদশয়স্য কৃষ্ণাংশত্বে ব্রহ্মবাক্যমাহ, যস্যেতি । যস্য—গর্ভোদশয়স্য পুরুষস্য, একনিশ্বসিতকালমবলম্ব্য জগদণ্ডনাথাঃ--ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশাঃ, জীবন্তি—তত্তৎকার্য্যাধিকারিতয়া বর্ত্তন্তে ; সমাকৃষ্টে শ্বাসে প্রলয়ে সতি তত্তৎকার্য্যাধিকারা ন ভবন্তীতি ঈদৃশো বিষ্ণুঃ সঃ যস্য—গোবিন্দস্য, কলাবিশেষঃ—স্বাংশো ভবতীতি॥ সিদ্ধান্তার্থং নিযোজয়তি, অত ইতি । যদি গর্ভোদশয়ঃ পুরুষোঽস্য কৃষ্ণস্য অংশো বাক্যাদবগতো ভবেৎ, তর্হি তদ্বিলাসঃ ক্ষীরাব্ধিপতির্নিতরাং কৃষ্ণস্যাংশ ইতি নাত্র সন্দেহগন্ধ ইতি ॥১৮৬—১৮৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তত্র প্রথমপুরুষস্যাংশত্বমবগণয়ন্নাহ জগত্রয়েতি পদ্যেন অব্যবহিতপূর্ব্বস্থেনেত্যর্থঃ । কৃষ্ণস্য অদ্ভুতং পর্য্যপ্তাজাণ্ডনিযুতং পঞ্চযোজনপরিমিতস্য শ্রীবৃন্দাবনস্য বনাদিপ্রদেশে কোটিকোটিসনাথব্রহ্মাণ্ডাণ্ডবগমময়ং শ্রীকৃষ্ণস্য পরমৈশ্বর্য্যং স্বয়মাত্মনা দৃষ্টম্ ॥ স্মৃতঃ—ত্বং নারায়ণো নেত্যাহ নরভূনীরায়নাদিতি । "নরাজ্জাতানি তত্ত্বানীত্যনুসারেণ যে নরভুবো মহদাদয়স্তৎসাহিত্যপাঠান্নীরঞ্চ নর-প্রভবমেব ; ততো নারা আপ ইত্যনুসারেণ তদ্রূপাশ্চ যঃ কারণজলার্ণবস্তদাশ্রয়ত্বাৎ প্রথমপুরুষশ্চ যো নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ স

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তবাঙ্গং ত্বং পুনরঙ্গীত্যর্থঃ। অতস্তদঙ্গোৎপন্নত্বাৎ তবৈব পুত্রো ভবেয়মিতি ভাবঃ পদ্যস্থঃ॥ তস্য প্রথম-পুরুষস্য পাদিকমৈশ্বর্য্যমিতি যোজ্যম্ ; "বিষ্টভ্যাহমিতি পূর্ব্বপূর্ব্বকল্পেঽপি তথৈবার্জ্জুনং প্রতি কথিতত্বাৎ। যদ্বা বিষ্টভ্যাহমিতি শ্রুতিস্থবচনম্॥ যস্য মহাবিষ্ণোরেকনিশ্বসিতকালনবলম্ব্য-জগদণ্ডনাথা মহাব্রহ্মাদয়ো জীবন্তি, ব্রহ্মাদীনাং বিষ্ণুনিমেষকালপর্য্যন্তস্থিতত্বাৎ। যদুক্তং বারাহে—"ব্রাহ্মসম্বৎসরকৃতাদেকাহং শৈবমুচ্যতে। শৈবসম্বৎসরশতান্নিমেষং বৈষ্ণবং বিদু"রিতি ব্রহ্মাদীনাং তদানীং শিবপুরে স্থায়িত্বাচ্ছিবালয়ে তল্লয়ো মন্তব্যঃ। যথা চতুর্থে—"স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চিতামেতি ততঃ পরং হি মাম্। অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে"। ইতি। স মহান্ বিষ্ণুঃ প্রথমঃ পুরুষো যস্য গোবিন্দস্য কলাবিশেষঃ স্বাংশাংশস্তং গোবিন্দং ভজামীত্যন্বয়ঃ॥ তস্য পুরুষস্য বিলাসঃ ক্ষীরার্ণবাধিপতিঃ সুতরামংশো ভবেৎ অংশবিলাসত্বেনাংশত্বমভেদাৎ॥১৮৬—১৮৭॥

"নারায়ণস্ত্বম্" এই শ্লোকের অর্থ স্বকৃত কারিকাদ্বারা বর্ননা করিতেছেন—"জগত্রয়ান্তোদধি" ইত্যাদি পূর্ব্বশ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়া তদনন্তর যাঁহাতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ পরিমিত তাদৃশ অদ্ভুত পরমৈশ্বর্য্য দর্শন করিয়া স্বয়ং এবং পরিপূর্ণ তত্ত্বকে স্বাংশ হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে এই প্রকার বলায় ভয়াকুল চিত্তে অপরাধীর ন্যায় বলিতেছেন—তুমি কি নারায়ণ নও। হে অধীশ! যেহেতু তুমি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডান্তবর্ত্তি অন্তর্য্যামি পুরুষগণের সকলের অপেক্ষাও অধিক, অতএব তুমি অধীশ। যেহেতু প্রপঞ্চস্থিত সমস্তদেহির ও বৈকুণ্ঠস্থিত জীবসমষ্টির তুমি প্রকাশক। সেইহেতু অখিললোকের সাক্ষী স্বয়ং দ্রষ্টাও তুমি। অতএব নরভূ অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত যে চতুর্বিংশতিতত্ত্ব এবং তাহা হইতে উৎপন্ন যে জলরাশি, এই দুইটি যাঁহার আশ্রয় সেই নারায়ণও তোমার অঙ্গ অর্থাৎ স্বাংশবিশেষ এবং চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির বৈভবের দ্বারা পরিপূর্ণ তোমার ঐশ্বর্য্য চতুষ্পাদ অর্থাৎ পূর্ণ। কিন্তু পুরুষাবতাররূপি নারায়ণের মায়াশক্তি বিভূতিরূপ ঐশ্বর্য্য একপাদ বলিয়া অভিহিত॥ কিন্তু যাহারা তোমার পূর্ব্বোক্ত চতুষ্পাদ বিভূতিকে একপাদ বলিয়া থাকে তাহারা ভ্রান্ত। এবিষয়ে তুমি গীতায়ও বলিয়াছ যথা—আমি সমষ্টি বিরাড়ন্তর্য্যামি দ্বিতীয় পুরুষরূপ অংশমূর্ত্তি দ্বারা এই বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছি। এই অংশমূর্ত্তি বিরাট মূর্ত্তির ন্যায় মায়িক নহে॥১৮৬॥

গর্ভোদশায়ি দ্বিতীয় পুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, এবিষয়ে ব্রহ্মসংহিতা কথিত ব্রহ্মার বাক্য প্রদর্শন করাইতেছেন যথা—যে গর্ভোদশায়ি পুরুষের এক নিশ্বাসকাল অবলম্বন করিয়া তদ্রোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডনাথ অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরগণ নিজনিজ অধিকারে নিযুক্ত থাকেন, আবার নিশ্বাস আকর্ষণে প্রলয় ঘটিলে তাঁহাদের কার্যাধিকার বিনষ্ট হয়, সেই গর্ভোদশায়ি দ্বিতীয়পুরুষ মহাবিষ্ণু যে শ্রীগোবিন্দের কলা-স্বাংশবিশেষ, আমি সেই শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি। সম্প্রতি সিদ্ধান্তার্থ সঙ্ঘটন করিতেছেন— অতএব গর্ভোদশায়ি দ্বিতীয়পুরুষ প্রদ্যুম্ন এই শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইলেন, ইহা ব্রহ্মার বাক্য হইতে অবগত

নন্বু দ্বিতীয়স্কন্ধে তু যোঽবতীর্ণো যদোঃ কুলে। কিং বিধাত্রা স হি সিত-কৃষ্ণকেশতয়োদিতঃ॥
তথাহি (ভাঃ ২।৭।২৬)—
"ভূমেঃ সুরেতর-বরূথ-বিমর্দ্দিতায়াঃ। ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ॥
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ। কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি॥" ইতি॥ ১৮৮॥
মৈবং ভোঃ শ্রূয়তামস্যপদ্যস্যার্থো বিধীয়তে। কলয়া শিল্পনৈপুণ্যবিশেষবিধিনা সিতঃ॥
বদ্ধাঃ কৃষ্ণা অতিশ্যামাঃ কেশা যেনেতি বিগ্রহঃ। স এবেত্যস্য বৈদগ্ধীবিশেষোৎকর্ষ ঈরিতঃ॥
কিংবা যঃ কলয়াংশেন স্যাৎ সিতশ্যামকেশকঃ।
স এবাত্রাবতীর্ণোঽভূৎ শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ॥ ১৮৯॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নিরস্তোঽপি প্রতিবাদী নিস্ত্রপত্বাৎ বাক্যার্থাভাসম্ আশ্রিত্য পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে, নন্বিতি—যদি ক্ষীরাব্ধিপতেরংশঃ কৃষ্ণো ন স্যাৎ, তর্হি ভূমেঃ সুরেতরেত্যেতদ্বাক্যং নারদং প্রতি ব্রহ্মণঃ কথং সঙ্গচ্ছেতেত্যর্থঃ॥ সুরেতরেষাম্—অসুরাণাং, বরূথৈঃ—সৈন্যৈঃ, বিমর্দ্দিতায়াঃ ভূমেরিত্যর্থঃ। এতদ্বাক্যং খলু ভারতানুযায়ি। ভারতবাক্যঞ্চ—"স চাপি কেশৌ হরিরুদ্ববর্হে শুক্লমেকমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্। তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ॥ তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ। কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভূব কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ॥" ইত্যেতৎ। তস্মাৎ ক্ষীরাব্ধিনাথাংশত্বং কৃষ্ণস্য অসন্দেহম্॥ "বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ" (ভা ১০।১।২৩) ইত্যাদিপ্রঘট্টকেন "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইত্যনেন চ তচ্ছঙ্কায়া দুরাপাস্তত্বাৎ, তস্য পদ্যস্য তদর্থগন্ধোঽপি ন সম্ভাব্য ইত্যাহ মৈবমিতি। কস্তর্হি তদর্থঃ? তত্রাহ কলয়েতি। কলয়া—চাতুর্য্যেণ, সিতাঃ—নিবদ্ধাঃ, কৃষ্ণাঃ—অতিশ্যামাঃ, কেশা যেন, ইতি রসিকশিরোঽবতংসত্বব্যঞ্জনাৎ কৃষ্ণত্বং প্রাপ্যত ইত্যর্থঃ॥ নন্বু ভারতোত্থা শঙ্কা নাপৈতীতি চেৎ তত্রাহ, কিংবেতি। যঃ সিতকৃষ্ণকেশো ভারতোক্তঃ ক্ষীরাব্ধিশয়ঃ, সোঽপি যৎকলয়ৈব ভবতি, স কৃষ্ণো জাতঃ সন্ কর্ম্মাণি করিষ্যতীত্যর্থাৎ তচ্ছঙ্কাব্যুদাসঃ॥ নন্বেবমপি কেশোদ্বর্হণা-তৎপ্রবেশহেতুকায়াঃ শঙ্কায়া দুর্ব্বারত্বমিতি চেৎ? অত্রাহুঃ—কেশশব্দোঽয়মংশুবাচী, "অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশ-সংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মাৎ মামাহুর্মুনিসত্তমাঃ॥" (মঃ ভাঃ, শাঃ পঃ ৩৪২।৪০) ইতি নারায়ণীয়ে অর্জ্জুনং প্রতি কৃষ্ণোক্তেঃ, ক্ষীরোদশয়স্য শুক্লকৃষ্ণাবংশূ তয়োর্গর্ভস্থৌ বল-কৃষ্ণৌ প্রবিষ্টাবিত্যর্থাৎ তচ্ছঙ্কাপি নিরস্তা। অতস্তত্র সর্ব্বত্র কেশশব্দপ্রয়োগঃ; নানাবর্ণাংশূনাং নারদেন তত্র দৃষ্টত্বাচ্চ, অবতরতি স্বয়ংভগবতি তদংশানাং তৎপ্রবেশস্য "মহদংশযুক্তঃ" (ভাঃ ৩।২।১৫) ইত্যনেনোক্তত্বাচ্চ, মুখ্যার্থোঽপি নানুপপন্নঃ। তথা চেয়মপি শঙ্কা ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতৈবেত্যবসিতম্॥১৮৮—৮৮৯॥

হওয়া যায়। তাহা হইলে সেই গর্ভোদশায়ির বিলাস ক্ষীরোদশায়ি অনিরুদ্ধ অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইবেন, এবিষয়ে সন্দেহের গন্ধও নাই।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

বিধাত্রা স যাদবঃ কিং সিতকৃষ্ণকেশতয়া–সিতকৃষ্ণকেশত্বেন উদিতো নারদায়েতি শেষঃ ॥ তত্রদীপিকা শ্রীকৃষ্ণাবতারমাহ ভূমেরিতি দশভিঃ। সুরেতরা অসুরাং সম্ভূতা রাজানস্তেষাং বরূথৈঃ সৈন্যৈর্বিমর্দ্দিতায়া ভারেণ পীড়িতায়াঃ কলয়া রামেণ সহ জাতঃ সন্ কোঽসৌ জাত সিতকৃষ্ণৌ কেশৌ যস্য ভগবতঃ স এব সাক্ষাৎ। সিতকৃষ্ণকেশত্বং শোভৈব নতু বয়ঃপরিণামকৃতত্বং অবিকারিত্বাৎ। যদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে—"উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে" ইতি। যচ্চ ভারতে—"স চাপি কেশৌ হরিরুদ্ববর্হে শুক্ল-মেকমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্। তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং কূলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ॥ তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ। কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভূব কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ॥" ইতি। তত্তু ন কেশমাত্রাবতারাভিপ্রায়ং ভারাবতরণরূপকার্য্যং কিয়দেতৎ মৎকেশাবেব তৎকর্ত্তুং শক্তাবিতি দ্যোতনার্থম্ রামকৃষ্ণয়োর্বর্ণসূচনার্থঞ্চ কেশোদ্ধরণমিতি গম্যতে; অন্যথা তত্রৈব পূর্ব্বাপরবিরোধাপত্তেঃ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যেতদ্বিরোধাচ্চ। কথম্ভূতঃ পরমেশ্বরতয়া জনৈরনুপলক্ষ্যো মার্গো যস্য। তর্হীশ্বরত্বে কিং প্রমাণম্ অতিমানুষকর্ম্মাণ্যথানুপপত্তিরেবেত্যাহ আত্মনো মহিমা উপনিবধ্যতে অভিব্যজ্যতে যেষু তানীত্যেষা। অত্র ক্বচিৎ টীকায়াং সিতঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ সিতকৃষ্ণঞ্চ তৎ কঞ্চ সিতকৃষ্ণকং সিতকৃষ্ণকয়োরীশঃ সিতকৃষ্ণকেশঃ অপ্রাকৃত-প্রাকৃতসুখয়োরীশঃ মুক্ত্যভ্যুদয়প্রদ ইত্যর্থঃ। যদ্বা কলয়া মায়য়া সহ। যদ্বা কলয়া কলাভিঃ সহ জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিভিঃ সহ জাতাবেকবচনমিতি প্রকারান্তরং তিষ্ঠতি॥ সিতকৃষ্ণৌ কেশৌ যস্য ভগবতঃ স এব সাক্ষাদিত্যত্র ভগবতঃ শ্রীনারায়ণস্য স এব শ্রীনারায়ণ এব নতু তদংশ এবেত্যর্থঃ ইতি চেৎ তথাপি "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যনেন বিরোধঃ স্যাদ্ যদ্যপি বা ভগবতো মহানারায়ণস্য স এব শ্রীমহানারায়ণ এব সাক্ষাদিতার্থঃ কল্প্যঃ, তথাপি "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যত্র" অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েদিত্যনেনে বিরোধস্তস্য শুক্লকৃষ্ণকেশাভাবাদ-প্রসিদ্ধত্বদোষপ্রসক্তিশ্চ স্যাদিত্যপরিতোষৈরাহ মৈবমিতি। সিতা ইতি সিঙ বন্ধনে কর্ম্মণি ক্তঃ। ননু কলাশব্দস্য নানার্থত্বেন সিদ্ধায়ামপি ব্যাখ্যায়াং ঝটিত্যর্থাবগমকত্বাভাবাৎ যে তাং নানুমন্যন্তে তানব-গময়িতুমর্থান্তরমপ্যাহ কিম্বেতি। অংশেন শ্রীনারায়ণাখ্যেন সিতশ্যামৌ কেশৌ যস্য সমস্তস্যাসমস্তেন নিত্যাপেক্ষেণ সঙ্গতিঃ করণীয়া ॥১৮৮—১৮৯॥

শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরাব্ধিপতির কেশের অবতার এইরূপ পূর্ব্বপক্ষবাদির মতের উত্থাপন ও খণ্ডন।

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা প্রতিবাদী নিরস্ত হইলেও পুনরায় লজ্জাহীন বশতঃ বাক্যার্থের আভাস মাত্র আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন—যদি বল যিনি যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন দ্বিতীয় স্কন্ধোক্ত বাক্যে ব্রহ্মা কি নিমিত্ত তাঁহাকে সিত কৃষ্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? আর যদি শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরাব্ধিপতির অংশ না হইতেন তাহা হইলে দ্বিতীয়স্কন্ধে "ভূমেঃ সুরেতর" ইত্যাদি বাক্য নারদের প্রতি ব্রহ্মার উপদেশ তাহাও বা কিরূপে সঙ্গত হইবে? শ্রীনারদের প্রতি ব্রহ্মার উপদেশ বাক্য যথা—অসুর

সেনার দ্বারা নিপীড়িতা পৃথিবীর ক্লেশ বিনাশের নিমিত্ত পরমেশ্বর প্রযুক্ত যাঁহার পদবী বা মার্গ লোক-বুদ্ধির অগোচর সেই সিত কৃষ্ণ কেশ অংশরূপে আবির্ভূত হইয়া নিজের অসাধারণ মহিমা দ্যোতক লীলা করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ব্রহ্মার উপদেশ বাক্যটি মহাভারতের অনুরূপই যথা—সেই ক্ষীরাব্ধি-পতি বিষ্ণু একটি শুক্লবর্ণের ও একটি কৃষ্ণবর্ণের, এই দুইটি কেশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। সে দুইটি কেশ যদুকুল রমণী রোহিণী ও দেবকীদেবীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সেই কেশদ্বয়ের মধ্যে যেটি শ্বেতবর্ণ তাহা শ্রীবলভদ্র এবং কৃষ্ণবর্ণ কেশ কেশব শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকট হইয়াছিলেন, যিনি বর্ণেও কৃষ্ণ বলিয়া কথিত। অতএব শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষীরাব্ধিপতি বিষ্ণুর অংশ বলায় কোন সন্দেহ নাই ॥১৮৮॥

বসুদেব গৃহে পরম পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই সকল প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং সমস্ত অবতারবৃন্দের মধ্যে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রমাণ দ্বারা সমস্ত শঙ্কা বিদূরিত হওয়ায় সেই সিত কৃষ্ণ কেশই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এই প্রকার অর্থের গন্ধমাত্র সম্ভাবনা করা যায় না। অতএব তুমি এইপ্রকার বলিতে পার না। আচ্ছা তাহা হইলে সেই সিত কৃষ্ণ শব্দের অর্থ কি হইবে? আমি ইহার অর্থ কি হইবে তাহার সঙ্গতি করিতেছি শ্রবণ কর। কলা দ্বারা অর্থাৎ শিল্পনৈপুণ্য ও চাতুর্য্য বিশেষ বিধান দ্বারা সিত—বদ্ধ হইয়াছে কৃষ্ণ—অতি শ্যামকেশ যৎকর্ত্তৃক তিনি সিতকৃষ্ণকেশ, এইরূপ সমাস হইবে। এই প্রকার উক্তিতে তাঁহার বৈদগ্ধি-বিশেষের উৎকর্ষ কথিত হওয়ায় সেই রসিকের শিরভূষণ কৃষ্ণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইল। যদিও এই প্রকার অর্থ সঙ্গতি পূর্ণ তাহা হইলেও কিন্তু মহাভারতোক্ত যে আশঙ্কা তাহা বিদূরিত হইতেছেনা? তদুত্তর—যিনি কলাদ্বারা অর্থাৎ অংশ দ্বারা সিত কৃষ্ণ কেশ অর্থাৎ শ্বেত কৃষ্ণ কেশ সমূহে সুশোভিত, মহাভার-তোক্ত সেই ক্ষীরাব্ধিপতি, তিনি তাঁহার অংশ কলায় আবির্ভূত, সেই লীলা পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া নিজের অসাধারণ মহিমা প্রকাশক লীলা করিবেন। অতএব এক্ষণে সমস্ত শঙ্কা বিদূরিত হইল। তথাপিও কিন্তু মহাভারতোক্ত সেই সিত কৃষ্ণ কেশদ্বয়ের উদ্ধৃতি ও যদুকুল রমণী রোহিণী ও দেবকীদেবীতে প্রবেশ এই শঙ্কা কি প্রকারে নিবারিত হইবে? সেই শঙ্কা দূর হইতেছে না? তদুত্তর—এই কেশশব্দ অংশুবাচী অর্থাৎ কিরণ বলিয়া কথিত। অতএব আমার যে কিরণরাজী প্রকাশিত হয় তাহারা আমার কেশ সংজ্ঞায় অভিহিত। সেইহেতু সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিগণ আমাকে কেশব বলিয়া থাকেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বোক্ত নারায়ণীয়ে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণও এইরূপ বলিয়া-ছেন। অতএব ক্ষীরোদশায়ির সিত কৃষ্ণ অংশু রোহিণী ও দেবকীদেবীর গর্ভস্থিত শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে সমস্ত আশঙ্কা বিদূরিত হইল, সুতরাং এই নিমিত্তই সেখানে সর্ব্বত্রই এই কেশবশব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। দেবর্ষিপাদও সেখানে নানা প্রকার অংশু প্রদর্শন করিয়াছেন, কারণ স্বয়ং ভগবান্ যেকালে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, সেইকালে তাঁহার অংশ কলাদিও তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধেও এইরূপ কথিত হইয়াছে যথা—যদিও শ্রীভগবান্ জন্মরহিত তথাপি মহত্তত্ত্বের অংশে যুক্ত হইয়া কাষ্ঠে যেমন নিত্যসিদ্ধ অগ্নি আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ নিত্যসিদ্ধ

কিঞ্চ—

মার্কণ্ডেয়েন বজ্রায় বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্ফুটম্। লয়াব্ধিস্থোঽনিরুদ্ধোঽয়ং পিতা তে ইতি কীর্ত্তিতম্ ॥

তত্র বজ্রপ্রশ্নঃ—

"কস্ত্বসৌ বালরূপেণ কল্পান্তেষু পুনঃপুনঃ। দৃষ্টো যো ন ত্বয়া জ্ঞাতস্তত্র কৌতূহলং মম ॥"

মার্কণ্ডেয়োত্তরম্—

"ভূয়োভূয়স্ত্বসৌ দৃষ্টো ময়া দেবো জগৎপতিঃ। কল্পক্ষয়ে ন বিজ্ঞাতঃ স ময়া মোহিতেন বৈ ॥
কল্পক্ষয়ে ব্যতীতে তু তন্ত দেবং পিতামহাৎ। অনিরুদ্ধং বিজানামি পিতরং তে জগৎপতিম্ ॥"

অত্র কারিকা।—

অন্যথা মুনিবর্য্যোঽয়মবদিষ্যদিদং তদা।
তং শ্রীকৃষ্ণং বিজানামি প্রপিতামহমেব তে।
অতঃ কেশাবতারত্বভ্রমোঽপ্যারাৎ পরাহতঃ ॥১৯০॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

প্রতিবাদিনাং ভ্রান্তত্বং বোধয়িতুং বিষ্ণুধর্ম্মপ্রক্রিয়ামাহ, কিঞ্চেত্যাদি—প্রকটার্থম্ ॥ কস্ত্বসাবিতি ॥ পিতামহাৎ—বিরিঞ্চেঃ ॥ কারিকয়া অনুপপত্তিং প্রকটয়তি, অন্যথেতি। মুনিবর্য্যঃ—মার্কণ্ডেয়ঃ। প্রপিতামহমিতি—বজ্রস্য পিতা অনিরুদ্ধঃ, পিতামহঃ প্রদ্যুম্নঃ, প্রপিতামহস্তু কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ ॥ অত ইতি—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তযুক্ত্যনুপপত্তিতঃ, কুচোদ্যমেতদ্ দূরে নিরস্তমিত্যর্থঃ; "আরাদ্ দূর-সমীপয়োঃ" ইত্যমরঃ ॥১৯০॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অথ ধর্ম্মপুত্রবিলাসস্থানিরুদ্ধাবতারত্বভ্রমং নিরস্যন্ প্রক্রমতে কিঞ্চেতি। মার্কণ্ডেয়েন তে পিতা অনিরুদ্ধ এবায়ং লয়াব্ধিস্থ ইতি বজ্রায় বজ্রং বোধয়িতুং স্ফুটমভিধয়ৈব কীর্ত্তিতমিত্যন্বয়ঃ। তস্মাত্তব পিতুরনিরুদ্ধস্য যো বিলাসোঽনিরুদ্ধঃ স এব প্রলয়সমুদ্রস্থস্তদ্বিলাসোঽয়ং ধর্ম্মপুত্র ইতি মন্তব্যম্ ॥ তত্র—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। বজ্রপ্রশ্নঃ—বজ্রকর্ত্তৃকপ্রশ্নঃ ॥ অসৌ কো বালরূপেণ বর্ত্ততে যঃ কল্পান্তেষু পুনঃ পুনর্দৃষ্টোঽপি ত্বয়া সর্ব্বজ্ঞেনাপি ন জ্ঞাতঃ ন বোদ্ধুং শক্তঃ ॥ অসৌ কল্পক্ষয়ে স ময়া অন্তিকেঽপি দৃষ্টোঽপি ময়া ন জ্ঞাতঃ কথমিত্যাহ মোহিতেন অর্থাৎ জগৎপতিনা। যদ্বা স ময়া মধ্য এব ন বিজ্ঞাতঃ পশ্চাত্তু বিজ্ঞাতঃ এবেত্যর্থঃ। যদুক্তং মেদিনীকারেণ—"সময়ান্তিকমধ্যয়োরিতি। অথবা ময়া কীদৃশেন মা মায়া তয়া মোহিতেন "মা লক্ষ্ম্যাং স্ত্রীকৃপায়াঞ্চ মায়ায়াং নেন্দুদন্তয়োরিতি সংসারাবর্ত্তঃ ॥ তর্হি কথঙ্কারমসৌ জ্ঞাতোঽদ্যাবধি বা ন কৃত এবেত্যাহ কল্পক্ষয় ইতি। পিতামহাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ জগৎপতিং ব্যষ্টিজীবান্তর্যামিণম্ ॥ অন্যথা

শ্রীভগবান্ মহাভূতরূপে অবির্ভূত হয়েন। ইত্যাদি বহুবিধ প্রমাণবাক্য অবগত হওয়া যাইলেও তথাপি মুখ্য অর্থের সঙ্গতি হইতেছে না। পুনরায় সেই প্রকার শঙ্কারূপ ভ্রান্তি প্রকাশ পাইতেছে ? ॥১৮৯॥

এবমন্তরেণ অয়ং পুরাণাচার্য্যঃ মুনিবর্য্যঃ সর্ব্বজ্ঞচূড়ামণিঃ। যদ্বা মুনিত্বাদেব ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্সাকরণাপাটবাত্মকদোষচতুষ্টয়রহিতত্বম্। বর্য্যত্বাদেব সর্ব্বজ্ঞত্বেন মাননীয়ত্বমবসেয়ম্॥ অতোঽনিরুদ্ধাবতারত্বভ্রমনিরাসাৎ কেশাবতারত্বভ্রমঃ পূর্ব্বং নিরস্তোঽপি আরাদ্দূরে পরাহতঃ; শ্রীধর্ম্মপুত্রনারায়ণস্যানিরুদ্ধেনাভেদাৎ। অপিনা মহাকালপুরনাথাবতারত্বভ্রমনিরাসাৎ কেশাবতারত্বভ্রমোঽপি গত ইতি ব্যঞ্জিতম্। তথাহি; "দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দ্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে। কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্ হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তিমে"। (ভা ১০।৮৯।৫৫) অত্র দীপিকা—"মে কলাবতীর্ণাবিতি সম্বোধনং শীঘ্রং মে অন্তি সকাশং ইতং আগচ্ছতমিত্যেষা। অস্যা অয়মাশয়ঃ—অবনের্ভরাসুরান্ হত্বা মে অন্তি অন্তিকং প্রস্থাপয়িতুং মে কলা পৃথ্বী তস্যামবতীর্ণৌ প্রকটতাং প্রাপ্তৌ। যদ্বা মে কলা ভারনাশকৌ বিষ্ণুস্তেন সহাবতীর্ণৌ ইতং অত্রাগচ্ছতম্ আসনোপরি উপবিশতমিত্যর্থঃ। স্বকৃতমপরাধং পরিহর্ত্তুমাহ ইহ ভুবি স্থানে ময়া যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ভূয়ো বহুবারং একমেকং কৃত্বা ত্বরয়া দ্বিজাত্মজা নীতা আনীতাঃ। "মদ্দর্শনার্থং তে বালা হৃতাস্তেন মহাত্মনা। বিপ্রার্থমেষ্যতে কৃষ্ণো নাগচ্ছেদন্যথেতিহেতি শ্রীহরিবংশে (বিষ্ণু প ১৪৪।৮) শ্রীকৃষ্ণোক্তেঃ। নন্বসুরান্ হত্বা তবান্তিকপ্রস্থাপনে কিং প্রয়োজনমিত্যাহ ধর্ম্মগুপ্তয়ে ধর্ম্মরক্ষণায় তেষাং মুক্তয়ে তদুপদ্রুতজনরক্ষণায়েত্যর্থঃ; তদ্ধতানাং মহাকালপুরপ্রবেশস্য শ্রীহরিবংশাদৌ প্রসিদ্ধেঃ। অত্রান্তি-শব্দস্যাব্যয়ত্বাচ্চতুর্থী "লুপ্তচতুর্থী তুঙ্গর্ভাৎ কর্ম্মণঃ" ইত্যনেন এধোভ্যো ব্রজতীতিবৎ সিদ্ধ। যদ্বশিষ্টাসুরহননানন্তরমেব পুনস্তত্র তদাগমনে তাৎপর্য্যং স্যাত্তদাহ তমিতি। বিধ্যর্থবর্ত্তমানপ্রতিপাদকপদং ন দেয়ং স্যাৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যামপি অবনের্ভরাসুরান্ ভূয়ঃ পুনরপি হত্বা ইহ মে অন্তি সমীপায় সমীপমাগময়িতুং যুবাং ত্বরয়েতং অত্র প্রস্থাপ্য তান্ মোচয়তামিত্যর্থঃ; তদ্ধতানাং মুক্তিপ্রসিদ্ধেঃ। মহাকাল-পুরজ্যোতিরেব মুক্তাঃ প্রবিশন্তীতি। "ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহদ্ যদ্দৃষ্টবানসি। অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎ সনাতনম্। প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী। মাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমাঃ॥" ইতি শ্রীহরিবংশে (বিষ্ণু প ১৪৪।৯—১০) শ্রীমদর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদুক্তেঃ। ত্বরয়েতমিতি প্রার্থনায়াং হেতুর্নিজস্বস্য তস্য লিভিরূপমিতি ব্যাখ্যয়া তস্য পূর্ণতমত্বং দর্শিতম্; তথা "পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী। ধর্ম্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোকসংগ্রহম্॥ (ভা ১০।৮৯।৬০) ইত্যত্র ধর্ম্মমাচরতাং কুর্ব্বতাং মধ্যে যুবাং নরনারায়নবৃষী ইতি ব্যাখ্যাতম্। আচরতাং আচরতমিতি। দীপিকামতে নরনারায়ণাবিবেতি বাচকলুপ্তোপমেত্যবসেয়ম্ ॥১৯০॥

পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার উত্তরে প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার প্রতিবাদিগণের ভ্রান্তিত্ব জানাইবার নিমিত্ত বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত প্রক্রিয়াবলম্বনে তাহার উত্তর প্রদান করিতে গিয়া বলিতেছেন আমি আরও বলিতেছি শ্রবণ কর, বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত গ্রন্থে মার্কণ্ডেয় ঋষি বজ্রনাভকে সুস্পষ্ট বলিয়াছেন, ঋষি বলিলেন—হে বজ্র! প্রলয় সমুদ্রস্থিত এই অনিরুদ্ধই তোমার পিতা। সেই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বজ্রের প্রশ্ন যথা—কল্পান্তে বালকরূপে পুনঃ পুনঃ যাঁহাকে দর্শন করিয়াও সর্ব্বজ্ঞকল্প আপনি জানিতে সমর্থ হইলেন না। তবে তিনি কে? ইহা

নন্বস্তু পুরুষাদিভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং তস্যাঘবিদ্বিষঃ। কিন্তু শ্রীবাসুদেবোঽত্র সর্ব্বৈশ্বর্য্যনিষেবিতঃ॥
ত্রিপাৎ-পাদবিভূত্যোশ্চ নানারূপ ইব স্থিতঃ। উন্মীলদ্‌বালমার্ত্তণ্ডপরার্দ্ধমধুরদ্যুতিঃ॥
ক্বচিন্নবঘনশ্যামঃ ক্বচিজ্জাম্বূনদপ্রভঃ।
মহাবৈকুণ্ঠনাথস্য বিলাসত্বেন বিশ্রুতঃ।
পরমাত্মা বল-জ্ঞান-বীর্য্য-তেজোভিরন্বিতঃ॥১৯১॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

এবং পুরুষাদিভ্যঃ কৃষ্ণস্য শ্রৈষ্ঠ্যে স্থিতে, নারায়ণৈকান্তী তস্য স্বয়ংরূপত্বম্ অসহমানঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে, নন্বিতি। আদিনা নৃসিংহ-রামাভ্যাঞ্চ। কিন্ত্বিতি নারায়ণস্য পরমব্যোমাধিপতেঃ প্রথমব্যূহো বাসুদেব এব কৃষ্ণোঽস্তু, স্বয়ংরূপস্তু নারায়ণোঽসাবিতি ভাবঃ। বাসুদেবং বিশিনষ্টি, সর্ব্বৈশ্বর্য্যেত্যাদিভিঃ॥১৯১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অথ পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তবাসুদেবাবতারত্বভ্রমং নিরস্যন্নাহ নন্বস্ত্বিতি। তজ্জয়ান্নায়কোৎকর্ষ ইতি শ্রীদণ্ড্যাচার্য্যবচনপ্রমাণেন শ্রীবাসুদেবস্য তাদৃশসৌষ্ঠবনিরূপয়ন্নাহ কিন্ত্বিতি। সর্ব্বৈরৈশ্বর্য্যনর্ত্তকৈশ্চ নিষেবিতঃ নতু নিষেবক ইত্যর্থঃ। ত্রিপাদ্বিভূতৌ পাদবিভূতৌ চ নানারূপ ইব অধিকরণানুরূপ ইব স্থিতঃ। অয়ং ভাবঃ—ত্রিপাদ্বিভূতৌ পরমব্যোম্নি চাতুষ্পাদিকবিভূতিমদ্‌বৃন্দাবনস্থবৈকুণ্ঠে একপাদবিভূতিমানেব স্থিতঃ। কেষাঞ্চিন্মতে কারণার্ণবাত্মকস্য সঙ্কর্ষণস্যোপরি ব্যূহান্তরেণ বাসুদেবস্য পুরুষত্বেন পরিণতত্বাদেকপাদবিভূতিমত্ত্বমবেসয়ম্॥ ক্বচিৎ "বাসুদেবো জগৎকর্ত্তা মহানীলাম্বুজদ্যুতিঃ। সর্ব্বেষামবতারাণাং দেবানামাদি-কারণমিতি। "সর্ব্বেশ্বরো বাসুদেবঃ সুবর্ণপঙ্কজদ্যুতিরিতি শ্রীকপিলহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রাদ্যুক্তত্বাৎ স্থানভেদাদ্বর্ণভেদোঽবগন্তব্যঃ॥১৯১॥

জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতুহল হইতেছে। মার্কণ্ডেয়ের উত্তর যথা—আমি প্রলয়াব্ধিস্থিত জগৎপতি অর্থাৎ ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামি পরম দেবতাকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াছি বটে, কিন্তু বারম্বার দর্শনেও তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারি নাই। আপনি যখন প্রলয় কালে তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহার পরিচয় প্রদানে বলিতেছেন—আমি বারম্বার দর্শন করিয়াও চিনিতে পারিলেন না তিনি কে? তাঁহার পরিচয় প্রদানে বলিতেছেন—আমি পরে প্রলয়াবসানে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, সেই জগৎপতি শ্রীবিষ্ণু তোমার পিতা অনিরুদ্ধ। সম্প্রতি স্বকৃত কারিকাদ্বারা এবিষয়ে যে অসঙ্গতি তাহা প্রকাশ করিতেছেন—অন্যথা অর্থাৎ যদি শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ি অনিরুদ্ধের অবতার হইতেন, তাহাহইলে মুনিবর্য্য শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিতেন যে সেই প্রলয়াব্ধিস্থিত জগৎপতি তোমার প্রপিতামহ শ্রীকৃষ্ণ। কারণ বজ্রনাভের পিতা অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পিতা প্রদ্যুম্ন, আর প্রদ্যুম্নের পিতা শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার এই বংশ পরিচয়ে শ্রীকৃষ্ণ হইলেন বজ্রনাভের প্রপিতামহ। সুতরাং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর কথিত যুক্তিপূর্ণ বাক্য অসঙ্গতি হওয়ায় কেশাবতার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার বলিয়া যে ভ্রম জন্মিয়াছিল তাহার উদ্যম দূরে নিরস্ত হইল॥১৯০॥

মহাবস্থাখ্যয়া খ্যাতং যদ্ব্যূহানাং চতুষ্টয়ম্। তস্যাদ্যোঽয়ং তথোপাস্যশ্চিত্তে তদধিদৈবতম্॥
তথা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য যশ্চাধিষ্ঠানমুচ্যতে। নিজাংশো যস্য ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ ইষ্যতে।
যস্তু সঙ্কর্ষণো ব্যূহো দ্বিতীয় ইতি সম্মতঃ। জীবশ্চ স্যাৎ সর্ব্বজীব প্রাদুর্ভাবাস্পদত্বতঃ॥
পূর্ণশারদশুভ্রাংশুপরার্দ্ধমধুরদ্যুতিঃ। উপাস্যোঽয়মহঙ্কারে শেষন্যস্তনিজাংশকঃ॥
স্মরারাতেরধর্ম্মস্য সর্পান্তকসুরদ্বিষাম্। অন্তর্যামিত্বমাস্থায় জগৎসংহারকারকঃ॥
ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নো বিলাসো যস্য বিশ্রুতঃ। যঃ প্রদ্যুম্নো বুদ্ধিতত্ত্বে বুদ্ধিমদ্ভিরুপাস্যতে॥
স্তবত্যা চ শ্রিয়া দেব্যা নিষেব্যত ইলাবৃতে শুদ্ধজাম্বূনদপ্রখ্য ক্বচিন্নীলঘনচ্ছবঃ॥
নিদানং বিশ্বসর্গস্য কামন্যস্তনিজাংশকঃ। বিধেঃ প্রজাপতীনাঞ্চ রাগিণাঞ্চ স্মরস্য চ॥
অন্তর্যামিত্বমাপন্নঃ সর্গং সম্যক্ করোত্যসৌ। ব্যূহস্তুর্য্যোঽনিরুদ্ধাখ্যো বিলাসো যস্য শস্যতে॥
যোঽনিরুদ্ধো মনস্তত্ত্বে মনীষিভিরুপাস্যতে। নীলজীমূতসঙ্কাশো বিশ্বরক্ষণতৎপরঃ॥
ধর্ম্মস্যায়ং মনূনাঞ্চ দেবানাং ভূভুজাং তথা। অন্তর্যামিত্বমাস্থায় কুরুতে জগতঃ স্থিতিম্॥১৯২॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

মহাবস্থেতি। মহাবৈকুণ্ঠনাথস্য ব্যূহানাং যৎ চতুষ্টয়ং মহাবস্থাখ্যয়া খ্যাতং, তস্য—চতুষ্টয়স্য, অয়ং—বাসুদেবঃ, আদ্যঃ—প্রধানভূত ইত্যর্থঃ॥ নিজেতি। যস্য—বাসুদেবস্য, নিজাংশঃ—বিলাসঃ ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ ইত্যন্বয়ঃ। যঃ সঙ্কর্ষণঃ সর্ব্বজীবপ্রাদুর্ভাবকত্বাৎ জীব উচ্যতে ইত্যর্থঃ। শেষেতি—অতঃ শেষস্যাপি সংহর্তৃত্বমুক্তম্, 'পাতালতলমারভ্য সঙ্কর্ষণমুখানলঃ। দহন্নূর্দ্ধশিখো বিষ্বগ্বর্দ্ধতে বায়ুনেরিতঃ॥" (ভাঃ ১১।৩।১০) ইত্যাদিনা একাদশে॥ সর্পেতি। অন্তকঃ—যমঃ॥ ব্যূহ ইতি। যস্য—সঙ্কর্ষণস্য॥

শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের প্রথমব্যূহ বাসুদেবের অবতার এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন।

এই প্রকারে প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ ও তৃতীয়পুরুষ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিলেন। কিন্তু শ্রীনারায়ণ ঐকান্তিকগণ তাহা অসহমান হইয়া এবিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া বলেন—আচ্ছা শ্রীরাম ও শ্রীনৃসিংহ এবং পুরুষাদি অপেক্ষা সেই অঘনিহন্তা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা হয় হউক, কিন্তু যিনি পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণের প্রথমব্যূহ সেই শ্রীবাসুদেবই শ্রীকৃষ্ণ হউন, আর সেই মহাবৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণ স্বয়ংরূপ হউক? শ্রীবাসুদেবের বিশেষ পরিচয়ে বলিতেছেন—যিনি শ্রীবাসুদেব তিনি সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য নিষেবিত এবং ত্রিপাদবিভূতি পরব্যোম ও প্রপঞ্চাখ্য একপাদ বিভূতিতে নানারূপের ন্যায় অবস্থিত, আর উদীয়মান অসংখ্য বালসূর্য্যের মাধুর্য্যের অপেক্ষাও তাঁহার দ্যুতি অতি মধুর। তিনি কোনস্থানে নবঘন শ্যাম, কোন স্থানে বা বিশুদ্ধ স্বর্ণ বর্ণ। তিনি মহাবৈকুণ্ঠ নারায়ণের বিলাস বলিয়া বিখ্যাত। তিনি সকলের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা এবং বল, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও প্রভৃত প্রভাবান্বিত বলিয়া কথিত॥১৯১॥

কামে—কন্দর্পে, ন্যস্তঃ, নিজাংশঃ—স্রষ্টৃত্বলক্ষণঃ, যেন সঃ। রাগিণাং—বিষয়িণাং দেবমানবাদীনাম্॥ বৃহস্তুর্য্য ইতি। যস্য—প্রদ্যুম্নস্য॥ শস্যতে—কথ্যতে॥ স্থিতিং—পালনম্॥১৯২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

আত্মভ্যঃ পরমাত্মভ্যঃ পুরুষত্রয়েভ্যঃ পরমঃ পরমাত্মা ভগবত্ত্বাৎ। যদ্বা পরমাত্মনিষ্ঠাংশত্বাৎ পরমাত্মা। যেন সহ ব্যুহানাং চতুষ্টয়ং মহাবস্থাখ্যয়া খ্যাতম্। যদ্বা যস্য বাসুদেবস্য নারায়ণবিলাসত্বেনৈক-বিধস্য ব্যূহানাং চতুষ্টয়ং বাসুদেবাদিরূপম্। অথবা যস্য ব্যুহানাং চতুষ্টয়ং চিত্তাধিষ্ঠাত্রন্তর্যামিরূপং পরমাত্মে-ত্যন্বয়ঃ॥ ব্যূহান্তরৈর্ব্যূহানামভেদেনাহ তস্যেতি॥ তস্য ব্যূহচতুষ্টয়স্য আদ্যো বাসুদেবঃ তদধিদৈবতং চিত্তাধিষ্ঠাতৃ॥ যস্য বাসুদেবস্য নিজাংশো বিলাসঃ ভগবানিতি ; পুরুষাতীতত্বেন পরমাত্মত্বাভাবাৎ। দ্বিতীয়মতে পূর্ব্ববৎ॥ জীবশ্চেতি ; জীবয়তীতি জীব ইত্যর্থঃ। সঙ্কর্ষণো জীব ইত্যত্র জীবয়তীতি জীবঃ নতু স্বয়ং জীব ইতি সর্ব্বজ্ঞভাষ্যকৃদ্ভির্ব্যাখ্যানাৎ। শেষে ন্যস্তোঽর্পিতো নিজোঽংশো ভূধরাত্মকো যেন সঃ॥ স্মরারাতেঃ শ্রীশিবস্য। সর্পান্তকসুরদ্বিষাং সর্পযমাসুরাণাম্॥ যস্য সঙ্কর্ষণস্য বিলাসঃ প্রদ্যু-ম্নস্তৃতীয়াখ্যো ব্যূহঃ খ্যাতঃ। ইলাবৃতে বর্ষে॥ কামে প্রসিদ্ধকামে ন্যস্তো নিজাংশো যেন। যত্তু এতৎ প্রদ্যুম্নবিলাসিনঃ শ্রীপ্রদ্যুম্নস্য কামাংশকত্বমুক্তং ; তত্তু বিলাসবিলাসিনোরভেদাৎ। তথাহি "কামস্তু বাসুদেবাংশো দগ্ধঃ প্রাগ্ রুদ্রমন্যুনে"তি অত্র য কামো রুদ্রমন্যুনা অদগ্ধস্তত্র হেতুঃ বাসুদেবাংশ ইতি ; তদংশস্য দাহাভাবাৎ। যস্য প্রদ্যুম্নস্য বিলাসঃ। নীলজীমূতসঙ্কাশঃ নীলমেঘকান্তিঃ। ভূভৃতাং নৃপাণাম্॥১৯২॥

মহাবৈকুণ্ঠনাথের যে ব্যূহচতুষ্টয় মহাবস্থা নামে বিখ্যাত, এই শ্রীবাসুদেব সেই ব্যূহচতুষ্টয়ের মধ্যে আদিব্যূহ অর্থাৎ প্রধান ও ইনি আবার অংশতঃ জীবগণের চিত্তে অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাস্য। যেহেতু ইনি চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেবতা এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বের বা স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত সত্ত্বের অধিষ্ঠান। যেই শ্রীবাসুদেবের বিলাস মূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ মহাপ্রলয়াবসানে সর্ব্বজীবের প্রাদুর্ভাব স্থান বলিয়া উপনিষদে জীব-নামে অভিহিত এবং যিনি মহাবৈকুণ্ঠের চতুর্ব্যূহমধ্যে দ্বিতীয়ব্যূহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। অসংখ্য শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের শুভ্রকিরণ অপেক্ষায় সুমধুরদ্যুতি বিশিষ্ট, এই সঙ্কর্ষণই আবার অহঙ্কার তত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাস্য। ইনি অনন্তদেবে অংশতঃ আবিষ্ট হইয়া পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, অতএব ইনি শেষেরও সংহারক বলিয়া কথিত। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে—সঙ্কর্ষণের মুখ হইতে অগ্নি উত্থিত হইয়া বায়ুসহকারে বর্দ্ধিত হওত উর্দ্ধশিখায় পাতালতল হইতে সমুদায় বিশ্ব দগ্ধকরতঃ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে। ইনিই আবার রুদ্র, অধর্ম্ম, সর্প যম ও অসুরকুলের অন্তর্য্যামিরূপে জগতের সংহার করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ বুদ্ধিতত্ত্বে অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে যেই প্রদ্যুম্নকে উপাসনা করেন এবং লক্ষ্মী-দেবী ইলাবৃতবর্ষে স্তবকরতঃ যাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, সেই প্রদ্যুম্নাখ্য তৃতীয়ব্যূহ সঙ্কর্ষণের বিলাস-মূর্ত্তি। এই প্রদ্যুম্ন স্থানভেদে প্রতপ্ত সুবর্ণের ন্যায় ও নবমেঘের ন্যায় অঙ্গকান্তি প্রকাশ করিয়া প্রপন্ন-জনগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। ইনিই সমষ্টিসূক্ষ্ম ও স্থূলসৃষ্টির নিদান ও ইনিই আবার প্রসিদ্ধ

মোক্ষধর্ম্মে তু মনসঃ স্যাৎ প্রদ্যুম্নোঽধিদৈবতম্। অনিরুদ্ধস্ত্বহঙ্কারস্যেতি তত্রৈব কীর্ত্তিতম্ ॥১৯৩॥

সর্ব্বেষাং পঞ্চরাত্রাণামপ্যেষা প্রক্রিয়া মতা ॥১৯৪॥

পাদ্মে তু পরমব্যোম্নঃ পূর্ব্বাদ্যে দিক্‌চতুষ্টয়ে। বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাশ্চত্বারঃ কথিতাঃ ক্রমাৎ ॥১৯৫

তথা পাদবিভূতৌ চ নিবসন্তি ক্রমাদিমে। জলাবৃতিস্থবৈকুণ্ঠস্থিত-বেদবতীপুরে ॥

সত্যোর্দ্ধে বৈষ্ণবে লোকে নিত্যাখ্যে দ্বারকাপুরে।

শুদ্ধোদাদুত্তরে শ্বেতদ্বীপে চৈরাবতীপুরে।

ক্ষীরাম্বুধিস্থিতানন্ত-ক্রোড়-পর্য্যঙ্কধামনি ॥১৯৬॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

মতান্তরমাহ মোক্ষধর্ম্মে ত্বিতি॥ সর্ব্বেষামিতি। এষা—পূর্ব্বোদিতা॥ তথা পাদেতি। পাদবিভূতৌ বেদবতীপুরে বাসুদেবঃ, রূপান্তরেণ প্রপঞ্চেঽবস্থিতের্নারায়ণীয়েন সহাবিরোধঃ; সত্যোর্দ্ধে বৈষ্ণবে লোকে সঙ্কর্ষণঃ, নিত্যাখ্যে দ্বারকাপুরে প্রদ্যুম্নঃ, শ্বেতদ্বীপে চৈরাবতীপুরে অনিরুদ্ধো নিবসতি ॥১৯৩—১৯৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অহঙ্কারস্যাধিদৈবতমনিরুদ্ধ ইতি। অহঙ্কার ইতি সপ্তম্যন্তপাঠঃ ক্বচিৎ, পঞ্চরাত্রাণামপীত্যপি সূচয়তি। পুরাণানামিতি ত্রিপাদবিভূতিমত্ত্বং দর্শয়তি পাদ্মেত্বিতি॥ পাদবিভূতাবিতি সর্ব্বেষাং সপ্তম্যন্তানাং বিশেষণম্। দ্বারকাপুরস্য নিত্যাখ্য ইতি বিশেষণাৎ পাদবিভূতিমত্তা নিবারিতা; অস্য স্বয়ংরূপনিবাসধামত্বাচ্চাতুষ্পাদিকবিভূতিমত্ত্বং মন্তব্যম্। যদ্বা দ্বারকাপুরে সত্যোর্দ্ধস্থবৈকুণ্ঠস্থে। যদুক্তং বরাহপুরাণে—"প্রার্থ্যমানেন হরিণা বিভূতিরূপয়া শ্রিয়া। বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যত্র দিব্যং নারায়ণাশ্রয়ম্। সর্ব্বেষামবতারাণাং পুরী যত্র বিরাজতে। তত্রাপ্যযোধ্যা রামস্য বাসভূমির্মনোহরা। সর্ব্বকান্তিরতিস্বচ্ছা মণিকাঞ্চনভূষিতা। তত্র দ্বারাবতী ভাতি নবযোজনবিস্তৃতিঃ। হেমমণ্ডপসঙ্কীর্ণা মণিস্তম্ভাদিশোভিতা। বৈকুণ্ঠে তু গতে ধাম স্বং স্বং ধাম প্রবেক্ষ্যতি"ইতি ॥১৯৩—১৯৬॥

কামদেবে নিজের অংশ অর্পণ করিয়াছেন। এই প্রদ্যুম্নই অংশতঃ বিধাতা, দক্ষাদি প্রজাপতিগণ, বিষয়ানুরক্ত দেবমানবাদি প্রাণিগণ এবং কন্দর্পের অন্তর্য্যামিরূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধ যাঁহার বিলাসমূর্ত্তি বলিয়া কথিত। মনীষিগণ মনস্তত্ত্বে তদধিষ্ঠাতৃরূপে যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি নীলমেঘের ন্যায়, তিনি বিশ্বরক্ষণে তৎপর। তিনি ধর্ম্ম, মনু, দেবতা, এবং নরপতি গণের অন্তর্য্যামী ও বিশ্বপালন করিয়া থাকেন ॥১৯২॥

চতুর্ব্যূহের অধিষ্ঠাতৃত্ব সম্বন্ধে মতভেদ।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মে প্রদ্যুম্নকে মনের অধিষ্ঠাতৃদেবতা এবং অনিরুদ্ধকে অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥১৯৩॥

সাত্বতীয়ে ক্বচিৎ তন্ত্রে নব ব্যূহাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণ নৃসিংহকৌ ॥
হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ। তত্র ব্রহ্মা তু বিজ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বোক্তবিধয়া হরিঃ ॥
কিন্তু ব্যূহাস্তু চত্বারো রাজদ্ভুজচতুষ্টয়াঃ। অজস্রপরমৈশ্বর্য্যমর্য্যাদাপরিভূষিতাঃ ॥
অত্রাপি বাসুদেবোঽয়ং সম্পূর্ণানন্দসংপ্লবঃ। ঐশ্বর্য্যাদৌ নির্ব্বিশেষঃ পরমব্যোমনায়কাৎ ॥

আদ্যানামপি সর্ব্বেষামাদিভূতঃ সুপর্ব্বণাম্।
ইত্যাশঙ্কে স এবায়ং কৃষ্ণাখ্যঃ সন্নবাতরৎ।
বাসুদেবতয়া যস্মাৎ সর্ব্বত্রৈষ সুবিশ্রুতঃ ॥১৯৭॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

চতুরো ব্যূহানুক্ত্বা নব তানাহ সাত্বতীয় ইতি। পূর্ব্বোক্তবিধয়েতি—"ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে" (৫৩ পৃ০) ইত্যাদ্যুক্তরীত্যেত্যর্থঃ ॥ নবসু বাসুদেবাদীনাং চতুর্ণামতিশয়মাহ কিন্ত্বিতি ॥ চতুর্ণাং মধ্যে বাসুদেবস্য তমাহ, অত্রাপীতি। ঐশ্বর্য্যাদাবিতি। তথাচ কৃষ্ণাদতিশয়ী নারায়ণ ইতি মনসি ক্ষোভো ন বিধেয় ইতি বহিষ্ঠো ভাব ইত্যর্থঃ। হৃদ্গতং কৌটিল্যং ব্যঞ্জয়তি আদ্যানামিতি। সর্ব্বেষাং সুপর্ব্বণাং—পরমব্যোমপার্ষদানাং দেবানামিত্যর্থঃ। সোঽপি তদ্বৎ পার্ষদবিশেষ ইতি ভাবঃ ॥ বিবক্ষিতমাহ ইত্যাশঙ্ক ইতি সঃ—বাসুদেব এব কৃষ্ণাখ্যঃ সন্ অবাতরৎ যস্মাৎ, সর্ব্বত্র—পুরাণেষু ইতিহাসেষু চ, এষঃ—কৃষ্ণঃ বাসুদেবতয়া সুবিশ্রুতঃ—খ্যাতঃ ॥১৯৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নারায়ণোঽত্র বাসুদেবাদিন্যূনঃ পরমব্যোমেশস্বাংশরূপঃ। হরির্ন্তু আবেশাবতারঃ অষ্টানামীশ্বরাণাং সাহচর্য্যাৎ রাজন্তি ভুজানাং চতুষ্টয়ানি যেষু তে ॥ নির্ব্বিশেষঃ; বিলাসবিলাসিনোরভেদাৎ। যদ্বা নির্‌শব্দস্য নঞর্থত্বং তস্য চ ঈষদর্থত্বং তেন ঈষদ্বিশেষ ইত্যর্থঃ ॥১৯৭॥

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন বুদ্ধিতত্ত্বের এবং অনিরুদ্ধ মনের অধিষ্ঠাতৃদেবতা এইরূপ সিদ্ধান্ত পঞ্চরাত্র ও সর্ব্ববিধ পুরাণ সম্মত ॥১৯৪॥

চতুর্ব্যূহের স্থান নির্ব্বাচন।

পরব্যোম মহাবৈকুণ্ঠের পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ যথাক্রমে অবস্থান করেন, ইহাই পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে ॥১৯৫॥

অপর পাদবিভূতিতে অর্থাৎ প্রপঞ্চ মধ্যে ক্রমে চারি স্থানে এই বাসুদেবাদি চারিমূর্ত্তি নিবাস করিতেছেন। জলাবরণস্থ বৈকুণ্ঠে বেদবতীপুরে বাসুদেব, সত্যলোকের উপরিভাগে বিষ্ণুলোকে সঙ্কর্ষণ, নিত্যাখ্য দ্বারকাপুরে প্রদ্যুম্ন এবং শুদ্ধজলনিধির উত্তরতীরস্থিত ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তি শ্বেতদ্বীপান্তর্গত ঐরাবতীপুরে অনিরুদ্ধ অনন্ত শয্যায় বাস করিতেছেন ॥১৯৬॥

নৈবং যুক্তং শৃণু ততঃ সমাধানং বিধীয়তে। আত্মব্যূহাদপি শ্রেষ্ঠঃ কথ্যতে দেবকীসুতঃ॥

তথাচ শ্রীপ্রথমে (ভাঃ ১।৩।২৮)—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ॥" ইতি।

অত্র কারিকে।—

পুংনাম্নঃ পুরুষস্যৈতে শ্রীবরাহ-ঋষাদয়ঃ। অংশা অত্রাবতারাঃ স্যুঃ কুমারাদ্যাঃ কলা মতাঃ॥
তুর্ভিন্নোপক্রমে কৃষ্ণো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। স্বয়মিত্যপযাতাস্য বাসুদেবাবতারতা ॥১৯৮॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

এবং প্রাপ্তে পরিহরতি, নৈবং যুক্তমিতি। কেন প্রমাণেন মদুক্তেরযুক্ততা ? তত্রাহ শৃণ্বিতি॥ প্রমাণমাহ এতে চেতি। কৃষ্ণস্য বাসুদেবত্বে স্বয়মিতি ব্যর্থং স্যাদিত্যর্থঃ॥ তুর্ভিন্নোপক্রমে ইতি—"তুঃ স্যাদ্ভেদেঽবধারণে" ইত্যমরঃ॥১৯৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

আত্মব্যূহাদ্—বাসুদেবাৎ॥ অথ কৃষ্ণস্য পরমাত্মগণাৎ ক্রমতঃ উৎকর্ষং নিরূপ্য ভগবদ্ভ্যঃ উৎকর্ষং নিরূপয়িতুং সর্ব্ববেদবেদান্তপুরাণেতিহাসশিরোমণিশ্রীভাগবতীয়পরিভাষাসূত্রমুত্থাপয়তি এতে চেতি। এতে

শ্রীবাসুদেবাদি নবব্যূহের মধ্যে শ্রীবাসুদেবই শ্রেষ্ঠ।

প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ বর্ণনা করিয়া এক্ষণে মতান্তরে ব্যূহ যে নয় প্রকার তাহা দেখাইতেছে—যথা কোন সাত্ততন্ত্রে নববিধ ব্যূহ কীর্ত্তিত হইয়াছে যথা—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, মহাবরাহ ও ব্রহ্মা, সাত্বততন্ত্রে এই নববিধ কথিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে কোন কোন মহাকল্পে জীবও উপাসনা প্রভাবে ব্রহ্মা হইয়া থাকেন, আবার কোন কোন মহাকল্পে তাদৃশ পূণ্যকারি জীবের অভাব হইলে গর্ভোদশায়ি মহা-বিষ্ণুই অংশতঃ ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন। পূর্ব্বোক্ত এই শ্লোক হইতে জীবকোটি ব্রহ্মা ও ঈশ্বর কোটি ব্রহ্মা এই দুই প্রকার ব্রহ্মার কথা অবগত হওয়া যায়, কিন্তু এই স্থানের ব্রহ্মাকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া জানিতে হইবে। কথিত এই নবব্যূহের মধ্যে এস্থানে শ্রীবাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ সর্ব্বাতিশায়ী। যেহেতু শ্রীবাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ সকলেই চতুর্ভুজ নিরন্তর পরমৈশ্বর্য্য নিষেবিত এবং পরম মর্য্যাদায় পরি-শোভিত। অতএব এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীনারায়ণের সর্ব্বাতিশায়ী দেখিয়া মনে ক্ষোভ হওয়া উচিত হইবে না, কারণ এহ বাহ্য জানিতে হইবে। এই চতুর্ব্যূহের মধ্যে আবার শ্রীবাসুদেবই সর্ব্বাতিশায়ী, যেহেতু শ্রীবাসুদেব পূর্ণানন্দ স্বরূপ এবং পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণের অভিন্ন স্বরূপ। এক্ষণে হৃদ্গত কৌটিল্যকে অভিব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন—যেহেতু শ্রীবাসুদেব পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণের সমস্ত আদি পরিকর গণের মুখ্য। বোধকরি সেই বাসুদেবই শ্রীকৃষ্ণ নাম ধারণ পুর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন। কারণ বেদ, পুরাণ, ইতিহাসাদি সর্ব্বশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব নামে বিখ্যাত ॥১৯৭॥

উক্তাশ্চতুঃসননারদবরাহাদয়ঃ অনুক্তা হয়গ্রীব হরি-হংস পৃশ্নিগর্ভ-বিভু-সত্যসেন-বৈকুণ্ঠাজিত-সার্ব্বভৌম-বিষ্বক্‌সেন-ধর্ম্মসেতু-সুধাম-যোগেশ্বর-বৃহদ্ভানু-শুক্ল-রক্ত-শ্যাম-কৃষ্ণনামাদ্যাঃ। পুংসঃ—প্রথমমুদ্দিষ্টস্য পুরুষস্য অংশ কলাঃ অত্র ব্যষ্টিসমষ্টিত্বেন অংশাঃ কলাঃ অংশকলাশ্চ জ্ঞেয়াঃ। অত্রাংশাঃ স্বাংশাঃ শ্রীবরাহাদয়ঃ, কলাঃ শ্রীনারদাদয়ঃ, অংশকলা ঋষিপ্রজাপত্যাদয়ঃ। অত্র যদ্যপি মৎস্যাদয়ঃ স্বয়ংরূপস্য স্বাংশাঃ স্বস্বধামনি তিষ্ঠন্ত্যেব তথাপ্যবতারসময়ে পুরুষং নিমিত্তীকৃত্যাবতরণাৎ তথাত্বম্। কৃষ্ণস্ত্বিতি। যো বিংশতিতমাবতারত্বেন কথিতঃ সঃ শ্রীকৃষ্ণস্তু ভগবান্ এষ এব পুরুষস্যাবতারীত্যর্থঃ; পুরুষস্য সঙ্কর্ষণত্বাত্তস্য তু তদতিরিক্তত্বাদিত্যর্থঃ। ন চায়ং বাসুদেবাবতারঃ তস্য ভগবত্ত্বেন প্রসিদ্ধত্বাদিতি বাচ্যম্; "অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েদিতি"ধ্বনিকারোক্তদিশা কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণো ধর্ম্মঃ সাধ্যতে নতু ভগবতঃ কৃষ্ণত্বমিত্যায়াতম্। ততশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণধর্ম্মিত্বে সিদ্ধে মূলবাসুদেবত্বমেব সিদ্ধম্। নন্তু তর্হি স কিং মহানারায়ণাবতার ইত্যাহ স্বয়মিতি। অত্র চ স শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়মেব ভগবান্ নারায়ণঃ নতু তৎপ্রাদুর্ভূতত্বম্। ন চ স্বয়ং ভগবাংস্তু কৃষ্ণ এবেত্যর্থকরণীয়স্তস্যাগ্যত্বাদেতস্যেদানীন্তনাবতারত্বাদিতিবাচ্যম্; তুশব্দস্যাস্থানপদদোষাপত্তের্বিধেয়কোটেঃ পরত্র প্রযুজ্যমানত্বেন ধ্বনিপ্রস্থানাচার্য্যগুরূণাং মতসিদ্ধত্বাৎ। তস্য তদ্রূপত্বেনাপ্রকটপ্রকাশস্য তস্মিন্ সদাতনত্বাৎ। অবতারগণনাচাস্য স্বয়ং ভগবানপ্যসৌ স্বরূপস্থ এব নিজপরিজনবৃন্দানামানন্দবিশেষচমৎকারায় কিমপি মাধুর্য্যং নিজজন্মাদিলীলয়া পুষ্ণন্ কদাচিৎ সকললোকদৃশ্যো ভবতীত্যপেক্ষয়ৈবেতি কৃষ্ণসন্দর্ভঃ। তস্মাদেতস্যৈব বিলাসঃ শ্রীমহানারায়ণ ইতি পূর্ব্বোক্তমিত্থং সিদ্ধমেব॥ এতদেব বিবৃণোতি পুংনাম্ন ইতি। শ্রীবরাহমৎস্যাদয়োঽংশাবতারাঃ স্যুঃ॥ তর্হি কিং শ্রীকৃষ্ণোঽংশাবতারঃ কলাবেতি সন্দেহং পরিহরন্নাহ তুর্ভিন্নোপক্রমেতি। স্বয়মিতি পদেন বাসুদেবাবতারতা—বাসুদেব এবাবতারো বিলাসো যস্য তত্ত্বা শ্রীমহানারায়ণতা চ তন্ত্রেণাপযাতা নিরস্তেত্যর্থঃ ॥১৯৮॥

শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের অবতার এই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান।

পঞ্চরাত্র মতানুযায়ি পণ্ডিতগণ শ্রীকৃষ্ণকে বাসুদেবের অবতার বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তি হইলে সেই মতের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেবত্ব বিষয়ে যে আশঙ্কা তাহার পরিহারার্থ বলিতেছেন—তোমার এই প্রকার সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে। আচ্ছা তাহাহইলে কোন্ প্রমাণবলে আমারবাক্য অসঙ্গতি হইল ? ইহার সমাধান করিতেছি শ্রবণ কর, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে বাসুদেবাখ্য আদ্যব্যূহ হইতে দেবকীসূত শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ে শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি বলিতেছেন—ইতঃ পূর্ব্বে যে সকল অবতারের বিষয় কথিত হইয়াছে এবং এতদতিরিক্ত যে সকল অবতার অনুক্ত রহিয়াছে সেই সর্ব্ববিধ অবতারের মধ্যে কেহ গর্ভোদশায়ি দ্বিতীয় পুরুষের অংশ কেহ বা কলা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ সর্ব্বাবতারের অবতারী স্বয়ংরূপ। এই শ্লোকের কারিকা যথা—পুংনামা পুরুষের অর্থাৎ প্রদ্যুম্নাখ্য গর্ভোদশায়ি দ্বিতীয় পুরুষ হইতে শ্রীবরাহ ও মৎস্যাদি অংশাবতার, এবং সনৎ কুমারাদি কলাবতার। দ্বিতীয় পুরুষের অংশ কলা এই কথা বলায় অবতার

শ্রীদশমে চৈবমেবোক্তম্ (ভাঃ ১০।১৪।২)

'অস্যাপি দেববপুষো মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ ॥" ইতি ॥১৯৯॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

বাসুদেবাৎ কৃষ্ণস্যাতিশয়ে প্রমাণান্তরমাহ অস্যাপীতি। অস্য—গোপরাজকুমারস্য স্বয়ংভগবতঃ কৃষ্ণস্য, তব সাক্ষাৎ—মদ্দৃগ্গোচরস্য, মহি—মাহাত্ম্যং, দেবপুরুষঃ—দেবপদাঙ্কিতবিগ্রহাৎ বাসুদেবাদপি অতিশয়িতং, কোঽপি—ব্রহ্মাপি, অহম্ আন্তরেণ—নিরুদ্ধেন একাগ্রেণ, মনসা জ্ঞাতুং নেশে—সমর্থো ন ভবামি। কীদৃশস্য তব? ইত্যাহ মদনুগ্রহস্যেতি—শ্রীগোপালোপনিষদনুসারেণ সর্ব্বমদ্ধিতকারিণ ইত্যর্থঃ; তদুপনিষদি খলু কৃষ্ণদত্তাষ্টাদশার্ণঃ ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টাভূদিতি প্রস্ফুটম্; যদ্বা অনুগ্রহাৎ মাং প্রতি দর্শিতবিবিধাশ্চর্য্যরূপস্যেত্যর্থঃ। স্বেচ্ছাময়স্য—ভক্তেচ্ছানুসারীচ্ছস্যেত্যর্থঃ। নত্বিতি—চিদ্ঘনস্যেত্যর্থঃ। এবঞ্চেৎ আত্মসুখানুভূতেঃ—"চয়স্ত্বিষাম্" ইতি ন্যায়েন অনভিব্যক্তরূপগুণলীলাবিশেষাৎ ব্যাপকস্বপ্রকাশানন্দাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ, তব অতিশয়িতং মাহাত্ম্যং বক্তুমহং নেশ ইতি কিমুত বক্তব্যম্? ইতি ন্যূনাতিন্যূনতায়ামিদং কৈমুত্যম্ ॥১৯৯॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অত্র প্রথমকোটিমপাকর্ত্তুমাহ শ্রীদশমে চৈবমিতি ॥ অস্যাপীতি। যদ্যপ্যস্যার্থাভিব্যঞ্জনেঽত্র তাৎপর্য্যং নাস্তি, তথাপ্যেকত্র শাস্ত্রসুখসংকলনায় কিঞ্চিৎ সংগৃহ্যতে। অত্র দীপিকা—ননু নৌমীতি প্রতিজ্ঞায় কিং স্বরূপানুবাদমাত্রং ক্রিয়তে অত আহ অস্যাপীতি। ভো দেব অস্যাপি সুলভত্বেন প্রকাশিতস্যাপি তব বপুষঃ অবতারস্য মহিমানং অবসিতুং জ্ঞাতুং কোঽপি ব্রহ্মা অহমপি ন ঈশে ন শক্নোমি। যদ্বা কশ্চিদপি ন ঈশে ন সমর্থ আসীৎ। সুলভত্বায় বিশেষণদ্বয়ম্; মদনুগ্রহস্য মমানুগ্রহো যস্মাৎ তন্মদনুগ্রহং তস্য। কিঞ্চ স্বেচ্ছাময়স্য, স্বীয়ানাং ভক্তানাং যথা যথা ইচ্ছা তথা তথা ভবতঃ। তর্হি কিমিতি জ্ঞাতুং ন শক্যতে অত আহ-নতুভূতময়স্য—অচিন্ত্যশুদ্ধসত্ত্বাত্মকস্য। যদ্বা অস্ত্বেবং তদা কথং পুনঃ সাক্ষাত্তবৈব কেবলস্য আত্মসুখানুভূতেরেব স্বসুখানুভবমাত্রস্য অবতারিণো গুণাতীতস্য মহিমানং আন্তরেণ নিরুদ্ধেনাপি মনসা কো বা জ্ঞাতুং সমর্থো ভবেৎ। অথবা ভূতময়স্যাপি তু বিরাড়্রূপস্যাপি তব তন্নিয়ম্যস্য বপুষঃ মহি অবসিতুং কোঽপি নেশে তদা সাক্ষাত্তবৈব অসাধারণস্য নিয়ম্যনিয়ন্তৃভেদরহিতস্য

মধ্যে কথিত শ্রীকৃষ্ণেরও অবতারত্ব আশঙ্কা হওয়ায় পুনর্ব্বার তু এই পৃথক্ বাক্যদ্বারা বলিলেন—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের অবতার, এই প্রকার হইলে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এই বাক্য ব্যর্থ হইত। এস্থলে তু শব্দ ভিন্নবাক্যারম্ভে প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ লীলা পুরুষোত্তম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ মূলতত্ত্ব এইরূপ নির্দ্দেশ করায় শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেবাবতারত্ব নিরাকৃত হইল ॥১৯৮॥

উক্তলক্ষণস্যাস্য মহি মহিমানং কোঽপি নেশ ইতি কিমুত বক্তব্যমিত্যর্থ ইত্যেষা। অত্র নন্বিত্যাদ্যন্তে উৎকর্ষবর্ণনমেব স্তুতির্নামেতি হেতুরধ্যাহার্য্যঃ, তব বপুষ ইতি চতুর্থচরণাদত্রাপি তবেতি যোজনয়া সাধিতঃ। তব যদ্বপুর্যঃকশ্চিদবতারঃ তস্যেত্যর্থঃ। কীদৃশস্য বপুষঃ অস্যাপি জগতি স্থূলভত্বেন প্রকাশিতত্বাত্তত্রেদন্তা-নির্দ্দেশং প্রাপ্তস্যেত্যর্থঃ। মদনুগ্রহস্যেতি ; মদীয়সৃষ্টিপালকত্বাদিতি ভাবঃ। তদেতন্মতে নন্বু ভূতময়স্যেতি তবর্গপঞ্চমদ্বয়াদিভাগময় এব পাঠঃ নতু তৎ পঞ্চমপ্রথমাদিভাগময়ঃ নতুবা তৎ প্রথমপঞ্চমাদিভাগময়ঃ। উত্তরব্যাখ্যায়াং তয়োর্নতুতম্বোরস্পর্শাৎ তস্মাদ্ যত্তু প্রথমব্যাখ্যায়াং নন্বিতি ব্যাখ্যাতং তৎ খলু নুকারস্য তুকারার্থতয়া স্বীকারাজ্জ্ঞেয়ম্। নেশে মহিত্বমসিতুমিত্যস্যান্নঞা যোজনয়া বা। অত্র দ্বিতীয়ার্থে নুস্তু বিতর্কার্থো জ্ঞেয়ঃ। দ্বিতীয়ার্থে নন্বু নিশ্চয়ার্থো জ্ঞেয়ঃ। নন্বিতি তবর্গপঞ্চমান্তপাঠস্তু টীকায়াং মূলে চ প্রায়ঃ সর্ব্বত্র দৃশ্যতে। তস্মাদথবেত্যস্য পাঠান্তরমিত্যেবার্থো জ্ঞেয়ঃ। সাক্ষাত্তবেতি স্বয়ং ভগবতস্ত-বেত্যর্থঃ। কেবলস্যেত্যেবকারব্যাখ্যা তত্তদবতারানতীত্য বিরাজমানস্যেত্যর্থঃ। গুণাতীতস্যেতি তত্র চ পুরুষত্রিদেবীবন্নতু ত্রৈগুণ্য-তত্তদগুণপরিচ্ছিন্নাধিকারস্যেত্যর্থঃ। স্বসুখানুভূতিমাত্রস্যাপি তত্তদবতারিত্বং মহিমবত্ত্বঞ্চ "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি"ইতি "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদযদেব আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"ইতি। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী"ইতি শ্রুতিপ্রামাণ্যাদবগ-ম্যতে। ন চ নির্ব্বিশেষতয়া তদাবির্ভাববিশেষস্য ব্রহ্মণ এব দুর্জ্ঞেয়তাধিক্যমত্র প্রতিপদ্যতে। "তথাপি ভূমন্ মহিমা গুণস্য ত ইত্যাদ্যুত্তরবাক্যদ্বয়ে সবিশেষস্যৈব তদাধিক্যং ব্যাখ্যাস্যতে। অথবেত্যত্র বিরাড়্-রূপস্যাপি দুর্জ্ঞেয়ত্বোল্লেখঃ স্বয়ংভগবতি তস্মিন্ পরমকৈমুত্যং প্রতিপাদয়তি স্ম। অস্মিন্নেব পক্ষে তনু-রূপস্যাপি দুর্জ্ঞেয়ত্বোল্লেখঃ স্বয়ংভগবতি তস্মিন্ পরমকৈমুত্যং প্রতিপাদয়তি স্ম। অস্মিন্নেব পক্ষে তনু-ভূতময়স্যেতি চিৎসুখপাঠঃ সঙ্গচ্ছতে তনুভিঃ সূক্ষ্মৈরাব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তৈর্ব্ব্যাপ্তত্বাদিতি হি তদ্ব্যাখ্যা। পূর্ব্বস্মিন্ পক্ষে তু তনু সূক্ষ্মমচিন্ত্যং যদ্রূপং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং ভগবত্ত্বং তৎস্বরূপস্যেত্যর্থঃ। "অস্য মহতো ভূতস্যেতি শ্রুতেঃ, "লোকনাথো মহদ্ভূতমিতি সহস্রনামস্তোত্রাচ্চ। নিয়ন্তৃনিয়মাভেদরহিতস্যেতি ; বিরাড়্রূপস্য ত্বন্নিয়ম্যস্যেত্যুক্তত্বান্ন তস্য কশ্চিন্নিয়ন্তা ন চ কস্যচিন্নিয়ম্য ইতি বিবক্ষয়া। উক্তলক্ষণস্যেতি অত্রবপু-রাদিবিশেষণৈর্দর্শিতস্যেত্যর্থ ইতি সাত্বতনীরাজিতচরণৈঃ সাত্বতমতং সংকলিতম্। অথ শ্রীতোষণীস্থা স্বতন্ত্রা ব্যাখ্যা—নন্বু মমৈতাদৃশং স্বরূপমননূষ্য কিং স্তৌষীত্যাশঙ্কয়া সসম্ভ্রমং তত্র নিজসামর্থ্যমাহ অস্যা-পীতি। অস্য জগতো যদ্দেববপুরাধিদৈবিকং রূপং নারায়ণাখ্যং তব বপুস্তস্যাপি যোজ্যম্। নারায়ণো-ঽঙ্গং নরভূজলায়নাদিতি বক্ষ্যতে। বপুষো বিশেষণানি মদনুগ্রহস্যেত্যাদীনি। সাক্ষাত্তবৈবেতি পূর্ব্ববৎ ; আত্মনা স্বয়মেককর্ত্রা সুখানুভূতির্যস্য অনন্যবেদ্যানন্দস্যেত্যর্থঃ। যদ্বা অস্য তব যদ্দেববপুরধুনা দর্শিতেষু চতুর্ভুজরূপেষেকতমমপি বপুস্তস্যাপি যোজ্যম্। অত্র মদনুগ্রহস্যেতি তদ্দর্শনাদেব তন্মহিমা জ্ঞাত ইতি ভাব ইত্যেষা ॥১৯৯॥

শ্রীবাসুদেব অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাতিশায়ী, তদ্বিষয়ে অপর প্রমাণ শ্রীদশমে ব্রহ্মাও এইরূপ বলিয়াছেন—আমার সর্ব্ববিধ হিতকারি বপুঃ যিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, এই

অত্র কারিকাঃ।—

দেবঃ স্বনাম্নি দেবেতি খ্যাতং যস্য বপুঃ স হি। ব্যূহানামাদিমো বাসুদেবো দেববপুর্মতঃ॥

ততোঽপি মহি মাহাত্ম্যং সাক্ষাদেবাত্র তে সতঃ।
কো বিধাতাপ্যবসিতুং জ্ঞাতুং নেশেঽস্মি ন ক্ষমঃ।
কিমুতাহো আত্মসুখানুভূতের্ব্রহ্মরূপতঃ ॥২০০॥

এবমর্থোঽস্য পদ্যস্য কৈমুত্যন্যায়সংস্থিতঃ। ন্যূনেঽধিকে চ কৈমুত্যং তত্র ন্যূনে ভবেদ্ যথা॥

কৌস্তুভস্য মহাতেজাঃ সূর্য্যকোটিশতাদপি। অয়ং কিমুত বক্তব্যং প্রদীপাদ্ দীপ্তিমানিতি॥

অথাধিকে যথা ধ্বান্তৈঃ শক্যো দীপোঽপি নার্দ্দিতুম্।
স তু মার্ত্তণ্ডকোটীভিঃ সমঃ কিমুত কৌস্তুভঃ।
অতো ন্যূনাদপি ন্যূনে কৈমুত্যমিহ তু স্থিতম্ ॥২০১॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

কারিকাভিঃ পদ্যার্থং বিবৃণোতি দেবঃ স্বনাম্নীত্যাদিনা। দেবপদাঞ্চিতত্বং বাসুদেববিগ্রহস্য প্রস্ফুটং তেন বাসুদেবাদপীতি লব্ধম্; এবং লোকেঽপি প্রযুজ্যতে ভর্ত্তৃহরির্হরিরিতি। ততঃ—বাসুদেবাদপীত্যর্থঃ॥ বাসুদেবাদপ্যধিকঃ কৃষ্ণস্য মহিমা যো ব্রহ্মণাপি জ্ঞাতুমশক্য ইত্যর্থঃ। কুত ইতি চেৎ? ন্যূনকৈমুত্যাদিত্যাহ এবমর্থোঽস্যেতি॥ ননু কৈমুত্যং কিং দ্বিবিধমস্তীতি চেৎ? অস্তি তৎ প্রতিপাদয়তি ন্যূনেঽধিকে চেত্যাদিনা॥ প্রকৃতে তু ন্যূনকৈমুতং যোজয়তি অত ইতি। বাসুদেবাদপি কৃষ্ণস্য মহিমা অধিকশ্চেৎ তদা ব্রহ্মতঃ, সোঽধিক ইতি কিং বক্তব্যম্ ইতি ন্যূনন্যূনতায়াং স ন্যায়োঽত্র বোধ্যঃ ॥২০০-২০১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

স বাসুদেবো দেববপুর্মতঃ। অত্র পূর্ব্বপদস্যাপ্যসংগ্রহেঽপি তথা প্রতীতিঃ হরির্ভর্ত্তৃহরিরিতিবৎ বাচ্যৈব; নতু শ্রিয়ঃ সবর্ণেনেত্যত্র রুক্মিণেতিবদ্ব্যঙ্গ্যা॥ ততো বাসুদেবাৎ। সাক্ষাৎ সতো বর্ত্তমানস্য॥

অনুগ্রহের প্রকার শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে এইরূপ কথিত হইয়াছে যথা—শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রলাভে ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে সমর্থ লাভ করিয়াছেন; অথবা যিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বিবিধ আশ্চর্য্য রূপ প্রদর্শন করাইয়াছেন। ভক্তের ইচ্ছানুযায়িনী যাঁহার ইচ্ছা, যাঁহার বিগ্রহ ভূতময় নয় অর্থাৎ চিদ্‌ঘনবিগ্রহ এবং দেবগণের দ্বারা যাঁহার পাদপদ্ম পূজিত হইতেছেন, বাসুদেব হইতে যিনি সর্ব্বাতিশায়ী অর্থাৎ বাসুদেব হইতে মাহাত্ম্যে অধিক। সেই গোপরাজ নন্দন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপ আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তোমার সেই মহিমা আমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইয়াও একাগ্রচিত্ত দ্বারা অবগত হইতে পারিলাম না। অতএব "চয়স্ত্বিষাম্" এই ন্যায়ে অনভিব্যক্ত রূপগুণ লীলা বিশেষ বলিয়া ব্যাপক স্বপ্রকাশক আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব হইতেও তোমার ভগবত্তত্ত্বের পরাবস্থ যে অধিক এবিষয়ে অধিক আর কি বলিব ॥১৯৯॥

মহ্যেবানুগ্রহো যস্যেত্যনুগ্রহভরো যতঃ। মহ্যেব বিহিতো ভূয়ান্ অপূর্ব্বাশ্চর্য্যদর্শনাৎ ॥

স্বেচ্ছাময়স্য ভক্তানাং কামায়াখিলকর্ম্মণঃ।
ন তু ভূতময়স্যেতি পুরুষত্বঞ্চ খণ্ডিতম্।
যদেষ সর্ব্বজীবানাং পুরুষঃ পরমাশ্রয়ঃ ॥২০২॥

আন্তরেণ নিরুদ্ধেন মনসেত্যেকতানতা জ্ঞাতুং স্যান্মহিমা শক্যো যদ্যপ্যেভির্বিশেষণৈঃ ॥

জ্ঞাতুং তথাপি নেশেহস্মীত্যচিন্ত্যৈশ্বর্য্যতোদিতা।
জানতা বাসুদেবাচ্চ ব্রহ্মতশ্চাধিকাধিকম্।
মাহাত্ম্যং কৃষ্ণচন্দ্রস্য বিরিঞ্চেন সমর্থিতম্ ॥২০৩॥

কিমুতাহো ইত্যত্র "অব্যয়ৌৎকেবলাচোরচী"ত্যনেনাসন্ধিঃ ॥ প্রস্তুতমপি প্রস্তাবাদাহ অথাধিক ইতি। ধ্বান্তৈরন্ধকারৈঃ কর্ত্তৃভিঃ দীপোহপি অর্দ্দিতুং পীড়িতুমর্থান্নির্ব্বাতুং ন শক্যঃ। মার্ত্তণ্ডকোটীভিঃ সমঃ সদৃশঃ নতু প্রসিদ্ধঃ কৌস্তুভোহর্দিতুং শক্য ইতি কিমুত বক্তব্যমিত্যর্থঃ। ঘটঃ কর্ত্তুং পারিত ইতিবৎ কর্ম্মবাধঃ ॥২০০—২০১॥

প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার স্বকৃত কারিকা দ্বারা শ্লোকার্থ বিস্তার করিয়া বলিতেছেন—যাঁহার বপু অর্থাৎ বিগ্রহ নিজনামে দেব এইপ্রকার শব্দে বিখ্যাত এবং যাঁহার পাদপদ্ম দেববৃন্দ নিষেবিত, ইহা কিন্তু নিজনাম বাসুদেব এইশব্দে সবিশেষ প্রস্ফুটিত হইয়াছে অথবা বাসুদেব নামে যাঁহার বিগ্রহ বিখ্যাত। এই প্রকার প্রয়োগ এজগতেও দেখা যায় যেমন ভর্ত্তৃহরি হরি ইত্যাদি। সেই ব্যূহচতুষ্টয়ের মধ্যে আদিম অর্থাৎ প্রথম যে বাসুদেব, তিনিই দেববপু শব্দবাচ্য। সেই বাসুদেব স্বরূপ হইতেও সাক্ষাতে বিদ্যমান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ তোমার মহি অর্থাৎ মাহাত্ম্য ক ব্রহ্মা আমিও জানিতে অক্ষম। অতএব আত্মসুখানুভূতি অর্থাৎ কেবল স্বপ্রকাশক আনন্দ ব্রহ্ম স্বরূপ হইতে তোমার মাহাত্ম্য যে অধিক একথা আর কি বলিব ॥২০০॥

শ্রীবাসুদেব হইতেও শ্রীকৃষ্ণের মহিমা যে অধিক, ব্রহ্মাও যাহা অবগত হইতে পরিল না, তাহা হইলে তাঁহার মহিমা কিরূপে জানা যাইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—এই শ্লোকের অর্থ কৈমুত্য ন্যায় দ্বারা লব্ধ হইয়াছে। আচ্ছা তাহা হইলে সেই কৈমুত্যন্যায় কত প্রকার? তদুত্তর—কৈমুত্যন্যায় দ্বিবিধ। ন্যূনস্থলে এবং অধিক স্থলে, এই দ্বিবিধ স্থলে কৈমুত্যন্যায় প্রয়োগ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ন্যূনস্থানীয় ন্যায় যথা—শতকোটি সূর্য্য হইতেও তেজস্বী যে কৌস্তুভমণি তাহা যে প্রদীপ হইতেও দীপ্তিমান্ হইবে, এবিষয়ে আর বলিবার কি আছে। অপর অধিকস্থলে কৈমুত্যন্যায় যথা—যে অন্ধকার একটি প্রদীপকেও পরাভব করিতে পারে না, সে যে কোটি সূর্য্য সদৃশ কৌস্তুভ মণিকে অভিভূত করিতে অক্ষম একথা আর কি বলিব। অতএব শ্রীবাসুদেব অপেক্ষাও যদি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অধিক হয়, তাহা হইলে নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মস্বরূপ হইতেও যে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অধিক হইবে এবিষয়ে আর বক্তব্য কি আছে। সুতরাং এই শ্লোকে ন্যূন হইতেও ন্যূন স্থলে কৈমুত্যন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে ॥২০১॥

অতো মন্বক্ষরমনোর্ধ্যানে স্বায়ম্ভূবাগমে। চত্বারো বাসুদেবাদ্যাঃ কৃষ্ণস্যাবৃতিরীরিতাঃ ॥
ক্রমাদি-দীপিকায়াঞ্চ বস্বক্ষরমনোর্বিধৌ। গোকুলেশাবৃতিত্বেন বাসুদেবাদয়ো মতাঃ ॥২০৪॥

॥ ইতি বাসুদেবাদিভ্রমনিরাসঃ ॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অপূর্ব্বেতি—ব্রহ্মণা পূর্ব্বং যানি ন দৃষ্টানি তানি চতুর্ভুজানি চিদ্‌ঘনানি সদেবগণৈশ্চতুর্বিংশতি-তত্ত্বৈঃ স্তূয়মানানি অনন্তদিব্যবিভূতিমন্তি অদ্ভুতানি তেষাং দর্শনাদিত্যর্থঃ॥ স্বেচ্ছেতি—ভক্তেচ্ছাধীনে-চ্ছস্যেত্যর্থঃ। ন তু ভূতময়স্যেতি বিশেষণেন পুরুষত্বঞ্চ—কারণার্ণবশায়িসঙ্কর্ষণত্বং কৃষ্ণস্য নিরস্তমিত্যর্থঃ। কুতঃ খণ্ডিতম্? তত্রাহ যদেষ ইতি। এষঃ—কারণার্ণবশায়ী পুরুষঃ। ভূতশব্দোঽত্র জীববাচী; "ভূতং ক্ষ্মাদৌ পিশাগাদৌ জন্তৌ ক্লীবং ত্রিষু ুিতে" ইতি মেদিনীকোষাৎ। সর্ব্বজীবাশ্রয়ত্বাৎ পুরুষো নারায়ণো ভূতময়ঃ, তদ্বিলক্ষণত্বাৎ কৃষ্ণো ভূতময়ো নেত্যুক্তঃ॥ একতানতেতি—"একতানোঽনন্যবৃত্তিঃ" ইত্যমরঃ; তথাচ মহিমাবগমে মনসো যোগ্যতোক্তা। জ্ঞাতুং স্যাদিতি—যদ্যপ্যেতৈর্বিশেষণৈর্মহিমা গোচরো ভবেৎ তথাপি নেত্যুক্তিস্তস্যাচিন্ত্যৈশ্বর্য্যতাং বোধয়তীত্যর্থঃ॥ নিগময়তি অত ইতি—যস্মাৎ বাসুদেবাদপ্যধিকঃ স্বয়ং ভগবানেব শ্রীকৃষ্ণো ভবতীত্যর্থঃ। মন্বক্ষরেতি—চতুর্দ্দশার্ণস্য তন্মন্ত্রস্যেত্যর্থঃ॥ ক্রমাদীতি - বস্ব-ক্ষরমনোঃ—অষ্টাক্ষরস্য তন্মন্ত্রস্যেত্যর্থঃ। অন্যথা তদ্‌গ্রন্থদ্বয়ং ব্যাকুপ্যেদিত্যর্থঃ ॥২০২—২০৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ন্যূনাদ্বাসুদেবাৎ, ন্যূনে ব্রহ্মণি। ইহ পদ্যে। ময়ি ব্রহ্মণি ভূয়াননেকপ্রকারোঽনুগ্রহভরো যতঃ বিহিতঃ কথংকারমিত্যাহ অপূর্ব্বাশ্চর্য্যদর্শনাদিতি॥ একতানতা তদেকনিষ্ঠত্বম্॥ বাসুদেবাচ্চেতি চকারাৎ পুরুষাদিত্যর্থঃ। সমর্থিতং ধ্বনিতম্॥ মন্বক্ষরমনোশ্চতুর্দ্দশাক্ষরমন্ত্রস্য। আবৃতিরিতি। পঞ্চ বৃক্ষা নৌর্ভবতীতিবৎ বিধেয়তয়ৈকত্বম্। বস্বক্ষরমনোরষ্টাক্ষরমন্ত্রস্য ॥২০২—২০৪॥

মদনুগ্রহ অর্থাৎ আমাতেই যাঁহার অনুগ্রহ হইয়াছে, যেহেতু সেই অদ্ভুত অনন্ত চিদ্‌ঘন চতুর্ভুজরূপের চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সহিত দেবগণ স্তব করিতেছেন, আমি ব্রহ্মা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, সেই অপূর্ব্ব আশ্চর্য্যরূপ দেখাইয়া যিনি আমাকে প্রভূত অনুগ্রহ করিয়াছেন। স্বেচ্ছাময় অর্থাৎ ভক্তগণের সর্ব্বাভীষ্ট প্রদানের নিমিত্ত স্বেচ্ছাময় অথবা ভক্তের ইচ্ছার অধীন যাঁহার ইচ্ছা তিনি স্বেচ্ছাময়। তিনি ভূতময় নহেন, এই বিশেষণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণেয় পুরুষত্ব অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণত্ব তাহা নিরস্ত হইল। যেহেতু এই সঙ্কর্ষণাখ্য প্রথম পুরুষ সর্ব্বজীবের পরম আশ্রয়। মেদিনীকোষেও ভূতশব্দ জীববাচিরূপে অবগত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইতে বিলক্ষণ বলিয়া তিনি ভূতময় নহেন; এই বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্যোমনাথের বিলাসমূর্ত্তি বাসুদেব অবতার ইহা কখনই সম্ভাবিত হয় না ॥২০২॥

আন্তর অর্থাৎ নিরুদ্ধ সেই নিরুদ্ধ মনের দ্বারা, ইহাতে মনের অনন্যবৃত্তিত্ব বা একাগ্রতা কথিত

ননু শ্রৈষ্ঠ্যং মুকুন্দস্য ব্রহ্মতো যুজ্যতে কথম্। যদ্ব্রহ্ম শ্রীভগবতোরৈক্যমেব প্রসিধ্যতে॥
পুরুষঃ পরমাত্মা চ ব্রহ্ম চ জ্ঞানমিত্যপি। স একো ভগবানেব শাস্ত্রেষু বহুধোচ্যতে॥

তথাচ স্কান্দে—

'ভগবান্ পরমাত্মেতি প্রোচ্যতেঽষ্টাঙ্গযোগিভিঃ। ব্রহ্মেত্যুপনিষন্নিষ্ঠৈর্জ্ঞানঞ্চ জ্ঞানযোগিভি॥"

শ্রীপ্রথমে চ (ভাঃ ১।২।১১)—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে" ॥২০৫॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

'তড়াগং তরীতুমসমর্থঃ সাগরং কিমুত তরীত' ইত্যধিকে কৈমুত্যং হৃদি কৃত্বা ব্রহ্মতঃ শ্রৈষ্ঠ্যমসহমানঃ কশ্চিদাহ নন্বিতি শ্রৈষ্ঠ্যমিতি। যদ্ব্রহ্মেতি—ন খলু স্বস্মাৎ স্বয়মধিকো বক্তুং যুক্ত ইত্যর্থঃ॥ ভগবানিত্যাদি। তথাচ ব্রহ্ম পরমাত্ম-ভগবচ্ছব্দা ঘট-কলস-কুম্ভবৎ একবাচ্যবাচিলক্ষণাঃ পর্য্যায়শব্দাঃ, ইতি বস্তুভেদো নাস্তীত্যর্থঃ॥ বদন্তীতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিভিঃ পরমাত্মেতি যোগিভিঃ, ভগবানিতি ভাগবতৈঃ শব্দ্যতে ইত্যর্থঃ। স্কান্দে ভগবদাদিবস্তুনো জ্ঞানত্বং বিধীয়তে, প্রথমে তু জ্ঞানস্য ব্রহ্মাদিত্বম্, ইতি ব্যতিহারাৎ ন হি বস্তুনি বৈলক্ষণ্যগন্ধ ইত্যভিমতম্॥২০৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

কারিকাপ্রাপ্তস্যশ্রীমহানারায়ণতঃ শ্রৈষ্ঠ্যস্যোত্তরপক্ষাশ্রয়ত্বাদুদাহরণপদ্যস্থকৈমুতিকলব্ধাং ব্রহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতাং নিরূপয়ন্নাহ নন্বিতি। যুজ্যতে যুক্তং ভবতি, যৎ যস্মাৎ, ঐক্যং একত্বম্॥ তদেবানূদ্য শাস্ত্রার্থং দর্শয়তি পুরুষ ইতি। পুরুষঃ—প্রকৃতিদ্রষ্টা। পরমাত্মা—জীবনিয়ন্তা। ব্রহ্ম—সর্ব্বশক্তিমত্ত্বেঽপি

হইল। যদিও পূর্ব্বোক্ত সেই বিশেষণ পদ সমূহ দ্বারা শ্রীভগবৎ মহিমা জানিবার জন্য মনের যোগ্যতা ছিল এইরূপ কথিত হইয়াছে, তথাপি ব্রহ্মা বলিলেন আমি জানিতে সমর্থ হইলাম না। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য ইহাই প্রতিপন্ন হইল। লোকপিতামহ ব্রহ্মা ইহা জানিয়াই শ্রীবাসুদেব হইতে এবং কেবল সুখানুভূতি ব্রহ্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অতিশয় অধিকরূপে সমর্থন করিয়াছেন॥২০৩॥

শ্রীবাসুদেবাদি শ্রীকৃষ্ণের আবরণ দেবতা।

সম্প্রতিপ্রস্তুত প্রসঙ্গের ফলিতার্থ অভিব্যক্ত করিতেছেন—যেহেতু শ্রীবাসুদেব হইতে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অধিক, সেইহেতু স্বায়ম্ভুবাগমে চতুর্দশাক্ষর মন্ত্রের ধ্যানে শ্রীবাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহকে শ্রীকৃষ্ণের আবরণ দেবতারূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অপর ক্রমদীপিকা গ্রন্থেও অষ্টাক্ষর মন্ত্রের বিধান স্থলে শ্রীবাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহকে গোকুলেশ শ্রীকৃষ্ণের আবরণ দেবতারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবাসুদেবাদি ব্যূহচতুষ্টয় যদি শ্রীকৃষ্ণের আবরণ দেবতারূপে নির্দ্দিষ্ট না হয়েন, তাহাহইলে স্বায়ম্ভুবাগম ও ক্রমাদীপিকা এই গ্রন্থদ্বয়ের বিরোধ ঘটে॥২০৪॥

॥ ইতি শ্রীবাসুদেবাদি ভ্রম নিরাস॥

নির্ব্বিকল্পজ্ঞানস্ফোরকত্বম্। জ্ঞানং আবিদ্যকজ্ঞানাতিরিক্তস্বরূপম্॥ শাস্ত্রমেব ভগবন্তমনূদ্য বিধেয়ানি দর্শয়ন্নাহ তথাচ স্কান্দ ইতি॥ অথ জ্ঞানমেবানূদ্য ব্রহ্মপরমাত্মভগবতোবিধেয়ত্বেন নির্দ্দেষ্টুং প্রথমস্কন্ধপদ্যং দর্শয়তি বদন্তীতি। অত্র দীপিকা—নন্নু চ তত্ত্বজিজ্ঞাসা নাম ধর্ম্মজিজ্ঞাসৈব ধর্ম্ম এব হি তত্ত্বমিতি কেচিত্তত্রাহ বদন্তীতি। তত্ত্ববিদস্তু তদেব তত্ত্বং বদন্তি কিং তজ্জ্ঞানং নাম অদ্বয়মিতি ক্ষণিকজ্ঞানপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নন্নু তত্ত্ববিদোঽপি বিগীতবচনা এব মৈবং তস্যৈব তত্ত্বস্য নামান্তরৈরভিধানাদিত্যাহ ঔপনিষদৈর্ব্রহ্মেতি হৈরণ্যগর্ভৈঃ পরমাত্মেতি সাত্বতৈর্ভগবানিতি ইত্যেষা। নামান্তরৈরভিধানাদিতি—বিভূতিতদ্বতোরংশাংশিনোশ্চাভেদাদিত্যর্থঃ। আহুঃ শ্রীভগবৎসন্দর্ভে তদেকমেবাখণ্ডানন্দস্বরূপং তত্ত্বং থূৎকৃতপারমেষ্ঠ্যাদিকানন্দসমুদায়ানাং পরমহংসানাং সাধনবশাত্তাদাত্ম্যমাপন্নে সত্যামপি তদীয়স্বরূপশক্তিবৈচিত্র্যাং তদ্গ্রহণাসমর্থে চেতসি যথা সামান্যতো লক্ষিতং তথৈব স্ফুরদ্বা তদ্বদেবাবিবিক্তশক্তিশক্তিমত্তাভেদতয়া প্রতিপাদ্যমানং বা ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে। অথ তদেব তত্ত্বং স্বরূপভূতয়ৈব শক্ত্যা কমপি বিশেষং ধর্তুং পরাসামপি শক্তীনাং মূলাশ্রয়রূপং তদনুভবানন্দসন্দোহান্তর্ভাবিততাদৃশব্রহ্মানন্দানাং ভাগবতপরমহংসানাং তথানুভবৈকসাধকতমতদীয়স্বরূপানন্দশক্তিবিশেষাত্মকভক্তিভাবিতেষ্বন্তর্ব্বহিরপীন্দ্রিয়েষু পরিস্ফুরদ্বা তদ্বদেব বিবিক্তাদৃশশক্তিশক্তিমত্তাভেদেন প্রতিপাদ্যমানং বা ভগবানিতি শব্দ্যত ইতি শ্রীজীবগোস্বামিচরণাঃ। অন্যত্রাপি অথ তথাবিধ-ভগবদ্রূপপূর্ণাবির্ভাবং তত্তত্ত্বং পূর্ব্ববজ্জীবাদিনিয়ন্তৃত্বেন স্ফুরদ্বা প্রতিপাদ্যমানং বা পরমাত্মেতি শব্দ্যতে ইত্যাহুঃ ॥২০৫॥

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ ও তাহার সমাধান।

যে ব্যক্তি সরোবর উত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ, সেই ব্যক্তি যে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে অক্ষম হইবে, ইহাতে আর অধিক বলিবার কি আছে, এই প্রকার অধিক কৈমুত্যন্যায় হৃদয় ধারণ করিয়া নির্বিবশেষ ব্রহ্ম অপেক্ষা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে অসহমান হইয়া কেহ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন—যদিবল অধ্যাত্ম্য শাস্ত্রে ব্রহ্ম ও ভগবান্ তত্ত্বতঃ অভিন্নরূপে প্রসিদ্ধ, তবে কি কারণে ব্রহ্মের অপেক্ষায় মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব সম্ভব হইতে পারে? আরও বলি—সর্ব্বশাস্ত্রে এক শ্রীভগবানকেই পুরুষ অর্থাৎ প্রকৃতি অন্তর্য্যামী পরমাত্মা অর্থাৎ জীবসাক্ষী, ব্রহ্ম ও জ্ঞান বা স্বপ্রকাশক চৈতন্য ইত্যাদি বহু প্রকারে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণেও এইরূপ বলিয়াছেন যথা—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ ইহা ঘট, কলস ও কুম্ভের একই পর্য্যায় বাচীশব্দ, বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, যেমন একই শ্রীভগবানকে অষ্টাঙ্গযোগিগণ পরমাত্মা, বৈদান্তিকগণ ব্রহ্ম, এবং জ্ঞানযোগিগণ জ্ঞান বলিয়া অবধারণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধেও এইরূপ বলিয়াছেন—যথা তত্ত্ববিদগণ এক অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ তত্ত্ব বস্তুকে তত্ত্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐপরতত্ত্বকে উপনিষদগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্ম, যোগিগণ পরমাত্মা এবং ভাগবতগণ কর্ত্তৃক ভগবদ্রূপে অভিহিত হইয়া থাকেন। স্কন্ধপুরাণে ভগবদাদি বস্তুকে জ্ঞান বলিয়া থাকেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে জ্ঞানকে ভগবদাদি বস্তু বলিয়াছেন। সুতরাং পরস্পর অভেদবশতঃ বস্তুগত কোন বৈলক্ষণ্য গন্ধও নাই, ইহাই পূর্ব্বপক্ষগণের অভিমত ॥২০৫॥

সত্যমুক্তং শৃণু ততস্তৃতীয়ে কাপিলং বচঃ।

যথা (ভা° ৩।৩২।৩৩)—

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ। একো নানেয়তে তদ্বদ্ ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ ॥" ইতি

অত্র কারিকাঃ।—

তত্তৎ শ্রীভগবত্যেব স্বরূপং ভূরি বিদ্যতে। উপাসনানুসারেণ ভাতি তত্তদুপাসকে ॥
যথা রূপ-রসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ সদা ক্ষীরাদিরেক এবার্থো জ্ঞায়তে বহুধেন্দ্রিয়ৈঃ ॥
দৃশা শুক্লো রসনয়া মধুরো ভগবাংস্তথা। উপাসনাভির্বহুধা স একোঽপি প্রতীয়তে ॥
জিহ্বয়ৈব যথা গ্রাহ্যং মাধুর্য্যং তস্য নাপরৈঃ। যথা চ চক্ষুরাদীনি গৃহ্নন্ত্যর্থং নিজং নিজম্ ॥
তথান্যা বাহ্যকরণস্থানীয়োপাসনাখিলা। ভক্তিস্তু চেতঃস্থানীয়া তত্তৎসর্ব্বার্থলাভতঃ ॥
ইতি প্রবরশাস্ত্রেষু তস্য ব্রহ্মস্বরূপতঃ। মাধুর্য্যাদিগুণাধিক্যাৎ কৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠতোচ্যতে ॥২০৬॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অর্দ্ধমঙ্গীকৃত্যাহ সত্যমুক্তমিতি। তর্হি তারতম্যভণিতিঃ কিংহেতুকেতি চেৎ ? তত্রাহ শৃণু তত ইতি—তারতম্যাবেদকবাক্যানাং সত্ত্বাদেবেত্যর্থঃ ॥ যথেন্দ্রিয়ৈরিতি। বহুগুণাশ্রয়ঃ অর্থঃ—দ্রব্যং ক্ষীরাদিঃ, এক এব যথা চক্ষুরাদিভিরিন্দ্রিয়ৈর্নানা গৃহ্যতে তথৈক এব ভগবান্ উপাসনাদিভির্বহুভির্নানা গৃহ্যতে ইত্যর্থঃ। তথাচ য উপাসকস্তদ্গুণান্ গ্রহীতুং ন শক্নোতি, স এব তং গুণিনমপি নির্গুণং ভণতি ; যথা চক্ষুর্দুগ্ধং শুক্লমেব গৃহ্নাতি ন তু মধুরং, যথা চ রসনা মধুরমেব গৃহ্নাতি নতু শুক্লমিতি। অত্র চিত্তং যথা দুগ্ধং মাধুর্য্যাদিনিখিলগুণোপেতং গৃহ্নাতি তথা ভক্তিরেব তং তত্তৎসর্ব্বগুণোপেতং গৃহ্নাতীতি ব্রহ্মত্বেনাপি সা গৃহ্নাতীত্যর্থঃ ॥ ইতি প্রবরেতি—যদ্যপি অগৃহীতগুণকঃ কৃষ্ণ এব ব্রহ্মেতি ন বস্তুভেদঃ, তথাপি নির্ভাতগুণত্বানির্ভাতগুণত্বাভ্যাং তারতম্যম্ অবর্জ্জনীয়মিতি তদ্ভণিতিঃ সিধ্যত্যেব। পূর্ব্বত্র "চয়স্ত্বিযাম্" ইতি ন্যায়েন নানোপাসনভক্ত্যোর্দূরত্বান্তিকত্বে উপমে, ইহ তু তয়োর্বহিরিন্দ্রিয়ান্তরিন্দ্রিয়ে তে দর্শিতে ইতি বোধ্যম্ ॥২০৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

"জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ। দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দলক্ষণঃ ॥ (ভা ২।৩২।৩২) ইতি তত্রত্যপূর্ব্বপদ্যে জ্ঞানযোগেন ভক্তিযোগবদ্ভগবানেব প্রাপ্যত ইতি নির্ণীয় সম্যঙ্ নির্দ্ধারয়িতুমাহ শ্রীকপিলদেবঃ যথেতি। অত্র দীপিকা—নন্বু জ্ঞানযোগস্যাত্মলাভঃ ফলং শাস্ত্রেণাবগম্যতে ভক্তিযোগস্য তু ভজনীয়েশ্বরপ্রাপ্তিঃ, কুতস্তয়োরেকার্থত্বমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি যথা বহূনাং রূপরসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ ক্ষীরাদিরেক এবার্থো মার্গভেদপ্রবৃত্তৈরিন্দ্রিয়ৈর্নানাপ্রতীয়তে চক্ষুষা শুক্ল ইতি রসনেন মধুরঃ স্পর্শেন শীত ইত্যাদি তথা ভগবানেক এব তত্তদ্রূপেণাবগম্যত ইত্যেষা। অত্র শ্রীভগবানেবাঙ্গিত্বেন নিগদিতঃ অতঃ সর্ব্বাংশপ্রত্যায়কত্বাদ্ভক্তিযোগশ্চিত্তস্থানীয়ো জ্ঞেয়ঃ। এতৎপরিপাটীমাহ অত্র কারিকা ইতি ॥২০৬॥

সম্প্রতি প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার পূর্ব্বপক্ষের মতবাদকে অর্দ্ধশ্লোকে অঙ্গীকার করতঃ পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন--তুমি সত্যই বলিয়াছ, আমি যদি সত্যই বলিয়াছি তবে তারতম্য বলিতেছ কি নিমিত্ত? তদুত্তর—কিন্তু এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীভগবান শ্রীকপিলদেব যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর, বহুগুণাশ্রয় একটি মাত্রদ্রব্য ক্ষীরাদি যেমন পৃথক্ পৃথক্ নির্গমদ্বার বিশিষ্ট চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহদ্বারা নানারূপে পরিগৃহীত হয়, সেই প্রকার একই শ্রীভগবান্ সাধকের উপাসনা ভেদে নানাকারে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। এই শ্লোকের অর্থ স্বকৃতকারিকা দ্বারা অভিব্যক্ত করিতেছেন যথা—একই শ্রীভগবৎ স্বরূপে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ প্রভৃতি বহুস্বরূপ অন্তঃপাতিরূপে নিত্য বিদ্যমান্ থাকিলেও উপাসনার তারতম্যানুসারে অর্থাৎ জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিরূপ সাধনের পার্থক্যবশতঃ সেই সেই উপাসকে তদুপযোগি স্বরূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। যেমন রূপরসাদি বিবিধ গুণের আশ্রয়ভূত এক ক্ষীরাদিদ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় দ্বারা বহুবিধ আকারে প্রতীয়মান হয়, যেমন চক্ষুঃদ্বারা শুক্ল, জিহ্বা দ্বারা মধুর ইত্যাদি রূপে প্রতীত হয়। তদ্রূপ শ্রীভগবান্ এক হইয়াও উপাসকের সাধনাভেদে বহু প্রকারে প্রতীয়মান হন। সুতরাং যে উপাসক অনন্তগুণবিভূষিত শ্রীভগবানের সেই গুণ গ্রহণে অসমর্থ, সেই উপাসক সেই সগুণ শ্রীভগবানকে নির্গুণ বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে যেমন দুগ্ধাদির সুমধুর মাধুর্য্য একমাত্র রসনাই গ্রহণ করিতে সমর্থ, অপর ইন্দ্রিয় নহে, যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদি গুণের মধ্যে কেবল মাত্র নিজ নিজ বিষয়ই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, যেমন চক্ষু ইন্দ্রিয় দুগ্ধের শুক্লবর্ণকে গ্রহণ করিতে সমর্থ, কিন্তু দুগ্ধের মাধুর্য্যকে চক্ষু গ্রহণ করিতে অসমর্থ, সেই প্রকার জিহ্বা দুগ্ধের মধুরতা গ্রহণ করিতে সমর্থ, কিন্তু দুগ্ধের শুক্লবর্ণকে জিহ্বা গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু চিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য মাধুর্য্যাদি গুণসমন্বিত নিখিল বিষয়ই গ্রহণ করিতে সমর্থ। তদ্রূপ বহিরিন্দ্রিয় স্থানীয় অন্যান্য উপাসকবর্গ কেবল স্ব স্ব উপযোগী সেই সেই স্বরূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু অন্য কাহকেও নহে। সুতরাং ভক্তি চিত্ত স্থানীয়া, তিনি বিভিন্ন উপাসকের বিভিন্ন উপাসনার বিষয় অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি সমস্তই লাভ করিতে পরম সমর্থ। এইহেতু শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রধান প্রধান শাস্ত্রে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি গুণের আধিক্যবশতঃ তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। যদিও শ্রীকৃষ্ণ ও অনাবিষ্কৃত গুণাবলী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার তত্ত্বতঃ ভেদ না থাকিলেও, তথাপি অনাবিষ্কৃতগুণ এবং আবিষ্কৃত গুণের তারতম্যবশতঃ উভয় স্বরূপের তারতম্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্বে যে তারতম্য কথিত হইয়াছে, তাহা যথার্থই সুসিদ্ধ হইয়াছে। অতএব পূর্ব্ব কথিত "চয়স্ত্বিষাম্ এই ন্যায়ে নানাবিধ উপাসক, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের দূরত্ব নিবন্ধন এবং ভক্তিমার্গের উপাসক শ্রীকৃষ্ণের নৈকট্য নিবন্ধন, দূরত্ব ও নৈকট্য এই উপমা দেওয়া হইয়াছে। তদ্রূপ এইস্থলে নানাবিধ উপাসক বহিরিন্দ্রিয় স্থানীয় এবং ভক্তি মার্গের উপাসক চিত্তস্থানীয় অন্তর ইন্দ্রিয় সদৃশ দেখান হইল। অতএব স্বরূপ শক্তির অনন্তবৈচিত্র্যহেতু ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের উৎকর্ষ সাধিত হইল ॥২০৬॥

তথাচ শ্রীদশমে (ভা° ১০।১৪।৬—৭)—

"তথাপি ভূমন্! মহিমাগুণস্য তে বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ॥
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা॥
গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য॥
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈর্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥" ২০৭॥ ইতি।

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

যথেন্দ্রিয়ৈরিত্যাদিপদ্যোক্তং ভাবং স্পষ্টয়িতুং প্রমাণমাহ তথাপীতি দ্বাভ্যাম্। হে ভূমন্!—বিভো! যদ্যপ্যগুণঃ সগুণশ্চ ত্বমেব, তথাপি অগুণস্য—অনভিব্যক্তগুণস্য ব্রহ্মশব্দিতস্য তে মহিমা বিবোদ্ধুং—বোধগোচরীভবিতুম্ অর্হতি ; 'পচ্যতে ওদনঃ স্বয়মেব' ইতিবৎ কর্ম্মণঃ কর্ত্তৃত্বম্। কুতো নিমিত্তাৎ? ইত্যাহ অমলৈঃ—বিশুদ্ধৈঃ অন্তরাত্মভিঃ—চিত্তৈঃ স্বানুভবাৎ—স্বকর্ম্মকাৎ অনুভবাৎ। নন্বনুভবস্য চিত্তবৃত্তিত্বেন বিকারপ্রায়ত্বাৎ কথং নির্ব্বিকারস্য ব্রহ্মণস্তেন বিষয়ীকরণম্? তত্রাহ অবিক্রিয়াদিতি—নাস্তি বিকারো যত্র তাদৃশাৎ, ইত্যনুভবো বিশিষ্যতে, নির্ব্বিকারব্রহ্মোপরাগেণ লবণাকরনিপাতন্যায়েন নির্ব্বিকারাদিত্যর্থঃ। ননু চিত্তবৃত্তিঃ খলু রূপবদ্‌বস্তু বিষয়ীকরোতি ব্রহ্ম তু নীরূপমেব ততঃ কথং তদ্‌বিষয়ং কুর্য্যাদিতি চেৎ? তত্রাহ, অরূপত ইতি—রূপং তদ্বিষয়স্তদ্রহিতাৎ, ইতি নীরূপতয়ৈব তদ্‌গৃহ্যত ইত্যর্থঃ। চক্ষুর্যথা রূপিদ্রব্যং গৃহ্ণাতি, তথা নীরূপমপি রূপং গৃহ্ণাতি তদ্বদিত্যর্থঃ। তদ্বোধে বিধান্তরমাহ, অনন্যবোধ্য আত্মা স্বরূপং যস্য তত্তয়া স বিবোধ্য ; ন চান্যথা—নৈবান্যয়া বিধয়েতি। তৎপ্রবণায়াং চিত্তবৃত্তৌ তদ্‌ব্রহ্ম স্বয়মেব স্ফুরতীত্যর্থঃ। তথাচ নির্ব্বিকার-নীরূপ-বিজ্ঞানবস্তুতয়া তদ্বোধো ভবতীতি নহি প্রভামণ্ডলবোধো রবিবোধবৎ দুঃশক ইতি ভাবঃ॥ সগুণস্য তব বোধস্তু দুঃশক ইত্যাহ, গুণাত্মন ইতি। অপিস্ত্বর্থে। "অনন্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ" (বি° পু° ৬।৫।৮৪) ইতি শ্রীবৈষ্ণববচনাৎ স্বানুবন্ধিগুণবিশিষ্টস্য তু তে গুণান্—সার্ব্বজ্ঞ্য সার্ব্বৈশ্বর্য্য সৌহার্দ্দ-কারুণ্য-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-লাবণ্য-বিচিত্রানন্তবিভূতিত্বাদীন্ অসংখ্যাতান্, বিমাতুং—সংখ্যাতুং, কে ঈশিরে? ন কেঽপি ভবপাদ্মাদয়োঽপি তৎসংখ্যানে সমর্থা নেত্যর্থঃ। কীদৃশস্য? ইত্যাহ অস্য—বিশ্বস্য, হিতায়াবতীর্ণস্য। বেতি—বিতর্কে। যৈঃ সুকল্পৈঃ—পরমসমর্থৈঃ, ভূপাংশবঃ কালেন মহতা, বিমিতাঃ—সংখ্যাতাঃ, খে মিহিকাঃ—হিমকণাঃ দিবি ভাসঃ—সূর্য্যাদিকিরণপরমাণবশ্চ, বিমিতাঃ, তেঽপি নেশিরে ইত্যন্বয় ॥২০৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অত্র দীপিকা—এবং তাবৎ সগুণনির্গুণয়োরুভয়োরপি জ্ঞানং দুর্ঘটমিতি ত্বৎকথাশ্রবণাদিনৈব তৎপ্রাপ্তির্নান্যথেত্যুক্তং, ইদানীং যদ্যপ্যুভয়োরবিশেষেণ দুর্জ্ঞেয়ত্বমুক্তং তথাপি গুণাতীতস্য জ্ঞানং কথঞ্চিদ্ভবেৎ নতু সগুণস্য তব অচিন্ত্যানন্তগুণত্বাদিতি শ্লোকদ্বয়েন স্তৌতি তথাপীতি। হে ভূমন্ অপরিচ্ছিন্নগুণস্য তে মহিমা অমলান্তরাত্মভিঃ প্রত্যাহৃতৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিবোদ্ধুং বোধগোচরী ভবিতুং অর্হতি যোগ্যা ভবতি।

অথবা বিবোদ্ধুং জ্ঞাতুমর্হতি অর্হতে শক্যত ইত্যর্থঃ। যদ্বা মহিমেতি মহিমানং কশ্চিদ্বোদ্ধুমর্হতীত্যর্থঃ। কথং স্বানুভবাৎ আত্মাকারান্তঃকরণসাক্ষাৎকারাৎ। নন্বন্তঃকরণমপি সবিকারমেব বিষয়ীকরোতীতি কথমাত্মাকারতা তস্যেত্যত আহ অবিক্রিয়াদিতি। বিক্রিয়া বিশেষাকারস্তদ্রহিতাৎ বিশেষপরিত্যাগ এবাত্মাকারতেত্যর্থঃ। নন্বন্তঃকরণসাক্ষাৎকারবিষয়ত্বে অনাত্মত্বপ্রসঙ্গঃ স্যাদত আহ অরূপত ইতি। রূপং বিষয়ঃ অবিষয়াৎ বৃত্তিবিষয়ত্বমেবাত্মনো ন ফলবিষয়ত্বং অতো নায়ং দোষ ইতি ভাবঃ। কথং তর্হি স্ফূর্ত্তিঃ অনন্যবোধ্যাত্মতয়া—স্বপ্রকাশকত্বেনৈব নত্বন্যথা ইদং তদিতি বিষয়ত্বেনেত্যর্থঃ। অথবা মা সর্ব্বতোঽন্তরঙ্গা লক্ষ্মীরপি অগুণস্য তে মহি মহিমানং অমলৈরন্তবৃত্তিভিরিন্দ্রিয়ৈরপি তথা যদ্গুণস্ততঃ তেন রূপেণ বিবোদ্ধুং কিমর্হতি নার্হতোবেত্যর্থঃ। কথং তর্হ্যর্হতি তদাহ স্বানুভবাদিত্যাদিনা। উক্তার্থমেবৈতৎ॥ গুণাত্মনঃ গুণানামাত্মনঃ গুণাধিষ্ঠাতুঃ তে তব পুনর্গুণান্ বিমাতুং এতাবন্ত ইতি গণয়িতুমপি কে ঈশিরে সমর্থা বভূবুঃ দূরতস্তদ্বিশেষবার্ত্তা। কথম্ভূতস্য তব অস্য বিশ্বস্য হিতায় পালনায় বহুধা গুণাবিষ্কারেণাবতীর্ণস্য। ননু কালেন নিপুণৈঃ কিমশক্যমত আহ কালেনেতি। বাশব্দো বিতর্কে। সুকল্পৈরতিনিপুণৈঃ বহুজন্মনা কালেন ভূপরমাণবো বিমিতাঃ বিশেষেণ গণিতা ভবেয়ুঃ। তথা খে মিহিকা হিমকণা অপি। তথা দ্যুভাসঃ দিবি নক্ষত্রাদিকিরণপরমাণবোঽপীত্যেষা প্রকৃতগ্রন্থসঙ্গত্যৈ বিলিখিতা। তোষণীব্যাখ্যা সাত্বতমতসম্মতা প্রস্তুতমতবিঘটিকা অতোঽত্র ন লিখিতা ॥২০৭॥

"যথেন্দ্রিয়ৈঃ" ইত্যাদি কথিত পদ্যের ভাবকে স্পষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের শ্লোক প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—হে বিভো! যদিও অগুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ভগবান্ এই দুই স্বরূপ তুমিই এবং ব্রহ্ম ও ভগবান্ এই দুই স্বরূপেই তোমার দুঃজ্ঞেয়তা সমানই, তথাপি স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অনন্ত তোমার অগুণের অর্থাৎ অনাবিষ্কৃত স্বরূপ গুণ শব্দ ব্রহ্মের মহিমা কোন ব্যক্তি অমল অন্তঃকরণে কথঞ্চিৎ প্রকারে জ্ঞান গোচর করিতে যোগ্য হইয়া থাকেন। যেমন কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগে অন্ন স্বয়ং পাক হইয়া যাইতেছে, এই প্রকার বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে স্বকর্ম্মজন্য অনুভবহেতু কথঞ্চিৎ জ্ঞান গোচর হইয়া থাকে। কিন্তু সগুণ ব্রহ্মস্বরূপ আপনার মহিমা অচিন্ত্য অনন্ত বলিয়া তাহা কেহই অনুভব করিতে পারে না। যদি বল অনুভব চিত্তের বৃত্তিমাত্র এবং তাহা বিকারিবস্তু, সুতরাং বিকারি চিত্তবৃত্তি দ্বারা নির্ব্বিকার ব্রহ্ম বস্তুর কি প্রকারে অনুভব হইতে পারে? অর্থাৎ অন্তঃকরণ সূক্ষ্মদেহ বিকারময় হইয়া নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে অনুভব করিতে কি প্রকারে সমর্থ হয়? তদুত্তর—বিশেষ আকার রহিত হেতু অর্থাৎ অন্তঃকরণের বিবিধ আকার শূন্য হইলে তখন নির্ব্বিকার ব্রহ্ম সম্বন্ধে লবণাকর নিপাতন্যায়ে নির্ব্বিকার হইলে সেই নির্ব্বিকার অন্তঃকরণে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। আর যদি বল চিত্তবৃত্তি রূপবান্ বস্তুকে অনুভবের বিষয় করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মের তো রূপনাই, সুতরাং রূপরহিত হওয়ায় চিত্তবৃত্তি কি প্রকারে সেই ব্রহ্মকে অনুভবের বিষয় করিবে? তদুত্তরে বলিতেছেন অরূপহেতু অর্থাৎ ব্রহ্মরূপাদি বিষয়াকার রহিত হওয়ায় তাহা নির্ব্বিষয় চিত্তের বিষয় হইয়া থাকেন। চক্ষুঃ যেমন রূপবান বস্তুকে গ্রহণ করিতে পারে, তদ্রূপ রূপরহিত

ননু প্রাকৃতরূপত্বান্মৃগতৃষ্ণোপমাজুষাম্। গুণানাং গণনা ন স্যাদিতি কাত্র বিচিত্রতা ॥
নৈবং গুণানামেতস্য প্রাকৃতত্বং ন বিদ্যতে। তেষাং স্বরূপভূতত্বাৎ সুখরূপত্বমেব হি ॥

তথাচ ব্রহ্মতর্কে—

"গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ। ন বিষ্ণোর্ন চ মুক্তানাং ক্বাপি ভিন্নো গুণো মতঃ ॥"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (বি পু ১।৯।৪৩)

"সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমান্ আদ্যঃ প্রসীদতু ॥"

তথাচ তত্রৈব (বি পু ৬।৫।৭৯)

'জ্ঞান-শক্তি বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্য-তেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈগুর্ণাদিভিঃ ॥

পাদ্মে চ (পং পুং উং খ।২৫৫।৩৯—৪০)

"যোঽসৌ নিগুর্ণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ। প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে ॥"

শ্রীপ্রথমে। (ভা ১।১৬।৩০)

"ইমে চান্যে চ ভগবন্! নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ। প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ ॥ ইতি

অতঃ কৃষ্ণোঽপ্রাকৃতানাং গুণানাং নিযুতাযুতৈঃ।
বিশিষ্টোঽয়ং মহাশক্তিঃ পূর্ণানন্দঘনাকৃতিঃ ॥২০৮॥

দ্রব্যকেও গ্রহণ করিতে পারে পরন্তু বিষয়াকার চিদাভাসযুক্ত বিষয়ত্ব ব্রহ্মে হইতে পারে না। অতএব সেই প্রকার ব্রহ্মাকার অনুভব ব্রহ্মকেই বিষয় করিয়া থাকে, কিন্তু রূপরসাদি অনুভব করিতে পারে না। আচ্ছা তাহাহইলে সেই ব্রহ্মের প্রকাশ হইয়া থাকেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অন্য কাহারও দ্বারা প্রকাশ না হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ ব্রহ্মাকারে আকারিত সেই ব্রহ্মাসক্ত চিত্তবৃত্তিতে সেই ব্রহ্ম স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারেই এইরূপ বা ঈদৃশবিষয়ত্বরূপে প্রকাশিত হন না। তবে নির্ব্বিকার রূপরহিত বিজ্ঞানবস্তুরূপে তাঁহার বোধগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু প্রভামণ্ডল অথবা সূর্য্যমণ্ডল বোধের ন্যায় দুঃসাধ্য নহে। অতএব অনন্যবোধ্যরূপে অগুণ ব্রহ্মের মহিমা বরং বোধগোচর হইতে পারে, কিন্তু তোমার সগুণ স্বরূপের বোধ অতীব দুর্বোধ্য এই শ্লোকে তাহাই দেখাইতেছেন—তিনি অনন্ত কল্যাণ গুণ স্বরূপ, ইহা বিষ্ণুপুরাণ হইতে অবগত হওয়া যায়, অতএব যদি কোন সুনিপুণ ব্যক্তি বহুজন্মে পৃথিবীর পরমাণু, আকাশের হিমকণা ও সূর্য্যাদির কিরণ পরমাণু সমূহ গণনা করিতে সমর্থ হইতেও পারে, তথাপি গুণাত্মা অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধি গুণবিশিষ্ট যে তুমি এই বিশ্বের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ তোমার সার্ব্বজ্ঞ্য, সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, লাবণ্য ও বিচিত্র অনন্ত বিভূতিত্ব প্রভৃতি অসংখ্য গুণরাজির কেহই গণনা করিতে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ কিছুতেই গণনা করিতে পারে না। অন্যের কথা আর কি বলিব, শিব, বিরিঞ্চি ও অনন্তদেবও গণনা করিতে সমর্থ হয়েন না ॥২০৭॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নির্গুণব্রহ্মবাদী প্রত্যবতিষ্ঠতে নম্বিতি—মৃগতৃষ্ণেতি—নভোনৈল্যবৎ আরোপিতত্বাৎ মৃষাভূতানামিত্যর্থঃ॥ পরিহরতি মৈবমিতি। প্রাকৃতং খলু আরোপ্যতে নতু স্বরূপানুবন্ধি; অবিষয়ে তদসম্ভবাচ্চেত্যর্থঃ॥ গুণানাং স্বরূপানুবন্ধিত্বে প্রমাণং গুণৈরিতি॥ ব্রহ্মণি প্রাকৃতগুণাভাবে প্রমাণং—সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীতি। শুদ্ধত্বমত্র স্বরূপানুবন্ধী গুণো বোদ্ধব্যঃ॥ তত্রৈব—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ভগবচ্ছব্দার্থকথনে জ্ঞানশক্তীতি বাক্যম্। বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিরিতি—পাপ জরাদয়ঃ প্রাকৃতা গুণা নিষিধ্যন্তে। নম্বেবং নিরাকর্ত্তব্যো নির্গুণবাদপ্রসঙ্গঃ? মৈবং গুণিত্বেন স্ফুরণাৎ॥ উপোদ্বলকং বাক্যদ্বয়মাহ, যোঽসাবিত্যাদি॥ নিত্যা যত্রেতি—গুণানামপ্রাকৃতত্বং তেন স্বানুবন্ধিত্বঞ্চেতি॥ নিগময়তি অতঃ কৃষ্ণ—ইতি। পূর্ণেতি—সান্দ্রানন্দবিগ্রহ ইত্যর্থঃ॥২০৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

মৃগতৃষ্ণোপমাজুষাং মৃগতৃষ্ণাসাদৃশ্যভাজাম্॥ সিদ্ধান্তমাহ মৈবমিতি। স্বরূপভূতত্বাৎ তৎস্বরূপরূপত্বাৎ॥ বিষ্ণোর্গুণো বিষ্ণুনা ন ভিন্নো মুক্তানান্তু গুণো মুক্তৈর্ন ভিন্নো মতঃ তত্তৎস্বরূপত এব তত্তদ্‌গুণা ইত্যর্থঃ। পদিন্যায়েন সম্বন্ধিপদাক্ষেপাৎ স্থানদ্বয়ে নঞস্তাদৃশতাৎপর্য্যকত্বাচ্চ। তদেবং পূর্ব্বং তদৈশ্বর্য্যাদীনাং গুণানাং স্বরূপভূতত্বং সাধিতম্; তচ্চ তেষাং স্বরূপান্তরঙ্গধর্ম্মত্বাদ্‌ যুক্তম্। যথা জ্যোতিরন্তরঙ্গধর্ম্মাণাং তদীয়শুক্লাদিগুণানাং জ্যোতির্ভূতত্বমেব ন তম আদিরূপত্বং তদ্বৎ॥ স ঈশঃ॥ জ্ঞানং—সর্ব্বজ্ঞত্বম্। শক্তিঃ ইন্দ্রিয়াণাং পাটবতা। বলং—শরীরস্য পাটবতা। ঐশ্বর্য্যং—সর্ব্ববশীকারিত্বম্। বীর্য্যং—মণিমন্ত্রাদেরিব প্রভাবঃ। তেজঃ—কান্তিঃ। অশেষতঃ—সামস্ত্যেনেত্যর্থঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি ভগবতো বিশেষণান্যেবৈতানি নতূপলক্ষণানীত্যর্থঃ॥ যোঽসৌ জগদীশ্বরঃ শাস্ত্রেষু নির্গুণ উক্তঃ, ইতি এতৎ উদিতং প্রাকৃতৈর্গুণৈর্হীনত্বং রহিতত্বমুচ্যত ইত্যন্বয়ঃ। যদ্বা যো জগদীশ্বরো ভবতি অসৌ স শ্রুত্যাদিষু নির্গুণ উক্ত ইত্যন্বয়ঃ। নন্নু কিন্তাবন্নির্গুণত্বমিত্যপেক্ষায়ামাহ প্রাকৃতৈরিতি। গুণৈর্হীনঃ স উচ্যতে" ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ॥ ইমেচেত্যত্র টীকা—এতে একোনচত্বারিংশৎ অন্যে চ ব্রহ্মণ্যত্ব-শরণ্যত্বাদয়ো মহান্তো গুণা যস্মিন্। নিত্যাঃ সহজা ন বিয়ন্তি ন ক্ষীয়ন্তে স্মেত্যেষা। ইমে পূর্ব্বোক্তাঃ সত্যাদয়োঽনহঙ্কৃত্যন্তা একচত্বারিংশদ্‌গুণা ইত্যর্থঃ॥ অত এভ্যঃ প্রমাণেভ্যঃ॥২০৮॥

শ্রীভগবদ্ গুণ অপ্রাকৃত।

নির্গুণব্রহ্মবাদী পূর্ব্ব পক্ষ করতঃ বলেন, গুণমাত্রই যখন প্রকৃতির কার্য্য, সুতরাং উহা মরীচিকা অর্থাৎ আকাশের নীলিমার ন্যায়মিথ্যাভূত, তখন তাঁহার গণনা করা যায় না ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? পূর্ব্বপক্ষের এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বলিতেছেন—তুমি একথা বলিতে পার না কারণ শ্রীভগবানের এই গুণরাজি প্রাকৃতিক নহে, প্রাকৃত বস্তুতে আরোপ হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীভগবৎ স্বরূপভূত বস্তুতে আরোপ হয় না, যেহেতু গুণাতীত বস্তুতে প্রাকৃতগুণের সংসর্গ কখনই হইতে পারে

ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকং বস্তু নির্ব্বিশেষমমূর্ত্তিকম্ । ইতি সূর্য্যোপমস্যাস্য কথ্যতে তৎ প্রভোপমম্ ॥২০৯॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ননু ব্রহ্মস্বরূপং জ্ঞানমাত্রং পঠ্যতে, যৎ খলু বিপ্রপুত্রানয়নপ্রসঙ্গে হরিবংশে পার্থেন প্রকাশময়মনুভূতমুক্তমিতি চেৎ ? তত্রাহ ব্রহ্মেতি। নির্ধর্ম্মকং—রূপরসাদিগুনরহিতম্, নির্ব্বিশেষং—যতো বিশেষৈর্ভূম্যাদিভিরস্পৃষ্টম্, অতঃ অমূর্ত্তিকং—মূর্ত্তত্বশূন্যমিতার্থঃ। ঈদৃশং যৎ ব্রহ্ম তৎ খলু সূর্য্যোপমস্য "চয়স্ত্বিষাম্" ইতি ন্যায়েন প্রভোপমং কথ্যতে। সূর্য্যো যথা তেজোরাশিঃ সর্ব্বৈঃ প্রতীয়তে, দত্তদৃষ্টৈস্তদুপাসকৈস্তু দিব্যরথারূঢ়ো দেবাকারঃ, তথা জ্ঞানপ্রধানৈশ্চৈতন্যরাশিঃ পরমাত্মা প্রতীয়তে, ভক্তি-প্রধানৈস্তু পুরুষাকারস্তদ্রাশিঃ ; ইতি নাস্তি বস্তুন্যত্বং যদ্যপি, তথাপি নিরাকারচৈতন্যরাশেরাকারবত্তদ্রাশৌ মাধুর্য্যাদিগুণযোগাৎ অতিশয়োঽস্তি, ইতি ব্রহ্মপ্রকাশাৎ কৃষ্ণপ্রকাশস্য শ্রৈষ্ঠ্যমিতি ॥২০৯॥

না। অতএব সর্ব্বতোভাবে প্রাকৃত বস্তুর অবিষয় বলিয়া তাঁহাতে অরোপ সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং তাঁহার সমস্ত গুন স্বরূপভূত বলিয়া সেই সকল গুণ নিশ্চয়ই সুখস্বরূপ। তাঁহার গুণাবলী যে স্বরূপানুবন্ধী, তাহা ব্রহ্মতর্ক নামক শাস্ত্রদ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন – ভগবান্ শ্রীহরি স্বস্বরূপভূত অপ্রাকৃত গুণসমূহে গুণবান্, সুতরাং শ্রীবিষ্ণু ও মুক্তজীবের গুন কোন কালেও স্বস্বরূপ হইতে ভিন্ন নহেন। পরন্তু উহা তাঁহাদের স্বস্বরূপানুবন্ধী। শ্রীভগবানে যে প্রাকৃতগুণের অভাব, তাহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বাক্যে প্রমাণিত করিতেছেন যথা—যে শ্রীপরমেশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণ সকল কদাপি বিদ্যমান নাই, সেই আদি পুরুষ, সমুদায় শুদ্ধসত্ত্ব হইতেও পরম শুদ্ধ,স্বরূপানুবন্ধি অপ্রাকৃত গুণনিধান সেই শ্রীবাসুদেব প্রসন্ন হউন। সেই শ্রীবিষ্ণুপুরাণে আবার অন্যত্র বলিয়াছেন যথা—শ্রীভগবৎ শব্দের অর্থ প্রকাশে বলিতেছেন—হেয় অর্থাৎ পাপসমূহ, জরাদি ও প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণব্যতীত ভগবৎ বিশেষণভূত সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান, ইন্দ্রিয় পাটবতা শক্তি, শরীর পাটবতাবল, সর্ব্ববশীকারিত্ব ঐশ্বর্য্য মণিমন্ত্রাদিরন্যায় অচিন্ত্য প্রভাব বীর্য্য এবং তেজঃ ইহারা সকলেই ভগবৎ শব্দের বিশেষণ জানিতে হইবে। যদি বল এই প্রকারে শ্রীভগবানে গুণসমূহের নিরাকরণ করা হয়, তাহাহইলে পুনরায় সেই নির্গুণবাদেরই প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে? তদুত্তরে বলিতেছেন—অনন্ত কল্যাণ গুণনিধান শ্রীভগবানে স্বরূপানুবন্ধিগুণের অভিব্যক্তি স্বাভাবিক, সুতরাং তিনি নির্গুণ একথা বলিতে পার না, ইহার পরিপোষকে শ্লোকদ্বয় উল্লেখ করিয়াছেন যথা—শ্রীভগবান শাস্ত্রে যে নির্গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, সেই নির্গুণের অর্থ তাঁহাতে হেয় প্রাকৃত গুণের অভাবই বলা হইয়াছে। অপর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে যথা হে ভগবন্! ধর্ম্ম! মহত্ত্ব অভিলাষি ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থনীয় এই সকল সত্যাদি অনহঙ্কৃতি পর্য্যন্ত একোনচত্বারিংশ গুণসমূহ কীর্ত্তন করিলাম, সেই গুণ পরম্পরা এবং অন্যান্য ব্রহ্মণ্য শরণ্যাদি মহাগুণরাশি যেই শ্রীকৃষ্ণে নিত্যরূপে বিরাজমান বলিয়া সেই সকল গুণাবলী কখনই শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিযুক্ত হয় না। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য অপ্রাকৃত স্বরূপানুবন্ধি গুণবিভূষিত অপরিমিত শক্তি বিশিষ্ট এবং সান্দ্রানন্দ বিগ্রহ ॥২০৮॥

তথা চ শ্রীগীতাসু (গী° ১৪।২৬—২৭)—

"যো মামব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥" ২১০॥ ইতি।

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

চিত্তস্থানীয়য়া ভক্ত্যা ব্রহ্মপ্রকাশস্যাপি গ্রহণমিতি "যথেন্দ্রিয়ৈঃ" (ভা° ৩।৩২।৩৩) ইত্যনেনোক্তং শ্রীগীতাবাক্যেন দর্শয়তি, যো মামিতি। অব্যভিচারেণ—ঐকান্তিকেন; ব্রহ্মভূয়ায়—ব্রহ্মত্বায়, নিরাকারচৈতন্যরাশির্যো মে ব্রহ্মপ্রকাশস্তদ্ভাবায় যোগ্যো ভবতীতি যদ্যপ্যাপাতাৎ প্রতীয়তে তথাপি তৎসদৃশত্বায় ইত্যেবার্থঃ, "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (মু° উ° ৩।১।৩) ইতি শ্রুতেঃ। তদ্ভাবস্তু ন, "পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীষ্যতে। মিথ্যৈতদন্যদ্রব্যং হি নৈত্যন্যদ্রব্যতাং যতঃ॥" (বি° পু° ২।১৪।২৭) ইতি শ্রীবৈষ্ণবে তস্য মিথ্যাত্বোক্তেঃ, ন খলু অণুদ্রব্যং বিভু ভবেৎ॥ ননু বসুদেবসুতস্য তব ভক্ত্যা কথং তাদৃশস্য তস্য প্রাপ্তিঃ? তত্রাহ ব্রহ্মণো হীতি। ব্রহ্মণঃ—নিরাকারস্য চৈতন্যরাশেঃ অহং

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তদ্‌ব্রহ্ম অস্য সূর্য্যোপমস্য প্রভোপমং কথ্যতে ইত্যন্বয়ঃ॥২০৯॥

শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট ও সূর্য্যতুল্য, আর ব্রহ্ম-নির্ধর্ম্মক ও কৃষ্ণসূর্য্যের প্রভাতুল্য।

যদি বল ব্রহ্মস্বরূপকে কেবল জ্ঞানমাত্র পাঠ করা হয়, কিন্তু হরিবংশে বিপ্রপুত্র আনয়ন প্রসঙ্গে পার্থ অর্জ্জুন বলিয়াছেন সেই প্রকাশময় ব্রহ্মস্বরূপকে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? তদুত্তর—রূপরসাদি গুণরহিত নির্গুণ ভূম্যাদি স্পৃষ্ট রহিত নির্ব্বিশেষ, মূর্ত্তিরহিত নিরাকার এইপ্রকার যে ব্রহ্মস্বরূপ তাহা পূর্ব্বোক্ত "চয়স্ত্বিষাম্" ন্যায়ে সূর্য্যস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস্থানীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। মর্ম্মার্থ এই যে সাধারণ জনগণ যেমন দূর হইতে সূর্য্যের অবয়বাদি দেখিতে না পাইয়া কেবল মাত্র সূর্য্যের তেজোরাশিকে দেখিয়া থাকে, কিন্তু দত্তদৃষ্টি সূর্য্য উপাসকবৃন্দ সূর্য্যের নিকটতম স্থান হইতে দিব্যরথে আরোহরণকারি সূর্য্যের দেবস্বরূপকে দর্শন করিয়া থাকেন, সেই প্রকার যোগীগণ জ্ঞান সাধনের দ্বারা কেবল চৈতন্যরাশি পরমাত্মার অনুভব করিয়া থাকেন এবং ভগবদ্ভক্তগণ কেবল ভক্তির সাধনে সাকারবিশিষ্ট শ্রীভগবানের দর্শন বা সেবালাভ করিয়া থাকেন। এস্থলে যোগি প্রভৃতি তাঁহারা সূর্য্যের সাধারণ দর্শক স্বরূপ বলিয়া শ্রীভগবানের বহুদূরে অবস্থান করেন এইহেতু তাঁহারা কেবল তেজোরাশিদর্শন করিয়া থাকেন। আর ভগবদুপাসক ভগবদ্ ভক্তগণ সূর্য্যোপাসক সদৃশ শ্রীভগবানের নিকটতম স্থানে অবস্থান করেন, এইহেতু তাঁহারা শ্রীভগবানের দর্শন ও সেবা লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং তত্ত্ববস্তুতে কোন ভেদ নাই একই জানিতে হইবে। তথাপি নিরাকার চৈতন্যরাশি অপেক্ষা সাকার বিশিষ্ট শ্রীভগবৎ স্বরূপে স্বরূপানুবন্ধি মাধুর্য্যাদি গুণের অভিব্যক্তি থাকায় সর্ব্বাতিশয় শ্রেষ্ঠ। অতএব চৈতন্যরাশি ব্রহ্ম প্রকাশ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশের শ্রেষ্ঠত্ব ইহাই কথিত হইল।

প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠীয়তে অস্যাম্ ইতি ব্যুৎপত্তেঃ পরমাশ্রয় ইত্যর্থঃ। অব্যয়স্যামৃতস্য—নিত্যমুক্তেঃ তথা শাশ্বতস্য নিত্যস্য, ধর্ম্মস্য শ্রবণাদিভক্তিযোগস্য, তথা ঐকান্তিকস্য সুখস্য—প্রেমলক্ষণস্য চ অহং প্রতিষ্ঠা, ইতি মদ্ভক্ত্যা ব্রহ্মণস্তাদৃশস্য প্রাপ্তিন চিত্রেতি ॥২১০॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

যো মামিতি। অব্যভিচারেণ—জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রিতেন। ভক্তিযোগেন প্রেম্না, যো মাং সেবতে সতে স এতান্ সমতীত্য সম্যগুল্লঙ্ঘ্য ব্রহ্মভূয়ায় নরাকৃতিপরব্রহ্মত্বং প্রাপ্তুং কল্পতে যোগ্যো ভবতি "তুঙ্গর্ভাং কর্ম্মণ" ইতি চতুর্থী, সংশয়চ্ছেদনীকৃতস্তু ব্রহ্মভূয়ায়—হিরণ্যগর্ভত্বায়েত্যাহুস্তচ্চিন্ত্যম্; গুণমার্গো-পাসকানামর্চ্চিরাদিমার্গেণ তৎপ্রাপ্তে বেদান্তাদিসিদ্ধেঃ॥ নন্ব তদ্ভক্ত্যা কথমেতান্ তরতীত্যাহ ব্রহ্মণো-হীতি। বিস্তৃতমেতৎ শ্রীভগবৎসন্দর্ভে। হি যস্মাৎ ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি পরমপ্রতিষ্ঠাত্বেন শ্রুতৌ যৎ প্রসিদ্ধং তচ্চ তস্যামেব শ্রুতাবানন্দময়াঙ্গত্বেন দর্শিতং তস্য পুচ্ছত্বরূপিতব্রহ্মণঃ "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" ইতি সূত্রকারসম্মতপরব্রহ্মভাবঃ আনন্দময়াখ্যঃ প্রচুরপ্রকাশো রবিরিতিবৎ প্রচুরশ্চানন্দরূপঃ শ্রীভগবানহং প্রতিষ্ঠা। যদ্যপি ব্রহ্মণো মম চ ন ভিন্নবস্তুত্বং, তথাপি শ্রীভগবদ্রূপেণৈবোদিতে ময়ি প্রতিষ্ঠাত্বস্য পরা-কাষ্ঠেত্যর্থঃ। স্বরূপশক্তিপ্রকাশেনৈব স্বরূপপ্রকাশস্যাপ্যাধিক্যাহর্ত্বাৎ; নির্ব্বিশেষব্রহ্মপ্রকাশস্যাপ্যুপরি শ্রীভগবৎপ্রকাশ-শ্রবণাৎ। অত একস্যাপি বস্তুনস্তথা তথা প্রকাশভেদো রজনীখণ্ডিনো জ্যোতিষো মার্ত্তণ্ড-মণ্ডলস্তদগভস্তিভেদবদুৎপ্রেক্ষ্যঃ। অতো ব্রহ্মপ্রকাশস্যাপি মদধীনত্বাৎ কৈবল্যকামনয়া কৃতেন মদ্ভজনেন ব্রহ্মণি লীয়মানো ব্রহ্মধর্ম্মমপি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণমপি সংপ্রবদতে—"শুভাশ্রয়ঃ সচিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মন ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ তত্রাপি শ্রীস্বামিভিঃ—সর্ব্বগস্যাত্মনঃ পরব্রহ্মণোঽপ্যাশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা। তদুক্তং শ্রীভগবতা ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতীতি। অত্র চ তৈর্ব্যাখ্যাতং ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহম্; যথা ঘনীভূতপ্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ। ইতি। অত্র ত্বিপ্রত্যয়স্তু তত্তদুপাসকহৃদি তৎপ্রকাশস্যাভূতত্বং ব্রহ্মণ উপচর্য্যত ইতীত্থমেব অত্রৈব প্রতিষ্ঠা প্রতিমেতি টীকা মৎসরকল্পিতা; নহি নিরাকারস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিমা সম্ভবতি। ন চ তৎপ্রকাশস্যপ্রতিমা সূর্য্যঃ। নচামৃতস্যাব্যয়স্যেত্যাদ্যনন্তর-পাদত্রয়োক্তানাং মোক্ষাদীনাং প্রতিমাত্বং ঘটতে, ন বা শ্রুতিশৈলীবিষ্ণুপুরাণয়োঃ সম্বাদিতাস্তি, তস্মান্ন সাদরণীয়া। যদি বাদরনীয়া তদা তচ্ছব্দেনাপ্যাশ্রয় এব বাচনীয় ইতি শ্রীমজ্জীবগোস্বামিচরণৈঃ। শ্রুতি-শৈলী তু "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" ইত্যাদাবন্তরঙ্গান্তরঙ্গৈকৈকাত্ম কথনান্তে ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা পৃথিবী-পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মপুচ্ছ প্রতিষ্ঠেত্যেষা। "অক্ষরাৎ পরতঃ পর" ইত্যেষা চ। বিষ্ণুপুরাণং—তাবৎ "সব্রহ্মপারঃ পরপারভূত ইত্যেতৎ "শুভাশ্রয়ঃ সচিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মন ইত্যেতচ্চ ॥২১০॥

চিত্তস্থানীয়া যে বিশুদ্ধা ভক্তি, সেই ভক্তিদ্বারা ব্রহ্ম প্রকাশও গ্রহণ হইয়া থাকে। যেমন পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা একটি দ্রব্যকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করা যায়, তদ্রূপ শাস্ত্রীয় বচনানুসারে শ্রীভগবানকেও

অত্র কারিকাঃ ।—

স ব্রহ্মভাবমাসাদ্য লীলাবিগ্রহমাশ্রয়ন্ । মামানন্দঘনং প্রেম্ণা ভজেদিত্যয়মাশয়ঃ ॥
ভক্তেরব্যভিচারায়াঃ প্রেমসেবৈব যৎ ফলম্ । কেবলং ব্রহ্মভাবস্তু বিদ্বেষেণাপি লভ্যতে ॥
ননু তে যাদবস্যাস্য ভজনাদ্‌ব্রহ্মতা কথম্ । ইত্যাহ ব্রহ্মণো হীতি হি যতোহহং পুরস্তব ॥
স্থিতোহয়ং বিবিধানন্দপূর্ণচিদ্‌ঘনবিগ্রহঃ । ব্রহ্মণশ্চিৎস্বরূপস্য প্রতিষ্ঠা পরমাশ্রয়ঃ ॥
রবিস্তেজোঘনাকারঃ করৌঘস্য যথা ভবেৎ । অব্যয়েনামৃতেনেহ নিত্যমুক্তিরুদীর্য্যতে ॥
শাশ্বতেন তু ধর্ম্মেণ ভগবদ্ধর্ম্ম উচ্যতে ।
ঐকান্তিকসুখেনাত্র প্রেমভক্তিরসোৎসবঃ ।
যেন মোক্ষসুখস্যাপি তিরস্কারো বিধীয়তে ॥২১১॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

পদ্যদ্বয়মেতৎ কারিকাভির্ব্যাচষ্টে স ব্রহ্মেত্যাদিনা। সঃ—কৃতাব্যভিচারিভক্তির্বিদ্বান্, ব্রহ্মণি—ভগবদঙ্গত্বিট্‌চয়রূপে, ভাবং—লয়ম্, আসাদ্য প্রাগনুষ্ঠিত-ভক্তিসামর্থ্যাৎ তত্রৈব আস্থিতং লীলাবিগ্রহমাশ্রয়ন্, মাং—ব্রহ্মণস্তস্য প্রতিষ্ঠাভূতং ভজেদিত্যর্থঃ॥ ননু চিৎপরমাণোর্জীবস্য চিদ্রাশৌ তস্মিন্ ব্রহ্মণি

গ্রহণ করা যায় ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌গীতা বাক্যদ্বারা তাহা প্রমাণিত করিতেছেন যথা—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের প্রতি বলিলেন হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অমিশ্রিত শুদ্ধা প্রেমভক্তিদ্বারা আমাকে ভজনা করেন, তিনি সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মসাদৃশ্য প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ আমার নিরাকার চৈতন্যরাশির যে ব্রহ্মপ্রকাশ তাহার ভাব প্রাপ্তিতে যোগ্য হন। যদিও আপাততঃ এই প্রকার অর্থ প্রতীতি হয়, তথাপি কিন্তু সেই ব্যক্তি ব্রহ্মসদৃশ হইয়া যান, এই প্রকার অর্থ তাৎপর্য্যে লব্ধ হওয়া যায়। তখন তিনি পরম নির্ম্মল হইয়া পরম সমতা লাভ করেন, শ্রুতিতে এইরূপ কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার ভাব প্রাপ্ত হন, এইরূপ অর্থ নহে। পরম সমতা লাভ করেন। সাধনদ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ স্বরূপ যোগকেই পরমার্থ বলা হয়, একথা যদি বল, তাহাও নয়, কারণ পূর্ব্ববাক্যটি মিথ্যাভূত, অন্যবস্তু অপর বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া এক হয়, না। এইহেতু জীবত্মা যদি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হয়, তবে উভয়ের একতা অসম্ভব, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এইরূপ কথিত হইয়াছে। অতএব বিষ্ণুপুরাণে জীবাত্মার মিথ্যাত্ব কথিত হওয়ায়, অণুদ্রব্য কখনও বিভু হয় না। যদি বল তুমি যে বসুদেব নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমার সারথ্য করিতেছ, তোমার প্রতি ভক্তি করিয়া সেই ভক্তিদ্বারা অনাদি সংসারাবদ্ধ জীবের গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ হইবে? তদুত্তর হে পার্থ! নিরাকার চৈতন্যরাশির আমিই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরম আশ্রয়, অর্থাৎ ঘনীভূত ব্রহ্মই আমি এবং নিত্যমুক্তি, শাশ্বতধর্ম্ম শ্রবণাদি ভক্তি যোগের ও ঐকান্তিকসুখ প্রেমলক্ষণা ভক্তিলাভ এই সকলের আমি পরম আশ্রয়স্বরূপ। অতএব আমার ভক্তিদ্বারা তাদৃশ নিরাকার চৈতন্যরাশি ব্রহ্মের প্রাপ্তিতে কোন বিচিত্রতা নাই।২১০॥

লয়েনৈব ভাব্যং, ন পুনস্ততো নিঃসৃত্য তদাশ্রয়স্য কৃষ্ণস্য সেবনং সম্ভবেদিতি চেৎ? তত্রাহ, ভক্তেরিতি। তস্মিন্ ব্রহ্মণি বিলীনতয়া স্থিতিস্তু ভগবতা কৃষ্ণেন নিহতানাং বিদ্বেষিণামপি ভবেৎ; "সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি। সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে) ইতি স্মরণাৎ। তস্মাৎ তল্লীনতামাত্রং ভক্তেঃ ফলং ন ভবতীতি। তমসঃ—অষ্টমাবরণাৎ প্রকৃতিমণ্ডলাৎ পারে, ব্রহ্মলোকঃ—"চয়স্ত্বিষাম্" ইতি ন্যায়েন নিরাকারচিৎপুঞ্জরূপং স্থানমিত্যর্থঃ। সিদ্ধাঃ—অনবজ্ঞাত-ভগবদঙ্ঘ্রয়স্তাদৃগ্ ব্রহ্মচিন্তকাঃ তচ্চিন্তনাৎ বিধ্বস্তলিঙ্গাঃ, তত্র বসন্তি—লীয়ন্তে; হরিণা—শ্রীকৃষ্ণেন, হতা দৈত্যাশ্চ। তচ্চরণাবজ্ঞাতৃণান্তু জ্ঞানলব-দগ্ধানামধঃপাতো ভবতি, "যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ! বিমুক্ত-মানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥" (ভা° ১০।২।৩২) ইতি শ্রীভাগবতাৎ॥ কৃষ্ণভজনাৎ ব্রহ্মভূয়প্রাপ্তিঃ কথম্? ইত্যর্জ্জুনঃ শঙ্কতে নন্বিতি। যাদবস্য—ইতররাজকুমারবৎ সত্ত্বোৎকৃষ্টেন কর্ম্মণা দেবক্যামুৎপন্নস্য মনুষ্যস্যেত্যর্থঃ। পরিহরতি ব্রহ্মণো হীতি—ব্যাখ্যাতপ্রায়ম্। "ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা" (বি° পু° ৫।২।৭) ইতি বৈষ্ণবোক্তেঃ পরাত্মিকায়াং দেবক্যাম্ অবিচ্যুতস্বরূপশক্তিকস্য পরেশস্য মম প্রাকট্যমাত্রমেব জন্ম, প্রাচ্যামিব ভানোঃ প্রদর্শনম্ "অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা" (গী° ৪।৬) ইত্যাদিপূর্ব্বোক্তেঃ। নতু মানুষ্যাম্ অন্যরাজপুত্রস্যেব বিনষ্টপূর্ব্বা-র্জ্জিতবিদ্যাদিকস্য তদ্দেহলব্ধপিণ্ডস্যোৎপত্তিরিতি মদ্ভজনাৎ মচ্ছবিপ্রাপ্তির্ন দুষ্টা। ন খলু সূর্য্যং গচ্ছতস্তৎ-প্রভাসু প্রবেশো দুর্ঘটঃ॥২১১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অত্র অনয়োঃ॥ প্রেম্নেতি ভক্তিযোগেনেত্যস্য বিবৃতিঃ॥ যৎ যস্মাৎ॥ দ্বিতীয়পদ্যং ব্যাচষ্টে নন্বিতি। অয়মহং তব পুরঃস্থিতঃ॥ করৌঘস্য কিরণসমূহস্য যথা পরমাশ্রয়ো ভবেৎ ইহ পদ্যে॥ যেন প্রেমভক্তিরসোৎসবেন॥২১১॥

শ্রীমদ্গীতোক্ত শ্লোকদ্বয়ের স্বকৃত কারিকাদ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন যথা-সেই অব্যভিচারি ভক্তি অনুষ্ঠানরত ভক্তিমান্ বিদ্বান্ ব্রহ্মভাব অর্থাৎ ভগবদঙ্গকান্তি রাশিররূপে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া তথায় লীলো-পযোগি বিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক প্রেমের সহিত নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাভূত অর্থাৎ পরমাশ্রয় স্বরূপ আনন্দ-ঘনমূর্ত্তি আমার ভজনা করেন। ব্যাখ্যেয় শ্লোকের ইহাই অভিপ্রায়। যদিবল চিৎপরমাণু বিশিষ্ট জীব সেই চিৎরাশি ব্রহ্মে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং সেই ব্রহ্ম হইতে বহির্গত হইয়া পুনঃ চিৎরাশিব্রহ্মের পরমাশ্রয় স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা সম্ভব কি প্রকারে হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন —অব্যভি-চারিণী ভক্তির যে ফল তাহা প্রেমসেবা, কিন্তু কেবল ব্রহ্মভাব ভগবদ্বিদ্বেষের দ্বারাও লাভ হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত অসুরগণও ব্রহ্মেবিলীনতা লাভ করেন, ইহার প্রমাণ বলিতেছেন —প্রকৃতির অষ্টাবরণের পর পারে অবস্থিত ব্রহ্মলোক। পূর্ব্বোক্ত "চয়স্ত্বিষাম্" এই ন্যায়ে নিরাকার চিৎপুঞ্জরাশিই ব্রহ্মলোক বলিয়া অভিহিত। সেই ব্রহ্মলোকে সিদ্ধগণ নিরাকার ব্রহ্মচিন্তনে বিধ্বস্ত লিঙ্গ শরীর তথা শ্রীভগবৎ চরণকমল

কিঞ্চ ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪০)—

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষ-বসুধাদি-বিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ইতি।

অনাদরকারি সেই সিদ্ধগণ ব্রহ্মলোকে লয় প্রাপ্ত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত দৈত্যগণও ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন হইয়া সেই লোকে বাস করেন ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এইরূপ কথিত হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র ব্রহ্মসুখে মগ্ন হইয়া তাহাতে বিলীনতা প্রাপ্তি ইহা ভক্তির ফল নহে। অপর শ্রীভগবৎ চরণকমলের অনাদরকারি জ্ঞানলব-দগ্ধ মানবের পুনরায় অধঃপাত হইয়া থাকে যথা—হে কমললোচন! যাহারা আপনাতে ভক্তি স্থাপন না করিয়া নিজেকে বিমুক্তমানী বলিয়া অভিমান করে, আপনাতে ভক্তির অভাববশতঃ মলিনচিত্ত সেই সকল মানব অতিকষ্টে বিষয় সুখ পরিত্যাগ করিয়া তপস্যাদি সাধনদ্বারা মোক্ষসন্নিহিত পরমপদ প্রাপ্তি হইয়াও ভবদীয় পাদপদ্মে অনাদর করিয়া সেখানে হইতে অধঃপতিত হইয়া থাকে, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে অবগত হওয়া হায়। আচ্ছা শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিলে তাহাহইতে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন হে—অর্জ্জুন! তুমি যদিবল যে যদুকুলে অন্যরাজ কুমারের ন্যায় সত্ত্বকর্ম্মদ্বারা দেবকীদেবীতে উৎপন্ন মনুষ্য কৃষ্ণ তোমার ভজন করিলে কিপ্রকারে ব্রহ্মভাব সম্পন্ন হইতে পারে? এই রূপ আশঙ্কা পরিহারার্থ বলিতেছেন—"ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্" যেহেতু আমি অর্থাৎ তোমার সম্মুখস্থিত বিবিধ আনন্দপূর্ণ চিদঘন বিগ্রহ বিশিষ্ট যে আমি, আমার এই চিদ্ঘন বিগ্রহ বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণেও কথিত আছে যথা—আমি জননী দেবকীদেবীকে বলিয়াছিলাম হে শোভনে! পূর্ব্বে তুমি ব্রহ্মগর্ভা সূক্ষ্মা পরা প্রকৃতি ছিলে, অতএব পুরাণ বাক্যে অবগত হওয়া যায়—পরাত্মিকা শক্তি দেবকী দেবী হইতে অবিচ্যুত স্বরূপশক্তি বিশিষ্ট পরমেশ্বর আমার প্রাকট্যকেই জন্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। যেমন পূর্ব্বদিকে সূর্য্যের উদয় বা দর্শন হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমার জন্ম জানিতে হইবে। আমি ইতঃপূর্ব্বেও তোমাকে বলিয়াছি—আমি জন্মরহিত, অনশ্বর শরীর, ভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় শুদ্ধা সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে অঙ্গীকার পূর্ব্বক আত্মমায়ার আশ্রয়ে আবির্ভূত হই। অতএব মানুষীতে বিনষ্ট পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যাদি তথা মানুষীদেহ হইতে লব্ধ শরীর অন্যরাজপুত্রের ন্যায় আমার জন্ম নহে। কিন্তু আমি চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরমাশ্রয়। ঘনীভূত তেজঃস্বরূপ সূর্য্য যেমন কিরণরাশির আশ্রয়, তদ্রূপ চিদ্ঘনবিগ্রহ আমি চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের পরমআশ্রয়। এস্থলে অব্যয় অমৃতশব্দে নিত্যমুক্তি ও শাশ্বতধর্ম্ম শব্দে ভগবদ্ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। আর ঐকান্তিক সুখশব্দে প্রেমভক্তির রসোৎসব, যে প্রেমভক্তির রসোৎসব মোক্ষসুখকেও তিরস্কার করিয়া থাকেন। অতএব আমার ভজনে আমার ভক্ত আমার ব্রহ্মত্বরূপ জ্যোতিরাশিকে প্রাপ্ত হইবে ইহাতে বিচিত্রতা কি আছে। যেমন সূর্য্যকে প্রাপ্তজনের পক্ষে সূর্য্যের জ্যোতিতে প্রবেশ দুর্ঘট নহে, তদ্রূপ জানিতে হইবে ॥২১১॥

অত্র কারিকে।—

নিষ্কলাদিস্বরূপং তৎ ব্রহ্মাণ্ডার্ব্বুদকোটিষু। বিভূতিভির্ধরাদ্যাভির্ভিন্নং ভেদমুপাগতম্ ॥
সদা প্রভাবযুক্তস্য ব্রহ্ম যস্য প্রভা ভবেৎ। তং গোবিন্দং ভজামীতি পদ্যস্যার্থঃ স্ফুটীকৃতঃ ॥২১২॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নরাকৃতেঃ সান্দ্রচৈতন্যরাশেঃ কৃষ্ণস্য নিরাকারশ্চৈতন্যরাশিঃ প্রভাস্থানীয়ো ব্রহ্মপ্রকাশত্বেনোচ্যতে ইত্যত্র প্রমাণং বাচনিকমাহ যস্য প্রভেত্যাদি। প্রভবতো যস্য প্রভা তৎ ব্রহ্ম, তং গোবিন্দমহং ভজামীত্যন্বয়ঃ। কীদৃশং ব্রহ্ম? ইত্যাহ জগদণ্ডকোটিকোটিষু—অসংখ্যাতেষু জগদণ্ডেষু, বসুধাদিভির্বিভূতিভির্ভিন্নং—কারণাত্মনা একং তৎকার্য্যাত্মনা অসংখ্যাতমিত্যর্থঃ। ননু "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্" (তৈং উং ২।৬) ইত্যাদৌ প্রভোরেব পরেশাৎ কার্য্যং শ্রুতং, নতু তৎপ্রভায়া ইতি চেৎ? উচ্যতে; প্রভোঃ প্রভৈব কার্য্যনিষ্পাদিকেতি বিবক্ষয়া তদুক্তিরিতি তৎপ্রভয়ৈব ক্ষুব্ধা প্রকৃতির্জগদণ্ডান্যসূতেত্যর্থঃ। কেবলাদ্বৈতিভির্যদ্‌ব্রহ্মস্বরূপং নির্ণীয়তে তদত্র নাভিমতং, তদ্ধি নির্ধর্ম্মকং শব্দাবাচ্যমদ্বিতীয়ঞ্চ। ইদন্তু বিশুদ্ধত্বপ্রকাশময়ত্বাদিধর্ম্মযুক্, শাস্ত্রবাচ্যং জগৎকারণত্বাৎ সদ্বিতীয়ঞ্চেতি মহদন্তরম্। কিঞ্চ তদভিমতং ব্রহ্ম তু ন শ্রদ্ধেয়ম্; তস্মিন্ প্রমাণাভাবাৎ; ন তাবৎ তত্র প্রত্যক্ষং প্রমাণং; রূপাদিবিরহাৎ; নাপ্যনুমানং; তদ্ব্যাপ্যলিঙ্গাভাবাৎ; ন চ শব্দঃ; প্রবৃত্তিনিমিত্তস্য জাত্যাদেরভাবাৎ; ন চ লক্ষণা; সর্ব্বশব্দাবাচ্যে তস্যা অসম্ভবাৎ: ন চ তৎপক্ষে ততঃ সৃষ্টিঃ; তদ্ধেতোঃ সঙ্কল্পশক্তের্বিরহাৎ; ন চোপদেশঃ; উপদেষ্টুরুপদেশ্যস্য চাভাবাৎ। ননু ভ্রান্ত্যা তত্তৎসিদ্ধিঃ? মৈবম্। ক্ব ভ্রমঃ, ব্রহ্মণি জীবে বা? নাদ্যঃ; বিজ্ঞানরাশেস্তস্য তদসম্ভবাৎ। নান্ত্যঃ; প্রাগভ্রান্তেস্তস্যৈবাভাবাৎ, ইতি তুচ্ছং তৎ ॥২১২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

যস্য গোবিন্দস্য প্রভা কান্তিঃ তদ্‌ব্রহ্ম তং গোবিন্দং ভজামীত্যন্বয়ঃ অত্র প্রভামনূদ্য ব্রহ্মণো বিধেয়ত্বেন নির্দ্দিষ্টত্বাৎ তস্য চ তদ্বিভূতিত্বেন পর্য্যবসানতেত্যাহ অশেষা বসুধাদ্যা যা বিভূতয়স্তাভির্ভিন্নং ভেদং প্রাপ্তং স্বং বিভূত্যন্তঃপাত্যপি ধরাদ্যাভিঃ সহ ভিন্নমিত্যর্থঃ। যদুক্তমেকাদশে বিভূতিপ্রসঙ্গ এব "পৃথিবীবায়ুরাকাশ আপোজ্যোতিরহং মহান্। বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্বং তমঃ পরম্" ॥ ইতি। টীকা চ; পরং ব্রহ্ম চেত্যেষা। পৈঙ্গশ্রুতাবপি তদগণপাতিত্বেন শ্রূয়তে "এষ স্ত্র্যেব পুরুষ এষ প্রকৃতিরেষ আত্মৈষ ব্রহ্মৈষ লোক এষ আলোকো যোঽসৌ হরিরাদিরনাদিরনন্তোঽন্তঃ পরমঃ পরাদ্বিশ্বরূপ ইতি। অতএবাবিগীতশিষ্টৈরপ্যুক্তং "যদণ্ডমণ্ডান্তরগোচরঞ্চ যদ্দশোত্তরাণ্যাবরণানি যানি চ। গুণাঃ প্রধানং পুরুষঃ পরং পদং পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ" ইতি ॥—উপাগতং প্রাপ্তং কর্ত্তরি ক্তঃ ॥ যস্য গোবিন্দস্য। "প্রকরণেঽস্মিন্নেতদুক্তং ভবতি—যদ্যপ্যেকস্বরূপেঽপি বস্তুনি স্বগতনানাবিশেষো বিদ্যতে তথাপি তাদৃশশক্তিযুক্তায়া এব দৃষ্টেস্তত্তৎসর্ব্ববিশেষগ্রহণে নিমিত্ততা দৃশ্যতে নত্বন্যস্যাঃ। যথা মাংসময়ী দৃষ্টিঃ সূর্য্যমণ্ডলং প্রকাশমাত্রত্বেন গৃহ্ণাতি দিব্যা তু প্রকাশমাত্রস্বরূপত্বেঽপি তদন্তর্গতদিব্যসভাদিকং গৃহ্ণাতি। এবমত্র ভক্তেরেব সম্য-

ক্ত্বে্ন তয়ৈব সম্যক্ তত্ত্বং দৃশ্যতে তচ্চ ভগবানেবেতি তস্যৈব সম্যগ্র্পত্বম্। জ্ঞানস্য ত্বসম্যক্ত্বে্ন দর্শিতত্বাৎ তেনাসম্যগেব তদ্ দৃশ্যতে। তচ্চ ব্রহ্মেতি তস্যাসম্যগ্র্পত্বম্। তত্র চ সামান্যত্বেনৈব গ্রহণে কারণস্য জ্ঞানস্য তদন্তরীণাবান্তরভেদপর্য্যালোচনেষ্বসামর্থ্যাদ্বহিরেবাবস্থিতেন তেন ভাগবতপরমহংসবৃন্দানুভবসিদ্ধানানা-প্রকাশবৈচিত্র্যেহপি স্বপ্রকাশলক্ষণপরতত্ত্বে প্রকাশসামান্যমাত্রং যদগৃহ্যতে, তত্তস্য প্রভারূপত্বেনৈবোৎ-প্রেক্ষ্যতে। ততশ্চাযনত্বমংশত্বং বিভূতিত্বঞ্চ ব্যপদিশ্যতে তস্য, তস্মাদখণ্ডতত্ত্বরূপো ভগবান্ সামান্যকার-স্ফূর্ত্তিলক্ষণত্বেন স্বপ্রভাকারস্য ব্রহ্মণোহপ্যাশ্রয়েতি যুক্তমেব অন্যৎ বুভুৎসা চেৎ শ্রীভগবৎসন্দর্ভো দৃশ্যঃ ॥২১২॥

নরাকৃতি পরব্রহ্ম সাকার সান্দ্রানন্দঘনীভূত চৈতন্যরাশি শ্রীকৃষ্ণের নিরাকার চৈতন্যরাশি প্রভা-স্থানীয় ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এবিষয়ে যে প্রমাণ তাহা ব্রহ্মসংহিতার বাক্যদ্বারা প্রতি-পাদন করিতেছেন—অপরিমিত প্রভাশালী শ্রীগোবিন্দের যে অঙ্গকান্তি তাহাই ব্রহ্মনামে অভিহিত ; সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি। শ্রীগোবিন্দের অঙ্গপ্রভাস্থানীয় যে ব্রহ্ম তাঁহার পরিচয় প্রদানে বলিতেছেন—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পৃথিবী প্রভৃতি বিভূতি হইতে ভিন্ন এবং যাহা কারণাত্মকরূপে এক এবং কার্য্যরূপে অসংখ্য তাহাই ব্রহ্ম। যদিবল তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব ইত্যাদি প্রমাণ-দ্বারা পরম প্রভু পরমেশ্বর হইতেই কার্য্যাদি উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাঁহার অঙ্গপ্রভা হইতে হয় না, কিন্তু তোমার বক্তব্য হইল ব্রহ্ম কারণরূপে এক এবং কার্য্যরূপে অনেক তাহা কিরূপে সঙ্গতি হইতে পারে? তদুত্তর—পরমেশ্বরের অঙ্গপ্রভাই কার্য্য নিষ্পাদন করেন এই বিবক্ষাবশতঃ শ্লোকে এইপ্রকার কথিত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তি ক্ষুভিত হইয়া প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি প্রসব করেন ইহাই অর্থ। সুতরাং কেবলাদ্বৈতবাদিগণ যে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করেন তাহা এস্থলে বলিবার অভিপ্রায় নয়। কারণ তাঁহা-দের ব্রহ্ম ধর্ম্মরহিত এবং শব্দের অবাচ্য ও অদ্বিতীয়। কিন্তু আমাদের অভিপ্রেত ব্রহ্ম বিশুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ ও প্রকাশময়ত্বাদি বিবিধ ধর্ম্মসমন্বিত, বেদাদিশাস্ত্রবাচ্য, জগতের উভয়বিধ কার্য্যস্বরূপ, সদ্বিতীয় বস্তু। সুতরাং কেবলাদ্বৈতবাদির ব্রহ্ম হইতে এই ব্রহ্মের সাতিশয় বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়, কারণ তাঁহাদের সেই ব্রহ্ম উপাস্য নয়, যেহেতু তাঁহাতে সর্ব্ববিধ প্রমাণের অভাব দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ হয় না, কারণ তাঁহার রূপাদি নাই, রূপবিহীন বস্তু কোনদিন প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং সেই স্থলে অনুমান প্রমাণও সিদ্ধ হয় না। কারণ অনুমান প্রমাণের হেতু যে লিঙ্গ পরামর্শাদি তাহা নির্ধ-র্ম্মকব্রহ্মে একান্ত অভাব। অতএব শব্দপ্রমাণেরও প্রামাণিকতা দেখা যায় না। কারণ শব্দপ্রমাণের প্রবৃত্তি ও নিমিত্ত জাতিগুণ প্রভৃতিকে দেখিয়া প্রমাণিত হয়। যদিবল লক্ষণার দ্বারা যৎকিঞ্চিৎরূপে শব্দবাচ্য বলিব, তাহাও উপপত্তি হইবে না, কারণ বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের অবাচ্য যে ব্রহ্ম তাঁহাতে লক্ষণাও নিতান্ত অসম্ভব। সুতরাং কেবলাদ্বৈতবাদির নির্ধর্ম্মক যে ব্রহ্ম, সেইব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিকল্পনাও আকাশ কুসুম সদৃশ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কারণ সৃষ্টির হেতু যে সঙ্কল্প ও শক্তির প্রয়োজন হয় তাহা নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে নিতান্ত অভাব। সুতরাং কেবলাদ্বৈতবাদে মোক্ষ উপদেশাদিরও সম্ভাবনা নাই, যেহেতু একমাত্র

নন্নু ভোস্তব ভাবোঽয়ং জ্ঞাত এব ময়া ধ্রুবম্। পরব্যোমপতেঃ শৌরিরবতারস্ত্বয়োচ্যতে ॥
জন্মাদি-লীলাপ্রাকট্যাৎ অবতারতয়াপ্যসৌ। প্রোক্তো বিলাস এব স্যাৎ সর্ব্বোৎকর্ষাতিভূমতঃ ॥
যঃ পরব্যোমনাথঃ স্যাদসমানোর্দ্ধবৈভবঃ। শ্রুতি-স্মৃতি-মহাতন্ত্রবর্ণিতোৎকর্ষসৌষ্ঠবঃ ॥
লোকস্রষ্টেঃ পুরা ব্রাহ্মে কল্পে যঃ পরমেষ্ঠিনে। মহাবৈকুণ্ঠলোকস্থং স্বমাত্মানমদর্শয়ৎ ॥২১৩॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথ শ্রীবৈষ্ণবাঃ প্রত্যবতিষ্ঠন্তে। তে হি মন্যন্তে পর ব্যূহ-বিভবান্তর্য্যাম্যর্চ্চাত্মনা পরমাত্মা বিভাতি। তত্র পরঃ—নারায়ণঃ স্বয়ংপ্রভুঃ, ব্যূহাঃ—বাসুদেবাদয়শ্চত্বারঃ, বিভবাঃ—মৎস্যকূর্ম্মাদয়ঃ, অন্তর্য্যামী—প্রতিপ্রাণিহৃদ্বর্ত্ত্যঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ, অর্চ্চা তু—শ্রীরঙ্গ-জগন্নাথাদিঃ। বিভবেষু নৃসিংহো রঘুনাথঃ কৃষ্ণশ্চ শ্রেষ্ঠাঃ, তেষ্বৈশ্বর্য্যাধিক্যাৎ কৃষ্ণো নারায়ণানন্তরো ভবিষ্যতি, বিভবাশ্চ নিত্যবিগ্রহা ইতি। তান্নিরাকর্ত্তুং তদ্ভাষণমনুবদতি, নন্বিতি। তব—কৃষ্ণপারম্যবাদিনঃ, ভাবঃ—অভিপ্রায় ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ? তমাহ, পরেতি॥ নন্নু মৎস্যকূর্ম্মাদিরিব কৃষ্ণোঽস্ত্ববতার ইতি চেৎ? নৈবমিত্যাহ জন্মাদীতি। প্রপঞ্চাবির্ভাবমাত্রেণ কৃষ্ণোঽবতারত্বেনোক্তঃ, বস্তুতস্তু নারায়ণ এবানাবিষ্কৃত-কিয়দ্ধর্ম্মঃ কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ সর্ব্বোৎকর্ষেতি—নৃসিংহরামাভ্যামপ্যতিশয়াভিধানাদিত্যর্থঃ। তং বিশিনষ্টি যঃ পরেতি ॥২১৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অনাদিনারায়ণতঃ শ্রৈষ্ঠ্যমস্য দর্শয়ন্ সংহারপ্রতিহারমূলাং প্রক্রিয়ামারভতে নন্বিতি। শ্রীপরব্যোম-

বস্তুর উপদেষ্টা ও উপদেশক প্রভৃতি দ্বিতীয় বস্তুর নিতান্ত অভাব। আর যদিবল উপদেষ্টা ও উপদেশাদি ভ্রমবশতঃ সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাও বলিতে পার না। আচ্ছা তোমাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি ঐ ভ্রম কোথায় আছে? ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অথবা জীবকে আশ্রয় করিয়া? আদ্য অর্থাৎ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছে, ইহা বলিতে পার না, কারণ বিজ্ঞানরাশি ব্রহ্মে কোন প্রকার ভ্রম সম্ভব হইতে পারে না। আর যদিবল ঐ ভ্রমের আশ্রয় অন্ত্য জীব তাহাও অসম্ভব কারণ ভ্রমের পূর্ব্বে জীবেরই অভাব দেখা যায়, অর্থাৎ ভ্রমকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম জীব হইয়াছে এবং ঐ ভ্রমেরই আশ্রয় পুনরায় জীবকে কল্পনা করা হইতেছে, অতএব আত্মাশ্রয় দোষদুষ্ট এই মত নিতান্ত তুচ্ছ। অতএব ব্রহ্মা নরাকৃতি শ্রীগোবিন্দের রূপ সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন—অসংখ্য জগৎরূপ ব্রহ্মাণ্ডে কারণরূপে এক হইয়াও কার্য্যরূপে বসুধাদি বিভূতি দ্বারা অসংখ্যাত যে নিষ্কল এবং অনন্তাশেষভূত ব্রহ্ম অর্থাৎ নিরাকার চৈতন্যরাশি, তিনি সেই সান্দ্রানন্দচৈতন্যরাশি নরাকৃতি পরব্রহ্মের প্রভাস্থানীয় অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ প্রকাশ বিশেষ, আমি সেই গোবিন্দকে ভজনা করি। প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার স্বকৃত কারিকাদ্বয়ে শ্লোকের বাখ্যা করিতেছেন—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে বসুধাদি বিভূতি দ্বারা যিনি ভিন্ন অর্থাৎ ভেদ প্রাপ্ত এবং যিনি নিষ্কলাদি স্বরূপ, সেই ব্রহ্ম সদা প্রভাবযুক্ত যেই শ্রীগোবিন্দের প্রভা, সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি, ইহাই পদ্যের অতি স্পষ্টার্থ ॥২১২॥

তথাহি শ্রীদ্বিতীয়স্কন্ধে (ভা° ২।৯।৯—১৬)—

"তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্।
ব্যপেত-সংক্লেশ-বিমোহ-সাধ্বসং স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্॥
প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥
শ্যামাবদাতাঃশতপত্রলোচনাঃ পিশঙ্গবস্ত্রাঃ সুরুচঃ সুপেশসঃ।
সর্ব্বে চতুর্ব্বাহব উন্মিষণ্মণিপ্রবেকনিষ্কাভরণাঃ সুবর্চ্চসঃ॥
প্রবাল-বৈদূর্য্য-মৃণালবর্চ্চসঃ পরিস্ফুরৎ-কুণ্ডল-মৌলিমালিনঃ॥
ভ্রাজিষ্ণুভির্যঃ পরিতো বিরাজতে লসদ্বিমানাবলিভির্মহাত্মনাম্।
বিরোচমানঃ প্রমদোত্তমাদ্যুভিঃ সবিদ্যুদভ্রাবলিভির্যথা নভঃ॥
শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ।
প্রেঙ্খাশ্রিতা যা কুসুমাকরানুগৈর্বিগীয়মানা প্রিয়কর্ম্ম গায়তী॥২১৪॥

পতেঃ শ্রীমহানারায়ণস্য॥ অসৌ শৌরির্বিলাসঃ প্রোক্ত এব স্যান্নভবেদিত্যর্থঃ। তত্রাশংসায়াং লিঙ্॥ "তজ্জয়ান্নায়কোৎকর্ষ" ইতি রীতিং দর্শয়ন্নাহ য ইতি। স্বমাত্মীয়ম্ অসাধারণমিতি বা॥২১৩॥

শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের মতে শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বিলাসমূর্ত্তি এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রদর্শন।

অনন্তর শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণ এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ করেন যে পরমাত্মা পরমেশ্বর এক হইয়াও লীলার নিমিত্ত পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্য্যামী এবং অর্চ্চাবতার রূপে নিত্যই বিরাজমান। তন্মধ্যে পরতত্ত্ব স্বয়ংপ্রভু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীনারায়ণই পর, শ্রীবাসুদেব তাঁহারই নামান্তর। তিনি কালকৃত পরিণাম রহিত, অনবধিকাতিশয় সুখস্বরূপ বৈকুণ্ঠাখ্য পরমধামে শ্রী, ভূমি, ও নীলা এইস্বরূপ শক্তি ত্রয়ের সহিত নিত্যই লীলায়মান। ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই চতুর্মূর্ত্তির উপাসকগণের অনুগ্রহের নিমিত্ত এই স্বরূপে নিত্যই অবস্থিতি। তাঁহারাই জীব কল্যাণার্থে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়—কর্ত্তা হন। শ্রীবাসুদেবে জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি ও তেজঃ এই ষড়বিধ গুণ নিত্যই বিদ্যমান। সঙ্কর্ষণ মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে বিলীন জীবসমূহে অধিষ্ঠিত হইয়া সমষ্টিসৃষ্টি ও প্রদ্যুম্ন মনস্তত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া ধর্ম্মোপদেশও চতুর্বর্ণসৃষ্টি, অনিরুদ্ধ জীব সংরক্ষণ, তত্ত্বজ্ঞান প্রদান এবং মিশ্রসৃষ্টি সুসম্পন্ন করেন, এইরূপে তাঁহারা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা হন। অপর বিভব–মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারবৃন্দ অনন্ত হইয়াও বিশ্ব মঙ্গলার্থ দ্বিবিধ আকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে নৃসিংহ, রাম, ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি মুখ্যবিভব ও ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবগণ গৌণবিভব। পরমেশ্বরের স্বীয় ইচ্ছাই একমাত্র বিভব স্বরূপে অবতারের কারণ। অবতরণের মুখ্যফল ধর্ম্মসংস্থাপন এবং আনুসঙ্গিকরূপে সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতগণের বিনাশ গৌণফল।

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

তস্মৈ স্বেতি। তস্মৈ—ব্রহ্মণে চতুর্ম্মুখায়, সভাজিতঃ—তেন ভক্ত্যারাধিতঃ, ভগবান্—পরমব্যোমনাথঃ, স্বলোকং—পরমব্যোমাখ্যং স্বস্থানম্, অদর্শয়ৎ। যৎ—যতঃ, পরম্—অন্যৎ, বৈকুণ্ঠং, পরং—শ্রেষ্ঠং, নাস্তি। ব্যপেতাঃ সংক্লেশাদয়ো যস্মাৎ ; সংক্লেশাঃ—অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ, বিমোহঃ—অবিবেকঃ, সাধ্বসং—পাতভয়ম্। স্বস্য দৃষ্টং—দর্শনং,তদ্বদ্ভিঃ সাক্ষাৎকৃততদ্রূপৈঃ পুরুষৈঃ—তল্লোকিভিঃ, অভিষ্টুতম্॥ রজস্তমশ্চ, তয়োঃ সহচরং মিশ্রং সত্ত্বঞ্চ, যত্র—লোকে, কালবিক্রমশ্চ, ন প্রবর্ত্ততে—নাস্তি, যত্র মায়ৈব নাস্তি অপরে—তৎকার্য্যভূতা মহদহঙ্কারাদয়শ্চ, ন সন্তীতি কিমুত বক্তব্যম্। কালমায়য়োরভাবেন নিত্যানন্দস্বপ্রকাশরূপত্বং লোকস্য দর্শিতম্। পার্ষদমঞ্জুলত্বং লোকস্যাহ হরেরনুব্রতা ইত্যাদিনা॥ সুপেশসঃ—সৌকুমার্য্যবন্তঃ। উন্মিষন্ত ইব প্রভাবন্তঃ মণি প্রবেকাঃ—মণ্যুত্তমাঃ যেষু তাদৃশানি, নিষ্কাগ্র্যাভরণানি যেষাং তে : নিষ্কং—পদকম্। প্রবালেতি—তত্তদ্বর্ণভগবদুপাসনয়া তত্তৎসারূপ্যবন্ত ইত্যর্থঃ॥ ভ্রাজিষ্ণুভিরিতি। মহাত্মনাং—তল্লোকিনাং, ভ্রাজিষ্ণুভির্ল সদ্বিমানাবলিভিঃ, যঃ—লোকঃ, পরিতো বিরাজতে। প্রমদোত্তমানাং—বরতরুণীনাং দ্যুভিঃ—কান্তিভিঃ বিরোচমানঃ—দীপ্তিমান্। তত্র দৃষ্টান্তঃ, সবিদ্যুদভ্রাবলিভিঃ, নভঃ—আকাশঃ, যথেতি ; তাসাং নীলসাটীবিশিষ্টত্বং দ্যোত্যতে॥ শ্রীঃ—লক্ষ্মীঃ,

---

অপর অন্তর্য্যামী—প্রতি দেহির অন্তরে অঙ্গুষ্ঠমাত্র স্বরূপে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রবৃত্তি সকলের নিয়মনকর্ত্তা। অপর অর্চ্চাবতার—সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের জগন্মঙ্গলার্থ প্রতি ভক্তগৃহে তদধীন স্নান, ভোজন ও শয়নাদি সমস্ত ব্যাপার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহরূপে অবস্থিতিকে অর্চ্চাবতার বলা হয়। যেমন শ্রীরঙ্গনাথ, শ্রীজগন্নাথ প্রভৃতি। কিন্তু উক্ত বিভব সমূহের মধ্যে শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যথোত্তর শ্রেষ্ঠ। এই স্বরূপ ত্রয়ের মধ্যে আবার ঐশ্বর্য্যাধিক্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস মূর্ত্তি বলিয়া অভিহিত। এই বিভববৃন্দ নিত্যরূপে কথিত। বিষ্কসেন সংহিতোক্ত শ্রীবৈষ্ণবের সিদ্ধান্তকে প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার পূর্ব্বপক্ষরূপে উত্থাপিত করিয়া তাহা নিরাকরণাভিপ্রায়ে বলিতেছেন—যদিবল হে কৃষ্ণ পারম্যবাদিন্! তোমার অভিপ্রায় আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি বলিতেছ পরব্যোমনাথের অবতার শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকেও অবতার বলা হউক? তদুত্তর—তাহা বলিতে পার না, কারণ অপ্রপঞ্চ বৈকুণ্ঠ হইতে প্রপঞ্চে জন্মাদিলীলা প্রকাশ করায় শ্রীকৃষ্ণ অবতার মধ্যে পরিকীর্ত্তিত হইলেও শ্রীরাম শ্রীনৃসিংহ প্রভৃতি অন্যান্য অবতারবৃন্দ হইতেও উৎকর্ষ বাহুল্য থাকায় শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমনাথ নারায়ণের বিলাস মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন, অর্থাৎ শ্রীনারায়ণেরই অনাবিষ্কৃত স্বল্পপরিমিত ধর্ম্মবিশেষ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীনারায়ণের বিশেষ পরিচয় প্রদানে বলিতেছেন—যাঁহার সমান এবং অধিক বৈভব কাহারও নাই, সেই পরব্যোমনাথ নারায়ণের উৎকর্ষ সৌষ্ঠব প্রভৃতি শ্রুতি স্মৃতি এবং মহাতন্ত্রাদি শাস্ত্রে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, লোকসৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রাহ্মকল্পে—মহাপ্রলয়াবসানে যে কল্পে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন, সেইব্রাহ্মকল্পে তিনি ব্রহ্মাকে মহাবৈকুণ্ঠলোকস্থিত স্বীয়স্বরূপ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন॥২১৩॥

রূপিণী—দিব্যরূপবতী, বিভূতিভিঃ—সেবাপরিচ্ছদৈঃ, উরুগায়স্য—হরেঃ পাদয়োঃ, মানং—পূজাং করোতি। যদ্বা শ্রীঃ সম্পদ্রূপা রূপিণী—মূর্ত্তা, ইতি প্রাগ্বৎ। কীদৃশী সা ? ইত্যাহ। প্রেঙ্খাং—দোলাম্, আশ্রিতা—আরূঢ়া। কুসুমাকর,—বসন্তর্ত্তুঃ, তদনুগৈঃ—গ্রীষ্মাদ্যতুভির্মূর্ত্তিমদ্ভিঃ, বিশেষেণ গীয়মানা। প্রিয়স্য—হরেঃ কর্ম্ম—চরিতং গায়তীতি ॥২১৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তস্মা ইত্যত্র টীকা—তস্মৈ ব্রহ্মণে স্বলোকং বৈকুণ্ঠাখ্যং পরং শ্রেষ্ঠং ন যৎ পরং যতঃ পরমুৎকৃষ্ট-মন্যন্নাস্তি তমেব লোকমনুবর্ণয়তি পঞ্চভিঃ। ব্যপেতাঃ সংক্লেশাদয়ো যস্মাৎ স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ সৎপুণ্যবদ্ভিঃ যস্য স্বস্য দৃষ্টং দর্শনমস্তি যেষাং আত্মবদ্ভিরিত্যর্থঃ ইত্যেষা। পুরুষৈরিত্যত্র বিবুধৈরিতি পাঠঃ শ্রীচিৎসুখ-সম্মতঃ॥ প্রবর্ত্তত ইত্যত্র টীকা ; তাভ্যাং মিশ্রং সত্ত্বঞ্চ ন প্রবর্ত্ততে। কিন্তু শুদ্ধমেব সত্ত্বং কালবিক্রমো নাশঃ। অপরে রাগলোভাদয়ঃ ন সন্তীতি কিমুত বক্তব্যম্ অনুব্রতা পার্ষদা ইত্যেষা॥ শ্যামেত্যত্র টীকা ; শ্যামাশ্চ অবদাতা উজ্জ্বলাশ্চ পদ্মনেত্রাঃ পীতাম্বরাঃ রুচঃ অতিকমনীয়াস্সুপেশসঃ অতিসুকুমারাঃ উন্মিষন্ত ইব প্রভাবন্তো মণিপ্রবেকা মণ্যুত্তমা যেষু তানি নিষ্কাণি পদকান্যাভরণানি যেষাং তে সুবর্চ্চসঃ। অতি-তেজস্বিনঃ। প্রবলাদিবদ্বর্চ্চো বর্ণো যেষাং তে, পরিস্ফুরন্তি কুণ্ডলানি মৌলিনো মালাশ্চ সন্তি যেষামি-ত্যেষা॥ ভ্রাজিষ্ণুভিরিত্যত্র টীকা পার্ষদাননুবর্ণ্য পুনরপি লোকং বর্ণয়তি ভ্রাজিষ্ণুভিঃ দেদীপ্যমানাভিঃ প্রমদোত্তমানাং দিবঃ কান্তয়ঃ তাভির্দ্যোতমানঃ সহ বিদ্যুদ্ভির্ব্বর্ত্তমানাঃ সবিদ্যুতস্তাভিরভ্রাবলিভিঃ। তত্র বিদ্যুত ইব স্ত্রিয়ঃ অভ্রপঙ্ক্তয় ইব বিমানানি নভ ইব লোক ইত্যেষা॥ শ্রীরিত্যত্র টীকা ; শ্রীঃ সম্পৎ-রূপিণী মূর্ত্তিমতী মানং পূজাং বিভূতিভিঃ নানাবিভবৈঃ প্রেঙ্খং আন্দোলং শ্রিতা। কুসুমাকরো বসন্তঃ তস্যানুগা ভ্রমরাঃ তৈর্বিবিধগীয়মানা স্বয়ন্ত প্রিয়স্য হরেঃ কর্ম্ম গায়তী ভবতীত্যেষা॥২১৪॥

শ্রীবৈকুণ্ঠধামের নিত্যতা।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে বৈকুণ্ঠধামের নিত্যতা প্রসঙ্গে সেই প্রকারই উপদিষ্ট হইয়াছে যথা—ভগবান্ পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভক্তিদ্বারা আরাধিত হইয়া যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠধাম আর নাই, তাঁহাকে সেই পরব্যোমস্থ স্বীয়লোক মহাবৈকুণ্ঠধাম সন্দর্শন করাইয়াছিলেন। যে ধামে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চবিধ সংক্লেশ এবং অবিবেক ও পতনভয় বিনষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষগণ যাঁহার স্তুতি করিয়া থাকেন। যেধামে রজঃ তমঃ ও তাহাদের সহচর মিশ্রিত সত্ত্বগুণ এবং কালের বিক্রম অর্থাৎ কালকৃত পরিণাম নাই। যে লোকে মায়া নাই, অতএব সেইলোকে মায়াকার্য্যভূত মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারাদি যে নাই এবিষয়ে আর কি বলিব। আরও কাল ও মায়ার অভাব বশতঃ সেই লোকের নিত্যানন্দ স্বপ্রকাশরূপত্ব কথিত হইল। সেই লোকের পার্ষদবৃন্দও যে পরম সুন্দর তাহাও বর্ণনা করিতেছেন—যেখানে দেবতাও অসুরগণ কর্ত্তৃক সুপূজিত শ্রীহরির পার্ষদগণ বিরাজমান্ রহিয়াছেন। শ্রীহরির পার্ষদবৃন্দ সকলেই

দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্।
সুনন্দ-নন্দ প্রবলার্হণাদিভিঃ স্বপার্যদাগ্রৈঃ পরিষেবিতং বিভুম্ ॥
ভৃত্যপ্রসাদাভিমুখং দৃগাসবং প্রসন্নহাসারুণ-লোচনাননম্।
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভুজং পীতাংশুকং বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া॥
অধ্যর্হণীয়াসনমাস্থিতং পরং বৃতং চতুঃ-ষোড়শ-পঞ্চশক্তিভিঃ।
যুক্তং ভগৈঃ স্বৈরিতরত্র চাধ্রুবৈঃ স্ব এব ধামন্ রমমাণমীশ্বরম্ ॥” ২১৫ ॥ ইতি।

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

লোকং দৃষ্ট্বা তল্লোকনাথং হরিং ব্রহ্মা অদর্শদিত্যাহ দদর্শেতি। কীদৃশম্? ইত্যাহ অখিলেতি। সাতিঃ সুখার্থঃ সৌত্রঃ, ততঃ ক্বিপি তু সাৎ—সুখরূপো হরিঃ স যেষামর্চ্চ্যতয়াস্তি তে, সাত্বন্তঃ—তদ্ভক্তাঃ তেষামখিলানাং পতিং—স্বামিনম্। দৃগাসবং—সৌন্দর্য্যেণ নেত্রোন্মাদকমিত্যর্থঃ। শ্রিয়া—রেখারূপয়া বক্ষসি লক্ষিতং—চিহ্নিতম্। অধ্যর্হণীয়ং—সর্ব্বপূজ্যং, যৎ, আসনং—রাজপদরূপং, তৎ আস্থিতং—তস্মিন্ বিরাজমানমিত্যর্থঃ। চতুঃ-ষোড়শ-পঞ্চশক্তিভির্বৃতং—তত্রহ্লাদিনী-কীর্ত্তি-করুণা-তুষ্টয়শ্চতস্রঃ; শ্র্যাদয়ঃ সপ্ত, বিমলাদয়ো নবেতি ষোড়শ; সাংখ্য-যোগ-বৈরাগ্য-তপোভক্তয়ঃ পঞ্চ; ইত্যেতাভিঃ পঞ্চবিংশত্যা শক্তিভিঃ পরিবৃতম্, আসনমিতি যোজ্যম্। ভগৈঃ—ধর্ম্মজ্ঞানৈশ্বর্য্যবৈরাগ্যৈঃ, স্বৈঃ—অসাধারণৈঃ, যুক্তং—বিশিষ্টম্। কীদৃশৈস্তৈঃ? ইত্যাহ, ইতরত্র—বিরিঞ্চ্যাদৌ, অধ্রুবৈঃ—অস্থিরৈঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥২১৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

দদর্শেত্যত্র টীকা; য এবম্ভূতো লোকঃ তত্র তস্মিন্ ইত্যেষা। শোভনা যে পার্ষদাস্তেষামগ্রৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ স্বপার্ষদাগ্রৈরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। ঈশ্বরং দদর্শেতি বক্ষ্যমাণেনান্বয়ঃ। তং কীদৃশং সাত্বতাং পতিমিত্যাদিভির্বিশেষণৈর্যুক্তং; তত্র—টীকা ভৃত্যানাং প্রসাদেঽভিমুখং দৃগেবাসব ইব দ্রষ্টৄণাং হর্ষকরী

পরমোজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তাঁহাদের সকলেরই নয়নযুগল পদ্মপত্র সদৃশ। বস্ত্রযুগল পীতবর্ণ ও অঙ্গ কমনীয় সৌকুমার্য্য যুক্ত। তাঁহারা সকলে চতুর্ভুজ ও পরম রমনীয়। তাঁহারা মহোজ্জ্বল মণিখচিত পদক ও নানাভরণে বিভূষিত। তাঁহাদিগের কাহারও অঙ্গকান্তি প্রবালের ন্যায় আবার কাহারও বা বৈদূর্য্য-মণির ন্যায় কাহারও বা মৃণালের ন্যায়, তাঁহারা সকলেই দীপ্তিশালী কুণ্ডল ও কিরিট ও মালাসমূহে সুশোভিত। অর্থাৎ শ্রীহরির সেবায় নিরত থাকায় তাঁহার পার্ষদবৃন্দ ও শ্রীহরির সমান রূপকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে লোক চতুর্দ্দিকে তল্লোকবাসি মহাত্মাগণের দেদীপ্যমান বিমান সমূহে সুশোভিত। আকাশ যেমন বিদ্যুৎসমন্বিত মেঘমালায় সুশোভিত হয়, তদ্রূপ এই বৈকুণ্ঠলোক প্রমদোত্তমাগণের অঙ্গ-কান্তিদ্বারা দীপ্তিমান্ রহিয়াছে। যে লোকে দিব্যরূপবতী লক্ষ্মীদেবী দোলায় উপবেশন পূর্ব্বক মূর্ত্তিমান্ গ্রীষ্মাদিগণে মিলিত বসন্ত ঋতু কর্ত্তৃক গীয়মানা হইয়া স্বয়ং প্রিয়তম শ্রীহরির লীলাবলী গান করিতে করিতে বিবিধ সেবা পরিচ্ছদ দ্বারা শ্রীচরণ সেবা করিতেছেন ॥২১৪॥

অত্র কারিকাঃ।—

যদ্যতঃ পরমুৎকৃষ্টং পদমন্যন্নহি কৃচিৎ। সংক্লেশাঃ পঞ্চাবিদ্যাদ্যা বিমোহো নির্বিবেকতা ॥
সাধ্বসং পাততো ভীতির্ন সন্ত্যেতানি যত্র তম্। স্বদৃষ্টমাত্মনঃ সাক্ষাৎকারস্তদ্বদ্ভিরীড়িতম্ ॥
রজস্তমশ্চ নো যত্র সত্ত্বং সধ্র্যক্ তয়োর্ন চ। গুণা যত্র প্রকৃতিজা ন সন্তীতি প্রদর্শিতম্ ॥
ন কালবিক্রমো যত্র সর্ব্ববিধ্বংসকারিতা। পরং মূলমনর্থানাং যত্র মায়ৈব নাস্তি হি ॥
অপরে তত্র কিমুত বিকারা মহদাদয়ঃ। অতো বৈকুণ্ঠলোকস্য কথিতা নিত্যসিদ্ধতা ॥
হরেরনুব্রতা যত্র শ্যামারুণ-হরিৎ-সিতাঃ। তত্তদ্বর্ণমুপাস্যেশং তৎসারূপ্যমুপাগতাঃ ॥
অথবা নিত্যসিদ্ধত্বাৎ তদ্রুচামপ্যনাদিতা। শ্রীঃ সম্পদ্রূপিণী মূর্ত্তা যত্র পদ্মাংশসম্ভবা ॥
মানং সেবাং রচয়তি বিবিধাভির্বিভূতিভিঃ। কুসুমাকরশব্দেন ঋতূনামধিপো মতঃ ॥
তেন তস্যানুগৈর্গ্রীষ্ম-বর্ষাদ্যৈশ্চর্তুভিশ্চ যা। বিশেষাদগীয়মানাপি প্রিয়কর্ম্মৈব গায়তী ॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

যস্য তং প্রসন্নহাসারুণলোচনঞ্চ আননং যস্য, বক্ষসি স্থিতয়া চ শ্রিয়া লক্ষিতং অলঙ্কৃতমিত্যর্থঃ। অধ্যর্হণীয়ং বরিষ্ঠং সিংহাসনং, চতস্রঃ—প্রকৃতিপুরুষমহদহঙ্কৃতিরূপাঃ। ষোড়শ —একাদশেন্দ্রিয়মহাভূতাখ্যাঃ পঞ্চতন্মাত্ররূপা যা শক্তয়স্তাভির্বৃতং স্বৈর্ভগৈঃ স্বাভাবিকৈরৈশ্বর্য্যাভিঃ ইতরত্র যোগিষু অধ্রুবৈঃ আগন্তুকৈঃ অসাধারণৈরিত্যর্থঃ। এবং সত্যপি স এব ধামন্ স্বস্বরূপ এব রমমাণমত এবমীশ্বরমিত্যেষা। অতএব এতৈর্বিশেষণৈরিত্যর্থঃ। প্রকৃতার্থাবগমকঃ ॥২১৫॥

ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করিয়া বৈকুণ্ঠলোকনাথ শ্রীহরিকে দর্শন করিলেন। তাঁহার স্বরূপ পরিচয় প্রদানে বলিতেছেন—ব্রহ্মা সেই বৈকুণ্ঠলোকে নিখিল ভক্তগণের স্বামি শ্রীপতি যজ্ঞফল প্রদাতা জগৎপালনকর্ত্তা এবং সুনন্দ, নন্দ, প্রবল ও অর্হণ প্রভৃতি নিজপার্ষদ প্রবর কর্ত্তৃক পরিষেবিত প্রভু শ্রীহরিকে দর্শন করিয়াছিলেন। যিনি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহে সর্ব্বদা অভিমুখ। যিনি সৌন্দর্য্যদ্বারা সকলের নেত্রোন্মাদক; যাঁহার বদন সুপ্রসন্ন, ও মৃদুমন্দ হাস্যে সুশোভিত। লোচনদ্বয় অরুণবর্ণ, যাঁহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, যিনি চতুর্ভুজ ও পীতবসনধারী এবং বক্ষঃস্থলে শ্রীরেখাচিহ্নে চিহ্নিত। যিনি হ্লাদিনী, কীর্ত্তি, করুণা ও তুষ্টি এই চতুষ্টয় ও শ্রী, ভূ, কীর্ত্তি, ইলা, লীলা কান্তি ও বিদ্যা এই সপ্ত এবং বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা এই নব এবং সাংখ্য, যোগ, তপঃ, বৈরাগ্য ও ভক্তি এই পঞ্চ সাকল্যে এই পঞ্চবিংশতি শক্তিসমূহে সর্ব্বদা পরিবৃত হইয়া সর্ব্ব পূজ্য রাজপদরূপ যে পরমাসন তাহাতে বিরাজমান্ এবং অন্যত্র অর্থাৎ ব্রহ্মাদিতে অস্থায়ী কিন্তু নিজে সর্ব্বদা বিদ্যমান্ এবম্ভুত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট হইয়া যে ঈশ্বর নিজধামে সর্ব্বদা লীলায়মান, ব্রহ্মা তাঁহাকে দর্শন করিলেন ॥২১৫॥

শত্রন্তেন পদেনাত্র তিঙন্তা লক্ষিতা ক্রিয়া।
তত্রেশ্বরং দদর্শাসৌ কথন্তূতং দৃগাসবম্।
সান্দ্রানন্দৈর্দৃশাং সুষ্ঠু মাদকত্বাৎ স আসবঃ ॥২১৬॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

পদ্যানি কারিকাভির্ব্যাখ্যাতি যদ্যতঃ পরমিত্যাদিভিঃ। স্বদৃষ্টমিতি--ভাবে নিষ্ঠা ॥ সধ্র্যগিতি—সহাঞ্চতীতি সধ্র্যক্, সহস্য সধ্রিরাদেশঃ সহচরমিত্যর্থঃ। নন্নু মিশ্রং সত্ত্বং নাস্তীত্যুক্তের্বিশুদ্ধং তৎ যত্রাস্তীতি লভ্যতে, "বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্।" (ভা° ১০।২৭।৪) ইত্যাদিস্মরণাচ্চ, তচ্চ প্রাকৃতমেব ভবেদিতি চেৎ? ন; ন যত্র মায়া" ইত্যনেন তস্যাপি ব্যুদাসাৎ। যত্তু "বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম" ইত্যনেনোক্তং, তৎ খলু মায়েতরৎ জ্ঞানাত্মকং স্বপ্রকাশং বস্তু ইত্যেকে; ভগবদভিন্না যা পরা শক্তিঃ "হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ" (বি° পু° ১।১২।৬৯) ইত্যেবং ত্রিবৃৎ পঠ্যতে, তদ্ভূতমেব তৎ, ইত্যপরে; ইত্যন্যত্র বহুতরম্ ॥ তত্ত্বদ্বর্ণং—শ্যামাদিরূপম্ ॥ ঋতূনামধিপঃ রাজা বসন্তঃ ॥ সান্দ্রানন্দৈরিতি—সৌন্দর্য-মাধুর্য্য-সৌরভ্য-লাবণ্যলক্ষণৈরিত্যর্থঃ। সঃ—হরিরেব, আসবঃ—মধুস্থানীয় ইত্যর্থঃ ॥২১৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তস্যা ইতি পদ্যং ব্যাচষ্টে দ্বাভ্যাং যদিতি। পঞ্চাবিদ্যাদ্যা ইতি আদিনা অস্মিতা রাগদ্বেষাভিনিবেশা মন্তব্যাঃ ॥ প্রবর্ত্তত ইতি পাদ্মীয়পাদত্রয়ং ব্যাচষ্টে ত্রিভিঃ। রজ ইতি তমশ্চেত্যুক্তিঃ সত্ত্বঞ্চেত্যত্র চকারস্য দ্বাভ্যামন্বয়াৎ ॥ হরেরনুব্রতাদ্যেকপাদোনপদ্যদ্বয়ং ব্যাচষ্টে সার্দ্ধপদ্যেন হরেরিতি। "তত্ত্বদ্রূপং বিভাব্য স্বং তদ্ভক্ত্যাত মুপাগতা ইত্যত্র "তত্ত্বদ্বর্ণমুপাস্যেশং তৎসারূপ্যমুপাগতা ইতি ক্বচিৎ পাঠস্তত্র ত্বদীয়নানারূপনানাবতারভজনাত্তথাত্বং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। তর্হ্যর্ব্বাচীনতা গতা ভক্তানামিত্যাহ অথবেতি। অনাদিতা—আদিরহিতত্বং তে তথা অনাদিসিদ্ধা ইত্যর্থঃ ॥ শ্রীরিতি পদ্যং ব্যাচষ্টে ত্রিভিঃ শ্রীরিতি। তিঙন্তা ক্রিয়া, লক্ষিতা লক্ষণয়া প্রাপ্তা নত্বভিধয়া ॥ দদর্শ ইত্যাদিপদ্যত্রয়ং ব্যাচষ্টে সোদাহরণৈঃ সার্দ্ধষড়্ভিঃ তত্রেশ্বরমিতি ॥২১৬॥

প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার স্বকৃত কারিকাদ্বারা পদ্য সমূহের অর্থ করিতেছেন—যৎ-যাহা হইতে পরম-উৎকৃষ্ট পদ অন্য কোথাও নাই, সংক্লেশ—অবিদ্যা অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটি। বিমোহ—নির্ব্বিবেকতা। সাধ্বস পতন হইতে ভীতি, এই সকল সংক্লেশাদি যে ধামে নাই, ব্রহ্মা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। স্বসৃষ্ট-আত্মার অর্থাৎ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার, তদ্বিশিষ্ট মহাত্মা কর্ত্তৃক শ্রীহরির যে ধাম স্তুত। যেধামে রজঃ তমোগুণ নাই তাহাদের সহচর মিশ্র সত্ত্বগুণ নাই। যদিবল রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রিত সত্ত্বগুণ নাই স্বীকার করিলাম, কিন্তু যাহা বিশুদ্ধসত্ত্ব, তাহা সেই ধামে লাভ হইতেছে? যেহেতু শ্রীভগবৎ ধাম বিশুদ্ধসত্ত্ব, শান্ত, তপোময় এবং রজঃগুণ ও তমোগুণ বিহীন। শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ

পীতাং শুকপদেনাস্থ ধ্বন্যতে শ্যামবর্ণতা। অধ্যর্হণীয়শব্দেন মহাযোগাখ্যপীঠকম্॥
শ্রীপাদ্মোত্তরখণ্ডোক্তম্ অত্রৈবাগ্রে প্রবক্ষ্যতে। চতস্রো হ্লাদিনী-কীর্ত্তি-করুণা-তুষ্টয়ঃ স্মৃতাঃ॥
শক্তয়ঃ ষোড়শাত্রৈব পূর্ব্বমেবঃ প্রদর্শিতাঃ॥ বিদ্যায়াঃ পঞ্চ পর্ব্বাণি সাংখ্যাদীন্যত্র পঞ্চ চ॥

তানি পঞ্চরাত্রে—

"সাংখ্য-যোগৌ তু বৈরাগ্যং তপো ভক্তিশ্চ কেশবে।
পঞ্চপর্ব্বেতি বিদ্যেয়ং যয়া বিদ্বান্ হরিং বিশেৎ॥" ইতি।

ইত্যেতাভির্বৃতং পঞ্চবিংশত্যা শক্তিভিঃ সদা। ভগৈরৈশ্বর্য্য-ধর্ম্মাদ্যৈঃ স্বৈরসাধারণোদয়ৈঃ॥

ইতরত্র বিরিঞ্চ্যাদাবধ্রুবৈরস্থিরৈঃ কৃশৈঃ।
স্ব এব ধাম্নি বৈকুণ্ঠে রতিং বিদধতং সদা।
কিংবা স্বরূপভূতত্বাৎ শ্রিয়স্তস্যাঃ স্বধামতা।

তথাচ ভার্গবতন্ত্রে—

"শক্তি-শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন। অবিভিন্নাপি স্বেচ্ছাদিশব্দৈরপি বিভাষ্যতে॥"২১৭॥

অবগত হওয়া যায়। অতএব সেই বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রাকৃত হউক? তদুত্তর—হইা বলিতে পার না কারণ যে বৈকুণ্ঠলোকে মায়া নাই, ইহাদ্বারা সেই ধামে যে প্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্ব নাই তাহা নিরাকৃত হইল। কিন্তু যাহা বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎস্বরূপভূত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তাহা মায়াগন্ধ বিহীন,জ্ঞানাত্মক,স্ব প্রকাশক বস্তু। সুতরাং ভগবদভিন্না যে পরাশক্তি, হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই প্রকারে এই শক্তিকে তিনবার পাঠ করায় ইহা ভগবৎ স্বরূপভূত বলিয়া কথিত হইল। অতএব বৈকুণ্ঠলোকে যে প্রাকৃতগুণ নাই তাহাও প্রদর্শিত হইল। কালবিক্রম—কালের বিধ্বংসকারিতা গুণ যেলোকে নাই। অনর্থ সকলের পরমমূলরূপা যে মায়া তাহা যেলোকে নাই এইরূপ বলায় মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারাদি মায়া বিকার যে সেখানে নাই, ইহা কৈমুত্যন্যায়ে অবগত হওয়া যায়। অতএব ইহাদ্বারা বৈকুণ্ঠলোকের নিত্যসিদ্ধতা কথিত হইল। বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির শ্যাম, অরুণ, হরিৎ ও শুক্লবর্ণ পার্ষদগণ শ্যামাদি বর্ণ পরমেশ্বরকে উপসনা করিয়া তাঁহারাও তৎসারূপ্য অর্থাৎ শ্যামাদিরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অথবা পার্ষদগণ নিত্যসিদ্ধহেতু তাঁহাদের তত্তৎ শ্যাম ও অরুণ প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ। যে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা সম্পদ্রূপিণী শ্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া বিবিধ বিভূতি দ্বারা শ্রীহরির মান অর্থাৎ সেবা রচনা করিতেছেন। কুসুমাকর—ঋতুরাজ বসন্ত গ্রীষ্মাদি ঋতু সমূহে পরিবৃত এবং সেই বসন্তকর্ত্তৃক বিশেষভাবে গীয়মানা হইয়াও যে শ্রী স্বয়ং কেবল প্রিয়তম শ্রীহরিরলীলা কীর্ত্তন করিতেছেন। এইস্থানে শতৃ প্রত্যয়ান্ত গায়তী পদদ্বারা তিঙন্ত ক্রিয়া লক্ষিতা হইয়াছে। বৈকুণ্ঠলোকে ব্রহ্মা যে শ্রীপরমেশ্বরকে দেখিয়াছিলেন তিনি কি প্রকার? দৃগাসব—সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য, সৌরভ্য, লাবণ্যস্বরূপ নিবিড় আনন্দ দ্বারা দর্শকবৃন্দের নয়নের অতিশয় মাদকহেতু সেই শ্রীহরিই আসব অর্থাৎ মধুস্থানীয় ॥২১৬॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

পীতাংশুকেতি শ্যামেতি—পীতাম্বরস্য শোভাধায়িত্বাদিত্যর্থঃ ॥ স্ব এবেতি। রতিম্—অভিরুচিম্। কিংবেতি—এতৎপক্ষে রতিং সম্ভোগম্। নন্বু শ্রীহ´রিধামেতি কথং, ধামশব্দস্য বিগ্রহবাচিত্বাৎ, "ধাম দেহে গৃহে রশ্মৌ" ইতি মেদিনী, নহি শ্রীহ´রের্বিগ্রহ ইতি চেৎ? তত্রাহ শক্তীতি। হ্লাদিনী শক্তিঃ খলু শ্রীঃ; তদভিন্নত্বাৎ তদ্বিগ্রহরূপৈব সেতি কিমনুপপন্নম্। বিশেষবলাত্তু ভেদকার্য্যং ভবিষ্যত্যেব, 'সত্তা সতী, ইত্যাদিবৎ; যদ্যপ্যভিন্না শক্তিস্তথাপি স্বেচ্ছাদিশব্দৈরুচ্যতে; বিশেষসামর্থ্যাৎ ॥২১৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

পাদ্মোত্তরখণ্ডোক্তং "সর্ব্বাক্ষরময়ং দিব্যং যোগপীঠমিতি স্মৃতমিতি" ॥ পূর্ব্বং ষোড়শকলমিত্যত্র "শ্রীর্ভূঃ কীর্ত্তিরিলা লীলা কান্তির্বিদ্যেতি সপ্তকম্। বিমলাদ্যা নবেত্যেতা মুখ্যাঃ ষোড়শশক্তয় ইতি পঞ্চপর্ব্বাবিদ্যা যয়া বিদ্যয়া ॥ ইত্যেতাভিঃ পূর্ব্বোক্তাভিঃ ॥ তস্যাঃ—শ্রিয়ঃ স্বধামতা—স্বধামত্বং স্বধামনি শ্রিয়াং রতিং বিদধতমিত্যর্থঃ ॥ অবিভিন্নাপি শক্তিঃ ॥২১৭॥

পঞ্চবিংশতি শক্তির পরিচয় এবং শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ প্রদর্শন।

পীতাংশুক পদদ্বারা শ্রীহরির বিগ্রহে যে শ্যামবর্ণ তাহা ব্যঞ্জিত হইল। অপর অধ্যাহণীয় শব্দ দ্বারা শ্রীপদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডোক্ত মহাযোগপীঠ বর্ণিত হইয়াছে। এইগ্রন্থে পরেও এবিষয়ে বলা হইবে। হ্লাদিনী, কীর্ত্তি, করুণা ও তুষ্টি এই চারিটি শক্তি এবং ষোড়শশক্তি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অপর বিদ্যাশক্তির পঞ্চপর্ব্বা সাংখ্য প্রভৃতি পঞ্চ শক্তি। পঞ্চরাত্রে সেই পঞ্চশক্তি বর্ণিত হইয়াছে যথা—সাংখ্য, যোগ, বৈরাগ্য, তপস্যা ও শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি ইহাকে পঞ্চপর্ব্বা বিদ্যা বলে। যে পঞ্চপর্ব্বাবিদ্যা দ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয়েন। সেই পদ্মপুরাণোক্ত মহাযোগপীঠ এই প্রকার পঞ্চবিংশতি শক্তি দ্বারা সর্ব্বদা পরিবৃত। স্ব—অসাধারণ অর্থাৎ নিজে অসাধারণভাবে প্রকাশশীল ঐশ্বয্যাদিরূপ ভগ বিদ্যমান। ইতরত্র—অন্যত্র ব্রহ্মাদিতে যে ঐশ্বর্য্যাদি তাহা অধ্রুব অর্থাৎ অস্থির ও ক্ষুদ্ররূপে বিদ্যমান, স্বধামে বৈকুণ্ঠে। রমমাণ-অভিরুচি বিধানকারী অথবা স্বধামে স্বরূপভূত শ্রীদেবীর সম্ভোগ বিধানকারী। যদি-বল শ্রীহরিধাম অর্থাৎ শ্রীহরির বিগ্রহ, কারণ ধামশব্দের অর্থ ধাম, দেহ, গৃহ ও রশ্মি ইহা মেদিনীকোষে অবগত হওয়া যায়, সুতরাং স্বরূপভূতা শক্তি শ্রীদেবী ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? তদুত্তর শ্রীহরিধাম অর্থাৎ শ্রীহরির বিগ্রহ এইরূপ অর্থ বলিতে পার না, কারণ স্বরূপশক্তি যে শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্না ভার্গবতন্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন যথা—শক্তি এবং শক্তিমানের কোন প্রকারেই ভেদ নাই। কারণ শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্না হওয়ায় সেইশক্তি তাঁহার বিগ্রহ রূপই জানিতে হইবে। অত এব শ্রীহরিধাম বলায় কোনই অসঙ্গত হয় নাই। সত্তা, সতী ইত্যাদির ন্যায় বিশেষবলে ভেদকার্য্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদিও সেই শক্তি শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্না, তথাপি বিশেষবলে স্বেচ্ছা প্রভৃতি শব্দদ্বারাও কথিত হইয়া থাকে ॥২১৭॥

কিঞ্চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে (প° পু°, উ° খ° ২৫৫।৫৭—৬৪)—

"প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী। বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ॥
তস্যাঃ পারে পরব্যোম্নি ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্। অমৃতং শাশ্বতং নিত্যম্ অনন্তং পরমং পদম্ ॥
শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যম্ অক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদম্। অনেককোটিসূর্য্যাগ্নিতুল্যবর্চ্চসমব্যয়ম্ ॥
সর্ব্ববেদময়ং শুভ্রং সর্ব্বপ্রলয়বর্জ্জিতম্। অসংখ্যমজরং সত্যং জাগ্রৎস্বপ্নাদিবর্জ্জিতম্ ॥
হিরণ্ময়ং মোক্ষপদং ব্রহ্মানন্দসুখাহ্বয়ম্। সমানাধিক্যরহিতম্ আদ্যন্তরহিতং শুভম্ ॥
তেজসাত্যদ্ভূতং রম্যং নিত্যমানন্দসাগরম্। এবমাদিগুণোপেতং তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
ন তদ্‌ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং হরেঃ ॥
তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং ধাম শাশ্বতং নিত্যমচ্যুতম্। নহি বর্ণয়িতুং শক্যং কল্পকোটিশতৈরপি ॥"

তত্রৈবাগ্রে (প° পু°, উ° খ° ২৫৬।৯—২১)—

শ্রীশাঙ্ঘ্রি ভক্তিসেবৈক-রসভোগবিবর্দ্ধিতাঃ। মহাত্মানো মহাভাগা ভগবৎপাদসেবকাঃ ॥
তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং ধাম যান্তি প্রেমসুখপ্রদম্। নানাজনপদাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং তদ্ধরেঃ পদম্ ॥
প্রাকারৈশ্চ বিমানৈশ্চ সৌধৈ রত্নময়ৈর্বৃতম্। তন্মধ্যে নগরী দিব্যা সাযোধ্যেতি প্রকীর্ত্তিতা ॥
মণিকাঞ্চনচিত্রাঢ্য প্রাকারৈস্তোরণৈর্বৃতা। চতুর্দ্বারসমাযুক্তা রত্নগোপুরসংবৃতা ॥২১৮॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

পরিপোষায় মহাবৈকুণ্ঠলোকং পাদ্মবাক্যৈর্বর্ণয়তি প্রধানেতি॥ শাশ্বতং—নবায়মানম্॥ শুভ্রং—নির্ম্মলম্। অসংখ্যম্—অপরিমিতম্॥ হিরণ্ময়ং—চিদ্‌ঘনম্॥ তদ্‌গমনাধিকারিণ আহ শ্রীশাঙ্ঘ্রীতি॥ অযোধ্যেতি—মায়য়া—যোদ্ধুমাবরীতুমশক্যত্বাদিত্যর্থঃ। তোরণৈঃ—বন্দনমালাভিঃ। গোপুরৈঃ—পুরদ্বারৈঃ সংবৃতা—বিশিষ্টা, "পুরদ্বারন্ত গোপুরম্" ইত্যমরঃ ॥২১৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অন্তরে মধ্যে॥ তস্যা বিরজায়াঃ পারে পরব্যোমপদং স্থানমিত্যন্বয়ঃ॥ ব্রহ্মণঃ পদমাশ্রয়ঃ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমুৎকৃষ্টং সদা, তৎ পরব্যোম॥ তৎ পরব্যোমবর্ণয়িতুং ন শক্যং যতো বিষ্ণোর্ব্যাপকস্য ধাম দেহস্বরূপমিত্যর্থঃ। যদুক্তমাদিবারাহে "ধাম তদ্দেহরূপকমিতি। শাশ্বতং নবায়মানং নিত্যমতএবাচ্যুতম্॥ তদ্বৈকুণ্ঠং ধাম যান্তি প্রাপ্নুবন্তি হরেঃ সর্ব্বদুঃখহর্ত্তুঃ ॥২১৮॥

শ্রীপদ্মোত্তরখণ্ডোক্ত মহাবৈকুণ্ঠ বর্ণন।

প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার নিজবাক্য পরিপোষণের নিমিত্ত পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডোক্ত বাক্যদ্বারা মহাবৈকুণ্ঠ বর্ণনা করিতেছেন—প্রকৃতি ও পরব্যোমের মধ্যবর্ত্তিনী বিরজা নাম্নীনদী। এই শুভদায়িনী-নদী বৈকুণ্ঠস্থিত মূর্ত্তিমান্ দেবগণের অঙ্গস্বেদ জনিত জলরাশিদ্বারা প্রবাহিতা। এই বিরজানদীর পরপারেই পরব্যোম ত্রিপাদ বিভূতিযুক্ত সনাতন অমৃত অর্থাৎ অতিশয় মধুর নিত্যনবায়মান অনন্ত শুদ্ধ-

চণ্ডাদিদ্বারপালৈশ্চ কুমুদাদ্যৈঃ সুরক্ষিত চণ্ড-প্রচণ্ডৌ প্রাগ্‌দ্বারে যাম্যে ভদ্র-সুভদ্রকৌ ॥
বারুণ্যাং জয় বিজয়ৌ সৌম্যে ধাতৃ-বিধাতরৌ কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ পুণ্ডরীকোঽথ বামনঃ ॥
শঙ্কুকর্ণঃ সর্ব্বনেত্রঃ সুমুখঃ সুপ্রতিষ্ঠিঃ। এতে দিক্‌পতয়ঃ প্রোক্তাঃ পুর্য্যামত্র শুভাননে ! ॥
কোটিবৈশ্বানরপ্রখ্য-গৃহপঙ্‌ক্তিভিরাবৃতা। আরূঢ়যৌবনৈর্নিত্যৈর্দিব্যনারী-নরৈর্যুতা ॥
অন্তঃপুরস্ত দেবস্য মধ্যে পুর্য্যা মনোহরম্। মণিপ্রাকারসংযুক্তং বরতোরণশোভিতম্ ॥
বিমানৈর্গৃহমুখ্যৈশ্চ প্রাসাদৈর্বহুভির্বৃতম্। দিব্যাপ্সরোগণৈঃ স্ত্রীভিঃ সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥
মধ্যে তু মণ্ডপং দিব্যং রাজস্থানং মহোৎসবম্। মাণিক্যস্তম্ভসাহস্রজুষ্টং রত্নময়ং শুভম্ ॥
নিত্যমুক্তৈঃ সমাকীর্ণং সামগানোপশোভিতম্। মধ্যে সিংহাসনং রম্যং সর্ব্ববেদময়ং শুভম্ ॥
ধর্ম্মাদিদৈবতৈর্নিত্যৈর্বৃতং বেদময়াত্মকৈঃ। ধর্ম্ম-জ্ঞান-মহৈশ্বর্য্য-বৈরাগ্যৈঃ পাদবিগ্রহৈঃ ॥২১৯॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

যত্র পুর্য্যাং কুমুদাদয়োঽষ্টৌ দিক্‌পালাঃ সন্তীত্যাহ কুমুদ ইত্যাদি ॥ নিত্যমুক্তৈঃ—নিত্যনিবৃত্ত-তমোভিঃ ॥ পীঠপাদা বিগ্রহা যেষাং তৈঃ ; পীটপাদতয়া স্থিতৈরিত্যর্থঃ ॥২১৯॥

সত্ত্বময় লোকাতীত দিব্য অক্ষর অর্থাৎ অপক্ষয়শূন্য অক্ষয় স্বরূপ ব্রহ্মের পরমপদ নিত্যই অবস্থিত। ঐ পরমপদ অসংখ্য বা অপরিমিত সূর্য্য ও অগ্নিরতুল্য তেজোময়। ঐ সর্ব্ব বেদময় ধাম অব্যয় শুভ্র অর্থাৎ উপাধি রহিত নির্ম্মল ও সর্ব্বপ্রকার প্রলয় রহিত। উহা অসংখ্য অজর অর্থাৎ পরিণাম রহিত ও জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপ এই মায়াবস্থাত্রয় বর্জ্জিত, ঐলোক সত্যস্বরূপ চিদ্‌ঘন ব্রহ্মানন্দসুখ স্বরূপ মোক্ষ স্থান। উহা সাম্য ও আধিক্য রহিত এবং আদ্যন্ত শূন্য, অর্থাৎ জন্মনাশ শূন্য। ঐধাম শুভ তেজোদ্বারা অতীব অদ্ভুত রমনীয় ও নিত্যই নবনবায়মান আনন্দের সাগর প্রভৃতি সর্ব্বগুণযুক্ত সেই বিভু বিষ্ণুর পরম পদ বৈকুণ্ঠধাম। যে লোকে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির আলোক প্রকাশ পায় না। যে ধামে গমন করিলে সাধক আর মায়া প্রপঞ্চ সংসারে পুনরাগমন করে না, তাহাই শ্রীবিষ্ণুর পরম ধাম। শাশ্বত, নিত্য এবং অচ্যুত শ্রীবিষ্ণুর সেই পরম ধাম শতকোটি কল্পেও কেহ বর্ণনা করিতে সমর্থ হয় না ; কারণ সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণুর ধামও তাঁহার দেহস্বরূপ। সেই পরমধামে গমনকারি অধিকারির পরিচয় প্রদানে বলিতেছেন— পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে পুনরায় যাহা বলিয়াছেন সেই বাক্যে প্রমাণিত করিতেছেন—শ্রীপতির চরণারবৃন্দে একমাত্র ভক্তিরূপ সেবারসের অনুভব দ্বারা বিবর্দ্ধিত ভগবদ্ভক্ত মহাভাগ মহাত্মাগণই শ্রীবিষ্ণুর সেই প্রেমসুখদ পরমধাম মহাবৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন। ঐধাম নানাবিধ দিব্যজনপদ ও প্রাকার অর্থাৎ প্রাচীর দ্বারা সমাকীর্ণ এবং বিমান ও রত্নময় সৌধমালায় পরিবৃত। ঐ লোকমধ্যে মণিকাঞ্চনময় বিচিত্র চিত্রযুক্ত প্রাচীর তোরণ অর্থাৎ বন্দনমালা এবং রত্নময় চতুর্দ্বারযুক্ত পুরদ্বারে পরিবৃত অযোধ্যা অর্থাৎ মায়াকৃতাবরণাযোগ্যা দিব্যা নগরী নিত্যই বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। এই অযোধ্যাপুরীই শ্রীরামাবতার-কালে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আবির্ভূত হইয়া থাকেন ॥২১৯॥

তত্রৈব (প০ পু০, উ০ খ০ ২৫৬'২৩—৫৪)।

"বসন্তি মধ্যমে তত্র বহ্নি-সূর্য্য-সুধাংশবঃ। কূর্ম্মশ্চ নাগরাজশ্চ বৈনতেয়স্ত্রয়ীশ্বরঃ॥
ছন্দাংসি সর্ব্বমন্ত্রাশ্চ পীঠরূপত্বমাস্থিতাঃ। সর্ব্বাক্ষরময়ং দিব্যং যোগপীঠমিতি স্মৃতম্॥
তন্মধ্যেঽষ্টদলং পদ্মমুদয়ার্কসমপ্রভম্। তন্মধ্যে কর্ণিকায়ান্তু সাবিত্র্যাং শুভদর্শনে !॥
ঈশ্বর্য্যা সহ দেবেশস্তত্রাসীনঃ পরঃ পুমান্। ইন্দীবরদলশ্যামঃ সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ॥
যুবা কুমারঃ স্নিগ্ধাঙ্গঃ কোমলাবয়বৈর্যুতঃ। ফুল্লরক্তাম্বুজনিভ-কোমলাঙ্ঘ্রিকরাব্জবান্॥
প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষঃ সুভ্রূলতযুগাঙ্কিতঃ। সুনাসঃ সুকপোলাঢ্যঃ সুশোভমুখপঙ্কজঃ॥
মুক্তাফলাভদন্তাঢ্যঃ সুস্মিতাধরবিদ্রুমঃ। পরিপূর্ণেন্দুসঙ্কাশসুস্মিতাননপঙ্কজঃ॥
তরুণাদিত্যবর্ণাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতঃ। সুস্নিগ্ধ-নীল-কুটিলকুন্তলৈরুপশোভিতঃ॥
মন্দার-পারিজাতাঢ্য-কবরীকৃত-কেশবান্।
প্রাতরুদ্যৎসহস্রাংশুনিভকৌস্তুভশোভিতঃ।
হার-স্বর্ণস্রগাসক্ত-কম্বুগ্রীবাবিরাজিতঃ॥২২০॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তন্মধ্যে—তস্য ধাম্নো মধ্যে। রত্নময়ানি গোপুরাণি পুরদ্বারাণি তৈঃ সংবৃতা। কুমুদাদ্যৈর্দিক্পতিভিঃ। দ্বারপালান্ বিবৃণোতি চণ্ডেতি। দিক্পতীন্ বিবৃণোতি কুমুদ ইতি। শুভাননে হে পার্ব্বতি। প্রখ্যঃ সদৃশঃ। পুর্য্যা মধ্যে দেবস্যান্তঃপুরম্। মণ্ডপং—চতুষ্কোণাবচ্ছিন্নগৃহবিশেষম্। মহোৎসবং মহান্ত উৎসবা যস্মিন্ তম্। ধর্ম্মাদিভির্দৈবতৈর্বৃতম্। তৈঃ কীদৃশৈঃ পাদবিগ্রহৈঃ ধর্ম্মাদিভিরুপলক্ষিতৈঃ॥ নতু ধর্ম্মাদিভিঃ পাদবিগ্রহৈশ্চ বৃতমিতি যোজ্যম্; ত্রিপাদবিভূতিধামত্বাৎ॥২১৯॥

যে পুরীতে কুমুদাদি অষ্টদিক্পাল বিদ্যমান রহিয়াছেন। এক্ষণে ইহাই দেখাইতেছেন—ঐ বৈকুণ্ঠধাম চণ্ডাদিদ্বারপাল এবং কুমুদাদি অষ্টদিক্পাল কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। উহার পূর্ব্বদ্বারে চণ্ড এবং প্রচণ্ড, দক্ষিণদ্বারে ভদ্র ও সুভদ্র, পশ্চিমদ্বারে জয় এবং বিজয় এবং উত্তরদ্বারে ধাতা ও বিধাতা নামক দিব্যদ্বার পালগণ বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। হে শুভাননে! পার্ব্বতি! কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীকাক্ষ, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্ব্বনেত্র, সুমুখ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত নামক অষ্টদিক্ পতিগণ এই পুরীর পূর্ব্বাদিক্রমে অষ্টদিকে বিদ্যমান্। ঐপুরী কোটিবৈশ্বানর সদৃশ গৃহশ্রেণীদ্বারা পরিবৃত এবং নিত্যারূঢ়যৌবন দিব্যনর নারীগণে পরিবৃত। ঐ পুরীর মধ্যে মণিময় প্রাচীর সংযুক্ত ও উৎকৃষ্ট তোরণ শোভিত। বহুবিমান দিব্যগৃহ ও প্রাসাদসমুহে পরিবৃত এবং চতুর্দ্দিকে দিব্য অপ্সরা ও স্ত্রীসমূহে সমলঙ্কৃত, শ্রীপতির মনোহর অন্তঃপুর বিরাজমান। ঐ অন্তঃপুর মধ্যে অসংখ্য মাণিক্যস্তম্ভযুক্ত, নিত্যমুক্ত জনগণে সমাকীর্ণ সামগাণোপশোভিত মহোৎসবযুক্ত, এবং বিবিধ মহোৎসবে পরিপূর্ণ বৈকুণ্ঠনাথের উপবেশনযোগ্য রত্নময় দিব্যমণ্ডপ বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ মণ্ডপমধ্যে রম্য ও শুভ সর্ব্ববেদময় সিংহাসন বিদ্যমান আছে।

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

বসন্তীতি। ত্রয়ীশ্বরঃ—বেদময়ঃ, বৈনতেয়ঃঃ—গরুড়ঃ॥ তন্মধ্য ইতি—গায়ত্রীরূপায়াং পদ্ম-কর্ণিকায়ামিত্যর্থঃ। হে শুভদর্শনে!—গৌরি!॥ কুমারঃ—ক্রীড়াপরঃ॥ মন্দারাদিভিঃ আঢ্যাঃ কবরী-কৃতাঃ কেশাঃ সন্ত্যস্যেতি তথা, মন্দারাদিপুষ্পৈঃ কৃতকেশবিন্যাসবিশেষঃ কবরী॥ হারাঃ—মুক্তাস্রজঃ, স্বর্ণস্রজশ্চ, তাভিরাসক্তা যা কম্বুগ্রীবা, তয়া বিরাজিতঃ; "রেখাত্রয়াঙ্কিতা গ্রীবা কম্বুগ্রীবেতি কথ্যতে।" ইতি হলায়ুধঃ॥২২০॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

আনুষঙ্গিকং সমাপ্য প্রস্তুতং বর্ণয়তি তত্র—পরব্যোমনি। ইতি হেতোঃ যোগপীঠং স্মৃতম্। তন্মধ্যে--তস্য যোগপীঠস্য মধ্যে। কর্ণিকায়াং—পদ্মমধ্যে। তন্মধ্যে—কর্ণিকায়াম্। কীদৃশ্যাং সাবিত্র্যাং গায়ত্রীরূপায়াম্। তত্র—তস্যাং তন্মধ্যকর্ণিকায়াম্। কুমারঃ—যুবরাজস্তত্ত্বেনৈবানাদিস্থিতেঃ। নির্ব্বি-সর্গপাঠে কুমার ইব স্নিগ্ধাঙ্গঃ। সুভ্রূলতেত্যার্ষং ছন্দোঽনুরোধাৎ। অথবা শোভনে ভ্রূলতে যস্মিন্ স সুভ্রূলতঃ যুগং হস্তচতুষ্কং তেনাঙ্কিতঃ স চাসৌ যুগাঙ্কিতশ্চেতি; যদুক্তং মেদিনীকারেণ—"যুগোরথ হলাদ্যঙ্গে ন দ্বয়োস্তু কৃতাদিষু। যুগো হস্তচতুষ্কেঽপি বৃদ্ধিনামৌষধেঽপি চেতি॥ হারস্বর্ণস্রগ্‌ভ্যামাসক্তা যা কম্বুবদ্‌গ্রীবা তয়া বিরাজিতঃ॥২২০॥

ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য এবং বৈরাগ্যের অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ বেদময় নিত্যবিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক পাদপীঠরূপে অবস্থিত হইয়া সেই সিংহাসন ধারণ করিয়া আছেন॥২১৯॥

সেই পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেই—সেইপরব্যোমস্থ দিব্য সিংহাসনের মধ্যভাগে বহ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, কূর্ম্ম, নাগরাজ অনন্ত, বিনতানন্দন বেদময় গরুড়, সমস্তছন্দ এবং সর্ব্ববিধ মন্ত্র যোগপীঠরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। যেহেতু ঐ পীঠ সর্ব্বাক্ষরময় ও দিব্য, সেইহেতুই উহা যোগপীঠ নামে অভিহিত হন। হে শুভদর্শনে গৌরি! সেই যোগপীঠের মধ্যে নবোদিত সূর্য্যসদৃশ অষ্টদল পদ্ম আছে, সেই পদ্মমধ্যস্থিত গায়ত্রী স্বরূপা কর্ণিকাতে সর্ব্বদেবেশ্বর পরম পুরুষ শ্রীনারায়ন লক্ষ্মীদেবীর সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি বিকসিত নীলপদ্মের ন্যায় শ্যাম অঙ্গপ্রভায় কোটিসূর্য্যতুল্য, তিনি নিত্যযৌবনশালী ও কুমার অর্থাৎ ক্রীড়াপরায়ণ, তাঁহার অঙ্গ স্নিগ্ধ ও সুকোমল অবয়বযুক্ত। তাঁহার সুকোমল করপদ্ম ও চরণপদ্ম বিকসিত রক্তপদ্ম সদৃশ। নয়নযুগল প্রফুল্ল পুণ্ডরীক সদৃশ এবং ভ্রূযুগল অতীব সুরম্য। তাঁহার নাসিকা ও কপোল এবং মুখপদ্ম সাতিশয় সুন্দর। তাঁহার দন্তপঙ্‌ক্তি মুক্তাফলের ন্যায় এবং সুস্মিত অধরযুগল প্রবাল সদৃশ। তাঁহার সুস্মিত মুখপঙ্কজ পূর্ণচন্দ্র সদৃশ এবং তিনি নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় কুণ্ডলযুগলে সুশোভিত। তাঁহার সুস্নিগ্ধ নীল ও কবরীকৃত কুটিলকেশকলাপ পারিজাত ও মন্দার কুসুমে শোভিত। তিনি প্রাতঃকালে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশীল কৌস্তুভমণি শোভিত এবং তাঁহার হারযুক্ত গ্রীবা স্বর্ণমালা যুক্ত রেখাত্রয়ে সুশোভিত॥২২০॥

সিংহস্কন্ধনিভৈঃ প্রোচ্চৈঃ পীনৈরংসৈর্বিরাজিতঃ। পীনবৃত্তায়তভুজৈশ্চতুর্ভিরুপশোভিতঃ॥
অঙ্গুলীয়ৈশ্চ কটকৈঃ কেয়ূরৈরুপশোভিতঃ। বালার্ককোটিসঙ্কাশৈঃ কৌস্তুভাদ্যৈঃ সুভূষণৈঃ॥
বিরাজিতমহাবক্ষা বনমালাবিভূষিতঃ। বিধাতুর্জননস্থান-নাভিপঙ্কজশোভিতঃ॥
বালাতপনিভশ্লক্ষ্ণ-পীতবস্ত্রসমন্বিতঃ। নানারত্নবিচিত্রাঙ্ঘ্রি-কটকাভ্যাং বিরাজিতঃ॥
সজ্যোৎস্নচন্দ্রপ্রতিম-নখপঙ্‌ক্তিভিরাবৃতঃ। কোটিকন্দর্পলাবণ্যঃ সৌন্দর্য্যনিধিরচ্যুত॥
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গো বনমালাবিভূষিতঃ। শঙ্খ-চক্রগৃহীতাভ্যামুদ্বাহুভ্যাং বিরাজিতঃ॥
বরদাভয়হস্তাভ্যাম্ ইতরাভ্যাং তথৈব চ। বামাঙ্কসংস্থিতা দেবী মহালক্ষ্মীর্মহেশ্বরী॥
হিরণ্যবর্ণা হরিণী সুবর্ণ-রজতস্রজা। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না যৌবনারম্ভবিগ্রহা॥
রত্নকুণ্ডলসংযুক্তা নীলাকুঞ্চিতশীর্ষজা। দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গী দিব্যপুষ্পোপশোভিতা॥
মন্দার-কেতকী-জাতীপুষ্পাঞ্চিতসুকুন্তলা। সুভ্রূঃ সুনাসা সুশ্রোণী পীনোন্নতপয়োধরা॥
পরিপূর্ণেন্দুসঙ্কাশসুস্মিতাননপঙ্কজা। তরুণাদিত্যবর্ণাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতা॥
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা তপ্তকাঞ্চনভূষণা। হস্তৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তা কনকাম্বুজভূষিতা॥
নানা রত্নবিচিত্রাঢ্যকনকাম্বুজমালয়া। হার-কেয়ূর-কটকৈরঙ্গুরীয়ৈশ্চ ভূষিতা॥
ভুজযুগ্মধৃতোদগ্র-পদ্মযুগ্মবিরাজিতা। গৃহীত-মাতুলুঙ্গাখ্যজাম্বূনদকরাঞ্চিতা॥২২১॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

সিংহেতি। অংসৈঃ—স্কন্ধৈঃ। কটকৈঃ—চতুর্ভিঃ কঙ্কণৈরিত্যর্থঃ। বিধাতুর্জননস্থানেতি—এতস্মাৎ গর্ভোদকশয়স্য অদ্বৈতাদিত্যর্থঃ। বালাতপেতি—বালসূর্য্যোপমেত্যর্থঃ। উদ্বাহুভ্যাম্—উর্দ্ধবাহুভ্যাম্। ইতরাভ্যাম্—অধোবাহুভ্যাম্। হরিণী—মনোহরা, স্বর্ণপ্রতিমোপমত্বাৎ; "হরিণী হরিতায়াঞ্চ নারীভিদ্‌বৃত্তভেদয়োঃ। সুবর্ণপ্রতিমায়াঞ্চ" ইতি মেদিনী। গৃহীতং মাতুলুঙ্গাখ্যং জাম্বূনদং যেন তাদৃশেন করেণাঞ্চিতা, স্বর্ণময়বীজপূরফলশোভিতকরেতি লীলয়া তদ্‌গ্রহণম্: "ফলপূরো বীজপূরো রুচকো মাতুলুঙ্গকে।" ইত্যমরঃ॥২২১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অংসৈঃ স্কন্ধৈঃ পীনাঃ পুষ্টাঃ বৃত্তাঃ বর্ত্তুলাকারা আয়তা দীর্ঘাশ্চ যে ভুজাস্তৈঃ॥ কৌস্তুভাদ্যৈর্বিভূষণৈর্বিরাজিতং যন্মহাবক্ষস্তত্র যা বনমালা তয়া শোভিতঃ সমস্তস্যাসমস্তেন নিত্যাপেক্ষেণ সঙ্গতিরিত্যনেন সঙ্গতিঃ করণীয়া। যদ্বা কৌস্তুভাদ্যৈর্বিরাজিতং মহাবক্ষো যস্য স বিরাজিত-মহাবক্ষাঃ স চাসৌ বনমালাবিভূষিতশ্চেতি। অথবা কৌস্তুভাদ্যৈঃ সহ বিরাজিতং মহঃ কান্তির্যস্য স বিরাজিতমহাঃ। বিধাতুর্জননস্থানং যন্নাভিপঙ্কজং তেন শোভিতঃ। অংশাংশিনোরভেদাদেষোক্তিঃ। অবনৈ রক্ষকৈর্দত্তা যা মালাস্তাভির্বিভূষিতঃ। যদ্বা অবনশ্রেণ্যা বিভূষিতঃ। যদ্বা বনমালয়া জলমালয়া তজ্জন্যত্বেন লক্ষণয়া অর্থাৎ পদ্মমালয়া বিভূষিতঃ। উদ্বাহুভ্যাং উর্দ্ধহস্তাভ্যাং ইতরাভ্যাং নিম্নহস্তাভ্যাম্। মহালক্ষ্মীং বর্ণয়তি

এবং নিত্যানপায়িন্যা মহালক্ষ্ম্যা মহেশ্বরঃ। মোদতে পরমব্যোম্নি শাশ্বতে সর্ব্বদা প্রভুঃ॥
পার্শ্বয়োরবনীলীলে সমাসীনে শুভাননে। অষ্টদিক্ষু দলাগ্রেষু বিমলাদ্যাশ্চ শক্তয়ঃ॥
বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা তথৈব চ। প্রহ্বী সত্যা তথেশানা মহিষ্যঃ পরম.ত্মনঃ॥
গৃহীত্বা চামরান্ দিব্যান্ সুধাকরসমপ্রভান্। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না মোদন্তে পতিমচ্যুতম্॥
দিব্যাপ্সরোগণাঃ পঞ্চশতসংখ্যাশ্চ যোষিতঃ। অন্তঃপুরনিবাসিন্যঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ॥
পদ্মহস্তাশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ কোটিবৈশ্বানরপ্রভাঃ। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাঃ শীতাংশুসদৃশাননাঃ॥
তাভিঃ পরিবৃতো রাজা শুশুভে পরমঃ পুমান্। অনন্তবিহগাধীশসেনান্যাদ্যৈঃ সুরেশ্বরৈঃ॥
অন্যৈঃ পরিজনৈর্নিত্যৈর্মুক্তৈশ্চ পরিসংবৃতঃ।
মোদতে রময়া সার্দ্ধং ভোগৈশ্বর্য্যৈঃ পরঃ পুমান্॥" ২২২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

সার্দ্ধসপ্তভিঃ বামাঙ্কেতি। সুবর্ণরজতস্রজেতি। দিশাবাচেতিবদ্ধলন্তাদাৎপ্রত্যয়ঃ। যদ্বা উপলক্ষণে তৃতীয়া। নানারত্নবিচিত্রৈরাঢ্যা যুক্তা যা কনকপদ্মমালা তয়া বিভূষিতা। ভুজযুগ্মেন ধৃতং যত্নদগ্রং নব্যং পদ্মযুগ্মং তেন বিরাজিতা। গৃহীতং মাতুলুঙ্গাখ্যং জাম্বূনদং যাভ্যাং তৌ চ তৌ চেতি তাভ্যামঙ্কিতা॥২২১॥

তিনি সিংহ স্কন্ধসদৃশ অত্যুন্নত ও স্থূল অংসচতুষ্টয়ে এবং পীনসুবলিত ও আয়ত ভুজচতুষ্টয়ে বিরাজিত। তিনি অঙ্গুরীয়, কেয়ূর ও বলয় দ্বারা সুশোভিত। তাঁহার বক্ষঃস্থল কোটিকোটি নবসূর্য্য-সদৃশ কৌস্তভাদি সুভূষণে ও বনমালায় বিভূষিত। তিনি বিধাতার জন্মস্থানরূপ নাভিপদ্ম দ্বারা সুশোভিত, এইহেতু তিনি গর্ভোদশায়ী হইতে অভিন্ন। তিনি নবোদিত সূর্য্যসন্নিভ সুস্নিগ্ধ পীতবসন পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার চরণযুগল নানারত্ন খচিত নূপুরদ্বারা বিভূষিত এবং নখপঙ্‌ক্তি জ্যোৎস্না সমন্বিত চন্দ্র সদৃশ। তিনি কোটিকন্দর্পের ন্যায় লাবণ্যশালী ও নিখিল সৌন্দর্য্যের নিধি, তাঁহার অঙ্গ দিব্য-চন্দনচর্চ্চিত ও পদ্মমালায় সুশোভিত। তাঁহার উর্দ্ধবাহু যুগলে শঙ্খ ও চক্র এবং অধোবাহুদ্বয়ে বর ও অভয় নিত্যই সুবিরাজিত। সুবর্ণ প্রতিমাসদৃশী সুবর্ণ ও রজত মালায় অলঙ্কৃতা অতিতেজস্বিনী মহা-লক্ষ্মী এই শ্রীনারায়ণের বামাঙ্কে অবস্থান করিতেছেন। ইনি সর্ব্বসল্লক্ষণ সম্পন্না ও নবযৌবনা, ইঁহার কর্ণযুগল রত্নময় কুণ্ডলে সুশোভিত ও কেশকলাপ নীলবর্ণ ও আকুঞ্চিত। তিনি মন্দার, কেতকী ও জাতি কুসুমে সুশোভিত এবং তাঁহার অঙ্গ দিব্যচন্দনে প্রলিপ্ত ও দিব্যপুষ্পসমূহে সুশোভিত। ইঁহার ভ্রূ, নাসিকা নিতম্বদেশ পরম সুশোভান্বিত, পয়োধর যুগল পীন ও উন্নত এবং সুস্মিত মুখ পঙ্কজ পূর্ণচন্দ্র সদৃশ। নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী কুণ্ডলদ্বয়ে ইঁহার কর্ণযুগল সুবিরাজিত। ইনি তপ্তকাঞ্চন-বর্ণা হইয়াও কাঞ্চনালঙ্কারে বিভূষিতা এবং স্বর্ণপদ্ম ভূষিত চতুর্ভুজে সুবিরাজিতা, ইনি নানারত্ন বিচি-ত্রিত স্বর্ণময় কমলমালা ও হার, কেয়ূর কটক এবং অঙ্গুরীয় সমূহে সমলঙ্কৃতা। লীলার নিমিত্ত ইঁহার উর্দ্ধস্থ হস্তদ্বয়ে প্রফুল্ল পদ্মযুগল ও অধোস্থিত হস্তদ্বয়ে স্বর্ণময় বীজপূরফল সুশোভিত॥২২১॥

অত্র কারিকাঃ।—

অর্থতঃ শব্দতশ্চাত্র যৎ পুনঃপুনরুচ্যতে। তদসম্ভাব্যবস্তুত্বাৎ প্রতীত্যৈ হেতুবাদিনাম্ ॥
শ্রীশনিশ্বাসরূপাণাং বেদানাং তত্র মূর্ত্ততা। ততস্তদঙ্গতো জাতাঃ স্বেদাঃ পরমপাবনাঃ ॥
ত্রিপাদ্‌বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং তু তৎ পদম্। বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ
অমৃতং সুষ্ঠু মধুরং শাশ্বতস্তু মুহুর্নবম্।
শুদ্ধসত্ত্বস্তু তৎ প্রোক্তং সত্ত্বম প্রাকৃতস্তু যৎ।
নিত্যাক্ষরাদিশব্দৈস্তু ষড়্‌ভাবপরিবর্জ্জনম্ ॥২২৩॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

এবমিতি—বর্ণিতরূপয়েত্যর্থঃ॥ পার্শ্বয়োরিতি। অবনী-লীলে—ভূদেবী-লীলাদেব্যৌ লক্ষ্ম্যাঃ সখ্যৌ, পার্শ্বয়োর্ব্বর্ত্তেতে; লক্ষীস্তু বামাঙ্গে ইতি জ্ঞেয়ম্॥ মোদন্তে—মোদয়ন্তীত্যর্থঃ॥ অনন্তঃ—শেষঃ, বিহগাধীশঃ—গরুড়ঃ, সেনানীঃ—বিষ্বক্‌সেনঃ ॥২২২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

এবমিত্থম্ভূতয়া। পার্শ্বয়োস্তু পার্শ্বদ্বয়ে। শুভে আননে যয়োস্তে। যদ্বা শ্রীপার্ব্বতীকর্ম্মকসম্বোধনম্ বিমলাদ্যাশ্চ শক্তয়ঃ সমাসীনা ইত্যর্থঃ। তাসাং নামানি সেবাশ্চাহ বিমলোৎকর্ষিণীতি। অচ্যুতং পতিং প্রাপ্য তা মোদন্ত ইতি যোজ্যম্। যদ্বা অচ্যুতং পতিং মোদয়ন্তীত্যর্থঃ; অন্তর্ভাবিতণ্যর্থত্বাৎ। দিব্যাস্পরোগণাঃ যোষিতশ্চ মোদন্ত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। তাভিঃ পূর্ব্বোক্তাভির্মহিষ্যাদিভিঃ। সেনানী কার্ত্তিকেয়ঃ ॥২২২॥

বর্ণিতরূপানুযায়ী সর্ব্বসুলক্ষণা এতাদৃশী নিত্য অনপায়িনী অর্থাৎ স্বাভাবিকী মহালক্ষ্মীরসহিত মহামহেশ্বর ভগবান্ নারায়ণ পরব্যোমাখ্য নিত্যধামে সর্ব্বদা পরমানন্দ উপভোগ করিতেছেন। হে শুভাননে গৌরি! তাঁহার উভয়পার্শ্বে ভূদেবী ও লীলাদেবী লক্ষ্মীদেবীর সখীদ্বয় সমাসীনা রহিয়াছেন। আর পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে স্থিত যোগপীঠস্থ পদ্মের অষ্টদলাগ্রে বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা প্রহ্বী, সত্যা, এবং ঈশানা সর্ব্বসল্লক্ষণাযুক্তা এই অষ্টশক্তি শ্রীহরির অষ্টমহিষীরূপে অবস্থান করিয়া সুধাকর সদৃশ দিব্য চামর সমূহ ধারণ পূর্ব্বক স্বীয়পতি শ্রীঅচ্যুতের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। যাঁহাদিগের হস্তে লীলাকমল, অঙ্গপ্রভা কোটি বৈশ্বানর সদৃশ, অন্যর সর্ব্ববিধ সল্লক্ষণাযুক্ত এবং বদনকমল সুধাকর সন্নিভ, সেই অপ্রাকৃত পঞ্চশত অপ্সরাগণে এবং অন্তঃপুর বাসিনী অন্যান্য বরস্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া রাজরাজেশ্বর পরমপুরুষ শ্রীহরি পরম শোভা ধারণ করিতেছেন এবং অনন্ত,খগেশ্বর গরুড় ও বিষ্বকসেন প্রভৃতি সুরেশ্বরগণ ও অন্য নিত্যমুক্ত পার্ষদবৃন্দে পরিবৃত হইয়া পুরুষোত্তম শ্রীনারায়ণ মহালক্ষ্মীর সহিত ভোগ ও ঐশ্বর্য্যদ্বারা পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন ॥২২২॥

কিঞ্চানুত্থাপিতানামপি কারিকাঃ ।—

আদ্যমাবরণং দিক্ষু পূর্ব্বাদিষু কিলাষ্টসু । ব্যূহৈর্লক্ষ্যাদিসহিতৈর্বাসুদেবাদিভির্মতম্ ।।
পূর্য্যো লক্ষ্ম্যাঃ সরস্বত্যা রতেঃ কান্তেরনুক্রমাৎ । বিদিক্ষু পরমব্যোম্নি আগ্নেয্যাদিষু কীর্ত্তিতাঃ ।।
কেশবাদ্যৈরিহ চতুর্বিংশত্যা তু দ্বিতীয়কম্ । অষ্টাসু কিল কাষ্ঠাসু তেষাং জ্ঞেয়ং ত্রয়ং ত্রয়ম্ ।।
দশভির্মৎস্য-কূর্ম্মাদ্যৈর্দশদিক্ষু তৃতীয়কম্ । সত্যাচ্যুতানন্ত দুর্গা-বিষ্বক্সেন-গজাননৈঃ ।।
শঙ্খ-পদ্মনিধিভ্যাঞ্চ তুর্য্যমষ্টাসু দিক্ষ্বিদম্ । ঋগ্বেদাদিচতুষ্কেণ সাবিত্র্যা গরুড়েন চ ।।
তথা ধর্ম্ম-মখাভ্যাঞ্চ পঞ্চমং পূর্ব্বসম্মতম্ ।
শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম-খড়্গ-শার্ঙ্গ-হলৈস্তথা ।
মুষলেন চ ষষ্ঠং স্যাদিন্দ্রাদ্যৈঃ সপ্তমং তথা ।।২২৪।।

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

পাদ্মপদ্যার্থান্ কারিকাভিঃ সঙ্কলয়তি অর্থত ইত্যাদিভিঃ । শব্দার্থয়োঃ পুনঃপুনরুক্তিরস্তি সা তু হেতুবাদিনাং—তর্কপরাণাং প্রতীত্যর্থত্বাৎ ন দোষঃ । দুরূহোঽর্থঃ খলু অসকৃদুপদিষ্টো হৃদয়মারোহতীতি ॥ ত্রিপাদ্‌বিভূতেরিতি—একপান্মায়িকী বিভূতিস্তত্র নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥২২৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অর্থতঃ সমানার্থাৎ শব্দত এবংশব্দস্য মুহুঃ প্রয়োগাৎ । তৎ—পুনঃপুনর্ব্বচনম্ । তদঙ্গতঃ—তেষামঙ্গেভ্যঃ । ধামত্বাৎ—আশ্রয়ত্বাৎ । অমৃতমিব মধুরমিতি (ধর্ম্মবাচক-লোপাদ্ধর্ম্মেবাদিলোপমামূলমেতৎ) ॥২২৩॥

পদ্মপুরাণ কথিত পদ্যার্থের স্বকৃত কারিকাদ্বারা সঙ্কলন করিতেছেন—অর্থদ্বারা অর্থাৎ তাৎপর্য্যবৃত্তিদ্বারা ও শব্দদ্বারা অর্থাৎ মুখ্যবৃত্তিদ্বারা একই বিষয় পুনঃপুনঃ বর্ণিত হইয়াছে যাহা তাহা, ইহা কেবল হেতুবাদি তার্কিকগণের প্রতীতির নিমিত্ত। অতএব ইহাতে কোন দোষ হয় নাই। কারণ বক্তব্য বিষয়টি লৌকিকদৃষ্টিতে আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তজ্জন্য দুরূহবিষয়টি পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইলে লোকের হৃদয়ে অবধারণের সুযোগ ঘটে। শ্রীপতির নিশ্বাসস্থানীয় বেদবৃন্দ শ্রীমহাবৈকুণ্ঠধামে মূর্ত্তিমানরূপে নিত্যই বিদ্যমান রহিয়াছেন। শ্রীহরির ভক্তিভাবে বিভাবিত বেদগণের পরম সাত্ত্বিক ভাবের উদ্‌গমে অঙ্গ হইতে পরম পবিত্র স্বেদজল বিগলিত হইতেছে। যেহেতু পরব্যোম ত্রিপাদবিভূতির অর্থাৎ অমৃত, ক্ষেম ও অভয়ের আশ্রয় বলিয়া সেই পদ বা ধাম ত্রিপাদ্‌ভূত। সর্ব্ববিধ একপাদ বিভূতিই জড়প্রপঞ্চ মায়িক নামে অভিহিত। সুতরাং পরব্যোমে মায়িক বিভূতি নাই। অমৃত—অতিশয় মধুর। শাশ্বত অর্থাৎ সর্ব্বদাই নাবায়মান। শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ অপ্রাকৃতসত্ত্ব। নিত্য ও অক্ষর প্রভৃতি পদদ্বারা পরব্যোমে জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ষড়ভাববিকারের নিষেধ করিলেন ॥২২৩॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

পাদ্মোত্তরখণ্ডে মহাবৈকুণ্ঠস্য বিস্তরেণ বর্ণনমস্তি, তৎ সংক্ষেপেণ দর্শয়তি, আদ্যমিত্যাদিভিঃ। পূর্ব্বাদিষু দিক্ষু বাসুদেবাদয়শ্চত্বারো ব্যূহাঃ, আগ্নেয্যাদিষু বিদিক্ষু তু লক্ষ্মী-সরস্বতী-রতি-কান্তয়স্তৎ-প্রেয়স্যো নিবসন্তীতি প্রথমাবরণস্যাবরকাঃ॥ কেশবাদ্যৈরিতি—একৈকস্যাং দিশি ত্রয়স্ত্রয়ো নিবসন্তীতি পাদ্মোত্তরখণ্ডাদেব বোধ্যং বিস্তরভয়ান্নাত্র লিখিতম্॥ তৃতীয়স্যাবরণস্যাবরকানাহ, দশভিরিতি। অত্র ব্রাহ্মদিশি কৃষ্ণো যদ্যপ্যাবরণত্বেনোক্তস্তথাপি তদ্দিশস্তূর্দ্ধত্বাৎ তদ্বর্ত্তিনস্তস্য পারম্যং বেদিতব্যং, গ্রন্থস্য তল্লোকপরত্বেন তৎপক্ষপাতিত্বেঽপি বস্তুস্থিতেরত্যাগাৎ॥ চতুর্থস্যাবরণস্যাহ, সত্যাচ্যুতেতি। দুর্গা-গজাননাবত্র নৈব প্রাকৃতদেহৌ, "ন যত্র মায়া" ইত্যুক্তেঃ, কিন্তু চিদ্বিগ্রহৌ তৎপার্ষদাবিতি জ্ঞেয়ম্॥ পঞ্চমস্যাহ, ঋগ্বেদাদীতি। অত্রৈতে মূর্ত্তা জ্ঞেয়াঃ, "যত্র মূর্ত্তিধরাঃ কলাঃ" ইত্যুক্তেঃ। মখশব্দেন ক্রিয়া-ধিষ্ঠাতৃদেবতা মূর্ত্তৈব জ্ঞেয়া॥ ষষ্ঠস্যাহ শঙ্খেতি। ইন্দ্রাদ্যৈরষ্টভিস্তু সপ্তমং জ্ঞেয়ম্॥২২৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অনুত্থাপিতানাং—দিগাদ্যাবরণাভিব্যঞ্জকপদ্যানাং তত্রত্যানাম্। আদ্যমাবরণং মতং; তেষাং সর্ব্বেষামুপজীব্যত্বাৎ। অষ্টস্বিত্যুপাদানাৎ দিক্ষ্বিত্যত্র বিদিক্ষ্বপীতি ব্যাখ্যেয়ম্; এতদগ্রে ব্যক্তী ভবিষ্যতি লক্ষ্ম্যাদীনাং পুর্য্যঃ কীর্ত্তিতাঃ। কেশবাদ্যৈঃ—কেশবনারায়ণমাধবাদ্যৈঃ। দ্বিতীয়কমাবরণং মতমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। এবমুত্তরত্র। তেষাং—কেশবাদীনাম্। দশভিঃ স্বাংশৈঃ। ইদং তুর্য্যং। সাবিত্র্যা শ্রীগায়ত্র্যা। ইন্দ্রাদ্যৈরষ্টদিক্‌পালৈঃ॥২২৪॥

শ্রীমহাবৈকুণ্ঠের আবরণ দেবতা।

শ্রীপদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে মহাবৈকুণ্ঠের বিস্তারিত বর্ণনা আছে, কিন্তু গ্রন্থবিস্তারভয়ে তাহা উল্লেখ করেন নাই, প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার অনুত্থাপিত সেই শ্লোক সকলের অর্থ সংক্ষেপে কারিকাদ্বারা বর্ণনা করিতেছেন—মহাবৈকুণ্ঠের পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে লক্ষ্মীপ্রভৃতির সহিত শ্রীবাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ দ্বারা প্রথম আবরণ। তন্মধ্যে পরব্যোমের পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে বাসুদেবের, দক্ষিণদিকে সঙ্কর্ষণের, পশ্চিমদিকে প্রদ্যুম্নের এবং উত্তরদিকে অনিরুদ্ধের পুরী বিদ্যমান। অপর বিদিক্ষু অর্থাৎ আগ্নেয়াদি কোণ চতুষ্টয়ে যথা—অগ্নিকোণে লক্ষ্মীদেবীর, নৈঋতকোণে সরস্বতীর, বায়ুকোণে রতিদেবীর, এবং ঈশান-কোণে কান্তিদেবীর পুরী বিদ্যমান, অপর কেশবাদি চতুর্বিংশতি মূর্ত্তিদ্বারা মহাবৈকুণ্ঠের দ্বিতীয়আবরণ। পূর্ব্বাদি অষ্টাদিকের এক এক দিকে কেশবাদি তিন তিন মূর্ত্তি অবস্থিত, অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে কেশব, নারায়ণ ও মাধব এই মূর্ত্তিত্রয়, অগ্নিকোণে গোবিন্দ, বিষ্ণু ও মধুসূদন এই ত্রিমূর্ত্তি এবং দক্ষিণদিকে ত্রিবিক্রম, বামন ও শ্রীধর এই ত্রিমূর্ত্তি, নৈঋতকোণে হৃষিকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর এই ত্রিমূর্ত্তি। পশ্চিমদিকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্ন এই মূর্ত্তিত্রয়, বায়ুকোণে অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম ও অধোক্ষজ এই ত্রিমূর্ত্তি, উত্তরদিকে নৃসিংহ, অচ্যুত, ও জনার্দ্দন এই ত্রিমূর্ত্তি এবং ঈশানকোণে উপেন্দ্র, হরি ও কৃষ্ণ এই মূর্ত্তিত্রয় অবস্থিত। এই কেশবাদি চতুর্বিংশতি মূর্ত্তির

"সাধ্যা মরুদ্গণাশ্চৈব বিশ্বেদেবাস্তথৈব চ। নিত্যাঃ সর্ব্বে পরে ধাম্নি যে চান্যে ত্রিদিবৌকসঃ ॥
তে বৈ প্রাকৃতনাকেঽস্মিন্ননিত্যাস্ত্রিদিবেশ্বরাঃ।" বাসুদেবাদিমূর্ত্তীনাং সপ্ততেস্তু চতুর্ভুজঃ ॥
লোকাস্তু তাবৎসংখ্যাকাঃ পরে ধাম্নি চকাসতি। ত্রিষু পুংসোঽবতারেষু রুদ্রাৎ পদ্মভবাৎ তথা ॥
ভৃগ্বাদিকৃতনির্দ্ধারাদ্বিষ্ণুরেব মহত্তমঃ। কিং পুনঃ পুরুষস্তত্র বাসুদেবোঽত্র কিন্তরাম্ ॥
তত্রাপি কিন্তমাং সোঽয়ং মহাবৈকুণ্ঠনায়কঃ। সদাশিবাখ্যো যঃ শম্ভুঃ স চৈশান্যাবৃতির্মতা ॥২২৫॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ননু ইন্দ্রাদয়ো দেবতাঃ প্রপঞ্চলোকাঙ্গভূতাঃ খ্যাতাঃ, কথম্ অপ্রপঞ্চলোকাঙ্গতয়োচ্যন্তে? তত্রাহ সাধ্যা ইত্যাদি সার্দ্ধকং পাদ্মোত্তরখণ্ডীয়মেব (প০ পু০, উ০ খ০ ২৫৬।৬৪—৬৫), প্রাপঞ্চিকদেবতাপ্রাসাদান্তাস্তন্নিবাসিন্য ইতি বোধ্যম্। মহাবৈকুণ্ঠাবরণদেবতানাং চতুঃসপ্ততিসংখ্যানাং বাসুদেবাদীনাং স্থানানি তত্তদ্দিক্ষু দিব্যানি সন্তীত্যাহ বাসুদেবাদীতি। লোকাঃ—ভুবনানি, "লোকস্তু ভুবনে জনে" ইত্যমরঃ ॥ ননু মহাবৈকুণ্ঠনাথস্য বিষ্ণোরিদং পারম্যনিরূপণং শ্রদ্ধাজাড্যকৃতমেব, "একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকাঃ।" ইত্যাদিস্মৃতিভির্ব্রহ্মশিবয়োশ্চ তল্লাভাৎ? ইতি ত্রিদৈব্যৈক্যবাদিভিরাক্ষিপ্তে প্রাহ ত্রিষ্বিতি। পুংসঃ--গর্ভোদকশয়স্য, ত্রিষু—ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেষু অবতারেষু মধ্যে, রুদ্রাৎ পদ্মভবাচ্চ সকাশাৎ বিষ্ণুরেব মহত্তমঃ, ন রুদ্রঃ, ন চ পদ্মভবঃ। কুতঃ? ইত্যাহ ভৃগ্বাদীতি। কথা তু শ্রীদশমে ত্রিদেবীপরীক্ষায়াং (ভা০ ১০।৮৯) দ্রষ্টব্যা। এবঞ্চেৎ তেষাং ত্রয়াণামবতারী পুরুষো গর্ভোদকশয়ঃ কারণোদকশয়শ্চ মহত্তম ইতি কিং বাচ্যম্, ততো বাসুদেবস্তথেতি কিন্তরাম্, ততো মহাবৈকুণ্ঠনায়কো ব্যূহী পরাখ্যস্তথেতি কিন্তমাং বাচ্যমিত্যর্থঃ। তথা চ সর্ব্বেষামংশী স্বয়ংরূপোঽয়মিতি নিষ্কর্ষঃ ॥ ননু মহাশৈবৈঃ স্বনির্ণয়ে সদাশিবো

অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ, লীলাপুরুষোত্তম যশোদানন্দন হইতে ভিন্ন জানিতে হইবে। পূর্ব্বাদি দশদিকে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, ও কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী এই দশমূর্ত্তিদ্বারা তৃতীয় আবরণ। এস্থলে উর্দ্ধদিকে যদিও শ্রীকৃষ্ণ আবরণরূপে উক্ত হইয়াছে, তথাপি উর্দ্ধদিকস্থিত শ্রীকৃষ্ণের পারম্য বুঝিতে হইবে। কারণ এই প্রকরণগ্রন্থ মহাবৈকুণ্ঠ পরত্বরূপে কথিত বলিয়া এবং তৎপক্ষপাতিত্ব হইলেও তত্ত্ববস্তুর যে পারম্য তাহা ত্যাগ করে নাই। অপর পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে সত্য, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, গজানন। এস্থলে দুর্গা ও গজাননের প্রাকৃতদেহ নহে, কারণ যে মহাবৈকুণ্ঠে প্রাকৃত মায়া গন্ধ রহিত কথিত হওয়ায় এই দুর্গা ও গজাননকে অপ্রাকৃত চিদঘন বিগ্রহ জানিতে হইবে। অপর শঙ্খনিধি, পদ্মনিধি চতুর্থ আবরণরূপে অবস্থিত পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ,সামবেদ অথর্ব্ববেদ, সাবিত্রী, গরুড়, ধর্ম্ম এবং যজ্ঞ এইঅষ্ট, মূর্ত্তিমান হইয়া পঞ্চম আবরণরূপে বিদ্যমান। অপর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, খড়গ, শার্ঙ্গ, হল, মুষল এই অষ্ট আয়ুধ মূর্ত্তস্বরূপে পরব্যোমের ষষ্ঠাবরণরূপে অবস্থিত অপর, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋর্তি, বরুণ, বায়ু, কুবের ও ঈশান এই অষ্ট অপ্রাকৃত লোকপালগণ মহাবৈকুণ্ঠের সপ্তম আবরণরূপে অবস্থিত ॥২২৪॥

মূলং তত্ত্বং পঠ্যতে উদাহ্রিয়তে চ লিঙ্গপুরাণবাক্যং "সদাশিবঃ কারণকারণং পরং তস্মাচ্চ সর্ব্বে প্রভবন্তি দেবাঃ।" ইত্যাদি, তথা সতি কথমস্য স্বয়ংরূপত্বং ? তত্রাহ সদেতি। তস্য তল্লোকৈশান্যদিগাবরণ-দেবতাত্বেন-কীর্ত্তনাৎ ততোহস্য শ্রৈষ্ঠ্যমসন্দেহমিত্যর্থঃ। ইদমত্র বোধ্যম্—ব্রহ্মসংহিতোক্তঃ সদাশিবঃ কৃষ্ণ-বিলাসো নারায়ণ লিঙ্গোক্তস্তু তদাবরণস্থতৎস্বাংশ ইতি ॥২২৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

দিক্পালানামপি নিত্যতায়াঃ কা কথা সাধ্যাদীনামপি তত্রত্যানাং নিত্যত্বং দর্শয়ন্নাহ সাধ্য ইতি। সাধ্যাদয়ঃ সর্ব্বে দেবা নিত্যাঃ। সাধ্যা দ্বাদশ। মরুদগণা উনপঞ্চাশৎ। বিশ্বেদেবা দশ। অন্যে আদিত্যা দ্বাদশ। বসবোহষ্টৌ। তুষিতাঃ ষট্‌ত্রিংশৎ। আভাস্বরাশ্চতুঃষষ্টিঃ। মহারাজিকা বিংশত্যুত্তরদ্বিশত-সংখ্যকাঃ। রুদ্রা একাদশ। যদুক্তং—আদিত্যা দ্বাদশ প্রোক্তা বিশ্বেদেবা দশ স্মৃতাঃ। বসবশ্চাষ্ট-বিখ্যাতাঃ ষট্‌ত্রিংশৎ তুষিতা মতাঃ॥ আভাস্বরাশ্চতুঃষষ্টির্বাতাং পঞ্চাশদূনকাঃ। মহারাজিকনামানো দ্বে শতে বিংশতিস্তথা॥ সাধ্যা দ্বাদশ বিখ্যাতা রুদ্রাঃ শৈচকাদশ স্মৃতা ইতি। তাবৎসংখ্যাকাশ্চতুঃসপ্ততি-সংখ্যকাঃ। চকাসতি বিরাজন্তে॥" ত্রিষু রুদ্রপদ্মভব-বিষ্ণুষু। তত্র-রুদ্রপদ্মভববিষ্ণুষু। পুরুষোত্তম ইতি কিং মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়ঃ শূরতম ইতিবৎ সপ্তমী-তৎপুরুষো। তত্রাপি বাসুদেবেঽপি। "ননু" সদা-শিবঃ কারণকারণং পরং তস্মাচ্চ সর্ব্বে প্রভবন্তি দেবা ইত্যাদি লিঙ্গপুরাণীয়বচনাৎ স এব মহত্তমো জ্ঞায়তা-মিত্যতঃ সমাদধাতি সদাশিবাখ্যো য ইতি। স মহাবৈকুণ্ঠস্য ঐশান্যাবৃতির্মতা ॥২২৫॥

যদিবল ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহারা প্রপঞ্চাঙ্গভূত প্রাকৃত দেবতারূপে বিখ্যাত, সুতরাং সেই ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে অপ্রপঞ্চাঙ্গভূত অপ্রাকৃত বলিয়া কিপ্রকারে নির্দ্দেশ করিতেছেন ? এই আশঙ্কায় পদ্মপুরাণোক্ত অর্দ্ধ পদ্যদ্বারা ইহার উত্তর প্রদান করিতে গিয়া বলিতেছেন—পরব্যোমস্থ সাধ্যগণ, মরুদ-গণ, বিশ্বদেবগণ ও অন্য যে সকল ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ইঁহাদের সকলকেই নিত্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত এবং মহা-বৈকুণ্ঠ বাসি বলিয়া জানিতে হইবে। কিন্তু প্রাকৃতস্বর্গে যে সকল সাধ্যগণ, মরুদগণ, বিশ্বদেবগণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহারা সকলেই অনিত্য প্রাকৃত। পরব্যোমে মহাবৈকুণ্ঠাবরণ বাসুদেবাদি চতুঃসপ্ততি মূর্ত্তির চতুঃসপ্ততি সংখ্যক দিব্যলোক বিদ্যমান রহিয়াছেন। যদিবল মহাবৈকুণ্ঠনাথ শ্রীবিষ্ণুর এই পারম্য, ইহা কোন শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তির নিরূপণ, কারণ একমূর্ত্তিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিদেবতা ইত্যাদি সুতরাং স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রহ্মা ও শিবের বিষ্ণুত্ব অবগত হওয়া যায়, অতএব এই দেবতাত্রয় এক তত্ত্ব। সুতরাং ত্রিদেবতা একতত্ত্ব বাদের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পারম্য ব্যাহত হওয়ায় তদুত্তরে বলিতেছেন—ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণু এই ত্রিদেবতার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুরই উৎকর্ষ, এই দেবতাত্রয় গর্ভোদশায়ি দ্বিতীয় পুরুষের অবতার, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইঁহাদের মধ্যে রুদ্র অপেক্ষা ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মা অপেক্ষা শ্রীবিষ্ণুরই মহত্ত্ব সাধিত হইল। রুদ্রের ও মহত্ত্ব নাই ব্রহ্মার ও মহত্ত্ব নাই। আচ্ছা তাহা হইলে রুদ্র ও ব্রহ্মা অপেক্ষা বিষ্ণুর মহত্ত্ব কি প্রকারে প্রতি পাদিত হইল ? তদুত্তরে বলিতেছেন শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ত্রিদেবী পরীক্ষায়

ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক ইহা নিদ্ধারিত হইয়াছে। একদা সরস্বতীতীরে সত্রযাগার্থ অবস্থিত ঋষিগণের বিতর্ক হয়, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব, এই তিনের মধ্যে কে মহত্তম ? কিন্তু ঋষিগণ এবিষয়ে কোনরূপ নির্ণয়ে সমর্থ না হইয়া সত্ত্বপরীক্ষার নিমিত্ত মহর্ষি ভৃগুকে প্রেরণ করেন। তিনি প্রথমতঃ স্বপিতা ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণামাদি কিছুই করিলেন না। তাহাতে ব্রহ্মা ক্রোধান্বিত হইলেন, পরে পুত্র বুদ্ধিতে ক্রোধানল শান্ত করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলেন। ঋষি, ব্রহ্মাতে সত্ত্বগুণের অভাব অনুভব করিয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব ভ্রাতৃবুদ্ধিতে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে মহর্ষি বলি-লেন—তুমি দুরাচার তোমার আলিঙ্গন চাই না, তখন মৃত্যুঞ্জয় এইকথা শ্রবণমাত্রই ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া ত্রিশূল গ্রহণ করিয়া ভৃগুকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে দেবী পার্ব্বতী চরণ ধারণ পূর্ব্বক ত্রিপুরারিকে সান্ত্বনা করিলেন। ভৃগুমুনি সেখানেও সত্ত্বসম্বন্ধ না দেখিয়া সত্যলোকের উপরিস্থিত রমাপ্রিয় বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইলেন, তথায় বহির্ভবনে প্রভুকে না দেখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক লক্ষ্মীর ক্রোড়ে শয়ান শ্রীভগবানকে অবলোকন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। ভগবান্ তৎক্ষণাৎ শ্রীলক্ষ্মী-দেবীর সহিত গাত্রোত্থান পুরঃসর ঋষির যথোচিত অভ্যর্থনা হয় নাই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন ভগবন্! অদ্য আমি আপনার পদরেণু স্পর্শে পরম পবিত্র হইয়া লক্ষ্মীর আভাসভূমি হইলাম। আমার কঠিন বক্ষঃস্থল স্পর্শে আপনার কোমল চরণের তো কোন ব্যথা হয় নাই ? ঋষি শ্রীভগবানের এতাদৃশ মধুর বচনে পরিতৃপ্ত ও সজল নয়নে পুনর্ব্বার সত্রস্থানে সমাগত হইয়া মুনিগণ সমীপে সমস্ত বর্ণন করিলেন। ঋষিগণ ব্রহ্মা ও শিবে রজস্তমোগুণ জনিত প্রবল ক্রোধ, আর শ্রীভগবানে তাহার অভাবে শুদ্ধসত্ত্বের আবিষ্কার অনুভব করিয়া বিস্মিত ও মুক্তসংশয় হইয়া শ্রীবিষ্ণু-তেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। অতএব শ্রীবিষ্ণুর মহত্ত্ব ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক নিদ্ধারিত ইহয়াছে। সুতরাং যদি এই প্রকার হয় তাহা হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই অবতার ত্রয়ের মধ্যে অবতারী পুরুষ গর্ভোদশায়ী ও কারণার্ণবশায়ী সে মহত্তম হইবে এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব। এই অবতারী পুরুষ হইতেও আবার শ্রীবাসুদেব মহত্তম হইবে এবিষয়ে আর কি বলিব। তাহা হইতেও আবার মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ যে মহত্তম হইবে তাহা আর কি বলিব। অতএব পরাখ্যব্যূহী মহাবৈকুণ্ঠ-নাথ নারায়ণই সকলের অংশী স্বয়ংরূপ ইহাই এখানে সারার্থ। আর যদিবল মহাশৈবগণ তাঁহারা সদা-শিবকে মুলতত্ত্ব বলিয়া থাকেন এবং স্বতত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া তাঁহারা লিঙ্গ পুরাণের বাক্যকে উদাহরণ উল্লেখ করেন যথা—সদাশিবই সর্ব্বকারণের কারণ, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূলতত্ত্ব, তাঁহা হইতেই সমস্ত দেবতার উদ্ভব হইয়া থাকে ইত্যাদি। তাহা হইলে মহাবৈকুণ্ঠ নায়কের স্বয়ংরূপত্ব কি প্রকারে প্রতিপাদিত হইতে পারে ? তদুত্তর—সদাশিব নামে বিখ্যাত যে শম্ভু, তাঁহাকেও এই মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের ঈশান-কোণের আবরণ দেবতারূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং সদাশিব হইতে মহাবৈকুণ্ঠ নায়ক শ্রীনারায়ণ শ্রেষ্ঠ ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এখানে সিদ্ধান্ত এই যে যিনি ব্রহ্মসংহিতোক্ত সদাশিব তত্ত্ব, তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাস নারায়ণ নামে অভিহিত, আর যিনি, লিঙ্গ পুরাণোক্ত সদাশিব তিনি মহাবৈকুণ্ঠ-নাথ শ্রীনারায়ণের ঈশান কোণের আবরণ দেবতা বশতঃ তাঁহার স্বাংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥২২৫॥

অতো কৃষ্ণেহনয়োঃ প্রায়ো বৈলক্ষণ্যং দ্বয়োর্ন হি।
দীপোত্থদীপতুল্যত্বাৎ স্যাদ্‌বিলাস-বিলাসিনোঃ॥
মৈবং বাদীর্মহাবাদিন্! অধুনা ত্বমপেশলঃ। গহনৈশ্বর্য্যবিজ্ঞান-রসাস্বাদনয়োরসি॥
সর্ব্ববেদান্ততঃ সারং বেদকল্পতরোঃ ফলম্। শ্রীভাগবতমেবাত্র প্রমাণং সর্ব্বতো বরম্॥২২৬॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

এবং মহাবৈকুণ্ঠনাথং সাঙ্গং নিরূপ্য তদুপাসকো বিবক্ষিতং স্ফুটয়তি অত ইতি। কৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বে প্রমাণলাভাৎ নারায়ণস্যানাদিসিদ্ধমহৈশ্বর্য্যবিশিষ্টস্বরূপতায়াং প্রমাণপ্রচয়াচ্চানয়োঃ কৃষ্ণনারায়ণয়োঃ প্রায়ো বৈলক্ষণ্যং মৎস্যাদিনারায়ণয়োরিব নাস্ত্যেব, কিন্তু পূর্ব্বোত্তরয়োর্দীপয়োরিব সালক্ষণ্যমস্তীতি পূর্ব্বদীপ ইব নারায়ণঃ স্বয়ং, কৃষ্ণস্তু তদ্দীপোত্থদীপ ইব তত্তুল্যস্তদ্বিলাস ইতি॥ পরিহরতি মৈবমিতি। হে মহাবাদিন্!—অব্যক্তার্থকবহুবাক্যালাপিন্নিত্যর্থঃ। এবং মা বাদীঃ—ন ব্রূহীত্যর্থঃ। যস্ত্বমধুনা কৃষ্ণস্য গহনৈশ্বর্য্যবিজ্ঞান রসাস্বাদনয়োঃ, অপেশলঃ—অনিপুণঃ, "পেশলো রুচিরে দক্ষে" ইতি মেদিনী॥ ননু ত্বং কেন প্রমাণেন কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপস্য তদ্দ্বয়ং প্রতিপাদয়সীতি চেৎ? তত্রাহ সর্ব্বেতি—"সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে। তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥" (ভা° ১২।১৩।১৫) ইতি শ্রীভাগবতাৎ; যেন শ্রীবাদরায়ণস্য হৃত্তাপো নিবৃত্ত ইতি বর্ণ্যতে॥২২৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অনয়োর্নারায়ণবসুদেবপুত্রয়োঃ। বিলাসঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বিলাসী শ্রীনারায়ণঃ॥ বাদিনমাক্ষিপ্য স্বমতং স্থাপয়ন্নাহ মৈবমিতি। হে মহাবাদিন্ ত্বমপেশলোঽপটুরসি॥ অত্র দ্বয়োর্বৈলক্ষণ্যে॥২২৬॥

শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাসমূর্ত্তি এইরূপ রামানুজীয় মতের নিরাস।

এই প্রকারে সপরিকর মহাবৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণের বর্ণনা পূর্ব্বক এক্ষণে শ্রীনারায়ণের স্বয়ংরূপতাবাদি উপাসক, তাঁহাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা বিষয়ে কোন প্রমাণ লাভ হইলেও কিন্তু শ্রীনারায়ণের অনাদিসিদ্ধ মহৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট স্বয়ংরূপতা বিষয়ে প্রভূত প্রমাণ দেখা যায়। অতএব এই সকল প্রমাণবলে বলিতেছি—যেমন শ্রীমৎস্যাদি ও শ্রীনারায়ণের প্রায় বৈলক্ষণ্য নাই, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণের মধ্যে প্রায়ই বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, কিন্তু পূর্ব্ব দীপ ও উত্তরদীপের ন্যায় সালক্ষণ্য আছে, অর্থাৎ পূর্ব্ব মূলদীপ স্থানীয় স্বয়ং শ্রীনারায়ণ আর শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বদীপ হইতে উৎপন্ন উত্তর দীপস্থানীয়। অতএব দীপ হইতে উৎপন্ন দীপের ন্যায় বিলাসী শ্রীনারায়ণের সহিত তদীয় বিলাস মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রায়ই বৈলক্ষণ্য সম্ভব হয় না। শ্রীরামানুজীয় মতের এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বলিতেছেন—হে মহাবাদিন্! তুমি এইরূপ সিদ্ধান্ত বলিতে পার না, কারণ তুমি এখনও শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় ঐশ্বর্য্য বিজ্ঞান ও রসাস্বাদন বিষয়ে অনিপুণ। আর তুমি যদিবল কোন্ প্রমাণ বলে তুমি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের মহৈশ্বর্য্য ও মহামাধুর্য্য এই দুইকে প্রতিপাদন করিতেছ? তদুত্তরে বলিতেছি—শ্রীমদ্ভাগবতই সমস্ত বেদান্তের সার, ইঁহার রসামৃতাস্বাদনে যিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার

তথাহি শ্রীতৃতীয়ে (ভাঃ ৩।২।২১)—

"স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥" ইতি।

অত্র কারিকাঃ।—

বিদ্যেতে নান্যসাম্যাতিশয়ৌ যত্রেতি বিগ্রহে। সর্ব্বেভ্যস্তৎস্বরূপেভ্যঃ কৃষ্ণোৎকর্ষনিরূপণাৎ॥
আধিক্যং পরমব্যোমনাথাদপ্যস্য দর্শিতম্। স্বয়ং-পদেন চাস্যান্যনৈরপেক্ষ্যমুদীরিতম্ ॥২২৭॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

এবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে নিরপেক্ষরবস্বরূপশ্রুতিবাক্যেন শ্রীকর্ত্তৃককৃষ্ণস্পৃহয়া, সর্ব্বাতিশায়িকৃষ্ণনামমহিমরূপলিঙ্গেন চ শ্রীনাথাদপি কৃষ্ণরূপস্যাধিক্যং বক্তুং প্রবর্ত্ততে। অত্র শ্রুতিরূপং শ্রীভাগবতীয়মুদ্ধববাক্যমাহ। উদ্ধবো হি জ্ঞানিবর্য্যঃ, "নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্‌গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুঃ। অতো মদ্বয়ুনং লোকং গ্রাহয়ন্নিহ তিষ্ঠতু॥" (ভাঃ ৩।৪।৩১) ইতি ভগবদ্বাক্যাৎ। ততস্তদ্বাক্যস্য প্রমাপকত্বমসন্দেহম্। তদেবং তদ্বাক্যার্থঃ—তুরবধারণে, কৃষ্ণঃ স্বয়মেব, 'স্বয়ংদাসাস্তপস্বিনঃ' ইতিবৎ অন্যানপেক্ষস্বরূপৈশ্বর্য্য ইত্যর্থঃ। অতঃ অসাম্যাতিশয়ঃ—পরমব্যোমাধীশপর্য্যন্ততৎস্বরূপৈঃ সাম্যং তৌল্যং, তেষামতিশয়শ্চ কৃষ্ণস্বরূপাদাধিক্যং তদুভয়ং যত্র নেত্যর্থঃ। ত্রয়াণাং—গোকুলাদীনাং ধাম্নাং পরমব্যোমোর্দ্ধবর্ত্তিনাম্, অধীশ—স্বামী। স্বারাজ্যরূপয়া লক্ষ্ম্যা—অতিসম্পদা, আপ্তাঃ সমস্তাঃ, কামাঃ—দিব্যরসগন্ধাদয়ো ভোগ্যাঃ যম্, ইতি স্বান্যানপেক্ষমহৈশ্বর্য্য ইত্যর্থঃ; স্বারাজ্যঞ্চ পূর্ণগুণেন স্বরূপেণ স্বাত্মভূতয়া শক্ত্যা বা পরাখ্যয়া রাজনম্। বলিং হরদ্ভিঃ--আজ্ঞাবহৈঃ, চিরলোকপালৈঃ—এতজ্জগদণ্ডাধিকারিবিরিঞ্চ্যাদ্যপেক্ষয়া চিরকালবর্ত্তিভিরধিকৈশ্বর্য্যৈর্বিরিঞ্চ্যাদ্যৈঃ কর্ত্তৃভিঃ, স্বকিরীটকোটিভিঃ করণৈঃ ঈড়িতপাদপীঠ ইতি স্বয়ংরূপত্বং নির্ণীতম্॥ কারিকাভিঃ পদ্যার্থং বিস্তৃণাতি বিদ্যেতে ইত্যাদিনা। অন্যসাম্যেতি—মুক্তপ্রগ্রহন্যায়াৎ অন্যশব্দেন পরমব্যোমনাথপর্য্যান্তং ধাবনং, "গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু। তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" (ব্রং সং ৫।৪৩ ইতি ব্রহ্মবাক্যাচ্চ ॥২২৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

স্বয়মিত্যত্র টীকা—তদেবং পরমৈশ্বর্য্যে সত্যপি যদুগ্রসেনানুবর্ত্তিত্বং তৎপুনরস্মানত্যন্তং ব্যথয়তীত্যাহ। স্বয়ন্তু য এবম্ভুতঃ তস্য তৎ কৈঙ্কর্য্যং নোঽস্মান্ বিগ্লাপয়তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। ন সাম্যাতিশয়ৌ যস্য যমপেক্ষ্যান্যস্য সাম্যমতিশয়শ্চ নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ ত্র্যধীশঃ ত্রয়াণাং পুরুষাণাং লোকানাং গুণানাং

আর অন্যত্র রতি হয় না। এই শ্রীমদ্ভাগবতামৃতের রসাস্বাদনে শ্রীবেদব্যাসের হৃদয় তাপ বিনষ্ট হইয়াছিল। অতএব নিগম কল্পতরুর ফলস্বরূপ ও সর্ববেদাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীকৃষ্ণের পারম্য নির্ব্বাচনে সর্বশ্রেষ্ঠ-প্রমাণ ॥২২৬॥

বা ঈশঃ অধীশঃ। স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যা পরমানন্দস্বরূপসম্পত্ত্যৈব প্রাপ্তসমস্তভোগঃ। বলিং—করম্ অর্হণং বা হরদ্ভিঃ সমর্পয়দ্ভিঃ, চিরকালীনৈর্লোকপালৈঃ কিরীটাগ্রেণ ঈড়িতং স্তুতং পাদপীঠং যস্য সঃ; প্রণমতাং কিরীটসজ্ঘট্টধ্বনিরেব স্তুতিত্বেনোৎপ্রেক্ষ্যত ইত্যেষা, পরমব্যোমনাথাদপীত্যপিনা বাসুদেবাদিভাস্তু সুতরামিত্যর্থো দ্যোতিতঃ, ননু নারায়ণীয়ত্বেনৈবাস্যসমানত্বমনূর্দ্ধত্বঙ্কেত্যত আহ স্বয়ংপদেনেতি অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ॥২২৭॥

শ্রীরামানুজীয় মতের এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে তদুত্তরে পুনরায় নিরপেক্ষ শব্দ শ্রুতি বাক্য স্বরূপ উদ্ধব বাক্যের দ্বারা এবং শ্রীলক্ষ্মীদেবী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ লালসা ও সর্ব্বাতিশায়ি শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ ও মহিমা দ্বারা শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ মহিমার আধিক্য প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রুতিরূপ শ্রীমদ্ভাগবতীয় উদ্ধবের বাক্য বলিতেছেন—কারণ শ্রীউদ্ধবই জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ, যেহেতু নির্গুণা ভক্তির রসাস্বাদনে সমর্থহেতু প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণ যাঁহাকে দুঃখদানে অসমর্থ, সেই উদ্ধব আমা অপেক্ষা ন্যূন নহে। অতএব উদ্ধব আমার জ্ঞানকে উপদেশ করতঃ এই ভূতলে অবস্থান করুক। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীভগবদ বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়। অতএব জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ উদ্ধবের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা প্রমাণে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীউদ্ধবের বাক্যার্থ যথা—তুশব্দ অবধারণে, ইহাদ্বারা মনো সংযোগকে আকর্ষণ করিয়া বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই। যেমন "তপস্বিগণ স্বয়ংদাস" এইরূপ বলিতে যেমন তপস্বিগণের দাস্য অন্যাপেক্ষি নহে, উহা নিজের দ্বারাই সিদ্ধ হয় এইরূপ জানিতে হইবে; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বা ঐশ্বর্য্য অন্য কাহাকে ও অপেক্ষা না করিয়া প্রকাশ পায় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সিদ্ধ। অতএব তিনি অসাম্যাতিশয়, সাম্য শব্দের অর্থে পরব্যোম নাথ পর্য্যন্ত, সেই স্বরূপের সহিত তুল্য। অতিশয় অর্থে তাঁহাদিগের অতিশয়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ অপেক্ষা অধিক এই দুই যাঁহাতে নাই তিনি অসাম্যাতিশয়। যিনি ত্র্যধীশ অর্থাৎ পরব্যোমের উর্দ্ধস্থিত গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা এই ধামত্রয়ের অধিপতি। অপর স্বারাজ্যলক্ষ্মী অর্থাৎ যিনি স্বরূপভূত পরমানন্দ শক্তি প্রভাবে দিব্যরসগন্ধাদি সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং চিরকালবর্ত্তি-অপ্রাকৃত ব্রহ্মাদি লোকপালগণ কোটি কোটি কিরীট অর্থাৎ মুকুট দ্বারা যাঁহার পাদপীঠের স্তুতি করিতেছেন। অতএব এই প্রাকৃত জগৎরূপ ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারি ব্রহ্মাদি অপেক্ষা চিরকালজীবি অধিক ঐশ্বর্য্যশালি ব্রহ্মাদি স্ব স্ব কোটি কোটি কিরীটের দ্বারা যাঁহার পাদপীঠ স্তুতি করিতেছেন এবং সেই সেই ব্রহ্মাদি লোকপালগণ নিজ নিজকার্য্যে অবস্থিত হইয়া যাঁহাকে আজ্ঞাপালনরূপ উপহার প্রদান করিতেছেন। এইহেতু শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব নিঃসন্দেহে প্রতিপাদিত হইল। সেই শ্রীকৃষ্ণ অনন্যাপেক্ষি স্বয়ং ভগবান্। প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার স্বকৃত কারিকা দ্বারা শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন—অন্যশব্দে এস্থলে মুক্তপ্রগ্রহ বৃত্তিতে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ পর্য্যন্ত জানিতে হইবে। কারণ যাঁহার শ্রীবৃন্দাবন হইতে অভিন্ন প্রকাশ স্বরূপ শ্রীগোলোক নামক নিজ ধামের নিম্নে যথাক্রমে শ্রীহরিধাম, মহেশ্বরধাম ও দেবীধাম আছে এবং সেই সেই ধামে শাস্ত্রাদি প্রসিদ্ধ প্রভাব সমূহ বিস্তার করিয়া থাকেন, সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি, ব্রহ্মার বাক্যে এইরূপ অবগত হওয়া যায়। অতএব পরব্যোমাধিপতি

রামোঽপ্যধিক-সাম্যাভ্যাং মুক্তধামেত্যবাদি যৎ।
তত্র স্বয়ং-পদাভাবাৎ কৃষ্ণৈনৈক্যেন তস্য তৎ।
নরলীলাদিসাধর্ম্ম্যাৎ শ্রেষ্ঠং রূপং তদস্য যৎ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

"অন্তরঙ্গস্বরূপা মে মৎস্য-কূর্ম্মাদয়স্ত্বমী।
সর্ব্বাত্মনায়মত্রাপি শ্রীমদ্দশরথাত্মজঃ॥"২২৮॥ ইতি।

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নন্‌ নবমে "অধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ" (ভাঃ ৯।১১।২০) ইতি রামস্য বিশেষণাৎ তস্য স্বয়ংরূপত্বং স্যাদিতি চেৎ? তত্রাহ, রামোঽপীতি। তস্য স্বয়ংরূপত্বং ন বাচ্যম্ তত্র—শ্রীভাগবতবাক্যে নবমস্থে, স্বয়ংপদাভাবাদিত্যর্থঃ। তর্হি "অধিকসাম্যবিমুক্ত" ইতি কথং সঙ্গতিমদিতি চেৎ? তত্রাহ, রামোঽপীতি। কৃষ্ণৈক্যেন তদভিধানান্নাতিব্যাপ্তিঃ। যত্তু শ্রীরামায়ণেঽপি "আদিকর্ত্তা স্বয়ংপ্রভুঃ" (বাং রাং, যুং কাং ১১৭।৭) ইতি রামং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং, তদপি তেনৈক্যাদিতি গৃহাণ। রামস্য কৃষ্ণৈক্যে কো হেতুরিতি চেৎ? তমাহ, নরলীলেতি। আদিশব্দাৎ আকারৈক্যং স্বভাবৈক্যঞ্চ গ্রাহ্যম্,॥ কৃষ্ণৈক্যে প্রমাণম্, অন্তরঙ্গেতি। সর্ব্বাত্মনেতি—লীলাদিসাম্যেনাপীত্যর্থঃ॥২২৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নন্‌ "নেদং যশো রঘুপতেঃ সুরযাচ্ঞয়াত্তলীলাতনোরধিকসাম্যবিমুক্তধাম্ন ইতি শ্রীনবমস্কন্ধীয়-বচনাদ্রামঃ কৃষ্ণসমোঽস্তি কিমেতয়া পরিপাট্যেত্যত আহ রামোপ্যধিকেতি। যৎ অবাদি তৎ কৃষ্ণেন সহৈকতয়া অভেদোপচারত্বেনেত্যর্থঃ॥ নন্‌ কথং শ্রীরামেণ সহৈকতয়া শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠরূপং ন স্যাদিত্যাহ তত্র স্বয়ংপদাভাবাদিতি। নন্‌ শ্রীরামস্য শ্রীনারায়ণীয়ত্বাৎ তৎসমতা যুক্তেত্যত আহ নরলীলাদীতি। অত্র—এষু। সর্ব্বাত্মনা—সর্ব্বশক্ত্যা সর্ব্বান্তরঙ্গেণ ধর্ম্মেণ বা॥২২৮॥

শ্রীনারায়ণের সহিত সাম্য এবং তাঁহাদের অতিশয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে আধিক্য, এইদ্বিবিধ সাম্যাতিশয় যাঁহাতে নাই, এইরূপ সমাসদ্বারা সমস্ত ভগবৎ স্বরূপ হইতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ নিরূপণহেতু পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণ হইতেও শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য প্রদর্শিত হইল। অপর স্বয়ং এই পদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অন্যনিরপেক্ষত্ব অর্থাৎ অন্যকে অপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাদি প্রকাশিত হয় নাই এখানে ইহাই কথিত হইল॥২২৭॥

যদিবল শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধে "অধিক সাম্য বিমুক্তধাম্নঃ" অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্রবন্ধন ও রাক্ষসবধ ইত্যাদি কার্য্য যদিও কবিগণ আশ্চর্য্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তথাপি তাহা তাঁহার যশঃস্তুতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কারণ যাঁহার প্রভাব আধিক্য ও সাম্যরহিত, সুতরাং বৈরিবধে কপিগণ তাঁহার কি সহায়তা করিবে? শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ বিশেষণ উল্লেখ থাকায় শ্রীরামচন্দ্রকে স্বয়ংরূপ বলা হউক? তদুত্তরে-বলিতেছেন শ্রীরামচন্দ্রকে স্বয়ংরূপ বলিতে পার না, কারণ সেই শ্রীমদ্ভাগবতের

'স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়ঃ' 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। ইত্যস্য পরমৈশ্বর্য্যবিশেষস্যানুবর্ণনে ॥
পদস্য স্বয়মিত্যস্য দ্বিরুক্তির্বোধয়ত্যসৌ। কৃষ্ণস্যান্যস্বরূপৈক্যাৎ আধিক্যং নেতি সর্ব্বথা ॥২২৯॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

স্বয়ংপদাভ্যাসাল্লিঙ্গাদপি কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বে শ্রীভাগবতস্য তাৎপর্য্যমিত্যাহ, স্বয়ন্ত্বসাম্যেত্যাদি। পদাভ্যাসশ্চ একং তাৎপর্য্যলিঙ্গম্, "উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥" (বৃহৎসংহিতায়াম্) ইতি স্মরণাৎ। প্রথমে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইতি, তৃতীয়ে "স্বয়ন্ত্ব" (ভাঃ ৩।২।২১) ইতি, নবমে "অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল।" (ভাঃ ৯।২৪।৫৫) ইতি স্বয়ংপদং তত্রাভ্যস্যতে, তস্মাৎ তস্যৈব তত্ত্বমিত্যর্থঃ। এবং দ্বিরুক্তিরিত্যত্র ত্রিরুক্তিরিতি বোধ্যম্। সা ত্রিরুক্তিঃ, অন্যেন—মহাবৈকুণ্ঠনায়কেন, সাধর্ম্ম্যৈক্যাৎ কৃষ্ণস্য, আধিক্যং—স্বয়ংরূপত্বলক্ষণং, সর্ব্বথা নেতি বোধয়তি, কিন্তুন্যানপেক্ষ-তাদৃশত্বমেব বোধয়তীত্যর্থঃ ॥২২৯॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ননু "নিরস্তসাম্যাতিশয়স্তু যৎ স্বয়মিতি শ্রীতৃতীয়স্কন্ধপদ্যবদত্রাপি শ্রীনারায়ণেনৈক্যাত্তথোক্তিরিতি কুচোদ্যং পরিহরন্নাহ স্বয়মিতি দ্বাভ্যাম্। অন্যস্বরূপৈঃ শ্রীনারায়ণাদিভিরৈক্যাদভেদাৎ আধিক্যং নেতি সর্ব্বথা বোধয়তি জ্ঞাপয়তি অন্যথা স্বয়ং পদস্য দ্বিরাবৃত্তির্ন স্যাৎ। তৃতীয়স্কন্ধপদ্যার্থঃ স্বয়ংরূপলক্ষণে বিবৃতোঽস্তি ॥২২৯॥

নবমস্কন্ধের শ্রীরামচন্দ্রে স্বয়ং এই পদটি প্রযুক্ত হয় নাই। আচ্ছা শ্রীরামচন্দ্রে স্বয়ংপদ প্রযুক্ত হয় নাই, ইহা না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু "অধিক সাম্যবিমুক্তধাম্নঃ" এই বাক্যের কিপ্রকারে সঙ্গতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রীরামের স্বয়ং পদটি প্রযুক্ত না হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের একত্বনিবন্ধনই অর্থাৎ তত্ত্বতঃ অভেদবশতঃই উক্ত বিশেষণ কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে বাল্মিকী-রামায়ণে তো ব্রহ্মা শ্রীরামচন্দ্রকে আদিকর্ত্তা স্বয়ংপ্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন তাহার সমাধান কি? তদুত্তর—সেইস্থানেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের ঐক্যতাই গ্রহণ করিতে হইবে। আচ্ছা শ্রীরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে একতা, সেই একতার কারণ কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের মধ্যে নরলীলা, নরাকার ও নরস্বভাবের সাম্য থাকায় শ্রীরামরূপ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। শ্রীরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে ঐক্যতা তাহা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও স্বীকার করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ বাক্য যথা—মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারগণ প্রত্যেকই আমার অন্তরঙ্গ স্বরূপ বটে, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে শ্রীমদ্ দশরথ আত্মজ রামচন্দ্র আবার লীলাদির সাম্যবশতঃ সর্ব্বতোভাবে আমার অন্তরঙ্গ অর্থাৎ অতিশয় প্রিয় ॥২২৮॥

স্বয়ংপদের পুনঃ পুনঃ কথনরূপ এই লিঙ্গ হইতেও অবগত হওয়া যায় যে—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব প্রতিপাদনই শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র তাৎপর্য্য ইহাই বলিতেছেন—"স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়" "কৃষ্ণস্তু ভগবান্

ত্র্যধীশ ইতি গোলোক-মথুরা-দ্বারকাভিধম্ যৎ পদত্রিতয়ং তস্য সোঽধিপত্বাদধীশ্বরঃ ॥
প্রকৃতীশ-বিরাড়ন্তর্যামি-ক্ষীরাব্ধিশায়িনাম্। ত্রয়াণামুপরীশোঽয়ং ত্র্যধীশ ইতি বা স্মৃতঃ ॥
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যা তত্রাপি প্রাপ্তসর্ব্বসমীহিতঃ। স্বেনাত্মনা স্বয়া বাত্মভূতয়া শক্তিবর্য্যয়া ॥
রাজতীতি স্বরাট্, তস্য ভাবঃ স্বারাজ্যমুচ্যতে। তদেব লক্ষ্মীঃ সর্ব্বাতিশায়িনী সম্পদেতয়া ॥
আপ্তাঃ সমস্তাঃ কামা যং কামাঃ প্রেষ্ঠার্থসিদ্ধয়ঃ। চিরেতি তু চিরায়ুষ্কা লোকপাঃ পদ্মজাদয়ঃ ॥
তেষাং কিরীট-কোটীভির্মুকুটানাং শতার্ব্বুদৈঃ। ঈড়িতে সংস্তুতে পাদপীঠে যস্যেতি বিগ্রহঃ ॥
হীরাদিরত্নমুকুটৈঃ পাদপীঠাভিঘট্টনাৎ। জনিতেন স্বনৌঘেন বাঢ়মুৎপ্রেক্ষিতা স্তুতিঃ ॥
স্বস্বকর্ম্মণ্যবস্থিত্যা তৈস্তৈর্ব্রহ্মাদিলোকপৈঃ। আজ্ঞাপালনমেবাস্য বলেহর্রণমুচ্যতে ॥২৩০॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

স্বয়া বেতি— পরাখ্যস্বরূপশক্ত্যেত্যর্থঃ ॥ পাদপীঠে—পাদুকে ॥২৩০॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

গোলোকেতি শ্রীবৃন্দাবনেনাভেদাদেকত্বেনোক্তিঃ। প্রকৃতীশঃ—প্রথমপুরুষঃ বিরাড়ন্তর্যামী—দ্বিতীয়ঃ, পুরুষঃ ক্ষীরাব্ধিশায়ী—তৃতীয়ঃ পুরুষঃ। প্রকৃতীশেত্যাদীনাং ত্রয়াণামুপরীশ ইত্যুক্তে তর্হি বাসুদেবঃ ইত্যত আহ অসাম্যাতিশয়ঃ। তর্হি নারায়ণ ইত্যত আহ স্বয়মিতি প্রাপ্তঃ সর্ব্বঃ সমীহিত ইতি ফলিতার্থকথনং তদেব বিশদ্যাহ স্বেনেতি তদেব স্বারাজ্যমেব। এতয়া—সম্পদা আপ্তাঃ কামা যমিতি দ্বিতীয়ান্যপদার্থবহুব্রীহিঃ। লোকপাঃ—লোকপালা ইত্যর্থঃ কোটিশব্দোঽত্রাসংখ্যাপরঃ। পাদপীঠ-য়োরভিঘট্টনাৎ সংস্পর্শনাৎ বলিং হরন্তিরিত্যস্যার্থং বিবৃণোতি আজ্ঞাপালনমিতি ॥১৩০॥

স্বয়ম্" এই দুই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পারমৈশ্বর্য্যবিশেষ বর্ণনে যে স্বয়ংপদের পুনঃ পুনঃ উক্তি ইহা তাৎপর্য্য লিঙ্গের একটি লিঙ্গ অর্থাৎ শাস্ত্রতাৎপর্য্য জ্ঞানের ছয়টি কারণের অন্যতম কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রতাৎপর্য্য জ্ঞানের ছয়টি কারণ যথা উপক্রম, উপসংহার অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ এবং উপপত্তি এই ছয়টি শাস্ত্রতাৎপর্য্য অবধারণের হেতুবলিয়া বৃহৎসংহিতায় কথিত হইয়াছে। প্রথম স্কন্ধে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ অপর তৃতীয়স্কন্ধে "স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়" এবং শ্রীনবমস্কন্ধে 'অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল' এই প্রকার শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ংপদের পুনঃ পুনঃ কথিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংরূপত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্লোকস্থ স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়, ও শ্রীকৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্, এখানে স্বয়ংপদের দুইবার উক্তিকে বারত্রয় জানিতে হইবে। ইহা হইতে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে শ্রীকৃষ্ণের যে সর্ব্ববিধ ভগবৎ স্বরূপ হইতে আধিক্য অর্থাৎ স্বয়ংরূপত্ব তাহা অন্য পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণের সহিত সাধর্ম্ম্যের একত্ব নিবন্ধন নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ জানিতে হইবে ॥২২৯॥

ত্র্যধীশ গোলোক, মথুরা ও দ্বারকা এই যে ধামত্রয়, তিনি তাঁহার অধিপ বা প্রভু বলিয়া ত্র্যধীশ্বর। অথবা প্রকৃতির নিয়ামক, বিরাটের অন্তর্য্যামী এবং ক্ষীরোদশায়ী এই পুরুষাবতার ত্রয়ের উপরি-

অথাত্র প্রক্রিয়া খ্যাতা পৌরাণ্যেষা বিলিখ্যতে। ব্রহ্মাণ্ডানামনন্তানাং প্রায়ো নানাবিধাত্মনাম্ ॥
বৃন্দানি ভগবচ্ছক্তৌ বিচিত্রাণি চকাসতি। শতকোটিপ্রমাণানি যোজনানান্তু কানিচিৎ ॥
অজাণ্ডানি বিরাজন্তে শক্তিবৈচিত্র্যতো হরেঃ। কানিচিচ্চ নিখর্ব্বেণ তেষাং পদ্মাযুতেন চ ॥
তৎপরার্দ্ধশতেনাপি বিস্তৃতানি তু কানিচিৎ মধ্যে তেষামজাণ্ডেষু কেষুচিদ্বিংশতিঃ কৃতা ॥
ভুবনানাঞ্চ পঞ্চাশৎ কুত্রচিৎ সপ্ততিস্তথা। শতং সহস্রমযুতং লক্ষং ক্বচন রাজতি ॥
ব্রহ্মাদ্যা লোকপাস্তেষু নানারূপাশ্চকাসতি। পরমর্দ্ধিসহস্রেণ সেব্যমানাঃ সমন্ততঃ ॥
ক্বচিদিন্দ্রাদয়স্তেষু মহাকল্পশতায়ুষঃ। মহাকল্পপরার্দ্ধায়ুর্ভাজো ব্রহ্মাদয়স্তথা ॥

তে তে ব্রহ্মসুরেশাদ্যাঃ কথিতাশ্চিরলোকপাঃ।
স্তুতাঙ্ঘ্রিপীঠঃ কৃষ্ণোঽয়ং তেষাং মুকুটকোটিভিঃ ॥২৩১॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ব্রহ্মাণ্ডানামনন্তানামিতি। অত্র বৈষ্ণববাক্যম্ "অণ্ডানান্ত সহস্রাণ্যযুতানি চ। ঈদৃশানাং তথা তত্র কোটিকোটিশতানি চ।" (বিং পুং ২।৭।২৭) ইতি; শ্রীভাগবতে চ "দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্ত-মনন্ততয়া ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।" (ভাং ১০।৮৭।৪১) ইতি, "সৃজতোঽণ্ডানি কোটিশঃ" (ভাং ১১।১৬।৩৯) ইতি চ। এবঞ্চৈকব্রহ্মাণ্ডবাদিনো মায়িনো নিরস্তাঃ॥ মধ্যে তেষামিতি—এতস্মিন্ চতুর্ম্মুখব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দ্দশৈব ভুবনানি, তেষু তু ক্বচিৎ বিংশতির্ভুবনানি, ক্বচিৎ ততোঽপ্যধিকানি, কুত্রচিৎ ততোঽপ্যধিকানীতি ॥২৩১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অথ লোকপালানাং চিরায়ুষ্টং প্রস্তৌতি অথাত্রেতি। ব্রহ্মাণ্ডানাং বৃন্দানি চকাসতীত্যন্বয়ঃ। প্রায়ো নানাবিধাত্মনামিত্যত্র প্রায়িকত্বং দর্শয়ন্নাহ শতেতি। বিস্তৃতানীত্যত্র সর্ব্বেষাং তৃতীয়ান্তানামন্বয়ঃ। কেষুচিদজাণ্ডেষু ভুবনানাং বিংশতিঃ পঞ্চাশদাদিচ রাজতি। তেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু। যে যে এবম্ভূতাস্তে তে। তেষাং—ব্রহ্মসুরেশাদ্যানাম্ ॥২৩১॥

স্থিত ঈশ্বর বলিয়া ইনি ত্র্যধীশ। তথাপি স্বারাজ্যলক্ষ্মী নিবন্ধন সমস্ত কাম যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বদ্বারা অর্থাৎ আত্মদ্বারা অথবা আত্মভূত পরা শক্তিদ্বারা যিনি প্রকাশ পান, তিনি স্বরাট্ তাঁহার ভাব অর্থাৎ ধর্ম্ম স্বারাজ্য। সেই স্বারাজ্যই, লক্ষ্মী-সর্ব্বাতিশায়িনী সম্পত্তি, তন্নিবন্ধন সমস্তকাম যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাম অর্থাৎ অভীষ্টবিষয়ের সিদ্ধি। চির অর্থাৎ চিরজীবি, লোকপাল অর্থাৎ ব্রহ্মাদিদেবগণ। তাঁহাদিগের কিরীটকোটি-অসংখ্যমুকুট, ঈড়িত-সংস্তুত। চিরজীবি ব্রহ্মরুদ্রাদিলোকপাল গণের অসংখ্য মুকুটদ্বারা যাঁহার পাদুকাদ্বয় সম্যক্ প্রকারে পূজিত হইয়া থাকে। হীরকাদি রত্নময় মুকুট সমূহদ্বারা পাদ-পীঠের সংস্পর্শ জনিত শব্দসমূহের পারম্পর্য্যকে এস্থলে স্তুতিরূপে উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন এবং ব্রহ্মাদিলোকপাল গণ যে স্ব স্ব কার্য্যে অবস্থিত হইয়া শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালন করেন, তাহা এই শ্লোকে বলিহরণ রূপে কথিত হইয়াছে ॥২৩০॥

একদা দ্বারকাপুর্য্যাং সুধর্ম্মায়াং মুরান্তকে। বিরাজতি তমাগত্য দ্বারাধ্যক্ষো ন্যবেদয়ৎ ॥
দিদৃক্ষুর্দ্দেব ! পাদাব্জং ব্রহ্মা দ্বারেঽবতিষ্ঠতে। আগতঃ কতমো ব্রহ্মা দ্বারীতি পরিপৃচ্ছ তম্ ॥
ইত্যচ্যুতগিরং শৃণ্বন্ এত্য দ্বারাধিপঃ পুনঃ পৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণমাগত্য কৃষ্ণাগ্রে চ তমব্রবীৎ ॥
আগতঃ সনকাদীনাং জনকশ্চতুরাননঃ। আনয়েতি হরের্বাচা তেন ব্রহ্মা প্রবেশিতঃ ॥
প্রণমন্ দণ্ডবৎ পৃষ্টঃ কৃষ্ণেন কিমিহাগত। ত্বমিতি প্রাহ তং ব্রহ্মা দেবাগমনকারণম্ ॥
বক্ষ্যে পশ্চাদ্যদাথাত্থ ব্রহ্মা কতম ইত্যদঃ। জ্ঞাতুমিচ্ছামি তন্নাথ ! ব্রহ্মা নান্যোঽস্তি মদ্যতঃ ॥
অথ স্মিত্বা মুকুন্দেন দ্বারবত্যাং দ্রুতং তদা। স্মৃতা ব্রহ্মাণ্ডকোটিভ্যো লোকপালাঃ সমাগতাঃ ॥
অষ্টবক্ত্রাশ্চতুঃষষ্টিবক্ত্রাঃ শতমুখাস্তথা। সহস্রবক্ত্রা লক্ষাস্যাঃ কোটিবক্ত্রা বিরিঞ্চয়ঃ ॥
রুদ্রাশ্চ বিংশতিমুখাস্তথা পঞ্চাশদাননাঃ। শতবক্ত্রাঃ সহস্রাস্যা লক্ষবাহু-শিরোভৃতঃ ॥
পুরন্দরাশ্চ লক্ষাক্ষা নিযুতাক্ষাস্তথাপরে। অপরে লোকপালাশ্চ-বিবিধাকৃতিভূষণাঃ ॥
কৃষ্ণস্য পুরতঃ প্রাপ্তাঃ পাদপীঠমবানমন্। তান্ দৃষ্ট্বা বিস্ময়াৎ তস্মিন্ উন্মমাদ চতুর্ম্মুখঃ ॥

অনন্তব্রহ্মাণ্ড ও তৎপরিমাণ সহ তদন্তবর্ত্তিভুবন সংখ্যাদি নিরূপণ।

অনন্তর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডাদি নিরূপণ বিষয়ে এখানে প্রসিদ্ধপৌরাণিকী প্রক্রিয়া লিখিত হইতেছে— হে মুনে ! পরাপ্রকৃতি সমস্ত কার্য্যের হেতুভূতা, তাঁহাতে এই প্রকার সহস্র সহস্র অযুত এবং এইরূপ কোটি কোটি শত ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এইরূপ অবগত হওয়া যায়। অপর আমি পৃথিব্যাদির পরমাণু সকলকে গণনা করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিরূপ আমার কোটি কোটি বিভূতির সংখ্যা করিতে পারি না, ইহা শ্রীমদ্ভাগবত একাদশের সংবাদ। অপর শ্রীদশমের বেদস্তুতিতে কথিত হইয়াছে—দেবতাগণও আপনার অন্ত প্রাপ্ত হয় নাই, কারণ আবরণের সহিত ব্রহ্মাণ্ড সকল আকাশে কালচক্রের সহিত রজঃকণার ন্যায় আপনার অন্তরে ভ্রমণ করে, অতএব ভগবৎ শক্তিতে প্রায় নানাবিধ ও বিচিত্র অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সমূহ আকাশে প্রকাশমান রহিয়াছে, এই প্রকার প্রমাণাদি দ্বারা এক ব্রহ্মাণ্ড-বাদির মায়াবাদের নিরাকরণ করা হইল। উক্ত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের মধ্যে শ্রীহরির শক্তিবৈচিত্র্যবশতঃ কতকগুলির নিখর্ব্বযোজন ও কতিপয়ের পদ্মাযুত যোজন এবং কতিপয়ের পরার্দ্ধশতযোজন বিস্তার। কিন্তু এই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ডে চৌদ্দ ভুবন বিদ্যমান। তন্মধ্যে কতক ব্রহ্মাণ্ডে বিংশতি, কথিপয় ব্রহ্মাণ্ডে পঞ্চাশৎ, কোন ব্রহ্মাণ্ডে সপ্ততি, কোন ব্রহ্মাণ্ডে শত, কোন ব্রহ্মাণ্ডে সহস্র, কোন ব্রহ্মাণ্ডে অযুত এবং কোনব্রহ্মাণ্ডে বা লক্ষ ভুবন বিদ্যমান। সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডবর্গে পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্রহ্মাদি লোকপালগণ নানারূপে চতুর্দ্দিকে বিরাজমান আছেন। সহস্র সহস্র পরম ঋষিগণ সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের সেবা করিতেছেন। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে ইন্দ্রাদি দেবগণ শতমহাকল্পজীবী এবং ব্রহ্মাদি লোকপালগণ পরার্দ্ধ মহাকল্পায়ুঃ। সেই সেই ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদিলোকপালগণ চিরলোকপাল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের কোটি কোটি মুকুটদ্বারা এই শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ পূজিত হইয়া থাকে ॥২৩১॥

কিঞ্চ—

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রোক্তং সর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলাঃ। দেশতো জীবতশ্চাপি তুল্যরূপা ভবন্ত্যমী ॥

তথাহি—

"একরূপাস্তথৈবাণ্ডাঃ সর্ব্ব এব নরেশ্বর!
তুল্যদেশবিভাগাশ্চ তুল্যজন্তব এব চ ॥" ইতি।
বিরোধেঽত্র সমুৎপন্নে সমাধানং বিধীয়তে ॥

যতঃ শ্রীকৌর্ম্মে—

"বিরোধো বাক্যয়োর্যত্র নাপ্রামাণ্যং তদিষ্যতে।
যথাবিরুদ্ধতা চ স্যাৎ তথার্থঃ কল্প্যতে তয়োঃ ॥" ২৩২ ॥ ইতি।

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ন চৈষা প্রক্রিয়া "এষ বন্ধ্যাসুতো ভাতি" (অলঙ্কারকৌস্তুভে ১।৭) ইতিবৎ বাচ্যহীনা, অপি তু 'উদয়তি ভানুঃ' ইত্যাদিবৎ সবাচ্যেতি ভাবেনাহ একদেত্যাদিনা ॥ কিঞ্চেতি—এতদ্ভিন্নার্থা প্রক্রিয়ারভ্যত ইত্যর্থঃ; "কিঞ্চারম্ভেঽপি সাকল্যে" ইতি শ্রীধরঃ। দেশত ইতি। তুল্যদেশাস্তুল্যায়ুষ্কবিরিঞ্চ্যাদিজীবাঃ সর্ব্বেঽপীত্যর্থঃ ॥ বিরোধো বাক্যয়োর্যত্রেতি—যথা উদিতানুদিতহোমাভিধায়িনোর্ব্বাক্যয়োঃ শ্রুতিত্বাবিশেষাৎ নাপ্রামাণ্যম্, তথা সমবিষমব্রহ্মাণ্ডাভিধায়িনোর্ব্বাক্যয়োঃ সর্ব্বজ্ঞমুনিভাষিতত্বাবিশেষাৎ ন তদিত্যর্থঃ। যদ্যপি বাক্যদ্বয়ান্মতদ্বয়মভিমতং, তথাপি চিরায়ুষ্কত্বমংশং কেচিৎ ন সহন্তে, প্রাকৃতে প্রলয়ে কার্য্যমাত্রস্য নাশাভিধানেনতদংশস্যাসম্ভবত্বাৎ। তস্মাদীশ্বরমহিমাতিশয়বোধনমাত্রেণোপক্ষীণঃ সঃ ॥২৩২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

মুরান্তকে বিরাজিতে সতি দ্বারাধ্যক্ষ আগত্য তং মুরান্তকং ন্যবেদয়ৎ, নিবেদনমেবাহ দিদৃক্ষুরিতি। তং ব্রহ্মাণং পরিপৃচ্ছ ইতি কৃষ্ণবাক্যং শৃণ্বন্ এত্য ব্রহ্মাণং পৃষ্ট্বা কৃষ্ণাগ্রে আগত্য চতুরানন আগত ইতি তমব্রবীৎ। তেন দ্বারাধিপেন। কিং কথম্। মৎ মত্তঃ মুকুন্দেন স্মৃতাঃ লোকপালাঃ। তত্র ব্রহ্মাণং বিশেষয়তি অষ্টেতি। লক্ষং বাহূন্ শিরাংসি বিভ্রতি যে। অপরে বহ্ন্যাদয়ঃ। তান্ লোকপালান্। তস্মিন্—কৃষ্ণস্য পুরতঃ। উন্মমাদ উন্মত্তো বভূব। মতান্তরমুত্থাপয়তি কিঞ্চেতি। জীবতশ্চাপীত্যাপিনা প্রমাণতশ্চেত্যর্থো দ্যোতিতঃ। নরেশ্বর হে বজ্র! অত্র—অনয়োর্বিরোধে সমুৎপন্নে সতি। কল্পতে—কল্পয়িতুং যোগ্যা ভবতি। কল্প্যত ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥২৩২॥

চতুর্মুখ ব্রহ্মার সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব পৌরাণিক আখ্যায়িকার সারমর্ম্ম।

পূর্ব্বে যে প্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে তাহা এই বন্ধ্যার পুত্র আকাশ কুসুমের মুকুট ধারণ করতঃ কূর্ম্মলোমের বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শশশৃঙ্গ প্রস্তুত ধনুক ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে এই প্রকার দুর্ঘট-বাক্যের ন্যায় বাচ্যহীনতা প্রতীতি হইতেছে। কিন্তু সূর্য্য উদয় হইতেছে এই প্রকার সপ্রমাণ বাক্যবৎ

সাভিধেয়াত্মক সিদ্ধান্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—একদা দ্বারকাপুরীতে সুধর্ম্মাখ্য সভায় শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান আছেন, এমন সময় দ্বার অধ্যক্ষ আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, হে দেব! আপনার পাদপদ্ম দর্শনের অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মা দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন। কোন্ ব্রহ্মা দ্বারদেশে আগমন করিয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, শ্রীভগবানের এই বাক্য শ্রবণমাত্র দ্বারপাল দ্বারদেশে আসিয়া ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন সনকাদি ও নারদাদি মহর্ষিগণের পিতা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আসিয়াছেন। আনয়ন কর। শ্রীকৃষ্ণের এইবাক্যে দ্বারপাল ব্রহ্মাকে আনিয়া সভায় উপস্থিত করিলেন। ব্রহ্মা দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন হে দেব! আগমনের কারণ পশ্চাৎ নিবেদন করিব, কিন্তু নাথ! অদ্য আপনি যে বলিলেন কোন্ ব্রহ্মা, অগ্রে তাহারই রহস্য জানিতে ইচ্ছা করি। যেহেতু আমি ভিন্ন আর অন্য কোন ব্রহ্মা নাই। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎহাস্য করিয়া সমস্ত লোকপালগণকে স্মরণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড হইতে লোকপালগণ অতিশীঘ্র দ্বারকাপুরীতে আগমন করিলেন। তন্মধ্যে কেহ অষ্টমুখ, চতুঃষষ্টিমুখ, শতমুখ, সহস্রমুখ, লক্ষমুখ ও কোটিমুখ ব্রহ্মা সকল এবং বিংশতিমুখ, পঞ্চাশৎমুখ, শতমুখ, সহস্রমুখ, লক্ষবাহু, লক্ষশিরা রুদ্রগণ ও লক্ষলোচন, নিযুতলোচন, ইন্দ্রগণ এবং বিবিধ আকৃতি, বিবিধভূষণযুক্ত অন্যান্য লোকপালগণ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহার পাদযুগলে প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বিস্মিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। এই পর্য্যন্ত বিষম ব্রহ্মাণ্ডাভিধায়ী পুরাণের মত কথিত হইল। এক্ষণে ইহাভিন্ন অন্য প্রকার সমব্রহ্মাণ্ডাভিধায়ী বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রক্রিয়া কথিত হইতেছে যথা-- বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর গ্রন্থ বলেন যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই দেশতঃ ও জীবতঃ তুল্যরূপ অর্থাৎ সকল ব্রহ্মাণ্ডেই দেশসকল পরিমাণে সমান এবং ব্রহ্মাদি জীব সমূহও তুল্য পরমায়ু। অন্যত্রও সেইরূপ বলিয়াছেন যথা হে নরেশ্বর বজ্র! সকল ব্রহ্মাণ্ডই পরিমাণে একরূপ এবং সকল ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তি চতুর্দ্দশ ভুবনের বিভাগ ও ব্রহ্মাদি জীব সমুহ তুল্য। এই প্রকার পূর্ব্বোক্ত পুরাণবাক্য ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বাক্যের যে বিরোধ, এই বিরোধ বাক্যের সমাধানে বলিতেছেন, যে স্থলে দুইটি বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়, সেই স্থলে তাহার অন্যতর বাক্যের অপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারা যায় না। অতএব এইরূপ স্থলে যাহাতে উভয় বাক্যের বিরোধ পরিহার হয় তদ্রূপ অর্থেরই কল্পনা করিতে হইবে। যেমন সূর্য্যোদয়কালে হোম এবং সূর্য্যোদয় না হইবার কালে হোম এই বাক্যদ্বয় শ্রুতি বাক্যের সহিত প্রভেদ না থাকায় অপ্রামান্য বলা যায় না, তদ্রূপ সমব্রহ্মাণ্ড ও বিষমব্রহ্মাণ্ড এই বাক্যদ্বয়ই সর্ব্বজ্ঞ মুণিগণ বর্ত্তৃক কথিত হওয়ায় কোন প্রভেদ নাই, সুতরাং কোনটিই অপ্রামান্য নয়। যদিও সমব্রহ্মাণ্ড বিষমব্রহ্মাণ্ড এই বাক্যদ্বয় হইতে দ্বিবিধ ব্রহ্মাণ্ড অবগত হওয়া যায় এবং দ্বিবিধ ব্রহ্মাণ্ডই অভিপ্রেত, কিন্তু প্রাকৃত প্রলয়ে কার্য্যমাত্রেরই বিনাশ হইয়া থাকে, সুতরাং চিরায়ুক্ক অংশের নাশ অসম্ভব। এই হেতু ব্রহ্মাণ্ডকে চিরায়ুক্ক বলায় সেই চিরায়ুস্কাংশকে কেহ কেহ সহন করিতে পারে না। অতএব শ্রীভগবৎ মহিমাতিশয় জ্ঞানের দ্বারা সেই বিরোধ উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য ॥২৩২॥

যুগপৎ সকলাণ্ডানি জাতু সংহরতে হরিঃ।

তথাহি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"অনন্তানি তবোক্তানি যান্যণ্ডানি ময়া পুরা। সর্ব্বাণি তানি সংহৃত্য সমকালং জগৎপতিঃ॥ প্রকৃতৌ তিষ্ঠতি তদা সা রাত্রিস্তস্য কীর্ত্তিতা। অতঃ সংহৃত্য সর্ব্বাণি পুনরণ্ডান্যসৌ সৃজন্॥ বিষমাণি সৃজেজ্জাতু কদাচিচ্চ সমান্যপি। ইত্যৌপোদ্ঘাতিকং প্রোচ্য প্রকৃতং পরিলিখ্যতে॥

কিঞ্চ তত্রৈব (ভা০ ৩।২।১২)—

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥২৩৩॥ ইতি

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

সমাধত্তে যুগপদিত্যাদিনা॥ অত্র প্রমাণম্ অনন্তানীতি। প্রকৃতৌ—স্বভাবে "স্বভাব প্রকৃতিঃ শীলম্" ইতি ধনঞ্জয়ঃ, আত্মারামতায়ামিত্যর্থঃ। তস্য—জগৎপতেরীশ্বরস্য॥ অত ইতি—সমবিষমজগদণ্ডস্মরণাৎ যুগপৎ সর্ব্বপ্রলয়স্মরণাচ্চেত্যর্থঃ॥ ইত্যৌপোদঘাতিকমিতি—প্রকৃতে কৃষ্ণস্য স্বয়ংভগবত্তানিরূপণরূপেঽর্থে পোষকত্বাৎ বিবিধজগদণ্ডতদধিকারিবর্ণনমুপোদঘাতঃ, স্বার্থে ঠক্ বিনয়াদিত্বাৎ, "চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধ্যর্থামুপোদঘাতং বিদুর্বুধাঃ।" (জগদীশকৃতানুমিতৌ) ইতি বচনাৎ॥ কিঞ্চেতি। তত্রৈব—তৃতীয়ে॥ যদিতি। "আদায়ান্তরধাদ্‌যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্॥" (ভা০ ৩।২।১১) ইতি পূর্ব্বোক্তেঃ, যৎ—বিম্বং, কৃষ্ণেন, গৃহীতং—লোকেঽস্মিন্ প্রকটিতম্। কীদৃশেন তেন? ইত্যাহ, স্বযোগমায়া—পরাখ্যা স্বশক্তিঃ, তস্যা বলং, দর্শয়তা—বোধয়তেত্যর্থঃ। বিম্বং কীদৃক্? ইত্যাহ, মর্ত্ত্যেষু যা লীলাস্তাসাম্, ঔপয়িকম্—উপায়ভূতং, নরাকৃতিত্বাৎ পরমোপযোগীত্যর্থঃ; বিনয়াদিত্বাৎ স্বার্থিকষ্ঠক্, উপায়স্য হ্রস্বত্বঞ্চ; তাদৃগাকৃতিকমন্তরা মনুষ্যেষু তা মনোজ্ঞলীলা ন স্যুরিত্যর্থ; মনুষ্যরীতিচ্ছন্নাঃ পারমৈশ্বর্য্যগর্ভা লীলাঃ খর্ব্বধরস্থচিত্রমুকুরবৎ অতিচারুত্বভাজঃ, অতদগর্ভাঃ কেবলনরলীলাস্তু পারদালিপ্তাধরমুকুরবৎ নানন্দপ্রদর্শিকাঃ ইতি নরাকৃতেস্তদ্বিম্বস্য তৎপরমোপযোগিত্বমিতি ভাবঃ। পুনঃ কীদৃক্? ইত্যাহ, সর্ব্বজ্ঞস্যাপি স্বস্য পরমাশ্চর্য্যকরং, সৌভগসম্পদো মুখ্যং স্থানং ভূষণশোভাধায়কাবয়বঞ্চেতি॥২৩৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

জাতু কদাচিৎ। অত্র জাতুশব্দোপাদানাদ্‌যুগপদিতি লভ্যতে। সকলাণ্ডানি সমানীত্যর্থঃ। ময়া—মার্কণ্ডেয়েন। প্রকৃতৌ—স্বস্বরূপে। অতঃ—সমানরূপত্বেন শ্রীমার্কণ্ডেয়োক্তাৎ। কদাচিৎ সর্ব্বাণি বিষমাণি সংহৃত্য বিষমাণি সৃজেৎ কদাচিৎ সমানি সংহৃত্য সমানি সৃজেৎ সতূভয়ানি সংহৃত্য উভয়ানি সৃজেৎ; বিরোধাৎ। প্রকৃতে তদুপযোগি প্রসঙ্গান্তরমৌপোদ্‌ঘাতিকম্। যন্মর্ত্ত্যেত্যত্র টীকা—তদেবং বিম্বং বর্ণয়তি ত্রিভিঃ; যন্মর্ত্ত্যলীলাসু ঔপয়িকং যোগ্যম্, স্বস্যাপি বিস্ময়জনকং যতঃ সৌভগর্দ্ধেঃ সৌভাগ্যাতিশয়স্য পরং পদং পরাকাষ্ঠা। ভূষণানাং ভূষণানি অঙ্গানি যস্মিন্নিত্যেষা॥২৩৩॥

অত্র কারিকাঃ।—

যদ্বিম্বং মর্ত্ত্যলীলানাং ভবেদৌপয়িকং পরম্। পূর্ব্বপদ্যস্থিতং বিম্বং যৎপদেনানুকৃষ্যতে॥
বিবিধাশ্চর্য্য-মাধুর্য্য-বীর্য্যৈশ্বর্য্যাদিসম্ভবাৎ। স্বস্য দেবাদিলীলাভ্যো মর্ত্ত্যলীলা মনোহরাঃ॥
ধ্বন্যতে বিম্বশব্দেন সদ্‌গুণাবলিশালিনাম্। সকলস্বস্বরূপাণাং মূলত্বং তস্য সর্ব্বথা॥

বিরুদ্ধ বাক্যদ্বয়ের মধ্যে একের অপ্রামাণ্য স্বীকার করিলে অর্দ্ধকুক্কুটীন্যায়ে অপর বাক্যের অপ্রামাণ্য হইয়া যায়, সুতরাং সেই সকল বাক্যের অর্থান্তর কল্পনা করিয়া গত্যন্তর করিতে হইবে, কারণ ঋষিবাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই দোষ চতুষ্টয়ের সম্ভবনা নাই। এই রীতি অবলম্বনে ইহার সমাধানে বলিতেছেন—শ্রীহরি কখনও কখনও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একইকালে সংহার করিয়া থাকেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচনে বলিতেছেন—পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলিয়াছি, যখন জগৎপতি শ্রীহরি যুগপৎ সেই ব্রহ্মাণ্ড-সকল সংহার করিয়া স্ব স্বভাবে অর্থাৎ আত্মরাম-তায় অবস্থান করেন, সেইকালে তাহা জগৎপতি পরমেশ্বরের রাত্রি নামে কীর্ত্তিত হয়েন। অতএব সম ও বিষম ব্রহ্মাণ্ড এবং এককালে সর্ব্ব প্রলয়হেতু জগৎপতি শ্রীহরি ব্রহ্মাণ্ড সমূহ সংহার করিয়া যখন পুন-র্ব্বার সৃষ্টি করেন, তখন তিনি কখন কখন বিষম অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন আকারে কখনও বা সম অর্থাৎ এক-রকম আকারে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই প্রকারে উপোদ্‌ঘাতকথা বলিয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা নিরূপণ রূপ প্রস্তাবিত বিষয় এই অর্থে পোষকতার নিমিত্ত বিবিধ ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার অধি-কারিগণের বর্ণন এই উপোদ্‌ঘাতকথা বলিয়া এক্ষণে আরব্ধ বিষয় লিখিত হইতেছে—সেই তৃতীয় স্কন্ধে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এতকাল পর্য্যন্ত আপনার শ্রীমূর্ত্তি এজগতে প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করাইয়া এক্ষণে লোকলোচন স্বরূপ সেইমূর্ত্তি নেত্র পথ হইতে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করতঃ অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের যে অপরূপ শ্রীমূর্ত্তি জগতে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা তিনি কি নিমিত্ত প্রকট করিয়াছিলেন? তদুত্তর—স্বযোগমায়া অর্থাৎ স্বীয় অন্তরঙ্গা পরাখ্যানাম্নী স্বরূপশক্তি, সেই দুর্ঘট ঘটনীয় স্বরূপ শক্তির প্রভাবকে এই জগতে দেখাইবার নিমিত্ত। তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির পরিচয় প্রদানে বলিতেছেন—যে শ্রীমূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ নিজের ও পরম বিস্ময় জনক, এবং নিখিল সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধির পরম নিধান। অপর যাঁহার হস্তচরণাদি অঙ্গসমূহ ভূষণসমূহেরও ভূষণস্বরূপ ও নরলোকে যে সমস্ত লীলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, নরাকৃতি বলিয়া সেই লীলার পরম উপযোগি শ্রীমূর্ত্তি প্রপঞ্চে প্রকট করিয়াছিলেন। যেহেতু নরলোকে নরাকৃতি ব্যতীত অন্য দেবাদি স্বরূপে নরলীলার সিদ্ধত্ব অসম্ভব. অপর নরলোকে নরাকৃতি ব্যতীত তাদৃশীমনোহারিণী লীলাও সংঘটিত হইতে পারে না। শ্রীভগবানের সাধারণ মানুষের ন্যায় আচরণ, এইরূপ আচরণ আবৃত যে পারমৈশ্বর্য্যগর্ভলীলা তাহা অধরস্থিত বিচিত্র দর্পণসদৃশ অতিশয় মনোহারিণী,আর পারমৈশ্বর্য্য রহিত কেবল নরলীলা পারদলিপ্ত অধর দর্পণ সদৃশ সাতিশয় আনন্দ প্রদায়িনী। অতএব নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীভগ-বানের নরাকৃতি নরলীলার পরম উপযোগী ॥২৩৩॥

অতস্তদেব নিঃশেষগুণরূপাস্পদত্বতঃ। বিচিত্রনরলীলানামতিযোগ্যমুদীর্য্যতে ॥
স্বযোগমায়া চিচ্ছক্তির্বলং তস্যাঃ সমর্থতা। এতদ্দর্শয়তা সাক্ষাংকুবর্ব তা প্রকটীকৃতম্ ॥
অহো মদীয়চিচ্ছক্তেঃ প্রভাবং পশ্যতাদ্ভুতম্। দিব্যাতিদিব্যলোকেষু যদ্গন্ধোঽপি ন সম্ভবেৎ ॥
তজ্জগন্মোহনং রূপং যয়াবিষ্কৃতমীদৃশম্। স্বযোগমায়েত্যাদ্যস্য ভাবোঽয়মিতি গম্যতে ॥
স্বস্যাত্মনোঽপি পরমব্যোমেশাদ্যাত্মদর্শিনঃ। বিস্মাপনং নবোদ্দামচমৎকৃতিকরং পরম্ ॥
সৌভগর্দ্ধিম'হাশ্চর্য্য-সৌন্দর্য্যপরমাবধিঃ। তস্যাঃ পরং পদং নিত্যোৎকর্ষসম্পদ্বরাস্পদম্ ॥
যৎ তু কৌস্তভ-মীনেন্দ্রকুণ্ডলাদ্যং হি ভূষণম্। তস্যাপি ভূষণান্যঙ্গান্যস্যেতি সতি বিগ্রহে ॥

তস্য শ্রীবিগ্রহস্যেদমসমোর্দ্ধত্বমীরিতম্ ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রত্বাৎ দ্বয়োরেবাবিশেষতঃ।
ঔপচারিক এবাত্র ভেদোঽয়ং দেহ-দেহিনোঃ ॥

তথাচ শ্রীকৌর্ম্মে—

"দেহ-দেহিভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥" ২৩৪ ॥ ইতি।

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

পদ্যং কারিকাভির্ব্যাচষ্টে, যদ্বিম্বমিত্যাদিভিঃ ॥ বিবিধেতি। স্বস্য—কৃষ্ণস্য, মর্ত্ত্যলীলাঃ, দেবাদিলীলাভ্যঃ—নারায়ণাদিক্রীড়াভ্যোঽপি, মনোহরাঃ—কমনীয়াঃ। কুতঃ? ইত্যাহ, বিবিধানাম্ আশ্চর্য্যভূতানাং, মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যাণাং—মনুষ্যরীতি পিহিতানাম্ ঐশ্বর্য্যাণাম্, উক্তদৃষ্টান্তরীত্যা তাস্বেব সম্ভবাদিতার্থঃ ॥ ধ্বন্যত ইতি। সকলানাং স্ব-স্বরূপাণাং—মহাবৈকুণ্ঠনাথপর্য্যন্তানামিত্যর্থঃ ॥ স্বযোগেতি। গৃহীতমিত্যস্য প্রকটীকৃতমিত্যর্থঃ; স্বরূপস্য গ্রহণাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। "অনাদেয়মহেয়ঞ্চ" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে) ইত্যাদি বক্ষ্যতে ॥ অসমোর্দ্ধত্বমীরিতমিতি—শ্রীভাগবতে তৎস্বরূপাণাং তাদৃশত্বেনাভিধানাদিত্যর্থঃ ॥ যদ্বিম্বং স্বস্য চ বিস্মাপনমিত্যুক্তেদে'হদেহিনোর্ভেদঃ, স চ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ইতি চেৎ? তত্রাহ সচ্চিদিতি—প্রকটার্থম্। তথা চ ভেদাভাবেঽপি 'সত্তা সতী' ইত্যাদিবৎ বিশেষবলাদেব দেহদেহিভাবব্যবহার ইত্যর্থঃ ॥ ভেদাভাবে প্রমাণং, দেহদেহীতি ॥২৩৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ঔপয়িকমিতি। উপায়াদহ্রস্বশ্চেতিটিকন্ হ্রস্বশ্চ। পূর্ব্বপদ্যে "প্রদর্শ্যাঽতপ্তপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্। আদায়ান্তরধাদ্যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্ (ভাং ৩।২।১১) ইত্যত্র স্থিতম্। ঔপয়িকত্বং দর্শয়ন্নাহ বিবিধেতি। মনোহরা রসাধিক্যাদিত্যর্থঃ। যদুক্তমন্যত্র "অলৌকিকীতঃ কিল লৌকিকীয়ং লীলা হরেরতিরসায়নত্বমিতি। মূলত্বং-স্বয়ং রূপত্বম্। অতো—মূলত্বধ্বননাৎ। তদেব—বিম্বমেব। এতদ্বলং। অদ্ভুতত্বং ব্যনক্তি দিব্যেতি যস্য রূপস্য গন্ধোঽপি লেশোঽপি। যয়া চিচ্ছক্ত্যা। আত্মনোপীত্যপিনা আত্মীয়ানান্তু সুতরামিতি দ্যোতিতম্ কীদৃশস্য পরমব্যোমেশাদয়ো যে আত্মনঃ স্বমূর্ত্তয়স্তেষাং দর্শিনঃ। অদৃশ্য-

দর্শকতাসম্বন্ধে ষষ্ঠী। যদ্বা পরমব্যোমেশাদীন্ আত্মনি দর্শয়িতুং শীলং যস্য। তস্যাঃ-সৌভগর্দ্ধেঃ। ইতি—বিগ্রহে সতি। অবিশেষতঃ-বিশেষত্বেনানিরুক্তেঃ। দেহদেহিনোর্ভিদা ভেদঃ ॥২৩৪॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের অসাম্যাতিশয়ত্ব বা অসমোর্দ্ধত্ব।

প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার পূর্ব্বোক্ত শ্লোক সমূহের স্বকৃত কারিকাদ্বারা ব্যাখা করিতেছেন—শ্রীভগবানের যে বিম্ব অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ মর্ত্তলীলা সমূহের পরম উপযোগী। "যন্মর্ত্ত্য" এই শ্লোকে যে যৎ পদ বিদ্যমান আছে, তাহা পূর্ব্বপদ্যস্থিত স্ববিম্বম্ এই বিম্বপদকে আকর্ষণ করিতেছে। প্রকটাখ্যা শ্রীকৃষ্ণ লীলায় নানাবিধ ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাদির সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ হওয়ায় এবং রসাধিক্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের এই মর্ত্ত্যলীলা তাঁহার অপ্রকটাখ্যা নারায়ণাদি স্বরূপের দেবলীলা অপেক্ষা অতীব মনোহারিণী। আচ্ছা শ্রীনারায়ণাদির দেব লীলা হইতে শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা মনোহারিণী কি প্রকারে হইল? তদুত্তর—নানাবিধ আশ্চর্য্যভূত মাধুর্য্য,বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাদির উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে সর্ব্বতোভাবে মর্ত্ত্যলীলায় সম্ভব হইয়া থাকে এবং বিবিধ সদ্গুণাবলী বিশিষ্ট সর্ব্ববিধ ভগবৎস্বরূপ এবং পরব্যোমাধিপতি মহাবৈকুণ্ঠনাথ পর্য্যন্ত সেই স্বরূপেরও যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা মূলতত্ত্ব অর্থাৎ স্বয়ংরূপ ইহাই বিম্বশব্দের ব্যঞ্জনা শক্তিদ্বারা ধ্বনিত হইল। অতএব সেই বিম্ব শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ যে অশেষরূপ ও গুণাদির আশ্রয়হেতু বিচিত্র নরলীলার অতিশয় যোগ্য তাহাই কথিত হইল। স্বযোগমায়া—চিৎশক্তি, বল—সেই যোগমায়ার সামর্থ্য। দিব্যাতিদিব্য লোকসমূহে যেইরূপের গন্ধমাত্রও সম্ভব নহে, অহো! আমার যোগমায়ার সেই অদ্ভুত প্রভাব অবলোকন কর। এই প্রকারে সেই চিৎশক্তি প্রভাবকে প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত করাইবার অভিপ্রায়ে নিত্য নবায়মানরূপে যে বিম্ব প্রকট করিয়াছিলেন,ঈদৃশ সেই জগন্মোহনরূপ যে চিৎশক্তি দ্বারা অর্থাৎ যোগমায়াহেতু আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাই শ্লোকস্থ "স্বযোগমায়া" ইত্যাদি পদের অভিপ্রায়। ভগবান্ শ্রীহরির রূপ অজন্য ও অত্যাজ্য, ঐরূপের আবির্ভাব, ও তিরোভাব গ্রহণ ও মোচন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে এইরূপ কথিত হইয়াছে। অপর পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ ও বাসুদেবাদিকে যিনি নিজের অন্তর্গতরূপে ভক্তদিগকে দর্শন করাইয়া থাকেন,এবম্ভূত নিজের অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নিত্যনূতনভাবে অত্যন্ত চমৎকারক, সৌভগর্দ্ধি—মহাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের পরম সীমা। তাঁহার পরপদ নিত্য উৎকর্ষ সম্পদের পরম আশ্রয়। যে বিম্বের অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের অঙ্গ পরম্পরা কৌস্তুভ ও মকর কুণ্ডলাদি ভূষণেরও ভূষণ স্বরূপ অর্থাৎ শোভাসম্পাদক এইরূপ সমাসবাক্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবতে অসমোর্দ্ধ অর্থাৎ সেই বিগ্রহের সমান এবং অধিক নাই, ইহাই কথিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের যে বিম্ব বা শ্রীবিগ্রহ নিজেরও অত্যন্ত চমৎকারিত্ব উৎপাদন করে এইরূপ উক্তিতে দেহ এবং দেহির স্পষ্টই ভেদ প্রতীতি হইতেছে। এইরূপ ভেদ হইলে সিদ্ধান্তে বিরোধ হইতেছে? যদি এই প্রকার বল তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার শ্রীবিগ্রহ উভয়ই সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া অভিন্ন, তবে কোন কোন স্থানে যে ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা রাহুর মস্তক ইত্যাদির ন্যায় অভেদেও ভেদারোপ করা হইয়াছে অর্থাৎ এইস্থলে যে দেহদেহি ভেদ

কিঞ্চ শ্রীদশমে শ্রীপুরস্ত্রীণামুক্তৌ (ভাঃ ১০।৪৪।১৪)—

"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপম্ একান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥"

তথাহি শ্রীবলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তৌ (ভাঃ ১০।১৫।৮)—

"ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ-পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ ;
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগ-মৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥২৩৫॥ ইতি

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

স্বয়ংরূপত্বে বচনান্তরমাহ, গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্নিতি। অসমোর্দ্ধং—সাম্যাধিক্যরহিতম্। অনন্যসিদ্ধং—স্বয়ংসিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ অথ মহাবৈকুণ্ঠাধীশমহিষ্যা লক্ষ্ম্যাঃ কৃষ্ণস্পৃহারূপেণ লিঙ্গেন তদধীশাৎ কৃষ্ণস্যাধিক্যং দর্শয়তি, ধন্যেয়মিতি। হে আর্য্য শ্রীবলদেব! অদ্য ইয়ং বৃন্দাবনধরণী, ধন্যা—শ্লাঘ্যা। যাস্তৃণবীরুধস্তাস্তব পাদস্পর্শেন, দ্রুমলতাঃ তব করজাভিমর্ষেণ পুষ্পাণি গৃহ্নতো নখস্পর্শেন, নদ্যঃ—যমুনাদ্যাঃ, অদ্রয়ঃ—গোবর্দ্ধনাদ্যাঃ, তব, সদয়াবলোকৈঃ—কৃপাকটাক্ষৈঃ, গোপ্যঃ—শ্যামলতাঃ, পক্ষে গোপ্যঃ—বল্লব্যঃ, ভুজয়োরন্তরেণ—তব বক্ষসা, ধন্যা ইতি যোজ্যং সর্ব্বত্র। বক্ষো বিশিনষ্টি যৎস্পৃহেতি—বৈকুণ্ঠমহিষী যৎ স্পৃহয়তি পরিরব্ধুং, "প্রায়ো বীররতাঃ স্ত্রিয়ঃ" ইতি বচনাৎ বীরো ভবান্ ; প্রলম্বাদিমহাদৈত্যঘাতিত্বাৎ। পূর্ব্বরাগবর্ণনমেতৎ ॥২৩৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

বিম্ববর্ণনানন্তরং রূপবর্ণনস্য ন্যায্যত্বাত্তদেবাহ কিঞ্চেতি। তাদৃশসৌন্দর্য্যদর্শনোদ্ভাবিতাধুনিকরতিবাসনাঃ শ্রীমথুরাবাসিন্যঃ শ্রীগোপিকা—সৌভাগ্যাতিশয়গর্ব্বেণ বর্ণনেন স্বস্বনিষ্ঠাং প্রাক্তনীং রতিমুদ্ভাবয়ন্ত্য আহুঃ গোপ্য ইতি ; গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্নেবাচরন্নিত্যর্থঃ। যদ্ যস্মাৎ অমুষ্য শ্রীনন্দনন্দস্য রূপং সৌন্দর্য্যং দৃগ্‌ভিঃ করণভূতাভিঃ পিবন্তি। অত্র বর্ত্তমানীয় প্রয়োগপ্রক্ষেপেণ পানস্যানবচ্ছিন্নধারাবাহিকতয়া বিয়োগেঽপি তাসাং স্ফূর্ত্তির্দ্যোতিতা। তস্মাদেতাদৃশং ভাগ্যং ন তপোজন্যমিত্যনুধ্বনিঃ। অত্র "সাধু চন্দ্রমসি পুষ্করৈঃ কৃতং মীলিতং যদভিরামতাধিকে। উদ্যতা জয়িনি কামিনীমুখে তেন সাহসমনুষ্ঠিতং পুনরীতিবদুত্তরবাক্যার্থগতস্য যচ্ছব্দস্য তচ্ছব্দাপেক্ষকত্বং প্রত্যেতব্যম্। কীদৃশং অনুসবানি মধূনি অভিনবানি যস্মিন্ তৎ ক্বচিদ্বিশেষ্যস্য প্রাগ্‌নিপাতদর্শনাৎ। অত্র মধ্বাস্পদত্বেন রূপস্যাপি পদ্মত্বং বাচ্যং তেন চ দৃশাং ভ্রমরীত্বং

প্রতীতি হইতেছে তাহা অভেদ বস্তুতে সত্তা, সতী ইত্যাদির ন্যায় বিশেষবলে বুঝিতে হইবে। ভেদের অভাবেও যে ভেদ প্রতীতি, ইহা কূর্ম্মপুরাণ বচনে প্রমাণিত করিতেছেন যথা—এই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে কখনই দেহদেহি ভেদ বিদ্যমান নাই। এস্থলে মর্ম্মার্থ এই যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি বিম্বস্বরূপ, আর পরব্যোমাধিপতি সেই বিম্বের প্রতিবিম্ব স্বরূপ, যেমন প্রতিবিম্বের মূল বিম্ব, তদ্রূপ পরব্যোমাদির মূল শ্রীকৃষ্ণ ॥২৩৪॥

সমাসোক্ত্যা মন্তব্যম্। তদুক্তং দর্পণে—"সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র কার্য্যলিঙ্গবিশেষণৈঃ। ব্যবহারসমারোপঃ প্রস্তুতেঽন্যস্য বস্তুনঃ॥ ইতি। পুনঃ কীদৃশং লাবণ্যস্য কান্তিকন্দলীচাকচিক্যস্য সারঃ শ্রৈষ্ঠ্যাংশো যত্র তৎ। নম্বন্যেষু শ্রীবিগ্রহেষু তাদৃশত্বসম্ভবাৎ কথং চমৎকারাতিশয় ইত্যত আহুঃ অসমোর্দ্ধম্। ন বিদ্যেতে সমোর্দ্ধে যস্য তৎ। নম্বন্যত্রৈতন্নাস্তি চেৎ কুতঃ প্রাপ্তমিত্যাহুঃ--অনন্যসিদ্ধং স্বাভাবিকমেব নত্বলঙ্কারাদিভি-স্তাদৃশমিত্যর্থঃ। অস্য স্বয়ংরূপত্বেন রূপস্যাপি স্বয়ংরূপত্বং মন্তব্যম্। মাধুর্য্যানুভবাত্তস্মিন্ তাদৃশীং রতি-মভিব্যজ্য ঐশ্বর্য্যাদ্যতিশয়িতাশ্রয়েণ তস্মিন্ননুরজ্যন্ত্য আহুঃ। ঐশ্বরস্য ঐশ্বর্য্যস্য ভাবে তদ্ধিতপ্রত্যয়াৎ। ঈশ্বরস্যেতি পাঠে অমুষ্যেশ্বরস্যেতি যোজ্যম্। যশসঃ শ্রিয়ঃ সম্পত্তেশ্চ একান্তধাম নিত্যাশ্রয়মিত্যর্থঃ। এতদুপলক্ষণত্বাৎ জ্ঞানবৈরাগ্যবলানামপীতিপ্রত্যেতব্যম্। অন্যত্রৈষাং কেবলমধ্যাস এবেতি ভাবঃ। অথবা গোপ্যঃ কিং কীদৃশং তপ আচরন্ তজ্জানীত চেৎ কথয়ত তদেব তপো বয়মাচরিষ্যাম ইতি ভাবঃ। তাভিং রন্যাঃ সমবয়স্কাঃ প্রতিদ্যোতিতাঃ। যদ্বা দুরাপঞ্চেৎ কথং ভবত্যস্তস্মিন্ননুরজান্তি তত্রাহুঃ শ্রিয়ঃ প্রেয়স্যা একান্ত ধাম তস্মাত্তদাশ্রয়েণ তং ভজিষ্যাম ইতি ভাবঃ। যদ্বা ঈশ্বরাণাং সম্বন্ধি যদ্‌যশস্তস্য শ্রিয়ঃ সম্পত্তেঃ সমূহস্য একান্তাশ্রয়ম্; সর্ব্বেষামবতারাবতারিণাং বীজত্বাদিত্যর্থঃ। তাসাং তজ্‌জ্ঞানস্য প্রাচুর্য্যান্নাসমঞ্জ-সমেতৎ॥ স্বকর্তৃকচরাচরকর্ষকত্বাসাধারণলিঙ্গেন সর্ব্বাতিশয়িত্বং সাধয়ন্নন্যাপদেশেন যত্তদ্বচনং তদেবোত্থাপয়তি ধন্যেয়মিতি। ত্বৎ ত্বত্ত ইয়ং শ্রীবরাহলব্ধতাদৃশপ্রসাদাদপি ধরণী ধন্যা স্বর্গপাতালাদিভ্যস্তদভাবাচ্ছ্রেষ্ঠা আস্তাং তাবদস্যা উৎকৃষ্টত্বমেতজ্জাতা অপি তৃণবীরুধস্তৃণরূপা লতা দুর্ব্বাদ্যা অপি ত্বত্তো ধন্যাঃ; যতঃ পাদস্পৃশোঽর্থাত্তব। যদ্বা ত্বদিত্যত্র বিভক্তিপরিণামঃ কার্য্যঃ। নন্‌ দুর্ব্বাদীনাং দেবপূজনসামগ্রীত্বান্ন তদযোগাতেত্যাহ দ্রুমলতাশ্চাপি ধন্যাঃ যতঃ করজাভিমৃষ্টাঃ তব করাজ্জাতানি অভিমৃষ্টানি অভিমর্শনানি স্পর্শনানি যেষাং যাসাঞ্চ তে তাস্তথা। যদ্বা করজৈরঙ্গুলিভিরভিমৃষ্টা দ্রুমাঃ নখৈরভিমৃষ্টা লতা ইত্যর্থঃ শ্লিষ্টঃ। ত্বত্তো যে সদয়াবলোকাস্তৈস্তৈর্ন্যাদয়ো ধন্যা ইতি। ভুজয়োরন্তরেণ মধ্যে ত্বৎ ত্বাং প্রাপ্য গোপ্যঃ শ্যামলতা ধন্যাঃ। "গোপী শ্যামা পারিবহে"ত্যমরঃ। ত্বদিতি যজ্‌গর্ভাদিত্বাৎ পঞ্চমী। শ্লেষপক্ষে গোপ্যো গোপিকা ভুজয়োরন্তরেণ বক্ষসা ত্বাং প্রাপ্য ধন্যাঃ। এতত্তু তৎপ্রেয়সীরূপলক্ষ্যোক্তং সামান্য-তশ্চেত্তদা "সখ্যভাবান্নর্ম্মোক্তমিতি কারিকায়াং ব্যক্তী ভবিষ্যতি। শ্যামসুন্দরং ভবন্তমৃতে তাঃ কথং ময্যনুরক্তা ইত্যত আহ শ্রীরপি শ্রীনারায়ণপ্রেয়স্যপি যৎস্পৃহা যস্মৈ বক্ষসে স্পৃহয়তি যা সেত্যর্থঃ। "প্রায়ো বীররতাঃ স্ত্রিয়" ইতি ন্যায়েন সাপি তবৈতদৃশ প্রলম্বাদিকহননসামর্থ্যস্য তাদৃশসৌন্দর্য্যস্য চ দর্শনাত্ত্বয্যনুরজ্যতি স্মেতি ভাবঃ॥২৩৫॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, শ্রীনারায়ণের বিলাস নহেন, এবিষয়ে প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারায়ণের বিলাসমূর্ত্তি, পূর্ব্বপক্ষের এই মতকে নিরসন করতঃ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এবিষয়ে প্রমাণান্তর দেখাইতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে মথুরা পুররমনীগণের উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের যে স্বয়ংরূপত্ব প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই বলিতেছেন যথা—ব্রজগোপীগণ কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই আচরণ

অত্র কারিকাঃ।—

শ্রীবৃন্দাবন-তদ্বাসিমাধুর্য্যোল্লোলচেতসা। তৎস্তবে হরিণারব্ধে নিজোৎকর্ষাবসায়িনম্ ॥
তমালোচ্য ততো রামমপদিশ্য ব্যধায়ি সঃ। অতোহত্র নৈব তাৎপর্য্যং রামোৎকর্ষানুবর্ণনে ॥
সখ্যভাবাৎ তদা রামে নর্ম্মণৈবেদমীরিতম্। ভুজান্তরন্ত বক্ষস্তে তেন ধন্যা ব্রজাঙ্গনাঃ ॥
যৎস্পৃহা বক্ষসে যস্মৈ শ্রীরপ্যাচরতি স্পৃহাম্। তৎস্পৃহৈব পরং তস্যা নতু তৎপ্রাপ্তিযোগ্যতা ॥
সদা বক্ষঃস্থলস্থাপি বৈকুণ্ঠেশিতুরিন্দিরা। কৃষ্ণোরঃস্পৃহয়াস্যৈব রূপং বিবৃণুতেহধিকম্ ॥
পৌরাণিকমুপাখ্যানমত্র সংক্ষিপ্য লিখ্যতে। শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং তত্র লুব্ধা ততস্তপঃ ॥
কুর্ব্বতীং প্রাহ তাং কৃষ্ণঃ কিন্তে তপসি কারণম্।
বিজিহীর্ষে ত্বয়া গোষ্ঠে গোপীরূপেতি সাব্রবীৎ ॥
তদ্দুর্ল্লভমিতি প্রোক্তা লক্ষ্মীস্তং পুনরব্রবীৎ।
স্বর্ণরেখেব তে নাথ! বস্তুমিচ্ছামি বক্ষসি।
এবমস্ত্বিতি সা তস্য তদ্রূপা বক্ষসি স্থিতা ॥

যথোক্তং শ্রীদশমে নাগপত্নীভিঃ (ভাঃ ১০।১৬।৩৬)—

"যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ল্ললনাচরৎ তপো

করিয়াছিলেন। যেহেতু এই শ্রীকৃষ্ণের দুর্ল্লভ ও প্রতিক্ষণে নিত্য নূতনরূপ সৌন্দর্য্য নেত্রসমূহ দ্বারা অনবরত পান করেন, তাঁহার এইরূপ লাবণ্যসার অর্থাৎ লাবণ্যের শ্রেষ্ঠাংশ যাহাতে বিদ্যমান, অথচ সাম্য ও আধিক্য রহিত, অনন্যসিদ্ধ অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ, তাঁহার এই রূপমাধুর্য্য অলঙ্কারাদি হইতে প্রকটিত হয় নাই, উহা স্বাভাবিক এবং যশঃ ঐশ্বর্য্য ও সম্পত্তির একান্ত আশ্রয় স্বরূপ। এইশ্লোকে অসমোর্দ্ধ ও অনন্যসিদ্ধ এই দুই বিশেষণে কৃষ্ণভিন্ন অন্যস্বরূপে যে তাদৃশ রূপ সর্ব্বথা দুর্ল্লভ ইহাই বলা হইল। অনন্তর মহাবৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণের বক্ষঃবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণবক্ষের আলিঙ্গন অভিলাষ করেন. এইহেতু শ্রীলক্ষ্মীপতি অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণরূপের আধিক্য বর্ণনা করিতেছেন যথা—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরামকে বলিলেন হে আর্য্য! অদ্য এই বৃন্দাবনভূমি ধন্যা অর্থাৎ প্রশংসনীয়া, আপনার পাদস্পর্শ দ্বারা এই ভূমিতে উৎপন্ন যে তৃণ, বীরুধ তাহারা এবং নখস্পর্শ দ্বারা অর্থাৎ পুষ্পসমূহের গ্রহণ কালে তোমার নখস্পর্শ দ্বারা তরুলতা ও তোমার কৃপাকটাক্ষের দ্বারা যমুনাদি নদীসকল এবং গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বত, পক্ষিগণ, মৃগগণ তাহারাও ধন্য হইল। অপর তোমার ভুজদ্বয় মধ্যবর্ত্তি বক্ষঃস্থলের আলিঙ্গন লাভ করিয়া গোপীগণও ধন্যা হইলেন। বক্ষঃস্থলের বিশেষণে বলিতেছেন—পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণের মহিষী স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীদেবীও তোমার ভুজদ্বয় মধ্যবর্ত্তি বক্ষঃস্থলের আলিঙ্গন অভিলাষ করেন। কারণ রমণীগণ প্রায়ই বীরপুরুষের প্রতি আসক্ত হইয়া থাকে। আপনি তো প্রলম্বাদি বহু বহু মহাদৈত্যকে বধ করিয়াছেন, অতএব আপনিই একমাত্র বীর। ইহাতে পূর্ব্বরাগের লক্ষণ প্রকটিত হইয়াছে ॥২৩৫॥

বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥" ইতি।
নাম্নোঽপি মহিমৈতস্য সর্ব্বতোঽধিক ঈর্য্যতে ॥২৩৬॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

পদ্যার্থং কারিকাভির্ব্যাখ্যাতি শ্রীবৃন্দাবনেতি। উল্লোলেতি—"লোলশ্চল সতৃষ্ণয়োঃ" ইতি নানার্থবর্গাৎ অতিসতৃষ্ণচিত্তেনেত্যর্থঃ। নিজোৎকর্ষেতি—স্বমুখেন স্বস্তুতেঃ কর্তুমযুক্তত্বাৎ রামাপদেশেন তদ্বিধানমিতি ভাবঃ; অন্যথা শ্রিয়ো রামোরঃস্পৃহোক্তিরযুক্তেতি বোধ্যম্। নন্বেবং চেৎ স্বরহস্যস্য রামে সূচনং কথং? তত্রাহ সখ্যভাবাদিতি। যৎস্পৃহেতি—স্পৃহামাত্রোক্তেঃ প্রাপ্তির্নাভূদিতি ব্যজ্যতে। বক্তব্যমাহ সদা বক্ষঃস্থলস্থেতি। অস্য—কৃষ্ণস্য এব, রূপং স্বনাথাদপ্যধিকম্, ইন্দিরা—লক্ষ্মীঃ, বিবৃণুতে—প্রদর্শয়তীত্যর্থঃ। পৌরাণিকমিতি—পাদ্মীয়ং বোধ্যম্। তপঃ কুর্ব্বতীমিতি—তস্যাস্তপঃস্থলন্তু শ্রীবনমিতি প্রসিদ্ধম্। শ্রীভাগবতেঽপ্যেতদ্বৃত্তমস্তীতি দর্শয়তি যদ্বাঞ্ছয়েতি। যস্য—তব অঙ্ঘ্রিরজসঃ বাঞ্ছয়া কামান্—বৈকুণ্ঠগতান্ দিব্যরসগন্ধাদীন্, বিহায়—ত্যক্ত্বেতি। ন চ লক্ষ্ম্যা রতেরনেকপুরুষনিষ্ঠত্বেন স্থায়িবৈরূপ্যাৎ রসাভাসতেতি বাচ্যং, শ্রীশকৃষ্ণয়োরদ্বৈতেন অনেকপুরুষত্বাভাবাৎ "সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥" (ভ° র° সি°, পু° ৩২) ইতি ॥২৩৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

শ্রীবৃন্দাবনতদ্বাসিনোর্মাধুর্য্যেষু ললং ঈপ্সিতং চেতো যস্য তেন; লল ঈপ্সায়ামিতি ধাত্বর্থাৎ। স—স্তবঃ। রামোৎকর্ষানুবর্ণনে নৈব তাৎপর্য্যং কিন্তু স্বোৎকর্ষবর্ণন ইতি ভাবঃ। তেন—বক্ষসা। তৎস্পৃহৈব—বক্ষঃস্পৃহৈব। পরং—কেবলম্। বৈকুণ্ঠেশিতুঃ—শ্রীনারায়ণস্য। ইন্দিরা—লক্ষ্মীঃ; "ইন্দিরা লোকমাতা মা ক্ষীরাব্ধিতনয়া রমেতি হারাবলী"। পৌরাণিকং—পদ্মপুরাণীয়ম্। তত্র কৃষ্ণসৌন্দর্য্যলুব্ধা স্থিতেত্যর্থঃ। ততো লোভানন্তরম্। বিজিহীর্ষে বিহর্ত্তুমিচ্ছে। তদ্রূপা রেখারূপা সতী তস্য বক্ষসি স্থিতা আস্তে স্ম। যদ্বাঞ্ছয়া ললনা উৎসুকা সতী শ্রীঃ শ্রীনারায়ণপ্রেয়স্যপি কামান্ অন্যাভিলাষান্ বিহায় তপ আচরৎ কৃতবতীত্যন্বয়ঃ। ললনেতি লল ঈপ্সায়াম্। যদ্বা ললাতে অসৌ ব্রহ্মাদিভিরেবম্ভূতাপি যদ্বাঞ্ছয়া যদভিলাষেণ। অথ বিশ্বরূপে সর্ব্বোৎকৃষ্টে নিরূপ্য নামমহত্ত্বমপি বর্ণয়ন্নাহ নাম্নোঽপীতি। এতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ॥২৩৬॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যাবসরে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীকৃষ্ণস্পৃহাবিষয়ে পৌরাণিক উপাখ্যান।

প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা স্বকৃত কারিকাদ্বারা অভিব্যক্ত করিতেছেন—শ্রীবৃন্দাবন ও বৃন্দাবনবাসিগণের মাধুর্য্য দর্শনে নিরতিশয় সতৃষ্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহা নিজেরই উৎকর্ষে পর্য্যবসায়িত হয় জানিয়া এবং নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করা অনুচিত মনেকরিয়া অগ্রজ শ্রীবলরামের প্রশংসাচ্ছলে ঐরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন। নতুবা শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীবলরামের বক্ষঃস্থলের আলিঙ্গন অভিলাষ নিতান্ত অশোভনীয় জানিতে হইবে। আচ্ছা যদি এইরূপই হয় তাহা

হইলে নিজ গোপনীয় কথা অগ্রজ শ্রীবলরামের প্রতি প্রকাশ করিলেন কিপ্রকারে ? তদুত্তর—শ্রীবলদেবের উৎকর্ষ বর্ণন কখনও এই শ্লোকের তাৎপর্য্য নহে, পরন্তু বলদেবের সহিত সখ্যতাবশতঃ পরিহাস করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে "ধন্যেয়মদ্য ধরণী" এই প্রকার শ্রীবলদেবকে বলিয়াছিলেন যে তোমার ভুজান্তর বক্ষঃস্থল তদ্দ্বারা ব্রজাঙ্গনাগণ ধন্যা। যৎস্পৃহা—শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের মহিষী হইয়াও যে বক্ষঃস্থলের অভিলাষ করিয়া থাকেন। সেই লক্ষ্মীদেবীর বক্ষঃস্থলের স্পৃহামাত্রই কথিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাপ্তির যোগ্যতা না থাকায় তিনি প্রাপ্ত হন নাই ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে। বক্তব্য এইযে—লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণের বক্ষঃবিলাসিনী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলের অভিলাষ প্রকাশে স্বীয়পতি পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণ রূপের অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণরূপের আধিক্য প্রদর্শিত হইল। শ্রীলক্ষ্মীদেবী যে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার অভিলাষ করেন এবিষয়ে পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে—সেইউপাখ্যান এখানে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে যথা—কোন সময় শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য অবলোকনে তাহাতে লোলুপ হইয়া তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর তপস্যাস্থল শ্রীযমুনার পর পারে দ্বাদশ বনের অন্যতম শ্রীবন অর্থাৎ যাহা বেলবন বলিয়া প্রসিদ্ধ। তপস্যারতা শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার তপস্যার কারণ কি ? শ্রীলক্ষ্মীদেবী বলিলেন, আমি গোপীরূপ ধারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে তোমার সহিত বিহার করিতে অভিলাষ করি। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তাহা অতীব দুর্ল্লভ। লক্ষ্মীদেবী পুনর্ব্বার কহিলেন নাথ ! আমি স্বর্ণরেখার ন্যায় তোমার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আচ্ছা তাহাই হইবে, তদবধি শ্রীলক্ষ্মীদেবীও স্বর্ণরেখারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধেও যে এই উপখ্যানটি বর্ণিত হইয়াছে তাহা নাগপত্নীগণের বাক্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। নাগপত্নীগণের বাক্য যথা—ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থনীয়া পরমাসুন্দরী শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের প্রেয়সী হইয়াও তোমার যে চরণরেণুর অভিলাষে বৈকুণ্ঠগত দিব্যভোগাভিলাষ পরিত্যাগ ও ব্রত ধারণ পূর্ব্বক দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীলক্ষ্মীদেবীর রতিকে বহুপুরুষ নিষ্ঠ হওয়ায় স্থায়িভাবের বিরূপতা বলিয়া রসাভাস দোষযুক্ত বলিতে পার না, কারণ শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয় স্বরূপের মধ্যে কোন ভেদ না থাকায় বহুপুরুষের অভাব অর্থাৎ উভয় স্বরূপকে এক বলিয়া জানিতে হইবে। এবং পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহদ্বয়ে তত্ত্বতঃ ঐক্য থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টময় প্রেমরসে প্রাপ্তি হইয়াছেন অর্থাৎ যোগ্যভক্তে শ্রীনারায়ণ হইতেও উৎকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু শ্রীনন্দনন্দন স্বরূপেই রসমর্য্যাদা স্থিরীকৃত হইয়াছে। শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে এইরূপ অবগত হওয়া যায়। অনন্তর বিশ্বস্বরূপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা নিরূপণ করতঃ এক্ষণে তাঁহার শ্রীনামমহিমাকে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন—এই শ্রীকৃষ্ণের নামেরও মহিমা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ॥২৩৬॥

যথা শ্রীব্রহ্মাণ্ডে—

"সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্ ।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥"

স্কান্দে চ

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্ ।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর ! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥" ২৩৭॥ ইতি ।

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নামাতিমহিম্না লিঙ্গেন শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীশাদাধিক্যমাহ সহস্রেতি। বৈশম্পায়নোক্তানাং সহস্রনাম্নাং ত্রিরাবৃত্ত্যা যৎ ফলং, তৎ, কৃষ্ণস্য একং নাম—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-গতাষ্টোত্তরশতনামস্থং কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধ্যেকমেব নাম, একাবৃত্ত্যা প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ। তেষু সর্ব্ব-স্বাবির্ভাবত্ববিশিষ্টস্য নামান্যুক্তানি, ইহ তু কৃষ্ণত্বেন বিশিষ্টস্যেতি বিশেষঃ; তদ্‌গতাৎ এতদ্‌গতং তদেব নাম বহুফলম্; ভগবদ্বাক্যান্তরাৎ ভগবদ্‌গীতাবদিতি বোধ্যম্। স্কান্ধে চেতি। মধুরমধুরমেতদিতি—সর্ব্বাতিশায়িমাহাত্ম্যপর্য্যবসায়িত্বং দ্যোত্যতে। ভৃগুবর !—হে শৌনক। ॥২৩৭॥

শ্রীবৃন্দাবলচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

আবৃত্তিরাবর্ত্তনং তৎফলম্। ভৃগুবর ! হে শৌনক ॥২৩৭॥

শ্রীরাম ও নারায়ণাদি সর্ববিধনামাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমাধিক্য ।

শ্রীনারায়ণ নাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ নামের মহিমা অধিক, ইহা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণনামের অতিশয় মহিমা প্রকাশক বাক্যের দ্বারা শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের মহিমাধিক্য বর্ণন করিতেছেন—যথা—শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বীয় মহর্ষি বৈশম্পায়ণোক্ত পরম পবিত্র শ্রীবিষ্ণুসহস্র নাম বারত্রয় পাঠ করিলে যে ফল লাভ হয় কিন্তু, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণাবতার সম্বন্ধী যে কোন একটিনাম মাত্র একবার পাঠ করিলে সেইফল লাভ হয় অর্থাৎ মহাভারতোক্ত শ্রীবিষ্ণুসহস্র নামের তিনবার পাঠের ফল লাভ হইয়া থাকে। অপর মহাভারতোক্ত শ্রীবিষ্ণুসহস্র নামে সকল ভগবদাবির্ভাব বিশেষের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড পুরাণোক্ত এই শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের কেবল শ্রীকৃষ্ণাবতারেরই নামাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছে, এইহেতু "এই শ্রীকৃষ্ণ" নামেরই বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদিত হইল। সুতরাং মহাভারতোক্ত বিষ্ণুসহস্রনাম অপেক্ষা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামই বহু ফলপ্রদরূপে কথিত হইল। ইহা শ্রীভগবানের অন্যান্য বাক্য হইতে যেমন শ্রীমদ্‌গীতার বাক্য শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ জানিতে হইবে। অপর স্কন্দপুরাণেও কথিত হইয়াছে—এই শ্রীকৃষ্ণনাম মধুর হইতেও সুমধুর অর্থাৎ সর্ব্বাতিশায়ি মাহাত্ম্যে পরিণতি প্রাপ্তি, ইহাই প্রকাশিত হইল। যিনি সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মঙ্গল দায়ক, যিনি সমস্ত বেদরূপ কল্পলতিকার উপাদেয় ফল এবং চিদেক স্বরূপ অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপ।

অতঃ স্বয়ংপদাদিভ্যো ভগবান্ কৃষ্ণ এব হি। স্বয়ংরূপ ইতি ব্যক্তং শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু ॥

যথোক্তং শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্ (ব্রং সং ৫।১)—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥" ইতি।

যথাচ (ব্রং সং ৫।৩৯)—

"রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ নানাবতারমকরোদ্ ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥" ইতি।
তস্মাৎ পরমবৈকুণ্ঠনাথোঽপ্যস্য বিলাসকঃ ॥২৩৮॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নিগময়তি অত ইতি। স্বয়ংপদাদিভ্যঃ ত্রিভ্য ইত্যর্থঃ। উক্তং পুষ্ণাতি যথা চ রামাদীতি। ন চ রামাদীনামপি কৃষ্ণাদভেদাৎ তদাদিত্বেঽপি কদাচিৎ সর্ব্বাঃ শক্তয়ো ব্যক্তাঃ স্যুরিতি বাচ্যম্ ; তেষু কলানাং—শক্তীনাং নিয়মেন ব্যক্তেঃ। ইদঞ্চ প্রাগেব নির্ণীতম্। তস্মাদিতি—উক্তাৎ হেতুপ্রচয়াৎ, অস্য— কৃষ্ণস্য, পরব্যোমনাথোঽপি বিলাস এব, নতু তস্য বিলাসঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ ॥২৩৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অত ইতি। শ্রীকৃষ্ণ এব হীত্যেবকারঃ শ্রীমহানারায়ণস্য স্বয়ং-ভগবত্ত্বেঽপি স্বয়ং রূপত্বং বারয়তি। ঈশ্বর ইতি। বিবৃতৈতৎপ্রসঙ্গ এব প্রাক্। রামাদীতি। যঃ পরমঃ পুমান্ কৃষ্ণঃ শ্রীমহানারায়ণাদ্যংশী স্বয়ং সমভবৎ প্রকটো বভূব তং ভজামীত্যন্বয়ঃ। তং কীদৃশং ; গোবিন্দং—লীলাবিশেষপ্রখ্যাপনায় গোবিন্দনামানমিত্যর্থঃ। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য প্রকটাবস্থায়ামপি তত্ত্বঞ্চেৎ স্থাপিতং তর্হি শ্রীরামাদয়োঽপ্যবতারাঃ স্বয়ংরূপা ইতি তেষাং তত্ত্বং নিরস্যন্নাহ কলানিয়মেন ; কলানাং শক্তীনাং প্রকাশেন রামাদিষু মূর্ত্তিষু তিষ্ঠন্ তত্তন্মূর্ত্তীঃ প্রকাশয়ন্নানাবতারং শ্রীরামাদ্যবতারমকরোৎ "মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-বরাহ-নৃসিংহ-হংস-রাজন্যবিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতার" ইতি শ্রীদশমে শ্রীদেবানামুক্তেঃ দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নম" ইতি শ্রীগীত-গোবিন্দোক্তেশ্চ। তস্মাৎ নানাস্থানেষু স্বয়ংপদাদিপ্রয়োগাৎ পূর্ব্বোক্তপ্রমাণসঞ্চয়াদ্বা অস্য-শ্রীকৃষ্ণস্য ॥২৩৮॥

সেই শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রদ্ধাসহকারে অথবা অবহেলা পূর্ব্বক একবার মাত্রও পরিগীত হইলে হে ভৃগুবর শৌনক! তৎক্ষণাৎ মনুষ্যমাত্রকে সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥২৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ।

ফলিতার্থ প্রকাশে বলিতেছেন—অতএব স্বয়ং পদের পুনঃ পুনঃ উপদেশ হইতে অর্থাৎ "স্বয়ন্ত্ব-সাম্যাতিশয়", 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল, এইরূপে স্বয়ংপদের বারত্রয় উপদেশ হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ংরূপ তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে সুব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীব্রহ্ম-সংহিতায়ও এইরূপ কথিত হইয়াছে যথা শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশক্তিমান পরম ঈশ্বর, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ অপ্রাকৃত

অতো মিলিত্বা শ্রুতিভিঃ স্ব-সারো যঃ স্তবঃ কৃতঃ। তত্তাৎপর্য্যকৃতী কৃষ্ণমেব দেবর্ষিরানমৎ ॥
"নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়" (ভাঃ ১০।৮৭।৪৬) ইত্যাদি নন্বেষ দ্বাপরস্যান্তে প্রাদুর্ভূতো যদূদ্বহঃ ॥
স বৈকুণ্ঠেশ্বরোঽনাদিস্তদ্বিলাসঃ কথং ভবেৎ।
নৈবমস্যাদিশূন্যস্য জন্মলীলাপ্যনাদিকা
স্বচ্ছন্দতো মুকুন্দেন প্রাকট্যং নীয়তে মুহুঃ ॥২৩৯॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

পুনঃ পৃচ্ছাতি অতো মিলিত্বেতি। অন্যথা সর্ব্বশ্রুতিসারং স্তবং শ্রুতবতা নারদেন শ্রীশ এব প্রণম্যেত, নতু কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ তস্মাৎ কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বং শ্রুতিতাৎপর্য্যাদপি লব্ধমিত্যর্থঃ। এবং নির্জ্জিতোঽপি শ্রীশপারম্যবাদী সকোপঃ প্রতিবিধত্তে, নন্বেষ ইতি। প্রাদুর্ভূত ইতি—শান্তোদিত ইত্যর্থঃ। অনাদিঃ—নিত্যোদিতঃ, কূটস্থ ইতি যাবৎ। পরিহরতি, নৈবমিতি। অনাদ্যয়া গোপালোপনিষদা পরার্দ্ধাদৌ কৃষ্ণকর্ত্তৃকস্য ব্রহ্মকর্ম্মকস্যোপদেশস্যাভিধানাৎ, প্রহ্লাদস্য প্রিয়ব্রতস্য চাতিপ্রাচীনস্য কৃষ্ণোপাসকত্বস্মরণাচ্চ, আদিশূন্যস্য—পূর্ব্বকোটিরহিতস্য, কৃষ্ণস্য জন্মলীলাপ্যাদিশূন্যৈব, স্বেচ্ছয়ৈব সাবির্ভাব্যতে ; দ্বাপরাবসানে ইতি সাদিত্ববচনং রভসাদেবেত্যর্থঃ ॥২৩৯॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

মিলিত্বা—একীভূয় তস্য—স্তবস্য তৎ—তাৎপর্য্যং উদ্দেশ্যং তস্মিন্ কৃতী সাবধানো দেবর্ষিঃ দেবানামপি জ্ঞানদাতা ; ঋষ্ গতাবিতি ধাত্বর্থাৎ ; সর্ব্বে গত্যর্থা জ্ঞানার্থাঃ। স্যুরিত্যনেন গত্যর্থস্য তস্য জ্ঞানার্থত্বেন প্রতিপাদিতত্বাচ্চ। কৃষ্ণমেব আনমন্ নতু শ্রীনারায়ণমিত্যেবকারার্থঃ। পুষ্টবাক্যার্থেন দ্যোতিতং তন্নমনমপি শ্রীকৃষ্ণাবতারতয়েতি মন্তব্যম্ ॥ নম ইত্যেতদ্বিবৃতং মঙ্গলাচরণে ॥ পূর্ব্বপক্ষমাহ

নিত্য চৈতন্য আনন্দস্বরূপ। তিনি অনাদিকাল হইতেই স্বকীয় নিত্যলীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবনাদিতে বিরাজিত আছেন। তিনি গোচরণলীলা কৌতুকী বলিয়া তাঁহার শ্রীগোবিন্দ নাম প্রসিদ্ধ। নানাশাস্ত্রে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূলকারণ অনেকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বয় বিচারে শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বকারণের মূলকারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন, পুনরায় সেই ব্রহ্মসংহিতার প্রমাণে পূর্ব্বোক্ত স্বয়ংরূপের পরিপোষকে বলিতেছেন—যদিবল শ্রীরামাদিমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলিয়া সেই অনাদি রামাদি মূর্ত্তিতেও নিখিল শক্তিবর্গের পূর্ণ অভিব্যক্তি হউক? ইহা বলিতে পার না, কারণ যে পরম পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতার কালে কলানিয়মে অর্থাৎ যথাযোগ্যস্থলে নিয়মিত রূপে শক্তির অভিব্যক্ত করিয়া শ্রীরামাদি মুর্ত্তিতে অবস্থান করতঃ মায়াপ্রপঞ্চে বিবিধ অবতার প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপেই অবতীর্ণ হয়েন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ইহা পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে। এই সকল কারণ বশতঃ পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণও এই শ্রীকৃষ্ণের বিলাসই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস নহে, শ্রীগ্রন্থকার এইরূপে নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন ॥২৩৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নন্বেষ ইতি। এব ইতি সিদ্ধান্তকোটিপ্রবিষ্টত্বেন সাক্ষান্নির্দ্দিষ্টত্বাৎ। অথোপন্যাসঃ। তদ্বিলাসস্তস্য যদূদ্বহস্য বিলাসঃ কথং ভবেৎ বরং বৈকুণ্ঠনাথস্য যদূদ্বহো বিলাসো ভবত্বিত্যর্থঃ। তত্র তৎপদস্য বুদ্ধিস্থত্বেন পরামৃষ্টত্বাৎ। যদ্বা তৎপদস্য চরমপাদে প্রয়োগাৎ যদপদমধ্যবসীয়তে তস্মাদ্ ষ এষ যদূদ্বহঃ প্রাদুর্ভূতস্তস্য বিলাস ইতি যোজ্যম্॥ সিদ্ধান্তমাহ নৈবমিতি। এবং পূর্ব্বপক্ষো নোচিত ইত্যর্থঃ। অস্য —যদূদ্বহস্য॥২৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ ইহা শ্রুতিসমূহেরও তাৎপর্য্য।

প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপের পরিপোষণে বলিতেছেন—এই নিমিত্তই শ্রুতিরূপা মাতৃগণ একত্র মিলিত হইয়া সর্ব্ববেদসারভূত যে স্তব করিয়াছেন তাঁহার তাৎপর্য্যবেত্তা দেবর্ষিনারদ মহানারায়ণাদি অন্য কাহাকেও প্রণাম না করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণাম করিয়াছে যথা—সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ইত্যাদি। যদি ইহা স্বীকার না কর তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সর্ব্ববেদসারভূত বেদস্তুতি শ্রবণ করিয়া মহর্ষি নারদ শ্রীনারায়ণকেই প্রণাম করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেন না। অতএব শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব শ্রুতিতাৎপর্য্য হইতেও অবগত হওয়া যায়। এই প্রকারে শাস্ত্রসিদ্ধান্তে পরাজিত হইয়া শ্রীনারায়ণ পারম্যবাদিগণ ক্রোধবশতঃ পুনরায় প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন—এই শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগের অবসানে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন অতএব ইনি শাস্ত্রোদিত। আর সেই মহাবৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণ অনাদি সিদ্ধ, অতএব শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি এইরূপ সিদ্ধান্ত কিপ্রকারে সঙ্গত হয়? শ্রীনারায়ণ পারম্যবাদির এই প্রকার আপত্তি নিরাসার্থ বলিতেছেন—ওহে নারায়ণ পারম্যবাদিন্! তুমি এই প্রকার বলিতে পার না, কারণ অথর্ব্ববেদের শিরোভাগ অনাদিসিদ্ধ শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতিতে সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অবগত হওয়া যায় এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক মুনিগণকে শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার উপদেশ কথিত হইয়াছে। পুনরায় উত্তরবিভাগে কথিত হইয়াছে গোপীগণের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—তোমাদের এই ভোজ্যদ্রব্য দুর্ব্বাসী মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে ভোজন করাও, শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ বাণী তাপনী হইতে অবগত হওয়া যায়। অপর প্রহ্লাদ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহরূপ গ্রহের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া জাগতিক কোন বস্তুই জানিতে পারেন নাই। এই প্রমাণে অতিপ্রাচীন শ্রীপ্রহ্লাদেরও শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা অবগত হওয়া যায় শ্রীভাঃ ৭।৪।৩৭ এবং মহারাজ প্রিয়ব্রত অখণ্ড সমাধি যোগের দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়বর্গকে শ্রীবাসুদেব চরণে সমর্পণ করিয়াছিলেন, এই প্রমাণে অতি প্রাচীন প্রিয়ব্রত মহারাজেরও শ্রীকৃষ্ণ ভজন শ্রুত হওয়া যায় শ্রীভাঃ ৫।১।৬, অতএব পূর্ব্বকোটিরহিত অনাদিসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে আবির্ভাবরূপ জন্মাদি লীলাও অনাদিসিদ্ধা নিত্যা। তাঁহার এই লীলাকে তিনি প্রপন্ন জনসমূহের আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত স্বেচ্ছাবশতই কেবলমাত্র পুনঃ পুনঃ প্রপঞ্চে আবির্ভাবিত করিয়া থাকেন। তবে শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বাপরযুগের অবসানে প্রাদুর্ভূত হন, এই উক্তিদ্বারা যে আদিকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা কৌতুকবশতই উক্ত হইয়াছে জানিতে হইবে॥২৩৯॥

তথাচ শ্রীতৃতীয়ে (ভা০ ৩।২।১৫)—

"স্বশান্তরূপেম্বিতরৈঃ স্বরূপৈরভ্যর্দ্দ্যমানেম্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ ॥" ইতি ॥ ২৪০ ॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

কৃষ্ণস্যানাদিত্বে প্রমাণমাহ স্বেতি। স্বেষু শান্তরূপেষু—ভক্তেষু বসুদেবাদিষু, ইতরৈঃ—তদ্বিরুদ্ধৈঃ সুষ্ঠু অরূপৈঃ—বিকৃতভয়ঙ্করাকারৈঃ কংসাদিভিঃ অভ্যর্দ্দ্যমানেষু সৎসু, অনুকম্পিতাত্মা—দয়ার্দ্র হৃদয়ঃ, ভগবান্—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, অজোঽপি—অপূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়যোগরহিত এব সন্, অরণেরগ্নিরিব স্বধিষ্ণ্যাৎ, জাতঃ—প্রাদুরাসীৎ। কীদৃশঃ? পরেষাম্—অপ্রাকৃতানাম্, অবরেষাং—প্রাকৃতানাঞ্চ, লোকানামীশঃ, মহতাং—বৈকুণ্ঠাধীশ তদ্ব্যূহ-তদংশপুরুষ-তদংশলীলাবতারাণাং পরমব্যোমনিলয়ানাং তত্তন্নিলয়ে স্থিতানামেব, অংশৈঃ—রূপান্তরৈঃ, যুক্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। দিগ্বিজয়ায় গচ্ছন্তং সার্ব্বভৌমং যথা মণ্ডলাধিপাঃ, তথা জগত্যবতিতীর্ষুং কৃষ্ণং স্বয়ংপ্রভুং তে তদ্বিলাসাদয়ঃ স্বস্বাংশৈরনুগচ্ছেয়ুরিতি ভাবঃ। যথারণৌ বহ্নিঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্তথা পরমব্যোমোপরি কৃষ্ণোঽপীতি প্রমাণলাভাৎ সাদিত্ববচনমসূয়য়ৈবোদ্গীর্ণমিতি ভাবঃ ॥২৪০॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

স্বশান্তেতি পদ্যং কারিকাবর্ত্তনাদ্‌বিশদং ভবিষ্যতীতি ন বিবৃতম্ ॥২৪০॥

পূর্ব্বপক্ষের নিরাসার্থ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলার অনাদিত্ব প্রতিপাদন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি লীলার অনাদিত্ব বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধেও বলিয়াছেন যথা—স্বীয় শান্তরূপ বসুদেবাদি ভক্তগণ, ইতর—তদ্বিরুদ্ধ বিকৃত ও ভয়ঙ্করাকার কংসাদি অসুরগণ কর্ত্তৃক পীড্যমান হইলে অরণি অর্থাৎ অগ্নির উৎপাদক যজ্ঞকাষ্ঠ হইতে যেমন অগ্নি আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ দয়ার্দ্র হৃদয় অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত লোকের অধিপতি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব্বদেহ ও ইন্দ্রাদি যোগরহিত অজ হইয়াও মহদংশযুক্ত হইয়া অর্থাৎ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ তাঁহার বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ ও তাঁহার অংশভূত পুরুষাবতার, তাঁহার লীলাবতার, পরব্যোম ধাম এবং সেইধামে অবস্থিত রূপান্তরের সহিত যোগপ্রাপ্ত হইয়া নিজধাম গোলোকাদি হইতে মায়া প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। মর্ম্মার্থ এইযে—রাজচক্রবর্ত্তী দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে মণ্ডলেশ্বর নৃপতিগণ যেরূপ তাঁহার সঙ্গে অনুগমন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ স্বীয় ভক্তবৃন্দ অসুরগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে তাঁহাদের আনন্দ বিবর্দ্ধনার্থ জগতে অবতীর্ণ স্বয়ংপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত বিলাসাদি ও অংশ প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিয়া থাকেন। অতএব কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি যেমন পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ আছে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও অনাদিকাল হইতে পরব্যোমোপরি বিরাজমান রহিয়াছেন ইহা পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ আছে, শাস্ত্রে এইপ্রকার দেখা যায়। তবে তাঁহার যে আদিকাল নির্দ্দেশ হইয়াছে তাহা মাৎসর্য্য পরায়ণ ব্যক্তিরই বচন জানিবে ॥২৪০॥

অত্র কারিকাঃ।—

স্বে ভক্তাঃ স্বে চ তে শান্তরূপাশ্চেত্যত্র বিগ্রহঃ। শান্তিস্তন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ শান্তাস্তন্নিষ্ঠবুদ্ধয়ঃ॥
তেষু শূরসুতাদ্যেষু নন্দাদিষু চ সাধুষু। ইতরৈস্তদ্বিরুদ্ধৈস্তু কংসাদ্যৈরসুরাদিভিঃ॥
স্বরূপৈঃ সুষ্ঠ্বরূপৈরিত্যরূপত্বং বিরূপতা। ঘোরাতিবিকটাকারৈরিত্যর্থঃ স্ফুটমীরিতঃ॥
অভ্যর্দ্দ্যমানেষ্বভিতঃ ক্রিয়মাণমহার্ত্তিষু। অনুকম্পাযুতমনাঃ পরে মায়ান্বয়োজ্ঝিতাঃ॥
গোলোকমুখ্যা অবরে মায়িকাজাণ্ডমণ্ডলাঃ। পরেষামবরেষাঞ্চ তেষামীশোঽধিনায়কঃ॥
স্যুর্মহান্তোঽতিপরম-মহত্তমতয়া স্মৃতাঃ। তে পরব্যোমনাথশ্চ ব্যূহাশ্চ বসুসংখ্যকাঃ॥
বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে। তেভ্যোঽপ্যুৎকর্ষভাজোঽমী কৃষ্ণব্যূহাঃ সতাং মতাঃ॥
ইত্যেতে পরমব্যোমনাথব্যূহৈঃ সহৈকতাম্। স্ববিলাসৈরিহাভ্যেত্য প্রাদুর্ভাবমুপাগতাঃ॥
অংশাস্তস্যাবতারা যে প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ। তথা শ্রীজানকীনাথ-নৃসিংহ-ক্রোড়-বামনাঃ॥
নারায়ণো নরসখো হয়শীর্ষাজিতাদয়ঃ। এভির্যুক্তঃ সদা যোগমবাপ্যায়মবস্থিতঃ॥২৪১॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

পদ্যং কারিকাভির্ব্যাখ্যাতি, স্বে ভক্তা ইত্যাদিভিঃ। শান্তপদং ব্যাচষ্টে, শান্তিরিতি—"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ" (ভাঃ ১১।১৯।৩৬) ইতি শ্রীএকাদশে ভগবদ্বাক্যাৎ॥ পরাবরেশপদং ব্যাচষ্টে, পরে মায়েতি॥ মহদংশযুক্তপদং ব্যাচষ্টে, স্যুর্মহান্তোঽতীতি। বসুসংখ্যকা ইতি—কৃষ্ণব্যূহানাং নারায়ণব্যূহানাঞ্চ আগতত্বাদিত্যর্থঃ। ইত্যেতে ইতি—কৃষ্ণব্যূহানাং বিলাসা নারায়ণব্যূহা ইত্যর্থঃ॥২৪১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

স্বে ভক্তাঃ স্বশব্দস্যাত্মীয়ার্থত্বাৎ। বুদ্ধেস্তন্নিষ্ঠতা শ্রীকৃষ্ণৈকতানত্বং শান্তিরুচ্যত ইতি শেষঃ। তন্নিষ্ঠা বুদ্ধির্যেষাং তে শান্তাঃ তদ্বিশিষ্টা ইতি ফলিতার্থঃ। তেষু শান্তেষু শূরসুতাদ্যেষু শ্রীবসুদেবদেবকী-কুন্ত্যাদিষু তদ্বিরুদ্ধৈঃ অশান্তৈঃ ঘোরা অতিবিকটা আকারা বিগ্রহাশ্চ-ক্রিয়াশ্চ যেষাম্। ক্রিয়মাণা মহত্য আর্ত্তয়ো যেষাং তেষু। মায়ান্বয়োজ্ঝিতাঃ মায়াসম্বন্ধরহিতাঃ। তেষাং পরেষামবরেষাঞ্চ। বসুসংখ্যকা ইতি কৃষ্ণব্যূহাশ্চত্বারঃ শ্রীমহানারায়ণব্যূহাশ্চত্বার ইত্যষ্টসংখ্যকা ব্যূহা ইত্যর্থঃ। তেষামুৎকর্ষাপকর্ষগর্ভং ভেদমাহ বাস্বিতি। সতাং—শ্রীপঞ্চরাত্রকৃতাং শ্রীনারদাদীনাম্। মতাঃ—সম্মতা ইত্যর্থঃ। এতে কৃষ্ণব্যূহা একতামৈক্যং অভ্যেত্য প্রাপ্য। অত্র সহোক্ত্যা শ্রীপরমব্যোমনাথব্যূহানামপকর্ষত্বমভিহিতমেব। তস্য—শ্রীকৃষ্ণস্য। পরমব্যোমনাথশ্চেতি পুরুষাদয় ইতি চ পূর্ব্বনির্দ্দেশান্নারায়ণস্য তদতিরিক্তপরত্বেঽপি ঝটিত্যর্থাবগমায় বিশেষণত্বেন নরসখ ইতি নির্দ্দিষ্টম্। এভিঃ—শ্রীপরমব্যোমনাথাদিভির্বিলাসৈর্বিলাসবিলাসৈশ্চ পুরুষাদিভিরংশৈঃ॥২৪১॥

প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের স্বকৃত কারিকাদ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন—স্ব-ভক্ত, স্ব এবং শান্তরূপ এইরূপ সমাস। শান্তপদের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—শান্তি—ভগবন্নিষ্ঠা বুদ্ধি, তাহা যাঁহার

অতো বৃন্দাবনে তত্তল্লীলাপ্রকটতেক্ষ্যতে। বৈকুণ্ঠেশ্বরলীলাত্র দর্শিতা যা বিরিঞ্চয়ে॥
সেশ্বরাণামজাণ্ডানাং কোটির্বৃন্দাবনেঽদ্ভুতা। সৈব জ্ঞেয়া যতঃ স্বাংশদ্বারৈবাসৌ প্রকাশিতা॥
বাসুদেবাদিলীলাস্তু মথুরা-দ্বারকাদিষু। তত্তদ্রূপৈর্ব্রজান্তস্তু বাল্যেঽহাভিশ্চ দর্শিতাঃ॥
যথা শ্রীদাম্নি তার্ক্ষ্যত্বং প্রাপ্তে সোঽপি চতুর্ভুজঃ। আদিত্যেষ্বথ লব্ধেষু বভৌ দ্বাদশভির্ভুজৈঃ॥
তথা সাঙ্কর্ষণী লীলা দৈত্যসংহারিকাপি চ। মূর্ত্তয়ো মাথুরে ভান্তি শ্রীপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধয়োঃ॥
যাঃ শ্রীগোপালতাপন্যাং বারাহাদিষু চ শ্রুতাঃ। এবং পুরুষলীলানাং প্রাকট্যমিহ মাথুরে॥
অনন্তশায়িরূপাভিঃ ক্রিয়তে সুষ্ঠু মূর্ত্তিভিঃ। যদা যদা চ সা লীলা কৃষ্ণেন প্রকটীকৃতা॥
ভবেৎ তত্তদুপাখ্যানং পুরাণেষ্বিতি বিশ্রুতম্। যানি রামাদিরূপাণি প্রাদুশ্চক্রে স্বকেলিষু॥

তান্যধিষ্ঠানরূপেণ রাজন্তেঽদ্যাপি মাথুরে।
গোপরার্দ্ধপয়ঃ পূরৈর্জনিতঃ ক্ষীরবারিধিঃ।
যমস্থাজিতরূপস্তং গোপৈদের্বাসুরীকৃতৈঃ ॥২৪২॥

আছে তিনি শান্ত, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীভগবদ্বাক্যে অবগত হওয়া যায়। স্বশান্তরূপ সেই বসুদেবাদি ও শ্রীনন্দাদি নিত্যসিদ্ধগণ এবং সাধুগণ। সেই শ্রীবসুদেবাদি হইতে ভিন্ন—স্বশান্তবিরুদ্ধ, অর্থাৎ সেই শ্রীবসুদেবাদি ও সাধুগণের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন অসুরগণ কর্ত্তৃক। স্বরূপ অর্থাৎ সুষ্ঠু অরূপ ইতি স্বরূপ অরূপতা—বিরূপতা অর্থাৎ ভয়ানক ও অতিশয় বিকটাকার, এইপ্রকার অর্থ সুস্পষ্ট কথিত হইয়াছে। অভ্যর্দ্দ্যমান অর্থাৎ সেই কংসাদি কর্ত্তৃক স্বশান্তরূপ বসুদেবাদি সর্ব্বতোভাবে মহার্ত্তি বা দুঃখদ্বারা পীড্যমান হইলে যিনি দয়ার্দ্রহৃদয় হন। এক্ষণে পরাবরেশ পদের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—পর অর্থাৎ মায়া সম্বন্ধ বর্জ্জিত গোলোকাদি, অবর অর্থাৎ মায়িক ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল। সেই সকল পর ও অবর অর্থাৎ অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত লোক সকলের ঈশ বা অধীশ্বর। এক্ষণে মহদংশযুক্ত পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন—মহান্ অর্থাৎ অতি পরম মহত্তম পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণ এবং অংশব্যূহ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ব্যূহচতুষ্টয় ও শ্রীনারায়ণের ব্যূহচতুষ্টয় এই অংশব্যূহই সেই অতিশয় পরম মহত্তম। তন্মধ্যে পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণের বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ যে সাতিশয় উৎকর্ষশালী তাহা সাধুগণ সম্মত। এই সকল শ্রীকৃষ্ণব্যূহ বাসুদেবাদি অনিরুদ্ধান্ত চারিটি বিগ্রহ স্বীয় বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোমনাথ মূল শ্রীনারায়ণের বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া প্রপঞ্চে আগমন পূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীনারায়ণ ব্যূহ যে শ্রীকৃষ্ণব্যূহেরই বিলাস তাহা সুস্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। অপর অংশ অর্থাৎ তাঁহার প্রসিদ্ধ অবতার যে পুরুষত্রয় এবং গুণাবতারত্রয় ও শ্রীরামচন্দ্র, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নরনারায়ণ, হয়গ্রীব, অজিত প্রভৃতি লীলাবতারবৃন্দ। তাঁহাদিগের সহিত এই শ্রীকৃষ্ণযুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা যোগপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন ॥২৪১॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

মহদংশযুক্ততায়াং জ্ঞাপকমাহ, অতো বৃন্দাবনে তত্তদিতি॥ তত্তদ্রূপৈঃ—বাসুদেবসঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাকারৈরিত্যর্থঃ॥ শ্রীদাম্নি—বৃষভানুরাজপুত্রে স্বসখে ইত্যর্থঃ। আদিতেষু দ্বাদশসু যুগপৎ প্রণমৎসু যুগপত্তন্মূর্দ্ধসু হস্তার্পণপ্রসাদায় দ্বাদশভুজোঽভূদিত্যর্থঃ অধিষ্ঠানরূপেণ-তত্তৎপ্রতিমাত্মনা॥২৪২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অত এভির্যোগং প্রাপং স্থিতেঃ। তত্তলীলানাং—শ্রীপরমব্যোমনাথাদিলীলানাং প্রকটতা প্রাকট্যং ঈক্ষ্যতে শাস্ত্রতো যুক্তিতঃ স্থানাদীনাং প্রত্যক্ষতশ্চ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ। যা বিরিঞ্চয়ে ব্রহ্মণে দর্শিতা সৈব বৈকুণ্ঠেশ্বরলীলা জ্ঞেয়েত্যন্বয়ঃ। ব্রজান্তর্ব্রজমধ্যে। ব্রজমধ্যে শ্রীবাসুদেবলীলামুদাহরতি—যথেতি। তৃক্ষো মরীচিস্তস্যাপত্যমিতি তাক্ষ্যঃ কশ্যপস্তদপত্যমিতি তার্ক্ষ্যো গরুড়ঃ। আদিত্যেষু দ্বাদশসূর্য্যেষু। শ্রীসঙ্কর্ষণাদিত্রয়লীলামুদাহরন্নাহ তথেতি। যা—মূর্ত্তয়ঃ। সুষ্ঠু প্রাকট্যং ক্রিয়ত ইতি যোজ্যম্। তৎ তদা যদ্ যং পাপং প্রতিজহি জগন্নাথনত্রস্য তন্ন ইতিবচ্চরমপ্রযুক্তেনৈকেন তদাদিপদেন যদ্ যদাস্তা-কর্ষণাৎ। অধিষ্ঠানরূপেণ—প্রতিমারূপেণ। যঃ ক্ষীরবারিধির্জ্জনিতস্তং মমন্বেত্যন্বয়ঃ॥২৪২॥

শ্রীকৃষ্ণলীলার অন্তঃপাতিরূপে শ্রীনারায়ণ ও তদীয় চতুর্ব্যূহাদির লীলা প্রকাশ।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহদংশের সহিত যোগযুক্ত হইয়া অপ্রপঞ্চ গোলোকাদি ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, সেই মহদংশের অর্থ প্রকাশে বলিতেছেন—অতএব—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ লীলার অন্তঃপাতিরূপে তদীয় বিলাস শ্রীনারায়ণাদির এবং স্বাংশ মৎস্য কূর্ম্মাদির লীলারও প্রকাশ হইতে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে ব্রহ্মা কর্তৃক গোবৎস ও বৎসপাল রাখাল বালক হরণকালে, তাঁহাকে যে ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি গণের সহিত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে বৈকুণ্ঠনাথের অদ্ভুতলীলা প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, তাহাই বৈকুণ্ঠনাথের লীলা, যেহেতু স্বাংশ দ্বারাই সেই লীলা প্রকাশিত হইয়াছিল। মথুরা ও দ্বারকাদি ধামে বাসুদেবাদিরূপে বাসুদেবাদির যে সকল লীলা প্রকাশ হয় তাহা ব্রজমধ্যেও সেই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি রূপের লীলা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছিল। যেমন শ্রীদামানামক গোপবালক গরুড় হইলে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ এবং সেই সময়ে দ্বাদশ আদিত্য আসিয়া যুগপৎ প্রণাম করিলে যুগপৎ তাঁহাদিগের মস্তকে হস্তার্পণদ্বারা অনুগ্রহ অভিলাষে শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশভুজ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিলেন। সেইরূপ আবার অঘাসুরাদিদৈত্য সংহার কারিণী সঙ্কর্ষণ লীলাও ব্রজমধ্যে তিনি শ্রীবলদেব দ্বারা প্রকট করিয়াছিলেন। মথুরা মণ্ডলে শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের মূর্ত্তি সকল নিত্যই যে বিরাজমান আছেন তাহা শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতি ও বরাহ পুরাণাদিতে শ্রবণ করা যায়। এইরূপে অনন্তশয্যাশায়ি মূর্ত্তিসমূহ দ্বারা মথুরামণ্ডলে পুরুষাবতারের লীলা সকলের প্রকাশও শাস্ত্রে শ্রবণ করা যায়। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যখন যখন যে সকল লীলার আবিষ্কার করেন, পুরাণাদি শাস্ত্র সমূহেও অমনি সেই সকল লীলার উপাখ্যান প্রচারিত হয়, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়

অতএব ব্রহ্মাণ্ডে —

"যো বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বাহুর্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। য এব শ্বেতদ্বীপেশো নরো নারায়ণশ্চ যঃ॥
স এব বৃন্দাবনভূবিহারী নন্দনন্দনঃ। এতস্যৈবাপরেঽনন্তা অবতারা মনোহরাঃ॥
মহাগ্নেরিহ যদ্বৎ স্যুরুল্কাঃ শতসহস্রশঃ। তত্রৈব লীনা একত্বং ব্রজেয়ুস্তে হরৌ তথা॥ ইতি।
ইতি সিদ্ধা প্রভোরস্য মহদংশৈস্তু যুক্ততা। অতএব পুরাণাদৌ কেচিন্নরসখাত্মতাম্॥

মহেন্দ্রানুজতাং কেচিৎ কেচিৎ ক্ষীরাব্ধিশায়িতাম্।
সহস্রশীর্ষতাং কেচিৎ কেচিদ্বৈকুণ্ঠনাথতাম্।
ব্রূয়ুঃ কৃষ্ণস্য মুনয়স্তত্তদ্বৃত্তানুগামিনঃ॥২৪৩॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অত ইতি। কৃষ্ণস্বরূপে স্থিতৈর্ব্দরীশাদিরূপৈস্তল্লীলানামাবিষ্কারাৎ তন্মাত্রদৃষ্টয়ো মুনয়স্তং তত্তদ্রূপমাহুঃ, তদ্বাক্যানি চ ভগবান্ ব্যাসোঽন্ববাদীদিতি সিদ্ধান্তবিদাং পদ্ধতিঃ; যথা শল্যঃ কৃষ্ণাদধিকঃ কর্ণস্তু ফাল্গুনাদিতি লোকোক্তেরনুবাদস্তেন কর্ণপর্ব্বণি কৃতো দৃষ্টস্তদ্বৎ॥২৪৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

যো ভগবান্নন্দনন্দনো বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বাহুঃ। য এব নন্দনন্দন এব শ্বেতদ্বীপস্য ঈশঃ অনিরুদ্ধাখ্য ঈশ্বরঃ। য এব নন্দনন্দন এব নরো নারায়ণশ্চ। অত্র যদ্যপি নরনারায়ণয়োরেক এবাবতারস্তথাপ্যন্যনারায়ণ-ভ্রমনিরাসায় নরপদমত্র বিশেষণং দত্তং; সাহচর্য্যাৎ তৎসহচারী তদ্ভ্রাতেতি পর্য্যবসিতার্থঃ। স এব নন্দনন্দন এব বৃন্দাবনভূবিহারী বৃন্দাবনে যা ভুবঃ প্রকটস্থানানি তেষু বিহারীত্যর্থঃ। যদ্বা বৃন্দাবনে যো ভুবাং স্থানানাং বিহারস্তদ্বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। অত্র তাদৃশস্থাননিকরস্য বৃন্দাবনপ্রদেশমাত্রেষু বিশ্রামাত্তত্রত্যাবতার-রূপেণ তত্র তত্র বিহারীত্যর্থঃ। অত্র চতুর্ব্বাহ্বাদীননূদ্য নন্দনন্দনস্য বিধেয়ত্বেন কেচিদ্ব্যাচক্ষতে তানাহ এতস্যৈবেতি। এতস্যৈব নন্দনন্দনস্যৈব নতু তেষামেষ ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তমাহ মহাগ্নেরিতি ইবেতি বাক্যা-লঙ্কারে এবকারার্থে বা। তত্রৈব মহাগ্নেরেব তে অবতারাস্তত্রৈব নন্দনন্দন এব হরৌ। তত্র পদস্য তন্ত্রতয়া দ্বাভ্যামন্বয়ঃ কৃতিপ্রযত্নপ্রযোজ্যঃ - মহদংশৈর্ম্মহদ্ভিরংশৈশ্চেত্যর্থঃ। অতএব মহদংশযোগাদেব। কেচিৎ — পরাশরাদয়ঃ। মহেন্দ্রানুজতাং — বামনতাম্। সহস্রশীর্ষতাম্ — প্রথমপুরুষতাম্। তত্তদ্বৃত্তানুগামিনো মুনয়ো ব্রূয়ুর্ন্তু তেষাং দোষ ইতি ভাবঃ॥২৪৩॥

লীলায় যে সকল শ্রীরাম ও নৃসিংহাদি রূপের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই সকল মূর্ত্তি অদ্যাপি মথুরা-মণ্ডলে প্রতিমারূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে অসংখ্য গোসমূহের দুগ্ধরাশিদ্বারা ক্ষীর-সমুদ্রের আবিষ্কার করিয়া গোপগণকে দেবতা ও অসুর ভেদে স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং অজিত নামক মন্বন্তরা-বতাররূপে সেই ক্ষীরসমুদ্র মন্থন লীলা করিয়াছিলেন॥২৪২॥

এই নিমিত্তই শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলিয়াছেন—যেই শ্রীনন্দনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ

উপোদ্‌ঘাতং সমাপ্যাথ প্রকৃতং লিখ্যতে পুনঃ। অজো জন্ম-বিহীনোঽপি জাতো জন্মাবিরাচরৎ॥
নন্বেকস্য কিলাজত্বং জন্মিত্বঞ্চ বিরুধ্যতে। ইত্যাশঙ্ক্যাহ ভগবান্ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যবৈভবঃ॥
তত্র তত্র যথা বহ্নিস্তেজোরূপেণ সন্নপি। জায়তে মণি-কাষ্ঠাদেহে র্তুং কঞ্চিদবাপ্য সঃ॥
অনাদিমেব জন্মাদিলীলামেব তথাদ্ভুতাম্। হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুষ্কুর্য্যাৎ কদাচন ॥২৪৪॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অজো জন্মেতি—"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইতি শ্রুতেঃ, অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা" (গীং ৪।৬) ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ॥ নন্বজ এব চেদাবির্ভবতি, তদা গজেন্দ্রধ্রুবাদাবিব আগতিমাত্রং বাচ্যম্; পিতা-মাতৃদেহসম্বন্ধং কথমুচ্যতে? তত্রাহ নন্বেকস্যেতি। পরিহরতি ভগবানিতি। স্বরূপগুণবিভূতিশীলেষু বিকারলেশাভাবাদজত্বং ধাতুযোগং বিনৈব প্রাচ্যামিন্দোরিব তদ্দেহে আবির্ভাবাৎ জন্মিত্বম্, ইত্যচিন্ত্যৈশ্বর্য্যাৎ ইদং সর্ব্বং ভবতীতি ন কাচিচ্ছঙ্কেত্যর্থঃ। মণিকাষ্ঠাদেরিতি। মণেঃ—পাষাণবিশেষাৎ, যথা লোহা-ঘাতেন হেতুনা, যথা চ কাষ্ঠস্য—অরণেঃ, মথনেন হেতুনা, পূর্ব্বং সত এব বহ্নের্ব্যক্তিস্তথেত্যর্থঃ। অনাদিং—নিত্যামিত্যর্থঃ। কদাচন—বৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশতিচতুর্যুগীয়দ্বাপরাবসানে ইত্যর্থঃ। ইত্থঞ্চ শান্তো-দিতত্বোক্তির্দূরাপাস্তা ॥২৪৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

প্রকৃতং—প্রস্তুতম্। আবিরাচরৎ আবিশ্চকার। বিরুদ্ধ্যতে বিরুদ্ধং ভবতি। তত্র মণি-

---

বিষ্ণু, শ্বেতদ্বীপে অনিরুদ্ধাখ্য তৃতীয় পুরুষ, বদরিকাশ্রমে নরনারায়ণ, সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই বৃন্দাবনে বিভিন্নস্থানে বিহার করিয়া থাকেন। যেমন প্রকাণ্ড অগ্নি রাশি হইতে শত সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইয়া পুনরায় তাহাতেই লীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই সর্ব্বাবতার অবতারি শ্রীকৃষ্ণ হইতে মনোহর অসংখ্য অবতারগণ আবির্ভূত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাতেই একতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের মহদংশের যোগসিদ্ধ হইল। অতএব এই মহদংশের যোগবশতঃ পুরাণাদি শাস্ত্রে ঋষি-গণের মধ্যে কেহ শ্রীকৃষ্ণকে নরনারায়ণ, কেহ ক্ষীরাব্ধিশায়ি অনিরুদ্ধ, কেহ সহস্রশীর্ষা প্রথম পুরুষ, এবং কেহ বা বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐরূপ বিভিন্নরূপে নির্দ্দেশের কারণ, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাবতারাবতারিত্ব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে অবস্থিত শ্রীনরনারায়ণ, শ্রীরাম, নৃসিংহ বামনাদি স্বরূপ সেই সেই অবতারের লীলা আবিষ্কার করায় সেই সেই স্বরূপমাত্র দর্শনকারি মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণকে সেই সেই স্বরূপে অনুভব করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে তত্তদ্রূপে নির্ণয় করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ তত্তদ্রূপদর্শি ঋষিগণের বাক্য সমূহকে পুরাণাদিতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা শ্রীবেদব্যাসের অভিপ্রেত নয়, ইহা সিদ্ধান্তবিৎ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত। যেমন মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে অন্যলোকের উক্তি বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন—সারথ্যকর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শৈল্যরাজ শ্রেষ্ঠ, আবার যুদ্ধবিদ্যায় অর্জ্জুন অপেক্ষা কর্ণ শ্রেষ্ঠ প্রভৃতি কর্ণপর্ব্বে অবগত হওয়া যায় ॥২৪৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

কাষ্ঠাদৌ। সন্নপি বর্ত্তমানোঽপি। মণিকাষ্ঠাদেঃ সকাশাৎ। আদিনা তৃণাদীনাং গ্রহণম্। হেতুং ঘর্ষণাদিকং অবাপ্য জায়তে প্রাদুর্ভবতি। দার্ষ্টান্তিকমাহ অনাদিমিতি। জন্মাদিলীলানামনাদিত্বং কথমিত্যাহ অদ্ভুতাং তর্কাদ্যগোচরামিত্যর্থঃ। "অলৌকিকাশ্চ যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েদিতি" স্মৃতেঃ অলৌকিকসিদ্ধেভূ'ষণমেতন্নদূষণমিতিন্যায়াচ্চ ; কদাচনবৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশচতুর্যু'গীয়দ্বাপরশেষে ॥২৪৪॥

শ্রীভগবানের অজত্ব ও জন্মিত্বের অবিরোধ স্থাপন।

সম্প্রতি উপোদঘাতকথা অর্থাৎ প্রকৃত বিষয় সিদ্ধির নিমিত্ত বিভিন্ন বিষয়ের যে আলোচনা তাহা সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার প্রকৃত বিষয়কে লিখিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ অজ অর্থাৎ জন্মবিহীন হইয়াও জাত অর্থাৎ জন্মলীলার আবিষ্কার করিয়াছেন। যথা শ্রী ভগবান্ জন্মরহিত হইয়াও বহুপ্রকারে প্রকাশিত হন, ইহা শ্রুতিবাক্যে উপলব্ধি হয়। অপর শ্রীমদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—আমি জন্মরহিত হইয়াও আত্মমায়া অবলম্বনে জন্মগ্রহণ করি। যদিবল শ্রীভগবান্ অজ হইয়াও যদি আবিভূ'ত হন, ইহা কিন্তু গজরাজ মোক্ষণের সময় এবং ধ্রুব মহাশয়কে বর প্রদান কালে শ্রীভগবান্ যেমন বৈকুণ্ঠ হইতে আগমন করিয়াছিলেন সেই প্রকার তাঁহার আগতিমাত্রকে জন্ম বলিতে হইবে, তাহা না বলিয়া পিতামাতার দেহ সম্বন্ধে তাঁহার জন্ম এই প্রকার বলিতেছ কেন? অপর যদিবল এক ব্যক্তির অজত্ব ও জন্মিত্ব বিরুদ্ধ হইতেছে অর্থাৎ অজ কখনই জন্মগ্রহণ করেন না, আবার জাতবস্তু কখনই অজ হইতে পারে না? এই প্রকার আশঙ্কার পরিহারার্থ বলিতেছেন--শ্রীভগবান্ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বৈভব অর্থাৎ শ্রীভগবান্ স্বরূপগুণ ঐশ্বর্য্য স্বভাবে বিকারলেশ শূন্য হওয়ায় তিনি অজ। যেমন পূর্ব্বদিক্ হইতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, তদ্রূপ ধাতু সম্বন্ধ ব্যতীত শ্রীদেবকী দেবী হইতে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আবিভূ'ত হইয়াছিলেন ইহাই তাঁহার জন্ম। যাঁহার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যবৈভব কাহারও বুদ্ধিগোচর হয় না, সেই অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য হইতে অসম্ভব সম্ভব প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিরোধের সমাধান হইয়া থাকে, এবং তিনি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া কোন প্রকার শঙ্কার অবতারণা করা যায় না। অগ্নি যেমন মণি ও কাষ্ঠাদিতে তেজোরূপে পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান থাকিলেও লৌহাঘাতরূপ কারণ ও মন্থনরূপ কারণবশতঃ মণি ও কাষ্ঠ হইতে সেই অগ্নি প্রকাশ পাইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও কোন কারণবশতঃ বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যু'গীয় দ্বাপরের শেষে অদ্ভুত ও নিত্য জন্মাদি লীলা বিস্তারের নিমিত্ত প্রপঞ্চমধ্যে আবিভূ'ত হইয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীভগবৎ স্বরূপ নিত্যোদিত এবং শান্তোদিত ভেদে দুই প্রকার, তন্মধ্যে মূলস্বরূপ নিত্যোদিত এবং মূলস্বরূপ হইতে যে স্বরূপ প্রকটিত হয়েন তাহা শান্তোদিত বলিয়া অভিহিত। এইহেতু রামানুজীয় তন্ত্রত্রয়ে কথিত হইয়াছে যে শ্রীহরি নিত্যোদিত ও শান্তোদিতরূপে আবিভূ'ত হন, কিন্তু স্বয়ংভগবান্ শ্রীনন্দনন্দনে এই শান্তোদিত সম্ভব নয়, অতএব তাঁহাদের এই শান্তোদিত মতেরও নিরাকরণ করা হইল ॥২৪৪॥

স্বলীলাকীর্ত্তিবিস্তারাৎ লোকেষ্বনুজিঘৃক্ষুতা। অস্য জন্মাদিলীলানাং প্রাকট্যে হেতুরুত্তমঃ॥
তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড্যমানেষু দানবৈঃ। প্রিয়েষু করুণাপ্যত্র হেতুরিত্যুক্তমেব হি॥
ভূমিভারাপহারায় ব্রহ্মাদ্যৈস্ত্রিদশেশ্বরৈঃ। অভ্যর্থনস্তু যৎ তস্য তদ্ভবেদানুষঙ্গিকম্॥
চেদদ্যাপি দিদৃক্ষেরন্ উৎকণ্ঠার্ত্তা নিজপ্রিয়াঃ।
তাং তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণঃ দর্শয়েৎ তান্ কৃপানিধিঃ॥
কৈরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ্‌ভির্ভাগবতোত্তমৈঃ। অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে॥২৪৫॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নন্বু কৃষ্ণস্য জগতি প্রাদুর্ভাবে কো হেতুরিতি চেৎ? তত্রাহ স্বলীলেতি। লোকেষু—সাধক-ভক্তজনেষ্বিত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ—ন খলু ভূভারাপহারস্তৎপ্রাদুর্ভাবস্য মুখ্যহেতুঃ, তস্য তদাবিষ্টৈরপি জীবৈঃ সম্ভবাৎ, পরাশরেণ অনেকরাক্ষসা ধ্রুবেণ চ নাশিতা ইতি স্মরণাৎ; কিন্তু কেষাঞ্চিৎ সাধকানাং তৎস্বরূপ-গুণৈকনিরতানাং তৎসাক্ষাৎকারমাকাঙ্ক্ষতাং তেন বিনাতিব্যগ্রাণাং শ্রুতদেব-বহুলাশ্বপ্রভৃতীনাং স্বসাক্ষাৎ-কৃত্যানন্দপ্রদানং, তথা পূর্ব্বমাবির্ভাবিতেষু বসুদেবাদিষু প্রেষ্ঠেষু তদ্বিদ্রোহিকংসাদিবিনাশেন অনুকম্পা চ, ইতি মুখ্যং হেতুদ্বয়ং; ভূভারহরন্তু, আনুষঙ্গিকং—গৌণমিতি॥ জন্মাদিলীলা অনাদিকেত্যুক্তং, তৎ প্রতিপাদয়তি চেদদ্যাপীত্যাদিভ্যাম্। ন হ্যসতী শক্যা দর্শয়িতুম্, অতো নিত্যা সা ইতি পুরঃ স্ফুটীভবিষ্যতি॥২৪৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

হেতুমাহ স্বলীলেতি। অনুজিঘৃক্ষুতা—অনুগ্রহং কর্ত্তুমিচ্ছতা। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য। স্বশান্ত-রূপেষ্বপীতি যোজনয়া সঙ্গময়ন্নাহ তথেতি। প্রিয়েষ্বপি করুণা হেতুরিতি যোজ্যম্। অংশকার্য্যমপ্যংশিনি ঘটয়িত্বা হেত্বাভাসমাহ ভূমীতি। নন্বু তৎকালাবচ্ছেদ এব তস্মৈ তাদৃশী লীলা শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধাস্তি সম্প্রতি ভজনানুসন্ধানান্নানাজন্মান্তরীয়শুভাদৃষ্টিতস্তাদৃশকাল উপস্থিত এব দর্শনাদির্ভবতীতি শঙ্কাং পরিহরন্নাহ চেদিতি। তান্—নিজপ্রিয়ান্। ঐতিহ্যপ্রমাণেনাহ কৈরপীতি॥২৪৫॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলা আবিষ্কারের মুখ্য ও গৌণকারণ।

যদিবল শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত প্রপঞ্চে আবির্ভাবের কারণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—স্বীয় লীলাকীর্ত্তির বিস্তারহেতু সাধক মণ্ডলীকে অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছাই তাঁহার জন্মাদিলীলা আবিষ্কারের মুখ্য কারণ এবং ভয়ঙ্কর অসুরগণ কর্ত্তৃক পীড্যমান পূর্ব্বাবির্ভূত শ্রীবসুদেবাদি প্রিয়তম গণের প্রতি কৃপাও যে তাঁহার আবির্ভাবের হেতু একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। আর পৃথিবীর ভারহরণার্থ ব্রহ্মাদি দেবগণের যে প্রার্থনা, তাহা তাঁহার প্রাদুর্ভাবের আনুষঙ্গিক অর্থাৎ গৌণ কারণ। পৃথিবীর ভারহরণ কার্য্য শ্রীকৃষ্ণ অবতারের মুখ্যকারণ নহে, কারণ ভগবদাবিষ্ট জীবগণের দ্বারাও ভূভারহরণ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। যেমন মহর্ষি পরাশর ও ধ্রুব মহারাজ অনেক রাক্ষস বিনাশ করিয়াছিলেন ইহা পুরাণাদিতে বিদিত

কিঞ্চাস্য পার্ষদাদীনামপুক্তা নিত্যমূর্ত্তিতা। তস্যেশ্বরেশিতুর্নিত্যমূর্ত্তিত্বে কা বিচিত্রতা ॥
তথাপি শুষ্কবাদৈকনিষ্ঠানাং হেতুবাদিনাম্। তূষ্ণীম্ভাবায় বচনং পুরাণাদের্বিলিখ্যতে ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ব্রহ্মস্তুতৌ (ভা° ১০।১৪।২২)—

"ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥"

শ্রীব্রহ্মাণ্ডে চ—

"অনাদেয়মহেয়ঞ্চ রূপং ভগবতো হরেঃ। আবির্ভাব-তিরোভাবাবস্যোক্তে গ্রহ-মোচনে ॥"

শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবে—

"নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমূর্ত্তির্জগৎপতিঃ।
নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যৈশ্বর্য্যসুখানুভূঃ ॥" ২৪৬ ॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

আবির্ভাবকনিত্যত্বে আবির্ভাব্যলীলায়া নিত্যতা স্যাদিতি তন্নিত্যতাং কৈমুত্যেন দর্শয়তি কিঞ্চেতি। "একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ" (গো° তা°, পূ° ২০) ইত্যুপক্রম্য "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।" (গো° তা°, পূ° ২১) ইতি শ্রবণাৎ। যঃ—কৃষ্ণঃ, নিত্যশ্চেতন একঃ নিত্যানাং চেতনানাং বহূনাং—"গোপগোপীগবাবীতম্" (গো° তা°, পূ° ১০) ইতি পূর্ব্বত্র পঠিতানাং পরিকরাণাং, কামান্—বাঞ্ছিতান্, বিদধাতি—প্রকাশয়ন্নস্তীতি তদর্থঃ ॥

হওয়া যায়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে একনিষ্ঠ ও তাঁহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদিতে সাতিশয় আকৃষ্ট কোন কোন সাধক তাঁহাকে দর্শনের অভিলাষ করেন এবং বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শন না পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুলিত হন,ভক্তের আর্ত্তি শান্তি করিতে একমাত্র ভগবানই সমর্থ শ্রুতদেব ও বহুলাশ্ব প্রভৃতি ভক্তগণকে নিজ সাক্ষাৎ-কার প্রদানে আনন্দ প্রদান এবং শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বে আবির্ভূত বসুদেবাদি প্রিয়ভক্তগণের বিদ্রোহি কংস প্রভৃতি অসুররাজন্য বর্গকে বিনাশ করিয়া সেই প্রিয়ভক্ত গণের প্রতি কৃপা, ইহাই শ্রীকৃষ্ণাবতারের মুখ্য ক্যরণদ্বয়। কিন্তু পৃথিবীর ভারহরনার্থ ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের আনুষঙ্গিক গৌণ কারণ। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি লীলাকে অনাদি বলা হইয়াছে, ইহা যে অনাদি তাহা প্রতি-পাদনে বলিতেছেন—অদ্যাপি যদি কোন কোন নিজ প্রিয়ভক্ত উৎকণ্ঠাভরে আর্ত্ত হইয়া সেই লীলা দেখিতে অভিলাষ করেন, তাহাহইলে কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেই সেই নিত্যলীলা প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। অধিক কি সিদ্ধভক্তগণ আজও সেই লীলা দর্শন করিতেছেন এবং প্রেমে বিবশ হইয়া কোন কোন ভাগ্যবান অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে লীলাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার সেই লীলা যদি নিত্যা নাহইত তাহাহইলে কেহই দর্শন করিতে সমর্থ হইতেন না, অতএব তাঁহার লীলানিত্যা এইসকল শাস্ত্রযুক্তি ও মহদনুভবদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি লীলা যে অনাদি ইহাই প্রতিপ্রাদিত হইল। ইহা অগ্রে ও পরিস্ফুট হইবে ॥২৪৫॥

যদ্যপ্যেবং তথাপীতি—স্ফুটার্থোদাহরণবাহুল্যেন তেষাং নিরাসঃ সম্ভবেদিত্যর্থঃ॥ ত্বয্যেবেতি। সদিব—স্বতন্ত্রমিব, "সত্ত্বং স্বাতন্ত্র্যমুদ্দিষ্টং তচ্চ কৃষ্ণে ন চাপরে। অস্বাতন্ত্র্যাৎ তদন্যেষামসত্ত্বং বিদ্ধি ভারত !॥" ইতি মহাভারতবচনাৎ॥ চেদেবং তর্হি "জগৃহে পৌরুষং রূপং" (ভা° ৩।৩১।১), "হরিরপি তত্যজ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ" (ভা° ৩।৪।২৮) ইতি কথং ? তত্রাহ অনাদেয়মিতি নিত্যাবতার ইতি চ ॥২৪৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তস্য জন্মাদিলীলানাং প্রাকট্যেঽপি নিত্যত্বং প্রদর্শ্য তন্মূর্ত্তের্নিত্যত্বং বক্তুং প্রক্রমতে কিঞ্চেতি। নিত্যমূর্ত্তিতা উক্তা "অন্যৈঃ পরিজনৈর্মুক্তৈর্নিত্যৈশ্চ পরিসংবৃত" ইত্যাদি শ্রীপাদ্মোত্তরখণ্ডবচনেন কথিতেত্যর্থঃ। কা বিচিত্রতা—ন কিমপি বৈচিত্র্যমিত্যর্থঃ। শুষ্কোঽফলো যো বাদস্তন্মাত্রনিষ্ঠানাম্। যদ্বা শুষ্ক এব বাদো যেষু তানি অসত্তর্কজরন্মীমাংসাসৌগতশাস্ত্রাণি তেষু একনিষ্ঠা যেষাম্। মায়াতো—দুস্তর্কশক্তিত উদ্যৎ উদ্ভবৎ যদপি প্রলীনং ভবচ্চ অপিশব্দস্য চার্থত্বাৎ ; "তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখমিতি পূর্ব্বার্দ্ধে স্থিতমিদং জগদিতি বিশেষ্যং ত্বয়ি সদিব অবভাতি ত্বদীয়তত্তৎসত্ত্বয়ৈব যৎকিঞ্চিত্তত্তৎসত্তাং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। মায়য়া অপি ত্বচ্ছক্তিত্বেন ত্বদাশ্রয়তামাত্রতঃ সদ্ভাবাদিতি ভাবঃ। তাদৃশত্বদ্ব্যতিরেকেতু পূর্ব্বার্দ্ধে অসৎস্বরূপমিত্যাদিবিশেষণচতুষ্টয়ং মন্তব্যম্। ননু মামাশ্রিত্য কথমেতৎ সত্ত্বেন ভাতীত্যাহ নিত্যেতি। নিত্যা সুখস্বরূপা বোধরূপা চ তনুর্নরাকৃতিপরব্রহ্মরূপো বিগ্রহো যস্য তস্মিন্। অতএব শ্রীস্বামিচরণৈঃ সদিবেত্যুপলক্ষণমেতৎ নিত্যমিব সুখমিব চেতনমিব চেতি ব্যাখ্যাতম্। ত্বয়ি ত্বামাশ্রিত্যেতি শ্রীতোষণীকারচরণৈঃ। অথবা উদ্যদিত্যত্র উৎপূর্ব্বাদিনধাতোঃ উদ্‌গমনার্থমুদ্ভবনার্থত্বঞ্চ শ্লিষ্টম্। যদ্‌যস্মাৎ। যদ্বা মায়াত উদ্যদপি জগৎ ত্বয়ি ত্বামাশ্রিত্য যৎ জ্ঞানান্বিতং সদিব নিত্যমিবাবভাতি গত্যর্থস্য জ্ঞানার্থত্বাৎ। রূপং মূর্ত্তিঃ অনাদেয়মগ্রাহ্যং অজন্যমিত্যর্থঃ। তর্হি পরিত্যজ্যমিত্যাহ অহেয়ম্ অত্যাজ্যম্। ননু তর্হি পুরাণেষু জন্মগ্রহণমোচনে কথং শ্রূয়েত ইত্যাহ অস্য গ্রহমোচনে আবির্ভাবতিরোভাবৌ উক্তে কথিত ইত্যন্বয়ঃ। অত্র অনুবাদস্যৈব লিঙ্গগ্রহণম্। যদ্বা আবির্ভাবতিরোভাবাবেব গ্রহমোচনে উক্ত ইতি যোজ্যম্। নন্বস্তু তাবচ্ছরীরস্য নিত্যত্বং তদীয়ং গন্ধাদিকমপি নিত্যমিত্যাহ নিত্যাবতার ইতি। নিত্যা অবতারা যস্য অবতারিণস্তস্য। নিত্যত্বে কা কথেত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রীবারাহে—"মাং নিত্যং মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা। মমাবতারো নিত্যোঽয়মত্র মা সংশয়ং কৃথা ইতি ॥২৪৬॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ও তৎপার্ষদবৃন্দের বিগ্রহের নিত্যতাবিষয়ে পুরাণাদিবচন।

আবির্ভাবক নিত্য হইলে তাঁহার আবির্ভাব্য লীলাও অবশ্যই নিত্য হইবে, এইহেতু কৈমুত্যন্যায়ে আবির্ভাবকের নিত্যতা প্রদর্শন করাইতেছেন যথা—শাস্ত্রে এই শ্রীভগবানের পার্ষদবৃন্দেরও যখন নিত্যমূর্ত্তিত্ব কথিত হইয়াছে, তখন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি যে নিত্যা হইবে এবিষয়ে বিচিত্রতা কি আছে। শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতি বলিয়াছেন—সর্ব্বত্র গমনশালী ও বশী শ্রীকৃষ্ণই সকলের পূজ্য। তাপনী শ্রুতি এই প্রকার উপক্রম করিয়া পরে বলিয়াছেন—নিত্য চৈতন্য স্বরূপ এক শ্রীকৃষ্ণ নিত্য চৈতন্য স্বরূপ,

পাদ্মে শ্রীব্যাসাম্বরীষসংবাদে—শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীব্যাসবচনং (প° পু°, পা° খ° ৭৩।১২—১৩)—

"ত্বামহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি চক্ষুর্ভ্যাং মধুসূদন !

যত্তৎ সত্যং পরং ব্রহ্ম জগদ্‌যোনিং জগৎপতিম্ ।

বদন্তি বেদশিরসশ্চাক্ষুষং নাথ ! মেঽস্তু তৎ ॥"

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং (প° পু°, পা° খ° ৭৩।১৭—১৯)—

"পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্ ।" "ততোঽহপশ্যমহং ভূপ ! বালং কালাম্বুদপ্রভম্ গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ । কদম্বমূল আসীনং পীতবাসসমচ্যুতম্ ॥"

তত্রৈবাগ্রে (প° পু°, পা° খ° ৭৩।২৩—২৫)—

"ততো মামাহ ভগবান্ বৃন্দাবনচরঃ স্ময়ন্ । যদিদং মে ত্বয়া দৃষ্টং রূপং দিব্যং সনাতনম্ ॥ নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ । পূর্ণং পদ্মপলাশাক্ষং নাতঃ পরতরং মম ॥ ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণকারণম্ । সত্যং ব্যাপি পরানন্দং চিদ্‌ঘনং শাশ্বতং শিবম্ ॥"

তিনি বহুগোপ, গোপী ও গোগণের তথা পূর্ব্বপঠিত নিখিল পরিকরবর্গের বাঞ্ছিতার্থ প্রকাশ করিয় থাকেন। যদিও নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিত্য চৈতন্য স্বরূপ ও সকলের পূজ্য এবং তাঁহার পরিকরবৃন্দ সকলেই শ্রীকৃষ্ণতুল্য নিত্য ও পূজ্য, তথাপি শুষ্কতর্কনিষ্ঠ হেতুবাদিগণের বাক্যরোধের নিমিত্ত পুরাণাদির বচন লিখিত হইতেছে, অর্থাৎ যে প্রমাণবাহুল্যের দ্বারা শুষ্কতর্কবাদিগণের মতবাদ নিরাস করা সম্ভব হইবে সেই সমস্ত পুরাণ বচন উল্লেখ করিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ব্রহ্মস্তুতিতে সেইরূপ কথিত হইয়াছে যথা হে ভগবন্ ! তুমি অনন্ত এবং নিত্যানন্দ বিগ্রহ ও নিত্যজ্ঞানময় বিগ্রহ। এই জগৎ তোমাতেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব এই জগৎ যদিও মায়া হইতে উদ্ভুত সুতরাং নশ্বর, তথাপিও তুমি যখন এই জগতের অধিষ্ঠান, তখন অধিষ্ঠানভূত তোমারই গুণে তাহা সৎ অর্থাৎ স্বতন্ত্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। যেহেতু মহাভারতে সত্ত্বকে স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সেই স্বতন্ত্র কেবল শ্রীকৃষ্ণেই বিদ্যমান ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন স্বরূপে এই স্বতন্ত্রতা নাই। অতএব হে ভারত ! অন্য-সকলের অস্বতন্ত্রতা বশতঃ তাহাদিগকে অসত্ত্ব বলিয়া জানিবে। আচ্ছা যদি এই প্রকার হয় তাহা হইলে শ্রীভগবান্ সৃষ্টির প্রথমে মহত্তত্ত্বাদির দ্বারা ষোড়শশক্তি বিশিষ্ট পুরুষরূপ ধারণ করিলেন, পরে ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয়ের অধীশ্বর শ্রীহরি মনুষ্যাকার ত্যাগ করিলেন, এই সমস্ত বাক্যের সঙ্গতি কিপ্রকার হইবে ? এই আশঙ্কাকে পরিহারার্থ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বাক্য দেখাইতেছেন—ভগবান্ শ্রীহরির যে মূর্ত্তি তাহা অনাদেয় অর্থাৎ অজন্য এবং অপরিত্যজ্য, তাঁহার সেই শ্রীমূর্ত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাবই গ্রহণ ও মোচন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অপর শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে—জগৎপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মূর্ত্তি, অবতার, রূপ, গন্ধ, ঐশ্বর্য্য, সুখ ও অনুভব সকলই নিত্য ॥২৪৬॥

শ্রীবাসুদেবোপনিষদি (বা° উ° ৩।৫)—

"মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জ্জিতম্ ।

স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্ ॥" ২৪৭ ॥ ইতি ।

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

সপার্ষদস্য কৃষ্ণস্য নিত্যমূর্ত্তিতাং স্ফুটয়তি, ত্বামহমিত্যাদিনা। স্বয়ংরূপস্য মম পূর্ণতমত্বম্ এতদ্বেশস্য এতৎপরিকরস্য এতল্লীলস্য চেতি ভাবঃ। মদ্রূপমিতি—মন্মূর্ত্তিরিত্যর্থঃ ; দেহদেহিভেদবিরহাদিতি ভাবঃ। এতেন সা দূরাপাস্তা ॥২৪৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

বেদশিরসঃ—উপনিষদঃ। ততঃ শ্রীকৃষ্ণবচনানন্তরং। ভূপ হে অম্বরীষ ! বালং ষোড়শবর্ষীয়ং ; যদুক্তমগ্রে শ্রীগ্রন্থকৃচ্চরণৈঃ "বর্ষাদাষোড়শাদ্বাল্যমিতি লোকে মতান্তরমি"তি। তত এতদ্রূপদর্শনানন্তরং। মাং ব্যাসং। নিষ্ক্রিয়ং প্রাকৃতক্রিয়ারহিতং অতোঽস্মাদ্রূপাৎ পরতরমুৎকৃষ্টমন্যন্নাস্তীত্যর্থঃ। নন্ু "নিরীহং নিরাকারং ব্রহ্ম এতস্মাদ্ব্রহ্মাদয়ো জায়েরন্নিত্যাদিশ্রুতিপ্রমাণেন সর্ব্বকারণং ব্রহ্মৈবেতি সত্যং ; তস্যাপি কারণমিদমিতি দর্শয়ন্নাহ ইদমেবেতি। সত্যং নত্বন্যবন্নশ্বরং, ব্যাপি নত্বন্যবদ্ব্যাপ্যং, ক্ষণিকানন্দবারণায় পরানন্দং, অমূর্ত্তত্ববারণায় চিদ্‌ঘনং জ্ঞানানি ঘনানি যস্মিন্নন্যত্র তু তল্লেশোদয়ান্নৈবথন্তাবঃ। শাশ্বতং নবায়মানং "শাশ্বতষ্টণটিকণৌ চ" ইতি সূত্রে তথৈবার্থত্বাৎ। শিবং মঙ্গলকরম্। মদ্রূপং কর্ম্ম ভক্ত্যা জানাতীত্যন্বয়ঃ। কীদৃশম্ অদ্বয়ম্। পুনঃ কীদৃশং ব্রহ্ম—ব্যাপকম্। যদ্বা মমৈব রূপমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। অত্র রূপমনূদ্য ব্রহ্মণো বিধেয়তয়া তদতিরিক্তত্বং তৎকারণত্বঞ্চাস্য দ্যোতিতম্ ॥২৪৭॥

শ্রীভগবদ্‌পার্ষদ্ ও তাঁহার নিত্য মূর্ত্তিত্ব বিষয়টি পুরাণাদি প্রমাণদ্বারা অভিব্যক্ত করিতেছেন যথা—পদ্মপুরাণে শ্রীব্যাস ও অম্বরীষের সংবাদে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীব্যাসবাক্য হে মধুসূদন ! আমি চক্ষু দ্বারা তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। উপনিষদ্ সমূহ যাঁহাকে সত্যস্বরূপ, পরব্রহ্ম, জগৎকারণ ও জগৎপতিরূপে নির্দ্দেশ করেন, হে নাথ ! তোমার সেই স্বরূপ আমার নয়নগোচর হউক। তদ্বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণবাক্য যথা তোমাকে আমার বেদগুহ্য স্বরূপ দেখাইব, তুমি দর্শন কর। হে রাজন্ অম্বরীষ ! তদনন্তর আমি (ব্যাস) কিশোরমূর্ত্তি নবঘনশ্যাম, গোপিকা পরিবেষ্টিত গোপবালকাদিগের সহিত হাস্য পরায়ণ, কদম্বমূলে সমাসীন, পীতবসনধারী, গোপকিশোর আকৃতি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলাম। সেই পদ্মপুরাণেই পরে বলিয়াছেন—তদন্তর বৃন্দাবন বিহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মৃদুমধুর হাস্য করিতে করিতে আমাকে বলিলেন, তুমি অলৌকিক, সনাতন, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি পূর্ণ ও পদ্মপলাশলোচন আমার এই যে রূপ পরিদর্শন করিলে অর্থাৎ আমার স্বয়ংরূপের, আমার বেশের, আমার পরিকরের ও আমার লীলার যে পূর্ণতমত্ব স্বরূপ দর্শন করিলে ইহা হইতে আর পরতর বস্তু নাই। বেদসকল আমার এইরূপকেই সর্ব্বকারণ কারণ, সর্ব্বব্যাপি, সত্য, পরানন্দ, শাশ্বত, চিদ্‌ঘন ও মঙ্গলময়

নন্বরূপঃ স্বতঃ কৃষ্ণো দৃশ্যো মায়িকরূপতঃ।

তথাহি মোক্ষধর্ম্মে শ্রীভগবদ্বচনং যথা (মং ভাং, শাং পং ৩৪১।৪৩ —৪৫)—

"এতৎ ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে। ইচ্ছন্ মুহূর্ত্তাৎ নশ্যেয়মীশোঽহং জগতাং গুরুঃ ॥ মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ! সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি ॥" ইতি।

তথাচ পাদ্মে—

"অনামরূপ এবায়ং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। অকর্ত্তেতি চ যো বেদৈঃ স্মৃতিভিশ্চাভিধীয়তে ॥" ইতি

অত্র সমাধানং যথা শ্রীবাসুদেবাধ্যাত্মে—

"অপ্রসিদ্ধেস্তদ্‌গুণানামনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ। অপ্রাকৃতত্বাদ্ রূপস্যাপ্যরূপোঽসাবুদীর্য্যতে ॥ সম্বন্ধেন প্রধানস্য হরের্নাস্ত্যেব কর্ত্তৃতা। অকর্ত্তারমতঃ প্রাহুঃ পুরাণং তং পুরাবিদঃ ॥" ২৪৮॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

স্থূণানিখাতন্যায়েনাশঙ্ক্য সমাদধদাহ নন্বিতি। জ্ঞানানন্দত্বাৎ স্বতোঽদৃশ্যঃ কৃষ্ণো মায়িকবিশুদ্ধ-সত্ত্ববিগ্রহযোগাৎ তু দৃশ্য ইত্যর্থঃ ॥ এতদর্থকং বাক্যমাহ এতৎ ত্বয়েতি—রূপিত্বাৎ অন্যবৎ ভগবান্ দৃশ্যত ইতি ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ম্। চেদিচ্ছামি তর্হীদং ত্বদ্দৃষ্টং রূপং হিত্বা, নশ্যেয়ম্—অদৃশ্যঃ স্যাম্, যৎ অহম, ঈশঃ—ঈদৃগ্-রূপগ্রহণ-হানয়োঃ সমর্থঃ; মদন্যো হি তত্র সমর্থো ন ভবেৎ ॥ ন চেৎ অরূপস্ত্বং বস্তু-তস্তর্হীদং রূপং কথং বিভর্ষি? তত্রাহ, মায়া হ্যেষেতি—মায়িকং মমেদং রূপমিত্যর্থঃ! সর্ব্বভূতগুণৈঃ—শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরিত্যর্থঃ। নৈবং ত্বমিতি—নীরূপং বিজ্ঞানানন্দং মাং জানীহীত্যর্থঃ ॥ নিরস্যতি অপ্রসিদ্ধেরিতি—কার্ৎস্ন্যেন অবাচ্যত্বাদিত্যর্থঃ; "কার্ৎস্ন্যেন নাজোঽপ্যভিধাতুমীশঃ" (ভাং ১২।৪।৩৯) ইতি স্মরণাৎ; অনামশব্দস্য সাকল্যাবাচ্যত্বং প্রবৃত্তিনিমিত্তমিত্যর্থঃ। অরূপশব্দস্য ত্বপ্রাকৃতরূপত্বং তৎ ॥ সম্বন্ধেনেতি—অকর্ত্তৃশব্দস্য প্রধানসম্বন্ধাধীনকর্ত্তৃত্বরহিতত্বং তদিত্যর্থঃ। স্বতঃকর্ত্তৃত্বন্তু বর্ত্তত এব, "তদৈক্ষত" (ছাং, উং, ৬।২।৩), "সোঽকাময়ত" (তৈং উং ২।৬) ইত্যাদৌ তৎসম্বন্ধাৎ প্রাগপি তচ্ছ্রবণাৎ প্রকৃতি-গন্ধশূন্যেঽপি প্রদেশে বিবিধক্রীড়াভিধানাচ্চ। তচ্চ "তস্মৈ স্বলোকম্" ইত্যাদিনা প্রাক্ প্রতীতমেব ॥ ২৪৮॥

শ্রীবৃন্দাবলচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তাদৃশপূর্ব্বপক্ষাবসররাদ্ধান্তঃ সুখকর ইতি জৈমিনিমতমাশ্রিত্য শ্রীমোক্ষধর্ম্ম-পদ্মপুরাণীয়বচনা-ন্যাথায় পূর্ব্বপক্ষমাহ নন্বরূপইতি। অরূপঃ অমূর্ত্তিকঃ। যথাঽন্যো রূপবানিতি হেতোর্দৃশ্যতে তথায়-মপীত্যেতত্ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ম্। ততশ্চ স্বস্য রূপিত্বেঽপ্যদৃশ্যত্বমুক্ত্বা নিজরূপস্যাপ্রাকৃতত্বমেব দর্শিতম্।

বলিয়া থাকেন। অপর শ্রীবাসুদেব উপনিষদে কথিত আছে আমার আদি মধ্যান্ত শূন্য স্বপ্রকাশ, অব্যয়, সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপই আমার মূর্ত্তি, আমার এই স্বরূপে দেহদেহি ভেদ না থাকায় এই রূপ এক মাত্র ভক্তিদ্বারা জানিতে পারা যায়। ইহাদ্বারা "জগৃহে পৌরুষংরূপম্" হরিরপি তত্যজ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ গ্রহণ ও মোচনরূপ এই পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা বিদূরিত হইল ॥ ২৪৭॥

তদ্দর্শনে চ পরমকৃপাময্যকুণ্ঠা মমৈচ্ছেব কারণমিত্যাহ ইচ্ছন্নিতি। নশ্যেয়ং অদৃশ্যতামাপদ্যেয়ম্। তত্র স্বাতন্ত্র্যং জগদ্বিলক্ষত্বঞ্চ হেতুমাহ ঈশ ইতি। তথাপি মাং সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং যৎ পশ্যসি তদ্যুক্তত্বেন যৎপ্রত্যেষি এষা মায়া ময়ৈব সৃষ্টা মম মায়য়ৈব তথা ভানমিত্যর্থঃ। তস্মান্নৈবমিত্যাদি। মায়াত্র প্রতারণশক্তিঃ। "স্যাৎ কৃপাদম্ভয়োর্মায়েতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। স্মৃতিভিঃ। পুরাণোপপুরাণেতিহাসাদিভিঃ অপ্রসিদ্ধেঃ; অনন্তত্বেন সম্যক্ বক্তুমশক্যত্বাদিত্যর্থঃ। পুরাবিদঃ—শ্রুতিস্মৃতিজ্ঞাঃ। অতো বসুদেবাধ্যাত্মীয়বচনাৎ। তৎপূর্ব্বমুক্তং মোক্ষধর্ম্মীয়বচনং "এতত্ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যত" ইতি॥২৪৮॥

নিত্যমূর্ত্তিতার বিরুদ্ধে আশঙ্কাবাক্য ও সমাধান।

স্থূণানিখাতন্যায়ে নিত্যমূর্ত্তিতার বিরুদ্ধে আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন—যদি এই প্রকার আশঙ্কা কর যে শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহহেতু স্বতই অদৃশ্য, কিন্তু অবতার কালে মায়িক বিশুদ্ধ সত্বের যোগবশতঃ দৃশ্য হইয়া থাকেন, শ্রীমহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মনামক প্রকরণে শ্রীভগবানের বচনও সেই প্রকার যথা--অন্য পদার্থ যেরূপ রূপবান্ বলিয়া নয়নগোচর হইয়া থাকে, এই প্রকারে তুমি আমার এইরূপ জানিতে পারিবে, তুমি এইরূপ্ মনে করিও না, অর্থাৎ এইরূপে জানিতে পারিবে না। যেহেতু আমি সকলকার্য্যে সমর্থ এবং জগতের গুরু। অতএব আমি যদি ইচ্ছা করি তাহা হইলে নয়ন সম্মুখে উপস্থিত এইরূপ মুহূর্ত্তকাল মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইতে পারি। কারণ আমি ঈশ্বর অর্থাৎ এই প্রকাররূপ মুহূর্ত্তের মধ্যে গ্রহণ, আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিত্যাগ করিতে পারি, অতএব আমি করিতে না করিতে সর্ব্ব সমর্থ ঈশ্বর। কিন্তু আমি ভিন্ন এবিষয়ে এই প্রকার অন্য কেহ সমর্থ হইবে না। কিন্তু তুমি যদি এইরূপ না হও, তাহা হইলে এই প্রকার রূপ কিনিমিত্ত ধারণ করিয়াছ ? হে নারদ ! তুমি শব্দস্পর্শাদি পঞ্চভূত গুণযুক্তরূপে যে আমাকে দেখিতেছ তাহা মায়িকরূপ মনে করিতেছ, ইহা মায়ামাত্র, এই মায়া আমি সৃষ্টি করিয়াছি। তবে আমাকে এই প্রকার ভৌতিক গুণযুক্তরূপে জানা তোমার ন্যায় আত্মারাম শিরোমণির উচিত হইবে না। পরন্তু আমি বিজ্ঞানানন্দ স্বরূপ, আমাকে এইরূপে অবগত হও। পদ্মপুরাণেও এই প্রকারই বলিয়াছেন যথা—বেদ ও স্মৃতি যাঁহাকে অকর্ত্তা, অনাম ও অরূপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তিনিই পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি। অধুনা পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার সমাধানে বাসুদেবাধ্যাত্মনামক গ্রন্থে যে প্রকার বলিয়াছেন তাহাই এখানে উল্লেখ করিতেছেন যথা—শ্রীহরির গুণরাজির অপ্রসিদ্ধি বশতঃ অর্থাৎ তাহা সম্পূর্ণরূপে বলিতে পারা যায় না তিনি অনামা বলিয়া এবং রূপ অপ্রাকৃত হওয়ায় অরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হন, শ্রীমদ্ভাগবতেও এইরূপ কথিত হইয়াছে যথা সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং ব্রহ্মাও সাকল্যরূপে যাঁহার গুণাবলী বর্ণন করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি অরূপ—প্রাকৃতগন্ধশূন্য, অর্থাৎ অপ্রাকৃত বশতঃ তাঁহার রূপ অরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হন। প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রীহরির কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই এইহেতু পুরাণবিদ্গণ সেই পুরাণ পুরুষকে অর্কত্তা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অথবা শ্রীহরির কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতির সহিত সংসর্গ বশত নয় বলিয়া অকর্ত্তা জানিতে হইবে। তাঁহার

অতশ্চ মোক্ষধর্ম্মীয়বচনং যোগ্যমেব তৎ।

তথাহি—

রূপীতি হেতোর্দৃশ্যেত যথৈব প্রাকৃতো জনঃ। তথাসৌ দৃশ্যত ইতি ত্বয়া মা স্ম বিচার্য্যতাম্ ॥

ইত্যুক্ত্বা স্বস্য রূপিত্বেঽপ্যদৃশ্যত্বমুদীরিতম্। ততো নিজস্বরূপস্যাপ্রাকৃতত্বঞ্চ দর্শিতম্ ॥

তদ্দর্শনেত্বকুণ্ঠাত্মা মমেচ্ছৈব চ কারণম্। ইত্যাহেচ্ছন্ মুহূর্ত্তাদিত্যর্দ্ধপদ্যং স্বয়ং পুনঃ ॥

নশ্যেয়মিত্যদৃশ্যঃ স্যাং যতো নশিরদর্শনে।
তথাপি ভূতগুণবত্ত্বেন মাং ত্বং যদীক্ষসে।
এষা মায়া ময়া সৃষ্টা নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি ॥২৪৯॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

চেদেবং তর্হি মোক্ষধর্ম্মবচনং কথং তথাহ, ইতি চেৎ? তত্রাহ অতশ্চেতি—হরেঃ প্রাকৃতেতররূপত্বাদিত্যর্থঃ; ত্বয়া তু দুর্বুদ্ধিনা প্রাকৃতরূপতয়া শঙ্কিতমিতি॥ তদ্বাক্যস্য বাস্তবমর্থং দর্শয়তি তথাহীতি॥ রূপিত্বেঽপীতি—রূপবত্ত্বেঽপি অদৃশ্যত্ববচনং তদ্রূপস্যাপ্রাকৃতত্বং দ্যোতয়তীত্যর্থঃ॥ অপ্রাকৃতস্বরূপস্য তস্য কথং দৃশা গ্রহণমিত্যত্রাহ তদ্দর্শনে ত্বিতি। তদ্দর্শনে তদদর্শনে চ মদিচ্ছৈব কারণমিত্যর্থঃ। যদ্দৃশোর্ভক্ত্যঞ্জনং রঞ্জয়ামি স তৎ পশ্যতীত্যর্থঃ॥ তথাপীতি। মায়া—প্রতারণশক্তিঃ, "মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ" ইতি বিশ্বঃ "মায়া স্যাচ্ছাম্বরীবুদ্ধ্যোঃ" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। যদ্বা ননু চেৎ চিদ্ঘনরূপস্ত্বং, তর্হি দৃশা তস্য গ্রহণং কথমিতি? তত্রাহ যন্মাং ত্বং পশ্যসি এষা, মায়া—মদিচ্ছারূপা কৃপাপরপর্য্যায়া চিদ্রূপা শক্তিঃ, ময়া সৃষ্টা—প্রকটিতা ॥২৪৯॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তদেবং বচনং ব্যাচষ্টে তথাহীতি। দৃশ্যেত অর্থাজ্জনৈঃ। অসৌ মদ্বিধঃ দৃশ্যত ইতি; অহং সর্ব্বতঃ সর্ব্বৈ রূপিত্বেঽপ্যদৃশ্য ইত্যর্থঃ। ইত্যেব দর্শয়ন্নাহ ইত্যুক্ত্বেতি। ততোঽদৃশ্যত্বাদেব। তর্হি কথং পুরাণাদাবসকৃদ্দৃষ্টিবিষয়ত্বেন ত্বং গীয়স ইত্যাহ তদর্শন ইতি। মম ইচ্ছৈব কারণম্। নন্বিচ্ছা বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষঃ "শব্দবুদ্ধিকর্ম্মণাং বিরম্য ব্যাপারাভাব ইতি মতে বুদ্ধেস্ত্রিক্ষণবৃত্তিনশ্যত্বেন মুহুর্দর্শনত্বং কথমুদপাদীদিত্যাহ অকুণ্ঠাত্মেতি অনিবার্য্যা। নশি নর্শধাতুঃ। ভূতগুণবত্ত্বেন ভূতগুণবন্তং কৃত্বা মাং। যদ্বা প্রাপ্তগুণবত্ত্বেন ॥২৪৯॥

স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব স্বতই বিদ্যমান। কারণ শ্রুতিতে তাঁহার স্বত কর্ত্তৃত্ব অবগত হওয়া যায় যথা—তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন আমি বহু হইব এবং তিনি ইচ্ছাও করিলেন। সুতরাং প্রকৃতি সম্বন্ধবশতঃ পূর্ব্বেও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব শ্রবণ করাযায় আবার প্রকৃতিগন্ধশূন্য প্রদেশেও তাঁহার বিবিধ ক্রীড়া শ্রুত হওয়া যায় যথা—শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজলোক প্রদর্শন করাইলেন। সেই বৈকুণ্ঠলোকে অবিদ্যা অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ প্রভৃতি কোন ক্লেশ এবং ক্লেশজনিত মোহ ও ভয় নাই। ইহা পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে ॥২৪৮॥

মায়াশব্দেন কুত্রাপি চিচ্ছক্তিরভিধীয়তে।
'স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ।
অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনম্॥"
[চতুর্ব্বেদশিখায়াম্]
ইত্যেষা দর্শিতা মধ্বাচার্য্যৈর্ভাষ্যে নিজে শ্রুতিঃ॥" ২৫০॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

মায়াশব্দস্য তদর্থত্বে প্রমাণং স্বরূপভূতয়েতি। "আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাৎ" ইতি মহাসংহিতোক্তেঃ, "মায়া বয়ুনং জ্ঞানম্" ইতি নিঘণ্টূক্তেশ্চ। তস্মাৎ চিদঘনরূপং মাং ত্বং জানীহি, সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং—প্রাকৃতগুণবদ্বিগ্রহং, মাং জ্ঞাতুং নার্হসীতি॥২৫০॥

শ্রীভগবদিচ্ছাই ভগবন্মূর্ত্তি দর্শনের কারণ।

আচ্ছা যদি এই প্রকারই হয়, তাহা হইলে মোক্ষধর্ম্মে হে নারদ! আমি রূপবান্ বলিয়া চক্ষু-গ্রাহ্য হইয়া থাকি, তুমি এইপ্রকার মনে করিও না ইত্যাদি কি প্রকারে বলিলেন? শ্রীহরিররূপ অপ্রাকৃত বলিয়া মোক্ষধর্ম্মের সেই বচন যোগ্যই হইয়াছে, কিন্তু তুমি বুদ্ধিদ্বারা শ্রীহরির সেই অপ্রাকৃত রূপলাবণ্যকে প্রাকৃত বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছ, সুতরাং মোক্ষধর্ম্মের সেই বাক্যের যে বাস্তবার্থ এক্ষণে-তাহা প্রদর্শন করাইতেছি—রূপবান্ বলিয়া অন্য প্রাকৃত ব্যক্তি যেমন নয়নগোচর হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ও দৃশ্য হন, তুমি এইরূপ নিশ্চয় করিও না। শ্রীভগবান্ এইরূপ উপদেশ দিয়া স্বীয় রূপবত্ত্বাসত্ত্বেও যে অদৃশ্যত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ইহাদ্বারা নিজরূপের অপ্রাকৃতত্বও দেখাইয়াছেন এখানে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছেন। আচ্ছা তিনি যদি অপ্রাকৃতরূপবান্ হন, তাহাহইলে তাঁহার সেইরূপ নেত্রদ্বারা কিরূপে গ্রহণ হইতে পারে? তদুত্তর—আমার সেই রূপের দর্শন ও অদর্শন বিষয়ে আমার অকুণ্ঠা অর্থাৎ অনিবার্য্য ইচ্ছাই একমাত্র কারণ জানিবে। অর্থাৎ আমি যাঁহার নেত্রদ্বয়কে ভক্তিরূপ অঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত করি সেই ব্যক্তিই আমার অপ্রাকৃত রূপলাবণ্যকে দেখিতে সমর্থ হয়, এই অভিপ্রায়েই শ্রীভগবান্ পুনরায় স্বয়ং "ইচ্ছন্" "মুহূর্ত্তান্নশ্যেয়ম্" এই অর্দ্ধপদ্য বলিয়াছেন। "নশ্যেয়ম্" অর্থাৎ অদৃশ্য হইতে পারি, যেহেতু নশ্ ধাতুর অর্থই অদর্শন। তথাপি আমাকে যে শব্দস্পর্শাদি ভূতগুণে যুক্ত বলিয়া মনে করিতেছ ইহা মায়া। আচ্ছা যদি তুমি চিদ্ঘন বিগ্রহ হও তাহাহইলে সেইরূপ কিরূপে নেত্রগ্রাহ্য হয়? তদুত্তর-তুমিযে আমাকে দর্শন করিতেছ ইহা আমার মায়া, মায়া শব্দের অর্থ আমার ইচ্ছারূপা কৃপাপরম্পরা চিৎশক্তি, অর্থাৎ আমার ইচ্ছারূপাচিৎশক্তির কৃপাতেই দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছ, তদ্ভিন্ন অন্যকোন উপায়ে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। তবে এই মায়া আমিই প্রকট করিয়াছি। অতএব তুমি আমাকে ঐ প্রকার ভূতগুণযুক্ত-রূপে জানিও না॥২৪৯॥

তত্র স্বৈচ্ছিকপ্রকাশত্বং মোক্ষধর্ম্মে এব (ম০ ভা০, শা০ প০ ৩৩৮।১২—২০)—

'প্রীতস্ততোঽস্য ভগবান্ দেবদেবঃ সনাতনঃ। সাক্ষাৎ তং দর্শয়ামাস সোঽদৃশ্যোঽন্যেন কেনচিৎ
"বৃহস্পতিস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ স্রুচমুদ্যম্য বেগিতঃ আকাশং ঘ্নন্ স্রুচঃ পাতৈ রোষাদশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ ॥"
"উদ্যতা যজ্ঞভাগা হি সাক্ষাৎ প্রাপ্তাঃ সুরৈরিহ। কিমর্থমিহ ন প্রাপ্তো দর্শনং স হরির্বিভুঃ ॥
ততঃ স তং সমুদ্ভূতং ভূমিপালো মহাবসুঃ। প্রসাদয়ামাস মুনিং সদস্যাস্তে চ সর্ব্বশঃ ॥"

"অরোষণো হ্যসৌ দেব যস্য ভাগোঽয়মুদ্যতঃ।
ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে!
যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি ॥"

তত্রৈকত-দ্বিত ত্রিতবাক্যম্ (ম০ ভা০, শা০ প০ ৩৩৮।২৫ –২৭)—

"অথ ব্রতস্যাবভৃতে বাগুবাচাশরীরিণী।
স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা প্রহর্ষণকরী বিভোঃ।।"
"যূয়ং জিজ্ঞাসবো ভক্তাঃ কথং দ্রক্ষ্যথ তং বিভুম্ ॥" ২৫১ ॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

স্বেচ্ছয়া কৃপয়া প্রত্যক্ষত্বং দ্রঢ়য়ন্ বিশদয়তি প্রীতস্ততোঽস্যেতি। তম্—উপরিচরং বসুং প্রতি, আত্মানমিতি শেষঃ ॥ স্রুচং—যজ্ঞাঙ্গং পাত্রং যেন হবির্নিক্ষিপ্যতে। বেগিতঃ—ত্বরিতঃ সন ॥ উদ্যতাঃ—অর্পিতাঃ ॥ তং শ্রীবৃহস্পতিং সমুদ্ভূতম্—অতিক্রুদ্ধম্। মহাবসুঃ—উপরিচরঃ ॥ উদ্যতঃ—ত্বয়া অর্পিতঃ। অধ্বর্য্যুণা বৃহস্পতিনা দত্তা ভাগাঃ সর্বৈঃ সুরৈর্গৃহীতাঃ, তত্র সর্ব্বে দেবাঃ প্রত্যক্ষাঃ সন্তো

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

কুত্রাপীত্যপিনা প্রধানাখ্যা শক্তিশ্চ সুতরাং গ্রাহ্যা; "মায়া স্যাচ্ছাম্বরীবুদ্ধ্যোরিতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। বুদ্ধিশব্দোঽত্র চিচ্ছক্তিপরঃ। নিজে ভাষ্যে মধ্বাচার্য্যৈঃ, ইত্যেষা ইয়ঞ্চাসাবেষাচেতি শ্রুতির্দর্শিতা ॥২৫০॥

কোন কোন স্থানে মায়াশব্দের অর্থ চিচ্ছক্তি।

মায়াশব্দে শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে চিচ্ছক্তি অভিহিত হইয়া থাকে। মায়াশব্দের অর্থ যে চিচ্ছক্তি, ইহার প্রমাণে বলিতেছেন—মায়া নাম্নী স্বরূপভূতা নিত্যশক্তিদ্বারা অর্থাৎ চিচ্ছক্তিদ্বারা যুক্ত বলিয়া সনাতন শ্রীবিষ্ণুকে মায়াময় বলিয়া থাকেন। এইহেতু শ্রীমন্মাধ্বাচার্য্য নিজকৃত বেদান্তভাষ্যে এই চতুর্বেদ শিখানাম্নী শ্রুতি প্রদর্শন করাইয়াছেন। এবং মহাসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—আত্মমায়া তাঁহার ইচ্ছা, ও নির্ঘণ্টুকোষে মায়া শব্দের অর্থে কথিত হইয়াছে—মায়া, বয়ুন ও জ্ঞান। অতএব হে নারদ! তুমি আমাকে চিৎঘনরূপ বলিয়া জানিও। কিন্তু শব্দস্পর্শাদি প্রাকৃতগুণযুক্ত, এইরূপে জানা উচিত হইবে না। ॥২৫০॥

ভাগান্ জগৃহুঃ, বিষ্ণুস্ত্বপ্রত্যক্ষ এব সন্ ভাগং জগ্রাহ, ততস্তস্যাধ্বর্য্যোঃ ক্রোধোঽভূৎ, তদা বস্বাদিভিস্তস্য প্রসাদনং কৃতমিতি ॥ তত্রৈবেতি। একতাদয়ঃ—মুনয়স্ত্রয়ঃ, তেষাং বাক্যম্ ॥ বাক্—গীর্দেবী, অশরীরিণী—অদৃশ্যা সতী, উবাচ ॥২৫১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

"তদ্দর্শমেত্বকুণ্ঠাত্মামমেচ্ছৈব চ কারণমিত্যনেন ইচ্ছন্নিত্যাভাষ্যতদ্যুক্তিং—দর্শয়ন্নিতিহাসমুত্থাপয়তি তত্রেতি। শ্রীভীষ্ম আহ অস্য বসোঃ প্রীতস্তং বসুং তদ্দর্শনে ত্বকুণ্ঠাত্মা মমেচ্ছৈব চ কারণমিত্যনেন ইচ্ছন্নিত্যাভাষ্যা তদ্যুক্তিং—সাক্ষাদ্দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেষঃ। বেগিতঃ বেগযুক্তঃ। হি যতঃ ইহ যজ্ঞে সুরৈঃ ব্রহ্মরুদ্রাদিভিঃ। ইহ এতেষু অস্মাসু। ততস্তদ্বচনানন্তরং সমুদ্ভুতং তং বৃহস্পতিং মুনিং মননশীলম্। ন রোষ্যতেঽসৌ অরোষণো ন রোষণপাত্রমিত্যর্থঃ। যদ্বা কস্মৈচিন্ন রুষ্যতি ন কুপ্যতি অতএব তবৈতাদৃশো রোষো ন যুক্ত ইতি ভাব। নন্বু তর্হি কিং কশ্চিদপি ন পশ্যতীত্যাহ যস্যেতি। অশরীরিণী অদৃশ্যা সতী বাক্ শ্রীসরস্বতী উবাচ কথিতবতী। কীদৃশী বিভোঃ প্রহর্ষণকরী। কিমুবাচেত্যাহ যূয়মিতি। হে ভক্তাঃ ॥২৫১॥

পূর্ব্বোক্ত স্বেচ্ছৈকপ্রকাশত্ব সম্বন্ধে পোষক প্রমাণ।

তন্মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীভগবানের ইচ্ছা বা কৃপাতেই যে শ্রীভগবদ্বিগ্রহের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, ইহার পোষক প্রমাণরূপে মহাভারতীয় মোক্ষ ধর্ম্মের বচন উল্লেখ করিতেছেন—অনন্তর দেবদেব সনাতন ভগবান্ অন্যের অদৃশ্য হইলেও সেই উপরিচর বসুর প্রতি প্রসন্ন হইয়া নিজেকে সাক্ষাৎ দর্শন করাইয়াছিলেন। তদনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া স্রুক্ অর্থাৎ যজ্ঞে ঘৃত প্রক্ষেপ পাত্রকে উত্তোলন করিয়া আকাশকে অর্থাৎ শূন্যমার্গে আঘাত করিতে করিতে রোষভরে এই বলিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন যে এই যজ্ঞে ব্রহ্মরুদ্রাদি সকল দেবতাগণ প্রত্যক্ষ হইয়া প্রদত্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু শ্রীবিষ্ণু অপ্রত্যক্ষ থাকিয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন। ইহাতেই অধ্যর্য্যু বৃহস্পতির ক্রোধ হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি ক্রোধে বলিলেন—কি নিমিত্ত বিভু শ্রীহরি এই যজ্ঞে দর্শন দিলেন না। তদনন্তর সেই মহীপাল, উপরিচর বসু ও সদস্যগণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ বৃহস্পতিকে এই বলিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন, হে বৃহস্পতে! আপনি যে পরদেবতা শ্রীহরিকে যজ্ঞভাগ সাক্ষাতে প্রদানের নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছেন, তিনি ক্রোধশূন্য, সুতরাং সেই পরমদেবকে দর্শন করিতে আপনি ও আমরা কেহই সমর্থ নহি। তবে তিনি যেভক্তকে কৃপা করেন, তিনিই তাঁহাকে দেখিতে পান। সেই মোক্ষধর্ম্মে একত, দ্বিত, ত্রিত নামক মুনিত্রয়ের বাক্যও সেইরূপই। তদনন্তর সেই যজ্ঞের অবভৃতস্নান কালে বাগ্‌দেবী সরস্বতী অলক্ষিতরূপে থাকিয়া বিভু শ্রীহরির আনন্দবর্দ্ধন করিতে করিতে স্নিগ্ধ ও গম্ভীর বাক্যে বলিয়াছিলেন—হে ভক্তগণ। বর্ত্তমানে তোমরা জিজ্ঞাসু মাত্র, অতএব দর্শনের যোগ্যাবস্থা না আসিলে তোমরা কি প্রকারে সেই শ্রীহরিকে দর্শন করিবে ॥২৫১॥

ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া। সোঽভিব্যক্তো ভবেন্নেত্রে ন নেত্রবিষয়ত্বতঃ॥

যথা শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে—

"নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানাং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥

পাদ্মে চ—

"সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোঽধোক্ষজোঽপ্যসৌ।
নিজশক্তেঃ প্রভাবেন স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ" ॥২৫২॥

য এব বিগ্রহো ব্যাপী পরিচ্ছিন্নঃ স এব হি। একস্যৈবৈকদা চাস্য দ্বিরূপত্বং বিরাজতে॥

যথা শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৯।১৩—১৪)—

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

উদাহৃতবাক্যানাং তাৎপর্য্যমাহ ততঃ স্বয়মিতি। তথা চ কৃপাশক্ত্যা ধ্যাতৃনেত্রয়োর্হরেঃ প্রকাশঃ, নতু কৃপাং বিনা তয়োস্তত্র সামর্থ্যম্, ইতি স্বপ্রকাশচিদঘনরূপত্বং সিদ্ধমিতি॥ এতৎ স্ফুটয়তি, নিত্যাব্যক্তোঽপীতি দ্বাভ্যাম্। নিজশক্তিতঃ—কৃপাতঃ॥ অধোক্ষজঃ—অধঃকৃতচক্ষুর্জন্যজ্ঞানঃ, অচাক্ষুষোঽপীত্যর্থঃ॥২৫২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নেত্রেঽভিব্যক্তো ভবেন্নতু নেত্রবিষয়ত্বেন। যদ্বা নেত্রবিষয়ত্বং প্রাপ্য ন প্রকাশো ভবেদিত্যর্থঃ। যজ্‌গর্ভাদিত্বাৎ পঞ্চমী। নিত্যশ্চাসাবব্যক্তো ব্যক্তিমাপন্নশ্চেত্তাদৃশোঽপি ভগবান্ নিজশক্তিতঃ স্বেচ্ছাশক্তিভিঃ কর্ত্রীভিঃ ঈক্ষ্যতে দর্শ্যতে প্রযোজকণিজন্তাদ্‌যক্। যদ্বা ঈক্ষত ইতি নির্যকারঃ পাঠস্তত্র নিজশক্ত্যা করণয়া ঈক্ষতে স্বয়মেব পশ্যতি নতু কৈশ্চিদ্‌দৃশ্যো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা নিজশক্তিং প্রকাশ্য ঈক্ষণকর্ত্তা ভবতি "স ঐক্ষত বহু স্যামি"ত্যাদিশ্রুতেঃ তাং নিজশক্তিম্ অধোক্ষজোঽপি ন্যগ্‌ভূতেন্দ্রিয়োঽপি ॥২৫২॥

উদাহরণ বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিতেছেন—অতএব সেই শ্রীভগবান্ নিজ ইচ্ছায় প্রকাশমানা স্বয়ং প্রকাশ শক্তি দ্বারা নয়নে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু নেত্রের বিষয় বলিয়া নেত্রে অভিব্যক্ত হন না, অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কৃপাশক্তি দ্বারা ধ্যাতৃবর্গের নয়নদ্বয়ে প্রকাশমান হইয়া থাকেন, কৃপাশক্তি ব্যতীত ভগবানকে প্রকাশ করিতে নেত্রদ্বয়ের সামর্থ হয় না। ইহা দ্বারা শ্রীভগবদ্রূপের চিদ্‌ঘনতা সিদ্ধ হইল। শ্রীনারায়ন অধ্যাত্ম গ্রন্থের প্রমাণে বিষয়টি সুস্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যথা—শ্রীভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইয়াও স্বীয় কৃপারূপা স্বরূপ শক্তিদ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন। সেই স্বরূপশক্তি ব্যতীত কোন ব্যক্তি স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অনন্ত পরমাত্মা শ্রীহরিকে দর্শন করিতে পারেন? অর্থাৎ কেহই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ্য হয় না। পদ্মপুরাণেও সেই প্রকারই বলিয়াছেন যথা—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সুতরাং অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানের অবিষয়, এইরূপ হইয়াও স্বীয় নিত্যজ্ঞান ও সুখস্বরূপ শক্তিপ্রভাবে ভক্তজনের নয়নে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥২৫২॥

"ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্। পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥ তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্। গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥" ইতি। অনেন পদ্যযুগ্মেন ব্রজরাজসুতস্য হি। দামবন্ধনবেলায়ামেব ব্যক্তা দ্বিরূপতা ॥২৫৩॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

হরের্লীলা অনাদিকেতুক্তং নিত্যা সেতি বক্ষ্যতে। তত্রৈবং বিমুখশঙ্কা—পরিচ্ছিন্নস্যৈব খলু লীলা, নতু নভোনিভস্য বিভোঃ সাস্তি ; যদ্যাস্তস্য বাচ্যা, তর্হি তস্য অনিত্যত্বাৎ তৎকৃতায়াস্তস্যাশ্চ তৎ অসন্দেহম্, ইতি চেৎ ? তত্রাহ, য এবেতি। পরিচ্ছিন্নস্য ব্যাপকত্বং যুগপদসংখ্যসিদ্ধভাবধ্যাতৃগোচরত্বাৎ বোধ্যম্॥ একস্যোভয়ধর্ম্মশালিতায়াং প্রমাণং ন চান্তরিতি। অয়মস্য বর্ত্তুলিতোঽর্থঃ—যস্যান্তর্বহিরাদি-দেশপরিচ্ছেদো নাস্তি, অতো যো জগতঃ পূর্ব্বাদিষু দেশেষু যুগপৎ বর্ত্ততে, যশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিমান্ জগন্ময়স্তম্, আত্মজং—সুতং, গোপী —ব্রজেশ্বরী, "গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবৎ" (ভা° ১।৮।৩১) ইতি কুন্তীবাক্যাৎ, সাপরাধং মত্বা উলূখলে দাম্না ববন্ধ। তং কীদৃশম্ ? ইত্যাহ, মর্ত্ত্যলিঙ্গং—"দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যম্" (গো° তা, পূ° ১০) ইতি শ্রুতেঃ মনুষ্যাকৃতিম্, অধোক্ষজং—পরিত্যক্তেন্দ্রিয়কসুখং স্বরূপানুবন্ধিনিত্যানন্তসুখমিতি॥ উদাহরণার্থং গ্রাহয়তি অনেনেতি ॥২৫৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

বিরাজত ইতিপদমত্রাপি তস্যৈ তাদৃশত্বমস্তীতি দ্যোতয়তি। সর্ব্বাসাং জন্মাদিলীলানাং নিত্যত্বেন শ্রীজীব গোস্বামিচরণৈঃ শ্রীভাগবতসন্দর্ভাদৌ নির্ণীতত্বাদিহাপি "অনাদিমেব জন্মাদিলীলামেব তথাদ্ভুতা" মিত্যা-দিনা শ্রীগ্রন্থকৃচ্চরণৈরপি স্থাপিতত্বাৎ "প্রকটা চেত্যনেন স্থাপয়িষ্যমাণত্বাচ্চ"। শ্রীযশোদায়াঃ স্নেহাতিশয়ং দর্শয়ন্ শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বিরূপত্বমেকদৈবাহ ন চান্তরিতি দ্বাভ্যাম্। তং প্রাকৃতং স্বাভাবিকং আত্মজং পুত্রং অধোভূতমক্ষজমিন্দ্রিয়জন্যজ্ঞানং যস্য ঘনাবর্ত্তদুগ্ধাদৌ বর্ত্তমানে মৃদ্ভক্ষণাদিনা অজ্ঞানিনং মত্বা প্রতীত্য যথা যথাবদ্ববন্ধেতি যোজ্যম্। তং পরিচ্ছিন্নমেবানূদ্য বিধেয়কোটৌ ব্যাপকত্বং দর্শয়ন্নাহ যস্যান্তরাদিকং নাস্তি যো জগদনাদিপূর্ব্বাপরস্বরূপো যৎসত্ত্বেন যৎসত্ত্বাৎ জগৎস্বরূপশ্চ তমেব ববন্ধ যত্তদোঃ সামানাধিকরণ্যান্ন চ স্বরূপান্তরমিত্যর্থঃ। যথা প্রাকৃতং বালং তথৈব, তর্হি কথং ব্যাপকত্বং তস্য তস্যাং নাস্ফুরদিত্যাহ আত্মজং মত্বা বাৎসল্যরসাত্মকমনস্ত্বেন তদংশাচ্ছাদনাদিত্যর্থঃ। তর্হি কথমন্যঃ কোঽপি ন ববন্ধ ইত্যাহ অব্যক্তং ; ন কেনাপি ব্যজ্যতে বন্ধনস্য কা কথেত্যর্থঃ। দ্বিরূপত্বমেতস্য ঘটয়ন্ স্পষ্টয়তি অনেনেতি। দ্বিরূপতা বিভুপরিচ্ছিন্নরূপতা। ব্যক্তা প্রত্যেকাচিন্ত্যবিরুদ্ধাবিরুদ্ধানন্তশক্তিময়ত্বাদ্ঘটিত এব যুগপদ্দ্বয়-মিত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রুতিভিঃ—"অস্থূলোঽনণুরমধ্যমো মধ্যমোঽব্যাপকোব্যাপকোঽহরিরিত্যাদি। শ্রীনৃ-সিংহতাপনীভিশ্চ—"তুরীয়মতুরীয়মাত্মানমুগ্রমনুগ্রং বীরমবীরং মহান্তমমহান্তং বিষ্ণুমবিষ্ণুং জ্বলন্তমজ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখমসর্ব্বতোমুখমিত্যাদি। স্মৃতিকারৈশ্চ অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চাপি সর্ব্বতঃ। অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচন ইত্যাদি। শ্রীগীতাসু স্বয়ং ভগবতা "ময়া ততমিদং সর্ব্বমিত্যাদি ॥২৫৩॥

তথৈব চ পুরাণেষু শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু। শ্রূয়তে কৃষ্ণলীলানাং নিত্যতা স্ফুটমেব হি ॥২৫৪॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

তথৈবেতি — যথা কৃষ্ণস্যাচিন্ত্যশক্তিতো দ্বিরূপতোক্তা, তথৈব লীলা তস্য তত এব নিত্যোচ্যতে

শ্রীভগবদ্বিগ্রহের যুগপৎ সর্ব্বব্যাপকত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব।

এই পর্য্যন্ত প্রমাণাদি দ্বারা শ্রীহরির লীলা অনাদি ইহা বর্ণিত হইয়াছে এবং তাঁহার লীলা যে নিত্য ইহা অগ্রেও বর্ণনা করা হইবে। কিন্তু এইস্থলে ভগবদ্বিমুখ নাস্তিকগণের শঙ্কা যে পরিচ্ছিন্ন বা সসীম স্বরূপেরই লীলাদি সম্ভব হইয়া থাকে, কিন্তু আকাশ সদৃশ ব্যাপক বিভু বস্তুর লীলাদি কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না, অর্থাৎ সমষ্টি অজ্ঞানোপহিত পরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরেরই জন্মাদি লীলা প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্ববিধ উপাধি রহিত তুরীয় ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বব্যাপক বা বিভু তাঁহার জন্মাদি লীলা কোন প্রকারেই উপপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং মায়া উপাধিযুক্ত পরিচ্ছিন্ন যে ঈশ্বর তাঁহারই লীলা বলিতে হইবে, আর যদি তাহাই হয় তাহাহইলে সেই লীলাও অনিত্য অর্থাৎ মায়াকৃত উপাধির অনিত্যতা বশতঃ তৎকৃত পরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরেরও অনিত্যতা হেতু অনিত্য ঈশ্বরকৃত লীলা যে অনিত্য হইবে তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই? পূর্ব্বপক্ষের এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বলিতেছেন—শ্রীভগবানের যে বিগ্রহ সর্ব্বব্যাপী, সেই বিগ্রহই পরিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ তুরীয় ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ পরিচ্ছিন্ন মধ্যমাকার হইয়াও সর্ব্বব্যাপক। এই সর্ব্বব্যাপক বিভু শ্রীভগবান্ একই কালে একই বিগ্রহে অসংখ্য সিদ্ধ ভক্তগণের ভক্তি-বিভাবিত হৃদয়ে যুগপৎ ধ্যানবিষয়াকারে প্রত্যক্ষীভূত হন, অথবা তাঁহাদের নয়নগোচর হইয়া থাকেন বলিয়াও সিদ্ধ হইয়া থাকেন। অতএব একই শ্রীভগবদ্বিগ্রহের একদা ব্যাপকত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব, এই দ্বিরূ-পতা বিরাজমান রহিয়াছেন। শ্রীভগবানের একই বিগ্রহের ব্যাপী ও পরিচ্ছিন্ন এই উভয়ধর্ম্মতা বিষয়ে প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের দামবন্ধন লীলায় সবিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছে যথা--যাঁহার অন্তর অর্থাৎ ভিতর ও বাহির নাই এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম নাই অর্থাৎ পূর্ব্বাদি দেশের কোন ইয়ত্তা নাই। অথচ যিনি জগতের পূর্ব্ব ও পশ্চিমাদি দেশকেই নিত্যই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং যিনি জীবশক্তি ও মায়াশক্তি দ্বারা জগন্ময়। জননী শ্রীযশোদা দধিভাণ্ড ভঙ্গ করিবার অপরাধে সেই পুত্রকে বন্ধনের নিমিত্ত রজ্জু গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীকুন্তীবাক্যে অবগত হওয়া যায়। জননী তাঁহাকে অপরাধী মনে করিয়া নিজ পুত্রবোধে প্রাকৃত বালকের ন্যায় রজ্জু দ্বারা উলুখলে বন্ধন করিলেন। তাঁহার পরিচয় প্রদানে বলিতেছেন—যিনি দ্বিভুজ নরাকৃতি এবং যাঁহার ভুজদ্বয় বেণুবাদনরসে নিবদ্ধ থাকায় তিনি মৌনমুদ্রাবলম্বন করিয়াছেন। শ্রীগোপাল তাপনীতে এইরূপ জানা যায়। তিনি মনুষ্যাকৃতি হইলেও অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জন্য সুখের অবিষয়,। কিন্তু স্বরূপানুবন্ধী অনন্ত সুখ নিদান। জননী শ্রীযশোদা সেই অব্যক্ত, অধোক্ষজ, নরাকার শ্রীকৃষ্ণকে নিজপুত্র বোধে প্রাকৃত বালকের ন্যায় রজ্জুদ্বারা উলুখলে বন্ধন করিয়াছিলেন। এই দুই শ্লোক দ্বারা দামবন্ধনকালে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপকত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব এই দ্বিরূপতাই অভিব্যক্ত হইয়াছে ॥২৫৩॥

ইত্যর্থঃ। অত্র প্রত্যবতিষ্ঠন্তে—লীলায়াঃ ক্রিয়াত্বাৎ প্রত্যংশমপ্যারম্ভপূর্ত্তিভ্যাং তস্যাঃ সিদ্ধির্বাচ্যা, তে বিনা তৎস্বরূপং ন সিধ্যেৎ, তথাচ তদুভয়বত্ত্বেন বিনাশধ্রৌব্যাৎ কথং সা নিত্যেতি? অত্রোচ্যতে, পরেশে হরৌ "একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি" (গো° তা°, পূ° ২°), "একানেকস্বরূপায়" (বি° পূ° ১।২।৩) ইত্যাদিপ্রামাণ্যেন আকারানন্ত্যাৎ, "স একধা ভবতি দ্বিধা" (ছা° উ° ৭।২৬।২) ইত্যাদি-প্রামাণ্যেন পার্ষদানন্ত্যাৎ, "পরমং পদমবভাতি ভূরি" ইত্যাদিপ্রামাণ্যেন স্থানানন্ত্যাচ্চ নানিত্যত্বং তস্যাঃ তত্তদাকারাদিগতয়োস্তত্তদারম্ভপূর্ত্ত্যোঃ সত্ত্বেঽপ্যেকত্রৈকত্র তত্তল্লীলাংশা যাবৎ সমাপ্যন্তে ন বা, তাবদেবা-ন্যত্রান্যত্রারব্ধাস্তে ভবেয়ুরিত্যেবমবিচ্ছেদাৎ সিদ্ধং নিত্যত্বম্! ননু অস্তু অবিচ্ছেদঃ, পৃথগারম্ভাৎ অন্যত্বং দুর্নিবারমিতি চেৎ? উচ্যতে। কালভেদেনোদিতানামপ্যেকরূপাণাং লীলানামৈক্যং, যথা 'দ্বিঃ পাকোঽনেন কৃতো ন তু দ্বৌ পাকাবিতি দ্বির্গোশব্দোঽয়মুচ্চরিতো ন তু দ্বৌ গোশব্দাবিতি' (ব্র° সূ° ১।৩।২৮ শ° ভা°; ৩।৩।১১ গো° ভা°) পাকৈক্যং শব্দৈক্যঞ্চ মন্যন্তে, তদ্বৎ তত্তদাকারাদীনাং চতুর্ণামৈক্যাচ্চ ন কাচিচ্ছঙ্কা। ইত্থঞ্চ "একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যন্তরাত্মা।" ইত্যাদিশ্রুতে-র্বক্ষ্যমাণস্মৃতীনাঞ্চানুগ্রহঃ ॥২৫৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অথ শ্রীকৃষ্ণরূপদেহিদেহানাং নবায়মানং নিত্যত্বঞ্চ সংকলয্য শ্রীশ্রীলীলানাং পরিকর-ধাম-সময়ানাং নিত্যত্বং বদন্ প্রথমং সর্ব্বোপজীব্যত্বেন প্রাধান্যাৎ শ্রীজন্মাদিলীলানাং নিত্যত্বং দর্শয়তি তথৈব চেতি। শ্রূয়তে "শব্দস্যৈব প্রমাণত্বং স্বীকৃতং পরমর্ষিভিরিত্যুক্তত্বাৎ ॥২৫৪॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা।

যেমন শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি বশতঃ তাঁহার বিভু ও মধ্যমাকার পরিমাণ, এই দ্বিবিধ স্বরূপ কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি বশতঃ তাঁহার লীলাও দ্বিবিধা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণসমূহে শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা স্পষ্টই শ্রবণ করা যায়। কিন্তু এই স্থলে আশঙ্কা এইযে—তাঁহার লীলা ক্রিয়াহেতু প্রত্যেক লীলাংশ আরম্ভ ও পরিসমাপ্তির দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন গোচারণ লীলা পূর্ব্বাহ্নকালে আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ন কালে সমাপ্ত হয়। এইরূপ আরম্ভ ও সমাপ্তি ব্যতীত লীলার স্বরূপত্ব সিদ্ধ হয় না। সুতরাং যাহার আরম্ভ ও সমাপ্তি আছে, তাহার বিনাশ অবশ্যই ঘটিবে, তাহা হইলে সেই লীলা নিত্য বলিয়া কি প্রকারে প্রতিপাদিত হইতে পারে? এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বলি-তেছেন—পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দ, তিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, শ্রীগোপাল তাপনী হইতে এইরূপ অবগত হওয়া যায়। অপর যাঁহার এক ও অনেক স্বরূপ, স্থূল সূক্ষ্মময় কার্য্যকারণী-ভূত মুক্তিদাতা সেই শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়; ইত্যাদি প্রমাণ বলে তাঁহার অনন্ত স্বরূপ লাভ করা যায়। অপর শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত মুক্তাবস্থায় এক হয়েন, দুই হয়েন, তিন, পাঁচ, সাত, শত ও সহস্রাদি হইয়া থাকেন, ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে তাঁহার পার্ষদবৃন্দও অনন্ত ইহা জানা

যথা চ শ্রীপ্রথমে শ্রীদ্বারকাবাসিবচনম্ (ভাং ১।১০।২৬)—

"অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুলম্ । অহো অলং পুণ্যতমং মধোর্বনম্ ॥
যদেষ পুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ প্রিয়ঃ স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাঞ্চতি ॥" ইতি।
অঞ্চতীতি পদং বর্ত্তমানকালোপপাদকম্। দ্বারকাবাসিনামুক্তৌ লীলানাং বক্তি নিত্যতাম্ ॥

শ্রীদশমে শ্রীশুকোক্তৌ (ভাং ১০।৯০।৪৮) —

"জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্ ॥
স্থির-চরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত শ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥" ২৫৫ ॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

এবং সিদ্ধাং লীলানিত্যতাং প্রমাণবচনৈর্দ্রঢ়য়তি, অহো অলমিতি। হস্তিনাবাসিবচনমেতৎ দ্বারকাবাসিবচনত্বেনোক্তং, তদ্বাসিনাং দ্বারকাপরিকরত্বাদিতি বোধ্যম্। যদোঃ, কুলং—বংশঃ, "কুলং জনপদে গোত্রে সজাতীয়গণেঽপি চ।" ইতি মেদিনী ; যত্র নন্দো বসুদেবশ্চ বভূব। যৎ—যতঃ, এষঃ—শ্রীকৃষ্ণঃ, জাতঃ সন্। পুংসাং—ত্রয়াণাম্, ঋষভঃ—শ্রেষ্ঠঃ অংশীত্যর্থঃ। শ্রিয়ঃ—লক্ষ্ম্যাঃ, শ্রীরাধায়াঃ শ্রীরুক্মিণ্যাশ্চ, প্রিয়ঃ,—কান্তঃ॥ চংক্রমণেন—বিহারেণেত্যর্থঃ। অঞ্চতীতি—বর্ত্তমানে লট্, বর্ত্তমানত্বং প্রারব্ধাপরিসমাপ্তত্বম্ ॥ কৃষ্ণস্য মৌষললীলাং বক্ষ্যন্ শ্রীশুকঃ রাজ্ঞস্তদেকাস্তিনঃ প্রমোদায় স্বসিদ্ধান্তমাদৌ কথয়তি জয়তীতি। এতাবতা গ্রন্থেন যো নিগদিতমহিমলীলঃ, স খলু ভগবান্ কৃষ্ণস্তাদবস্থ্যেনাধুনাপি

যায়। অনন্তর শ্রীগোবিন্দের গোলোকাদি অসংখ্য ধাম শোভিত আছেন, এই প্রমাণে তাঁহার ধামও অনন্ত অবগত হওয়ায় তাঁহার লীলার অনিত্যতা কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং গোচারণাদি আকারগত লীলা আরম্ভ সমাপ্তি সত্ত্বেও একস্থানে সেই লীলা সমাপ্তি হইতে না হইতেই অন্যত্র সেই লীলাদি আরম্ভ হইয়া থাকে, অর্থাৎ এক ব্রহ্মাণ্ডে যে লীলার সমাপ্তি হইতেছে, সেই লীলা অলাত চক্রের ন্যায় অন্য ব্রহ্মাণ্ডে আরম্ভ হইতেছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলার অবিচ্ছেদহেতু তাহার নিত্যতা সিদ্ধ হইতেছে। আর যদিবল লীলার অবিচ্ছেদ না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহা পৃথক্ আরম্ভহেতু অবশ্যই অন্য হইবে অতএব লীলার এই পৃথক্ত্ব নিবারণ হইতেছে না ? তদুত্তরে বলিতেছেন-- কালভেদে উদীয়মানা লীলা একরূপ হওয়ায় লীলার পৃথকত্ব না হইয়া ঐক্যতা সিদ্ধ হইতেছে। যেমন ইনি দুইটি পাক করিয়াছেন, কিন্তু দুই সংখ্যক পাক নহে এবং ইনি দুইবার গোশব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন, কিন্তু দুইটি গো নহে। অতএব এখানে পাকও একটি এবং গোও একটিই, তদ্রূপ সেই সেই আকার বিশিষ্ট চারিটি শব্দ উচ্চারণ করিলেও চারিটি বস্তু বুঝাইবে না কিন্তু একটি বস্তু বুঝাইবে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলাও সেই প্রকার বুঝিতে হইবে, ইহাতে শঙ্কার কোন অবকাশ নাই। অতএব একমাত্র দেব শ্রীকৃষ্ণ সদা নিত্য লীলাবিলাসী এবং ভক্ত ব্যাপক, তিনি ভক্তগণের হৃদয়ে সাক্ষাৎরূপে বিরাজ করেন। এই প্রকার শ্রুত্যাদি প্রমাণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ লীলার নিত্যতা প্রতিপাদিত হইল ॥২৫৪॥

চকাস্তীতি ত্বয়া জ্ঞেয়ং, নতু মৌষলচরিতশ্রুত্যা বিপরীতং ভাব্যং, যদসৌ বহির্দৃষ্টিজনাগোচরস্তথৈব ব্রজে পুরে চ, বনিতানাম্—অনুরাগার্ত্তানাং প্রেয়সীনাং, কামদেবং বর্দ্ধয়ন্ জয়তীতি, "বনিতা জনিতাত্যর্থানুরাগায়াঞ্চ যোষিতি।" ইত্যমরঃ। দেবক্যাং—শ্রীযশোদায়াং দেবকপুত্র্যাঞ্চ, জন্মেতি, বাদঃ—প্রসিদ্ধিঃ, যস্য সঃ, "দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ।" ইতি আদিপুরাণবচনাৎ, তত্তদাত্মজত্বাভিমানীত্যর্থঃ; তত্ত্ববুভুৎসুকথা হি বাদঃ। যদুবরাঃ—শ্রীনন্দাদয়ঃ শ্রীবসুদেবাদয়শ্চ, তে, পরিষদঃ—পরিকরাঃ, যস্য সঃ, স্বৈঃ—স্বভুজতুল্যৈঃ শ্রীদামাদিভিঃ সাত্যকাদিভিশ্চ, অধর্ম্মং নিরস্যন্। যদা শুকঃ কথামাখ্যৎ ততোঽতিপূর্ব্বং হরেস্তিরোধানমভূৎ, তথাপি বর্ত্তমানপ্রয়োগস্তল্লীলায়া নিত্যতায়ামেব সম্ভবেৎ, নান্যথা॥২৫৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

দ্বারকাবাসী যঃ শ্রীকৃষ্ণস্তৎকর্ম্মকং শ্রীপৌরবেন্দ্রপুরস্ত্রীকর্ত্তৃকং বচনমিত্যর্থঃ। "অন্যোঽন্যমাসীৎ সংজল্প উত্তমশ্লোকচেতসাং। পৌরবেন্দ্রপুরস্ত্রীণাং সর্ব্বশ্রুতিমনোহরঃ (ভাঃ ১।১০।২০) ইতি তৎপ্রঘট্টকোক্তেঃ। কারিকায়াং দ্বারকাবাসিনামুক্তাবিত্যত্র ষষ্ঠ্যর্থঃ কর্ম্মতা, বহুবচনন্তু গৌরবাৎ প্রত্যেতব্যম্। যদ্বা পৌরবেন্দ্রপুরস্ত্রীণামিত্যত্র পৌরবেন্দ্রস্ত্রীণাং পুরস্ত্রীণাঞ্চেতি ব্যাখ্যানাৎ তথোক্তিঃ। তদানীং যজ্ঞদর্শনার্থং তাসামপি তত্র গমনাৎ। শ্রীকুরুপুরস্ত্রিয়ঃ গজসাহ্বয়াচ্ছ্রীদ্বারকাগমনায়োদ্যমিনং শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য পরস্পরমাহুঃ অহো অলমিতি। যদোঃ কুলং গোত্রং শ্লাঘ্যতমং মধোর্বনঞ্চ পুণ্যতমম্ অত্যর্থে তমপ্রত্যয়াত্তেঽতিশয়শ্লাঘনীয়পুণ্যবতী ইত্যর্থঃ। কথমেতদিত্যাহ যৎ; যে যদুকুলমধুবনে যৎপদস্যাব্যয়ত্বাৎ এষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বজন্মনা স্বপ্রাদুর্ভাবেণ নত্বন্যদ্দারা চংক্রমণেন চ অলমঞ্চতি অতিশয়ং পূজয়তি অলং করোতি বা। নম্বপ্রকটপ্রকাশস্য তস্য কথং প্রকাশান্তরতা ঘটত ইত্যাহ অলমিতি। অলং সমর্থঃ শুষ্কতর্কাদ্যগোচর ইত্যর্থঃ। অলৌকিকসিদ্ধের্ভূষণমেতন্ন দূষণমিতি ন্যায়ান্তর্কাদ্যগোচরত্বাচ্চ। তথাহি "অলৌকিকাশ্চ যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েদিত্যাদি। নন্বয়মেব বিষ্ণুরিত্যাহ পুংসাং কারণার্ণবগর্ভোদকক্ষীরার্ণবশায়িনামৃষভস্তাননাদৃত্য শ্রেষ্ঠোঽন্যথা মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়ঃ শূরতম ইতিবত্তস্য পুরুষত্বভ্রমঃ স্যাৎ "ষষ্ঠী চানাদর" ইতি ষষ্ঠী। নন্‌ তর্হি সঙ্কর্ষণ এবাহমিত্যাহ শ্রিয়ঃ রুক্মিণ্যাঃ প্রিয়স্তদানীং তস্যা এবালম্বনত্বাৎ। যদ্বা এষ এব পুরুষাণামৃষভঃ শ্রিয়ঃ প্রিয়ঃ শ্রীনারায়ণশ্চ স এষ ইত্যর্থঃ। "অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়ে"দিত্যুক্তেঃ। অত্র "সাধুচন্দ্রমসি পুষ্করৈঃ কৃতমিতিবদুত্তরবাক্যগতযচ্ছব্দস্য তচ্ছব্দানপেক্ষকত্বং প্রত্যেতম্। যদ্বা যদযস্মাৎ যদোঃ কুলং মধোর্বনঞ্চ এষ অঞ্চতি তস্মাৎ শ্লাঘ্যতমং পুণ্যতমঞ্চেত্যুত্তরস্থ যৎপদস্য পূর্ব্ববাক্যার্থগতত্বম্। অথবা যদোঃ সকাশাৎ যো মধুস্তস্য কুলং বনং বৃন্দাবনং। যদ্বা যদোর্যদুবংশোদ্ভবস্য শ্রীবসুদেবস্য শ্রীনন্দস্য চ কুলং গোত্রং ভবনং বা। যদুক্তং শ্রীমেদিনীকারেণ—কুলং জনপদে গোত্রে সজাতীয়গণেঽপি চ। ভবনে চ তনৌ ক্লীবমিতি। স্বজন্মনেতি। জনি প্রাদুর্ভাবে ঔণাদিকনমম্প্রত্যয়ঃ। অহো ইতি আশ্চর্য্যে। দ্বিরুক্তিরতিশয়ার্ত্তিদ্যোতিকা। ব্যাচষ্টে অঞ্চতীতি পদং কর্ত্তৃ। অথ শ্রীবৃন্দাবনমথুরাদ্বারকাসু শ্রীকৃষ্ণস্য নিত্যস্থিতিগর্ভাং তাসু তদীয়ানাং লীলানাং নিত্যতামাহ শ্রীদশম ইতি। "তীর্থং চক্রে নৃপোনং যদজনি যদুষু স্বঃসরিৎ পাদশৌচ" মিত্যত্রাতীতপ্রয়োগং নিশম্য বিষীদন্তমিব শ্রীপরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকসিদ্ধান্তমাহ

শ্রীশুকোক্তাবিতি। জয়তীতি দেবক্যাং শ্রীযশোদায়াং শ্রীবসুদেবপত্ন্যাং চ জন্মনো বাদস্তত্ত্বাখ্যানং যস্য স শ্রীলীলাপুরুষোত্তমো জয়তি শ্রীবৃন্দাবনশ্রীমথুরাদ্বারকাসু প্রকাশভেদেন সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। "পরাভিভূতাবুৎকর্ষে জয়িরন্তে ত্বকর্ম্মক ইতি মনোরমোক্তেঃ। তস্মাদুৎকৃষ্টং তং প্রত্যপকৃষ্টা বয়ং প্রণতা ইতি চ ব্যজ্যতে; স্বাপকর্ষানুকূলব্যাপারবিশেষো নমস্কার ইতি ন্যায়াৎ। অত্র দেবকীশব্দেন যশোদা বাচ্যা; "দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ। অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়ে"তি শ্রীস্কান্দবচনাৎ। এতেন বাৎসল্যরসপোষকত্বেন তদীয়তয়া তেষু ধামসু বিহরতীতি বিবক্ষিতম্। ননু কিং কেবলং বাৎসল্যরসপোষকোঽসাবিত্যাহ জননিবাস ইতি। জনৈঃ স্বভক্তজনৈঃ শ্রীবৃন্দাবনে রক্তক-পত্রকাদিভিঃ সহ পুরীদ্বয়ে শ্রীমদুদ্ধবদারুকাদিভিঃ সহ নিবাসো যস্য; "সালোক্যেত্যাদিপদ্যে জনা ভক্তজনা ইতিবৎ। এতেন প্রীতিভক্তিরসপোষকত্বমস্য দ্যোতিতম্। প্রেয়োরসপোষকত্বমস্যাপ্যাহ যদুবর-পরিষদিতি। যদুবরাঃ শ্রীবৃন্দাবনে সুভদ্রমণ্ডলীভদ্রাদয়ঃ সখায়ঃ পুরীদ্বয়ে প্রসিদ্ধা যাদবাঃ পরিষদঃ সখায়ো যস্য সঃ। "রক্ষিতা যাদবাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রবৃষ্টিনিবারণাদিতি শ্রীস্কন্দপুরাণীয়শ্রীমথুরাখণ্ডাৎ "যাদবেষ্বপি সর্ব্বেষু ভবন্তো মেঽতিবান্ধবা ইতি শ্রীহরিবংশে শ্রীনন্দাদীন্ প্রতি শ্রীরামবচনাচ্চ। উজ্জ্বলরসপোষক-ত্বমাহ সুস্মিত-শ্রীমুখেন ব্রজবনিতানাং শ্রীরাধিকাদীনাং পুরবনিতানাং শ্রীরুক্মিণ্যাদীনাং কামদেবং প্রেমা-নুরূপবিলাসং বর্দ্ধয়ন্। মথুরায়ামপি শ্রীরুক্মিণ্যাদিস্থিতিঃ "রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুরিতি শ্রীগোপালতাপন্যাং প্রসিদ্ধা। অপ্রকটলীলায়ামেব শ্রীমুনীন্দ্রস্যৈব তদানীং তাৎপর্য্যাৎ প্রকটলীলায়ামপি ক্বচিৎ পুরাণাদৌ মথুরায়াং প্রকটলীলায়াং পতিভেদাভাবেন নায়কস্য ষণ্ণবতিত্বাভাবাপত্তিঃ স্যাৎ। নাগযক্ষাদীনাং লীলাপরিকরান্তঃপাতিত্বং দর্শয়ন্নাহ স্বৈরিতি। স্বৈরাত্মভিঃ প্রকাশৈরিতি যাবৎ; "স্বমাত্মাত্মীয়য়োরিতি সূত্রেণ স্বস্যাত্মবাচকত্বেন স্থাপিতত্বাৎ আত্মশব্দস্য শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বহুত্র প্রকাশত্বেন স্থাপিতত্বাচ্চ। অধর্ম্মম্ অধর্ম্মপ্রায়ং শ্রীবৃন্দাবনে যক্ষাদিকম্ অস্যন্ ক্ষিপন্ শ্রীদ্বারকাদৌ দোর্ভিরিব দোর্ভিরর্জ্জুনাদিভিরধর্ম্মং জয়-দ্রথাদিম্ অস্যন্। তৈঃ কথম্ভূতৈঃ স্বৈরাত্মীয়ৈরিত্যর্থঃ। অথ তৎস্থগোবর্দ্ধনাদীনাং দুঃখহন্তৃত্বমাহ স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ ব্রজপুরবাসিনাং স্থাবরাণাং শ্রীগোবর্দ্ধন-নন্দীশ্বর-রৈবতাদীনাং চরাণাং সুরঙ্গাদি হরিণা-দীনাং বিয়োগদুঃখহন্তা। অত্র সর্ব্ব এব বর্ত্তমানপ্রয়োগেনাসুরহন্তৃত্বাদিলীলা অপি নিত্যা মন্তব্যা; অদ্যাপি তা বর্ত্তন্ত এবেতি। যত্তু "সর্ব্বাস্তা নিত্যলীলাঃ স্যুর্বিনাসুরবিঘাতনমিতি সনৎকুমারতন্ত্রীয়বচনং তচ্ছ্রীগোলোকপরমেবেতি মন্তব্যম্। অথবা স্বৈরিত্যস্য সর্ব্বত্রান্বয়ঃ কার্য্যস্তথাচ স্বেন স্বেন স্বেনেতি সর্ব্বত্রান্বয়াভিপ্রায়েণৈকত্র বহুবচনমুক্তম্। পদ্যমেতৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীমজ্জীবগোস্বামিচরণৈঃ শ্রীবৃন্দাবন-বাসীয়বচনতয়া ব্যাখ্যাতম্ তত্র চূর্ণকে শুকোক্তাবিত্যত্র শ্রীবৃন্দাবনবাসিবচনগর্ভায়াং শুকোক্তাবিতি ব্যাখ্যাতব্যম্। অথ তদ্ব্যাখ্যা—কোঽপি সোঽয়মস্মাকং জীবনকোটিপ্রিয়তমো বিষ্বক্ প্রচারেণ বৃন্দাবনস্যৈব বিশেষতঃ স্থাবরাণাং জঙ্গমানাঞ্চ তদ্বিরহাদ্ যদ্দুঃখং তন্নিহন্তা জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে; অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবন এব। শ্রীবৃন্দাবনস্য স্থাবরাণামপি ভাবো বর্ণিত এব "কেবলেন হি ভাবেনেত্যাদিনা। কেন বর্ণিষ্টিঃ সুস্মিতেন শ্রীমুখেন। এতেন সদাতনমানন্দৈকরসত্বং স্বেষু সদৈব সুপ্রসন্নত্বঞ্চ তস্য প্রকাশিতম্।

কিং কুর্ব্বন্ ব্রজরূপং যৎপুরং তৎসম্বন্ধিন্যো যা বনিতাঃ জনিতারাগাঃ কুলবধ্বঃ তাসাং কামদেবং সর্ব্বপ্রেমানন্দোপরি বিরাজমানত্বাত্তাসাং কামস্ত দেবঃ পরমদিব্যরূপস্তং বর্দ্ধয়ন্। ননু দেবক্যাঃ পুত্রোঽয়মিত্যেবং বদন্তি তৎ কথং যুষ্মাকমত্রাস্মদীয়ত্বেনাভিমানস্তত্রাহুঃ দেবক্যাং জন্মেতি বাদো মিথ্যৈব লোকে খ্যাতির্যস্য সঃ॥ তর্হি কথং বাসুদেব ইতি তস্য নামেত্যাশঙ্ক্যাহুঃ। জননিবাসঃ জনানাং স্বজনানামস্মাকং নিবাসত্বাদাশ্রয়ত্বাদেব তথাভিধীয়ত ইত্যর্থঃ। স্বজনেষ্বস্মাসু কৃতবাসত্বাদেব বা। ততশ্চাধিকরণে কর্ত্তরি ঔণাদিকো বাসুঃ স চ দীব্যতি ক্রীড়তীতি দেবশ্চ স ইতি বিগ্রহঃ। "প্রাগয়ং বসুদেবস্যেত্যাদিকা শ্রীগর্গোক্তিরপি নাস্মভ্যং ভাতীতি ভাবঃ। কিমর্থমসৌ দেবকীজন্মবাদোঽভূদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহুঃ। যদুবরাঃ পরিষৎ সহায়রূপা যত্র তাদৃশং যথা স্যাত্তথা। স্বৈর্দোর্ভির্ভুজপ্রায়ৈরর্জ্জুনাদিভিরধর্ম্মং তৎ প্রচুরং দুষ্টকুলং অস্যন্ নিহন্তুং লক্ষণাহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ শতৃপ্রত্যয়স্মরণাৎ। তস্যামাত্মজন্মনি খ্যাপিতে তে সহায়া ভবিষ্যন্তীত্যেবমনুসন্ধায়েত্যর্থঃ। তথোক্তং কংসবধানন্তরং শ্রীকৃষ্ণেন ব্রজেশ্বরং প্রতি "জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখমিতি। অত্র বিশেষণৈনৈব শ্রীকৃষ্ণরূপং বিশেষ্যং পদমুপস্থাপ্যতে ; "অয়মুদয়তি মুদ্রাভঞ্জনঃ পদ্মিনীনামি"তিবদিত্যেষা ॥২৫৫॥

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিত্যতা সিদ্ধবিষয়ক প্রমাণ বাক্যদ্বারা দৃঢ়তা প্রতিপাদন করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের দ্বারকা বাসিগণের বাক্য প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যথা "অহো অলম্" ইতি ইহা হস্তিনা বাসিগণের বাক্য, কিন্তু দ্বারকা লীলার অন্তর্গত হস্তিনাপুর লীলা, এই নিমিত্ত শ্লোকটি হস্তিনাপুর বাসিনি কুরুরমনীগণের উক্তি হইলেও দ্বারকা বাসির উক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—যে যদুবংশে শ্রীনন্দ ও শ্রীবসুদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই যদুবংশ সাতিশয় শ্লাঘ্যতম। অহো ? মধুবন অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবন অত্যন্ত পুণ্যতম। যেহেতু পুরুষত্রয়ের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পুরুষত্রয়ের অংশী এবং শ্রীরাধিকা ও চন্দ্রাবলীর প্রাণকান্ত এই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় জন্মদ্বারা যদুবংশকে ও নন্দকুলকে এবং পুনঃ পুনঃ বিহার দ্বারা মধুবন শ্রীবৃন্দাবনকে অতিশয় সংকৃত করিতেছেন। অপর অঞ্চতি ইতি, যে ক্রিয়া পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু পরিসমাপ্তি হয় নাই, সেই ক্রিয়াকেই বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া বলে। সুতরাং অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ লীলার আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে সেই সেই লীলার ধারাবাহিকতারূপে বিদ্যমান থাকায় কোন কালেই সেই সেই লীলার পরিসমাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব দ্বারকাবাসি গণের উক্তিতে বর্ত্তমান কালের উপপাদক অঞ্চতি এই ক্রিয়াপদ শ্রীকৃষ্ণ লীলার নিত্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন। শ্রীদশম স্কন্ধীয় শ্রীশুকদেবের উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা বিষয়ে সেই রূপই নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের মৌষল লীলার বর্ণন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে তাঁহার একান্ত ভক্ত শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে প্রমোদিত করিবার নিমিত্ত নিজ মনোগত সিদ্ধান্তকে প্রথমে পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন শ্রীমদ্ভাগবতে এই পর্য্যন্ত যাঁহার মহিমাতিশয় মনোহর লীলা বর্ণনা করিলাম, তিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি এখনও স্বীয় পরিকর সমভিব্যহারে

শ্রীস্কান্দে শ্রীমথুরাখণ্ডে শ্রীযুধিষ্ঠিরং প্রতি শ্রীনারদবাক্যম্—

"বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ। বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ ॥" ইতি

যদানয়োস্তু সংবাদো দ্বারবত্যাং হরিস্তদা। তথাপি বর্ত্তমানত্বেনোক্তিস্তন্নৈত্যবাচিকা ॥

পাদ্মে পাতালখণ্ডে শ্রীপার্ব্বতীং প্রতি শ্রীরুদ্রবাক্যম্—

"অহো মধুপুরী ধন্যা যত্র তিষ্ঠতি কংসহা। তত্র দেবা মুনিঃ সর্ব্বে বাসমিচ্ছন্তি সর্ব্বদা ॥"২৫৬॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অনয়োরিতি—যুধিষ্ঠির-নারদয়োঃ। নৈত্যং—নিত্যতা, ব্রাহ্মণাদিত্বাৎ ভাবে ষ্যঞ্, "হলো যমাং যমি" ইতি যলোপঃ ॥ মধুপুরীতি—মথুরামণ্ডলং বোধ্যতে ॥২৫৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

জয়তীত্যাদিপদ্যস্থবর্ত্তমানপ্রয়োগসহোদরবচনময়স্কান্দীয়বচনমপ্যুপদর্শয়তি শ্রীস্কান্দ ইতি। বৎসতরীভিশ্চেত্যত্র চকারাৎ গোপৈর্গোপীভিশ্চেতিপরিগ্রহঃ; সংখ্যায়াঃ সমানজাতায়ত্বনিবেশাৎ। ক্রীড়তীতি বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানপ্রায়ে বা লট্, তস্মাৎ ক্রীড়ায়াঃ সদাতনত্বং তৈস্তাভিশ্চ সহ তস্য দ্যোতিতম্;

নিত্যই লীলা করিতেছেন, আপনি ইহা নিশ্চিতরূপে অবগত হউন। কিন্তু তাঁহার মৌষল লীলা চরিত্র শ্রবণ করিয়া মনে কোন প্রকার বিপরীত ভাবনা পোষণ করিবেন না, যেহেতু তিনি বহির্মুখ জনগণের অগোচরে ব্রজে, মধুপুরে ও দ্বারকাপুরে পূর্ব্ববৎ অনুরাগিনী প্রেয়সীগণকে নবনবায়মান সৌন্দর্য্যাদি আস্বাদন করাইয়া জয়যুক্ত হইতেছেন। যিনি জনগণের নিবাস বা আশ্রয় স্বরূপ। অথবা তিনি শ্রীবৃন্দাবনে রক্তক ও পত্রকাদির সহিত ও পুরীদ্বয়ে উদ্ধব ও দারুকাদির সহিত নিবাস করেন এবং দেবকী জন্মবাদ শ্রীযশোদাদেবী বা দেবককন্যা দেবকীদেবীতে যাঁহার জন্ম প্রসিদ্ধি, কারণ শ্রীব্রজরাজ নন্দমহারাজের পত্নীর দুইটি নাম, শ্রীযশোদা ও শ্রীদেবকীদেবী, ইহা আদিপুরাণে পাওয়া যায়। অপর যদুবর পরিষদ্ শ্রীবৃন্দাবনে সুভদ্রমণ্ডলী ভদ্র সখাবর্গ ও পুরীদ্বয়ে যাদবগণ যাঁহার সখা। অথবা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনন্দাদি ও দ্বারকাদিতে শ্রীবসুদেবাদি যাঁহার পরিকর। যিনি স্বীয়ভুজতুল্য শ্রীদাম ও সুদামাদি এবং সাত্যকি প্রভৃতির দ্বারা অধর্ম্মকে দূরোৎসারিত করিয়া স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক নিখিল প্রাণীর সংসার বিনাশ করতঃ সুস্মিত শ্রীমুখদ্বারা ব্রজবনিতা শ্রীরাধিকা ও পুরবনিতা শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি অনুরাগিণী প্রেয়সীগণের প্রেমানুরূপ কামদেব অর্থাৎ বিলাস বর্দ্ধন করিতেছেন। সেই লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় প্রকাশভেদে স্বীয় উৎকর্ষের আবিষ্কার পূর্ব্বক সর্ব্বোপরি বিরাজ করিতেছেন। যখন শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহার বহুপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল, তথাপি শ্রীশুকমুনি জয়তি এই বর্ত্তমান কালের ক্রিয়াপদের প্রয়োগে শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা হইলে তাহা সম্ভব হইবে, যদি লীলার নিত্যতা না হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান প্রয়োগও অসম্ভব হয়, সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক ॥২৫৬॥

লীলাপরিকরা গোষ্ঠজনাঃ স্যুর্যাদবাস্তথা।
দেবাশ্চ ব্রহ্ম-জম্ভারি-কুবেরতনয়াদয়ঃ।
নারদাদ্যাশ্চ দনুজ-নাগ-যক্ষাদয়শ্চ তে ॥২৫৭॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

লীলাঃ পরিকরৈঃ সম্বদ্ধা ভবন্ত্যতস্তানাহ লীলেতি। জম্ভারিঃ—ইন্দ্রঃ। দনুজঃ—কেশী, নাগঃ—কালিয়ঃ, যক্ষঃ—শঙ্খচূড়ঃ, তৎপ্রভৃতয়স্তৎপরিকরাস্তদঙ্গানীত্যর্থঃ। নিত্যধাম্নি দনুজাদয় এতে দুর্গাদিবৎ অপ্রাকৃতা বোধ্যাঃ; "ন যত্র মায়া"(শ্রীভাঃ ২।৯।১০) ইতি প্রামাণ্যাৎ তত্র প্রাকৃতানামভাবাৎ তত্র লীলাস্তা অনুকরণরূপা এব ॥২৫৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নতু সর্ব্বদা তৎক্রীড়াকারিত্বম্। যদ্বা প্রকাশভেদেন তত্তৎক্রীড়া সার্ব্বদিকী; তেষাং তাসাঞ্চ প্রকাশেন নানাত্বাৎ। নন্বনেন প্রকটলীলাসময়ে ক্রীড়ায়া নিত্যতা দর্শিতা কথং পূর্ব্বপদ্যসাজাত্যমস্যেত্যত আহ যদানয়োস্থিতি। অনয়োঃ—শ্রীযুধিষ্ঠিরনারদয়োঃ। অথ লীলায়াঃ সাতত্যমুক্ত্বা কেবলং তন্নিবাসস্য সাতত্যং দর্শয়তি শ্রীপাদ্ম ইতি। অত্র মধুপুরীপদেন গোকুলং মথুরাচাবগম্যতে। "ধামাঽস্য দ্বিবিধং প্রাহুর্ম্মাথুরং দ্বার্ব্বতী তথা। মাথুরঞ্চ দ্বিধা প্রাহুর্গোকুলং পুরমেব চেতি নির্দ্ধারণাৎ। এতেন কংসহেতি পদমপি ভূতভবিষ্যৎপ্রত্যয়পরং মন্তব্যম্। যদ্বা ভূত এব প্রত্যয়ো বহুণাসনসিদ্ধঃ; পূর্ব্বকল্প এব তন্নাশাভিপ্রায়েণোক্তিঃ। যদ্বৈতচ্ছ্রীমথুরাস্থলীলায়া নিত্যত্বপ্রতিপাদকত্বমেব ॥২৫৬॥

অথ লীলায়া নিত্যত্বেন তৎপরিকরাণামপি নিত্যত্বং সিদ্ধং তত্র দর্শিতবানেব সম্প্রতি ত এব পরিকরাঃ ক ইতি দর্শয়ন্নাহ লীলাপরিকরা ইতি। গোষ্ঠজনাঃ শ্রীনন্দাদয়ঃ যাদবাঃ শ্রীবসুদেবাদয়ঃ কুবেরতনয়ৌ নলকুবরমণিগ্রীবৌ তদাদয়ঃ। নাগাঃ কালিয়াদয়ঃ। যক্ষঃ শঙ্খচূড়ঃ ॥২৫৭॥

স্কন্দপুরাণে মথুরাখণ্ডে যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের বাক্যও সেইরূপই যথা—শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত গোপবালকগণে পরিবৃত হইয়া বৃন্দাবনমধ্যে গোবৎস ও বৎসতরীসমূহের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। যদিও যেকালে যুধিষ্ঠির ও নারদের সংবাদ হইয়াছিল, সেই কালে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাধামে বর্ত্তমান ছিলেন, তথাপি "ক্রীড়তি" এইরূপ বর্ত্তমান কালবোধক ক্রিয়াপদ প্রয়োগে শ্রীকৃষ্ণ লীলার নিত্যত্ব বোধ করাইতেছে। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে পার্ব্বতীর প্রতি রুদ্রের বাক্যও এইরূপ যথা—অহো! মধুপুরী অর্থাৎ মথুরা মণ্ডল ধন্য, যে মথুরা মণ্ডলে কংসনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন। সেইস্থানে মুনি ও দেবগণ সকলেই সর্ব্বদা বাস করিতে অভিলাষ করেন ॥২৫৬॥

শ্রীকৃষ্ণের লীলাপরিকরবৃন্দ।

শ্রীভগবৎলীলা তৎপরিকর বৃন্দের সহিত সাতিশয় সম্বন্ধযুক্ত, সেই পরিকরবৃন্দের পরিচয় প্রদানে বলিতেছেন—শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসিগণ, যাদবগণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের, নলকুবর ও মণিগ্রীবাদি দেবগণ,

প্রকটাপ্রকটা চেতি লীলা সেয়ং দ্বিধোচ্যতে।

তথাহি—

সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি।
তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিৎ জগদন্তরে।
সহৈব স্বপরীবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ ॥২৫৮॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

লীলা সা দ্বেধেত্যাহ প্রকটেতি ॥ দ্বৈবিধ্যং দর্শয়তি তথাহীতি ॥ স দীব্যতি—প্রপঞ্চাগোচরেষু ধামসু। তত্রেতি—তেষু প্রকাশেষু মধ্যে। জগদন্তরে—প্রপঞ্চমধ্যে, জগন্তি অন্তরে যস্য তস্মিন্ বৃন্দাবনে বা ইত্যেকে। একেন প্রকাশেন স্বপরীবারৈঃ সহ প্রাদুর্ভূয় হরির্জন্মাদি কুরুতে ॥২৫৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নন্নু জন্মানন্তরমেব গোপগোপীভিঃ ক্রীড়া ততো ভিন্নৈবৈবমসুরাদিসংহারলীলা চ তস্যা ভিন্না কথমাসামেককালতা নিত্যতা চেত্যতঃ সমাধাতুং প্রক্রিয়ামারভতে প্রকটাপ্রকটা চেতি। প্রকটা স্পষ্টা অপ্রকটা তদ্ভিন্না। যৌগপদিকীং লীলামাদিতো লক্ষয়তি সদানন্তৈরিতি। অনন্তৈঃ অপরিমিতৈঃ স্বৈরাত্মভিরাত্মীয়ৈশ্চ তেন শ্রীরাধাদীনামপি তাদৃশত্বং মতম্। স্বৈরিত্যলিঙ্গপরিণামাৎ স্বাভিরিত্যস্য লীলাভি রিত্যনেনান্বয়ঃ। আনুক্রমিকীং লীলামাহ তত্রৈকেনেতি। তত্র তেষু প্রকাশেষু কদাচিৎ সময়ং প্রাপ্য। স চ সময়ো বৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়-দ্বাপরশেষো মন্তব্যঃ। জগদন্তরে জগদ্গোচরং কর্ত্তুং প্রপঞ্চমধ্যং কর্ত্তুং বা ; নিমিত্তসপ্তম্যাস্তথৈবার্থত্বাৎ। "অন্তরং গোচরে ভেদে তাদর্থ্যপরিধানয়োঃ। অবধৌ সদৃশে ছিদ্রে বহির্মধ্যেঽন্তরাত্মনীতি সংসারাবর্ত্তঃ। যদ্বা জগন্তি অন্তরে যস্য তজ্জগদন্তরং শ্রীবৃন্দাবনং তস্মিন্। যদুক্তং—"অত্রৈবাজাণ্ডমালাপি পর্য্যাপ্তিমুপগচ্ছতীতি। অত্রৈব বৃন্দাবনে প্রকাশৈর্লীলাভিশ্চ দীব্যতি অর্থাদপ্রকটে, প্রকটে তু জন্মাদি কুরুতে প্রকটয়তীত্যর্থ। অয়ং ভাবঃ—ব্রহ্মাণ্ডেষ্বনেকবিধেষ্বেকত্বেন শ্রীবৃন্দাবনস্য নিশ্চিতত্বাৎ কেবলং স্বেচ্ছাশক্তিদ্বারাপ্রাপঞ্চিকজননেত্রবিষয়ত্বাবিষয়ত্বাভ্যাং প্রকটাপ্রকটে লীলে স্বীকৃতে ; নত্বপ্রকটপ্রকাশত্বেনান্যবৃন্দাবনস্য স্থিতিঃ স্বীকৃতা, শ্রীগোলোকস্য স্থান-চতুষ্টয়ান্তঃপাতিত্বেন তৎপ্রখ্যামতএবাস্য বৃন্দাবনস্য প্রদেশে জগতাং সংযোগাদলাতচক্রবদ্ যদা যস্মিন্ যা

নারদাদি মুনিগণ, কেশি প্রভৃতি দানবগণ, কালিয় প্রভৃতি নাগগণ এবং শঙ্খচূড় প্রভৃতি যক্ষগণ ইঁহারা সকলেই লীলাপরিকর। নিত্যধামে শ্রীভগবানের লীলাপরিক মধ্যে যে সমস্ত দানবাদির নাম উল্লেখ করা হইল তাঁহারা সকলেই শ্রীদুর্গাদিরন্যায় অপ্রাকৃত, অর্থাৎ নিত্যধামস্থ দানবাদি প্রাকৃতদানব নহে, তাঁহারা অপ্রাকৃত তত্ত্ব। যেহেতু যে নিত্যধামে রজঃ ও তমোগুণ নাই, রজঃ ও তমমিশ্রিত সত্ত্বও নাই, যেখানে কালের বিক্রম নাই এবং লৌকিক সুখদুঃখের হেতুভূতা মায়া পর্য্যন্ত নাই, ইত্যাদি প্রমাণে নিত্যধামে প্রাকৃতগুণের অভাব জানা যায়। তথায় সেই সেই লীলার অনুকরণরূপা মাত্র জানিতে হইবে ॥২৫৭॥

কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা ।
তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ ॥২৫৯॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নমু ব্রহ্মাদয়শ্চেৎ লীলাপরিকরাস্তেষাং ভগবতি প্রাতিকূল্যাচারঃ কথম্ ? তত্রাহ কৃষ্ণভাবেতি—কৃষ্ণচেষ্টানুগত্যেত্যর্থঃ । তং তং ভাবং—স্বভাবম্ । অয়মভিপ্রায়ঃ—'অস্মৎপ্রাতিকূল্যেনাপি চেৎ প্রভোস্তত্তল্লীলা সিধ্যেৎ, তর্হি র্ভবতু তদস্মাকম্' ইতি তেষামিচ্ছায়াং সত্যাং তল্লীলাশক্তিস্তৎ প্রতিপাদয়তি, ইতি ন ভগবতি কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্যম্ ॥২৫৯॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

লীলা ভবতি সৈব তত্তদ্ব্রহ্মাণ্ডপ্রবেশাদবিচ্ছিন্না ভবতি। একেন প্রকাশেন কদাচিৎ অনেকেন প্রকাশেন সর্ব্বদেত্যর্থঃ ॥২৫৮॥

নমু তর্হি শ্রীকৃষ্ণস্য নরাকৃতিপরব্রহ্মণঃ কথং মনুষ্যাকারা লীলা সুলগ্নেত্যত আহ কৃষ্ণেতি ॥২৫৯॥

নিত্যলীলা প্রকট ও অপ্রকটভেদে দ্বিবিধ।

শ্রীভগবানের নিত্যলীলা কত প্রকার ইহার পরিচয় প্রদানে বলিতেছেন—প্রকট ও অপ্রকট ভেদে সেই লীলা দুই প্রকার । শাস্ত্রে সেই প্রকারই উপদিষ্ট হইয়াছে যথা—সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চ অগোচর গোলোকে অনন্ত আত্মীয় বৃন্দের সমভিব্যাহারে অনন্তলীলা প্রকাশ পূর্ব্বক সর্ব্বদা ক্রীড়া বা লীলা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ কখনও কখনও সেই অনন্ত প্রকাশের মধ্যে এক প্রকাশে স্বপরিবারের সহিত প্রপঞ্চ মধ্যে অথবা নিখিল জগৎ যাহার অভ্যন্তরে বিদ্যমান, সেই বৃন্দাবনে প্রাদুর্ভূত হইয়া জন্মাদি লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥২৫৮॥

লীলাপরিকরবৃন্দের ভগবৎ প্রাতিকূল্যের কারণ।

আচ্ছা ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যদি শ্রীভগবানের লীলা পরিকর হয়, তাহাহইলে সেই দেবতাগণ শ্রীভগবানের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করে কি প্রকারে ? তদুত্তর—সচ্চিদানন্দময়ী লীলাশক্তি স্বীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে বা চেষ্টানুকূল্যে সেই সেই নিত্যলীলাস্থ পরিকরগণের মধ্যে লীলারস পরি পোষক অনুকূল ও প্রতিকূল স্বভাব উদ্ভাবিত করিয়া থাকেন। মর্ম্মার্থ এই যে—নিজ প্রভুর সুখবিধানই সেবকের একমাত্র কাম্য, সুতরাং আমাদের প্রতিকূল আচরণে যদি প্রভুর সুখবিধাত্রী লীলার সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমাদের সেই প্রতিকূল স্বভাবই হউক। সুতরাং যখনই নিজ সেবকের মনে প্রভুর সুখ-বিধানের ইচ্ছা বলবতীরূপে উদয় হইল, তখনই লীলাশক্তি লীলারস পরিপোষণের নিমিত্ত সেবকের মনে প্রতিকূল স্বভাব উদ্ভাবিত করিয়া দেন, ইহা লীলাশক্তিই সেবকের অজ্ঞাতসারে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, অতএব শ্রীভবানের প্রতি তাঁহাদের এইরূপ প্রতিকূলতা ... কোনরূপ অসামঞ্জস্য হয় নাই ॥২৫৯॥

**প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা। অন্যাস্তু প্রকটা ভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ ॥
তত্র প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমৌ। গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারবত্যাঞ্চ শার্ঙ্গিণঃ ॥
যাস্তত্র তত্রা প্রকটাস্তত্র তত্রৈব সন্তি তাঃ। ইত্যাহ জয়তীত্যাদিপদ্যাদিকমভীক্ষ্ণশঃ ॥২৬০॥**

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

প্রকটাপ্রকটে লীলে লক্ষয়তি প্রপঞ্চেতি। তদগোচরাঃ—প্রপঞ্চাদৃশ্যাঃ ॥ গোকুলে শার্ঙ্গিণঃ—শৃঙ্গধরস্য, শৃঙ্গমেব শার্ঙ্গং, স্বার্থিকঃ প্রজ্ঞাদ্যণ্, "বেণুশৃঙ্গধরস্তু বা" ইতি শ্রবণাৎ ॥ তত্র তত্র—গোকুলাদিষ্বেবাদৃশ্যেষু প্রকাশেষু। নন্থ প্রাকৃতিকে প্রলয়ে প্রপঞ্চবিনাশাৎ তদ্‌গতা লীলা ন স্যাৎ, ততস্তদনিত্যত্বমিতি চেৎ ? মৈবং ভ্রমিতব্যাম্ প্রপঞ্চগোচরত্বাভাবেঽপি লীলাব্যক্তেরনাশাৎ, 'শিখী ধ্বস্তঃ' ইতিবৎ ॥২৬০॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

উক্তমেব পুষ্ণাতি প্রপঞ্চেতি। সা লীলা চেৎ প্রপঞ্চগোচরত্বেন উপলক্ষিতা স্যাৎ তদা প্রকটা স্যাৎ। তাদৃশ্যঃ—প্রকটসজাতীয়াঃ তদগোচরাঃ। শার্ঙ্গিণ ইতি। বৃন্দাবনে শৃঙ্গধারিণঃ ; শৃঙ্গমেব শার্ঙ্গমিতি স্বার্থিক-তদ্ধিতাৎ। পুরীদ্বয়ে শার্ঙ্গং ধনুস্তদ্ধারিণঃ। যদ্বা শার্ঙ্গীত্যব্যুৎপন্না সংজ্ঞা। তত্র তত্র বৃন্দাবনাদৌ নত্বপ্রকটপ্রকাশবিশেষগোলোকাখ্যবৃন্দাবনাদৌ ; তদা চরমেঽপি তত্র তত্রেতি পদস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ ॥২৬০॥

প্রকট ও অপ্রকট লীলার লক্ষণ।

এক্ষণে প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার প্রকট ও অপ্রকট লীলার লক্ষণ প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন--প্রপঞ্চের গোচর হইলে সেই লীলাকে প্রকট লীলা বলে। তদ্‌ভিন্ন আর সমস্ত লীলাই অপ্রকট লীলা। এই অপ্রকট লীলা প্রপঞ্চের গোচর হয় না। তন্মধ্যে প্রকট লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের গোকুল, মথুরা এবং দ্বারকাধামে গমনাগমন হইয়া থাকে। যে যে লীলা গোকুলাদির অন্যতম স্থানে অপ্রকট হয়, সেই সেই লীলা সেই গোকুলাদিরই অদৃশ্য প্রকাশমধ্যে বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ গোলোকে অনন্ত প্রকাশে প্রকাশিত নিত্যলীলা সমূহের মধ্যে যেই যেই লীলা প্রপঞ্চাবির্ভাবিত গোকুলাদি ধামে প্রকট হয়, সেই সেই লীলা আবার অপ্রকট কালে গোকুলাদি ধামের অপ্রকট প্রকাশ গোলোকে নিত্যই বিদ্যমান থাকেন, এই কথাই জয়তি জননিবাস ইত্যাদি শ্লোকসমূহে বারম্বার প্রকাশ করিয়াছেন। যদি বল প্রাকৃতিক প্রলয়ে প্রপঞ্চ বিনাশ হওয়ায় প্রপঞ্চে অবস্থিত লীলারও বিনাশ হইয়া থাকে, সুতরাং প্রপঞ্চই যদি বিনাশ হয়, তাহা হইলে প্রপঞ্চস্থ লীলারও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, অতএব লীলা অনিত্যই ? তদুত্তর—এই প্রকার ভ্রমাবর্ত্তে পতিত হওয়া উচিত নয়, কারণ প্রাকৃতিক প্রলয়ে প্রপঞ্চ অদৃশ্য হইলেও লীলার অভিব্যক্তি বিনাশ হয় না। যেমন শিখাধারী ব্রহ্মাণের শিখা পতিত বা বিনষ্ট হইয়াছে, এই বলিলে বিশেষণ শিখার বিনাশ বোঝায় কিন্তু বিশেষ্যপদ ব্রাহ্মণের বিনাশ বোঝায় না, তদ্রূপ প্রাকৃত প্রলয়ে বিশেষণ প্রপঞ্চের বিনাশ হইলেও লীলারূপ বিশেষ্যের বিনাশ হয় না, ইহাই গ্রন্থকার অভিপ্রায় ॥২৬০॥

দেবাদ্যংশাবতরণে প্রবৃত্তে পদ্মজাজ্ঞয়া। বসুদেবাদিকানাং যে স্বর্গেহংশাঃ কশ্যপাদয়ঃ॥ নিত্যলীলান্তরস্থৈস্তে বসুদেবাদিভির্গতাঃ। সাযুজ্যমংশিভিস্তত্র জায়ন্তে শূরমুখ্যতঃ॥ ২৬১॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথ প্রকটায়াশ্চ প্রবৃত্তৌ প্রকারমাহ দেবাদ্যংশেতি। পদ্মজাজ্ঞয়া—"গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ। গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ! পুনর্বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরম্॥ পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্। স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি॥" (ভাঃ ১০।১।২১—২২) ইতি শ্রীদশমোক্তপ্রকারেণ দেবান্ প্রতি ব্রহ্মনিদেশেন, দেবাদ্যংশাবতরণে প্রবৃত্তে সতি যে স্বর্গে বসুদেবনন্দাদিকানাং নিত্যপরিকরাণাম্, অংশাঃ—উপসর্জ্জনীভূতাঃ কশ্যপদ্রোণাদয়ঃ, তে নিত্যলীলান্তরস্থৈস্তৈর্বসুদেবনন্দাদিভিরংশিভিরবতরদ্ভিঃ সহ, সাযুজ্যং—সহযোগং, গতাঃ সন্তঃ শূরপর্জ্জন্যাদিভ্যো জায়ন্তে। তেহপি বসুদেবাদিনামানো ভবন্তীতি বসুদেবনন্দাদীনাং তন্নিত্যপরিকরত্বম্। "অথ ব্রহ্মাদিদেবানাং তথা প্রার্থনয়া ভুবঃ। আগতোহহং গণাঃ সর্ব্বে জাতাস্তেহপি ময়া সহ। এতে হি যাদবাঃ সর্ব্বে মদ্গণা এব ভামিনি!। সর্ব্বদা মৎপ্রিয়া দেবি! মত্তুল্যগুণশালিনঃ।" ইতি পাদ্মে ভামাং প্রতি কৃষ্ণোক্তেঃ; তত্রৈব "পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্। ততোহপশ্যমহং ভূপ! বালং কালাম্বুদপ্রভম্॥ গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ॥" ইত্যম্বরীষং প্রতি শ্রীব্যাসোক্তেশ্চ। গোপবালকৈরিতি নন্দাদীনামাক্ষেপকম্॥২৬১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

সহেতুকাং প্রকটাং দর্শয়তি দেবাদ্যংশেতি। পদ্মজাজ্ঞয়া—শ্রীব্রহ্মাদেশেন। তে কশ্যপাদয়ঃ নিত্যলীলান্তরস্থৈরংশিভির্বসুদেবাদিভিঃ সাযুজ্যং সংযোগং গতাঃ প্রাপ্তাঃ সন্তঃ, শূরমুখ্যতঃ শূরাদিভ্যঃ সকাশাৎ জায়ন্তে প্রাদুর্ভবন্তি। কেচিত্তু শূরমুখ্যত ইতি জহল্লক্ষণয়া শূরপদেন পর্জ্জন্যাদয়ো গ্রাহ্যাঃ; তদাদিপদেন শূরাদীনাং গ্রহণম্; এবং কশ্যপাদয় ইত্যত্র দ্রোণাদয়ঃ বসুদেবাদিভিরিত্যাদিনা শ্রীনন্দাদয়ো গ্রাহ্যাঃ, তে হি মুখ্যা ইত্যর্থঃ, ইত্যাহুঃ; তন্নগরু; শ্রীনন্দনন্দনস্য বসুদেবদ্বারেণাদৌ প্রকটনাত্তথা নির্দ্দেশস্য ন্যায্যত্বাদন্যথানুপপত্তিস্থল এব লক্ষণায়া আদরণীয়ত্বাচ্চ॥২৬১॥

প্রকটলীলার আরম্ভ প্রকার।

অনন্তর প্রকটলীলার প্রবৃত্তি প্রকার বর্ণনে বলিতেছেন—ব্রহ্মার আদেশে অর্থাৎ ব্রহ্মা সমাধি কালে গগন মণ্ডলে সমুচ্চারিত আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সহর্ষে বলিলেন—হে অমরবৃন্দ! যদি অমরত্ব রক্ষা করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে পরম পুরুষ শ্রীভগবান্ যে কথা বলিলেন তাহা শীঘ্র কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট শ্রবণ কর এবং অবিলম্বে তাহার অনুষ্ঠান কর। ব্রহ্মা সমাধিকালে আকাশবাণীরূপে শ্রীবিষ্ণুর আদেশ শ্রবণ করিয়া দেবগণকে বলিলেন হে দেবগণ! ক্ষীরোদনাথ বলিলেন গোলোকনাথ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের নিবেদনের পূর্ব্বেই পৃথিবীর সন্তাপ বিদিত হইয়াছেন,

যদ্বিলাসো মহাশ্রীশঃ স লীলাপুরুষোত্তমঃ। আবির্বভূবুরত্রাবিষ্কৃত্য সঙ্কর্ষণং পুরঃ॥
অন্তঃস্থিতাবিষ্কর্ত্তব্য-তদন্যব্যূহ ঈশ্বরঃ। হৃদয়ে প্রকটস্তস্য ভবত্যানকদুন্দুভেঃ॥
ভূমিভারনিরাসায় দেবানামভিযাচ্ঞয়া। দ্বাপরস্যাবসানেঽস্মিনষ্টাবিংশে চতুর্যুগে॥
ক্ষীরাব্ধিশায়ি যদ্রূপমনিরুদ্ধতয়া স্মৃতম্। তদিদং হৃদয়স্থেন রূপেণানকদুন্দুভেঃ॥
ঐক্যং প্রাপ্য ততো গচ্ছেৎ প্রাকট্যং দেবকীহৃদি।
প্রেমানন্দামৃতৈস্তস্যা বাৎসল্যৈকস্বরূপিভিঃ।
লাল্যমানো হরিস্তত্র বর্দ্ধতে চন্দ্রমা ইব ॥২৬২॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

এবং পিত্রাদিষ্ববতীর্ণেষু কৃষ্ণস্যাবতারমাহ যদ্বিলাস ইতি। লীলাপুরুষোত্তমঃ—শ্রীকৃষ্ণঃ, অত্র—গোকুলে মধুপুরে চ। তদন্যেতি—প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধৌ বোধ্যৌ। আনকদুন্দুভের্হৃদয়ে প্রকটো ভবতি, "আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ।" (ভা° ১০।২।১৬) ইতি শ্রীশুকোক্তেঃ॥ ননু লীলাপুরুষোত্তমস্য কৃষ্ণস্য ক্ষীরসিন্ধুলীলা ব্রজে কস্মাৎ? তত্রাহ ভূমীতি। দ্বাপরস্যেতি শ্বেতবারাহকল্পে বৈবস্বত-মন্বন্তরে অষ্টাবিংশে চতুর্যুগে দ্বাপরশেষে ইত্যর্থঃ। এবমুক্তং মাৎস্যে—"অস্মাদ্ রথান্তরাৎ কল্পাৎ

তিনি মর্ত্ত্যলোকে প্রকট হইয়া স্বীয় কাল শক্তিদ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করিতে করিতে যতকাল ভূতলে প্রকটরূপে বিচরণ করিবেন, তোমরাও নিজ নিজ অংশের সহিত তাঁহার পার্ষদ যদু ও পাণ্ডব প্রভৃতির পুত্র পৌত্রাদিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের নিকট অবস্থান করিবে। শ্রীদশম স্কন্ধোক্ত ব্রহ্মার এই নির্দ্দেশানুসারে দেবতাদিগের অংশ সমূহ পৃথিবীতে অবতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে নিত্যধামস্থ বসুদেব ও নন্দাদি নিত্য পরিকর সমূহের অপ্রধান বা গৌণ অংশভূত কশ্যপ ও দ্রোণ প্রভৃতি যাঁহারা স্বর্গে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহারাও অপ্রকট নিত্যলীলাস্থ সেই সেই বসুদেব ও নন্দাদিরূপে অবতীর্ণ অংশিগণের সহিত সাযুজ্য অর্থাৎ সহযোগ প্রাপ্ত হইয়া শূরসেন ও পর্জ্জন্যাদি হইতে পৃথিবীস্থ মথুরামণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। অতব কশ্যপ, দ্রোণ প্রভৃতি তাঁহারাও বসুদেবাদি নামে অভিহিত হইলেন এবং বসুদেব ও নন্দাদির ন্যায় তাঁহাদেরও নিত্যপরিকরত্ব প্রাপ্ত হইল। যথা পদ্মপুরাণে সত্যভামার প্রতি শ্রীকৃষ্ণও এইরূপ বলিয়াছেন যথা—ব্রহ্মাদি দেবগণের এবং ধরাদেবীর প্রার্থনায় আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি, এবং আমার সমস্ত পরিকর তাঁহারাও আমার সহিত আবির্ভূত হইয়াছেন। হে ভামিনি! আমার পরিকর যাদবগণ ইহারা সর্ব্বদা আমার অতিপ্রিয়, হে দেবি! ইহারা সকলেই আমার ন্যায় গুণশালী। অনন্তর সেই পদ্মপুরাণের অন্যত্র অম্বরীষের প্রতি বেদব্যাস বলিয়াছেন—যথা হে রাজন্! তোমাকে বেদগুহ্য স্বরূপ দেখাইব, তুমি দর্শন কর। বেদব্যাস বলিলেন—হে রাজন্! তদনন্তর আমি কিশোর মূর্ত্তি নবঘন-শ্যাম গোপীগণ পরিবৃত গোপবালক দিগের সহিত হাস্য পরায়ণ কদম্বমূলে সমাসীন, পীতবসনধারি গোপরূপি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলাম। শ্লোকে গোপবালক পদে এইস্থলে শ্রীনন্দাদি গোপগণেরও গ্রহণ হইবে ॥২৬১॥

ত্রয়োবিংশতিমো যদা। বারাহো ভবিতা কল্পস্তস্মিন্ মন্বন্তরে শুভে॥ বৈবস্বতাখ্যে সম্প্রাপ্তে সপ্তমে সপ্তলোকধৃক্। দ্বাপরাখ্যং যুগং তস্মিন্নষ্টাবিংশতিমং যদা। তস্যান্তে চ মহালীলো বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ। ভারাবতারণার্থায় ত্রিধা বিষ্ণুর্ভবিষ্যতি। দ্বৈপায়নো মুনিস্তদ্বৎ রৌহিণেয়োঽথ কেশবঃ॥" ইতি। অনিরুদ্ধতয়া ভারতে স্মৃতং যদ্রূপং ক্ষীরাব্ধিশায়ি, তদিদমানকদুন্দুভের্হৃদয়স্থেন স্বয়ং ভগবতা রূপেণ কৃষ্ণেন সহৈক্যং প্রাপ্য দেবকীহৃদি প্রাকট্যং গচ্ছেদিত্যন্বয়ঃ; "ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী। দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ।" (ভাং ১০।২।১৮) ইতি শ্রীশুকোক্তেঃ। যদ্যপি দেবকীহৃদীত্যুক্তং, তথাপি তদ্গর্ভস্থিতির্বোধ্যা, "দিষ্ট্যাম্ব! তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমান্" (ভাং ১০।২।৪১) ইতি দেবস্তোত্রাৎ॥ প্রেমানন্দেত্যাদি—সার্ব্বত্রিকমগূঢ়ার্থম্॥২৬২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

যস্য লীলাপুরুষোত্তমস্য মহাশ্রীশঃ শ্রীমহানারায়ণঃ আবির্বুভূষুঃ আবির্ভবিতুমিচ্ছুঃ। পুরঃ আদৌ। আদৌ অন্তঃস্থিতাঃ পশ্চাদাবিষ্কর্ত্তব্যাঃ। তস্মাৎ সঙ্কর্ষণাদন্যে শ্রীবাসুদেবপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ ব্যূহা যেন তাদৃশঃ সন্। অত্র পুত্রপৌত্রত্বেন প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধয়োরাবিষ্কর্ত্তব্যতা বাসুদেবস্যাবিষ্কর্ত্তব্যতা তু লোকরীত্যা প্রত্যেতব্যা। নন্বেতাদৃশী রীতিঃ কস্য কস্মিন্ কদাপি ন শ্রূয়ত ইত্যাহ ঈশ্বরঃ সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থ ইত্যর্থঃ। যদ্বা অচিন্ত্যশক্তিমান্। হৃদয়ে মনসি "আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেরিতি শ্রীদশমাৎ। অস্মিন্ বৈবস্বতীয়ে মন্বন্তরে। যদ্রূপং যন্মূর্ত্তিঃ। অনিরুদ্ধতয়া অনিরুদ্ধবিলাসত্বেন; বিলাসবিলাসিনোরভেদাৎ। তৎ রূপং কর্ত্তৃ, আনকদুন্দুভের্হৃদয়স্থেন রূপেণ লীলাপুরুষোত্তমেন ঐক্যং প্রাপ্য। তত আনকদুন্দুভেঃ সকাশাৎ, দেবকীহৃদি প্রাকট্যং গচ্ছেদিত্যন্বয়ঃ। তস্যাঃ শ্রীদেবক্যাঃ॥২৬২॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জনক জননীতে অবতীর্ণ হইলে তাঁহাকে অবতার বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণের সেই অবতারের বর্ণনা করিতেছেন—পরব্যোমাধিপতি মহানারায়ণ যাঁহার বিলাস মূর্ত্তি, সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এই গোকুলে ও মথুরায় আবির্ভাবের অভিলাষী হইয়া প্রথমতঃ সঙ্কর্ষণব্যূহের আবির্ভাবিত করিয়া থাকেন। তদনন্তর সেই পরমেশ্বর আপনার অন্তরস্থিত প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামক আর দুইটি ব্যূহকে যথাসময়ে আবির্ভাবিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে স্বয়ং আনকদুন্দুভি শ্রীবসুদেবের হৃদয়ে প্রকট হন। যথা—সেই ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ শ্রীভগবান্ পুরুষাদি অবতারবৃন্দের সহিত পূর্ণ স্বরূপে শ্রীবসুদেবের মনোমধ্যে আবির্ভূত হইলেন। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব বর্ণন করিয়াছেন। যদিবল লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ক্ষীরসমুদ্র অনিরুদ্ধলীলা শ্রীবৃন্দাবনে কি প্রকারে সম্ভব হইল? তদুত্তর—ক্ষীরোদশায়ি অনিরুদ্ধ ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় পৃথিবীর ভারহরণার্থ শ্বেতবরাহকল্পগত বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশচতুর্যুগের শেষভাগে, অবতীর্ণ হইবেন। মৎস্যপুরাণেও এইপ্রকার কথিত হইয়াছে যথা—হে কল্যাণি! এই রথান্তর কল্পের পরে যখন ত্রয়োবিংশতিমকল্প হইবে তাহার নাম বরাহকল্প, সেই বরাহকল্পে বৈবস্বত নামক সপ্তমমনুর শাসন কালে অষ্টাবিংশতম যে দ্বাপরযুগ হইবে, সেই দ্বাপর যুগের শেষভাগে সপ্তলোক পালন কারি মহালীলা

অথ ভাদ্রপদাষ্টম্যামসিতায়াং মহানিশি। তস্যা হৃদন্তিরোভূয় কারায়াং সূতিসদ্মনি ॥
দেবকীশয়নে তত্র কৃষ্ণঃ প্রাদুর্ভবত্যসৌ। জনয়িত্রীপ্রভৃতিভিস্তাভিরিত্যবগম্যতে ॥
লৌকিকেন প্রকারেণ সুখং শিশুরজায়ত। অয়ং চতুর্ভুজত্বেঽপি দ্বিভুজত্বেঽপি কৃষ্ণতাম্ ॥
ন ত্যজত্যেব তদ্ভাব-গুণ-রূপাত্মবৃত্তিতঃ। তথাপি দ্বিভুজত্বস্য কৃষ্ণে প্রাধান্যমুচ্যতে ॥
'গূঢ়ত্বাদেব চ ক্বাপি গৌণত্বমিব কীর্ত্ত্যতে। গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্' ইতি হি প্রথা ॥২৬৩॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথেতি—সার্দ্ধদ্বয়ং স্ফুটার্থম্ ॥ ননু "যদোবংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি ॥" (বিং পুং ৪।১১।২) ইতি শ্রীবৈষ্ণবাৎ দ্বিভুজং কৃষ্ণরূপং ব্রহ্ম বিজ্ঞায়তে, দেবক্যাস্তু চতুর্ভুজং তৎ উদভূৎ, "চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্" (ভাং ১০।৩।৩৯) ইতি শ্রীশুকোক্তেঃ, তদিদং বিরুদ্ধমিতি চেৎ? তত্রাহ অয়মিতি। কৃষ্ণতাং—নরাকৃতিব্রহ্মতাম্। কুতঃ? ইত্যত্রাহ তদ্ভাবেতি। তদ্ভাবঃ—মনুষ্যবচ্চেষ্টিতং, গুণঃ—সার্ব্বজ্ঞেঽপি সতি মুগ্ধতা, রূপং—তদনুযায়িপ্রভাবঃ; তেষামনুবর্ত্তনাৎ ॥ তথাপীতি—রূপদ্বয়বত্ত্বেঽপীত্যর্থঃ। গূঢ়ত্বাদেবেতি। দ্বিভুজত্বস্য প্রধানস্য ক্বচিদ্‌গৌণত্বমিব কীর্ত্ত্যতে। কুতঃ? ইত্যাহ গূঢ়ত্বাৎ—মহৈশ্বর্য্যপিহিতত্বাৎ। তথাচ মুখ্যত্বমেবেতি হৃদ্‌গতম্। অত্রার্থে প্রমাণমাহ গূঢ়মিতি—সপ্তমে (ভাং ৭।১০।৪৮; ৭।১৫।৭৫) যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদবাক্যম্। মনুষ্যলিঙ্গং—নরাকৃতিকং, পরং ব্রহ্ম মহৈশ্বর্য্যৈঃ গূঢ়ং—পিহিতং সৎ, যেষাং যুষ্মাকং গৃহানাবসতীতি সম্বন্ধঃ ॥২৬৩॥

বিলাসি সর্ব্বব্যাপী জনার্দন বাসুদেব পৃথিবীর ভারহরণার্থ তিনরূপে অবতীর্ণ হইবেন যথা মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ, রোহিনী নন্দন বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ। অতএব মহাভারতে যাঁহাকে অনিরুদ্ধরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই ক্ষীরাব্ধিপতি বিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় ভুভার হরণার্থ শ্বেতবরাহ কল্পগত বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষভাগে আনকদুন্দুভি শ্রীবসুদেবের হৃদয়স্থ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবসুদেবের হৃদয় হইতে বেধদীক্ষা দ্বারা দেবকীদেবীর হৃদয়ে প্রকট হন। পূর্ব্বদিক্ যেমন আনন্দকর চন্দ্রকে ধারণ করে, তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বা দেবকীদেবী শ্রীবসুদেব কর্ত্তৃক বেধ দীক্ষা দ্বারা অর্পিত জগন্মঙ্গল সর্ব্বমূলস্বরূপ ও সর্ব্বাংশপরি পূর্ণ শ্রীভগবানকে মনোদ্বারা ধারণ করিলেন; শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকমুনি এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ যদিও শ্রীদেবকীদেবীর গর্ভে প্রকট হন, এইরূপই কথিত হইয়াছে, তথাপি তিনি শ্রীদেবকীদেবীর গর্ভে অবস্থিত ছিলেন এইরূপ জানিতে হইবে। কারণ-হে মাতঃ! সৌভাগ্যক্রমেই আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত পরম পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ অংশের সহিত আপনার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন। দেবতাগণ দেবকীমাতাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অবগত হওয়া যায়। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ দেবকীদেবীর বাৎসল্য প্রেমরূপ আনন্দামৃত দ্বারা পাল্যমান হইয়া তাঁহার হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥২৬৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

প্রাদুর্ভাবপ্রকারং স্পষ্টয়তি অথেতি। ভাদ্রপদাষ্টম্যাং ভাদ্রপদস্য অষ্টম্যাম্ অবিদ্ধাষ্টম্যাং দিবসং ব্যাপ্য স্থিতায়াং তিথাবিত্যর্থঃ ; নতু সপ্তমীবিদ্ধায়াং "রবিবিদ্ধা তথা ত্যাজ্যা রোহিনীসহিতা যদীতি স্মৃতেঃ। মহানিশি অর্দ্ধরাত্রে। তস্যাঃ শ্রীদেবক্যা হৃদঃ মনসঃ সকাশাৎ দেবকীশয়নে দেবকী-শয্যায়াম্। জন্মকালে কাঞ্চিদচিন্ত্যশক্তিং অস্য সঙ্গময়তি জনয়িত্রীতি। "লৌকিকেন প্রকারেণ সুখং যথা স্যাত্তথা শিশুরজায়ত"ইতি। জনয়িত্রীপ্রভৃতিভিঃ শ্রীদেবকীপ্রভৃতিভিরবগম্যত ইত্যন্বয়ঃ। কশ্চিত্তু ব্রাহ্মীত্যাদিভির্মাতৃকাগণৈরিত্যাহ তচ্চিন্ত্যং ; বিরোধাভাবেঽন্যথাকল্পনস্যান্যায্যত্বাৎ। অয়ং দেবকীসূনুঃ। কৃষ্ণতাং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমতাং স্বয়ং ভগবত্তাম্বা যদ্যপি ন ত্যজতি তথাপি দ্বিভুজত্বস্য প্রাধান্যং শ্রৈষ্ঠ্যম্। উচ্যতে অভিধীয়তে "অলৌকিকীতঃ কিল লৌকিকীয়ং লীলা হরেরতিরসায়নত্বমিতু ক্তেঃ। নন্ু শ্রীভাগ-বতাদৌ পরং ব্রহ্মণ এব মনুষ্যলিঙ্গতেত্যসকৃদেবোচ্যতে কথং মনুষ্যাকারস্য প্রধানতেত্যতঃ সমাদধাতি গূঢ়ত্বাদিতি। গৌণত্বমিব নতু গৌণত্বং মুখ্যত্বমেবেত্যর্থঃ। বিধেয়মনুবাদকোটৌ প্রবেশয়িত্বা তথা তথা ভানমিত্যর্থঃ। তস্মান্মনুষ্যলিঙ্গং যদ্গূঢ়ং অবিপক্কবুদ্ধিভিরবেদ্যং তত্ত্বং তৎ পরং ব্রহ্মেতি যোজ্যম্ ॥২৬৩॥

শ্রীকৃষ্ণ কখন কখন চতুর্ভুজ হইলেও, তদ্দ্বারা তাঁহার কৃষ্ণত্বের হানি হয় না।

সার্দ্ধশ্লোকদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজরূপকে স্পষ্ট করিতেছেন যথা—অথ শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অর্দ্ধরাত্রে সেই দেবকীদেবীর হৃদয় হইতে কংসের কারাগারস্থ সূতিকা গৃহে তাঁহার শয্যায় প্রাদুর্ভূত হন। লীলারস পোষণী যোগমায়া প্রভাবে দেবকী প্রভৃতি তৎকালে মনে করেন যে, লৌকিক রীতিতেই শিশু পরম সুখেই যেন তাহা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যদিবল যে যদুবংশে নরাকৃতি পরংব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন. সেই যদুবংশের চরিত কথা শ্রবণ করিলে মনুষ্য সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ হইতে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণরূপ অবগত হওয়া যায়, কিন্তু শ্রীদেবকী দেবীতে সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরংব্রহ্ম চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যথা শ্রীবসুদেব অপূর্ব্ব মূর্ত্তিধারী বালকরূপে প্রতীয়মান শ্রীভগবানকে দর্শন করিলেন, তাঁহার নেত্রযুগল নীলকমল সদৃশ, তিনি বাহুচতুষ্টয় ধারী এবং ভুজচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এই উৎকৃষ্ট আয়ুধ বিদ্যমান রহিয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব এইরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীশুকবাক্যের সহিত বিরোধ হইতেছে ইহার সমাধান কি? এই শঙ্কা পরিহারার্থ বলিতেছেন—যদিও এই শ্রীকৃষ্ণ কি দ্বিভুজ, কি চতুর্ভুজ, উভয় রূপেই মনুষ্যের ন্যায় চেষ্টা এবং সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি বিদ্যমানেও মুগ্ধতা গুণ এবং তদনুযায়ী প্রভাবের অনুবর্ত্তন করেন বলিয়া কোন কালেই শ্রীকৃষ্ণত্ব অর্থাৎ নরাকৃতি পরব্রহ্মত্ব পরিত্যাগ করেন না ; তথাপি অর্থাৎ দ্বিভুজত্ব ও চতুর্ভুজত্ব থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজত্বেরই প্রাধান্য শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। আচ্ছা দ্বিভুজ রূপই যদি প্রধান হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে প্রধান দ্বিভুজ মূর্ত্তির গৌণ বা অপ্রধানরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহা কি প্রকারে সঙ্গতি হয়? তদুত্তর শ্রীকৃষ্ণের মহৈশ্বর্য্য দ্বিভুজ

অথ ব্রজেশ্বরীগেহে বিশন্নানকদুন্দুভিঃ। তত্র ন্যস্য সুতং তস্যাঃ সুতামাদায় নিঃসরেৎ ॥২৬৪॥
সোঽয়ং নিত্যসুতত্বেন তস্যা রাজত্যনাদিতঃ। কৃষ্ণঃ প্রকটলীলায়াং তদ্দ্বারেণাপ্যভূৎ তথা ॥২৬৫॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

জন্মোত্তরং চরিতমাহ অথেতি। তস্যাঃ—ব্রজেশ্বর্য্যাঃ ॥২৬৪॥

ননু প্রকটলীলায়াং কৃষ্ণো দেবক্যা যশোদায়াশ্চ ঔরস্যঃ পুত্রঃ পঠ্যতে, অপ্রকটলীলায়াং পুত্র-ভাবোঽস্তি ন বা? ইতি বীক্ষায়ামাহ, সোঽয়মিতি। যোঽনাদিতঃ, তস্যাঃ—দেবক্যা যশোদায়াশ্চ, নিত্যসুতত্বেন রাজতি– সদা বিরাজন্নস্তি, স শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকটলীলায়াং, তদ্দ্বারেণ—দেবকীমাত্রা, অপিশব্দাৎ যশোদামাত্রা চ, তথা—লোকরীত্যা, প্রাদুর্ব্ভূব। ননু অপ্রকটপ্রকাশে যুগপৎ অনাদিসিদ্ধানাং দেবকীবসুদেবকৃষ্ণানাং যশোদানন্দকৃষ্ণানাঞ্চ পূর্ব্বোত্তরভাবেনাবগম্যমানো মাতাপিতৃপুত্রভাবঃ কথং সম্ভবেৎ ইতি চেৎ? উচ্যতে, ভাবনিমিত্তকস্তদ্ভাব ইতি গৃহাণ, "ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যম্" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। গুরু-লঘুভাবস্তু পদ্মপত্রগণবদ্‌যুগপৎ সিদ্ধো বোধ্যঃ। প্রকটপ্রকাশে তু দেবক্যা যশোদায়াশ্চ গর্ভাৎ কৃষ্ণস্য জন্ম শ্রীশুকেনোক্তম্। তত্র পূর্ব্বস্যা গর্ভাৎ স্ফুটমুক্তং, পরস্যা গর্ভাৎ তু অস্ফুটমুক্তং, তথৈব স্বামীষ্টেঃ।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অন্যামপ্যচিন্ত্যশক্তিমস্য দর্শয়তি অথেতি। অথ কৃষ্ণপ্রাদুর্ভাবানন্তরম্। তত্র ব্রজেশ্বরীগেহে। তস্যা ব্রজেশ্বর্য্যাঃ; তৎপদস্য সর্ব্বনামত্বেন বুদ্ধিস্থপরামর্শান্নাঽভবন্মতনামা দোষঃ ॥২৬৪॥

মূর্ত্তিতে গূঢ় অর্থাৎ আচ্ছাদিত থাকেন বলিয়া কোন কোন স্থানে দ্বিভুজত্বকে অপ্রধানের ন্যায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ মূর্ত্তিই মুখ্য, ইহাই হৃদ্‌গত অভিপ্রায় জানিতে হইবে। ইহার প্রমাণে বলিতেছেন—সপ্তমস্কন্ধে বিষাদগ্রস্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে নারদ বলিলেন—মহৈশ্বর্য্যাচ্ছাদিত নরাকৃতি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তোমাদিগের গৃহে বাস করিতেছেন, এই জানিয়া ত্রিলোক পবিত্রকারি মুনিগণ তোমাদের গৃহে অভিগমন করেন। মহাপুরুষ কর্ত্তৃক অন্বেষণীয় এই শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম এবং ইনিই মুমুক্ষুগণের মায়া সংসর্গরহিত বিশুদ্ধ আত্মাস্বরূপে অবস্থানরূপ মোক্ষানন্দ সাক্ষাৎকারের হেতুভূত এবং ইনিই ভক্তবৎসলতা প্রযুক্ত তোমাদের প্রিয়, সুহৃদ্, মাতুলেয়, পূজ্য, আত্মা, আজ্ঞাকারী ও হিতোপদেষ্টারূপে বর্ত্তমান। যাঁহার পরব্রহ্মত্ব শিব ও ব্রহ্মাদি দেবগণ স্বীয়বুদ্ধি প্রভাবে নিশ্চিত করিতে না পারিয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং অবশেষে মৌন, ভক্তি ও সমাধি সহকারে পূজা করিয়া থাকেন। সেই সাত্বত-দিগের পতি শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। অতএব এইহেতু শাস্ত্রে দ্বিভুজ নরাকৃতি পরব্রহ্ম অতিগূঢ় বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥২৬৩॥

সম্প্রতি প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর যে আচরণ, তাহাই বর্ণনা করিতেছেন যথা-শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর শ্রীবসুদেব গোকুল মহাবনে শ্রীযশোদার সূতিকাগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সেইস্থানে নিজপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী যশোদার সেই কন্যাকে লইয়া গৃহ হইতে নিঃসৃত হন ॥২৬৪॥

জন্মপ্রকরণে এব, "নিশীথে তম-উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দ্দনে। দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ। আবিরাসীদ্‌যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥" (ভাঃ ১০।৩।৮) ইতি। উত্তরত্র চ, "যশোদা নন্দপত্নী চ জাতং পরমবুধ্যত। ন তদ্‌বেদ পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ॥ঃ" (ভাঃ ১০।৩।৫৩) ইতি। পূর্ব্বস্যার্থঃ।—দেবক্যামিতি—দেহলীপ্রদীপন্যায়েন মধ্যে পাঠসামর্থ্যাচ্চ উভয়ত্রান্বেতি। তমসা—অন্ধকারেণ, উদ্ভূতে—ব্যাপ্তে, ভাদ্রপদকৃষ্ণাষ্টম্যাঃ, নিশীথে—অর্দ্ধরাত্রে, দেবক্যাং—যশোদায়াং, জনার্দ্দনে—কৃষ্ণে, জায়মানে—প্রাদুর্ভবতি সতি, দেবক্যাং—দেবকপুত্র্যাম্, বিষ্ণুঃ—জনার্দ্দনঃ, আবিরাসীদিত্যেকদৈব উভয়ত্র প্রাকট্যম্। "গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ। দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা॥" ইতি শ্রীহরিবংশাচ্চ। সমং—যুগপৎ, ইত্যুক্তের্দ্বয়োঃ পুত্রাবভূতাং, দেব্যাঃ পশ্চাজ্জাতত্বাৎ। তচ্চ "ততশ্চ শৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ। যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া॥" (ভাঃ ১০।৩।৪৭) ইতি শ্রীশুকবাক্যাৎ। অতঃ কৃষ্ণানুজেতি সোচ্যতে। অতঃ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বোত্তরভাবেন পুত্রকন্যারূপমপত্যদ্বয়ং, তচ্চ ক্রমাদ্‌বসুদেবযশোদাভ্যাং ন দৃষ্টমিতি জ্ঞেয়ম্। দেবরূপিণ্যামিত্যুক্তেস্তয়োঃ পরাত্বং বোধ্যতে, তেন তদ্‌গর্ভসম্বন্ধাৎ অপুমর্থত্বং নেত্যাগতং, ন খলু রত্নমন্দিরে সুরভিণি স্থিতোঽপুরুষার্থী নৃপতিঃ প্রতীতঃ। পুষ্কল ইতি—জাতস্য পূর্ণত্বঞ্চ। দ্বিতীয়স্যার্থঃ।—বসুদেবপত্নীব নন্দপত্নী চ ভগবল্লক্ষণান্যবলোক্য, পরমেব স্বগর্ভাজ্জাতমবুধ্যত—পরেশোঽয়মিত্যবৈৎ। ননু কন্যাপ্যস্যা অভূৎ, তাঞ্চ তত্রাগতো বসুদেবো নীত্বা স্বপুত্রঞ্চ তত্র নিধায় গতবানিত্যেতৎ সর্ব্বং কুতো নাবুধ্যত? তত্রাহ "ন তদ্‌বেদ" ইতি। তৎ—কন্যাবসুদেবাগমাদিকং ন বেদেতি। ন তল্লিঙ্গমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। তৎকন্যাজন্ম-তদাগমাদেশ্চিহ্নং নাবুধ্যতেতি সম্বন্ধঃ, "লিঙ্গং চিহ্নানুমানয়োঃ" ইতি বিশ্বলোচনকোষঃ। তদবোধে হেতুঃ, পরীত্যাদিঃ। আদিপুরাণে চ স্ফুটমুক্তং—"নন্দগোপগৃহে পুত্রো যশোদাগর্ভসম্ভবঃ।" ইতি শ্রীনারদেন। এবঞ্চ সতি, "নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে" (ভাঃ ১০।৫।১) ভগবান্ গোপিকাসুতঃ" (ভাঃ ১০।৯।২১) ইত্যাদীনি বাক্যানি মুখ্যার্থান্যেব স্যুঃ। "উপগুহ্যাত্মজাম্" (ভাঃ ১০।৪।৭) ইতি বাক্যস্তু 'অষ্টমো মে গর্ভঃ কন্যৈবাভূৎ' ইতি স্বপুত্রগোপনফলকমৌপচারিকং ধীপূর্ব্বকমেব মুনিনা তু তদনু উক্তম্ ইতি নাক্ষেপকং তৎ। ননু যশোদায়াং তজ্জন্ম গূঢ়ভাবেন কথমুক্তমিতি চেৎ? স্বামীষ্টেতি গৃহাণ। 'নন্দগেহে বসুদেবগেহে চ মে প্রাকট্যং ভবিষ্যাতি, স্থিতিস্ত্বেকরূপ্যেণ নন্দগেহে, দ্বৈরূপ্যেণ স্থিতৌ কংসো মাং বিজ্ঞায় পিত্রোঃ ক্লেশং নিক্ষিপেৎ, ত্বয়াপি মচ্চরিতগায়কেন তথৈব গাতব্যং যথা রহস্যং ন ভজ্যেত' ইতি স্বামিন ইষ্টিঃ। তাঞ্চ তদিষ্টিং নির্ণেতাপ্যেষ গ্রন্থকৃৎ তদনুসারেণ ব্যঞ্জয়ামাস চ, অপি শব্দাদিতি ॥২৬৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অপ্রকটপ্রকাশয়োরেকাত্মতাভিব্যঞ্জিকামন্যামপ্যবিচিন্ত্যশক্তিং দর্শয়তি সোঽয়মিতি। অনাদিতোঽপ্রকটলীলায়াং তস্যা যশোদায়া নিত্যসুতত্বেন তন্নন্দনত্বেন রাজতি শোভমান এব কালত্রয়ে তিষ্ঠতি। স কৃষ্ণঃ যথা দেবকীদ্বারেণ প্রকটোঽভূৎ তথা উদ্ধ্বারেণ যশোদাদ্বারেণ প্রকটোঽভূদিত্যর্থঃ। তস্যা

ভক্তত্বাদ্দ্বারতা ; যদুক্তং—"তচ্চ দ্বারং তদেকাত্মরূপস্তদ্ভক্ত এব চেতি। পরমতে বাসুদেবদ্বারেণ ; তস্যা-ভ্যূহত্বেন তদেকাত্মরূপত্বাদিতি কশ্চিত্তন্ন চারু ; তত্রাপি শ্রীযশোদায়া দ্বারত্বস্য সম্ভবাৎ ॥২৬৫॥

যদি বল প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদেবকীদেবী ও শ্রীযশোদার গর্ভজাত পুত্র বলিয়া অবগত হওয়া যায়, কিন্তু অপ্রকট লীলায় সেই দেবকী ও যশোদার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রভাব আছে কি না? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—যিনি অনাদিকাল হইতেই অপ্রকটাখ্য নিত্যলীলায় দেবকী ও যশোদার নিত্যপুত্ররূপে বিরাজমান আছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকটাখ্য নিত্যলীলাতেও মাতা দেবকী ও মাতা যশোদা দেবীকে দ্বার করিয়াই লৌকিক রীতিতে প্রপঞ্চ মধ্যে আর্ভূ্ত হইয়া থাকেন। আর যদি বল অপ্রকট প্রকাশে একই সময়ে যুগপৎ একই সময়ে অনাদিসিদ্ধ যে দেবকী, বসুদেব ও শ্রীকৃষ্ণ এবং যশোদা, নন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের পূর্ব্বোত্তরভাবে অর্থাৎ প্রথম দেবকী ও বসুদেবের পুত্র হইয়া পরে যশোদা ও নন্দের পুত্র, এই প্রকার সম্বন্ধ অবগত হইলে দেবকী, বসুদেব এবং যশোদা ও নন্দের মাতৃভাব ও পিতৃভাব কি প্রকারে সম্ভব হইয়া থাকে? অর্থাৎ ফলকথা এইযে দেবকীদেবী ও শ্রীবসুদেবের গৃহে আবিভূ্ত হইয়া আবার ব্রজে শ্রীনন্দ ও যশোদার পুত্ররূপে আবিভূ্ত হন, ইহাতে পূর্ব্বোক্ত নিত্য মাতৃত্বাদিভাব এবং শ্রীবসুদেব শ্রীনন্দাদির শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিত্যপুত্রত্ব ভাব কি প্রকারে রক্ষা হইতে পারে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—'ভাব নিমিত্ত হেতুই' সেই ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ বসুদেব ও দেবকীর এবং নন্দ ও যশোদার নিত্য মাতৃত্বাদি ভাবহেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের নিত্য পুত্রত্ব ভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং প্রকটও অপ্রকট লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের নিত্যপুত্রত্ব ভাবের কোন অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। যদিও শ্রীদেবকী দেবীর বাৎসল্য প্রীতি শ্রীমতী যশোদার বাৎসল্য প্রীতি হইতে ন্যূনতা লক্ষ্য করা যায়, তথাপি সেই লঘুগুরু ভাব পদ্মপত্র সদৃশ যুগপৎ সিদ্ধ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ এককালে বিকশিত পদ্মপত্র সকল ন্যূনাধিক হইলেও তাহা যেমন পদ্মেরই পত্র, ইহাতে কোন অন্যথা নাই, তদ্রূপ দেবকী ও যশোদার মাতৃ স্নেহের তারতম্য থাকিলেও নিত্যমাতৃত্বের কোন লাঘবতা বা অন্যথা হয় না। অপর শ্রীকৃষ্ণ প্রকট প্রকাশে শ্রীদেবকীদেবী ও শ্রীমতী যশোদার গর্ভ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকমুনি বর্ণন করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীদেবকী দেবীর গর্ভ হইতে আবিভূ্ত হইয়াছেন ইহা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী যশোদার গর্ভ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ইহা অস্পষ্টরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই এইরূপ ঘটিয়াছে এখানে এইরূপই গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম প্রকরণে কথিত হইয়াছে—যথা ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অর্দ্ধরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের নিমিত্ত সকলে প্রার্থনা করিতে থাকিলে এমনি সময়ে যিনি গুহাবৎ অগম্য ও দুর্বিতর্ক্য সেই সর্ব্বব্যাপক শ্রীভগবান্ সর্ব্বাংশে পরিপূর্ণ হইয়া পূর্ব্বদিকে পূর্ণ চন্দ্রের উদয়ের ন্যায় দেবরূপিণী দেবকীতে আবিভূ্ত হইলেন। এই প্রমাণে শ্রীদেবকীদেবীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব অতি স্পষ্টই অবগত হওয়া যায়। অপর নন্দপত্নী শ্রীমতী

যশোদার যোগনিদ্রায় জ্ঞান অপহৃত হওয়ায় এবং প্রসব পীড়ায় পরিশ্রান্ত হওয়ায় সন্তান জন্মিয়াছে এইমাত্র জানিলেন, কিন্তু কন্যা কি পুত্র তাহা বুঝিতে পারেন নাই। এই প্রমাণে শ্রীযশোদায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব অস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। ইহাই শ্লোকের সহজার্থ। সম্প্রতি টীকাকার এই শ্লোকের অর্থে বলিতেছেন। নিশীথে তম উদ্ভূতে এই শ্লোকের অর্থ যথা—মহামতি টীকাকার এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় জানাইতেছেন যে—দেহলী প্রদীপ ন্যায়ে মধ্যে পাঠের সামর্থ বশতঃ উভয়ত্র অর্থাৎ শ্রীযশোদা ও দেবকীদেবীতে অন্বয় হইবে। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অর্দ্ধরাত্রে দেবকী শ্রীযশোদায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইলে, দেবকপুত্রী দেবকীদেবীতে শ্রীবিষ্ণু অর্থাৎ শ্রীজনার্দ্দন আবির্ভূত হইলেন। এককালে শ্রীযশোদা ও দেবকী এই উভয় জননী হইতে প্রকট হইলেন। অপর শ্রীহরিবংশে ও এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে যথা—গর্ভকালের অসম্পূর্ণ সময় অষ্টম মাসে শ্রীদেবকী ও শ্রীযশোদা একই সময়ে দুইজনে দুইটি পুত্র প্রসব করেন। সুতরাং শ্রীহরিবংশের উক্তি হইতে দেবকী ও যশোদার উভয়েরই পুত্র হইয়াছিল ইহাই অবগত হওয়া যায়। আর অষ্টভুজা দেবীর পশ্চাৎ জন্ম হইয়াছিল। অনন্তর—যদি কংস হইতে ভয় পাও, তাহা হইলে আমাকে নন্দগৃহে রাখিয়া মদীয় মায়া যশোদার কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে আনয়ন কর। শ্রীভগবদ্বাক্যে এই প্রকার প্রেরিত হইয়া ভাগ্যবান্ শ্রীবসুদেব স্বীয় পাদনিগড় স্খলিত হইয়াছে দেখিয়া যখন পুত্রকে কোমল বস্ত্রাবৃত পেটিকার মধ্যে সুখে স্থাপন পূর্ব্বক মস্তকে লইয়া গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিলেন, তখনই অজানামে প্রসিদ্ধা যোগমায়া নন্দপত্নী শ্রীযশোদা হইতে আবির্ভূতা হইলেন। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীশুকবাক্য হইতে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অনুজা বলিয়া অবগত হওয়া যায়। অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব ও পশ্চাৎ এইরূপ ভাবে সন্তানদ্বয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল জানিতে হইবে এবং সেই সন্তানদ্বয় ক্রমেতে যে বসুদেব ও শ্রীযশোদা হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল এইরূপ জানিবে না। শ্রীভগবান্ দেবরূপিণী শ্রীদেবকীদেবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এইরূপ উক্তি হইতে শ্রীবসুদেব ও দেবকীদেবীকে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি বলিয়া জানিতে হইবে। সুতরাং শ্রীদেবকীদেবীর গর্ভসম্বন্ধ হওয়ায় পুরুষার্থ শূন্যনয় অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ ইহাই প্রতিপাদিত হইল। সুতরাং সুরচিত রত্নমন্দিরে স্থিত অপুরুষার্থ নৃপতি তুল্য নহেন। পরন্ত সর্ব্বাংশে পরিপূর্ণ হইয়া দেবরূপিণী দেবকীদেবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। এক্ষণে যশোদা নন্দপত্নী চ এই শ্লোকের অর্থে বলিতেছেন বসুদেব পত্নী দেবকীর ন্যায় শ্রীমতী যশোদা শ্রীভগবানের লক্ষণাবলী অবলোকন করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন ইনি পরমেশ্বর,সেই পরমেশ্বরই আমার গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। আচ্ছা এই শ্রীযশোদা হইতে একটি কন্যাও জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল ? তদুত্তর —শ্রীবসুদেব মহাশয় শ্রীভগবদ্বাক্যে প্রেরিত হইয়া শ্রীনন্দের আলয়ে আগমন পূর্ব্বক স্বীয়পুত্রকে যশোদার শয্যায় রাখিয়া তাঁহার কন্যাকে গ্রহণ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। আচ্ছা তাহা হইলে পুত্র, কন্যা ও বসুদেবের গমনাগমন বৃত্তান্ত যশোদা কিছুই জানিতে পারিলেন না কেন ? তদুত্তর--পুত্র কি কন্যা এবং বসুদেবের আগমনাদি তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। অর্থাৎ যোগনিদ্রায় জ্ঞান অপহৃত হওয়ায় এবং প্রসব পীড়ায় পরিশ্রান্ত হওয়ায় কন্যার জন্ম ও

অথ প্রকটতাং লব্ধে ব্রজেন্দ্রবিহিতে মহে। তত্র প্রকটয়ত্যেষ লীলা বাল্যাদিকাঃ ক্রমাৎ ॥
করোতি যাঃ প্রকাশেষু কোটিশোঽপ্রকটেষ্বপি। প্রেষ্ঠানন্দৈর্ব্রজৌকৈস্তৈরাত্মনোঽপি বিমোহনৈঃ
লীলোল্লাসৈর্বিলসতি শ্রী লীলাপুরুষোত্তমঃ ॥
অসমোর্দ্ধেন ভগবান্ বাৎসল্যেন ব্রজেশয়োঃ।
সুতত্বেনৈব স তয়োরাত্মানং বেত্তি সর্ব্বদা ॥২৬৬॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথ প্রকটতামিত্যাদিকং সার্দ্ধত্রয়ং বিস্ফুটার্থম্ ॥২৬৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অথ প্রাদুর্ভাবানন্তরং মহে উৎসবে "মহ উৎসব উদ্ধব" ইত্যমরঃ। এষ প্রকটাবস্থ এক এবাপ্রকটেষু প্রকাশেষু যাঃ কোটিশোঽনন্তাঃ বাল্যাদিকা লীলাঃ করোতি তা এব ক্রমাৎ ক্রমং কৃত্বা নতু তাসাং কাঞ্চিৎ পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। নচ ক্রমাদিত্যনেন পূর্ব্বপূর্ব্বলীলানামেব পরপর-লীলাবির্ভাবে প্রকটাবস্থানিত্যতৈব নতু প্রকটকালে সর্ব্বা নিত্যা, যুগপত্তাসাং তত্রানুদয়াদিতি বাচ্যম্; ব্রহ্মাণ্ডানামানন্ত্যাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বলীলানামন্যব্রহ্মাণ্ডসম্পর্কত্বেন সর্ব্বাসাং প্রকটলীলানাং সদা বর্ত্তমানাৎ। নচ মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডানাং

বসুদেবের আগমনের চিহ্ন তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। শ্রীমতী যশোদার আগমনাদি না জানিবার কারণটি আদিপুরাণে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যথা—নন্দগোপগৃহে শ্রীযশোদার গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ইহা শ্রীনারদ বর্ণনা করিয়াছে। অনন্তর শ্রীশুকদেব বর্ণনা করিয়াছেন—হে রাজন! আত্মজ উৎপন্ন হইলে উদারচিত্ত শ্রীনন্দ পরমানন্দিত হইলেন। অপর এই গোপিকাসুত ভগবান্ ভক্তগণের যেরূপ সুখলভ্য, দেহাভিমানি প্রভৃতির তদ্রূপ সুখলভ্য নয়। এই বাক্যসকল মুখ্যার্থ বোধক। অপর দেবকীদেবী কন্যাকে দুই হস্ত দ্বারা বক্ষঃস্থলে বেষ্টন করিয়া অতি দীনার ন্যায় প্রার্থনা করিলেন আমার অষ্টম গর্ভের সন্তান কন্যাই হইয়াছে, সুতরাং দেবকীদেবী নিজপুত্র গোপনরূপ ফলের আশায় বুদ্ধিপূর্ব্বক এইরূপ উপচার করিয়া বলিয়াছেন, সেইহেতু শ্রীশুকমুনিও তাঁহার পশ্চাতে সেইরূপই বলিয়াছেন। অতএব ইহা কোন দোষের হয় নাই। যদিবল শ্রীযশোদায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, ইহা গোপন ভাবে বলিলেন কেন? তদুত্তর—শ্রীভগবানের ইচ্ছা, এখানে ইহাই গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীনন্দ গৃহে ও শ্রীবসুদেব গৃহে এই উভয় গৃহেই আমার আবির্ভাব হইবে, কিন্ত শ্রীনন্দগৃহে আমি একরূপেই অবস্থান করিব। আর যদি দুইরূপে অবস্থান করি, তাহা হইলে কংস আমাকে জানিতে পারিলে আমার মাতাপিতাকে ক্লেশ প্রদান করিবে। অতএব আমার চরিত্র কীর্ত্তনকারি শুকমুনি তুমিও এইরূপ গোপনভাবে আমার চরিত্র কীর্ত্তন করিবে, যাহাতে আমার জন্মরহস্য উদ্ঘাটিত না হয়, শ্রীভগবানের ইহাই অভিপ্রায়। অতএব ইহাই শ্রীভগবৎ অভিপ্রায় জানিয়া শ্রীভগবৎ লীলা বর্ণনকারি প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকারও তদ্রূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন ॥২৬৫॥

কেচিদ্ভাগবতাঃ প্রাহুরেবমত্র পুরাতনাঃ। ব্যূহঃ প্রাদুর্ভবেৎ আদ্যো গৃহেষ্বানকদুন্দুভেঃ॥
গোষ্ঠে তু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ। গত্বা যদুবরো গোষ্ঠং তত্র সূতীগৃহং বিশন্॥
কন্যামেব পরং বীক্ষ্য তামাদায়াব্রজৎ পুরম্। প্রাবিশদ্ বাসুদেবস্তু শ্রীলীলাপুরুষোত্তমম্॥
এতচ্চাতিরহস্যত্বাৎ নোক্তং তত্র কথাক্রমে। কিন্তু ক্বচিৎ প্রসঙ্গেন সূচ্যতে শ্রীশুকাদিভিঃ॥

যথা শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৫।১)—

"নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ॥"

তথা তত্রৈব (ভাঃ ১০।৬।৪৩)—

"নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ॥"

তথাচ (ভাঃ ১০।৯।২১)—

"নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ॥"

তথাচ তত্র শ্রীব্রহ্মস্তবে (ভাঃ ১০।১৪।১)—

"বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥"

তথা শ্রীযামলবচনং সমুদাহরন্তি—

"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি
দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা॥" ২৬৭॥ ইতি।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নাশাৎ প্রকটলীলানামভাবঃ আধারনাশে আধেয়ানাং নাশন্যায্যত্বাদিতি বাচ্যম্; যুগপৎ সর্ব্বব্রহ্মাণ্ড-নাশস্য শ্রীভগবচ্ছঙ্করাচার্য্যচরণৈস্তত্ত্বদীপনটীকায়ামস্বীকৃতত্বাৎ শ্রীভগবৎসন্দর্ভে শ্রীমজ্জীবগোস্বামিচরণৈ-র্জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বেন স্থাপিতত্বাচ্চ। মন্ত্রময়ী প্রকটাতু সর্ব্বদৈব নিত্যা তত্তদ্ধ্যানাবলম্বিনাং সাধকানাং তত্তৎফললাভস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ। প্রেষ্ঠানন্দৈঃ প্রেষ্ঠানামানন্দদায়িভিঃ। আত্মানং সুতত্বেন বেত্তি সুতোঽহমনয়োরিতি জানাতি ।২৬৬।

অনন্তর প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার সার্দ্ধত্রয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট প্রকাশের লীলাবলী স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতেছেন— শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট প্রকাশে গোলোকে যে সকল অসংখ্য বাল্যলীলাদি যুগপৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তিনিই আবার প্রকট প্রকাশে বৃহদ্বনে শ্রীব্রজরাজ কৃত উৎসবে প্রকট হইয়া সেই সকল কোটি কোটি বাল্যাদি লীলা ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়াছেন। নিজ প্রিয় জনের আনন্দপ্রদ এবং নিজেরও চমৎকার কারক সেই সেই লীলা প্রকাশদ্বারা লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে বিলাস করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ নন্দ ও যশোদার অসমোর্দ্ধ বাৎসল্য রসদ্বারা বশীভূত হইয়া নিজেকে সর্ব্বদা তাঁহাদিগের পুত্র বলিয়াই জানেন ।২৬৬।

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

কৃষ্ণস্য নন্দবসুদেবপুত্রতায়াং মতান্তরমাহ, কেচিদিত্যাদিনা। আদ্যঃ—বাসুদেবব্যূহঃ॥ নন্দস্বাত্মজ ইতি--ঔরস্যে কৃষ্ণে ইত্যর্থঃ॥ গোপিকাসুতঃ—যশোদাগর্ভাজ্জাত ইত্যর্থঃ॥ পশুপাঙ্গজায়েতি—পশুপো নন্দস্তস্যাঙ্গাজ্জাতায়েত্যর্থঃ॥ অস্মিন্মতে গ্রন্থকৃতাং অস্বারস্যমেব; তত্র সতি ব্রজৌকসাং তদ্বিরহাভিধানাসম্ভবাৎ উদ্ধবপ্রেষণস্য, কুরুক্ষেত্রে ব্রজৌকসাং গমনস্য, দ্বারকাতো ব্রজে কৃষ্ণাগমনস্য চ বৈয়র্থ্যাৎ। ন চান্তর্গতাদ্যব্যূহস্য নন্দসূনোর্ম্মথুরাদৌ গতত্বাৎ তস্যৈব দ্বারকাতঃ সমাগমাচ্চ তত্তৎ সঙ্গচ্ছেতেতি বাচ্যং, তথা সতি যামলবচনব্যাকোপাৎ; স্বমতে তু অপ্রকটপ্রকাশমাদায় সঙ্গতিমৎ॥২৬৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ধর্ম্মিভেদগর্ভং প্রাচীনানাং মতং সোদাহরণমাহ কেচিদিতি নিত্যদেত্যন্তম্। কেচিন্মান্যা ইত্যর্থঃ। মানিতেঽকৃপ্রত্যয়ান্বিতস্য কিমঃ সাকৃচেতি কাদেশাৎ। এতেন তন্মতাদরোঽপি ব্যঞ্জিতঃ। আদ্যো বাসুদেবাখ্যো ব্যূহঃ স চ শ্রীলীলাপুরুষোত্তমস্য ব্যূহো নতু মহানারায়ণস্য; মহানারায়ণেন তস্যাভেদ এব; বিলাসত্বাত্তয়োঃ শ্রীলীলাপুরুষোত্তমস্য। গৃহেম্বিতি বহুত্বং "গৃহাঃ পুং ভূম্নীত্যনুশাসনাৎ। মায়য়া মায়াশক্ত্যা দুর্গাখ্যয়া। গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্" ইত্যাদি শ্রীদশমপ্রঘট্টকোক্তেঃ। অত্র সহোক্ত্যা প্রতীয়মানয়া মায়য়া অবরজাতত্বং; যথোক্তং শ্রীদশমে--"অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজেতি। তৎপশ্চাজ্জননাভাবাদনুজপদস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। যাতু "নন্দপত্ন্যাং যশোদায়াং মিথুনং সমজায়ত ইত্যনিয়মোক্তিঃ সাপ্যেবমনুসারেণ প্রত্যেতব্যা। যদুবরঃ—শ্রীবসুদেবঃ। তত্র গোষ্ঠে পরং কেবলং পুরং শ্রীমথুরাম্। তর্হি তৎপুত্রঃ ক্বাঽতিষ্ঠদিত্যাহ প্রাবিশদিতি॥ এষারম্ভটী কুতোঽপি ন শ্রূয়তে ইত্যাহ এতচ্চাতীতি। কথাক্রমে— তল্লীলাবর্ণনে। ক্বচিৎ-রহস্যে॥ আত্মজ ইতি পুষ্টপুত্রত্বং প্রত্যাখ্যাতম্॥ তথেতি। যথা শ্রীদশমে তথা; নতূদাহরণান্তরমিত্যর্থঃ। প্রমাণান্তরন্তু তস্যৈব পোষকমিত্যর্থঃ। এবমুত্তরত্র। অন্যথা যথা চেত্যাদিকং উক্তং স্যাৎ॥ স্বপুত্রমিতি ভাক্তপুত্রেঽপি ক্বচিৎ পুত্রপদপ্রয়োগস্তন্নিরাসায় স্বেতিপদম্॥ অত্র টীকা—দেহিনাং দেহাভিমানিনাং নিবৃত্তাভিমানানামপীত্যেষা। গোপিকাসুত ইতি যশোদাধিকরণকপ্রসবস্য শ্রীনন্দাত্মজত্ব এব বিশ্রান্তিঃ॥ বন্যাঃ স্রজো যস্য তস্মৈ। কবলাদিভির্লক্ষ্মভিঃ শ্রীঃ শোভা যস্য তস্মৈ। মৃদূ পাদৌ যস্য তস্মৈ। পশুপস্যাঙ্গজায়েতি শ্রীস্বামিলিখনে অঙ্গমাত্মেতি তাৎপর্য্যম্॥ নন্বেতৈরুদাহরণৈঃ কেবলং তস্য নন্দনন্দনতা ব্যক্তিঃ ধর্ম্মিভেদঃ কেনাপ্যবগম্যত ইত্যত আহ তথেতি। উদাহরন্তি কেচিদিত্যনুষঙ্গঃ॥ যদুসম্ভূতো যঃ কৃষ্ণঃ শ্রীবাসুদেবাখ্যঃ স পুরীং গচ্ছতি অতঃ শ্রীবাসুদেবাৎ যঃ পরো ভিন্নঃ শ্রেষ্ঠো বা শ্রীলীলাপুরুষোত্তমাখ্যঃ স ক্বচিদপ্রকটপ্রকাশেঽস্তি সদৈব বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। ননু তর্হি প্রকটরূপেণ গচ্ছতীত্যত আহ স বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য ক্বচিৎ প্রকটাবস্থেঽপি ন গচ্ছতি। অত্র কাকনয়নন্যায়াৎ ক্বচিৎপদস্য দ্বাভ্যামন্বয়ঃ॥ একয়া মুখ্যয়া শ্রীরধিকয়েত্যর্থঃ। তত্র শ্রীবৃন্দাবনে পরিক্রীড়তীত্যত্র পরিপদেন অন্যাভিঃ সহ ক্রীড়তীতি ধ্বনিতম্। নিত্যদেতি। অস্য গেহে সদা ভুঙ্‌ক্তে ইতি নিত্যলীলায়া আবশ্যকত্বং বোধয়তি॥২৬৭॥

প্রথমব্যুহ শ্রীবাসুদেবের আবির্ভাব বসুদেব গৃহে এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব নন্দগৃহে, ইহাই প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দের পুত্র এবং তিনি শ্রীবসুদেবের পুত্র, এবিষয়ে যে মতান্তর দেখা যায় তাহাই বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণাবতার প্রসঙ্গে কোন কোন প্রচীন ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন বাসুদেবাখ্য প্রথমব্যূহ বসুদেব গৃহে আর লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার সহিত গোকুলে নন্দগৃহে প্রাদুর্ভূত হন। যদুবর শ্রীবসুদেব গোকুলে গমন পূর্ব্বক যশোদার সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া কেবলমাত্র একটি কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই কন্যাটিকে লইয়া মথুরাপুরে আগমন করিলেন। তৎকালে শ্রীবাসুদেব মূর্ত্তি শ্রীলীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইয়া একাকারে প্রতিভাত হন। কিন্তু এতাদৃশ অভিনয়টি অত্যন্ত রহস্যময় বলিয়া শ্রীশুকদেবাদি পরমর্ষিগণ কথা প্রসঙ্গে সেইস্থানে স্পষ্টভাবে তাহা উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু প্রসঙ্গ বশতঃ কোন কোন স্থানে সূচনা করিয়াছেন মাত্র। যেমন শ্রীদশমে উদারচিত্ত শ্রীনন্দ আত্মজ অর্থাৎ ঔরসপুত্র শ্রীকৃষ্ণ উৎপন্ন হইলে পরমানন্দিত হইলেন! ইতি। সেই শ্রীদশমে—উদারবুদ্ধি শ্রীনন্দ প্রবাস মথুরা হইতে আগমন করিয়া নিজপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া তাহার মস্তকাঘ্রাণাদি করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। অপর শ্রীদশমে—শ্রীমতী যশোদা গর্ভজাত এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেহাভিমানি তাপসগণের সুখলভ্য নহেন। ইতি এবং শ্রীদশমের ব্রহ্মস্তবে যথা—যাঁহার গলদেশে বনজাত পত্রপুষ্পময়ী বনমালা, বামহস্ততলে দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস, বামকক্ষে বেত্র ও শৃঙ্গ এবং জঠর পট সন্ধিতে বেণু, বক্ষঃস্থলে স্বর্নরেখারূপা শ্রী এবং পদতল অতীব কোমল, সেই শ্রীনন্দাঙ্গজাত শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আমি নমস্কার করি। কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তদনুরূপ যামলতন্ত্রের বচন উদাহরণ দিয়া থাকেন। যথা যদুকুল সম্ভূত বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইয়াও শক্তি অভিব্যক্তির তারতম্যবশতঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীলীলা পুরুষোত্তম নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্য অর্থাৎ ভাববৈচিত্র্যে পৃথকরূপে প্রতীয়মান। তিনিই প্রকট লীলায় বৃন্দাবন হইতে মথুরা পুরীতে গমন করিয়া থাকেন। আর যিনি লীলামাধুর্য্যে বাসুদেব কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পূর্ণতমত্ব স্বয়ংরূপ লীলাপুরুষোত্তম নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তিনি বৃন্দাবনেই থাকেন, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোনস্থানে গমন করেন না। তিনি সর্ব্বদা দ্বিভুজ, কোন কালেই চতুর্ভুজ নহেন। তিনি মুখ্যাগোপী শ্রীরাধা ও অন্যান্য গোপিকা গণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে বিচিত্র ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু যামলোক্ত মতের উপর প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকারের সম্মতি নাই বলিয়া তিনি কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্য এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন এই কথা বলিয়াছেন। তাঁহার অসম্মতির কারণটি এইরূপ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন এইরূপ হইলে শ্রীমদ্ভাগবতীয় দশমস্কন্ধোক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলার সহিত বহু অসামঞ্জস্য ঘটিয়া যায়। যেমন শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমনে ব্রজবাসিগণের বিরহ, ও তাহাদিগের সান্ত্বনার্থ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণ এবং কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শনার্থ ব্রজবাসিগণের তথায় গমন এবং দন্তবক্র বধানন্তর পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন এই সমস্তই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। যদি তাঁহারা এই প্রকার বলেন যে

অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ। ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বাং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাম্ ॥
যো বাসুদেবো দ্বিভুজস্তথা ভাতি চতুর্ভুজঃ। তাস্তা মধুপুরে লীলাঃ প্রকটয্য যদূদ্বহঃ ॥
দ্বারবত্যাং তথা যাতি তাং তাং লীলাং প্রকাশকঃ। তত্রাবিষ্কুরুতে ব্যূহং প্রদ্যুম্নাখ্যং তৃতীয়কম্ ॥
যতো ব্যূহোঽনিরুদ্ধাখ্যস্তুর্য্যঃ প্রকটতাং ব্রজেৎ।
ইতি ব্যূহচতুষ্কস্য লোকোত্তরচমৎক্রিয়াঃ।
বিবাহাদ্যাশ্চ বহুধা লীলাস্তত্রৈব বর্ণিতাঃ ॥২৬৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

স্বমতে মথুরাদিলীলাঃ দর্শয়তি, অথ প্রটকরূপেণেত্যাদিনা। ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্যেতি— তদাচ্ছাদনং মাথুরাণাং স্বসম্বন্ধেন প্রেমবর্দ্ধনার্থম্। স্বাং —স্বনিষ্ঠাং, বাসুদেবতাং—বসুদেবপুত্রতাং, ব্যঞ্জন্—প্রকাশয়ন্ ॥ তাং তাং লীলাং প্রকাশক ইতি—"তুমুন্-ণ্বুলৌ ক্রিয়ায়াং ক্রিয়ার্থায়াম্" (পা০ ৩।৩।১০) ইতি সূত্রাৎ ণ্বুল্, তাস্তা লীলাঃ প্রকাশয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ইতি ব্যূহচতুষ্কস্যেতি—স্বস্মিন্নেব আদ্যব্যূহত্বস্ফুরণাদিতি ভাবঃ ॥২৬৮॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

পূর্ব্বমতং সমর্থয়তি অথেতি ; মতান্তরদর্শনানন্তরম্। ব্রজেশজত্বং শ্রীনন্দাত্মজত্বম্ আচ্ছাদ্য সংগোপ্য বাসুদেবতাং শ্রীবসুদেবপুত্রতাম্ ॥ তাস্তাঃ কুব্জাসহবিহারজরাসন্ধাদিসহযুদ্ধাদ্যা লীলাঃ প্রকটয্য। তথা পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ প্রকটরূপেণেত্যর্থঃ। তাং তাং বিহারাদিকাং লীলাম্। প্রকাশকঃ প্রকাশয়িতুং "ণকস্তুমর্থে প্রায়" ইতি। ক্ত্বাদিত্বাৎ ষষ্ঠীনিষেধঃ ॥ তত্র দ্বারকায়াম্। যতঃ শ্রীপ্রদ্যুম্নাৎ ॥ ইতি ব্যূহচতুষ্কস্যেতি। স্বস্য বাসুদেবব্যূহত্বাৎ সঙ্কর্ষণস্যাদাবাবিষ্কৃতত্বাচ্চেতি ॥২৬৮॥

স্বয়ংভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণে যখন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন, তখন শ্রীনন্দনন্দনের তদাকারে মথুরাতে গমনের বাধা কি ? উক্ত নিয়মে অন্তর্গত বাসুদেব শ্রীনন্দনন্দনাখ্য স্বয়ংরূপের মথুরায় গমন ও তাঁহারই আবার দ্বারকা হইতে ব্রজে আগমন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে তো উক্তবিরোধের পরিহার করা যাইতে পারে ? তদুত্তরে বলেন না—তাহাতেও উত্থাপিত বিরোধের পরিহার হয় না, কারণ তাহা হইলে তাঁহাদের অপসিদ্ধান্ত গ্রহণহেতু স্বসিদ্ধান্ত হানিরূপ দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অতএব প্রপঞ্চ অনভিব্যক্ত বৃন্দাবনাভিধেয় গোলোক পরিত্যাগ না করিয়া অপ্রকট লীলায় লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তথায় সর্ব্বদাই ক্রীড়া করেন এবং প্রপঞ্চ অভিব্যক্ত গোলোকাভিধেয় বৃন্দাবনীয় প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে মথুরাদিধামে গমন করেন এবং পুনর্ব্বার দন্তবক্র বধানন্তর ব্রজে আগমন করেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে কোন শাস্ত্রের সহিতই বিরোধ ঘটে না। অতএব শ্রীযামল মতানুযায়ি ভাগবতগণের সিদ্ধান্ত অপ্রকটাখ্য নিত্যলীলা বিষয়ক, এইরূপ বলাই সুসঙ্গত ॥২৬৭॥

ব্রজে প্রকটলীলায়াং ত্রীন্ মাসান্ বিরহোঽমুনা।
তত্রাপ্যজনি বিস্ফূর্ত্তিঃ প্রাদুর্ভাবোপমা হরেঃ।
ত্রিমাস্যাঃ পরতস্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন সঙ্গতিঃ ॥২৬৯॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ননু মথুরাদৌ বিহরতা কৃষ্ণেন ব্রজৌকসাং স্বৈকজীবাতূনাং কিং সমাধানং কৃতম্? ইত্যত্রাহ, ব্রজে প্রকটেতি—মাসত্রয়ন্তু তেষাং বিরহবহ্নৌ নিমগ্নতাভূৎ, তত্রাপি তদ্বিস্ফূর্ত্ত্যা স্বাত্মধারণম্, ইতি বিরহানন্দাস্বাদনির্ভরো মাসত্রয়মিত্যর্থঃ। বিস্ফূর্ত্তিঃ—বিশিষ্টা স্ফূর্ত্তিঃ, যদসৌ হরেঃ প্রাদুর্ভাবোপমেতি—কষায়িতবস্ত্ররাগবৃদ্ধিন্যায়েন বিরহসুখস্য সংযোগসুখবৃদ্ধিকরত্বম্, ইতি স্বপ্রেষ্ঠেষু তেষু বিরহাবস্থাপ্রকাশনং বোধ্যম্॥ অথ সংযোগমাহ, ত্রিমাস্যা ইতি ॥২৬৯॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

সমৃদ্ধিমন্তং সম্ভোগং ঘটয়িতুং সিদ্ধান্তানুরূপামারভটীমাহ ব্রজ ইতি। ত্রীন্ মাসান্ বাপ্য। অমুনা শ্রীলীলাপুরুষোত্তমেন। তত্রাপি তেষু মাসেষ্বপি। তেষাং ব্রজভক্তানাম্ ॥২৬৯॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা ও দ্বারকালীলার এবং তৎপ্রসঙ্গে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামক ব্যূহতত্ত্বের দ্বারকায় আবির্ভাব।

প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার নিজমতে শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তৎপ্রসঙ্গে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধাখ্য ব্যূহতত্ত্বের যে দ্বারকাপুরে আবির্ভাব তাহা প্রদর্শন করাইতেছেন যথা—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রকট প্রকাশে ব্রজেশ্বরের পুত্রতা আচ্ছাদন অর্থাৎ স্বীয় সম্বন্ধদ্বারা মথুরাবাসি গণের প্রেম বিবর্দ্ধনার্থ স্বীয় বসুদেব পুত্রত্ব প্রকাশ করিয়া মথুরা পুরীতে গমন করেন। তিনি যে বাসুদেব মূর্ত্তি প্রকাশ করেন, তাহা দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ এই উভয়রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা পুরীতে কুব্জা সহবিহার ও জরাসন্ধাদির সহিত যুদ্ধাদি নানাবিধ লীলা প্রকাশ করিয়া আবার মহিষী বিবাহ ও অসুরবধাদি লীলা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত দ্বারকাপুরে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই দ্বারকাপুরে যাহা হইতে অনিরুদ্ধ নামক চতুর্থব্যূহের আবির্ভাব হইয়া থাকে প্রথমে সেই প্রদ্যুম্ন নামক তৃতীয়-ব্যূহের আবিষ্কার করেন। এইরূপে সেই দ্বারকাপুরে শ্রীকৃষ্ণের আপনাতে প্রথমব্যূহ বাসুদেবের স্ফূর্ত্তি ছিল, দ্বিতীয় সঙ্কর্ষণ, তৃতীয় প্রদ্যুম্ন এবং চতুর্থ অনিরুদ্ধ এই ব্যূহ চতুষ্টয়ের আশ্চর্য্যজনক বহুবিধ বিবাহাদি লীলা বর্ণিত হইয়াছে ॥২৬৮॥

প্রকটলীলায় ব্রজবাসিগণের তিনমাস শ্রীকৃষ্ণবিরহ, উক্তবিরহে বিস্ফূর্ত্তি এবং মাসত্রয় অবসানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুনর্মিলন।

প্রকট প্রকাশে ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহ তিনমাস। যদিবল মথুরা ও দ্বারকা এই পুরী-দ্বয়ে বিহারে রত শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রাণসম ব্রজবাসিগণের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত কি উপায় বা সমাধান

আবির্ভাবাগতিভ্যাং সা দ্বিপ্রকারাস্য সম্ভবেৎ ॥

তত্র আবির্ভাবঃ ।—

বৈশ্লেশিকক্রমোদ্রেক-বিবশীকৃতচেতসাম্ । প্রেষ্ঠানাং সহসৈবাগ্রে ব্যগ্রঃ প্রাদুর্ভবেদসৌ ॥
উদ্ধবাৎ কৃষ্ণসন্দেশ এভির্যদবধি শ্রুতঃ । প্রাদুর্ভাবস্তদবধি স্যাদ্‌ব্রজে বনমালিনঃ ॥
ব্রজে দ্বারবতীস্থস্য প্রাদুর্ভাবো মুরদ্বিষঃ । বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণাদাবসকৃদ্‌বহুধোচ্যতে ॥
ব্রজে বিহরমাণেঽস্মিন্ প্রাদুর্ভূয় হরৌ তদা । ভবেৎ তস্য পুরে যাত্রা স্বপ্নবদ্ ব্রজবাসিনাম্ ॥২৭০॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

সা—কৃষ্ণেন সহ সঙ্গতিঃ ॥ সহসা—অতর্কিতমিত্যর্থঃ ॥ ননু প্রাদুর্ভাবঃ কং কালমারভ্য ইত্যত্রাহ উদ্ধবাদিতি । মাসত্রয়েঽতিক্রান্তে উদ্ধবো ব্রজমাগতঃ, তত আরভ্য হরেস্তত্র প্রাদুর্ভাব ইত্যর্থঃ ॥ ননু মথুরায়াং গতস্য হরেরকস্মাদ্দর্শনে বিহারে চানুভূতে সতি ব্রজৌকসঃ কিং বিমৃশন্তি ? তত্রাহ, ব্রজে বিহরেতি—অস্মান্ হিত্বা স কদাচিদপ্যন্যত্র ন গচ্ছেৎ, তথাপি তস্য মথুরায়াং গতিখ্যাতিরস্মৎস্বপ্ন ইত্যর্থঃ॥২৭০॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ননু সঙ্গতি স্তাবচ্চক্ষুরাদিসংযোগাদেব ভবতি স চ কুরুক্ষেত্রাদৌ শ্রূয়ত ইতি কুচোদ্যং পরিহরন্ তামেব সঙ্গতিং ভিনত্তি আবির্ভাবেতি । সা সঙ্গতি । অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য । ব্যগ্রঃ বৈশ্লেষিকক্রমোদ্রেকবিবশীকৃতচেতাঃ সন্ তাসাং প্রেমা ; প্রেম্ণোঽস্য সমানজাতীয়ত্বাৎ । এভিঃ প্রেষ্ঠৈঃ । শাসনযুক্তিমত্র দর্শয়তি ব্রজ ইতি । অসকৃদ্বারং বারং নতু কথাপ্রসঙ্গাদেকবারং । বহুধা—বহুপ্রকারেণ কান্তাদিসহমিলনভেদেনেত্যর্থঃ । যদুক্তং শ্রীপাদ্মে—"সখি মে ক্ব গতঃ কৃষ্ণঃ পায়য়িত্বাধরং মধ্বিতি ।" সখা মে ক্ব গতঃ কৃষ্ণঃ কণ্ঠমাশ্লিষ্য বাহুনেতি । "পীত্বা স্তনৌ করাভ্যাং মে গাত্রমাশ্লিষ্য যত্নতঃ । ক্ব বালঃ সখি বালৈর্মে গতঃ কুত্র ন দৃশ্যত" ইতি চ । তস্মাদ্‌বিষ্ণুপুরাণাদাবিত্যাদিপদং পাদ্মব্রহ্মবৈবর্ত্তাদিসংগ্রাহকম্ । ননু তৎপ্রাদুর্ভাবকালে মথুরাদিগমনং প্রেষ্ঠানাং কীদৃশং মতং ভবেদিত্যতঃ সমাদধাতি ব্রজ ইতি । হরৌ ব্রজে প্রাদুর্ভূয় বিহরমাণে তদা ব্রজবাসিনাং সম্বন্ধে তস্য যাত্রা স্বপ্নবদ্ভবেদিত্যনুষঙ্গঃ । যদুক্তং পাদ্মে—দৃষ্ট্বা । কৃষ্ণং গোপবেশং ব্রজলোকা ব্রজে প্রভুম্ । মন্যন্তে স্বপ্নবত্তেঽপি গতোঽসৌ ভাবনা যত ইতি ॥২৭০॥

করিয়াছিলেন ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—ব্রজে প্রকট লীলায় ব্রজবাসিগণের লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত তিনমাস বিরহ হইয়াছিল, এই তিনমাস শ্রীকৃষ্ণৈক প্রাণ ব্রজবাসিগণ বিরহ অগ্নিতে নিমগ্ন হইলেও, কিন্তু সেই বিরহেও ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব সদৃশী একটি বিস্ফুর্ত্তি অর্থাৎ রঞ্জিত বস্ত্রের লালিমা বৃদ্ধির ন্যায় মিলনানন্দের বৃদ্ধি কারক বিরহ সুখের বিশিষ্টস্ফুর্ত্তি লাভ করিত, তদ্দ্বারা স্বীয় প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন । মাত্র এই তিনমাস বিরহে তাঁহাদের সাতিশয় আনন্দের আস্বাদন হইয়াছিল । সুতরাং মিলনানন্দ বৃদ্ধির নিমিত্ত স্বীয় প্রাণপ্রতিম ব্রজজনের মধ্যে বিরহাবস্থা প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং বিরহব্যতীত মিলনানন্দ কখন মধুরতমরূপে আস্বাদ্য হয় না। তিনমাস পরে যে মিলন হইয়াছিল তাহাই বলিতেছেন—তিনমাসের পর ব্রজবাসিদিগের শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ মিলন হইয়াছিল ॥২৬৯॥

অথ আগমনম্ ।—

প্রেম সন্দর্শয়ন্ স্বেষু স্ববচঃসত্যতাঞ্চ সঃ । পুনঃ প্রিয়ং হরির্গোষ্ঠমাগচ্ছতি রথাদিনা ॥

স্ববচঃ, যথা শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৩৯।৩৫)—

"তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ । সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ ॥"

তথা (ভাঃ ১০।৪৫।২৩)—

"যাত যূয়ং ব্রজং তাত ! বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্ ।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্" ॥ ইতি ।

নিজপ্রিয়তমস্যাপি বচসা যদুমন্ত্রিণঃ । এতদেব বচঃ স্বীয়ং পুনস্তেনোজ্জ্বলীকৃতম্ ॥

যথা তত্রৈব (ভাঃ ১০।৪৬।৩৫)—

"হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্ব্বসাত্বতাম্ ।
যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ ॥" ২৭১ ॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথাগতিমাহ প্রেমেতি ॥ মথুরাং গচ্ছতো হরেঃ 'শীঘ্রমাগমিষ্যামি' ইতি দূতদ্বারা গোপীঃ প্রতি বাক্যম্, তাস্তথা ইতি ॥ তচ্চ বাক্যং পিতরং নন্দং প্রত্যুবাচ "যাত যূয়মিতি । জ্ঞাতীন্—সগোত্রান্ । সুহৃদাম্—উগ্রসেনাদীনাম্ ॥ তদেব বাক্যমুদ্ধবমুখেন স্পষ্টমভূদিত্যাহ নিজেতি । উজ্জ্বলী-

---

আবির্ভাব ও আগতিভেদে সঙ্গতি দ্বিবিধ ।

সেই সঙ্গতি অর্থাৎ মিলন আবার শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আবির্ভাব ও আগমন ভেদে দুই প্রকারে সম্ভব হইয়া থাকে। তন্মধ্যে আবির্ভাব যথা—বিরহজনিত ক্লান্তির উদ্রেকে সকল প্রেষ্ঠজনের চিত্ত যখন অধীর হইয়া যায়, তখনই শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্র হইয়া অতর্কিতভাবে তাঁহাদের সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হন। আচ্ছা কতকাল পরে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল ? মাসত্রয় অতীত হইলে উদ্ধব ব্রজে আগমন করেন, তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ ব্রজবাসিগণ যখন উদ্ধবের নিকট তাঁহার সংবাদ শ্রবণ করিলেন, তখন হইতে বনমালি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। দ্বারকাস্থ শ্রীকৃষ্ণের যে ব্রজে প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহা বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণাদি গ্রন্থে বহুপ্রকারে বারম্বার বর্ণিত হইয়াছে। যদিবল মথুরাগমনের তিনমাসের পর শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ নয়নগোচর হইলেন, কেবল যে নয়নগোচর হইলেন, তাহা নহে, ব্রজবাসিগণ এরূপ অনুভবও করিতে লাগিলেন যে তাঁহার সহিত বিহার করিতেছি। তাহাহইলে শ্রীকৃষ্ণের এই আকস্মিক দর্শন ও সম্মিলন লাভের পর হইতে তাঁহার মথুরাগমন সম্বন্ধে ব্রজবাসিগণের মনের কিরূপ ভাব হইয়াছিল ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—আবির্ভাবের পর হইতে ব্রজবাসিগণ মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কখনই অন্যত্র গমন করেন না, তবে যে শুনিতে পাই তিনি মথুরায় গিয়াছেন, তাহা আমাদের স্বপ্ন মাত্র ।২৭১।

কৃতম্—অসন্দিগ্ধতাং নীতম্ ॥ উদ্ধববচশ্চাহ "হত্বা কংসমিতি"। যৎ—বচঃ, "যাত যূয়ম্" (ভাঃ ১০।৪৫।২৩) ইত্যাদি প্রাহ। করোতীতি—"বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বা" (পাঃ ৩।৩।১৩১) ইতি সূত্রাৎ লট্ ; শীঘ্রমেবায়াস্যতীত্যর্থঃ ॥২৭১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

প্রেমেতি। স হরিঃ স্বেষু ভক্তেষু প্রেম স্বস্য বচসঃ সত্যতাঞ্চ দর্শয়ন্ দর্শয়িতুং প্রিয়ং গোষ্ঠং শ্রীমন্নন্দাবাসস্থানং আগচ্ছতীত্যন্বয়ঃ। অত্রাগচ্ছতীত্যনেনৈষাপি লীলা নিত্যতেতি দ্যোতিতম্। স্বপ্রস্থানে-স্বকর্ত্তৃক-শ্রীমথুরাগমনবিষয়ে। তপ্যতীস্তপ্যমানাস্তাঃ শ্রীব্রজাঙ্গনা বীক্ষ্য বিশেষেণ জ্ঞাত্বা অহমায়াস্যে ইতি দৌত্যকৈর্দূতবচনৈঃ সান্ত্বয়ামাসেত্যন্বয়ঃ। নন্বু দূতবাক্যৈস্তাসাং কথং সান্ত্বনমিত্যাহ সপ্রেমৈরিতি। যূয়ং মে বহিশ্চরপ্রাণাঃ যুষ্মান্ বিনা ক্ষণমপি কুত্রাপি স্থাতুং ন সমর্থোঽস্ম্যতএবাগতপ্রায়োঽহমিত্যাদিপ্রেমশালিভিরিত্যর্থঃ। যাতেতি। হে তাত হে পিতঃ যূয়ং যাত গচ্ছত। নন্বু প্রাণস্বরূপং ত্বাং বিহায় গন্তুং ন শক্নুমঃ ত্বয়া সহ বয়ং গচ্ছাম ইত্যত আহ সুহৃদাং যুষ্মাকমেব প্রেয়সাং সুখং বিধায় বো যুষ্মান্ জ্ঞাতীংশ্চ চকারাৎ অন্যান্ শ্রীগোপান্ বান্ধবরূপান্ দ্রষ্টুমেষ্যামঃ। ননূপরোধপরিহারায় তাদৃশং তস্য তান্ প্রতি বচনবৃন্দমিত্যত আহ নিজেতি। যদুমন্ত্রিণঃ শ্রীমদুদ্ধবস্য। তেন শ্রীকৃষ্ণেন। তস্মাদ্ভক্তবচনং কদাপি ন ব্যভিচারীতি দ্যোতিতম্। সর্ব্বসাত্বতাং প্রতীপং প্রতিকূলং কংসং হত্বা যৎ "যাত যূয়ং ব্রজং তাতেত্যাহ তদেব সমাগত্য সত্যং করোতীত্যন্বয়ঃ। অত্র সর্ব্বপদং তদেকনিষ্ঠশ্রীমদক্রুরাদ্যতিরিক্তপরং ; সর্ব্বশুক্লা সরস্বতীতিবৎ সর্ব্বস্বদাক্ষিণ্যাধিকরণাৎ প্রত্যেতব্যম্ ॥২৭১॥

অথ আগতি বা আগমন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন বর্ণিত হইতেছে যথা শ্রীকৃষ্ণ স্বজনবর্গের প্রতি প্রেম এবং উগ্রসেনাদি সুহৃদ্বর্গের সুখবিধান করিয়া শীঘ্রই ব্রজে আগমন করিবেন ইত্যাদি নিজবাক্যের সত্যতা দেখাইবার নিমিত্ত রথাদিতে অরূঢ় হইয়া পুনরায় নিজপ্রিয় গোষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীনন্দ ব্রজে আগমন করিয়া ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণবাক্য—অক্রুরের রথে—আরূঢ় হইয়া মথুরায় গমনোদ্যত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরামাগণকে সাতিশয় দুঃখান্বিতা দেখিয়া দূতদ্বারা তাঁহাদিগকে প্রেমময় সান্ত্বনা বাক্যে বলিয়াছিলেন—আমি শীঘ্রই আসিতেছি, শ্রীকৃষ্ণের গেপীগণের প্রতি সেই সান্ত্বনা বাক্য যথা—শ্রীকৃষ্ণ মথুরাগমন বিষয়ে সেই ব্রজাঙ্গনাদিগকে তাদৃশ দুঃখিতা জানিয়া আমি শীঘ্রই আসিব এইরূপ প্রেমযুক্ত দূতবাক্যদ্বারা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। অনন্তর স্বীয় পিতা শ্রীনন্দকে যাহা বলিয়াছিলেন সেইবাক্য দেখাইতেছেন—হে পিতঃ! অপনারা ব্রজে গমন করুন, আমরা এখানের সুহৃদ্বর্গ উগ্রসেনাদির সুখ সম্পাদন করিয়া স্নেহদুঃখিত জ্ঞাতিবর্গ আপনাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত অচিরেই ফিরিয়া আসিতেছি। শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যটি শ্রীউদ্ধবের মুখে আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে যথা—নিজের প্রিয়তম, যদুকুলের মন্ত্রী শ্রীউদ্ধব দ্বারাও পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ সেই বাক্যের অসন্দিগ্ধতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীউদ্ধব বাক্য বলিতেছেন—নিখিল যাদবকুলের

তৎসত্যতা প্রকটিতা দ্বারকাবাসিনাং গিরা ॥

যথা শ্রীপ্রথমে (ভা° ১।১১।৯)—

"যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্ কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।
তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্ রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুত ! ॥" ইতি।

অত্র কারিকে।—

ভো অম্বুজাক্ষ ! সুহৃদাং নন্দাদীনাং দিদৃক্ষয়া। ভবানপসসারাস্মানপহায় গতো মধূন্।
মথুরামিতি বিস্পষ্টং মথুরামণ্ডলে ব্রজম্। তদানীং সুহৃদাং তত্র মধুপুর্য্যামভাবতঃ ॥২৭২॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

"আয়াস্যে" ইত্যস্য "যাত যূয়ম্" ইত্যাদিকস্য চ বচসঃ সত্যত্বং তু দ্বারকাবাসিবচনাৎ অবগত-মিত্যাহ তৎসত্যতেতি। সত্যভাষী খলু কৃষ্ণঃ; "নানৃতং হি বচো বিপ্র ! প্রোক্তপূর্ব্বং ময়ানঘ !।" (হ° বং ১২৫।৩৭) ইতি হরিবংশে দেবর্ষিং প্রতি কৃষ্ণবাক্যাৎ; "সত্যবাক্ সতসঙ্কল্পঃ" ইতি ব্রহ্মাণ্ডে তন্নামস্তোত্রাচ্চ; যঃ কদাচিদপি কুত্রাপ্যনৃতং ন বক্তি, সোঽতিপ্রিয়েষু কথং তদ্ বদেদিতি ॥ বাক্যার্থাচারমাহ যর্হ্যম্বুজাক্ষেতি। হে অম্বুজাক্ষ ! যর্হি অস্মান্ অপহায়—ত্যক্ত্বা, ভবান্ পাণ্ডবানাং সুহৃদাং দিদৃক্ষয়া কুরূন্ অপসসার, নন্দাদীনাং সুহৃদাং দিদৃক্ষয়া মধূন্ বা দেশান্, অপসসার—গচ্ছতি স্ম, তদা নঃ—অস্মাকং, ক্ষণঃ কোট্যব্দতুল্যো ভবেৎ। রবিং বিনাক্ষ্ণোরিতি—যথা রবিং বিনা নেত্রয়োরান্ধ্যং, তথাস্মাকং ত্বাং বিনেতি ॥ কারিকাভ্যাং পদ্যং ব্যাচষ্টে ভো অম্বুজাক্ষেত্যাদিনা। ননু মধুশব্দেন মথুরা আয়াতি, ব্রজঃ কথমিতি চেৎ ? তত্রাহ ব্রজস্য মথুরামণ্ডলত্বাদ্ গ্রহণম্। এতচ্চ কস্মাৎ ? তত্রাহ তদানীমিতি—"তত্র যোগপ্রভাবেন নীত্বা সর্ব্বজনং হরিঃ।" (ভা° ১০।৫০।৫৭) ইতি সর্ব্বশব্দোপাদানেন তস্যাং প্রজামাত্রাণামভাবাৎ তদ্বর্ত্তিনঃ সুহৃদস্তদেকদেশস্থা নন্দাদয়ো গৃহীতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৭২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তৎসত্যতেতি। সা চাসৌ সত্যতা চেতি। যর্হীত্যত্র টীকা-অর্ভকা ইব সকরুণমাহুঃ যর্হি যদা ভো অম্বুজাক্ষ নো ভবানিতি পাঠে ন ইত্যনাদরে ষষ্ঠী অস্মাননাদৃত্যাপসসার অপহায় জগাম কুরূন্ হস্তিনাপুরং মধূন্ মথুরাং বা তত্র তদা রবিং বিনা অন্ধ্যাদক্ষ্ণোর্যথা এবং তব নঃ ত্বদীয়ানামস্মাকমপীত্যর্থ ইত্যেষা। অত্র কুরূন্ মধূনিতি দেশবাচিত্বেন বহুত্বম্। তস্মাদ্ধস্তিনাপুরং শ্রীযুধিষ্ঠিরাদীনাং দিদৃক্ষয়া মথুরাং শ্রীনন্দাদীনাং দিদৃক্ষয়া। এতত্তু কারিকয়োর্ব্যক্তীভবিষ্যতি। বিবৃণোতি ভো ইতি। অস্মানপহায়েতি শেষস্থল ইতি পদস্য অনাদর এব ষষ্ঠী বিধানাৎ পাঠান্তরপরমিতি চেন্নো ইত্যর্থবৈয়র্থ্যাং স্যাৎ। যদ্বা অপসসারেত্যস্য বিবৃতিঃ কৃতা; অস্মানিত্যস্যার্থাক্ষেপলভ্যত্বাৎ। অর্থাপত্তি প্রমাণলভ্যস্য ব্রজস্য হেতুং দর্শয়ন্নাহ তদানীমিতি। সর্ব্বেষাং প্রকটলীলায়াং দ্বারকাগমনাৎ ॥২৭২॥

প্রতিকূল কংসকে রঙ্গস্থলে বিনাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগকে যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য করিবার নিমিত্ত অতি শীঘ্র এখানে আগমন করিবেন ॥২৭১॥

কিঞ্চ—

রথেন মথুরাং গত্বা দন্তবক্রং নিহত্য চ। স্পষ্টং পাদ্মে পুরাণেঽস্য কৃষ্ণস্যোক্তা ব্রজাগতিঃ ॥

তদ্‌গদ্যং পদ্যঞ্চ যথা (প০ পূ০, উ০ খ০ ২৭৯।২৪—২৬)—

"কৃষ্ণোঽপি তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভিবাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুসেকমালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃদ্ধান্ প্রণম্যাশ্বাস্য বহুরত্নবস্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রস্থান্ সর্ব্বান্ সন্তর্পয়ামাস ॥

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমনকালে অক্রুরের রথে আরোহণ করিলে ব্রজরামাগণ সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করতঃ তাঁহার গমনে বিঘ্ন ঘটাইলে, তাঁহাদের তৎকালীন অবস্থা দর্শনে ব্রজ জীবন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে প্রেমময় সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন হে গোপীগণ! আমি শীঘ্রই আসিতেছি এই প্রকার প্রীতিময় বাক্যে সন্ত্বনা দিয়া এবং স্বীয় পিতা শ্রীনন্দকে বলিলেন হে পিতঃ! আপনারা ব্রজে গমন করুন, আমি সুহৃদ্বর্গ উগ্রসেনাদির সুখ সম্পাদন করিয়া স্নেহদুঃখিতা জ্ঞাতিবর্গ আপনাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত অচিরেই ফিরিয়া আসিতেছি। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন সেই বাক্যদ্বয়ের সত্যতা দ্বারকাবাসি গণের বাক্য হইতে স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা সত্যভাষী। হে অনঘ বিপ্র! আমি পূর্ব্বে কোনদিন অসত্য বাক্য প্রয়োগ করি নাই, শ্রীকৃষ্ণ হরিবংশে দেবর্ষি নারদের প্রতি এইপ্রকার বলিয়াছেন। অনন্তর ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের সহস্রনাম স্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণকে সত্যবাক্ ও সত্যসঙ্কল্প বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং যিনি কোন সময় কোন স্থানেও মিথ্যা বাক্য বলেন নাই, তিনি প্রাণপ্রিয় ব্রজবাসিগণের নিকট মিথ্যা বলিলেন কি প্রকারে? ইহা দ্বারকাবাসির আচরণে সুস্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যথা—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে হে কমলনয়ন! আপনি যখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সুহৃদ্বর্গ পাণ্ডব গণকে দেখিবার জন্য হস্তিনা পুরে গমন করিলেন এবং প্রিয় সুহৃদ্‌বর্গ শ্রীনন্দাদিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত মথুরামণ্ডল ব্রজে গমন করিলেন, তখন আমাদের ক্ষণকাল সময়ও কোটি বৎসর বলিয়া মনে হয়। হে অচ্যুত! সূর্য্য নাথাকিলে যেমন নেত্রদ্বয় অন্ধ হইয়া যায়, তোমাকে না দেখিয়া আমাদের সেই প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার দুইটি কারিকা দ্বারা শ্লোকার্থের ব্যাখ্যা করিতেছেন যথা—ভো অম্বুজাক্ষ! সুহৃদ্বর্গ শ্রীনন্দাদির দেখিবার ইচ্ছায় আপনি যখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মধুপুর ব্রজে গমন করিয়াছিলেন। যদিবল মধুশব্দে মথুরা বোঝায়, কিন্তু মধুশব্দে ব্রজ কি প্রকারে উপপত্তি হয়? তদুত্তর—ব্রজশব্দ এইস্থলে মথুরামণ্ডল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আচ্ছা ব্রজ শব্দে মথুরামণ্ডল ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? তদুত্তর—যেকালে দ্বারকাবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্বোক্ত বাক্যে স্তব করিয়াছিলেন' সেই সময় মথুরায় কোন সুহৃদ্বর্গ বিদ্যমান ছিল না, কারণ কালযবন বধের পর শ্রীকৃষ্ণ যোগ প্রভাবে মথুরাবাসি সমস্ত প্রজাবৃন্দকে দ্বারকায় লইয়া গিয়াছিলেন। অতএব সমস্ত পদ গ্রহণে মথুরায় কোন প্রজা না থাকায় এইস্থানে মথুরা শব্দ সুস্পষ্টরূপে মথুরামণ্ডল অন্তবর্ত্তি ব্রজ ধামকে এবং সুহৃদ্বর্গ বলিতে ব্রজেন্দ্র শ্রীনন্দাদি গোপগণকে গ্রহণ করিতে হইবে ॥২৭২॥

কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষসমাচিতে। গোপনারীভিরনিশং ক্রীড়য়ামাস কেশবঃ।। রম্যকেলিসুখেনৈব গোপবেশধরঃ প্রভুঃ। বহুপ্রেমরসেনাত্র মাসদ্বয়মুবাস হ।।" ইতি।

অত্র কারিকা।—

যদুত্তীর্য্যেত্যুত্তরণন্তদাপ্লবনমুচ্যতে। দুষ্টং হত্বা ব্রজে যানং স্নানপূর্ব্বমিহোচিতম্ ।। অতঃ প্রকটলীলায়ামপ্যযোগোঽল্প এব হি। ইতি ধামত্রয়ে কৃষ্ণো বিহরত্যেব সর্ব্বদা ॥২৭৩॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

'রথাদিনা হরির্গোষ্ঠমাগচ্ছতি' ইত্যস্মাদ্ বাক্যান্ন লব্ধং, তৎ পাদ্মবাক্যেনোপলম্ভয়িতুমাহ কিঞ্চ রথেনেত্যাদিনা। চকারাৎ তদ্ভ্রাতরং বিদূরথঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ মাসদ্বয়ং ব্যাপ্য, উবাস—প্রকটং চিক্রীড়ে ইত্যর্থঃ ॥ পাদ্মবাক্যং ব্যাখ্যাতি যৎ উত্তীর্য্যেতি। দুষ্টং—দন্তবক্রম্ ॥ প্রকরণং যোজয়তি অত ইতি। অল্প—ত্রৈমাসিকঃ ॥ ধামত্রয়ে লীলা নিত্যেতি যোজয়তি ইতীতি ॥২৭৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

বিবৃণোতি স্পষ্টং। কৃষ্ণোঽপি তং সভ্রাতরং দন্তবক্রম্। পিতরৌ শ্রীযশোদানন্দৌ অভিবাদ্য সাষ্টাঙ্গং প্রণম্য তব পুত্রোঽহং কার্য্যান্তরে অন্যত্র গতোঽস্মি সম্প্রতি কুতো ন গচ্ছামীত্যাশ্বাস্য তত্রস্থান্ শ্রীশ্রীদামাদীন্। কালিন্দ্যা ইতি সর্ব্বেষামাদৌ সম্ভাষণানন্তরমেতস্যা লীলায়া কর্ত্তব্যত্বেন হার্দ্দত্বাচ্চর-মোট্টঙ্কঃ। অন্যথা নিশ্চিন্ততা বাধঃস্যাদতএবাত্রৈবানিশমিতিপ্রয়োগঃ। গোপবেশধর ইতি শ্রীব্রজস্থানাং রাজবেশেঽত্যন্তানাদরাত্তদ্রূপধরঃ সন্নিতি পূর্ণতমত্বং দর্শিতম। রম্যকেলিসুখেনেতি বহুপ্রেমরসেনেতি চ প্রেমবাহুল্যেনোপভোগাতিরেকাৎ সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগো দ্যোতিতঃ। যদুক্তং শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—দুর্ল্ল-ভালোকয়োর্য়ূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ। উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমানিতি। যমু-নায়াঃ পারং গত্বেতি ; তদানীং যমুনায়া মধ্যবর্ত্তিত্বাদিতি কেষাঞ্চিদ্ব্যাখ্যানেঽসন্তোষাদেবাহ যদুত্তীর্য্যেতি। উত্তীর্য্য আপ্লাব্য স্নাত্বেতি যাবৎ ; "তৃ প্লবনতরণয়োরিতি ধাত্বর্থাত্তদেব ফলিতার্থত্বেনাহ উত্তরণং তদা প্লবনমিতি উচ্যতে অভিধীয়তে ; ধাত্বর্থেন তল্লাভাৎ লক্ষণাদীনামনবসরত্বাৎ। কথসমৌ স্নাত্বা ব্রজং জগামেত্যাহ দুষ্টমিতি। যানং গমনম্। অত আভ্যাম্ আবির্ভাবাগতিভ্যাম্। ইতি—অনেন প্রকটা-প্রকটপ্রকাশপ্রকারেণ ॥২৭৩॥

শ্রীকৃষ্ণ রথাদিতে আরোহণ করিয়া পুনর্ব্বার আপনার প্রিয় গোষ্ঠ ব্রজে আগমন করিয়াছেন, শাস্ত্র বাক্য হইতে এই প্রকার কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না, এই প্রকার আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া পুনরায় তাহা পদ্মপুরাণবাক্য দ্বারা প্রমাণ করিবার অভিলাষে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ রথে অরোহণ পূর্ব্বক মথুরায় গমন করিয়া দন্তবক্র ও তাহার ভ্রাতা বিদূরথকে নিহত করিয়া ব্রজে আগমন করিয়া-ছিলেন, এইরূপ ঘটনা পদ্মপুরাণে সুস্পষ্ট কথিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণীয় সেই গদ্য ও পদ্য যথা শ্রীকৃষ্ণ বিদূরথের সহিত দন্তবক্রকে বিনাশ পূর্ব্বক যমুনানদী উত্তীর্ণ হইয়া নন্দব্রজে গমন করতঃ স্বীয় দর্শনার্থ

ব্রজাগমনকালে চ পাদ্মোক্তেহন্যচ্চ বর্ত্ততে॥

যথা (পং পুং, উং খং ২৭৯।২৭)

"অথ তত্রস্থা নন্দগোপাদয়ঃ সর্ব্বে জনাঃ পুত্রদারাদিসহিতাঃ পশু-পক্ষি-মৃগাদয়শ্চ বাসুদেব প্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানমারূঢ়াঃ পরমং বৈকুণ্ঠলোকমবাপুঃ ॥"

অত্র কারিকে।—

ব্রজেশাদেরংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অবাতরন্। কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রাহিণোদিতি সাম্প্রতম্ ॥
প্রেষ্ঠেভ্যোহপি প্রিয়তমৈর্জনৈর্গোকুলবাসিভিঃ।
বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ ॥২৭৪॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ননু পাদ্মে নন্দাদীনাং বৈকুণ্ঠগতেরুক্তত্বাৎ ব্রজে তৎসম্বদ্ধা লীলা ন স্যাৎ, ততঃ কথং ব্রজলীলা নিত্যা? ইতি শঙ্কাং বিহন্তুমাহ ব্রজাগমনেতি॥ পাদ্মবাক্যমাহ অথ তত্রেতি। বাসুদেবস্য—বসুদেবাদাগতস্য নন্দসূনোঃ, প্রসাদেন—অনুগ্রহেণেত্যর্থঃ॥ গদ্যার্থং সঙ্গময়তি ব্রজেশাদেরিতি। দ্রোণাদ্যা ইতি—আদ্যপদাৎ তৎপরিকরাণাং গ্রহণম্॥ নন্দাদীংস্তু ব্রজস্য অপ্রকটে প্রদেশে স্থাপয়ামাস স্বয়ঞ্চ তৈঃ সার্দ্ধং তস্থাবিত্যাহ প্রেষ্ঠেভ্যোহপীতি ॥২৭৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ব্রজকর্ম্মকাগমনসময়ে যৎ পাদ্মেন উক্তং তস্মিন্নন্যদ্রহস্যম্। অথাপ্রকটসময়ে প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চমিশ্র-লীলাপরিকরাণাং যথাযোগ্যধামস্থিতিং নিরূপ্য দর্শয়তি অথেতি। নন্দগোপাদয়ঃ শ্রীমন্নন্দরাজাদয়ঃ

উৎকণ্ঠিত জননী যশোদা ও পিতা শ্রীনন্দকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিলে পর, তাঁহারা স্নেহাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তদনন্তর গোপবৃদ্ধগণকে প্রণাম ও আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বহুবিধ রত্ন, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা তত্রস্থ সকলের পরিতৃপ্তি বিধান করিয়াছিলেন। গদ্যার্থ সমাপন করিয়া পদ্যার্থ বলিতেছেন—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পুণ্যবৃক্ষ—পরিবৃত রমণীয় যমুনা পুলিনে গোপীগণের সহিত অহর্নিশি লীলা করিতে লাগিলেন। এইরূপে গোপবেশে প্রভু রমণীয় লীলানন্দ এবং বিবিধ প্রেমরসে বিভোর হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে দুইমাস ব্যাপী প্রকট লীলা করিয়াছিলেন। প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার স্বয়ং পদ্মপুরাণোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন যথা—উত্তীর্ণ এই পদদ্বারা যে উত্তরণের বিষয়টি বর্ণনা করা হইয়াছে সেই উত্তরণ শব্দের অর্থ আপ্লাবন বা স্নান, কারণ দুষ্ট দন্তবক্রের বধের পর স্নান করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন করা উচিত। এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের সংযোগ করিতেছেন—অতএব আবির্ভাব ও আগমনহেতু প্রকট লীলাতেও বিরহ অতি অল্পকালই অর্থাৎ ত্রৈমাসিক হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার প্রকট ও অপ্রকট প্রকাশে গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা এই ধামত্রয়ে নিত্যই বিহার করিতেছেন ॥২৭৪॥

স্কান্দাযোধ্যামহিমনি সৌমিত্রেঃ শ্রূয়তে যথা ॥

তথাহি—

"ততঃ শেষাত্মতাং যাতং লক্ষ্মণং সত্যসঙ্গরম্। উবাচ মধুরং শক্রঃ সর্ব্বস্য চ স পশ্যতঃ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

লক্ষ্মণোত্তিষ্ঠ শীঘ্রং ত্বমারোহস্ব পদং স্বকম্। দেবকার্য্যং কৃতং বীর! ত্বয়া রিপুনিসূদন! ॥

বৈষ্ণবং পরমং স্থানং প্রাপ্নুহি স্বং সনাতনম্। ভবন্মূর্ত্তিঃ সমায়াতা শেষোঽপি বিলসংফণঃ ॥"

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

"গোপো ভূপে বল্লবে চেত'নুশাসনাৎ। পুত্রদারাদিসহিতাঃ পুত্রাঃ শ্রীকৃষ্ণাদয়ঃ দারাঃ শ্রীযশোদাদয়ঃ তৎসহিতাস্তত্রস্থা নত্বন্যত্রগা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠানাং তেষাং তদতিরিক্তধামাভাবাদিত্যপ্রপঞ্চস্থানপ্রপঞ্চঃ। প্রপঞ্চানাং স্থানং প্রপঞ্চয়তি সর্ব্বে জনাঃ শ্রীদ্রোণাদয়স্তদংশা অবতার সময়ে যে আগতাস্ত এব বাসুদেবস্য বসুদেবপুত্রস্য প্রসাদেন পরমং মহান্তং পরা উৎকৃষ্টা মা লক্ষ্ম্যা যস্মিন্ বা তং বৈকুণ্ঠলোকং অবাপুঃ প্রাপ্তবন্ত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বমেতৎ কারিকাসু ব্যক্তী ভবিষ্যতি ॥ বিবৃণোতি ব্রজেশাদেরিতি কৃষ্ণঃ শ্রীবাসুদেবঃ সাম্প্রতং যোগ্যম্ ॥ তত্রস্থা নন্দগোপাদয় ইতি ব্যাচষ্টে প্রেষ্ঠেভ্যোঽপীতি ॥২৭৪॥

শ্রীব্রজলীলার নিত্যতা।

শ্রীব্রজলীলার নিত্যতা প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন—যদিবল পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে ব্রজপরিকর শ্রীনন্দাদির বৈকুণ্ঠে গমনের পর শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনন্দাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের আর কোন লীলা সম্বন্ধ ঘটে নাই এবং শাস্ত্রেও বর্ণিত হয় নাই, সুতরাং শ্রীবৃন্দাবন লীলা কি প্রকারে নিত্য হইতে পারে? এই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত বলিতেছেন—পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন কালে যে সকল ঘটনার বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন আরও বহু রহস্য সেই পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। যথা পদ্মপুরাণে—অনন্তর ব্রজলীলার অপ্রকট কাল উপস্থিত হইলে নিত্যসিদ্ধ শ্রীনন্দাদি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীযশোদার সহিত এবং তত্রস্থ পশু, পক্ষী ও মৃগাদির সহিত বৃন্দাবন লীলার অপ্রকট প্রকাশ প্রদেশে তিরোহিত হইলেন। অনন্তর অংশী শ্রীনন্দাদির যে অংশভূত দ্রোণ প্রভৃতি বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণ সেইস্থানে বিদ্যমান ছিলেন. তাঁহারা বসুদেব হইতে প্রকটিত নন্দপুত্র শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে দিব্যরূপ ধারণও বিমান আরোহণ পূর্ব্বক পরম বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিলেন। প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার স্বকৃত কারিকাদ্বারা গদ্যার্থের সঙ্গতি করিতেছেন যথা—শ্রীকৃষ্ণ নন্দাদি ব্রজবাসিগণকে শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট প্রদেশে অবস্থান করাইলে অংশী ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দাদির অংশভূত যে দ্রোণ ও তাঁহার পরিকর প্রভৃতি মথুরামণ্ডলে অবতরণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকেই বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়াছিলেন, এই প্রকার সিদ্ধান্তই যুক্তি সঙ্গত। আর স্বয়ং শ্রীনন্দনন্দনের অতিশয় প্রিয়তম ভক্ত যে ব্রজবাসিগণ, তাঁহাদের সহিত তিনি সর্ব্বদাই শ্রীবৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন ॥২৭৪॥

ততশ্চ—

"ইত্যুক্ত্বা সুররাজেন্দ্রো লক্ষ্মণং সুরসঙ্গতঃ।
শেষং প্রস্থাপ্য পাতালে ভূভারধরণক্ষমম্।
লক্ষ্মণং যানমারোপ্য প্রতস্থে দিবমাদরাৎ ॥" ২৭৫ ॥ ইতি।

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নন্ু নন্দাদিষু দ্রোণাদীনাং সংযোগঃ পুনস্তেভ্যস্তেষাং নিষ্কাসনং বৈকুণ্ঠে নয়নমিত্যপূর্ব্বমিব কিমুচ্যতে ? ইত্যত্র দৃষ্টান্তত্বেনাহ স্কান্দাযোধ্যেতি॥ তত ইতি। শেষাত্মতাং—শেষসংযোগং যাতং লক্ষ্মণম্॥ অয়মর্থঃ।—শ্রীরামেণ সহাবতীর্ণে সঙ্কর্ষণব্যূহে লক্ষ্মণে পাতালতলস্থো ভূধারী শেষঃ সাযুজ্যং প্রাপ্য অস্থাৎ, দেবকার্য্যে নির্ব্বৃত্তে লক্ষ্মণাৎ শেষো নিষ্ক্রম্য পাতালমগাৎ, লক্ষ্মণস্তু বৈষ্ণবং পদমিত্যংশিন্যংশযোগস্ততো নির্গমশ্চেতি নাপূর্ব্বম্; অপিতু শাস্ত্রসিদ্ধমেবেতি ॥২৭৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নন্বেতদদ্ভুতমিব তে বচ ইতি বিবদন্তং প্রতি আহ স্কান্দেতি। শ্রীসৌমিত্রেঃ শ্রীলক্ষ্মণস্য। শেষাত্মতাং যাতং সত্যসঙ্গরং ন্যায়যুদ্ধকম্ সর্ব্বস্য পশ্যতঃ সম্বন্ধে পশ্যন্তং সর্ব্বমনাদৃত্যেতি বা পদমিতি পথ্যতেঽনেনেতি পদং যানম্। স্বকং স্বকীয়ং প্রাচীনং ত্বদীয়ং রথমিত্যর্থঃ। "লক্ষ্মণং যানমারোপ্যেতি" বক্ষ্যমাণাৎ। যানমারুহ্য কিং কুর্ব্বত ইত্যত আহ বৈষ্ণবমিতি। পরা মা লক্ষ্মো যত্র তৎ পরমং স্বমসাধারণং স্বকীয়ং বা সনাতনং নিত্যম্। ভবন্মূর্ত্তির্ভবতোঽংশঃ। সুরসঙ্গতঃ সুরসঙ্গেন। যদ্বা সুরসঙ্গঃ সন্ প্রথমাতৃতীয়য়োস্তসিঃ। আদ্যাদেরাকৃতিগণত্বেন সংগ্রাহ্যত্বাৎ। যদ্বা সুরান্ সঙ্গতঃ ইতি দ্বিতীয়াশ্রৈরিতি দ্বিতীয়াসমাসঃ। ভূভারহরণক্ষমং নতু শ্রীবিষ্ণুশয্যারূপং; তস্য তাবৎ সর্ব্বত্রান্বয়াৎ। প্রতস্থে প্রস্থাপিতবান্ ণার্থত্বাৎ। যদ্বা স্বয়মগমৎ ॥২৭৫॥

অংশীর সহিত অংশের সাযুজ্য ও কার্য্যাবসানে পুনর্ব্বার অংশী হইতে নিষ্কাসন প্রতিপাদনার্থ লক্ষ্মণের দৃষ্টান্ত।

যদিবল ব্রজপরিকর শ্রীনন্দাদির সহিত পূর্ব্বাবতারের ধরা ও দ্রোণ প্রভৃতি সংযোগ বা সাযুজ্য প্রাপ্ত হইলে পুনরায় প্রকট ব্রজলীলার অপ্রকটকাল উপস্থিত হইলে শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদা হইতে পুনরায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরপদ বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন, এই প্রকার অপুর্ব্ব অর্থাৎ শাস্ত্রদৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত রহিত বাক্য সকল কি প্রকারে বলিতেছেন ? এই আশঙ্কা পরিহারার্থ শাস্ত্রাদির দৃষ্টান্তের সহিত ইহার উত্তর প্রদান করিতেছেন যথা—স্কন্দপুরাণে অযোধ্যা মাহাত্ম্যে লক্ষ্মণের বিষয়ও এইরূপ শেষাত্মতা শ্রবণ করা যায় যথা—তদনন্তর ইন্দ্র অনন্তদেবের সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত ও সত্যপ্রতিজ্ঞ লক্ষ্মণকে সর্ব্বসমক্ষে মধুরস্বরে বলিলেন—হে লক্ষ্মণ। শীঘ্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বীয় রথে আরোহণ কর। হে বীর! হে শত্রুতাপন। তুমি দেবকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ। এক্ষণে স্বীয় সনাতন পরম বৈষ্ণবধামে গমন কর।

লীলাঞ্চাপ্রকটাং তত্র দ্বারবত্যাং চিকীর্ষুণা। স্বয়ং প্রকাশ্যতে তেন মুনিশাপাদিকৈতবম্ ॥
দেবাদ্যংশাবতরণে যে তু বৃষ্ণিষ্বাবাতরন্। ক্ষীরাব্ধিশায়িরূপস্তৈঃ সার্দ্ধং স্বপদমাপ্নুয়াৎ ॥
নিত্যলীলাপরিকরা যে স্যুর্যদুবরাদয়ঃ।
তৈঃ সার্দ্ধং ভগবান্ কৃষ্ণো দ্বার্ব্বত্যামেব দীব্যতি ॥২৭৬॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

এবমেব দ্বারকায়াং নিত্যলীলাং নির্ণেতুমাহ লীলাঞ্চেতি। স্বয়ংভগবতি কৃষ্ণেঽবতরতি সতি ক্ষীরাব্ধিনিলয়োঽনিরুদ্ধস্তত্র প্রাবিশৎ, দেবাংশাস্তু যদুষু। অথ কৃষ্ণে দ্বারবত্যামেবান্তর্দ্ধিৎসৌ ক্ষীরাব্ধিনাথো দেবাংশাশ্চ স্বস্বপদং জগ্মুঃ, কৃষ্ণস্তু স্বীয়ৈঃ সার্দ্ধং দ্বারবত্যামেব ব্যরাজদিতি ॥২৭৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

শ্রীবৃন্দাবনপ্রপঞ্চাপ্রপঞ্চমিশ্রলীলাপরিকরাণাং যথাযোগ্যধামোক্ত্বা তথৈব শ্রীদ্বারকায়াং বক্তুং প্রক্রিয়ামারভতে লীলাঞ্চপ্রকটামিতি। তেন শ্রীবাসুদেবেন কৈতবং ছলমাত্রম্। বিশদয়তি দেবাদ্যংশেতি। দেবাদয়ঃ শ্রীকশ্যপ-কামদেব-কার্ত্তিকেয়াদয়ো যেঽংশা অর্থাৎ শ্রীবসুদেব-প্রদ্যুম্ন শাম্বাদীনামংশাস্তেষামব তরণে। ক্ষীরাব্ধিশায়িরূপঃ শ্রীমদনিরুদ্ধবিলাসরূপঃ। যৈঃ শ্রীকশ্যপাদিভিঃ সহ। স্বপদং স্বেষাং স্থানম্। তৈঃ যদুবরৈঃ সহ কৃষ্ণো দ্বার্ব্বত্যাং দীব্যত্যেব। দ্বার্ব্বত্যামেবেতি ব্যাখ্যানে মথুরায়াং তাদৃশত্বেন স্থিতের্বাধাপত্তিঃ স্যাৎ ; অপ্রকটপ্রকাশস্য তস্যাঽপ্রকটপ্রকাশৈর্নিজলীলাপরিকরৈঃ শ্রীবসুদেবাদিভিঃ সহ শ্রীমথুরায়াং সদা স্থিতিঃ ; অন্যথা "মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিরিতি" "পুণ্য মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরে" রিতি দশমচতুর্থীয়বচনমনর্থকং স্যাৎ ; প্রপঞ্চগতজনানান্তু স্বাংশিভিঃ প্রকট প্রকাশৈঃ সহ তদৈব শ্রীদ্বারকাগমনাত্তত্র দ্বারকায়ামেব বিশিষ্যোভয়লীলাসংযোগবিয়োগৌ কথিতাবিতি তত্ত্বম্ ॥২৭৬॥

আপনার অংশভূত ফণাবলী সুশোভিত অনন্তদেব শেষও সমাগত হইয়াছেন। ইত্যাদি। তদনন্তর দেবগণে পরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্র লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া ভূভার ধারণক্ষম শেষ অনন্তকে পাতালে প্রস্থাপিত করিয়া পরমাদর সহকারে লক্ষ্মণকে বিমানে আরোপণ করাইয়া স্বয়ং স্বর্গে গমন করিলেন। মর্ম্মার্থ এই যে যেমন শ্রীরামের সহিত সঙ্কর্ষণব্যূহ লক্ষ্মণ অবতীর্ণ হইলে পাতাল তলস্থ ভূধারী শেষ তাঁহাতে সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, পরে দেবকার্য্য নির্বৃত্ত হইলে শেষ লক্ষ্মণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পাতালে গমন করেন এবং লক্ষ্মণ বৈষ্ণবপদে গমন করেন। তদ্রূপ ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদাদির অংশ দ্রোণ ও ধরাদি প্রকট লীলায় ব্রজেশ্বরাদিতে সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, পরে প্রকটলীলার সমাপ্তি হইলে ব্রজেশ্বরাদি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বীয় পদে গমন করেন এবং শ্রীব্রজেশ্বরাদি শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশে অবস্থান করেন। অতএব অংশীতে অংশের সংযোগ ও তাহা হইতে নির্গম ইহা কোনই অপূর্ব্ব নয়, পরন্তু শাস্ত্রসিদ্ধ জানিতে হইবে ॥২৭৫॥

ধামাস্য দ্বিবিধং প্রোক্তং মাথুরং দ্বার্ব্বতী তথা। মাথুরঞ্চ দ্বিধা প্রাহুর্গোকুলং পুরমেব চ॥
যৎ তু গোলোকনাম স্যাৎ তচ্চ গোকুলবৈভবম্। স গোলোকো যথা ব্রহ্মসংহিতায়ামিহ শ্রুতঃ॥
[ব্র° সং° ৫।৪৩] ইতি।

"গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

তথাচ অগ্রে (ব্র° সং° ৫।৫৬—৫৭)--

"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো, দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী, চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্, নিমেষার্দ্ধাখ্যোঽপি ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং,বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কপিতয়ে॥২৭৭॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

প্রাগুক্তং ধামত্রয়ং কৃষ্ণস্যাহ ধামস্যেতি। ননু গোলোকোঽপি তস্য ধাম পঠ্যতে স কিংরূপ ইতি চেৎ? তত্রাহ যৎ ত্বিতি—গোকুলস্য বিভূতিঃ স ইত্যর্থঃ॥ তং বর্ণয়তি দেবীতি বুৎক্রমেণ যোজ্যং হরি-মহেশ দেবীধাম-স্বিত্যর্থঃ॥ শ্রিয় ইতি। যত্র পরমপুরুষঃ কান্ত একঃ কান্তাস্তু বহ্বাঃ, তাশ্চ গোপ্যঃ সর্ব্বাঃ শ্রিয় এব। যত্র, জ্যোতিঃ– চন্দ্রাদিতেজঃ, চিদানন্দং, তদাস্বাদ্যং রসগন্ধাদি চ তথা; পরাংশত্বাৎ॥ নিমেষার্দ্ধাখ্যো বেতি –প্রকাশান্তরেষু কালাবয়বানাং সত্ত্বাদিতি ভাবঃ। মায়াগন্ধাস্পর্শাৎ শ্বেতং সর্ব্বোর্দ্ধত্বাৎ দ্বীপং, ন তু ক্ষীরসিন্ধুমধ্যস্থমনিরুদ্ধদেবস্থানমিত্যর্থঃ॥২৭৭॥

শ্রীদ্বারকালীলার নিত্যতা।

শ্রীভগবানের লীলা, ধাম ও পরিকর প্রভৃতি সকলই নিত্য। শ্রীব্রজ লীলার নিত্যতা স্থাপন অনন্তর এক্ষণে তাঁহার দ্বারকাধামের নিত্যলীলা নির্ণয় করিবার অভিলাষে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ যে-কালে প্রকট দ্বারকালীলাকে অপ্রকট করিতে ইচ্ছা করিলেন, সেইকালে মুনিশাপাদি রূপা মায়াকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রপঞ্চমধ্যে অবতীর্ণ হন, সেইকালে ক্ষীরাব্ধিশায়ি অনিরুদ্ধ প্রভৃতিও তাঁহাতে প্রবেশ করেন এবং ইন্দ্রাদিদেবগণও নিত্যপার্ষদ যাদবগণে অংশতঃ প্রবিষ্ট হন। পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় অন্তর্দ্ধান করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিষ্ক্রান্ত ক্ষীরোদনাথ যাদবগণ হইতে নিষ্ক্রান্ত সেই দেবতাদির সহিত পুনর্ব্বার স্ব স্বধামে গমন করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট প্রকাশীয় দ্বারকাধামে স্বীয় পরিকর সমভিব্যহারে নিত্যই বিরাজ করেন। প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন--দেবাদির অংশ অবতরণ সময়ে যাঁহারা যদুবংশে অবতরণ করিয়াছিলেন, দ্বারকালীলার অপ্রকটকাল সমাগত হইলে ক্ষীরাব্ধিশায়ি অনিরুদ্ধ সেই সকল দেবগণের সহিত স্বধামে গমন করিলেন। আর নিত্যলীলার যে পরিকর যাদবগণ তাঁহাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদ্বারকার অপ্রকট প্রকাশে নিত্যই ক্রীড়া করিয়া থাকেন॥২৭৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

ধামগতলীলানাং নিত্যত্বং প্রদর্শ্য উক্তমপি বিশেষ্যং ভিনত্তি ধামস্যেতি। পুরং শ্রীমথুরাম্॥ অত্র প্রথমং শ্রীকৃষ্ণধাম্নঃ সমষ্ট্যা মথুরাবৃন্দাবনয়োরভেদেন দ্বৈবিধ্যমুক্ত্বা ব্যষ্ট্যা মথুরস্য দ্বৈবিধ্যেন ত্রৈবিধ্যঞ্চোদিতমেব ভিত্ত্বা। "যস্য বাসঃ পুরাণাদৌ খ্যাতঃ স্থানচতুষ্টয়ে। ব্রজে মধুপুরে দ্বারবত্যাং গোলোক এব চে"ত্যনেনোক্তস্যাপি ধামচতুষ্টয়ান্তঃপাতিনঃ শ্রীগোলোকস্য ধামচতুর্থত্বং শ্রীবৃন্দাবনীয়ৈশ্বর্য্যপ্রকাশরূপত্বং নিরূপয়ন্নাহ যত্ত্বিতি। যদ্ধাম গোলোকনাম-গোলোকাখ্যং সর্ব্বোৎকৃষ্টং শ্রীপরমব্যোমোপরি বর্ত্ততে তদেগাকুলস্য তদাখ্যশ্রীবৃন্দাবনস্য বৈভবং ঐশ্বর্য্যং প্রকাশরূপমিত্যর্থঃ। পরিকরানাং সাজাত্যেন প্রকাশতা সা চাভিমানভেদাদ্গৌণী। তাদৃশমহৈশ্বর্য্যাচ্ছাক্তত্বেনৈশ্বর্য্যং; বৈভবশব্দস্য বিভুত্বার্থতয়া ঐশ্বর্য্যপ্রকাশানতিরিক্তত্বং বোধ্যম্। তস্য গোলোকস্য শ্রীগোকুলৈশ্বর্য্যপ্রকাশরূপত্বং শ্রীদশমেঽপ্যুক্তম্—"নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ম্। কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোঽব্রবীৎ॥ তে চৌৎসুক্যধিয়ো রাজন্মত্বা গোপাস্তমীশ্বরম্। অপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মামুপাধাস্যদধীশ্বরঃ॥ ইতি স্বানাং স ভগবান্ বিজ্ঞায়াখিলদৃক্ স্বয়ম্। সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়ৈতদচিন্তয়ৎ॥ জন বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ। উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ। দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরং॥ সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্। যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ॥ তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ। দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরা॥ নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ। কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ॥ (ভা° ১০।২৮।৯-১৬) ইতি। এষাময়মর্থঃ—অতীন্দ্রিয়মদৃষ্টপূর্ব্বং লোকপালানাং মহোদয়মৈশ্বর্য্যম্। তেষাং লোকপালানাং। লোকপালস্য মহোদয়মিতি শ্রীস্বাম্যুক্তিস্তেষামিত্যত্র তদীয়ানামিত্যভিপ্রায়াৎ। বিস্মিতঃ পরমমাধুর্য্যাবিষ্টত্বেনৈশ্বর্য্যাননুসন্ধানাৎ বিস্ময়ং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। অতএব শ্রীনন্দাদীনামৈশ্বর্য্যসঙ্কল্পো জাত নতু মাধুর্য্যদর্শনসঙ্কল্পঃ; সত্য স্বত এব নিরন্তরাস্বাদনাৎ। নিকৃষ্টমুৎকৃষ্টং বা বস্তু যদেষামদৃষ্টচরং তস্য দিদৃক্ষা তেষাং জায়ত এবেতি ভাবঃ। অপি কিং সূক্ষ্মামস্মাভিরভিসন্ধাতুমশক্যাং স্বগতিং স্বস্যাত্মীয়স্য প্রকাশস্য গতিং স্থানং শ্রীগোলোকাখ্যমিতি শ্রীসরস্বতীকৃতো বাস্তবোঽর্থঃ। তেষান্তু সংমুগ্ধাকারত্বেনোক্তির্মাধুর্য্যপোষিকা। উপাধাস্যৎ উপধাস্যতি নোঽস্মান্ প্রাপয়িষ্যতীতি সঙ্কল্পিতবন্ত ইতি শেষঃ। ইতি এতং সঙ্কল্পং স্বমাত্মনৈব বিজ্ঞায় কৃপয়া বন্ধুজনোচিতস্নেহেন যথাঽন্যো বন্ধুজনোঽন্যেষাং বন্ধুজনানাং যত্র মনোরথো জায়তে তৎসম্পাদয়তি তদ্বন্নতু পরমার্থাতিশয়ত্বপ্রতিপিপাদয়িষয়েতি ভাবঃ। এতস্মিল্লোঁকে বৃন্দাবনাখ্যস্থানে বর্ত্তমানো জনঃ শ্রীনন্দাদিঃ স্বামসাধারণীং স্বকীয়াং বা গতিং স্থানং শ্রীবৃন্দাবনাখ্যং ভ্রমন্ সদৈব চরন্ অবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ করণৈরুচ্চাবচাসু দেবতির্য্যগাদিষু গতিষু যা গতিস্তাং ন বেদ সদৈবৈকত্র শ্রীবৃন্দাবনে বর্ত্তমানঃ সুখদুঃখপ্রদামন্যাং কাঞ্চিদপি গতিং ন জানাতীত্যর্থঃ। শ্রীবৃন্দাবনেতু য এবং ন চরতি স এব সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি ধ্বনিঃ। তস্মাদেনং মহৈশ্বর্য্যপ্রকাশরূপং শ্রীগোলোকমবশ্যং দর্শয়িষ্যামীত্যুদ্ধ্বনিঃ। তত্র তৎ দৃষ্ট্বাস্য মনো ন প্রসন্নং ভবিষ্যতীত্যতোঽত্রৈব পুনঃ

কলয়ামীত্যনুরণনধ্বনিঃ। ইতি পূর্ব্বোক্তম্। মহাকারুণিকঃ বন্ধুজনোচিত-মহাস্নেহবান্। গোপানাং লোকং গোলোকং স্বমাত্মৈশ্বর্য্যপ্রকাশরূপং পরমুৎকৃষ্টং, কিং কৃত্বা দর্শয়ামাস তমসঃ তমো মায়া তাং পরাভূয় যজ্‌গর্ভাদিত্বাৎ পঞ্চমী। যদ্বা তমো যোগমায়া তামঙ্গীকৃত্য তম ইব তম ইত্যর্থঃ। যদ্বা তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং। অনন্তমন্তররহিতং ব্রহ্মৈব জ্যোতির্যত্র। সনাতনম্—সর্ব্বদৈকরূপেণ বর্ত্তমানম্! মুনয়ো মহিমজ্ঞানযুক্তভক্তাঃ। যদুক্তং শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে—মহিমজ্ঞানাবলম্বনেন ভজতাং গোলোকঃ স্ফুরতীতি শ্রীমজ্জীবগোস্বামিচরণৈঃ। দদৃশুর্দর্শনবিষয়পাত্রং কৃতবন্তো নতু দৃষ্ট্বা তত্রৈব স্থিতা ইত্যর্থঃ। অন্যদ্দীপিকায়াং মন্তব্যম্। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণস্য তত্রোৎকৃষ্টবুদ্ধির্নাস্তি তথাপি তেষাং তত্রাতিশয়তৃষ্ণাং মত্বা শ্রীগোলোকং প্রদর্শ্য মাধুর্য্যৈকরুচিস্বভাবাত্তত্রারুচিমুৎপাদ্য পুনঃ শ্রীবৃন্দাবনং স্বধাম প্রাপয়দিতি প্রকরণার্থঃ। যদুক্তং শ্রীস্তবমালায়াং গ্রন্থকৃচ্চরণৈঃ—"লোকো রম্যঃ কোঽপি বৃন্দাটবীতো নাস্তি ক্বাপীত্যঞ্জসা বন্ধুবর্গম্। যো বৈকুণ্ঠং সুষ্ঠু সন্দর্শ্য ভূয়ো নিন্যে গোষ্ঠং পাতু স ত্বাং মুকুন্দ" ইতি। এতদেব পুনঃ স্পষ্টয়তি নন্দাদয়স্থিতি। তত্র শ্রীগোলোকে ছন্দোভির্মূর্ত্তিমতীভিরুপনিষদ্ভিঃ স্তূয়মানং শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা সুবিস্মিতাঃ অহোঽস্মদীয়োঽয়ং কৃষ্ণঃ সর্ব্বপরাৎপর ইতি ক্ষোভং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। তস্য পরং কেবলং তদীয়ত্বেন পরিগতং দৃষ্ট্বা আনন্দনির্বৃতাঃ নোঽস্মাকং কৃষ্ণঃ এবম্ভুতো নেতি হর্ষকুলা বভূবুরিত্যর্থঃ। তে তু তদ্বিশিষ্টা এব তথা স্থিতা ইতি ভাবঃ। নচ গোকুলবৈভবং গোকুলস্যাপ্রকটপ্রকাশরূপমিতি বাচ্যম্; "যস্য বাসঃ পুরাণাদৌ খ্যাতঃ স্থানচতুষ্টয়ে। ইত্যাদিনা শ্রীগ্রন্থকৃচ্চরণৈস্তন্মতস্য নিরাকৃতত্বাৎ যদ্যপ্রকটপ্রকাশত্বেন স্থানচতুষ্টয়তা স্যাত্তদা শ্রীমথুরাদ্বারকায়োরপ্রকটপ্রকাশাভ্যাং স্থানষট্‌কতা স্যাৎ তস্মাদ্ ভূপ্রদেশে স্থিতাচ্ছ্রীগোকুলাখ্যবৃন্দাবনাৎ সর্ব্বোর্দ্ধস্থিতং শ্রীগোলোকাখ্যং বৃন্দাবনং পৃথগপিতদৈশ্বর্য্যপ্রকাশরূপং মন্তব্যম্। নচ বৃন্দাবনস্য দ্বৈবিধ্যং কেনাপি ন স্বীকৃতং কুতস্তাবদ্ভেদবিবরণমিতি বাচ্যম্; "বৃন্দাবনঞ্চ দ্বিবিধং নিত্যং দিব্যমিতীরিতং। নিত্যং ভুবি তথা দিব্যং সর্ব্বোপরি বিরাজত" ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশে শ্রীরাঘবগোস্বামিভিঃ শ্রীবারাহবচনেন ভেদগর্ভনিত্যত্বেন পরিভাষিতত্বাৎ। অতএব ব্রহ্মাণ্ডান্তর্ব্বর্ত্ত্যপি শ্রীবৃন্দাবনং নিত্যং শ্রীশূলিশূলোপরি কাশ্যা ইবাস্য চক্রোপরিস্থিতত্বাৎ। যদুক্তং গোপালতাপনীভিঃ—"চক্রেণ রক্ষিতা শ্রীগোপালপুরী হি ভবতীতি।" অতএবোক্তং শ্রীবরাহদেবেন পৃথিবীং প্রতি—"নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বিদ্ধি বৃন্দাবনং তথেতি।" তত্রৈব তদনন্তরং; "বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিত"মিতি। এতত্ত্বপ্রকটপরমিতি চেন্নো ন হানিঃ; কিন্তু নহি ভবন্মতসিদ্ধাঽপ্রকট-প্রকাশপরং; তথাত্বে স্থানচতুষ্টয়তাহানেঃ প্রসঙ্জনাপত্তিঃ স্যাৎ। নচ ব্রহ্মাণ্ডনাশে তন্নাশস্তদূর্দ্ধগত্যৈবেতি বাচ্যম্ "বলিং হরন্তিশ্চিরলোকপালৈরিত্যত্র সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডানাং যুগপন্নাশে কেষাঞ্চিল্লোকপালানাং চিরায়ুষ্কত্বানুপপত্তেঃ। নচ "অনন্তানি তবোক্তানি যান্যণ্ডানি ময়া পুরা। সর্ব্বাণি তানি সংহৃত্য সমকালং জগৎপতিঃ॥ প্রকৃতৌ তিষ্ঠতি তদা সা রাত্রিস্তস্য কীর্ত্তিতেতি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয়বচনেন ব্রহ্মাণ্ডানাং সমকাল এব নাশাত্তদীয়ানাং লীলানাং নশ্বরত্বমেবেতি বাচ্যম্; সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডানাং নাশস্য সমকাল এব তাৎপর্য্যাৎ সর্ব্বাণীতিপদস্য সর্ব্বস্বদাক্ষিণ্যাধিকরণেন সর্ব্বশুক্লা সরস্বতীতিবৎ সঙ্কোচপরতয়া তথাত্বাৎ

"যুগপৎ সকলাণ্ডানি জাতু সংহরতে হরিরিতি তদুত্থাপিতকারিকায়াং কলাভির্ব্রহ্মাদিভিঃ সহিতান্যণ্ডানি নতু সমস্তানি জাতু কদাচিৎ; জীববদনাদিত্বেন সংসারস্য সর্ব্বজ্ঞেন শ্রীবশিষ্ঠেন পরিভাষিতত্বাৎ। যদুক্তং শ্রীবাসিষ্ঠে—অনাদিঃ সংসার কথমহমমুং বেদ্মি সহসেত্যাদি। অসমানানাং সমানানাঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডানাং যুগপন্নাশে অনাদিসংসারত্বব্যাঘাতাপত্তিঃ স্যাৎ। এতদভিপ্রায়েণ শ্রীমদগঙ্গেশভট্টৈঃ খণ্ডপ্রলয়মাত্রং স্বীকৃতং; তথাহি "ভাবিনি প্রলয়ে মানাভাব ইতি। কিমপরেণ ব্রহ্মাণ্ডানাং নিত্যত্বমপি শ্রীগ্রন্থকৃচ্চরণৈরপি শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ "তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূরি"ত্যস্য প্রতিরূপকং "আসীচ্ছায়াদ্বিতীয়ঃ প্রথমমথবিভু-র্বৎসডিম্ভাদিদেহানংশেনাংশেন চক্রে তদনু বহুচতুর্ব্বাহুতাং তেষু তেন। বৃত্তস্তত্ত্বাদিবীতৈরথ কমলভবৈঃ স্তূয়মানাখিলাত্মা তাবদ্ব্রহ্মাণ্ডসেব্যঃ স্ফুটমজনি ততো যঃ প্রপদ্যে তমীশম্॥ (ভক্তি,র,দ, ১।৯৯) ইতি দিব্যসর্গাদিকর্তৃত্বোদাহরণ এব দর্শিতম্। নচ গচ্ছতীতি জগদিত্যনেন জগতোঽনিত্যত্বমেবেতি বাচ্যম্; এতদ্বাক্যস্য ক্রমনাশেনান্বয়াৎ "উণাদয়ো বহুলমিতি ন্যায়েন সংজ্ঞাশব্দানাং কথঞ্চিদ্ব্যুৎপত্তিরিতি ন্যায়েন চ তস্য তত্তাসিদ্ধেশ্চ। অন্যথা গচ্ছতীতি গৌরিত্যস্য গমের্ডো কৃতে গমনকর্তর্য্যেবান্বয়াৎ সাস্নাদিমতি ব্যক্তিবিশেষে তৎপদস্যাপ্রযুক্তিঃ স্যাৎ; লক্ষণয়া চেৎ উণাদয়ো বহুলমিতাস্যাবসরঃ কেন বার্য্যতে। নচ তর্হি প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চয়োর্বিশেষাভাবাৎ "প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা। অন্যস্ত্বপ্রকটা ভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরা" ইতি নিরুক্ত্যোরসঙ্গতিরেবেতি বাচ্যম্; মায়াশক্তিরচিতানাং ব্রহ্মাণ্ডানামনিত্যত্বেঽপি যুগপন্নাশাভাবেন লীলায়া নিত্যত্বেনোক্তত্বাৎ চিচ্ছক্তিবিলসিতানাং জগতাং নিত্যত্বেঽপি প্রপঞ্চ্যমানত্বেন প্রপঞ্চতয়োক্তেশ্চ। নন্বু তর্হি পূর্ণঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণতম ইতি নায়কভেদত্রয়ং কথমুৎপদ্যতে ধামচতুষ্টয়ে নায়ক-ভেদচতুষ্টয়স্য সম্ভবত্বেন নায্যত্বাদস্মাকং মতে এক এব শ্রীগোলোকো মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যতদুভয়প্রকাশভেদেন শ্রীবৃন্দাবন-মথুরা-দ্বারকারূপঃ প্রকটো ভবত্যপ্রকটঃ সন্ স এক এব প্রকটকাল এব শ্রীগোকুলেশ্বরাদিষু পূর্ণতমাদিপ্রকাশাবির্ভাবেন নায়কস্যৈকস্যাপি ত্রৈবিধ্যং গোকুলবৈভবমিত্যস্য গোকুলমেব বৈভবং যস্য তদিতি ব্যাখ্যায়া সর্ব্বং সমীচীনমিতি বাচ্যম্: শ্রীগোলোকস্য ধামচতুষ্টয়ান্তঃপাতিত্বেঽপি পূর্ণতমীয়াদি-লীলাদীনাং সাজাত্যেন প্রতিক্ষণং সঞ্চারয়তা ত্রৈগুণ্যবৈশিষ্ট্যেন ভেদানবগমাৎ বহুব্রীহৌ গ্রন্থস্যারোহ-মধ্যপ্ররোহৈরসামঞ্জস্যপাতাচ্চ "তদাত্মবৈভবত্বঞ্চ তস্য তন্মহিমোন্নতে" রিত্যস্যোদাহরণেন "অহো মধুপুরী ধন্যে" ত্যাদিনা বিরোধাপত্তেশ্চ যত্তু স্বায়ম্ভুবাগমে চতুর্দ্দশাক্ষরমন্ত্রধ্যানপ্রসঙ্গে ঈশ্বরদেবীসম্বাদে—"ধ্যায়েত্তত্র বিশেষজ্ঞ ইদং সর্ব্বং ক্রমেণ তু। নানাকল্পলতাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং ব্যাপকং স্মরেদিতি। তদনন্তরম্ "ঊর্দ্ধেতু সীম্নি বিরজামিত্যাদ্যনন্তরং; "বৃন্দাবনপরাগৈস্তু বাসিতাং কৃষ্ণবল্লভাম্। কালিন্দীং সংস্মরেদ্ধীমানিতি। তদনন্তরং;—"কালিন্দীজলসংসর্গিবায়ুনা কম্পিতং মুহুঃ! বৃন্দাবনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতং। সং-স্মরেৎ সাধকো ধীমানিত্যুক্তং তত্তু মহিমজ্ঞানিভক্তপরমিত্যষ্টাদশাক্ষরধ্যানে গোলোকং ধ্যায়েদিতি শ্রীসনাতনগোস্বামিলিখনমপি সঙ্গতম্। বস্তুতস্ত্বার্য্যাবর্ত্তবর্ষবর্ত্তিনঃ শ্রীগোকুলস্য সর্ব্বোর্দ্ধগামিতা বিভুত্বা-দংশিত্বাচ্চ ব্যাপকস্য ব্যাপ্য-ব্যাপিত্বাচ্চ, অতএবোক্তং স্মৃতিভিঃ—"যৎ কিঞ্চিদেগাকুলৈশ্বর্য্যং গোলোকে তৎপ্রতিষ্ঠিত"মিতি। যত্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদৌ শ্রীশ্রীদামশাপবমলম্ব্য সপরিকরস্য শ্রীগোলকনাথস্য শ্রীগোকুল-

গামিত্বমুক্তং তত্তু; বিলাসস্থাবতারসময়ে প্রকাশস্থ তস্থ প্রকাশান্তরেণ প্রকাশিনি সপরিকরে তস্মিন্ প্রবেশপূর্ব্বকস্থিত্যর্থঃ; যত্তু ক্রমভিযুক্ততরৈঃ; "এবং স্বয়ং ভগবানপি প্রভূর্গোলোকবাসী ব্রজবাসিনং প্রভুম্। পরীয়লীলাক্ষণদর্শনোৎসুকা স্বকীয়রাধাপি বিবেশ রাধিকামিতি। কেচিত্তুত্তরপক্ষাশ্রয়িণস্তু শ্রীমদুপেন্দ্রপরিকরাবাসুদেববৎ তৎপ্রকাশিনি সপরিকরে শ্রীগোকুলনাথে তাদৃশলীলাদর্শনায় সপরিকরস্থ তস্থ প্রবেশপূর্ব্বকস্থিত্যর্থঃ; অতএব শ্রীকুরুক্ষেত্রগমনমপি তেষাং তৎপরিকরানামবসেয়ং শ্রীগোকুলনাথবত্তৎপরিকরাণামপান্যত্র গমনাসম্ভবাদিত্যাহুঃ! যত্তু "ত্র্যধীশ ইতি গোলোক-মথুরা-দ্বারকাভিধম্। যৎপদত্রিতয়ং তস্থ সোঽধিপত্ব দধীশ্বর" ইত্যুক্তং তৎ স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবননাথস্ত্র্যধীশ ইত্যর্থপরম্। অথবা প্রকাশপ্রকাশিনোরভেদোপচারাত্তথোক্তিঃ। অথ রসশাস্ত্রমতে শ্রীগোকুলগোলোকয়োর্ভেদো মহানেব; তৎপরিকরাণামভিমানস্থ ভেদাৎ। অভিমানং তাবৎ শ্রীগোলোকে বয়মস্থ শক্তয়োঽয়মস্মাকং প্রভুঃ শ্রীমহানারায়ণস্থাপি বিলাসী সর্ব্বেশ্বরোঽপ্যাসৌ কৃপয়াস্মাকং সখা পুত্র ইত্যাদিরূপং; শ্রীগোকুলেতু অস্মাকং সখা পুত্রত্বেন লাল্যঃ প্রণয়বিষয়ঃ কান্তশ্চ ব্রজেশ্বরপুত্রোঽয়ং প্রভুরিত্যাদিরূপম্। অতএব শ্রীসনাতনগোস্বামিচরণৈঃ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতেঽপি (২।৪।১১০) শ্রীমহাবৈকুণ্ঠং গতস্থ শ্রীগোপকুমারস্থ শ্রীবৃন্দাবনীয়তত্তল্লীলাপ্রকাশকেঽপি শ্রীমহানারায়ণে তথা স্ফূর্ত্ত্যভাবো দর্শিতঃ। যথা "তত্রৈব সর্ব্বজ্ঞশিরোমণিং প্রভুং বৈকুণ্ঠনাথং কিল নন্দনন্দনম্। লক্ষ্মীং ধরাঞ্চাকলয়ামি রাধিকাং চন্দ্রাবলীঞ্চাস্থ গণান্ ব্রজার্ভকান্॥ তথাপ্যস্যাং ব্রজক্ষ্মায়াং প্রভুং সপরিবারকম্। বিহরন্তং তথা নেক্ষে খিদ্যতে স্মেতি মন্মনঃ॥ কদাপি তত্রোপবনেষু লীলয়া তথা লসন্তং নিচিতেষু গোগণৈঃ। পশ্যাম্যহং তত্রাপি পূর্ব্ববৎ স্থিতং নিজাসনে স্বপ্রভুবচ্চ সর্ব্বথা॥ তথাপি তস্মিন্ পরমেশবুদ্ধের্বৈকুণ্ঠলোকাগমনস্মৃতেশ্চ। সঞ্জায়মানাদরগৌরবেণ স্বপ্রেমহান্যা স্বমনো ন তৃপ্যেদিতি (বৃহদ্ভা। ২।৪।১১০-১১৩)। নচ অথ তত্রস্থা নন্দগোপাদয় ইত্যাদি পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনাত্তেষাং মহাবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিরিতি বাচ্যম্। "ব্রজেশাদেরংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অবতরন্। কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রাহিণোদিতি সাম্প্রতম্॥ প্রেষ্ঠেভ্যোঽপি প্রিয়তমৈর্জনৈর্গোকুলবাসিভিঃ বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিরিতি" কারিকাদ্বয়েন তেষামপ্রকটসময়ে তদংশদ্রোণাদীনামৈশ্বর্য্যাদ্যাসক্তচেতসাং বৈকুণ্ঠগমনত্বেন সিদ্ধান্তিতত্বাৎ। নচ "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তমিতি" নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিরিতি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণিপদ্যদ্বয়স্থাপাতবাখ্যাতো ভেতব্যম্; শ্রুতিস্মৃতিসম্মতসদ্ব্যাখ্যানস্থ বিদ্যমানত্বাৎ। তথাহি "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণীতি।" অস্যার্থঃ—অত্র উপপতৌ যল্লঘুত্বং রসাভাসত্বেন নিকৃষ্টত্বং প্রোক্তং অন্যৈরালঙ্কারিকৈস্তৎ পুনঃ প্রাকৃতনায়কে প্রাকৃতনায়কাশ্রয়ত্বাৎ উপপতিনিষ্ঠস্থিরস্কারাদিদোষস্তাদৃশমহাকবিনিবদ্ধতয়া গুণোঽপি প্রাকৃত ইত্যর্থঃ। ননূপপতিনিষ্ঠস্থিরস্কারাদিদোষ উপপতৌ কৃষ্ণে কিং ন ঘটত ইত্যাহ ন কৃষ্ণ ইতি। কৃষ্ণেঽপ্রাকৃতসত্তানন্দরূপে তদাশ্রয়ত্বাদপ্রাকৃতত্বেন তন্নিষ্ঠস্থিরস্কারাদিদোষোঽপি গুণ ইত্যর্থঃ। নন্বু সত্তানন্দ স্বরূপস্থ কথং প্রাপঞ্চিকগোচরতেত্যত আহ রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণীতি। রসস্থ যো নির্যাসঃ স্বাদঃ স্বাদনা তদর্থমবতারিণি অবতারকারিণি। অত্র স্বদধাতোঃ প্রযোজক-ণিজন্তাদ্ঘণ্।

অথবা তুর্ভিন্নোপক্রমে যল্লঘুত্বমুপপতৌ প্রোক্তং তৎ প্রাকৃতনায়কে অপ্রাকৃতোপপতৌ ন লঘুত্বমিত্যর্থঃ। অনুযোগিনঃ প্রতিযোগিসাপেক্ষত্বাৎ কৃষ্ণে তু সুতরাং নেত্যর্থঃ। শ্রীমদ্‌গুরুচরণাস্তু রসস্য নির্যাসং স্বদয়ন্তি যে তে রসনির্যাসস্বাদাঃ প্রেমপরিপাকমহাভাবাদিপর্যান্তাস্বাদকাঃ সাধকভক্তাস্তদর্থমবতারিণি ; জীবাদৃষ্টবশেন ব্রহ্মণ ইব তাদৃশভক্তজনভজনানন্দ পরতন্ত্রতয়ৈব তস্য প্রকটতেতি ভাবঃ। "কলৌ জনিষ্যমাণানাং দুঃখশোকতমো নুদন। অনুগ্রহায় ভক্তানাং স্বপুণ্যং ব্যতনোদ্ যশ ইতি শ্রীনবমোক্তেঃ। "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতম্। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেদিতি শ্রীদশমোক্তেশ্চ। অতএবোক্তমগ্রে শ্রীগ্রন্থকৃচ্চরণৈঃ—"অনাদিমেব জন্মাদিলীলামেব তথাদ্ভুতাম্। হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুষ্কুর্য্যাৎ কদাচনেতি॥ স্বলীলাকীর্ত্তিবিস্তারো লোকেষ্বনুজিঘৃক্ষুতা। অস্য জন্মাদিলীলানাং প্রকট্যে হেতুরুত্তম ইতি চাচক্ষ্যতে। কশ্চিত্তু ন কৃষ্ণে ধর্ম্মাধর্ম্মনিয়ন্তৃচূড়ামণীন্দ্রে কিমর্থং নোক্তং রসনির্যাসস্বাদার্থং তেষাং সভ্যতয়া তদ্বিষয় এব স্বকর্ত্তৃকো যো রসনির্যাসস্য স্বাদস্তদর্থং, যদি কৃষ্ণেঽপি তৈল'ঘুত্বমুক্তং স্যাত্তর্হি তেষাং রসনির্যাসাস্বাদো নির্ব্বিষয় এব স্যাদিতি প্রলপতি তন্ন ; তৎকর্ত্তৃক স্বাদনমাত্রার্থকত্বেনোক্তৌ উপপত্যাত্মকে শ্রীকৃষ্ণে লঘুত্বস্য বাস্তবত্বাপত্তেঃ। শ্রীমজ্জ্যেষ্ঠ-পিতৃব্য বাচস্পতিচরণাস্তু রসনির্যাসস্বাদকাঃ সিদ্ধভক্তা দানবাদিপীড়িতা যদা রসমাস্বাদয়িতুমসমর্থা ভবন্তি তদৈব তদর্থমবতারিণীত্যর্থঃ। যদুক্তং গ্রন্থকৃচ্চরণৈঃ—"তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড্যমানেষু দানবৈঃ। প্রিয়েষু করুণাপাত্রহেতুরিত্যুক্তমেবহীতি ব্রুবন্তি। অপরেতু স্বকর্ত্তৃকো যো রসনির্যাসস্য সমৃদ্ধিমদাখ্যসম্ভোগস্য স্বাদ আস্বাদনং তদর্থমবতারিণীত্যর্থ ইত্যাহুস্তৎপরে ন সেহিরে ; অপ্রকটসময়েঽপি শ্রীকৃষ্ণস্য পুরীদ্বয়গমনোত্তরাগমনস্ফূর্ত্ত্যা স্বাপ্নিকসম্ভোগস্য সম্ভবাৎ ; অতএবোক্তং প্রাচীনৈঃ—"বন্দে শ্রীরাধিকাদীনাং ভাবকাষ্ঠামহং পরাম্। বিনা বিয়োগং যা তূর্য্যমুদপাদয়দিতি। শ্রীগ্রন্থকৃচ্চরণৈরপি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ তথৈবোক্তং—"প্রযাতো মাং হিত্বা যদি কঠিনচূড়ামণিরসৌ প্রযাতু স্বচ্ছন্দং মম সময়ধর্ম্মঃ কিল গতিঃ। ইদং সোঢ়ুং কা বা প্রভবতি যতঃ স্বপ্নকপটাদিহায়াতো বৃন্দাবনভুবি বলান্মাং রময়তি॥ "তজ্জ্যায়ান্ নায়কোৎকর্ষ ইতি দণ্ডাচার্য্যোক্তিদিশা শ্রীগোলোকং বর্ণয়ন্নাহ স গোলোকো যথেতি। ইহ অস্যাম্। নন্বু শ্রীগোকুলাদীনাং গোলোকেন স্থানচতুষ্টয়ত্বমুক্তমেব তর্হি গোলোকস্য কুত্র স্থিতিরেকত্র স্থিতৌ স্থানচতুষ্টয়াসিদ্ধিরিতি পরমব্যোমোপরি তস্য স্থিতিং দর্শয়িতুমাহ গোলোকনাম্নীতি। যেন গোবিন্দেন শ্রীগোকুলনাথেন নিজস্য স্বস্য প্রকাশস্য শ্রীগোলোকনাথস্য ধাম্নি ; নিজস্যাত্মার্থত্বাদাত্মনঃ প্রকাশার্থত্বাৎ গোলোকসংজ্ঞে সর্ব্বোর্দ্ধস্থিতে তস্য শ্রীগোলোকস্য তলে নিম্নভাগে পরিচ্ছিন্নপরিমাণবদ্দেশবিশেষে। হরিধাম—শ্রীবৈকুণ্ঠং তত্তলে মহেশধাম তত্তলে দেবীধাম তেষু। তেম্বিতি ব্যুৎক্রম্য গণনম্। তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাস্তং গোবিন্দং ভজামীত্যন্বয়ঃ। গোলোক এব নিবসতীত্যত্র এবকারস্যাপ্যর্থত্বং শ্রীচৈতন্যদাসপূজকগোস্বামিসম্মতং জ্ঞেয়ম্॥ তত্র শ্রীগোলোকে প্রভাবাতিশয়ত্বং ব্যঞ্জয়ন্নাহ শ্রিয় ইতি। অত্র শ্রিয়ঃ পরমপুরুষস্য কল্পতরূণাং চিন্তামণিগণস্য অমৃতস্য গানস্য নাট্যস্য প্রিয়সখ্যাশ্চিদানন্দস্য পরমিত্যস্য চানুবাদত্বং কান্তাদীনাং বিধেয়ত্বম্। গোকুলে তু এতৎবিপরীতং ব্যাখ্যেয়ম্। যথা বিল্বমঙ্গলে—

"চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাম্। বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনুবৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ॥" অস্যার্থঃ—চরণভূষণাদীনামনুবাদতা চিন্তামণ্যাদীনাং বিধেয়তা মন্তব্যা। "অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েদিতি ধ্বন্যাচার্য্যোক্তদিশা শ্রীব্রজপরিকরাণাং মাধুর্য্যাকৃষ্টচিত্ততয়া অনুবাদেষ্বেব প্রথমং মনস আবেশাদ্বিধেয়রূপাণামর্থানামননুসন্ধানম্; এবং প্রকৃতৌ গোলোকপরিকরাণামৈশ্বর্য্যাকৃষ্টচেতস্ত্বেন অনুবাদানামেবানুসন্ধানম্। ন চৈতদ্বিধেয়াবিমৃষ্টদোষোক্তেন সহৃদয়ানাং মনঃক্ষোভকমিতি বাচ্যম্; শ্রীব্রজগোলোকয়োঃ ক্রমবূাৎক্রমার্থগ্রহণায় তথোক্তত্বাৎ শ্লিষ্টস্থানে তথানাদরাচ্চ। চিন্তামণিগণময়ীতিস্বরূপে ময়ট্; ক্বচিৎ স্বার্থিকাঃ প্রত্যয়া লিঙ্গবচনান্যতিক্রম্য বর্ত্তন্ত ইতি শ্রীগোয়ীচন্দ্রবচনাৎ স্ত্রীত্বম্। আশ্চর্য্যান্তরমপি দর্শয়ন্নাহ স যত্রেতি; যত্র শ্বেতদ্বীপে সুরভীভ্যঃ সকাশাৎ ক্ষীরাব্ধিঃ সরতীতি তদীয়বংশীধ্বন্যাদ্যাবেশাদিতি ভাবঃ। যত্র শ্বেতদ্বীপে সময়ঃ কালোঽপি ন ব্রজতীতি তদাবেশেন তদ্বাসিনঃ কালমপি ন জানন্তীতি ভাবঃ। যং শ্বেতদ্বীপং গোলোকং বিদন্তস্তং শ্বেতদ্বীপং ভজে। যদ্বা গোলোকং যং শ্বেতদ্বীপং বিদন্তস্তং শ্বেতদ্বীপম্॥২৭৭॥

শ্রীকৃষ্ণের মাথুর, দ্বারকা, গোকুল ও গোলোক ধাম।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত ধামত্রয়ের বর্ণনায় বলিতেছেন—মাথুর ও দ্বারকাভেদে শ্রীকৃষ্ণের ধাম দ্বিবিধ। তন্মধ্যে গোকুল এবং মধুপুরী ভেদে মাথুর ধামও দ্বিবিধ। আচ্ছা গোলোককেও তো শ্রীকৃষ্ণের ধাম বলা হয়, কিন্তু তাহার স্বরূপ কি প্রকার? এই আকাঙ্খায় বলিতেছেন—শ্রীগোলোক বলিয়া যে শ্রীকৃষ্ণের ধাম, তাহা গোকুলেরই বিভূতি, অর্থাৎ গোকুলের অপ্রকট প্রকাশকে গোলোক বলা হয়। সেই গোলোকের কথা ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে শ্রবণ করা যায় যথা—গোলোক নামক শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোর্দ্ধবর্ত্তি নিজধাম। তাহার তলে যথাক্রমে হরিধাম অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠ পরব্যোম, অনন্তর মহেশধাম অর্থাৎ সদাশিব লোক মুক্তিধাম, তদনন্তর দেবীধাম অর্থাৎ অপ্রাকৃত দুর্গালোক বিরাজিত রহিয়াছেন, অর্থাৎ এই তিনটি লোক পর পর গোলোক ধামের অধোদেশাবরণরূপে বিদ্যমান। ঐ সকল ধামে যিনি তত্তদ্ধাম যোগ্য প্রভাব সমূহ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যরাশি বিধান করিয়াছেন, আমি সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি। এই গ্রন্থের পরেও সেইরূপ বলিয়াছেন যথা—যে গোলোকে পরম পুরুষ এক শ্রীকৃষ্ণই কান্ত, কিন্তু কান্তা অংখ্য, কান্তাই ব্রজসুন্দরীগণ, তাঁহারা সকলেই পরমা লক্ষ্মীরূপা। গোলোকে বৃক্ষসকল সর্ব্বফলপ্রদ কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, ভবন সকল চিন্তমণিময়, জলরাশি অমৃতময়, তথাকার স্বাভাবিক কথাই গান, স্বাভাবিক গমনই বিচিত্র নৃত্যময়ী, বংশী প্রিয়সখী এবং চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্ক সকল চিদানন্দময়, এবং রস গন্ধাদি ভোগ্যবস্তুও চিদানন্দময় যেহেতু তাঁহারা পর অর্থাৎ পরমেশ্বরই অংশভূত। যে লোকে দিব্য বংশীধ্বনি প্রভৃতিতে আবেশ বশতঃ কামধেনুবৃন্দ হইতে সুমহান ক্ষীর সাগর নিঃসৃত হইতেছে এবং চিচ্ছক্তি বিলাসভূত যেধামে নিমেষার্দ্ধ স্বল্পকালও পরিলক্ষিত হয় না অর্থাৎ পল, বিপল, দণ্ড, প্রহর, দিন, বৎসর প্রতি কালাবয়ব ভগবদ্ধামের অন্যান্য প্রকাশে বিদ্যমান আছে, কিন্তু গোলোকে নাই, তাঁহাই

গোলোক। পৃথিবীতে বিরল প্রচার কতিপয় সাধুবৃন্দ সেই লোককে মায়াসংসর্গ রহিত বলিয়া শ্বেত এবং সর্ব্বোর্দ্ধস্থিত বলিয়া দ্বীপ অর্থাৎ সর্ব্বোর্দ্ধ মায়াসংসর্গ রহিত হওয়ায় শ্বেতদ্বীপ বলিয়া থাকেন। আমি সেই শ্বেতদ্বীপের ভজনা করি। এইস্থলে যে শ্বেতদ্বীপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ক্ষীর সমুদ্র মধ্যে আবির্ভাবিত অনিরুদ্ধ নামক পালন কর্ত্তা শ্রীবিষ্ণুর বাসস্থান নহে। এই শ্বেতদ্বীপ শ্রীগোলোকেরই নামান্তর জানিতে হইবে। তাৎপর্য্যার্থ এইযে—নিত্যধাম, গোলোক ও পরব্যোম ভেদে দ্বিবিধ। এই গোলোকের নামান্তর কৃষ্ণলোক। এই কৃষ্ণলোক বা গোলোক নিত্যধামরূপ পদ্মের কর্ণিকাস্থানীয় এবং পরব্যোম উহার দলস্থানীয়। পরব্যোম প্রকৃতির অতীত সর্ব্বগ অপরিচ্ছিন্ন বা ব্যাপক। পরব্যোমের চরমাবস্থায় বা উপরিভাগে শ্রীকৃষ্ণলোক। শ্রীকৃষ্ণলোকের গোলোক মথুরা ও দ্বারকা এই ত্রিবিধরূপে অবস্থিতি। তন্মধ্যে আবার সর্ব্বোপরি গোলোক অর্থাৎ গোলোকাভিধেয় গোকুলই কেন্দ্রস্থানীয়। গোকুল ও বৃন্দাবন গোলোকেরই প্রকাশভেদে নামান্তর। একই শ্রীকৃষ্ণলোক বা গোলোক মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য ও তদুভয় প্রকাশভেদে শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বরকারূপে প্রকাশমান অর্থাৎ মাধুর্য্য প্রধানরূপে বৃন্দাবন বা গোকুল, আর মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য এতদুভয়প্রধানরূপে মথুরা এবং ঐশ্বর্য্য প্রধানরূপে দ্বারকাকারে প্রকাশমান। শ্রীকৃষ্ণাখ্য স্বয়ংভগবান্ শ্রীবৃন্দাবনে পূর্ণতমাকারে, মথুরায় পূর্ণতরাকারে ও দ্বারকায় পূর্ণাকারে নিত্যই বিরাজমান। গোলোকাভিধেয় গোকুল বা বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির ন্যায় সর্ব্বগ, অনন্ত ও বিভু। উক্তস্বরূপ গোলোক যখন প্রপঞ্চের অগোচররূপে প্রকাশমান থাকেন তখন তদ্ধামস্থ লীলাকে অপ্রকটাখ্য বৃন্দাবনীয় নিত্যলীলা বলে। ঐ লীলা নিত্যই অনন্তপ্রকাশে অনন্তপার্ষদ বৃন্দের সহিত যুগপৎ অখিলরস সমবায়ে অনন্তাকারে আকারিত হইয়া প্রকাশমান হন বলিয়া উহার নাম দেবলীলা। ঐ লীলাতে লীলারসপোষক বিপ্রলম্ভাদির অভাব বশতঃ বা অচিন্ত্য বৈচিত্র্যসম্পাদন অসম্ভব বলিয়া ঐধাম যখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তখন তদ্ধামীয় লীলাকে প্রকটাখ্য বৃন্দাবনলীলা বলা হয়। উহা নরলীলা। এইলীলা ভূমস্বরূপা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুকূল্যে ক্রমিক ও পরিচ্ছিন্নাকারে প্রতীয়মান হইয়া বিপ্রলম্ভাদি সম্পাদন দ্বারা সম্ভোগাখ্য পরমপুরুষার্থের পরাকাষ্ঠা সাধন করেন বলিয়াই, বৃন্দাবনীয় লীলার উৎকর্ষ ভক্তিশাস্ত্রের স্থানে স্থানে পরিলক্ষিত হয়, নতুবা অখণ্ড পরতত্ত্ব স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণলোকের অবস্থা পরিপাটীর অর্থাৎ লীলাবিশেষের বৈচিত্র্যতারতম্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ব্বাচন এক প্রকার কৌতুক মাত্র, কারণ উক্তস্বরূপে ভেদ নির্ণয়ের পারমার্থিকতা কিছুই নাই। শ্রীকৃষ্ণের ধাম, রূপ, গুণ ও লীলা সকলই অনন্ত। ঐ অনন্তত্বের বৈচিত্র্যও অনন্ত। অতএব উহার অবান্তর অনুভূতি, মাতৃকোটি বৎসলা চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়ার প্রভাবেই সিদ্ধ মহাজনের যোগ্যতানুসারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। গোলোক বা শ্রীবৃন্দাবন বিশ্বসম্রাট্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যময় অন্তঃপুর স্থানীয়। ঐ অন্তঃপুরে নিত্যসিদ্ধ নন্দাদিপিতৃবর্গ, যশোদাদিমাতৃবর্গ, শ্রীরাধাদিকান্তাবর্গ ও শ্রীদামাদি সখাবর্গ যোগমায়ারূপা দাসী ও মধুর রাসাদি লীলাসকল নিত্যই সুবিরাজিত। সেই অন্তঃপুর অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ও মাধুর্য্যের ভাণ্ডার। ঐ গোলোকাখ্য অন্তঃপুরের তলে শ্রীভগবানের পরব্যোম নামক মধ্যম

তদাত্মবৈভবত্বঞ্চ তস্য তন্মহিমোন্নতেঃ ॥

যথা পাতালখণ্ডে—

"অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী। দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥ এবং সপ্তপুরীণান্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টন্তু মাথুরম্। শ্রূয়তাং মহিমা দেবি ! বৈকুণ্ঠভুবনোত্তমঃ ॥" ২৭৮॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নন্থ গোকুলবৈভবং গোলোক ইতি কথং মন্যামহে? তত্রাহ তদাত্মেতি। গোলোকাদপি গোকুলমহিমাধিক্যাদিত্যর্থঃ॥ তদাধিক্যং প্রমাপয়তি অহো ইত্যাদিভিঃ। বৈকুণ্ঠশব্দেন গোলোক-পর্য্যন্তং গ্রাহ্যং; তস্য তদূর্দ্ধাঙ্গত্বাৎ। নন্থ সর্ব্বোর্দ্ধত্বাভাবাৎ তত আবৃত্তিদর্শনাৎ তদ্বাসিষু সাম্প্রতিকেষু জরাদিদুঃখবীক্ষণাচ্চ ন গোলোকাৎ তস্য শ্রৈষ্ঠ্যং? মৈবং, হরেরিব সর্ব্বান্তঃস্থত্বেঽপি অচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বোর্দ্ধত্বাৎ, সাধনসম্পন্নানাং তৎপ্রাপ্তানাং ততোঽনাবৃত্তেঃ, হরৌ নরদারকত্বস্যেব তদ্বাসিষু জরাদিদুঃখস্য দৃষ্টিদোষহেতু-কত্বাৎ তথাচ ন্যূনতা নাস্তি, আধিক্যন্তু বাচনিকমস্ত্যেব, তত্তু গ্রন্থকৃদ্ভিরেবোদাহৃতম্ ॥২৭৮॥

আবাস। ঐ আবাস শ্রীকৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্যের ভাণ্ডার এবং উক্ত স্থানেই অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠপার্ষদের সহিত শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাসভূত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বিরাজ করেন। শ্রীকৃষ্ণের পরব্যোম নামক আবা-সের বহির্ভাগে বেদপুরুষ শ্রীভগবানের স্বেদজল বাহিনী বিরজানাম্নী নদী। ঐ বিরজাই কারণার্ণব। কারণার্ণবের একপারে পরব্যোম অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিত্য ও অনন্ত ত্রিপাদ বিভূতি এবং অপরপারে মায়াধাম বা একপাদবিভূতি অর্থাৎ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। ঐ মায়াবিভূতি বা ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের প্রতি-ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দ্দশ ভুবন অবস্থিত। তন্মধ্যে মহরাদি লোকচতুষ্টয় বহির্বাটী স্থানীয় ও স্বর্গাদি অধস্তন দশলোক বহির্মুখজীবের কারাগার স্থানীয়। এই মায়াবিভূতি বা ব্রহ্মাণ্ডরূপ বহির্বাটীর অধীশ্বরী প্রাকৃত সম্পদ্ রূপা জগল্লক্ষ্মী মায়া তাঁহার দাসী স্থানীয়া। ঐ একপাদ বিভূতিতেই বহির্মুখ জীবগণ বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণ হরিধাম, মহেশধাম, ও দেবীধাম এই তিন ধামের অধীশ্বর। শ্রীকৃষ্ণের অনন্তাকারে প্রকাশিত গোলোক ধামের লীলাসৌষ্ঠবার্থ প্রপঞ্চাবির্ভাবিত ক্রমিক প্রকাশের নামই গোকুল বা বৃন্দাবন। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চাবির্ভাবিত বৃন্দাবনীয় লীলার প্রপঞ্চানভিব্যক্ত অনন্ত প্রকাশে যুগপৎ প্রকা-শিত। অপ্রকট নামক চিন্ময়ীলীলার নামই গোলোকীয় লীলা। অচিদ্ধামে চিন্ময়ী লীলার মাধুর্য্য-সৌষ্ঠবের আধিক্য নিবন্ধন ত্রবং ক্রমিকত্বরূপে পার্ষদবৃন্দের বিরহাদি সম্পাদন দ্বারা সম্ভোগাদি সুসম্ভব বলিয়াই প্রপঞ্চাভিব্যক্ত বৃন্দাবনীয় নিত্য লীলার উৎকর্ষ তত্বতঃ গোলোকীয় লীলার প্রপঞ্চাভিব্যক্ত ভাবই বৃন্দাবনীয় প্রকটলীলা। ইহা সৃষ্টিকাল হইতে মহাপ্রলয় বা প্রাকৃতিক প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ক্রমিক ভাবে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হন ও প্রলয়কালে প্রপঞ্চনাশে গোলোকীয় লীলার অন্তর্গতাকারে অবস্থান করেন ॥২৭৭॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তস্য শ্রীগোকুলস্য। তদাত্মবৈভবত্বং—স শ্রীগোলোক আত্মনঃ স্বস্য বৈভবম্ ঐশ্বর্য্যপ্রকাশরূপং যস্য তদাত্মবৈভবং তত্ত্বম্; তত্র হেতুঃ তন্মহিমোন্নতেঃ—তস্মাচ্ছ্রীগোলোকান্মহিম্ন আধিক্যাদ্ধেতোঃ। যদ্বা তস্য শ্রীগোলোকস্য। তদাত্মবৈভবত্বং তস্য শ্রীদানকেলিকৌমুদ্যাং—"আম্নায়াধ্বরতীর্থমন্ত্রতপসাং সর্গোঽখিলস্বর্গিণাং সিদ্ধানাং মহতাং দ্বয়োরপি তয়োশ্চিচ্ছক্তিবৈকুণ্ঠয়োঃ। বীর্য্যং যৎপ্রথতে ততোঽপি গহনং শ্রীমাথুরে মণ্ডলে দীব্যত্যত্র ততোঽপি তুন্দিলতরং বৃন্দাবনে সুন্দরী" ত্যাদিনা বর্ণিতৈশ্বর্য্য-শ্রীগোলোকস্য আত্মবৈভবত্বংবৈভবপ্রকাশত্বং; আত্মনঃ প্রকাশবাচকত্বাৎ। (প্রাগ্, ভাবস্থস্নাস্থাৎ।) তত্র হেতুঃ তস্মাদেগালোকান্মহিম্ন আধিক্যাত্তস্য শ্রীগোকুলস্যেতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ॥ কৈমুত্যেন ভেদেন বা এতদেব প্রমাণয়তি যথা পাতালখণ্ড ইত্যাদিনা॥ বৈকুণ্ঠাৎ শ্রীগোলোকাৎ মধুপুরী বিংশতিযোজনাত্মিকা ততঃ পুরাত্মকাদপি শ্রীমথুরাচ্ছ্রীগোলোকস্য ন্যূনত্বমাগতম্; অতএবোক্তং শ্রীদাসগোস্বামিভিঃ—"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতা বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাদত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ। রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥" ইতি। সর্ব্বত্র বৈকুণ্ঠপদস্য গোলোকবাচকত্বং; শ্রীনারায়ণীয়বৈকুণ্ঠেন স্পর্দ্ধানুপযোগাৎ। দিনমেকং ব্যাপ্য কিমুত দিনানি নিবাসেন॥ পুর্য্যাঃ সপ্তভিরন্বয়ঃ॥ দেবীতি মহাদেবকর্ত্তৃক শ্রীদুর্গাকর্ম্মকসম্বোধনম্॥২৭৮॥

শ্রীগোলোক শ্রীগোকুলের বৈভব কেন?।

আচ্ছা গোলোক শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহার স্থল, কিন্তু গোলোক গোকুলের বৈভব বলিয়া কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারি? তদুত্তর—গোলোক ও গোকুল প্রপঞ্চানভিব্যক্ত ও প্রপঞ্চাভিব্যক্ত-রূপে তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইলেও গোলোক অপেক্ষায় গোকুলের রসাবির্ভাবনরূপ মহিমার আধিক্যহেতু গোলোককে গোকুলের বৈভব বলা হয়। গোলোক হইতে যে গোকুলের মহিমা অধিক, তাহার প্রমাণে বলিতেছেন পাতালখণ্ডে যথা—বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও গরীয়সী মধুপুরী ধন্যা। এই মধুপুরীতে এক-দিন মাত্র বাস করিলেও জীবের শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি সমুৎপন্ন হয়। এইশ্লোকে বৈকুণ্ঠ শব্দে গোলোক ও মধুপুরীশব্দে গোকুল বুঝিতে হইবে, কারণ গোকুলকে গোলোকের উর্দ্ধে অবস্থিত বলা হইয়াছে। যদিবল এই ভৌম গোকুল গোলোকের সর্ব্বোপরি অবস্থিত না হওয়ায় এবং গোকুল প্রাপ্ত ভক্তের পুনরাবৃত্তি হওয়ায় গোকুলবাসি জনের প্রকটকালে রোগ, শোক ও জরাদি দুঃখ দর্শনহেতু সর্ব্বোপরি গোলোকধাম হইতে প্রপঞ্চাভিব্যক্ত গোকুলের শ্রেষ্ঠতা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন একথা বলিতে পার না কারণ অন্তর্য্যামি শ্রীহরি যেমন নিখিল জীবের অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিয়াও নিজাচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে সর্ব্বোর্দ্ধরূপে বিদ্যমান্ আছেন, তদ্রূপ গোকুলও প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত হইয়াও প্রপঞ্চধর্ম্মরহিত, এবং রাগানুগীয় সাধন সম্পন্ন সিদ্ধ ভক্তগণের গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি হইলে তাঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না, কিন্তু অসুর স্বভাব শ্রীকৃষ্ণ বহির্মুখজন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকালে তাঁহাকে যেমন প্রাকৃত

নিত্যলীলাস্পদত্বঞ্চ পূর্ব্বমেব প্রদর্শিতম্। অতএবাস্য পাদ্মে চ শ্রূয়তে নিত্যরূপতা ॥

"নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা।
যমুনাং গোপকন্যাশ্চ তথা গোপালবালকান্ ॥" ২৭৯ ॥ ইতি।

স তু মাথুরভূরূপঃ পরিচ্ছিন্নোঽপ্যথাদ্ভুতঃ। স্ফারঃ সঙ্কুচিতশ্চ স্যাৎ কৃষ্ণলীলানুসারতঃ ॥
অত্রৈবাজাণ্ডমালাপি পর্য্যাপ্তিমুপগচ্ছতি। বৃন্দাবনপ্রতীকেঽপি যানুভূতৈব বেধসা ॥
ইত্যতো রাসলীলায়াং পুলিনে তত্র যামুনে। প্রমদাশতকোট্যোঽপি মমুর্যৎ তৎ কিমদ্ভুতম্ ॥
স্বৈঃ স্বৈর্লীলাপরিকরৈর্জনৈর্দৃশ্যানি নাপরৈঃ। তত্তল্লীলাদ্যবসরে প্রাদুর্ভাবোচিতানি হি ॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নন্বু প্রপঞ্চমধ্যগতত্বাৎ গোকুলমনিত্যং স্যাৎ? ইতি শঙ্কাং নিরাকর্ত্তুমাহ অতএবেত্যাদি। ন খলু তন্মধ্যগতত্বাদনিত্যত্বম্, অন্তর্যামিণোঽপি হরেস্তদাপত্তিপ্রসঙ্গাৎ, তস্মাৎ প্রমাণমেব শরণম্ ॥২৭৯॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অস্য শ্রীমাথুরস্য। বৃন্দাবনং যথা নিত্যং তথা মথুরাং নিত্যাং বিদ্ধীত্যন্বয়ঃ। ক্বচিল্লিঙ্গবিভক্ত্যো-রিত্যনেন পরীয়লিঙ্গপ্রতিপিপাদয়িষয়া নিত্যামিত্যুক্তমিত্যাকৃতিলাঘবেন চ অস্থানপদতাদোষ যোঢ়ব্যঃ ॥২৭৯॥

মানবরূপে অনুভব করে তদ্রূপ অত্যন্ত মূঢ়ব্যক্তিগণ গোকুল বাসিজনের জরাদি প্রাকৃত দুঃখ দর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু ইহা অত্যন্ত দোষ জনক। সুতরাং গোলোক হইতে গোকুলের বিন্দুমাত্র ন্যূনতা নাই, পরন্তু গোলোক অপেক্ষা গোকুল সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। যথা—অযোধ্যা, মথুরা, মায়া অর্থাৎ হরিদ্বার কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী এবং দ্বারাবতী এই সপ্তপুরী মোক্ষদায়িনী। হে দেবি! এই সপ্তপুরীর মধ্যে মথুরামণ্ডল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব বৈকুণ্ঠ অপেক্ষায় এই শ্রীমথুরামণ্ডলের মহিমাতিশয় শ্রবণ কর ॥২৭৮॥

শ্রীমথুরামণ্ডলের নিত্যতা।

শ্রীমথুরা মণ্ডল যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাস্থান, ইহা আমি এইগ্রন্থে পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। যদিবল প্রপঞ্চমধ্য অভিব্যক্ত বশতঃ গোকুলধাম অনিত্য হউক? এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বলিতেছেন--অতএব পদ্মপুরাণেও এই মথুরামণ্ডলের নিত্যতা শ্রবণ করা যায় যথা—আমার মাথুরমণ্ডল ও তদন্তর্গত বৃন্দাবন, যমুনা, গোপকন্যা ও গোপবালক ইহাদিগের প্রত্যেককেই নিত্যবস্তু বলিয়া জানিবে। অতএব পঞ্চ-ভূতাত্মক প্রাপঞ্চিক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে শ্রীভগবদ্ধাম গোকুল বিদ্যমান্ হইলেও তাঁহাকে অনিত্য বলিতে পার না, কারণ শ্রীহরি প্রতিজীবের অন্তর্য্যামিরূপে প্রতিজীবের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারও জীবের ন্যায় কালকর্ম্ম জনিত সুখদুঃখ ও স্বর্গনরক প্রভৃতি প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে, কিন্তু শাস্ত্রপ্রমাণে তাহা নিরাকৃত হইয়াছে, অতএব শ্রীভগবদ্ধাম শ্রীগোকুল প্রপঞ্চ মধ্যগত হইয়াও অন্তর্য্যামীর ন্যায় তাঁহাকে প্রপঞ্চধর্ম্ম রহিত বলিয়া জানিতে হইবে ॥২৭৯॥

আশ্চর্য্যমেকদৈকত্র বর্ত্তমানান্যপি ধ্রুবম্। পরস্পরমসংপৃক্তস্বরূপাণ্যেব সর্ব্বথা॥
কৃষ্ণবাল্যাদিলীলাভিভূ'ষিতানি সমন্ততঃ।
শৈলগোষ্ঠবনাদীনাং সন্তি রূপাণ্যনেকশঃ॥ ত্রিভিঃ কুলকম্।
লীলাট্যোঽপি প্রদেশোঽস্য কদাচিৎ কিল কৈশ্চন।
শূন্য এবেক্ষ্যতে দৃষ্টিযোগ্যৈরপ্যপরৈরপি ॥২৮০॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

তস্মাদপি তন্মহিমাধিক্যে লিঙ্গান্তরাণ্যাহ স তু মাথুরভূরূপ ইত্যাদিভি—বৃ'ন্দাবনেতি—চতুমু'খাখ্যে তদেকদেশস্থল ইত্যর্থঃ॥ প্রমদেতি—"অভূদাকুলিতো রাসো বনিতাশতকোটিভিঃ।' ইতি স্মরণাৎ। অপরৈঃ—দৃষ্ট্যযোগ্যৈঃ, ইতি দৃষ্টান্তত্বেনোপাদানম্ ॥২৮০॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অদ্ভুতঃ পরিচ্ছেদাবিষয়ঃ; যতঃ স্ফার সঙ্কুচিতশ্চেতি॥ নিত্যলীলাগর্ভমদ্ভুতত্বং দর্শয়তি অত্রৈবেতি। ঐতিহ্য প্রমাণেন স্পষ্টয়তি বৃন্দেতি। বৃন্দাবনপ্রতীকেঽপি শ্রীবৃন্দাবনৈকদেশেঽপি কিমুত সর্ব্বত্রেত্যর্থঃ। যা অঙ্গাগুমালা॥ অন্যদপ্যপূর্ব্বমাহ ইত্যত ইতি। রাসলীলায়াং রাসলীলাং কর্ত্তুমিতি নিমিত্তসপ্তম্যস্তথৈবার্থত্বাৎ। যামুনে পুলিনে যমুনাসম্বন্ধিনি পুলিনেঽবচ্ছেদে। মমুঃ—সংখ্যাং প্রাপ্তবত্যঃ॥ অন্যদপ্যদ্ভুতমবিচিন্ত্যশক্তিপ্রতিপাদ্যং দর্শয়ন্নাহ স্বৈঃ স্বৈরিতি ত্রিভিঃ। শৈলগোষ্ঠবনাদীনাং রূপাণি স্বরূপাণি অনেকশোঽসংখ্যানি সন্তি সদৈব বর্ত্তন্ত ইত্যন্বয়ঃ। স্বরূপাণামসংখ্যত্বং দর্শয়ন্ পঞ্চবিশেষণানি প্রাহ স্বৈঃ স্বৈরিতি। স্বকীয়ৈঃ স্বকীয়ৈর্দৃ'শ্যানি যেন যেন লীলাপরিকরেণ যত্র যত্র শৈলে গোষ্ঠে বনে বা লীলা ক্রিয়তে তেনৈব তদ্দৃশ্যং নত্বপরেণ লীলাপরিকরাতিরিক্তৈস্তু ন স্তুতরামিত্যর্থঃ। প্রাদুর্ভাবোচিতানি শ্রীকৃষ্ণপ্রাদুর্ভাবযোগ্যানীত্যর্থঃ॥ একদা এককালে। যুগপল্লীলাসংযোগয়োর্নিত্যত্বমুক্ত্বা আনুক্রমিক্যা লীলায়া নিত্যত্বং দর্শয়ন্নাহ কৃষ্ণেতি। সমন্ততঃ সর্ব্বত্র ন তু কস্মিংশ্চিৎ প্রদেশে ইত্যর্থঃ॥ অন্যদপ্যদ্ভুতং দর্শয়ন্নাহ লীলাঢ্যোঽপীতি। তস্য মাথুরস্য। যদ্বা অসৌ চ অদশ্চ অদশ্চেতি একশেষাৎ শৈলগোষ্ঠবনাদেরিত্যর্থঃ। কদাচিৎলীলাকৌতুকেন নতু সর্ব্বদেত্যর্থঃ। "অসাকল্যে চিচ্চনা"বিতি সূত্রে তথৈবার্থত্বাৎ। অপরৈর্দ'র্শনাযোগ্যৈরপি ॥২৮০॥

পরিচ্ছিন্ন হইলেও লীলানুসারে মথুরামণ্ডলের বিস্ফার ও সঙ্কোচ :

অতএব গোলোক হইতেও গোকুলের মহিমা অধিক, এবিষয়ে, প্রমাণান্তর দেখাইতেছেন যথা—প্রপঞ্চাভিব্যক্ত সেই ভূমিস্বরূপ অদ্ভুত মথুরামণ্ডল পরিচ্ছিন্নাকারে প্রতীত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের লীলানুসারে কখন বিস্তৃত ও কখনও সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন। এই মথুরামণ্ডলেই যে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের পর্য্যাপ্তি অর্থাৎ সাকল্যসন্নিবেশ হইয়া থাকে, তাহা চতুর্মু'খব্রহ্মা বৃন্দাবনের একদেশে অনুভব করিয়াছিলেন। অতএব রাসলীলা করিবার নিমিত্ত যমুনা পুলিনে যে শতকোটি গোপীগণের যুগপৎ স্থান সঙ্কুলন

অতঃ প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ। অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চ ন দুর্ঘটম্ ॥২৮১॥

এবমেব দ্বারকায়াং জ্ঞেয়ং সর্ব্বং বিচক্ষণৈঃ ॥

যথৈকাদশান্তে (ভাঃ ১১।৩১।২৩ -২৪)

"দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ। বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ ! শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্ ॥

স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্ । নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥" ইতি।

অথান্যদ্বৈভবং তস্য ব্যক্তং শ্রীনারদেক্ষয়া। যত্রৈকত্রৈকদা নানারূপাবসরচিত্রতা ॥২৮২॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অবিচিন্ত্যশক্তিরেবাত্র হেতুরিত্যাহ অতঃ প্রভোরিতি ॥২৮১॥

এবন্তবো দ্বার্ব্বত্যামপ্যস্তীত্যতিদিশতি এবমেবেতি॥ দ্বারকামিতি। ভগবদালয়ং বর্জ্জয়িত্বা হরিণা ত্যক্তাং দ্বারকাং সমুদ্রঃ ক্ষণাৎ অপ্লাবয়ৎ। শ্রীমদিতি—স্বনিত্যপার্ষদানাং যদুবীরাণাং নিবাসৈঃ সহিতং, তৈরেব শ্রীমত্ত্বসম্ভবাৎ। আগন্তুকলোকসমাবেশায় যাচিত্বা নীতাং ভূমিমপ্লাবয়দিত্যর্থঃ॥ ভগবদালয়স্য দ্বার্ব্বতীধাম্ন ইত্যর্থঃ। যত্র একস্মিন্নেব তস্মিন্নালয়ে, একদা—যুগপদেব, হরের্নানারূপাণি, নানাবসরাশ্চ - প্রাতঃ সঙ্গব মধ্যাহ্নাদিসময়াঃ, তৈঃ, চিত্রতা—অত্যদ্ভুততা। এতচ্চ নারদকৃতযোগমায়া-মহোদয়দর্শনাধ্যায়ে (ভাঃ ১০।৬৯ ব্যক্তং মৃগ্যম্ ॥২৮২॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নন্বু সংযোগবিয়োগৌ বিভিন্নকালোৎপন্নৌ জন্মকর্ম্মণী অপি কথমেবং সংগচ্ছত ইত্যত আহ অত ইতি। অতঃ অস্মাৎ। অবিচিন্ত্যোঽতর্ক্যঃ প্রভাবো যেষাং তত্ত্বাৎ। যদুক্তং শ্রীমদলঙ্কারকৌস্তুভকৃদ্ভিঃ—"অলৌকিকসিদ্ধের্ভূষণমেতন্ন দূষণমিতি ন্যায়াত্তর্কাগোচরত্বাচ্চ। তথাহি—"অলৌকিকাশ্চ যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েদিতি ॥২৮১॥

হইয়াছিল তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? পুরাণেও এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে যথা—শতকোটি গোপাঙ্গনা দ্বারা রাসলীলার স্থান পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। অতএব স্ব স্ব লীলাপরিকর ভক্তভিন্ন অন্য কেহই যাঁহাদিগের দেখিতে পায় না। তত্তৎ লীলাদির অবসরে যাঁহাদিগের আবির্ভাব হওয়া উচিত, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে এক সময়ে একস্থানে থাকিয়াও যাঁহারা পরস্পর নিশ্চয়ই অসংপৃক্ত অর্থাৎ অসংমিশ্রিত ভাবে থাকে। আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি লীলাদ্বারা বিভূষিত সেই সকল পর্ব্বত, গোষ্ঠ ও বনাদির বহুবিধরূপ সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ রহিয়াছে। তিন শ্লোকে কুলক। শ্রীকৃষ্ণলীলা দর্শনে অধিকারী ও অনধিকারী এই উভয়বিধ ব্যক্তিই বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ প্রদেশ সকল কৃষ্ণলীলান্বিত হইলেও লীলাকৌতুক বশতঃ কখনও কখনও শূন্যরূপে অবলোকন করিয়া থাকেন ॥২৮০॥

অবিচিন্ত্য শক্তিই যে ইহার একমাত্র কারণ, ইহাই সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত করিতেছেন যথা—অতএব শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যলীলানুরক্ত প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন বর্গ, ধাম ও সময়ের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাব হেতু এই শ্রীকৃষ্ণে কিছুই দুর্ঘট হয় না ॥২৮১॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

শ্রীমথুরা-বৃন্দাবনয়োর্দ্ব্বিধ্যেঽপি মাথুরত্বাদেকত্বমতস্তল্লীলানামেকদৈব নিত্যত্বং প্রতিপাদ্য শ্রীদ্বারকাস্থলীলানাং নিত্যত্বং প্রতিপাদয়ন্নাহ এবমেবমিতি। এবং নতু কিঞ্চিদপি পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। এবমেবেমিতি পাঠে এতদ্রূপমিত্যর্থঃ॥ তদেবং স্থিতে তৈঃ শ্রীযাদবৈঃ সহ শ্রীভগবতঃ শ্রীদ্বারকায়াং নিত্যাং স্থিতিং দর্শয়ন্নাহ দ্বারকামিতি। পদ্যযুগ্মং বিবৃতমেতচ্ছ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে; "লোকদৃষ্ট্যৈব হরিণাত্যক্তাং অত্যক্তামিতি বা নিত্যং সন্নিহিত ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। ততশ্চোভয়থাপ্যাপ্লাবনং পরিতো জলেন পরিখাবদাবরণং তজ্জলমজ্জনঞ্চ সমুদ্রেণৈব শ্রীভগবদাজ্ঞয়া ত্যক্তভূমিলক্ষণস্য হস্তিনাপুরপ্রস্থাপিত-বহির্জন-গৃহাদ্যধিষ্ঠানবহিরাবরণস্যৈব। তথা রচনং বিশ্বকর্ম্মণা; তস্যৈব প্রকটলীলায়াঃ প্রাপঞ্চিকমিশ্রত্বাৎ। অতঃ সুধর্ম্মাদীনাং স্বর্গাদাগমনঞ্চ যুজ্যতে। অপ্রকটলীলায়াং ততোঽপি দিব্যতরং সভান্তরাদিকমপি স্যাৎ। শ্রীমান্ যাদবাদিগৃহবৃন্দলক্ষণশোভোপশোভাবান্ যো ভগবদালয়স্তং বর্জয়িত্বা। তদেবমদ্যাপি সমুদ্রমধ্যে কদাচিদসৌ দূরতঃ কিঞ্চিদ্দৃশ্যত ইতি তত্রত্যানাং মহতী প্রসিদ্ধিঃ। অত্র মহারাজেতি সম্বোধনং দৃষ্টান্ত-গর্ভং; যথা মহান্তো রাজানো যাদব লক্ষণা যত্র তথাভূতং শ্রীমত্তদালয়ং শ্রীকৃষ্ণনিত্যধামস্বরূপং শ্রীদ্বারকাপুরম্। ন কেবলং পুরমাত্রাস্তিত্বং তত্র চ শ্রীমতি ভগবদালয়ে মধুসূদনঃ শ্রীকৃষ্ণো নিত্যমেব সন্নিহিতঃ। অর্থাত্তত্রত্যানাং, কিম্বা ন তত্র সন্নিহিতঃ, ভগবান্ যাদবাদিলক্ষণাখিলনিজৈশ্বর্য্যবানেব। তদালয়মেব বিশিনষ্টি স্মৃত্যেতি। সাক্ষাদধুনা ব্যক্ততদ্দর্শনাভাবাৎ স্মৃত্যেত্যুক্তম্। যঃ স্বয়মেবম্ভুতস্তস্য সংভাবিতত্বমপি নাস্তীতি ভাবঃ। এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"প্লাবয়ামাস তাং শূন্যাং দ্বারকাঞ্চ মহোদধিঃ। যদুদেবগৃহং ত্বেকং নাপ্লাবয়ত সাগরঃ॥ নাতিক্রামত্ততো ব্রহ্মংস্তদদ্যাপি মহোদধিঃ। নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ কেশবো যতঃ॥ তদতীব মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। বিষ্ণুক্রীড়ান্বিতং স্থানং দৃষ্ট্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ (বিষ্ণু পুং ৫।৩৮।৯—১১) ইতি। তথৈব শ্রীহরিবংশে যাদবান্ প্রতীন্দ্রপ্রেষিতস্য শ্রীনারদস্য বাক্যম্—"কৃষ্ণো ভোগবতীং রম্যামৃষিকান্তাং মহাযশাঃ। দ্বারকামাত্মসাৎ কৃত্বা সমুদ্রং গময়িষ্যতীত্যত্রাত্মসাৎ কৃত্বেতি নতু ত্যক্ত্বেতি শ্রীমজ্জীবগোস্বামিচরণৈঃ। যদ্বা ক্ষণাৎ ক্ষণং উৎসবং সংপ্রাপ্য যজ্গর্ভাদিত্বাৎ পঞ্চমী। 'ক্ষণ উদ্ধব উৎসব ইত্যমরঃ। মহান্তো রাজানো নিত্যলীলাপরিকরা ক্ষত্রিয়া যত্র সঃ। শ্রিয়ো মহালক্ষ্মীরূপাঃ শ্রীরুক্মিণ্যাদ্যাঃ প্রেয়স্যো যত্র সঃ। শ্রীমান্ সচাসৌ ভগবদালয়শ্চেতি তম্। যদ্বা মহারাজবন্তং শ্রীমন্তং ভগবদালয়ং বর্জয়িত্বেত্যর্থঃ। অত্র রাজা চাসৌ গচ্ছতীতিবৎ সপরিকরা মহারাজাঃ শ্রিয়শ্চ গৃহন্তে। তস্মাচ্চতুর্দ্দিক্ষু যচ্ছূন্যং স্থানং তদেবাপ্লাবয়ৎ। যদুক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"প্লাবয়ামাস তাং শূন্যাং দ্বারকাঞ্চ মহোদধিঃ। যদুদেবগৃহং ত্বেকং নাপ্লাবয়ত সাগর ইতি। অস্যার্থঃ—শূন্যামেব দ্বারকাং প্লাবয়ামাস নতু তাদৃশাট্টালিকাগোপুরচত্বরকল্পবৃক্ষাদিফলশালিনং যতো মহোদধিঃ মহামর্য্যদকঃ সমুদ্রঃ। যদুদেবগৃহমিতি যদূনামুগ্রসেনাক্রূরোদ্ধবাদীনাং দেবস্য সপরিকরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য গৃহং একমপি নাপ্লাবয়ত; তুশব্দস্যাপ্যর্থত্বাৎ। তস্মাচ্ছ্রীদ্বারকায়াং তাদৃশৈর্নিত্যপরিকরৈর্যদুভির্মহালক্ষ্ম্যংশিনীভিঃ শ্রীরুক্মিণীভিশ্চ সতু ভগবান্ সদৈব বিহরতীতি 'জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মে"ত্যাদিপদ্যএব প্রাগ্দর্শিতম্।

প্রাকৃতেভ্যো গ্রহেভ্যোঽন্যে চন্দ্রসূর্য্যাদয়স্তু তে।
লীলাস্থৈরনুভূয়ন্তে তথাপি প্রাকৃতা ইব॥
ইতি ধামত্রয়ে কৃষ্ণ বিহরত্যেব সর্ব্বদা॥২৮৩॥

তাদৃশমুষলজনিতকুলনাশত্বন্তু প্রাপঞ্চিকদেবতানাং স্বস্বধাম প্রাপনার্থকত্বেন তাৎপর্য্যাৎ। অতএব শ্রীমদুদ্ধবস্য তত্র স্থিতাবপি তাদৃশবিদুরাদিসম্বাদঃ; প্রকাশভেদেন প্রাপঞ্চিকজনভক্তিবিতরণার্থোঽবসেয়ঃ। অত্রাপি জন্মকর্ম্মণী শ্রীবৃন্দাবনবন্নিত্য এব জ্ঞেয়ে। যদুক্তমেতদুত্থাপককারিকায়াং "এবমেব দ্বারকায়াং জ্ঞেয়ং সর্ব্বং বিচক্ষণৈরিতি। বিচক্ষণৈঃ—পুরাণেতিহাসালঙ্কারাদিবহুদৃশ্বভির্ন তু কুতার্কিকৈঃ। অথবা প্রকৃতপদ্যমেবং ব্যাখ্যেয়ং; শ্রীমদ্ভগবদালয়ং শ্রীরুক্মিণীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণগৃহং ত্যক্ত্বা দ্বারকামপ্লাবয়ৎ অন্তর্দ্ধাপিতবান্, তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণেচ্ছয়া শ্রীরুক্মিণীগৃহং তাবৎ প্রকটাবস্থং তিষ্ঠতি অন্যৎ সর্ব্বমপ্রকটং বভূবেতি ভাবঃ। এতন্মতে শ্রীভগবদিচ্ছৈব চতুর্মুখীয়ব্রহ্মাণ্ডে তস্য তাবৎ প্রকটাবস্থিতিরন্যস্য সর্ব্বস্যান্যব্রহ্মাণ্ডে প্রকটাপেক্ষয়া নিত্যতা মন্তব্যা। একস্যাং দ্বারকায়াং সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাণ্ডানাং সংক্রমণং শ্রীবৃন্দাবনবজ্‌জ্ঞেয়ং; এবং শ্রীমথুরায়ামপীতি সর্ব্বমবদাতম্॥ তত্তৎক্রিয়াকারিত্বেনাচিন্ত্যশক্তিতামস্য সমর্থয়তি অথান্যদিতি। তস্য শ্রীবাসুদেবস্য ব্যক্তমর্থাচ্ছ্রীদশমস্কন্ধে "চিত্রং বত তদেকেনে"ত্যাদৌ। শ্রীনারদেক্ষয়া শ্রীনারদদৃষ্ট্যা। যত্র বৈভবে একত্র এককালে একস্বরূপেণ নানারূপে নানাবিধো যোঽবসরঃ প্রস্তাবঃ শ্রীমহিষীবিবাহোদ্ধবাদিভিঃ সহ মন্ত্রণাদিস্তস্য চিত্রতা আশ্চর্য্যতা॥২৮২॥

শ্রীমথুরামণ্ডলের ন্যায় দ্বারকারও নিত্যতাদি।

শ্রীমথুরার ন্যায় দ্বারকাধামেরও নিত্যতা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন—বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ শ্রীমথুরা বা শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় দ্বারকাধামেও শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার দুর্ঘটঘটনরূপ অবিচিন্ত্য প্রভাব জানিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের অন্তে যথা--যিনি স্মরণমাত্রেই অশেষ অশুভের বিনাশ করেন এবং সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের মঙ্গলত্ব প্রদান করেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রকট প্রকাশে দ্বারকা পরিত্যাগ করিলে হে মহারাজ! সেই শ্রীমৎভগবদালয় অর্থাৎ শ্রীভগবান্ স্বীয় পার্ষদ যদুবীরগণের সহিত দ্বারকাধামের যে সমস্তগৃহে নিবাস করিতেন তাহাই শ্রীমদ্ভগবদালয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র অপর দ্বারকাপ্রদেশকে ক্ষণকাল মধ্যে জল প্লাবিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ প্রকট লীলাকালে শ্রীকৃষ্ণ আগন্তুক লোকসমাবেশার্থ সমুদ্রের নিকট হইতে প্রার্থনা করিয়া যে ভূভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রকটলীলা সম্বরণ করিলে সমুদ্র তাহাকেই ক্ষণকালমধ্যে জলপ্লাবিত করিলেন। যেহেতু ভগবান্ শ্রীমধুসূদন যে দ্বারকাধামে নিত্যই সন্নিহিত আছেন। যে দ্বারকাধামের একই শ্রীভগবদালয়ে একই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের যে নানাবিধরূপ অর্থাৎ একই স্বরূপে নানা মূর্ত্তি প্রকাশ পূর্ব্বক মহিষী বিবাহ ও উদ্ধবাদির সহিত মন্ত্রণা প্রভৃতি নানাবিধ সময়ের বৈচিত্রী ভগবদালয় দ্বারকাধামের এই আর এক প্রকার অত্যদ্ভুত বৈভব, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতীয় দশমস্কন্ধের নারদকৃত যোগমায়া মহোদয় দর্শনাধ্যায়ে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে॥২৮২॥

তত্রাপি গোকুলে তস্য মাধুরী সর্ব্বতোঽধিকা ॥

তথাচ সম্মোহতন্ত্রে—

"সন্তি তস্য মহাভাগা অবতারাঃ সহস্রশঃ। তেষাং মধ্যেঽবতারাণাং বালত্বমতিদুর্লভম্ ॥" ইতি।

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নন্থ তত্তদবসরাঃ সূর্য্যচন্দ্রাদিগতিঘটিতা, তে চ নিয়তা এব স্যুঃ, ততশ্চৈকদৈব নানাবসরচিত্রতা ইত্যুক্তিঃ কথং? তত্রাহ প্রাকৃতেভ্য ইতি। সূর্য্যাদের্গ্রহস্য সময়স্য চ ভগবদাত্মকত্বাৎ তত্তৎসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। লীলাস্থৈঃ—প্রকটপ্রকাশ গতৈর্লীলাপরিকরৈঃ, তথাপি, প্রাকৃতা ইবেতি—প্রাকৃতসূর্য্যাদি-গতিঘটিত-তত্তৎসময়সাম্যেনৈব, অপ্রাকৃতসূর্য্যাদিগতিঘটিতা অপি স্বস্বসময়া বিজ্ঞায়ন্তে; প্রকাশান্তর-সময়বিজ্ঞানস্য রসাপোষিত্বেন লীলাশক্ত্যাচ্ছাদনাদিতি ভাবঃ। এতদেব জ্ঞাপিতম্ 'আশ্চর্য্যমেকদৈকত্র' ইত্যাদিনা ॥ উপসংহরতি, ইতি ধামত্রয় ইতি ॥২৮৩॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অন্যেঽপ্রাকৃতা ॥ উভয়থাপি নিত্যবিহারিত্বমস্য সঙ্গময়তি ইতি। অনেন প্রকারেণ প্রকটা-প্রকটরূপেণেত্যর্থঃ। যদ্বা এতচ্চ তদ্ধামত্রয়ঞ্চেতি তৎ তস্মিন্ অব্যয়স্তেতি শব্দস্যৈতদর্থত্বেন "মৎকণ্ঠাদিহ মৌক্তিকানি বিচিনু ত্বং বিরুদারোহতঃ স্রস্তান্যেব কিলাস্তি মাল্যরচনা সুব্যগ্রচিত্তো হরিঃ। দিষ্ট্যা ক্ষেম-মুপস্থিতং সুমুখি নঃ সানৌ যদস্য চ্যুতো হস্তাদ্বেণুরিতি প্রবামি কপটান্নিহ্নোতুমেনং গিরাবিত্যত্র ইতি— এতৎ ক্ষেমমুপস্থিতমিতি শ্রীমদ্বিলোচনরোচনীকৃদ্ভির্ব্যাখ্যাতত্বাৎ ॥২৮৩॥

শ্রীদ্বারকাধামের চন্দ্র সূর্য্য অপ্রাকৃত।

যদিবল দ্বারকাধামের অন্তঃপুরে দেবর্ষি নারদ একইকালে যে প্রাতঃলীলা, পূর্ব্বাহ্নলীলা ও মধ্যাহ্নাদি সময় গত শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সেই সেই সময়োচিত অর্থাৎ সূর্য্যোদয়-কালে প্রাতঃলীলা, পূর্ব্বাহ্নকালে পূর্ব্বাহ্নলীলা এবং যে কালে সূর্য্য মধ্যাকাশে উদিত থাকে, সেই মধ্যাহ্ন কালীন লীলা, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাই সূর্য্য এবং চন্দ্রাদির গতিবিধি অনুসারে ঘটিয়া থাকে, অতএব দেবর্ষি নারদ এককালে শ্রীকৃষ্ণের নানাসময়োচিত লীলা দর্শন করিলেন, এই বাক্যের কি প্রকারে সঙ্গতি হয়? এই শঙ্কা পরিহারার্থ বলিতেছেন—শ্রীভগবদ্ধামে শ্রীভগবানের লীলোপযোগী যে সূর্য্যাদি, গ্রহনক্ষত্র ও সময়াদি তাহা সম্পূর্ণ ভগবৎ স্বরূপ বলিয়া অপ্রাকৃত। সুতরাং প্রাকৃত চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও সময়াদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। যদিও শ্রীভগবদ্ধামস্থ সূর্য্যাদি প্রাকৃত সূর্য্যাদি হইতে ভিন্ন তথাপি প্রকট লীলাস্থ পরিকরবৃন্দ মাধুর্য্যপোষণীলীলা শক্তির প্রভাবে ঐ অপ্রাকৃত চন্দ্রসূর্য্যাদিকেও প্রাকৃত সূর্য্যাদির ন্যায় অনুভব করেন। এই অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে একই সময়ে একই ভগবদালয়ে নানাবিধ রূপের ও সময়ের বৈচিত্র্য অত্যদ্ভুত। এই প্রকার বলিয়া এক্ষণে উপসংহারে বলিতেছেন— এই প্রকারেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকট ও অপ্রকটরূপে ধামত্রয়ে সর্ব্বদাই বিহার করিতেছেন। ॥২৮৩॥

অত্র কারিকা ।—

ত্রিধা ভবেদ্বয়ো বাল্যং যৌবনং বৃদ্ধতেত্যপি । বর্ষাদাষোড়শাদ্বাল্যমিতি লোকে মতান্তরম্ ॥

তথাচ ব্রহ্মাণ্ডে —

"সন্তি ভূরীণি রূপাণি মম পূর্ণানি ষড়্‌গুণৈঃ । ভবেয়ুস্তানি তুল্যানি ন ময়া গোপরূপিণা ॥"ইতি

ইত্যত্রৈব মহামন্ত্রা মহামাহাত্ম্যমণ্ডিতাঃ । দশার্ণাষ্টাদশার্ণাদ্যা বহুতন্ত্রেষু কীর্ত্তিতাঃ ॥

সর্ব্বপ্রমাণতঃ শ্রেষ্ঠা তথা গোপালতাপনী ।
স্বয়মাদৌ বিধাত্রে যা প্রোক্তা গোপালরূপিণা ॥২৮৪॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

এবং স্বয়ংভগবন্তং কৃষ্ণং নিত্যধামানং নিত্যপার্ষদং নিত্যলীলঞ্চ নিরূপ্য গোকুলে তস্য বৈশিষ্ট্যমাহ তত্রাপি গোকুলে তস্যেতি—ধাম্নঃ পার্ষদানাঞ্চ বৈশিষ্ট্যমিত্যর্থঃ ॥ তত্র প্রমাণং সন্তীতি । বালত্বং—নরাকৃতিকিশোরত্বং গোপরূপিণ ইত্যর্থঃ ॥ শ্রুতিশ্চৈবমাহেতি ভাবেনাহ সর্ব্বেতি । শ্রেষ্ঠেতি—শ্রুতিশিরস্ত্বাদিত্যর্থঃ । "তদু হোবাচ হৈরণ্যো গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্" (গো° তা°, পু° ৮) ইতি তস্যাং কৃষ্ণস্য কিশোরত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ । নম্বেতৎ কৈশোরং প্রকটপ্রকাশগতকৃষ্ণনিষ্ঠং, ন ত্বনাদি, ইতি চেৎ ? তত্রাহ স্বয়মিতি । নিত্যং তদিত্যর্থঃ ॥২৮৪॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তত্রাপি ধামত্রয়ে মধ্যে নির্দ্ধারার্থে সপ্তমী, মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়ঃ শূরতম ইতিবৎ । মহাভাগা ইতি ভগান্যেব ভাগানীতি স্বার্থেটণ্, ততঃ "অর্শ আদিত্বাদতা তদ্বিশিষ্টা ইত্যর্থঃ । সহস্রশোঽসংখ্যাঃ ॥ এতদ্বিবৃণোতি ত্রিবিধেতি । আষোড়শাদিতি ষোড়শবর্ষং যাবদিত্যর্থঃ । নচ "একাদশসমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোহবসদিতি" তৃতীয়স্কন্ধপদ্যেনাস্য বিরোধ ইতি বাচ্যম্ ; বর্ষাণামষ্টাদশমাস এব বৎসরোঽয়ং গত ইতি শ্রীযশোদয়া পরমায়ুর্বৃদ্ধিবাঞ্ছয়া বৎসরত্বেন প্রখ্যাপিতে তথৈব তত্র সর্ব্বেষাং তত্রত্যানাং ব্যবহারস্য শ্রবণেন সংমুগ্ধকারত্বেনোক্তেরন্যথা "ক্ব বজ্রসারসর্ব্বাঙ্গৌ মল্লৌ শৈলেন্দ্রসন্নিভৌ । ক্ব চাতি সুকুমারাঙ্গৌ কিশোরৌ নাপ্তযৌবনৌ ॥" ইতি শ্রীরঙ্গস্থলস্থনাগরীগীয়মানবচনস্যান্যথাপত্তিঃ স্যাৎ । অত্রায়ং বিবেকঃ—বয়স্তাবৎ পঞ্চদিনোত্তর-ষণ্মাসাধিকপঞ্চদশবর্ষপরিমিতং ; মাঘকৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং দ্বাদশ্যাং শ্রীব্রজমাগতেনাক্রূরেণ তস্য মথুরাগমনাৎ । তস্মাদ্বৎসরস্যৈব সার্দ্ধীকৃতং নতু মাসদিনানাং ; তথাত্বে সার্দ্ধসপ্তদিনোত্তর-নবমাসাধিকপঞ্চদশবর্ষলাভাদ্বৈশাখীয়ায়ামমাবাস্যায়াং শ্রীমথুরাগমনাপত্তিঃ স্যাৎ ভবতু কো বিরোধ ইতি ; শিবচতুর্দ্দশ্যাং ধনুর্যাগকৃত্যানুপপত্তিঃ স্যাৎ ; তস্যাং যাগকৃতৌ পদ্মপুরাণমেব প্রমাণং যথা—"মাঘকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং ধনুর্যাগো ভবিষ্যতি । যূয়ং সন্তৃতসম্ভারা গোপেন্দ্র ভবথ ধ্রুবমিতি ॥ রূপাণি মূর্ত্তয়ঃ । ষড়্‌গুণৈরৈশ্বর্য্যবীর্য্যযশঃশ্রীজ্ঞানবৈরাগ্যৈঃ ময়া তুল্যানি তানি নেতি ধর্ম্মিণমপেক্ষ্যৈব ধর্ম্মঃ কল্পনীয় ইতি ন্যায়েন তে গুণাস্তেষু যথাযোগ্যং বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ । ময়ি মুখ্যয়া বৃত্ত্যা বর্ত্তমানাস্তে গুণাস্তেষু যথাযোগ্যমধ্যস্তা ইত্য-

চতুর্দ্ধা মাধুরী তস্য ব্রজ এব বিরাজতে। ঐশ্বর্য্যক্রীড়য়োর্বেণোস্তথা শ্রীবিগ্রহস্য চ॥

তত্র ঐশ্বর্য্যস্য।—

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নুধ্বনিঃ॥ ইতি হেতোরত্রৈব গোপরূপিণি নরাকৃতিপরব্রহ্মণি॥ সর্ব্বেভ্যঃ প্রমাণেভ্যঃ তত্রাগমপুরাণাদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠা যা গোপালতাপনী। তত্রোত্তরপদস্থিতং যৎপদং তৎপদানপেক্ষিকং "সাধু চন্দ্রমসি পুষ্করৈঃ কৃতমিতিবৎ॥ ২৮৪॥

ধামত্রয়ের মধ্যে গোকুলেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী সর্ব্বাধিক এবং বাল্যাদি বয়স।

এই প্রকারে শাস্ত্রাদি প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা, নিত্যধামত্ব, নিত্যপার্ষদত্ব এবং নিত্য লীলাবিলাসিত্ব প্রতিপাদন করতঃ গোকুল ধামে তাঁহার অনন্যবৈশিষ্ট্য বর্ণনে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা মথুরা ও গোকুলে এই ত্রিবিধ ধামে সর্ব্বদাই বিহার করিতেছেন, তথাপি প্রকট প্রকাশগত গোকুলেই তাঁহার মাধুরী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং গোকুল ধামের পার্ষদ্‌গণের মহিমাও সর্ব্বাধিক। উক্ত বিষয়টি সম্মোহনতন্ত্র বাক্যে প্রমাণিত করিতেছেন—যদিও শ্রীকৃষ্ণের সহস্র সহস্র পরম সমৃদ্ধিশালী অবতারবৃন্দ বিদ্যমান্ আছেন,তথাপি সেইসকল অবতার সমূহের মধ্যে বালত্ব অর্থাৎ গোপরূপি শ্রীকৃষ্ণের নরাকৃতি কিশোর ভাবই অতি দুর্লভ। এই শ্লোকের প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকারের কারিকা যথা—বাল্য,বাল্য বলিতে এইস্থলে বাল্য, পৌগণ্ড, ও কৈশোর ব্রজস্থরূপ এইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব বাল্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য ভেদে বয়স ত্রিবিধ। তন্মধ্যে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত বাল্য এই প্রকার মতান্তর লোক প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও সেই রূপই বলিয়াছেন যথা—আমার ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অসংখ রূপ বিদ্যমান্ আছে, কিন্তু তাহারা গোপরূপী আমার সদৃশ হইতে পারে না। এইহেতু এই গোপকিশোর আকৃতি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে মহা-মাহাত্ম্য বিমণ্ডিত, দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর প্রভৃতি মহামন্ত্র সকল গৌতমীয়াদি বহুবিধ তন্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অপর সর্ব্বশ্রুতি শিরোভাগ বলিয়া সর্ব্বপ্রমাণ শ্রেষ্ঠ গোপালতাপনী শ্রুতি সেই প্রকারেই কীর্ত্তন করিয়াছেন যথা—ব্রহ্মা সনকাদি ঋষিগণ সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাবসরে বলিলেন হে ঋষিগণ! শ্রীকৃষ্ণ গোপবেশ সজলজলদ সদৃশ নীলকান্তি, নবীন বয়স কিশোরাকৃতি, নবীন বয়সে কল্পতরু মূলে সিংহা-সনস্থ পদ্মের কর্ণিকায় সমাসীন রহিয়াছেন। শ্রীগোপাল তাপনী এই শ্রুতির প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণকে গোপবেশ কিশোরাকৃতিরূপে অবগত হওয়া যায়। যদিবল শ্রীকৃষ্ণের যে কৈশোর কাল অর্থাৎ ১১ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত কাল কৈশোর নামে অভিহিত, শ্রীকৃষ্ণের সেই কৈশোর কাল প্রকট প্রকাশগত শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান, কিন্তু অপ্রকট প্রকাশে তিনি নিত্য যুবলীল, সুতরাং তাঁহার নিত্যকৈশোর অনাদি নয়, আর যদি কৈশোর অবস্থার অনাদিত্ব না হয়,তাহাহইলে নিত্য কৈশোর কিরূপে উপপত্তি হয়? তদুত্তর—শ্রীগোপাল-রূপী স্বয়ংভগবান্ সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা গোপবেশ ও নিত্য-কিশোর, এই প্রকারই কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের নিত্য কৈশোরত্ব সিদ্ধ হইল॥ ২৮৪॥

কুত্রাপ্যশ্রুতপূর্ব্বেণ মধুরৈশ্বর্য্যরাশিনা। সেব্যমানো হরিস্তত্র বিহারং কুরুতে ব্রজে ॥
যত্র পদ্মজরুদ্রাদ্যৈঃ স্তূয়মানোঽপি সাধ্বসাৎ। দৃগন্তপাতমপ্যেষু কুরুতে ন তু কেশবঃ ॥

যথা শ্রীব্রহ্মাণ্ডে শ্রীনারদবাক্যম্—

"যে দৈত্যা দুঃশকা হন্তুং চক্রেণাপি রথাঙ্গিনা। তে ত্বয়া নিহতাঃ কৃষ্ণ! নব্যয়া বাল্যলীলয়া ॥
সার্দ্ধং মিত্রৈর্হরে! ক্রীড়ন্ ভ্রূভঙ্গং কুরুষে যদি। সশঙ্কা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যাঃ কম্পন্তে খস্থিতাস্তদা ॥

ক্রীড়ায়াঃ, যথা পাদ্মে—

"চরিতং কৃষ্ণদেবস্য সর্ব্বমেবাদ্ভুতং ভবেৎ। গোপাললীলা তত্রাপি সর্ব্বতোঽতিমনোহরা ॥

শ্রীবৃহদ্বামনে—

"সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ ॥" ২৮৫ ॥ ইতি।

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

গোকুলে কৃষ্ণস্য বৈশিষ্টে হেতূন্ অসাধারণান্ ধর্ম্মানাহ চতুর্দ্ধেতি। ঐশ্বর্য্যেতি—ব্রহ্মাদ্যভিমানিপরিভাবকঃ প্রভাবো হি ঐশ্বর্য্যম্ ॥ রথাঙ্গিনা—চক্রপাণিনা দ্বারকানাথেন ত্বয়েত্যর্থঃ ॥ সশঙ্কা ইতি—দ্বারকাধীশেন তু তেষাং সৎকারোঽপ্যস্তীতি গোকুলে মহদৈশ্বর্য্যমুক্তম্ ॥ গোপালেতি—গোপাল্যশ্চ গোপালাশ্চ তৈঃ সহ লীলাঃ, "পুমান্ স্ত্রিয়া" (পা° ১৷২৷৬৭) ইতি সূত্রাৎ একশেষঃ। সর্ব্বতঃ—মথুরাদিরাজলীলাতঃ ॥ তাস্তাঃ—দামবন্ধনাদ্যা লীলাঃ ॥২৮৫॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

তস্য শ্রীগোপালস্য। ব্রজ এব শ্রীগোকুল এব; নতু শ্রীমথুরাদ্বারকাগোলোকেষু ॥ কুত্রাপি শ্রীগোলোকাদপি তত্র ব্রজে। যত্র ব্রজে। সাধ্বসাৎ ভয়ং প্রাপ্য এষু পদ্মজরুদ্রাদিষু। দৃগন্তপাতমপি স্বাগতমিতি সম্ভাষণস্য কা কথেত্যর্থঃ ॥ তদেব প্রমাণয়তি যথেত্যাদিনা ॥ রথাঙ্গিনাপি শ্রীমহানারায়ণেনাপি কর্ত্রা চক্রেণাপি সর্ব্বাস্ত্রশস্ত্রশিরোমণিনাপি দুঃশকা অপীতি নব্যয়া বাল্যলীলয়াপীতি চতুর্ভিরপেরন্বয়ঃ প্রযত্নসাধ্যঃ ॥ ক্রীড়ন্ ক্রীড়িতুং "লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়া ইতি শতৃ;" সর্ব্বং শ্রীরুক্মিণ্যাদিহরণম্। তত্রাপি গোপাললীলা গোপাল্যশ্চ গোপালাশ্চ গোপালাস্তৈঃ সহ লীলা। তাস্তাঃ শ্রীযশোদাকর্ত্তৃকদামবন্ধনস্বকর্ত্তৃকমোহনাদ্যা লীলাঃ। প্রাজ্যাঃ প্রচুরাঃ নতু শ্রীরুক্মিণ্যাদিহরণাদিবহুদ্ভুতা ইত্যর্থঃ। ন জানে অহমপি বক্তুং ন শক্নোমি কিমুতাস্মদধীনা অন্য ইতিধ্বনিঃ। তস্মাদ্রাসলীলোৎসবাদ্ভুৎকৃষ্টেত্যনুধ্বনিঃ ॥২৮৫॥

শ্রীকৃষ্ণের চতুর্বিধ মাধুরী, তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও ক্রীড়ামাধুরী।

গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যের হেতুভুত যে অসাধারণ ধর্ম্ম তাহা দেখাইতেছেন—নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য, লীলা, বেণু ও শ্রীবিগ্রহ, এই চারিটি স্বরূপের চারি প্রকার মাধুরী এক গোকুলেই বিরাজমান আছেন। তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যের, ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবতাগণের অভিমান

বেণোর্যথা—

যাবতী নিখিলে লোকে নাদানামস্তি মাধুরী। তাবতী বংশিকানাদপরম্যাণৌ নিমজ্জতি ।।
চর-স্থাবরয়োঃ সান্দ্রপরমানন্দমগ্নয়োঃ। ভবেদ্ ধর্ম্মবিপর্য্যাসো যস্মিন্ ধ্বনতি মোহনে।
মোহনঃ কোঽপি মন্ত্রো বা পদার্থো বাদ্ভুতঃ পরঃ। শ্রুতিপেয়োঽয়মিত্যুক্ত্বা যত্রামুহ্যন্ শিবাদয়ঃ ।।

যথা শ্রীদশমে (ভা° ১০।৩৫।১৪—১৫)—

"বিবিধগোপচরণেষু বিদগ্ধো বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ।
তব সুতঃ সতি! যদাধরবিম্বে দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ ॥
সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ শক্র-শর্ব্ব-পরমেষ্ঠিপুরোগাঃ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ।।" ইতি।

একবিংশে তথা পঞ্চত্রিংশে চাধ্যায় ঈড়িতা। মাধুরী ব্রজদেবীভির্বেণোরেব মহাদ্ভুতা ।।২৮৬।।

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

বিবিধেতি—গোপীনাং বাক্যম্। হে সতি!—সাধ্বি শ্রীযশোদে রাজ্ঞি! তব সুতঃ কৃষ্ণো বিবিধানি যানি গোপানাং চরণানি—ক্রীড়াঃ, তেষু বিদগ্ধঃ—প্রবীনঃ, যদা বিম্বতুল্যে অধরে দত্তবেণুঃ সন্, স্বরজাতীঃ—নিষাদর্ষভাদিস্বরভেদান্, অনয়ৎ—আলাপিতবান্। তাঃ কীদৃশীঃ? ইত্যাহুঃ, বেণুবাদ্যে বিষয়ে, উরুধা—বহু প্রকারা, নিজৈব শিক্ষা যাসু তাঃ, ন ত্বন্যতো গৃহীতা ইত্যর্থঃ॥ তৎ—তদা,

---

তিরস্কারক প্রভাব, ঐশ্বর্য্য নামে অভিহিত। সুতরাং পূর্ব্বে কোন স্থানেও যাহা শ্রবণ করা যায় নাই, তাদৃশ অপূর্ব্ব সুমধুর ঐশ্বর্য্যরাশি কর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দধাম ব্রজে বিহার করিতেছেন, যে ব্রজে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক সসংভ্রমে স্তূয়মান হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রতি কৃপাকটাক্ষও নিক্ষেপ করেন নাই, সেইব্রজে বিহার করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও এইপ্রকার কথিত হইয়াছে—নারদবাক্য যথা হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি দ্বারকানাথ স্বরূপে চক্রপাণি হইয়া চক্রদ্বারাও যে সকল দৈত্যগণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হও নাই, তুমি তাহাদিগকে কিন্তু অভিনব বাল্যলীলা দ্বারা নিহত করিয়াছ। হে হরে! তুমি মিত্রবর্গের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যদি একবার ভ্রূভঙ্গী বিস্তার কর তাহাহইলে দ্বারকাধীশ স্বরূপে তুমি যাহাদিগকে সৎকারও করিয়াছ, আকাশস্থ সেই ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতাগণ তাঁহারা ভয়ে কম্পমান হইয়া থাকেন। দ্বারকায় যাঁহারা সৎকৃত, গোকুলে তাঁহারাই ভ্রূভঙ্গে কম্পিত, ইহাতে দ্বারকা অপেক্ষা গোকুলের মহদৈশ্বর্য্য অধিকরূপে প্রকাশিত হইল। ক্রীড়ার যথা পদ্মপুরাণে—যদিও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব প্রকার লীলাই অদ্ভুত, তন্মধ্যে আবার গোপগণ ও গোপীগণের সহিত তাঁহার যে লীলা তাহা মথুরা ও দ্বারকার রাজবেশোচিত রাজকীয় লীলা অপেক্ষা সর্ব্বাতিশায়ী মনোহর। বৃহদ্বামনপুরাণেও কথিত হইয়াছে যথা—যদিও আমার দামবন্ধনাদি নানাবিধ মনোহারিণী প্রভৃত লীলা বিদ্যমান আছে, তথাপি রাসলীলা স্মরণ করিলে আমার মনঃ যে কিরূপ ভাবপ্রাপ্ত হয় তাহা আমি বলিতে পারি না ॥২৮৫॥

সুরেশাস্তা উপধার্য্য, সবনশঃ—অসকৃৎ কশ্মলং—মোহং, যযুঃ। কীদৃশাস্তে? ইত্যাহুঃ, কবয়ঃ—সর্ব্বজ্ঞা অপি, অনিশ্চিততত্ত্বাঃ—যৎ পরমানন্দময়ং তত্ত্বং পুরা নিশ্চিক্যুঃ, তৎ কথং নাদরূপমভূদিতি তত্র সন্দিহানা ইত্যর্থঃ। আনতকন্ধরচিত্তাঃ—যতঃ প্রদেশাৎ বেণুধ্বনিরায়াতি, তমনু আনতাঃ কন্ধরাশ্চিত্তানি চ যেষাং তে। এষা বেণুমাধুরী দ্বার্ব্বতীশস্য নাস্তীতি ততোঽতিশয়ঃ ॥২৮৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

নাদানামিত্যর্থাদ্বীণাদেঃ। মাধুরী অনির্ব্বচনীয়-মাদকতা-বিশেষঃ। তাবতী মাধুরী যস্মিন্ বেণৌ ধ্বনতি সতি। অয়ং বেণুঃ শ্রুতিপেয়ঃ সন্ কোঽপি মোহনো মন্ত্রো বা কোঽপি পরোঽদ্ভুতঃ পদার্থো বা ভবতি ইতি হেতোর্যত্র বেণৌ উৎসুকা উৎকণ্ঠিতাঃ সন্তঃ শিবাদয়োঽমুহ্যন্নিত্যন্বয়ঃ। বিবিধে-ত্যাদি। হে সতি হে আর্য্যে যশোদাদেবি তব সুতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যদা অধরবিম্বে দত্তবেণুঃ সন্ উরুধা বহু-প্রকারাঃ স্বরজাতীর্নিষাদর্ষভগান্ধারাদিস্বরালাপভেদান্ বেণুবাদ্যবিষয়ে নিজশিক্ষা অনয়ৎ প্রাপয়তি স্ম তুহাদিত্বাদ্দ্বিকর্ম্মকতা। যদ্বা নিজৈবশিক্ষা যাসু তাঃ স্বরজাতীরনয়ৎ উন্নীতবান্ তত্তদা সবনশঃ মন্দ্রমধ্য-তারভেদেন উপধার্য্য অর্থাৎ স্বরজাতীঃ শ্রুত্বা কবয়ঃ কোবিদা অপি সুরেশাঃ কশ্মলং মোহং যযুঃ প্রাপ্তবন্তঃ ইত্যর্থঃ। তব সুতঃ কীদৃক্ বিবিধগোপচরণেষু নানাগোপক্রীড়াসু বিদগ্ধো নিপুণঃ বিবিধগোচারণেষ্বিতি পাঠে নানাপ্রকারাসু গোচারণক্রীড়াসু। ননু কোবিদানাং কথং ভ্রম ইত্যাহুঃ, অনিশ্চিততত্ত্বাঃ ন নিশ্চিতং তত্ত্বং তদ্ভেদো যৈঃ। কোবিদানাং তেষাং তত্র চিত্তাগ্রহাভাবাৎ তথাত্বমিত্যাহুঃ আনতে কন্ধরচিত্তে যেষাং তে। অত্র কন্ধরপদং নার্ষং "অম্লানপঙ্কজা মালা সীতয়া রামকন্ধরে" ইত্যাদিষ্বকারান্তস্যাপি দর্শনাৎ। যদ্বা তৎপদং হেতুপ্রদর্শকং; তথাচ গীতধ্বনিরাগতস্তত আনতকন্ধরচিত্তাঃ। যদ্বা তৎ তাঃ স্বরজাতীঃ সবনশঃ মন্দ্র-মধ্য-তারাদিভেদযুক্তাঃ॥ একবিংশে বেণুগীতনিরূপণে পঞ্চত্রিংশে গোপীগীতকথনে বেণোরদ্ভুতা মাধুরী-ব্রজদেবীভিরীড়িতা স্তুতা ইত্যন্বয়ঃ॥২৮৬॥

শ্রীকৃষ্ণের বেণু মাধুরী।

মাধুর্য্য চতুষ্টয়ের অন্যতম মাধুরী, শ্রীকৃষ্ণের সেই বেণু মাধুরী বর্ণনা করিতেছেন—যথা নিখিল ভুবনে বীণা প্রভৃতি বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্রের ধ্বনির যত প্রকার মাধুরী অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় মাদকতা বিদ্যমান, সেই সমস্তই শ্রীনন্দনন্দনের বংশীধ্বনির একটি পরমাণুতে নিমগ্ন হইয়া যায়। যে মোহন বেণুর ধ্বনি হইলে স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণিবর্গ নিবিড় পরমানন্দে নিমগ্ন হওয়ায়, তাহাদিগের ধর্ম্ম বিপর্য্যয় অর্থাৎ স্থাবরের জঙ্গমত্ব ও জঙ্গমের স্থাবরত্বাদিরূপ গুণের বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। যে মোহন বেণুধ্বনি শিব ও ব্রহ্মাদি দেবগণের শ্রবণাঞ্জলিপেয় হইলে একি এক মোহনমন্ত্র অথবা একি এক পরমাদ্ভুত পদার্থ এই কথা বলিয়া তাঁহারা মোহিত হইয়া থাকেন। যথা শ্রীদশমস্কন্ধে শ্রীগোপীগণের বাক্য-হে সাধ্বি যশোদে! বিবিধ গোপ ক্রীড়ায় প্রবীণ তোমাব পুত্র যখন বিম্বসদৃশ রক্তিমাধরে বেণু সংযোগ পূর্ব্বক বেণুবাদ্য বিষয়ে স্বরচিত স্বরজাতি অর্থাৎ নিষাদ, ঋষভ ও গান্ধার প্রভৃতি স্বরভেদের আলাপ করিতে থাকেন, তখন

শ্রীবিগ্রহস্থ, যথা—

অসমানোর্দ্ধমাধুর্য্যতরঙ্গামৃতবারিধিঃ।
জঙ্গমস্থাবরোল্লাসিরূপো গোপেন্দ্রনন্দনঃ॥

যথা তন্ত্রে—

"কন্দর্পকোট্যর্ব্বুদরূপশোভানীরাজ্যপাদাব্জনখাঞ্চলস্য।
কুত্রাপ্যদৃষ্টশ্রুতরম্যকান্তের্ধ্যানং পরং নন্দসুতস্য বক্ষ্যে॥"

শ্রীদশমে চ (ভা° ১০।২৯।৪০)—

"কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং-
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥" ২৮৭॥ ইতি।

॥ ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণামৃতং নাম পূর্ব্বখণ্ডং সমাপ্তম্॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

কুত্রাপীতি—শ্রীমথুরাদ্বারকাধীশেঽপীত্যর্থঃ। যদ্যপি স এব কৃষ্ণস্তত্রাপি, তথাপি তাদৃশস্থান-পরিকরাভাবাৎ তদ্রূপং নোল্লসতি, তদ্‌যোগে তুল্লসতীতি, "তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।" (ভা° ১০।৩৩।৬) ইত্যাদ্যুক্তেঃ॥ রাসক্রীড়ায়াং বেণুনাদেনাহূতানাং ব্রজসুভ্রুবাং কৃষ্ণম্ ঔদাসীন্যভাবিনং প্রতি বচনং, কা স্ত্রীতি। অঙ্গ—হে কৃষ্ণ!, তে—তব, কলপদামৃতরূপেণ বেণুগীতেন মোহিতা সতী, কা স্ত্রী, আর্য্যচরিতাৎ—নিজধর্ম্মাৎ,—ন চলেৎ? পুমাংসোঽপি শক্রশর্ব্বাদয়ো যেন মুমুহুস্তত্র কা বার্ত্তা স্ত্রীণামিতি ভাবঃ। কিঞ্চ ত্রৈলোক্যসৌভগং রূপঞ্চেদং নিরীক্ষ্যেতি। অবিভ্রন্—অবিভরুঃ। তথাচ ত্বদ্বোধকশব্দাৎ স্বধর্ম্মত্যাগো যুক্তঃ, কিং পুনস্ত্বদনুভবেন? ইতি ঔপপত্যং দোষাবহমিতি ন শক্যং বক্তু-মিতি ভাবঃ॥২৮৭॥

* ইতি শ্রীমদ্‌রূপবিরচিতে শ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণামৃতং নাম পূর্ব্বখণ্ডং ব্যাখ্যাতম্। *

ঐসকল স্বরালাপ সম্যক্ শ্রবণ করিয়া মন্দ্র মধ্যতার ভেদে ক্রমশঃ উক্ত গীত যেদিক্ হইতে আসিতেছে, সেই দিকে কন্দর ও চিত্ত আনত করতঃ ইন্দ্র, শিব, ও ব্রহ্মা প্রভৃতি সুরেশ্বরগণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও তত্ত্ব-নিশ্চয়ে অসমর্থহেতু মোহিত হইয়া থাকেন। শ্রীদশমস্কন্ধের একবিংশ ও পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের এই বেণুরই মহাদ্ভূত মাধুরী ব্রজদেবীগণ স্তবের মতন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বেণু মাধুরী দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের নাই। অতএব ইহা দ্বারা দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাতিশয় বর্ণিত হইল॥২৮৬॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কার-বিরচিতা রসিকরঙ্গদা

অসমানি অনূর্দ্ধানি যানি চ মাধুর্য্যাণি তান্যেব তরঙ্গাঃ তদ্বিশিষ্টাক্ষয়বারিধিরিত্যর্থঃ। কুত্রাপি শ্রীগোলোকনাথাদৌ অদৃষ্টা অশ্রুতা চ রম্যা কান্তির্যস্য তস্য নন্দসুতস্য পরং শ্রেষ্ঠং ধ্যানং বক্ষ্যে ইত্যন্বয়ঃ। যদ্বা পরং কেবলং ধ্যানং ন রূপাদিকং তস্য কাৎস্ন্যেন বক্তুমক্ষমত্বাৎ। ননু রূপাদেবক্তুমক্ষমতা কথমিত্যাহ কন্দর্পকোট্যর্ব্বুদস্য রূপশোভাভ্যাং নীরাজ্যং নির্ম্মঞ্ছনীয়ং পাদাম্বুজনখাঞ্চলং যস্য॥ ইদং রূপং নিরীক্ষ্য ত্রিলোক্যাং কা স্ত্রী আর্য্যচরিতান্ন চলেৎ ন ভ্রংশেদপি তু সর্ব্বৈব স্ত্রী চলেদিত্যর্থঃ। যদ্ যস্মাদ্রূপনিরীক্ষণাৎ গো-দ্বিজ দ্রুম-মৃগাঃ পুলকানি অবিভ্রন্ অবিভরুঃ। অথবা যদ্ যস্মাদেগাদ্বিজ-দ্রুম-মৃগা অপি পুলকানি ধারয়ন্তি স্ম তত্তস্মাৎ কা স্ত্রী আর্য্যচরিতান্ন চলেৎ যত্তদোর্নিয়তসম্বন্ধাৎ। যদ্বা যদ্রূপং নিরীক্ষ্য ইতি উত্তরবাক্যস্থস্য যৎপদস্য তৎপদানপেক্ষকত্বেন শ্রীকাব্যপ্রকাশকৃদ্ভিঃ "সাধু চন্দ্রমসি পুষ্করৈঃ কৃতমি"ত্যুদাহৃতত্বাৎ। পরার্দ্ধস্যৈবাত্রোদাহরণীয়ত্বাৎ ক্বচিদ্ গ্রন্থে পূর্ব্বার্দ্ধং ন তিষ্ঠতি। অত্র পুলকানীতি বহুবচনং; কম্পস্বেদাদীনামপি গ্রাহকম্। দ্রুমাদীনামপি তত্তৎক্রিয়াকারিত্বেনাস্য শ্রীবিগ্রহস্যাসাধারণমাধুরী দ্যোতিতা। যে তর্কৈকরতাঃ সদা ঘটপটব্যাপ্ত্যাদিভিন্নাশয়া যে প্রাভাকরপুস্তকৈক-নিপুণাঃ সন্তেব তে তে তথা। যে শ্রীভাগবতাদিশাসনমতব্যাসক্তসন্মানসা লোকচ্ছিদ্রপরাঙ্মুখা রসবিদস্তেভ্যঃ কৃতোঽয়ং শ্রমঃ॥ রম্যং শ্যামকিশোরপাদকমলং ভক্ত্যা হৃদি ধ্যায়তা টীকা ভাগবতামৃতোপরি ময়া বৃন্দাবনেনাখ্যয়া। শ্রীরাধা-চরণাত্মজেন রচিতা সন্দর্ভসন্দর্ভতঃ শোধ্যা স্নেহত উত্তমৈর্গ্রহদৃশিন্যায়েন্দুশাকোদ্ভবা ॥২৮৭॥

শ্রীমদ্রূপগণান্নৌমি সদা রাগানুগাশ্রিতান্।
টীকা যেষাং প্রসাদেন চিতা রসিকরঙ্গদা॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রতর্কালঙ্কারবিরচিতা শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতপূর্ব্বখণ্ডস্য
শ্রীকৃষ্ণামৃতনাম্নঃ টীকা রসিকরঙ্গদানাম্নী সমাপ্তা ॥ * ॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ মাধুরী।

সম্প্রতি প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ মাধুর্য্য চতুষ্টয়ের অন্যতম শ্রীবিগ্রহ মাধুরীর বর্ণন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণামৃতের উপসংহারে জানাতেছেন—যাঁহার সমান এবং যাঁহা অপেক্ষা অধিক নাই, সেই অসমানোর্দ্ধ মাধুর্য্য তরঙ্গের অক্ষয় অমৃত বারিধি স্বরূপ গোপেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের রূপ সন্দর্শন করিয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল প্রাণিবর্গ উল্লাসযুক্ত হইয়া থাকে। তন্ত্রেও এইরূপ কথিত হইয়াছে যথা—কোটি অর্ব্বুদ কন্দর্পের রূপ ও শোভা কর্তৃক যাঁহার পাদপদ্মের নখাঞ্চল নির্মঞ্ছনীয় এবং যাঁহার ন্যায় রমণীয়কান্তি মথুরাপতি ও দ্বারকাপতিতেও দর্শন ও শ্রবণ করা যায় না। আমি সেই নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণের পরম ধ্যানবিধি বলিব। যদিও শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনই মথুরাধীশ ও দ্বারকাধীশ তথাপি মথুরায় ও দ্বারকায় ব্রজের তুল্য স্থান ও পরিকরের অভাব বলিয়া গোপেন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মথুরাধামে ও দ্বারকাধামে রূপাদির মাধুর্য্য উল্লসিত হয় না। কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকাধাম ও মথুরাধাম

পরিত্যাগ করিয়া ব্রজে আগমন করেন, সেইকালে স্থান ও পরিকরের সহযোগে তাঁহার রূপাদির মাধুর্য্য স্বতই উচ্ছলিত হইয়া উঠে। শ্রীমদ্ভাগবতই এবিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ যথা—সেই সকল স্বর্ণবর্ণ গোপ-সুন্দরীর মধ্যে ভগবান্ শ্রীদেবকীসুত মণি সমূহে বিমণ্ডিত ইন্দ্র নীলমণির ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর বেণুধ্বনিতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া রাসলীলায় সমাগত ব্রজসুন্দরী গণ, তাঁহারা উপেক্ষাকারি শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই রূপ যথা হে কৃষ্ণ! কলপদামৃত অর্থাৎ মধুর পদযুক্ত ও দীর্ঘ মূর্চ্ছনা তোমার এই বেণুগীতে বিমোহিত হইয়া ত্রিলোকের মধ্যে এমন কোন্ স্ত্রী আছে, যে নিজধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়, শুধু তাই নয় ইন্দ্র ও মহাদেবাদি পুরুষ গণও তোমার বেণুধ্বনিতে বারম্বার বিমোহিত হইয়াছিলেন। সুতরাং আহিরী গোপস্ত্রী আমাদের কথা আর কি বলিব। শুধু যে বেণুধ্বনি তাই নয়, তদুপরি ত্রিলোকসুন্দর তোমার দিব্যরূপ দর্শন করিয়া মনুষ্যের কথা কি বলিব, গো, পক্ষী, তরু এবং মৃগ ইহারাও অঙ্গে পুলক ধারণ করিয়া থাকে। যদি শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দীপক বা বোধক শব্দমাত্র শ্রবণ করিয়া যাঁহাদের স্বধর্ম্ম ত্যাগ যুক্তিযুক্ত হইতে হইতে পারে? তাহাহইলে সেই শ্রীকৃষ্ণের অনুভব হইলে কি প্রকার দশা হইতে পারে? অতএব ব্রজসুন্দরীগণের ঔপপত্যভাব দোষজনক, এইরূপ বলিতে পার না ইহাই অভিপ্রায় ॥২৮৭॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণামৃত নামক পূর্ব্বখণ্ডের আভাস সমাপ্ত ॥

শ্রীশ্রীলঘুভাগবতামৃতম্

উত্তরখণ্ডম্।

——*◡*——

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণরসরসিকেভ্যঃ।

——∘——

অথ শ্রীশ্রীভক্তামৃতম্।

আরাধনং মুকুন্দস্য ভবেদাবশ্যকং যথা।
তথা তদীয়ভক্তানাং নো চেদ্দোষোঽস্তি দুস্তরঃ॥

তথাচ পাদ্মে—

মার্কণ্ডেয়োঽম্বরীষশ্চ বসুর্ব্যাসো বিভীষণঃ।
পুণ্ডরীকো বলিঃ শম্ভুঃ প্রহ্লাদো বিদুরো ধ্রুবঃ॥
দাল্‌ভ্যঃ পরাশরো ভীষ্মো নারদাদ্যাশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
সেব্যা হরিং নিষেব্যামী নো চেদাগঃ পরং ভবেৎ॥"

তথা চ হরিভক্তিসুধোদয়ে—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়ন্তি যে। ন তে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥"

পাদ্মোত্তরখণ্ডে —

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

তত্রৈব—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥"

আদিপুরাণে—

"মম ভক্তা হি যে পার্থ! ন মে ভক্তাস্তু তে মতাঃ।
মদ্ভক্তস্য তু যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে চ (ভা° ১১।১৯।২১)—

"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" ॥ ১ ॥ ইতি

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

নিত্যং নিবসতু হৃদয়ে চৈতন্যাত্মা মুরারির্নঃ ।
নিরবদ্যো নির্বৃতিমান্ গজপতিরনুকম্পয়া যস্য ॥ ০ ॥

এবং স্বামিনঃ সর্ব্বেশ্বরস্য স্বরূপগুণবিভূতিযাথাত্ম্যং নিরূপ্য ততস্তৎসেবকানাং ভক্তানাং স্বরূপ-যাথাত্ম্যং নিরূপ্যমিত্যাহ অথ শ্রীভক্তামৃতমিতি। অথেতি—আনন্তর্য্যে, তন্নিরূপণেন এতন্নিরূপণস্যা-নন্তরভাবাৎ; তস্মাৎ তেষাং দ্বৈতং দর্শিতম্ ॥ আরাধনমিতি—শাস্ত্রকৃতঃ প্রতিজ্ঞাবাক্যম্ ॥ উদাহরতি মার্কণ্ডেয় ইতি। বসু—উপরিচরঃ, তদেকান্তী। আগঃ—অপরাধঃ, পরম্—অনিবার্য্যম্ দাম্ভিকা—ছলিনঃ, বিষ্ণুবঞ্চকা ইত্যর্থঃ ॥ তস্মাদিতি—বিষ্ণ্বারাধনাৎ, বৈষ্ণবারাধনং, পরং—শ্রেষ্ঠং, তন্মধ্যে তদন্তর্ভাবাদিতি ভাবঃ ॥ মমেতি। যে ভক্তপ্রীতিশূন্যা মম ভক্তাঃ, তে মম ভক্তাঃ শ্রেষ্ঠা ন মতাঃ। ভক্ততমা ইত্যুত্তরাৎ। শ্রুতদেবপূজায়াং ব্যক্তমেতৎ ॥ মদ্ভক্তেতি—মৎপূজাতোঽপি মদ্ভক্তপূজা অভ্যধিকা, ইতি কুলাদিপরীক্ষা নিরস্তা, পাদোদকোচ্ছিষ্টে চ তেষাং গ্রাহ্যে দর্শিতে ॥১॥

উত্তর খণ্ড।

শ্রীকৃষ্ণরস রসিকগণকে নমস্কার।

অথ শ্রীশ্রীভক্তামৃত।

শ্রীভক্তপূজার আবশ্যকতা এবং শ্রীবিষ্ণু আরাধনা অপেক্ষাও ভক্তারাধনা শ্রেষ্ঠ।

যাঁহার কৃপায় জগপতি প্রতাপরুদ্র পরমানন্দিত হইয়াছিলেন, সেই চৈতন্যাত্মা শ্রীমুরারি আমাদিগের হৃদয়ে নিত্যই নিবাস করুন। অনন্তর ভগবান্ শ্রীসর্ব্বেশ্বরের স্বরূপ, গুণ ও ঐশ্বর্য্য যথা-যথ নিরূপণ পূর্ব্বক তাঁহার সেবক ভক্তবৃন্দের স্বরূপাদি নিরূপণ করা উচিত, তন্নিমিত্ত বলিতেছেন যে শ্রীভগবানের স্বরূপাদি নিরূপণের দ্বারা তাঁহার ভক্তগণের স্বরূপাদি শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক্ হওয়ায় ভক্তগণের স্বরূপাদিও পৃথক্‌রূপে প্রদর্শিত হইতেছে যথা—শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা যেরূপ মনুষ্য মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, তদ্রূপ তাঁহার ভক্তবৃন্দের আরাধনাও অবশ্য কর্ত্তব্য, নচেৎ দুস্তর অপরাধ হয়। প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার স্বকৃত প্রতিজ্ঞা বাক্যকে পদ্মপুরাণোক্ত উদাহরণে সুস্পষ্ট করিতেছেন যথা—শ্রীহরিকে সেবা করিয়া তদনন্তর মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, একান্তি উপরিচয় বসু, ব্যাসদেব, বিভীষণ পুণ্ডরীক, বলি, শম্ভু, প্রহ্লাদ, বিদুর, ধ্রুব, দালভ্য, পরাশর, ভীষ্ম এবং নারদাদি ও তদীয় অর্থাৎ তুলসী শাস্ত্র, মথুরা, বৈষ্ণব ও ব্রজরামাগণের সেবা করা বৈষ্ণবগণের একান্ত কর্ত্তব্য, না করিলে বৈষ্ণবগণের অনিবার্য্য অপরাধ হয়। শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়েও এইরূপ কথিত হইয়াছে যথা-যাঁহারা শ্রীগোবিন্দকে অর্চ্চনা করিয়া তদীয় অর্থাৎ তুলসী শাস্ত্র, মথুরা, বৈষ্ণব এবং ব্রজরামাগণের অর্চ্চনা না করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহের পাত্র নহে, যেহেতু সেই সকল ব্যক্তিগণ দাম্ভিক অর্থাৎ বিষ্ণুবঞ্চক বলিয়া পরিগণিত। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেও কথিত হইয়াছে যে—সমস্ত আরাধনার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। হে দেবি! শ্রীবিষ্ণু আরাধনা

এতেষামপি সর্ব্বেষাং প্রহ্লাদঃ প্রবরো মতঃ। যৎ প্রোক্তং তস্য মাহাত্ম্যং স্কান্দভাগবতাদিষু ॥

যথাস্কান্দে শ্রীরুদ্রবাক্যম্

"ভক্ত এবহি তত্ত্বেন কৃষ্ণং জানাতি ন ত্বহম্। সর্ব্বেষু হরিভক্তেষু প্রহ্লাদোঽতিমহত্তমঃ ॥"

শ্রীসপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদ স্তৈব বাক্যম্ (ভাঃ ৭।৯।২৬)—

"ক্কাহং রজঃপ্রভব ঈশ ! তমোঽধিকেঽস্মিন্ জাতঃ সুরেতরকুলে ক্ব তবানুকম্পা।
ন ব্রহ্মণো ন চ ভবস্য ন বৈ রমায়া যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ ॥"

তত্রৈব শ্রীনৃসিংহবাক্যম্ (ভাঃ ৭।১০।২১) —

"ভবন্তি পুরুষা লোকে মদ্ভক্তাস্ত্বামনুব্রতাঃ। ভবান্ মে খলু ভক্তানাং সর্ব্বেষাং প্রতিরূপধৃক্ ॥"২॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

ভগবতো যথা স্বয়ং-বিলাস-ব্যূহাদিত্বরূপং তারতম্যং গুণব্যক্ত্যব্যক্তিকৃতমুক্তং, তথা ভক্তানামপি ভক্তিকৃতং তদাহ, এতেষামপীত্যাদিনা ॥ ভক্ত এবেতি—তদেকান্তী যঃ, স এবেত্যর্থঃ। ন ত্বহমিতি—মমাধিকারিত্বেন অন্যাবেশাৎ তত্ত্বেন তজ্‌জ্ঞানং নাস্তীতি হীনত্বপ্রকাশনং নির্ব্বেদব্যঞ্জকম্। তাদৃশং ভক্তং দর্শয়তি, সর্ব্বেষ্বিতি। ভক্তেষু প্রহ্লাদস্য শ্রৈষ্ঠ্যমাহ, ক্কাহমিতি। সুরেতরকুলে—দৈত্যবংশে, জাতোঽহং ক্ব? তস্মিন্ ময়ি তবানুকম্পা ক্ব? ইতি দুর্ঘটোঽয়ং সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। তৎকুলে কীদৃশি? ইত্যাহ, রজঃপ্রভাবে তমোঽধিকে ইতি। অনুকম্পামাহ, যঃ পদ্মকরঃ প্রসাদো ব্রহ্মাদিশিরঃসু নার্পিতঃ, স মে শিরসি যৎ ত্বয়া অর্পিত ইতি॥ ভবন্তীতি। ত্বামনুব্রতাঃ—ত্বদনুসারিণঃ, ভবিষ্যন্তি। মম সর্ব্বেষাং ভক্তানাং ভবান্ প্রতিরূপধৃক্ —একতঃ সর্ব্বে একতো ভবানিতি, সর্ব্বভক্তশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

হইতেও তদীয় ভক্তগণের আরাধনা আবার তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অর্থাৎ ভক্তগণের সেবার মধ্যে শ্রীভগবৎসেবা অন্তর্ভূত থাকায় শ্রীভগবৎ ভক্তগণের সেবাই শ্রেষ্ঠতর। সেই পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে পুনরায় কথিত হইয়াছে—কিন্তু যে ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দকে অর্চ্চনা করিয়া তদীয় ভক্তগণকে অর্চ্চনা করে না, তাহাকে বৈষ্ণব মনে না করিয়া কেবল দাম্ভিক অর্থাৎ বিষ্ণু বঞ্চক বলিয়া জানিবে। আদিপুরাণে কথিত হইয়াছে—হে পার্থ! যে সকল ব্যক্তি আমার ভক্ত, তাঁহারা কখনও আমার ভক্ত হইতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁহারাই আমার ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ যাঁহারা আমার ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, কেবল আমাতেই প্রীতি করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমার ভক্ত নহেন। এস্থলে ভক্ত বলিতে শ্রেষ্ঠ ভক্তকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কেন না শ্লোকের পরের চরণে ভক্ততম শব্দে শ্রেষ্ঠ ভক্তকেই বলা হইয়াছে, সেই শ্রেষ্ঠ ভক্তগণের কথা শ্রুতদেবের উপাখ্যানে বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই প্রকার কথিত হইয়াছেন—আমার ভক্তগণের পূজা আমার পূজা অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে অধিক। অতএব ভক্তগণ কোন্ কুলে উৎপন্ন,তাঁহাদের এই প্রকার পরীক্ষাও নিরাকৃত হইল এবং তাঁহাদের চরণামৃত ও অধরামৃত গ্রহণের যোগ্য ইহাও প্রদর্শিত হইল ॥ ১ ॥

পাণ্ডবাঃ সবর্বতঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রহ্লাদাদীদৃশাদপি। শ্রীভাগবতমেবাত্র প্রমাণং স্ফুটমীক্ষ্যতে ॥

তথাহি শ্রীসপ্তমস্কন্ধে শ্রীনারদবাক্যম্ (ভাঃ ৭।১০।৪৮ ; ৭।১৫।৭৫—৭৭) –

"যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ ॥
স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্যং কৈবল্যনির্ব্বাণসুখানুভূতিঃ।
প্রিয়ঃ সুহৃদ্ বঃ খলু মাতুলেয় আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্গুরুশ্চ ॥
ন যস্য সাক্ষাদ্ভবপদ্মজাদিভী রূপং ধিয়া বস্তুতয়োপবর্ণিতম্ ।
মৌনেন ভক্ত্যোপশমেন পূজিতঃ প্রসীদতামেষ স সাত্বতাং পতিঃ ॥" ৩ ॥ ইতি।

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

প্রহ্লাদাদপি পাণ্ডবানাং শ্রৈষ্ঠ্যমাহ। প্রহ্লাদসৌভাগ্যং নিশম্য স্বং নিকৃষ্টং মন্বানং যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদবাক্যং যূয়মিতি। ননু কুতো বয়ং ভূরিভাগাঃ ? তত্রাহ পরং ব্রহ্ম যেষাং গৃহান্ আবসতীতি

শ্রীমার্কণ্ডেয়াদি ভক্তবর্গের মধ্যে শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ।

শ্রীভগবানের যেরূপ গুণের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি ভেদে স্বয়ং বিলাস ও ব্যূহাদির তারতম্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভক্তগণের সম্বন্ধেও ভক্তিকৃত তারতম্যানুসারে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। এখানে সেই তারতম্য দেখাইতেছেন যথা-পূর্ব্বে অম্বরীষাদি যে সকল ভক্তগণের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের মধ্যে প্রহ্লাদ মহাশয় শ্রেষ্ঠ। যেহেতু স্কন্দপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে তাঁহারই মহিমা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। যথা স্কন্দপুরাণে শ্রীরুদ্রবাক্য যথা—যিনি ঐকান্তিক ভক্ত, তিনিই যথার্থরূপে শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারেন, কিন্তু আমি জানি না, কারণ আমি অধিকার প্রাপ্ত দেবতা সুতরাং আধিকারিক দেবতা বলিয়া অন্যাবেশ থাকায়, আমার শ্রীভগবদ্বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানের অভাব আছে। ইহা কিন্তু শ্রীরুদ্রের দৈন্য প্রকাশক নির্ব্বেদপূর্ণ বাক্য। এক্ষণে সেই ঐকান্তিক ভক্ত দেখাইতেছেন—নিখিল ভক্তগণের মধ্যে প্রহ্লাদ অতি মহত্তম। শ্রীহরিভক্তগণের মধ্যে প্রহ্লাদই যে শ্রেষ্ঠ তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদ বাক্যে প্রমাণিত করিতেছেন যথা—হে ঈশ্বর ! রজোগুণে উৎপন্ন ও তমোগুণাধিক এই অসুরকুলে জাত আমিই বা কোথায়, আর তোমার কৃপাই বা কোথায় ? অর্থাৎ আমাতে ও তোমাতে এইরূপ অনুগ্রাহ্য অনুগ্রাহক ভাবরূপ এই সম্বন্ধ অত্যন্তই দুর্ঘট। প্রহ্লাদের প্রতি শ্রীভগবানের অনুগ্রহ বলিতেছেন-যে তোমার সকল সন্তাপহর পদ্মকররূপ পরমপুরুষার্থ কখনও ব্রহ্মা শিব এবং শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মস্তকেও অর্পিত হয় নাই, আর দৈত্যবংশে জাত অসুর বালক আমার মস্তকে তুমি সেই পদ্মকর অর্পণ করিয়াছ। সেই সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদের প্রতি শ্রীনৃসিংদেবের উক্তি যথা—হে বৎস প্রহ্লাদ ! ইহলোক আমার ভক্তগণ তোমারই অনুসরণ করিবে। যেহেতু তুমি আমার ভক্তগণের মধ্যে উপমা স্বরূপ। যেমন একদিকে সমস্ত ভক্ত, আর অপরদিকে তুমি, সেইরূপ অর্থাৎ সমস্ত ভক্তগণের মধ্যে তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

বিজ্ঞায়, লোকং পুনানা মুনয়—মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ, তান্ যুষ্মদ্‌গৃহান্ অভিতো যন্তীতি॥ ননু অস্মন্মাতুলেয়স্য কথং পরব্রহ্মত্বং ? তত্রাহ স ইতি। সোহয়ং—কৃষ্ণঃ, মহদ্ভির্বিমৃগ্যং ব্রহ্মৈব, বঃ—যুষ্মাকং, প্রিয়াদিভাবেন বর্ত্ততে। ব্রহ্মত্বে হেতুঃ, কৈবল্যস্য—বিশুদ্ধস্য, নির্ব্বাণসুখস্য—মোক্ষানন্দস্য, অনুভূতিঃ—সাক্ষাৎকারঃ, যস্মাৎ সঃ; দৃষ্টঞ্চেদং শিশুপালে; "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" (শ্বে০ উ০ ৩।৮ ; ৬।১৫) ইত্যাদি-শ্রুতিঃ, "মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়।" ইতি স্মৃতিশ্চৈবমাহ। বিধিকৃৎ—বচনবর্ত্তীত্যর্থঃ॥ ননু কৃষ্ণস্য সত্যভামাদিনিরতত্বপ্রতায়াৎ কথং ব্রহ্মত্বমাত্মারামত্বরূপং প্রত্যেতব্যম্ ? তত্রাহ ন যস্যেতি। যস্য, রূপং—স্বরূপং, ভবাদিভিরপি, ধিয়া—স্ববুদ্ধ্যা, বস্তুতয়া নোপবর্ণিতম্—'ইদমেব পরং ব্রহ্ম' ইতি ন নিশ্চিতং, তেঽপি যত্র মোহং লভন্তে; যথা বাণযুদ্ধে, যথা বৎসাহরণে; গোবর্দ্ধনমখে চ বিদিতমেতৎ। তথাচ পরাখ্যস্বরূপশক্তিবিলাসৈঃ সত্যাদিভিরুপেতং তাসু নিরতং তং আত্মারামং ব্রহ্মৈবেতি তদেকান্তিভি-র্বিজ্ঞেয়ং, নাভিমানিভিরধিকৃতৈরিতি॥ ৩॥

শ্রীপ্রহ্লাদ অপেক্ষাও শ্রীপাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ।

ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ হইতেও পাণ্ডবগণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন—ভক্ত শ্রেষ্ঠ ঈদৃশ প্রহ্লাদ অপেক্ষায় পাণ্ডবগণই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতই স্পষ্ট প্রমাণরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে শ্রীনারদ ঋষির বাক্য সেইরূপই—শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের সৌভাগ্য শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির মহাশয় নিজেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করায় দেবর্ষিনারদ তাঁহাকে বলিলেন—যে রাজন্! প্রহ্লাদ মহাভাগ্যবান্ আর তোমরা মন্দভাগ্য, এই বলিয়া দুঃখ করিও না। অহো এই মনুষ্যলোকে তোমরাই অতিশয় সৌভাগ্যবান্। আর যদিবল আমরা কি প্রকারে ভাগ্যবান্ হইলাম ? তদুত্তর—যেহেতু তোমাদের গৃহে গূঢ় সাক্ষাৎ নরাকৃতি পরব্রহ্ম নিবাস করিতেছেন। এই প্রকার অবগত হইয়া ত্রিলোক পবিত্রকারি মার্কণ্ডেয়াদি মুনিগণ তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে তোমাদের গৃহে গমন করিয়া থাকেন। আচ্ছা আমাদের মাতুল পুত্রের পরব্রহ্মত্ব কি প্রকারে সম্ভব হইল ? তদুত্তর—মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক অন্বেষণীয় এই শ্রীকৃষ্ণই সেই পরব্রহ্ম। ইনিই ভক্তবৎসলতা প্রযুক্ত তোমাদিগের প্রিয়, সুহৃদ্ মাতুলেয়, পূজ্য, আত্মা ও বচনাবর্তী অর্থাৎ আজ্ঞাকারী ও হিতোপদেষ্টারূপে বর্ত্তমান। তাঁহার পরব্রহ্মত্বের কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর—মুমুক্ষগণের মায়াসংসর্গরহিত বিশুদ্ধ আত্মা স্বরূপে অবস্থানরূপ মোক্ষানন্দ সাক্ষাৎকারের হেতু। যাহা শিশুপালে দৃষ্ট হইয়াছিল এবং শ্রুতিও এই প্রকার বলিয়াছেন - তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। এবং স্মৃতি শাস্ত্রেরও ইহাই অভিমত যথা—শ্রীকৃষ্ণই সকলের মোক্ষ প্রদাতা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাজন্! যদিবল আমাদের মাতুল পুত্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীসত্য-ভামাদি মহিষী বৃন্দের প্রতি সাতিশয় আসক্ত হওয়ায় তাঁহার পরব্রহ্মত্ব ও আত্মরামতা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি ? তদুত্তর—শোন যাঁহার পরব্রহ্মত্ব স্বরূপ শিব, কমলযোনি ব্রহ্মা প্রভৃতি স্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে নিশ্চয় করিতে অর্থাৎ ইনিই পরব্রহ্ম এই প্রকার নিশ্চয় করিতে না পারিয়া মোহ প্রাপ্ত

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীস্বামিপাদৈঃ—

"অহো প্রহ্লাদস্য ভাগ্যং, যেন দেবো দৃষ্টঃ, বয়ন্তু মন্দভাগ্যাঃ' ইতি বিষীদন্তং রাজানং প্রত্যাহ যূয়মিতি ত্রিভিঃ।"

অস্য পদ্যত্রয়স্য তাৎপর্য্যার্থস্তৈরেব লিখিতঃ—

"নতু প্রহ্লাদস্য গৃহে পরং ব্রহ্ম বসতি, ন চ তদ্দর্শনার্থং মুনয়স্তদ্‌গৃহান্ অভিযন্তি, ন চ তস্য ব্রহ্ম মাতুলেয়াদিরূপেণ বর্ত্ততে, ন চ স্বয়মেব প্রসন্নম্, অতো যূয়মেব ততোঽপ্যস্মভ্যোঽপি ভূরিভাগা ইতি ভাবঃ॥" ৪॥

সদাতিসন্নিকৃষ্টত্বাৎ মমতাধিক্যতো হরেঃ। পাণ্ডবেভ্যোঽপি যদবঃ কেচিৎ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ॥

তথাহি শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৮২।২৮ ; ৩০)

"অহো ভোজপতে! যূয়ং জন্মভাজো নৃণামিহ। যৎ পশ্যথাসকৃৎ কৃষ্ণং দুর্দ্দর্শমপি যোগিনাম্॥"

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

এভিঃ পদ্যৈঃ প্রহ্লাদাদপি পাণ্ডবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং শ্রীধরস্বাম্যুক্তেন নিষ্কর্ষেণ দর্শয়তি, নতু প্রহ্লাদস্য গৃহে ইত্যাদিনা ॥ ৪ ॥

হইয়াছিলেন। যেমন বাণাসুরের যুদ্ধে মহাদেব, শিশুবৎস হরণ লীলায় ব্রহ্মা, গোবর্দ্ধন যজ্ঞে ইন্দ্র প্রভৃতি সকলেই মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব পরাখ্য স্বরূপশক্তির বিলাসভূতা শ্রীসত্যভামাদি মহিষীবৃন্দের সহিত সাতিশয় নিরত হইলেও তিনি সেই স্বরূপেই আত্মারাম ও পরব্রহ্ম, ঐকান্তিক ভক্তগণ ইহা সবিশেষ অবগত আছেন। কিন্তু অভিমানী আধিকারিক দেবতাগণ ইহা জানিতে পারে না। অথবা এই প্রকারও হইতে পারে অভিমানি তাপসগণের ইহাতে সর্ব্বথা অনধিকার। এই কারণ শিব ও ব্রহ্মাদি দেবগণ অবশেষে মৌন, ভক্তি ও সমাধি সহকারে যাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, সেই সাত্বতগণের পতি শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিপাদ সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা অহো! প্রহ্লাদের কি সৌভাগ্য, যিনি শ্রীনৃসিংহ দেবকে দর্শন করিয়াছেন। আমরাই কেবল মন্দভাগ্য। এইরূপে বিষাদগ্রস্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে দেবর্ষি নারদ যূয়ং নৃলোকে ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ে বলিয়াছেন। প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার এই তিন শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদ কৃত তাৎপর্য্যার্থ দ্বারা প্রহ্লাদ অপেক্ষা পাণ্ডবগণের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করাইতেছেন. এই তিন শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থে স্বামিপাদ বলিয়াছেন যথা—অহো রাজন্! প্রহ্লাদের গৃহে পরব্রহ্ম বাস করেন নাই এবং সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত মুনিগণ সর্ব্বদা প্রহ্লাদের গৃহে অভিগমন করেন না, আর অধিক কি প্রহ্লাদের মাতুল পুত্ররূপে পরব্রহ্ম বর্ত্তমানও থাকেন না এবং তিনি কিন্তু স্বয়ংই প্রহ্লাদের প্রতি প্রসন্ন হন নাই। অতএব প্রহ্লাদ ও আমাদিগের অপেক্ষায় তোমরাই অতিশয় ভাগ্যবান্, শ্রীনারদ মহাশয়ের এই প্রকারই অভিপ্রায় ॥ ৪ ॥

'তদ্দর্শনস্পর্শনানুপথপ্রজল্পশয্যাসনাশন-সযৌন-সপিণ্ডবন্ধঃ।
যেষাং গৃহে নিরয়বর্ত্ম নিবর্ত্ততাং বঃ স্বর্গাপবর্গ বিরমঃ স্বয়মাস বিষ্ণুঃ ॥"

তথা (ভাঃ ১০।৯০।৪৬)—

"শয্যাসনাটনালাপস্নানক্রীড়াশনাদিষু। ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ ॥" ৫ ॥ ইতি।

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথ পাণ্ডবেভ্যোঽপি যদূনাং শ্রৈষ্ঠ্যমাহ সদাতীত্যাদিনা। কেচিৎ নিত্যপার্ষদাঃ॥ অহো ইতি ; হে ভোজপতে!—উগ্রসেন!॥ তদ্দর্শনেতি। যেষাং বো গৃহে, স্বয়ং বিষ্ণুঃ—পূর্ণ কৃষ্ণঃ, আস—বর্ত্ততে স্ম॥ যদ্বা স্বয়মাস, নতু সাধনবশতয়া ; ইতি নিত্যপার্ষদতা তেষাম্। বঃ কীদৃশানাম্? ইত্যাহ, নিরয়বর্ত্মনঃ—সংসৃতিপ্রবাহাৎ, নিবর্ত্ততাং, নিত্যমুক্তানামিত্যর্থঃ। কীদৃশোঽসৌ? ইত্যাহ স্বর্গেতি—স্বর্গস্য অপবর্গস্য চ সুখৈশ্বর্য্য প্রধানস্য বিরমো যেন সঃ; তং তঞ্চ যঃ স্বৈকান্তিভ্যো ন দদাতীত্যর্থঃ। যুষ্মৎকর্ত্তৃকা যে দর্শনাদয়ঃ, যুষ্মৎসংপৃক্তানি যানি শয্যাদীনি চ, তৈর্বিশিষ্টশ্চাসৌ সযৌন-সপিণ্ডবন্ধশ্চেতি, মধ্যমপদলোপী কর্ম্মধারয়ঃ। তত্র, যৌনবন্ধঃ—বিবাহসম্বন্ধঃ, পিণ্ডবন্ধঃ—দৈহিকসম্বন্ধঃ, তাভ্যাং সহ বর্ত্তমানোঽসাবিতি বহুব্রীহিগর্ভতা। অনুপথঃ—অনুগতিঃ। প্রজল্পঃ—গোষ্ঠী॥ নিত্যপার্ষদত্বাদেব তেষাং কৃষ্ণৈকাবেশমাহ শয্যাসনেতি॥ ৫॥

শ্রীপাণ্ডবগণ অপেক্ষাও নিত্যপার্ষদ শ্রীযাদবগণ শ্রেষ্ঠ।

অনন্তর পাণ্ডবগণ অপেক্ষাও যাদবগণের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করাইতেছেন—যথা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বদা সন্নিকটে থাকায় ও মমতার আধিক্য নিবন্ধন কতিপয় যাদবগণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রকট প্রকাশে দেবতাগণও যাদবগণে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাঁহারা নিত্যপার্ষদ সেই যাদবগণ পাণ্ডবদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। শ্রীদশমস্কন্ধে সেইরূপই বলিয়াছেন যথা—হে ভোজপতে উগ্রসেন! এই জগতে মনুষ্যগণের মধ্যে তোমাদের জন্মই সফল। যেহেতু যোগিগণেরও দুর্দ্দর্শ সেই শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতেছ। হে ভোজপতে! তোমরা নিত্য যাঁহার দর্শন, স্পর্শন, অনুগতি বা অনুগমন, ইষ্টগোষ্ঠী বা সম্ভাষণ করিয়া থাক, এবং তোমাদিগের সহিত যাঁহার শয্যা, উপবেশন, ভোজন, বিবাহসম্বন্ধ এবং দৈহিক সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যিনি সুখৈশ্বর্য্য প্রধান স্বর্গ ও মোক্ষকে স্বীয় ঐকান্তিক ভক্তকে দান করেন না, অর্থাৎ স্বর্গ ও অপবর্গের স্পৃহা উৎসারিত করেন, নরকের পথ স্বরূপ সংসার প্রবাহ হইতে পরাঙ্মুখ অর্থাৎ নিত্য মুক্ত যে তোমরা, তোমাদিগের গৃহে সেই পূর্ণ-কৃষ্ণ বিরাজমান রহিয়াছেন। তবে তোমাদের কোন সাধনের বশে তোমাদের গৃহে তিনি বাস করিতেছেন না, তিনি স্বয়ংই তোমাদের গৃহে বিরাজ করিতেছেন। ইহাতে যাদবগণের নিত্যপার্ষদত্ব প্রতিপাদিত হইল। যাদবগণের নিত্যপার্ষদত্ব নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের যে ঐকান্তিক আবেশ তাহাই বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণে অভিনিবিষ্টচিত্ত বৃষ্ণিগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্ব্বদা শয়ন, উপবেশন, পরিভ্রমণ কথোপকথন, স্নান, ক্রীড়া ও ভোজনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় সাতিশয় শ্রীকৃষ্ণাবেশ বশতঃ তাঁহারা নিজেকেও পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই॥ ৫॥

যদুভ্যোঽপি বরিষ্ঠোঽসৌ সর্ব্বেভ্যঃ শ্রীমদুদ্ধবঃ। শ্রীমদ্ভাগবতে যস্য শ্রূয়তে মহিমাদ্ভুতঃ ॥

তথাহি শ্রীএকাদশে শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্যম্ (ভাঃ ১১।১৪।১৫)—

"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥"

তথা (ভাঃ ১১।১৬।২৯)—

ত্বন্তু ভাগবতেষ্বহম্।" ইতি আবল্যাদেব গোবিন্দে ভক্তিরস্যাখিলোত্তমা ॥

তথাচ শ্রীতৃতীয়ে (ভাঃ ৩।২।২)—

"যঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ। তন্নৈচ্ছদ্রচয়ন্ যস্য সপর্য্যাং বাললীলয়া ॥"

অতএব তত্রৈব শ্রীভগবদ্বচনম্ (ভাঃ ৩।৪।৩১)—

"নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুঃ ॥" ইতি

অস্যার্থঃ।— যদ্গুণৈঃ—যস্য উদ্ধবস্য গুণৈঃ, প্রভুরপ্যহং, ন অর্দ্দিতঃ—ন যাচিতঃ। যদ্বা, যৎ—যস্মাৎ, উদ্ধবঃ, গুণৈঃ—সত্ত্বাদিভিঃ, ন অর্দ্দিত—ন পীড়িতঃ, গুণাতীত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ, প্রভুঃ—ভক্তিরসাস্বাদে প্রভবিষ্ণুঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

যদুষু উদ্ধবস্য শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি যদুভ্যোঽপীতি ॥ ন তথেতি। আত্মযোনিঃ—ব্রহ্মা, আত্মা—শ্রীবিগ্রহোঽহঞ্চ ॥ শ্রৈষ্ঠ্যহেতুং ভক্ত্যতিশয়মাহ, আবাল্যাদেবেতি ॥ যঃ ইতি। পঞ্চহায়নঃ—পঞ্চবার্ষিকঃ। সপর্য্যাং—পূজাম্ ॥ নোদ্ধব ইতি —ময়া সার্দ্ধং তুলায়ামারোপিতো লেশনাপি ন ন্যূন ইত্যর্থঃ ॥ অন্যত্তু ব্যাখ্যাতং শাস্ত্রকৃদ্ভিরেব ॥ ৬ ॥

শ্রীযাদবগণের মধ্যেও শ্রীউদ্ধব শ্রেষ্ঠ।

নিখিল যাদবগণ অপেক্ষা শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করাইতেছেন -শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁহার অদ্ভুত মহিমা শ্রবণ করা যায়, সমস্ত যাদবগণ হইতে সেই উদ্ধব মহাশয়ই শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধেও সেইরূপ বলিয়াছেন যথা—হে উদ্ধব! তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম তদ্রূপ আত্মযোনি ব্রহ্মা, শঙ্কর, সঙ্কর্ষণ, মহালক্ষ্মী এবং আমার শ্রীবিগ্রহও প্রিয়তম নহে, শুধু তাই নয় আমিও আমার তদ্রূপ প্রিয়তম নহে। শ্রীভগবান্ অন্যত্রও সেইরূপ বলিয়াছেন যথা—হে উদ্ধব! ভাগবতগণের মধ্যে তুমিই আমি অর্থাৎ তুমিই আমার বিভূতি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির আতিশয্য বশতঃ উদ্ধব মহাশয়ের শ্রেষ্ঠতার কারণ,ইহাই এখানে বর্ণনা করিতেছেন—যথা বাল্যকাল হইতে যে উদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বোত্তমা ভক্তি বিরাজমান। ইহার প্রমাণে শ্রীমদ্ভাগবত বাক্য বলিতেছেন-যে উদ্ধব পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রমকালে বাল্যক্রীড়া দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পূজায় অনুরক্ত থাকায় প্রাতঃ ভোজনের নিমিত্ত জননী কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াও ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। উদ্ধব মহাশয়ের শ্রেষ্ঠতার আরও কারণ দেখাইতেছেন—নির্গুণা ভক্তির রসাস্বাদনে সমর্থহেতু প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণত্রয় যাঁহাকে কোন প্রকার দুঃখ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না,

ব্রজদেব্যো বরীয়স্থ ঈদৃশাদুদ্ধবাদপি।
যদাসাং প্রেমমাধুর্য্যং স এষোঽপ্যভিযাচতে॥

তথাহি শ্রীদশমে (ভা° ১০।৪৭।৫৮)—

"এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এবমখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্থ॥" ৭॥

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

অথোদ্ধবাদ্ গোপীনাং শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি ব্রজদেব্য ইতি॥ অত্রার্থে প্রমাণমাহ এতা ইতি। এতাঃ—শ্রীনন্দব্রজস্থিতাঃ, পরং—কেবলং, তনুভৃতঃ—উত্তমতনুবিশিষ্টাঃ, যাঃ, নিখিলাত্মনি—সর্ব্বাংশিনি, গোবিন্দে—গোপাললীলে কৃষ্ণে, রূঢ়ভাবাঃ—উদ্ভূতমহাভাবাঃ, বর্ত্তন্তে। যৎ—যং ভাবং, ভবভিয়ঃ—মুমুক্ষবঃ শৌনকাদয়ঃ, মুনয়ঃ—মুক্তা নারদাদয়ঃ, বাঞ্ছন্তি ; বয়ঞ্চ—উদ্ধবাদয়ো নিত্যতৎসংসর্গিণঃ, বাঞ্ছামঃ ; ভগবতস্তদ্বশ্যতাং প্রতীত্য তৎপরিমাণং বাঞ্ছামঃ, নতু প্রাপ্নুম ইত্যর্থঃ। ঈদৃশোচ্চভাবালাভে চতুর্ম্মুখ-জন্মভিরপ্যলমিত্যাহ। অনন্তস্থ—অপারমাধুরীকস্থ তস্থ, কথাসু, অরসঃ—রাগাভাবঃ যস্থ তস্থ, তজ্জন্মভিঃ কিং ? ন কিমপীত্যর্থঃ॥ ৭॥

সেই উদ্ধব আমা অপেক্ষা অনুমাত্রও ন্যূন নহে। অর্থাৎ উদ্ধব আমার সহিত তুলাদণ্ডে তুলিত হইলে লেশ মাত্রও ন্যূন হইবে না। প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার শ্লোকের যে প্রকার অর্থাস্বাদন করিয়াছেন তাহা এই প্রকার যথা—যে উদ্ধবের গুণে প্রভু আমিও যাচিত বা প্রার্থিত হই নাই, অথবা যেহেতু উদ্ধব সত্ত্বাদি পীড়িত হন নাই। অর্থাৎ গুণাতীত। তাহার কারণ তিনি প্রভু অর্থাৎ ভক্তি রস আস্বাদনে সমর্থ, সেই উদ্ধব আমা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন॥ ৬॥

শ্রীউদ্ধব অপেক্ষাও শ্রীব্রজদেবীগণ বরীয়সী।

অনন্তর শ্রীউদ্ধব হইতে শ্রীব্রজদেবীগণের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করাইতেছেন—এতাদৃশ উদ্ধব অপেক্ষাও ব্রজদেবীগণ বরীয়সী, যেহেতু এই উদ্ধব ইঁহাদিগের প্রেমমাধুরী প্রার্থনা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত বাক্যে ইহা প্রমাণিত করিতেছেন যথা—এই পৃথিবীতলে শ্রীনন্দব্রজস্থিতা এই গোপবধূগণই কেবল সর্ব্বোত্তম দেহধারিণী। যেহেতু এই ব্রজদেবীগণের সর্ব্বাংশিস্বরূপ গোপলীলবিলাসি শ্রীকৃষ্ণে অধিরূঢ় মহাভাব সর্ব্বদাই সমুদ্ভূত বা অভিব্যক্ত রহিয়াছে। যেই ভাবকে শৌনকাদি মুমুক্ষগণ, শ্রীনারদাদি মুক্তগণ, এবং শ্রীকৃষ্ণ পার্ষদ আমরা উদ্ধবাদি নিত্যই প্রার্থনা করিয়া থাকি। কিন্তু লাভ করিতে পারি না। অতএব যাঁহাদিগের অনন্ত মাধুরীস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কথায় অনুরাগ নাই, তাঁহাদিগের চতুর্মুখ ব্রহ্মজন্ম লাভেই বা সার্থকতা কি ? অর্থাৎ কোন সার্থকতার্থ নাই॥ ৭॥

শ্রীবৃহদ্বামনে চ ভৃগ্বাদীন্ প্রতি শ্রীব্রহ্মবাক্যম্—

"ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ময়া তপ্তং তপঃ পুরা
নন্দগোপব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণূপলব্ধয়ে।
তথাপি ন ময়া প্রাপ্তাস্তাসাং বৈ পাদরেণবঃ ॥"

ভৃগ্বাদিবাক্যম্—

"বৈষ্ণবানাং পাদরজো গৃহ্যতে ত্বদ্বিধৈরপি।
সন্তি তে বহবো লোকে বৈষ্ণবা নারদাদয়ঃ ॥
তেষাং বিহায় গোপীনাং পাদরেণুস্ত্বয়াপি যৎ।
গৃহ্যতে সংশয়ো মেঽত্র কো হেতুস্তদ্বদ প্রভো ! ॥"

শ্রীব্রহ্মবাক্যম্—

"ন স্ত্রিয়ো ব্রজসুন্দর্য্যঃ পুত্র ! শ্রেষ্ঠাঃ শ্রিয়োঽপি তাঃ।
নাহং শিবশ্চ শেষশ্চ শ্রীশ্চ তাভিঃ সমাঃ ক্বচিৎ ॥"

শ্রীআদিপুরাণে চ শ্রীমদর্জ্জুনবাক্যম্—

"ত্রৈলোক্যে ভগবদ্ভক্তাঃ কে ত্বাং জানন্তি মর্ম্মণি।
কেষু বা ত্বং সদা তুষ্টঃ কেষু প্রেম তবাতুলম্ ॥"

শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

"ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব ! ।
ন চ লক্ষ্মীর্ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম ॥
ভক্তা মমানুরক্তাশ্চ কতি সন্তি ন ভূতলে।
কিন্তু গোপীজনঃ প্রাণাধিকপ্রিয়তমো মম ॥
ন মাং জানন্তি মুনয়ো যোগিনশ্চ পরন্তপ ! ।
ন চ রুদ্রাদয়ো দেবা যথা গোপ্যো বিদন্তি মাম্ ॥
ন তপোভির্ন বেদৈশ্চ নাচারৈর্ন চ বিদ্যয়া।
বশোঽস্মি কেবলং প্রেম্ণা প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ ॥
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ ! নান্যে জানন্তি মর্ম্মণি ॥
নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ ! নিগূঢ়প্রেমভাজনম্ ॥" চ॥ ইতি

ন চিত্রং প্রেমমাধুর্য্যমাসাং বাঞ্ছেদ্ যদুদ্ধবঃ।
পদরেণূক্ষিতং যেন তৃণজন্মাপি যাচ্যতে ॥

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

উক্তপোষেণ তন্মহিমাতিশয়মুদাহরতি ষষ্ঠীতি শ্রিয়োঽপি সকাশাৎ তাঃ, শ্রেষ্ঠাঃ—অধিকাঃ ॥ ত্রৈলোক্যে ইতি। যতো বশীভূতঃ ॥ ন মামিতি। ন জানন্তি—তথা ন বিদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীলক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও শ্রীব্রজদেবীগণের শ্রেষ্ঠতা।

শ্রীবৃহদ্বামন পুরাণে ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তিও সেই প্রকার যথা—ব্রহ্মা বলিলেন—আমি পুরাকালে নন্দব্রজস্থিতা গোপীগণের পাদরেণু প্রাপ্তির নিমিত্ত ষাট হাজার বৎসর ব্যাপিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া ছিলাম, তথাপি আমি তাঁহাদিগের পাদরেণু লাভ করিতে পারি নাই। তদুত্তরে ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণের বাক্য যথা—বৈষ্ণবগণের পাদরেণু যদি ভবাদৃশ ব্যক্তিকেই গ্রহণ করিতে হয়, তবে এই জগতে শ্রীনারদাদি বহুতর বৈষ্ণব শিরোমণি বিদ্যমান রহিয়াছেন, আপনি তাঁহাদিগের পাদরেণু উপেক্ষা করিয়া যে গোপীগণের পাদরেণু গ্রহণ করিতেছেন, এবিষয়ে আমাদের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, ইহার কারণ কি বলুন। তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন হে পুত্র! ব্রজসুন্দরীগণ প্রাকৃত স্ত্রী নহেন, ইঁহারা স্বরূপ শক্তির বৃত্তিভূতা, শ্রীলক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। আমি ব্রহ্মা, শিব, অনন্তদেব ও লক্ষ্মী প্রভৃতি আমরা কেহই, কোন কালেও তাঁহাদের সমান হইতে পারি না। শ্রীআদি পুরাণে অর্জ্জুনবাক্যও সেই প্রকারই যথা—হে প্রভো! ত্রিলোকস্থ ভক্তগণের মধ্যে কে কে আপনার মর্ম্ম জানেন, কোন্ ভক্তগণের প্রতিই বা আপনি সর্ব্বদাই পরিতুষ্ট এবং কোন্ ভক্তগণেই বা আপনার অতুল প্রেম? শ্রীভগবানের বাক্য যথা—হে পার্থ অর্জ্জুন! ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্ষ্মী এবং আমার আত্মা এই সকল কেহই আমার সেইরূপ প্রিয় নহে, যেরূপ গোপীগণ আমার প্রিয়তম। এই ভূতলে আমাতে অনুরক্ত কত কত ভক্ত আছেন, কিন্তু গোপীগণই আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম বলিয়া জানিবে। হে পরন্তপ! মুনিগণ, যোগিগণ এবং রুদ্রাদি দেবতাগণ ইহারা কেহই আমাকে সেরূপ অনুভব করিতে পারে না, যেরূপ গোপিগণ আমাকে অনুভব করেন। হে অর্জ্জুন! বানপ্রস্থধর্ম্ম তপস্যা ব্রহ্মচারিধর্ম্ম বেদ, আচার গৃহস্থধর্ম্ম, বিদ্যা—জ্ঞানযোগ বা যতিধর্ম্ম এই চতুরাশ্রম ধর্ম্মদ্বারা আমি বশীভূত হই না, কেবলমাত্র প্রেমের দ্বারাই আমি বশীভূত হইয়া থাকি। গোপিকাগণই তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ। হে পার্থ! একমাত্র গোপীগণই আমার মাহাত্ম্য, আমার পূজা, আমার শ্রদ্ধা এবং আমার মনোগত ভাব জানেন, অন্য কেহই আমার অভিপ্রায় বা মর্ম্ম জানিতে পারে না। যে গোপিকাগণ নিজের অঙ্গকেও আমার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবার অনুকূল বিবেচনা করিয়া উপাসন করিয়া থাকেন। অতএব হে পার্থ! সেই গোপীগণ ভিন্ন আমার নিগূঢ় প্রেমের পাত্র আর কেহই নাই ॥ ৮ ॥

তথাহি শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৪৭।৬১)—

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্ ।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥" ইতি ।

ইতি কৃষ্ণং নিষেব্যাগ্রে কৃষ্ণস্যোপাসকৈর্জনৈঃ ।
সেব্যাঃ প্রসাদপুষ্পাদ্যৈরবশ্যং ব্রজসুভ্রুবঃ ॥৯॥

তত্রাপি সর্ব্বগোপীনাং রাধিকাতিবরীয়সী ।
সর্ব্বাধিক্যেন কথিতা যৎ পুরাণাগমাদিষু ॥

যথা পাদ্মে—

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥"

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

তদ্ভাববাঞ্ছায়াং কৈমুত্যমাহ ন চিত্রমিতি । যেন—উদ্ধবেন ॥ আসামিতি । বৃন্দাবনে, তাসাং—ব্রজসুন্দরীণাং, চরণরেণুন, জুষন্তে—সেবন্তে, যা গুল্মলতৌষধ্যস্তাসাং মধ্যে কিমপ্যহং তৃণরূপং স্যাম্, ইতি তৎপাদরজোঽভিষিক্তগুল্মজন্মস্পৃহাভিধানাৎ তদ্ভাবস্পৃহা তু দূরতঃ স্থিতা ॥ বক্তব্যমাহ, ইতি কৃষ্ণমিতি । শাস্ত্রসারার্থজ্ঞানাম্ উপাসকানাং ব্রজরামোপাসনা আবশ্যকীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীগোপীগণের ভাব মাধুর্য্য প্রার্থনাবিষয়ে কৈমুত্যন্যায় বলিতেছেন যথা-যে উদ্ধব শ্রীব্রজসুন্দরীগণের পাদরেণু অভিষিক্ত তৃণজন্ম প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তিনি যে তাঁহাদের প্রেম মাধুর্য্য প্রার্থনা করিবেন, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শ্রীদশমস্কন্ধে উদ্ধব মহাশয়ের উক্তিও সেইরূপই যথা যে ব্রজসুন্দরীগণ দুস্ত্যাজ স্বজন এবং আর্য্যপথ অর্থাৎ পাতিব্রত্যাদি ধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় শ্রীমুকুন্দের চরণকমল ভজনাক রিয়াছেন। অহো ! আমি যেন শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহাদিগের চরণরেণুসেবী গুল্মলতা ও ঔষধি সমূহের মধ্যে কোন তৃণাদিরূপে জন্ম লাভ করিতে পারি। শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের গোপীগণের পাদরজ অভিষিক্ত তৃণগুল্মের মধ্যে জন্মলাভের অভিলাষ প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহার পক্ষে শ্রীব্রজরামাগণের ভাব মাধুর্য্য প্রাপ্ত হওয়া সুদূর পরাহত, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রপূজ্যচরণ গ্রন্থকার সম্প্রতি সাভিপ্রেত বক্তব্য বিষয়টি অভিব্যক্ত করিতেছেন—অতএব শাস্ত্রার্থ নিষ্ণাত শ্রীকৃষ্ণ উপাসকগণ প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া, তদনন্তর তদীয় ভুক্তাবশিষ্ট সেই প্রসাদী পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা ব্রজসুন্দরী-গণের অবশ্যই সেবা করিবেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের ব্রজসুন্দরীগণের সেবা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৯ ॥

শ্রীআদিপুরাণে চ—

"ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী ।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ ! তত্র রাধাভিধা মম ॥" ১০ ॥ ইতি ।

॥ ইতি শ্রীশ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীভক্তামৃতং নাম উত্তরখণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীলঘুভাগবতামৃতং সম্পূর্ণম্ ।

॥ * ॥ ওঁ শ্রীগৌরহরিঃ ওঁ ॥ * ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু ।

শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিতা সারঙ্গরঙ্গদা

শ্রীরাধায়াঃ সর্ব্বাভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং পাদ্মাদিবাক্যে প্রমাণয়তি, যথা রাধেত্যাদিনা । আগমঃ—বৃহদ্‌গৌতমীয়াদিঃ ; "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা । সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥" ইত্যেবমাদিঃ । আদিশব্দেন পুরুষবোধিনী ; যস্যাং খলু "গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে" ইত্যুপক্রম্য, "গোবিন্দোঽপি শ্যামঃ" ইত্যাদি, দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ" ইতি চোক্ত্বা "যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ" ইতি পঠ্যতে । তথাচ সর্ব্বভক্তশিরোমণিত্বং শ্রীরাধায়াঃ সিদ্ধম্ ॥১০॥

যদ্বাক্যাৎ সাধবঃ কৃষ্ণং সংবিদন্তি সপার্ষদম্ ।
শ্রীরূপস্তত্ত্ববিদ্ভূপঃ স মে কৃপয়তু প্রভুঃ ॥
শ্রীবিদ্যাভূষণেনেয়ং লঘুভাগবতামৃতে ।
টিপ্পনী রচিতা ভূয়াৎ তুষ্টয়ে রামবর্ণিনঃ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীলঘুভাগবতামৃতং ব্যাখ্যাতম্ ॥

॥ শুভমস্তু ॥

শ্রীব্রজদেবীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ।

অনন্তর সেই সকল ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা নিরতিশয় বরীয়সী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতমা । যেহেতু শ্রীপদ্মপুরাণ, বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্র ও পুরুষবোধনী শ্রুতিতে শ্রীরাধিকাই সর্ব্বোত্তমারূপে অভিহিত হইয়াছেন । নিখিল ব্রজসুন্দরীগণ হইতেও শ্রীরাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্র বাক্যে প্রমাণিত করিতেছেন—শ্রীরাধিকা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা, তদ্রূপ তাঁহার কুণ্ডও অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম । সমস্ত গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র অত্যন্ত বল্লভা । বৃহদ্‌গৌতমীয়-তন্ত্রেও এইরূপই কথিত হইয়াছে যথা কৃষ্ণাত্মিকা পরদেবতা শ্রীরাধিকা দেবীই সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী অর্থাৎ লক্ষ্মীগণই অংশিনী—শ্রীরাধিকার অংশভূতা । তিনিই লক্ষ্মীগণের একমাত্র অংশিনী এবং সমস্ত লক্ষ্মীগণই অংশিনী—শ্রীরাধিকার অংশভূতা ।

শ্রীকৃষ্ণের সকল কামনা শ্রীরাধাতেই অভিব্যক্ত হয়, অতএব তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। এখানে পুরাণাগমাদি এই আদি শব্দে পুরুষবোধিনী শ্রুতিকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে কথিত হইয়াছে—প্রথমতঃ গোকুলাখ্য মথুরামণ্ডলে এই প্রকার উপক্রম করিয়া তদনন্তর বলিলেন—শ্রীগোবিন্দদেবও শ্যামবর্ণ ইত্যাদি বলিয়া তদনন্তর বলিলেন—যাঁহার দুই পার্শ্বে শ্রীচন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধিকাদেবী দেদীপ্যমানা, এইরূপ বলিবার পর বলিলেন—যে শ্রীরাধিকার অংশ শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীদুর্গাদি শক্তি, এই প্রকার কথিত হইয়াছে। শ্রীআদিপুরাণেও অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন হে পার্থ! স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোকের মধ্যে পৃথিবীই ধন্যা, যাহাতে শ্রীবৃন্দাবন পুরী বিরাজ করিতেছেন। সেই বৃন্দাবনের মধ্যে আবার শ্রীগোপীগণই শ্রেষ্ঠা। তন্মধ্যে আবার আমার শ্রীরাধাই ধন্যতমা। অতএব সর্ব্বতোভাবে শ্রীরাধিকার সর্ব্বভক্ত শিরোমণিত্ব প্রতিপাদিত হইল।

নির্মৎসর সাধুগণ যাঁহার বাঙ্‌মাধুরী হইতে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও ভক্ততত্ত্ব জানিতে সমর্থ হইয়াছেন, নিখিল তত্ত্বজ্ঞ চূড়ামণি সেই প্রপূজ্যচরণ শ্রীরূপগোস্বামি প্রভু আমার প্রতি কৃপামৃত বর্ষণ করুণ। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-মহোদয়ের রচিত শ্রীলঘুভাগবতামৃতের এই সূক্ষ্মটীকা শ্রীরাম-বর্ণির সন্তোষ বিধান করুক ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীশ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীভক্তামৃত নামক উত্তর-

খণ্ডের আভাস অনুবাদ সমাপ্ত ॥

* জয় শ্রীগৌরহরি *

॥ * ॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় সমর্পণমস্তু ॥ * ॥

❀ শ্রীগুরুদাস গ্রন্থমালার প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ❀

১। শ্রীল গুরুদাস বাবার সংক্ষিপ্ত জীবনী
২। শ্রীশ্রীবিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী (কান্তিমালা টীকা সহিত)
৩। শ্রীশ্রীভাগবত মাহাত্ম্য (স্কন্দ পুরাণ)
৪। শ্রীশ্রীভাগবত মাহাত্ম্য (পদ্মপুরাণ সটীকা)
৫। শ্রীশ্রীমুকুন্দচরিত্র
৬। শ্রীশ্রীস্তোত্র রত্নাবলী
৭। শ্রীশ্রীস্তবামৃত লহরী
৮। শ্রীশ্রীহংসদূত (সটীকা)
৯। শ্রীশ্রীপদাঙ্কদূত (সটীকা)
১০। শ্রীশ্রীপ্রেমসম্পুট
১১। শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা
১২। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্য, (বাংলা হিন্দী)
১৩। শ্রীশ্রীলঘুভাগবতামৃত (টীকাদ্বয়োপেত)
১৪। শ্রীশ্রীভজন গীতি
১৫। সটীক শ্রীশ্রীনিকুঞ্জ রহস্য স্তব

—ঃ ❀ প্রাপ্তিস্থান ❀ ঃ—

* শ্রীভক্তিগ্রন্থের মুখ্য প্রচারক ও প্রকাশক *

শ্রীনিতাই গোপালচন্দ, সিঙ্গাইযমুনা, মেদিনীপুর।

শ্রীহরিভক্ত দাস শাস্ত্রী, কিনুবাবু কুঞ্জ, বাগবুন্দেলা, বৃন্দাবন, মথুরা
মহান্ত শ্রীপীতাম্বরদাসজী হরিবোল কুটীর
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন
স্বামীরসিকানন্দ বন মহারাজ, মদন মোহন ঘেরা, বৃন্দাবন
শ্রীপ্রিয়াচরণ দাস বাবাজী মহারাজ, গোবর্দ্ধন
মহেশ লাইব্রেরী ২/৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

---

* শ্রীহরিনাম প্রেস, বৃন্দাবন।